শ্রীকৃষ্ণলীলা।

সিদ্ধান্তবাচস্পতি

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

। ১৫।১ নং গৌর লাহার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ।

বাণীপ্রেস;

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১০ সাল।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

উপক্রমণিকা।

আমাদিগের দেশে বিশেষতঃ সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের প্রারম্ভে গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশের রীতি আছে। ঐ প্রাচীন রীতির অনুসরণে আমরাও এই স্থলে আমাদিগের এই "শ্রীকৃষ্ণলীলা" গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিব। সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত সর্ব্বগুণপূর্ণ অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি স্বীয় অনন্ত বৈভবে বিচিত্রলীলাপরায়ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ও বক্তব্য বিষয়। তদীয় প্রেমই প্রয়োজন। এবং উক্ত বিষয়ের ও প্রয়োজনের সহিত এই গ্রন্থের বাচ্যবাচকতালক্ষণ ও প্রাপ্যপ্রাপকতালক্ষণ সম্বন্ধ। এই গ্রন্থ উক্ত বিষয়ের ও প্রয়োজনের বাচক এবং সাধক।

ভগবৎপ্রেম স্বরূপতঃ সাধ্য না হইলেও তৎপ্রকাশিকা ভক্তিকে উক্ত প্রেমের সাধন বলা হইয়া থাকে। কর্ম্ম বা জ্ঞান ঐ প্রেমের সাধন নহে। কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি দ্বারা পরম্পরায় মোক্ষের সাধন হইয়াও সাধনকালে ও ফলকালে বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া ভক্তির সহায় হইতে পারে না। জ্ঞানাধিকার দ্বারা পরম্পরায় মোক্ষসাধক বৈরাগ্য রসশোষকতা প্রযুক্ত এবং মোক্ষসাধক স্বয়ং জ্ঞান ভজনপ্রবৃত্তির হানিকরত্ব প্রযুক্ত ভক্তির সহায় হইতে পারে না। শ্রদ্ধালু ব্যক্তির সাধনরূপা ভক্তি ও সাধ্যরূপ প্রেম আপনি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভক্তি ও প্রেম অনন্তনিরপেক্ষ। লীলাগ্রন্থের আলোচনা ভক্তিবিশেষ।

শাস্ত্র সকল গৌণী বৃত্তি ও মুখ্যা বৃত্তি দ্বারা অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে কেবল ভক্তিলভ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ ও বৈভব সকল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বস্বরূপ। তিনি সকলের আদি, সকলের অংশী ও নিত্যকিশোরশেখর। তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষেরও আদি; তিনি সমস্ত জীবের এবং ব্রহ্মাদি দেবগণেরও জনয়িতা। তিনি কারণাব্ধিশায়ী প্রভৃতি পুরুষত্রয়ের এবং শ্রীমন্নারায়ণাদিরও অংশী। তিনি শান্তাদি অখিল রসের প্রকাশক নিত্য-কৈশোর-সমন্বিত-শ্রীবিগ্রহ-বিশিষ্ট।

প্রকাশ মায়িক প্রপঞ্চের সহিত প্রকাশস্বভাব মায়াতীত পরব্যোমের সম্বন্ধ নিতান্ত অসম্ভব। এইরূপে তদুভয়ের পরস্পর স্বাভাবিক সম্বন্ধ অসম্ভব হইলেও শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিবলে তদুভয়ের মধ্যে একটি অদ্ভুত সম্বন্ধ-সূত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই সম্বন্ধসূত্রের সন্নিবেশ বশতঃই প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের ও শ্রীভগবদ্ধামসমূহে প্রাপঞ্চিক জীব সকলের গতিবিধির কথা শ্রবণ করা যায়। নিত্যধামস্থ নিত্য পার্ষদবর্গের প্রশান্তগম্ভীর সুখসাগরকে তরঙ্গায়িত করিবার নিমিত্ত এবং প্রাপঞ্চিক সাধক জীব সকলকে স্বীয় সেবানন্দ প্রদান করিবার নিমিত্তই উক্ত সম্বন্ধসূত্রের সন্নিবেশ।

নিত্যধামের লীলা দেবলীলা। দেবলীলায় শ্রীভগবান্ যুগপৎ বাল্য-পৌগণ্ডকৈশোরময় অনন্ত প্রকাশে অনন্ত পার্ষদবৃন্দের সহিত অবিচ্ছেদে বিহার করিয়া থাকেন। বিহারের অবিচ্ছেদ হেতু লীলারস যথেষ্ট তরঙ্গায়িত হইতে পারে না। উহা ঐস্থানে যথেষ্ট তরঙ্গায়িত হয় না বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত অনন্ত প্রকাশের এক একটি প্রকাশ সময়ে সময়ে পাঞ্চবিভূতিময় প্রপঞ্চ-মধ্যে আবির্ভাবিত করিয়া উক্ত লীলারসকে যথেষ্ট তরঙ্গায়িত হইতে দেওয়া হয়। অতএব প্রাপঞ্চিক লীলাকে অপ্রাপঞ্চিক লীলারই বৈচিত্র্য বলিলেও কোন দোষ হয় না। প্রাপঞ্চিক লীলা নরলীলা। নরলীলায় শ্রীভগবান্ একটিমাত্র প্রকাশে পার্ষদগণের সহিত ক্রমিক বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরময়ী লীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ঐ লীলায় ধাম হইতে ধামান্তরে গমনাদি দ্বারা লীলার বিচ্ছেদও সাধিত হইয়া থাকে। লীলার বিচ্ছেদ সংঘটনই রসপোষণের একমাত্র উপায়। শ্রীভগবানের লীলারস পরিপোষণের এই-রূপই নিয়ম দেখা যায়। উক্ত নিয়মের মধ্যে আবার একটি অত্যদ্ভুত পারিপাট্যও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। জন্মাদি বিবিধ মানুষিক ভাবের আবিষ্কারই ঐ পারিপাট্য। জন্মাদি মানবীয় ধর্ম্ম প্রপঞ্চ ব্যতিরেকে শোভা পায় না। এবং তদ্ব্যতিরেকে লীলারসও পরিপুষ্ট হইতে পারে না। অতএব লীলাকুশল শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে অপ্রপঞ্চের আবির্ভাবন রূপ অপূর্ব্ব কৌশল বিস্তার করিয়া থাকেন। উক্ত আবির্ভাবনকৌশল মানবীয় বুদ্ধির অবিষয়। শ্রীভগবান্ যে কি কৌশলে জড় প্রপঞ্চে চিদ্ধামের সমাবেশ করেন, তাহা তিনিই জানেন।

যাহা হউক, তদ্দ্বারা লীলারসের পোষণ ভিন্ন অপর একটি সুমহৎ প্রয়োজন সাধিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রাপঞ্চিক সাধক জীবকে নিত্য

ভগবদ্ধামে গমনাধিকার প্রদানই উক্ত প্রয়োজন। নিত্য ভগবদ্ধাম যদি প্রপঞ্চে আবির্ভাবিত না হইতেন, তবে প্রাপঞ্চিক সাধক যে কিরূপে তদ্ধামাশ্রয়ণে অধিকারী হইতেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু নির্গুণ ভগবদ্ধামের প্রপঞ্চে আবির্ভাবে আর উহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। নিত্য ভগবদ্ধাম যদি প্রপঞ্চের সহিত মিলিত হইলেন, তবে প্রাপঞ্চিক সাধকগণও তত্রস্থ সিদ্ধগণের সহিত মিলিত হইতে পারিলেন। সিদ্ধসাধকের সম্মিলনের পর তদুভয়ের একত্রাবস্থান আর বোধ হয় কাহারও চিত্তে কোনরূপেই সংশয়িত হইবে না। ফল কথা, প্রাপঞ্চিক ধাম সকল সিদ্ধ ও সাধকের সম্মিলনস্থল। ঐ স্থলে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সিদ্ধগণ সাধকভাবে বিভাবিত হয়েন এবং সাধকগণ সিদ্ধভাবাভিমুখে সমাকৃষ্ট হয়েন। তদ্দ্বারাই সিদ্ধগণের রসপোষণ এবং সাধকগণের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ইহাই ভগবদবতারের মুখ্য কারণ। শ্রীভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তিই উহার সাধয়িত্রী।

উক্ত মুখ্য কারণদ্বয় ভিন্ন শ্রীভগবানের অবতারের আরও দুই একটি আনুষঙ্গিক কারণ শ্রবণ করা যায়। ভূভারহরণাদিই তাদৃশ কারণ। ভূভারহরণাদি কার্য্য সকলের নিমিত্ত শ্রীভগবানের অংশাস্বতারই যথেষ্ট বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কারণদ্বয় ফলোন্মুখ না হইলে আর পূর্ণাবতার ঘটে না। আবার পূর্ণাবতারকালে ভূভারহরণাদি কার্য্যের জন্য অংশাদির পৃথক্ অবতরণেরও প্রয়োজন হয় না। শ্রীভগবানের সকল অবতারই স্ববিশেষে পূর্ণ হইলেও শক্ত্যাবিষ্কারের তারতম্য বশতঃ পূর্ণাংশাদি ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পূর্ণ পুরুষের অবতরণকালে অংশাদির তৎসহ অবতরণ অপরিহার্য্য। অতএব পূর্ণ পুরুষের অবতারে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়, তজ্জন্য অবতারান্তরের প্রয়োজন হয় না। অংশাদির অবতারে কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ, যে অংশাদিতে যে শক্তির আবিষ্কার হয় না, সেই অংশাদির অবতারে সেই শক্তির কার্য্য অসিদ্ধ থাকিয়া যায়।

বর্ত্তমান কলিযুগের প্রাক্‌কালে অর্থাৎ অতীত দ্বাপরযুগের শেষভাগে অথবা তদুভয়ের সন্ধিকালে পূর্ণ পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ভারতভূমিতে মাথুরমণ্ডলে অবতরণ করেন, এই প্রকার শ্রবণ করা যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ লিখিতে হইলে, প্রথমতঃ তিনি কোন্ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাই স্থির করিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের দেশের পূর্ব্বতন বৃত্তান্তসমূহের কালনির্ণয় অতীব দুরূহ ব্যাপার; কারণ

তৎকালে এখনকার ন্যায় শকাদির প্রচলন ছিল এরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে পুরাণে মহাভারতের দুই একটি ঘটনার কাল নির্ণীত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কালনির্ণয় অপেক্ষাকৃত কিছু সুগম হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রায় একপ্রকার প্রণালীতে উক্ত কালের বিষয় লেখা আছে।

"সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ২৪ অধ্যায়।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে পুলহ এবং ক্রতু নামক যে দুইটি নক্ষত্র প্রথমে উদিত হইতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ রাশিচক্রমধ্যে অশ্বিন্যাদি নামক বিংশতি নক্ষত্রের যে এক একটি নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, ঐ এক বিংশতি নক্ষত্রে উক্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল একশত বৎসর ব্যাপিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। তদনুসারে রাজা পরীক্ষিতের সময়ে ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নামক নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

উত্তর

"যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলি র্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলি র্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নঃ কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ২ অধ্যায়।

যৎকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবপরিমাণে সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশসহিত দ্বাদশশতবর্ষাত্মক কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যখন ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রান্তর্গত মঘানক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে গমন করিবেন, তখন নন্দের রাজ্য, এবং ঐ সময় হইতেই কলির বৃদ্ধি হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিন যে সময়ে স্বধামে গমন করেন, সেই দিন সেই সময়েই কলিযুগের সম্পূর্ণ আবির্ভাব হয়, পুরাবিদ্গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

মঘা নক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র। অতএব পরীক্ষিতের সময় হইতে নন্দের সময় ১০০০ বৎসর। বিষ্ণুপুরাণের মতে—"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্। এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥"—পরীক্ষিতের জন্মাবধি নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত সময়ের পরিমাণ ১০১৫ বৎসর। নন্দ হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১০০ বৎসর। চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ ৩৯৩ শকপূর্ব্বাব্দে রাজা হয়েন। চন্দ্রগুপ্ত হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ২২১৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। অতএব রাজা পরীক্ষিতের অতীতাব্দ তন্মতে ৩৩৩০ বৎসর। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর মতে ১০৭০ শকে মহাভারতের উৎপত্তি কাল ৩৫৯৬ বৎসর। রাজতরঙ্গিণীর সময় হইতে বর্ত্তমান সময় ৭৫২ বৎসর। অতএব তন্মতে এখন মহাভারতের সময় ৪৩৪৮ বৎসর। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকালও উহার নিকটবর্ত্তী। জ্যোতি নিবন্ধকার শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্রাদির সন্নিবেশ হইতে যে গণনা করিয়াছিলেন, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকাল ৪৩৫২ বৎসর হয়। ব মান সময়ের পঞ্জিকাকারদিগের মতে ও প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণের ম শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকাল প্রায় ৫০০০ বৎসর। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের র্ভাব যে প্রায় চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেই হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর কোন রূপ সংশয় থাকিতে পারে না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁহার অবতরণের মুখ্য কারণদ্বয় যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এক্ষণে ভূভার-হরণাদি অবতারের আনুষঙ্গিক কারণ সকল উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহাই দেখা যাউক।

মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে অনেক অসুর আসিয়া গুপ্তভাবে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান অসুর সকল ক্ষত্রিয়কুলে রাজবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এবং তদনুবর্ত্তী অন্যান্য অনেক অসুরও এই পৃথিবীতে নানা মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ বেশে বিচরণ করিতেছিল। তাহারা প্রায়ই যজ্ঞবিঘ্নকারী ও দেবদ্বিজদ্বেষী ছিল। অধর্ম্মই তাহাদিগের প্রধান অবলম্বন ছিল। কেহ কেহ আবার ধর্ম্মের নাম দিয়া অধর্ম্মের রাজ্যও বিস্তার করিতেছিল। ক্রমে তাহারা যখন পৃথিবীর অতিশয় ভারস্বরূপ হইয়া উঠে, তখনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন।

এইরূপে রাজগণ পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া উঠিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে ভূভারহরণার্থ ধরাধামে অবতরণ পূর্ব্বক বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার ঐ সকল কার্য্য সাধারণ লোকের কার্য্যের সদৃশ নহে। তাঁহার বাল্যলীলা হইতেই অলৌকিক চরিত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রসম্বন্ধে যে কিছু পূর্ব্বাপর ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শূরসেন নামে নরপতি মথুরাপুরীতে বাস করিতেন। ঐ সময় হইতেই মথুরানগরী যাদবগণের রাজধানী হয়। ঐ শূরসেনের বংশেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব যদুবংশীয় দেবকের কন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণ করেন। তৎকালে কংস যদুবংশের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংসের পিতার নাম উগ্রসেন। দেবকীর পিতা দেবক উগ্রসেনেরই সহোদর। দেবকীর বিবাহের সময় উগ্রসেন বর্ত্তমান থাকিলেও কংস তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। সৌভপতির ঔরসে উগ্রসেনপত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে কংসের জন্ম হয়। কংস ন্যায়তঃ রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না। দেবকীর পুত্রই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ইহা জানিয়াই দুরাত্মা কংস পিতৃরাজ্য আত্মসাৎ করে। সে যাহা হউক, নির্ব্বোধ কংস পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়াই বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন স্বয়ং ভগিনী ও ভগিনীপতির রথের সারথ্যে নিযুক্ত হয়। পথিমধ্যে এইরূপ দৈববাণী হয়, "সে যাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তাহাকে বিনাশ করিবে।" এই দৈববাণী শ্রবণে কংসের চৈতন্য হইলে, সে তৎক্ষণাৎ ভগিনী দেবকীর বধসাধনে উদ্যত হয়। বসুদেব তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া নানাপ্রকারে তাহার সান্ত্বনার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই সফলমনোরথ হইতে না পারিয়া পরিশেষে তিনি তাহাকে দেবকীর গর্ভে জনিষ্যমাণ সন্তান সকল অর্পণের প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্নীর প্রাণরক্ষা করেন। কংস তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। কিন্তু পরে বসুদেবের কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেবকীর সহিত পিতার ন্যায় কারারুদ্ধ করে। ঐ কারাগৃহ মধ্যেই দেবকীর গর্ভে

উপর্য্যুপরি ছয়টি পুত্র জন্মে। কংস একে একে তাহাদিগের সকলগুলিকেই সংহার করে। কথিত আছে, দেবকীর ঐ ছয়টি পুত্র জন্মান্তরে হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ছিল, এবং তাহারা পিতামহের শাপে এই প্রকার দুর্গতি ভোগ করে। দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক দেবকীর ঐ সপ্তম গর্ভ বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণীর গর্ভে সন্নিবেশিত হয়। রোহিণী তৎকালে নন্দালয়ে বাস করিতেছিলেন। কংসের দৌরাত্ম্যই তাঁহার ঐ প্রবাসের কারণ। গোপরাজ নন্দের সহিত বসুদেবের ভ্রাতৃসম্বন্ধ। বসুদেবের পিতার বৈমাত্রেয়ের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে গোপরাজের জন্ম হয়। এই গোপরাজের আবাসেই শ্রীকৃষ্ণের প্রথম লীলা সমাহিত হয়; কারণ, তিনি জন্মমাত্র বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দালয়ে রক্ষিত হয়েন ও সেই স্থানেই একাদশ বৎসর বাস করেন। ঐ প্রথম লীলার নামই শ্রীবৃন্দাবনলীলা। তদনন্তর মথুরালীলা। এই মথুরালীলা অত্যল্পকালব্যাপিনী। কংসবধের পর জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কয়েকবার সংগ্রাম হয়। পুনঃ পুনঃ সংগ্রামে যাদবকুলের ক্ষতি বিবেচনা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী দ্বারকাপুরীতে লইয়া যান। ইহার পর হইতেই দ্বারকালীলা। এই দ্বারকালীলার কালেই প্রকৃত ভূভারহরণ কার্য্য সমাহিত হইতে দেখা যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনলীলা শ্রীমথুরালীলা ও শ্রীদ্বারকালীলা, এই ত্রিবিধ লীলাই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণের বর্ণনা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের বর্ণনাই সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। অতএব আমরা অতঃপর মূল সংস্কৃত শ্লোক, উহার অন্বয় ও অনুবাদের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণলীলার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। মধ্যে মধ্যে মহাভারতাদি ইতিহাস ও বিষ্ণুপুরাণাদি পুরাণ সকল হইতেও বিশেষ বিশেষ চরিত্র সকল সংগৃহীত হইবে। কিমধিকমিতি।

শ্রীকৃষ্ণলীলা।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

দশম স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

রাজোবাচ।

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ।
রাজ্ঞাঞ্চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥ ১॥
যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ॥ ২॥

রাজা উবাচ। ("শ্রীরাজোবাচ" ইতি পাঠান্তরম্।) (হে) মুনিসত্তম, ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ বংশবিস্তারঃ (বংশস্য সন্তানপ্রবন্ধস্য বিস্তারঃ পরম্পরারূপঃ) কথিতঃ; উভয়বংশ্যানাং (সোমসূর্য্যবংশোদ্ভূতানাং) পরমাদ্ভুতং (বিস্ময়াবহং) চরিতং চ (কথিতম্); ধর্ম্মশীলস্য যদোঃ চ (বংশবিস্তারঃ তদ্বংশ্যানাং পরমাদ্ভুতং চরিতং চ) নিতরাং (সম্যক্তয়া কথিতম্। অধুনা) তত্র (যদোঃ বংশে) অংশেন (শ্রীবলদেবেন সহ) অবতীর্ণস্য বিষ্ণোঃ বীর্য্যাণি (মহাপ্রভাবময়চরিতানি অস্মান্ প্রতি) শংস (বর্ণয়, কথয়)॥ ১-২॥

বিশ্বের সর্গবিসর্গাদি নবলক্ষণ দ্বারা লক্ষিত জগতের আশ্রয়ভূত শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমাশ্রয় তত্ত্বকে নমস্কার।

এই দশমস্কন্ধে ভক্তগণের আশ্রয়স্বরূপ-শরীরধারী পরমানন্দময় যদুকুল-সাগরে ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপ দশম লক্ষ্য বস্তু বর্ণিত হইয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণের সংকীর্ত্তি এই দশমস্কন্ধে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রসঙ্গাধীন দুষ্টরাজকুলকৃত ধর্ম্মগ্লানির নিবারণার্থ তাঁহাদিগের নিধনও বর্ণিত হইয়াছেন।

এই দশমস্কন্ধে নবতিসংখ্যক অধ্যায়। প্রথম চারিটি অধ্যায়ে ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে পৃথিবীর ভারহরণার্থ শ্রীভগবানের জন্ম সপ্রসঙ্গ নিরূপিত হইয়াছেন। তদনন্তর তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনলীলা শ্রীমথুরালীলা ও শ্রীদ্বারবতীলীলা বর্ণিত হইয়াছেন। পঞ্চত্রিংশৎটি অধ্যায়ে গোকুল ও বৃহদ্বনাদির লীলা একটি অধ্যায়ে যমুনাসলিলে অক্রূরকৃত স্তব একাদশটি অধ্যায়ে মথুরার লীলা এবং অবশিষ্ট অধ্যায় সকলে দ্বারবতীর নির্ম্মাণ ও লীলা বর্ণিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে দেবকীপুত্রের হস্তে নিজের মৃত্যু শ্রবণে ভীত কংস কর্ত্তৃক দেবকীর ছয়টি গর্ভের বিনাশ বর্ণিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র-শ্রবণামৃততৃপ্ত রাজা পরীক্ষিৎ ঔৎসুক্যভরে শুকদেববর্ণিত বিষয়বিশেষের পুনরুক্তি সহকারে পুনর্ব্বার উক্ত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

রাজা কহিলেন,—মুনিসত্তম (১), আপনি চন্দ্রের ও সূর্য্যের বংশবিস্তার এবং উভয়বংশীয় রাজগণের পরমাদ্ভুত চরিত কীর্ত্তন করিয়াছেন; ধর্ম্মশীল (২) যদুর বংশাবলী ও তাঁহার বংশধরগণের অত্যাশ্চর্য্য চরিতও সম্যক্‌প্রকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধুনা সেই যদুর বংশে স্বীয় অংশ বলদেবের সহিত অবতীর্ণ বিষ্ণুর বীর্য্যবৃত্তান্ত (৩) আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১-২ ॥

অবতীর্য্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ৩ ॥

ভূতভাবনঃ (ভূতানি ভাবয়তি পালয়তি স্বৈকভাবনিষ্ঠানি করোতীতি বা) বিশ্বাত্মা ভগবান্ যদোঃ বংশে অবতীর্য্য যানি (কর্ম্মাণি) কৃতবান্, তানি (সর্ব্বাণি এব) নঃ (অস্মান্) বিস্তরাৎ (বিস্তরেণ) বদ (সঙ্কীর্ত্তয়) ॥ ৩ ॥

ভূতভাবন (৪) বিশ্বাত্মা ভগবান্ যদুর বংশে অবতীর্ণ হইয়া যতগুলি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই সকলগুলিই আমাদিগকে বিস্তার পূর্ব্বক বলুন ॥ ৩ ॥

---

(১) মুনিসৎ—শ্রীভগবদ্ভক্ত। মুনিসত্তর—শ্রীকৃষ্ণে রত। মুনিসত্তম—তৎপদাব্জে প্রেমবিশেষবিশিষ্ট। (২) ধর্ম্মশীল—ভগবদ্ভক্তিলক্ষণধর্ম্মসম্পন্ন। (৩) বীর্য্যবৃত্তান্ত—মহাপ্রভাবময় চরিত।

(৪) ভূতভাবন—ভূতপালক, যিনি [illegible] নিজ ভাবে নিরত করেন।

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্-
ভবৌষধাচ্ছোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ ॥ ৪ ॥

অপশুঘ্নাৎ বিনা (আত্মঘাতিনঃ ঋতে পশুঘ্নাৎ ব্যাধাৎ বিনা ইতি বা) কঃ পুমান্ নিবৃত্ততর্ষৈঃ (বিষয়তৃষ্ণারহিতৈঃ জনৈঃ) উপগীয়মানাৎ ভবৌষধাৎ শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ বিরজ্যেত (বিরতঃ ভবেৎ) ॥৪॥

পশুঘাতী কিরাত অথবা আত্মঘাতী ব্যতিরেকে, আর কোন্ পুরুষ, বিষয়তৃষ্ণারহিত মুক্তগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান, ভবরোগের ঔষধস্বরূপ, শ্রবণের ও মনের সুখকর উত্তমঃশ্লোক (১) ভগবানের গুণানু-কীর্ত্তন হইতে বিরত হয়? ৪ ॥

পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈ-
র্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।
দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং
কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ ॥ ৫ ॥

মে (মম) পিতামহাঃ (যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) যৎপ্লবাঃ (যঃ ভগবান্ এব প্লবঃ তরণসাধনং নৌঃ যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ) সমরে অমরঞ্জয়ৈঃ (অমরান্ অপি জয়ন্তি যে তৈঃ) দেবব্রতাদ্যাতিরথৈঃ (দেবব্রতঃ ভীষ্মঃ আদ্যঃ মুখ্যঃ যেষাং দ্রোণাদীনাং তৈঃ অতিরথৈঃ অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ ইত্যুক্তলক্ষণৈঃ) তিমিঙ্গিলৈঃ (মহামৎস্যতুল্যৈঃ) দুরত্যয়ং (দুস্তরং) কৌরবসৈন্যসাগরং বৎসপদম্ (ইব) কৃত্বা অতরন্ স্ম ॥ ৫ ॥

প্রসিদ্ধ আছে,—সমরে আমার পিতামহগণ, ভীষ্মপ্রমুখ অমরবিজয়ী অতিরথগণ (২) যাহার তিমিঙ্গিল (৩), সেই তিমিঙ্গিলদলে অতিদুস্পার কৌরবসৈন্যসাগর, যাঁহাকে প্লবরূপে (৪) অবলম্বন পূর্ব্বক বৎসপদের (৫) ন্যায় তুচ্ছীকৃত করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

---

(১) উত্তমঃশ্লোক—তমোগুণরহিত ব্যক্তি সকল যাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন তাদৃশ।

দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং
সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো
মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ॥ ৬ ॥

দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টং (দ্রৌণেঃ অশ্বত্থাম্নঃ অস্ত্রেণ ব্রহ্মাস্ত্রেণ বিপ্লুষ্টং দগ্ধং) কুরুপাণ্ডবানাং সন্তানবীজং (সন্তানস্য বংশস্য বীজং কারণম্) ইদং মদঙ্গং (মম অঙ্গং শরীরম্) আত্তচক্রঃ (আত্তং গৃহীতং চক্রং যেন তথাভূতঃ সন্) শরণং গতায়াঃ মে (মম) মাতুঃ (উত্তরায়াঃ) কুক্ষিং (গর্ভং) গতঃ (প্রাপ্তঃ, প্রবিষ্টঃ) যঃ জুগোপ (রক্ষিতবান্) ॥ ৬ ॥

কুরুপাণ্ডবগণের সন্তানবীজস্বরূপ আমার এই অঙ্গ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হইলেও, যিনি চক্র গ্রহণ করিয়া শরণাগতা আমার জননীর কুক্ষিমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজা-
মন্তর্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ
মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্ ॥ ৭ ॥

(হে) বিদ্বন্, অখিলদেহভাজাম্ অন্তঃ বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ মৃত্যুম্ উত (অপি) অমৃতং চ প্রযচ্ছতঃ মায়ামনুষ্যস্য তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) বীর্য্যাণি বদস্ব ॥ ৭ ॥

আর যিনি অখিল দেহধারিগণের অন্তরে পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টিদিগকে অমৃতও দান করিতেছেন, আবার বাহিরে কালরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া বহির্দৃষ্টিদিগের মৃত্যুও বিধান করিতেছেন, হে বিদ্বন্, সেই মায়ামনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বীর্য্যকথা কীর্ত্তন করুন ॥ ৭ ॥

---

(২) অতিরথগণ—যাঁহারা একাকী অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। (৩) তিমিঙ্গিল—তিমি নামক মৎস্যবিশেষ। (৪) প্লবরূপে—তরণসাধন ভেলার স্বরূপে। (৫) বৎসপদের—গোবৎস-পদ-পরিমিত জলাশয়ের।

রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া।
দেবক্যা গর্ব্তসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা ॥ ৮ ॥

ত্বয়া সঙ্কর্ষণঃ রামঃ রোহিণ্যাঃ তনয়ঃ প্রোক্তঃ। দেহান্তরং বিনা (তস্য পুনঃ) দেবক্যাঃ গর্ব্তসম্বন্ধঃ কুতঃ ঘটতে ? ॥ ৮ ॥

যিনি সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই বলরামকে আপনি রোহিণীর তনয় বলিয়াছেন। সুতরাং দেহান্তর ব্যতিরেকে তাঁহার আবার কিরূপে দেবকীর গর্ব্তসম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইল ? ॥ ৮ ॥

কস্মান্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্‌ব্রজং গতঃ।
ক বাসং জ্ঞাতিভিঃ সাকং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৯ ॥

মুকুন্দঃ ভগবান্ কস্মাৎ পিতুঃ গেহাৎ ব্রজং গতঃ ? সাত্বতাং (ভক্তানাং) পতিঃ (সঃ) জ্ঞাতিভিঃ সাকং (সহ) ক (কুত্র) বাসং কৃতবান্ ? ॥ ৯ ॥

ভগবান্ মুকুন্দ, পিতা (১) বসুদেবের গৃহ হইতে কি কারণে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন ? এবং সেই ভক্তজনপতি জ্ঞাতিবর্গের (২) সহিতই বা কোথায় বাস করিয়াছিলেন ? ॥ ৯ ॥

ব্রজে বসন্ কিমকরোন্মধুপুর্য্যাঞ্চ কেশবঃ।
ভ্রাতরঞ্চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাতদর্হণম্ ॥ ১০ ॥

কেশবঃ ব্রজে মধুপুর্য্যাং চ বসন্ কিম্ অকরোৎ ? কস্মাৎ (বা) মাতুঃ ভ্রাতরম্ (অতঃ) অতদর্হণং (বধাযোগ্যং) কংসম্ অদ্ধা (সাক্ষাৎ, স্বয়ম্ এব) অবধীৎ ? ॥ ১০ ॥

কেশব যখন ব্রজে ও মধুপুরীতে বাস করেন, তৎকালে তিনি কি করিয়াছিলেন ? আর কেনই বা তিনি বধের অযোগ্য জননীর ভ্রাতাকে স্বয়ংই বধ করেন ? ॥ ১০ ॥

---

(১) পিতা—জন্মাদুকরণদর্শনে পিতা ; ভাবতত্ত্বদর্শনে গোপরাজকেই মুখ্য পিতা বলা যায়। (২) জ্ঞাতিবর্গের—যাদবগণের। ভাবতত্ত্বদৃষ্টিতে জ্ঞাতিবর্গশব্দে গোপগণই বোধিত হইয়া থাকেন।

দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতি বর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ।
যদুপুর্য্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ॥ ১১॥

(সঃ) মানুষং দেহম্ আশ্রিত্য যদুপুর্য্যাং বৃষ্ণিভিঃ সহ কতি (কিয়ন্তি) বর্ষাণি অবাৎসীৎ (উবাস)? প্রভোঃ কতি (কিয়ত্যঃ বা) পত্ন্যঃ অবভন্?॥ ১১॥

তিনি মনুষ্যদেহ আশ্রয় পূর্ব্বক বৃষ্ণিগণের সহিত যদুপুরীতে কত বৎসর বাস করিয়াছিলেন? আর সেই প্রভুর কতগুলিই বা পত্নী ছিলেন?॥ ১১॥

এতদন্যচ্চ সর্ব্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্।
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্॥ ১২॥

(হে) সর্ব্বজ্ঞ মুনে, এতৎ অন্যৎ চ সর্ব্বং কৃষ্ণবিচেষ্টিতং শ্রদ্দধানায় মে (মহ্যং) বিস্তৃতং বক্তুম্ অর্হসি॥ ১২॥

মুনিবর, আপনি সকলই জানেন, আর আমিও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছি, অতএব শ্রীকৃষ্ণের এই সকল ও অন্যান্য যে কিছু বিচিত্র কার্য্য, সকলই আমার নিকট সবিস্তারে বর্ণন করা আপনার কর্ত্তব্য॥ ১২॥

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥ ১৩॥

এষা অতিদুঃসহা ক্ষুৎ ত্যক্তোদং (ত্যক্তোদকম্) অপি ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতং পিবন্তং মাং ন বাধতে॥ ১৩॥

যদিও আমি অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি আমার এই অতিদুঃসহ ক্ষুধা, ভবদীয় মুখাম্ভোজ-বিগলিত হরিকথামৃত পান করিতেছি বলিয়া, আমাকে বাধা দান করিতেছে না॥ ১৩॥

সূত উবাচ।

এতং নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং
বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতম্।

প্রত্যর্চ্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং
ব্যাহর্ত্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ১৪ ॥

সূতঃ উবাচ, (হে) ভৃগুনন্দন, সঃ ভাগবতপ্রধানঃ (ভাগবতেষু প্রধানং) ভগবান্ বৈয়াসকিঃ (শুকঃ) এতং সাধুবাদং নিশম্য (শ্রুত্বা) অথ বিষ্ণুরাতং (পরীক্ষিতং) প্রত্যর্চ্চ্য (বিবিধশ্লাঘয়া সম্মান্য) কলিকল্মষঘ্নং কৃষ্ণচরিতং ব্যাহর্ত্তুং (বক্তুম্) আরভত ॥ ১৪ ॥

সূত বলিলেন,—ভৃগুনন্দন, অনন্তর সেই ভাগবতপ্রধান ব্যাস-তনয় এতাদৃশ সাধুবাদ শ্রবণে বিষ্ণুপরিগৃহীত পরীক্ষিৎকে বিবিধ প্রশংসাবচনে সম্মানিত করিয়া [illegible]নাশন কৃষ্ণচরিত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥

শুক উবাচ।

সম্যগ্ ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥ ১৫ ॥

শুকঃ উবাচ, (হে) রাজর্ষিসত্তম, তব বুদ্ধিঃ সম্যগ্ ব্যবসিতা (সম্যক্ সমীচীনং ব্যবসিতং নিশ্চয়ঃ যস্যাঃ সা), যৎ (যতঃ) বুদ্ধেঃ তে (তব) বাসু-দেবকথায়াং নৈষ্ঠিকী (নিষ্ঠাং পরাকাষ্ঠাং প্রাপ্তা) রতিঃ জাতা ॥ ১৫ ॥

শুকদেব কহিলেন,—রাজর্ষিসত্তম, তোমার বুদ্ধি, যাহাতে স্থিরতা লাভ করা উচিত, তাহাতেই সম্যক্ স্থিরতা লাভ করিয়াছে; কেন না, এই বুদ্ধি হইতেই তোমার বাসুদেবকথায় নৈষ্ঠিকী (১) রতির আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥ ১৬ ॥

তৎপাদসলিলং যথা (সেক্তারং পিচামানং তদুত্তয়সজ্জিনঃ চ) ত্রীন্ পুরুষান্ পুনাতি, (তথা) বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ প্রচ্ছকং বক্তারং শ্রোতৄন্ (ত্রীন্ পুরুষান্ পুনাতি) হি ॥ ১৬ ॥

(১) নৈষ্ঠিকী—[illegible], [illegible] উপনীত।

ভগবান্ বাসুদেবের চরণজল যেমন, যিনি সেচন করেন, যাঁহাকে সেচন করা যায়, আর তদুভয়ের সাক্ষী, এই ত্রিবিধ পুরুষেরই পবিত্রতা সম্পাদন করেন; তাঁহার কথাবিষয়ক প্রশ্নও তদ্রূপ প্রশ্ন-কর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা, তিন জনকেই পবিত্র করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১৭ ॥

ভূমিঃ দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ (দৃপ্তাঃ গর্ব্বিতাঃ উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ যে নৃপব্যাজাঃ নৃপবেশেন বর্ত্তমানাঃ দৈত্যাঃ তেষাম্ অনীকানাং সৈন্যানাং শতানাম্ অযুতৈঃ) ভূরিভারেণ আক্রান্তা (সতী) ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১৭ ॥

গর্ব্বিতমহীপালচ্ছলে দৈত্যদল যখন অবনীতল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন তাহাদিগের শতশতাযুত সেনাসমূহের ভূরিভারে আক্রান্ত হইয়া বসুমতী পিতামহের শরণাপন্না হইলেন ॥ ১৭ ॥

গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না রুদন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত ॥ ১৮ ॥

(সা) গৌঃ ভূত্বা খিন্না করুণং রুদন্তী (রুদতী) অশ্রুমুখী (অশ্রুব্যাপ্তাননা চ সতী) বিভোঃ (ব্রহ্মণঃ) অন্তিকে (সমীপে) উপস্থিতা (স্তুবতী সতী) তস্মৈ (ব্রহ্মণে) স্বং ব্যসনং (দুঃখম্) অবোচত (বিজ্ঞাপিতবতী) ॥ ১৮ ॥

এবং গোমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শোকাকুল হৃদয়ে করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে অশ্রুসিক্তবদনে সেই বিভুর (১) সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বকীয় দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মা তৎ উপধার্য্য (শ্রুত্বা) অথ সত্রিনয়নঃ (সন্) দেবৈঃ সহ তয়া (পৃথিব্যা চ) সহ ক্ষীরপয়োনিধেঃ তীরং জগাম ॥ ১৯ ॥

(১) বিভুর—ব্যাপক পরমেশ্বরের ; প্রভু পরমেশ্বরের।

ধরণীর সেই দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাও তখনই তাঁহার সহিত ও অন্যান্য দেবগণের সহিত ভগবান ত্রিলোচনকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরপয়োনিধির তীরে যাত্রা করিলেন ॥ ১৯ ॥

তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেনোপতস্থে সমাহিতঃ ॥ ২০ ॥

তত্র গত্বা (চ) জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিং (বর্ষতি কামান্ ইতি বৃষঃ, আকম্পয়তি ক্লেশান্ ইতি কপিঃ, বৃষঃ চ অসৌ কপিঃ চ ইতি তং) পুরুষং সমাহিতঃ (তদেকচিত্তঃ সন্) পুরুষসূক্তেন উপতস্থে (তুষ্টাব) ॥ ২০ ॥

এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জগৎপতি দেবদেব কামবর্ষী ক্লেশনাশক পুরুষকে পুরুষসূক্ত নামক বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সমাহিত-চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং
নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন-
র্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্ ॥ ২১ ॥

বেধাঃ (ব্রহ্মা) সমাধৌ গগনে সমীরিতাং গিরং নিশম্য ত্রিদশান্ উবাচ হ, (হে) অমরাঃ, মে (মত্তঃ) পৌরুষীং (পুরুষসম্বন্ধিনীং) গাং (বাচম্) আশু শৃণুত, পুনঃ মা চিরম্ (অবিলম্বিতং) তথা এব বিধীয়তাম্ ॥ ২১ ॥

বিধাতা সমাধিকালে গগনমণ্ডলে সমুচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, হে অমরবৃন্দ, পরম পুরুষ ভগবান যে কথা বলিলেন, তাহা শীঘ্র আমার নিকট শ্রবণ কর, আর অবিলম্বেই তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর ॥ ২১ ॥

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভর[illegible]
স্বকালশক্ত্যা ক্ষ[illegible]বি ॥ ২২ ॥

পুংসা পুরা (অস্মদ্‌বিজ্ঞাপনাৎ প্রাক্) এব ধরাজ্বরঃ (ধরায়াঃ জ্বরঃ সন্তাপঃ) অবধৃতঃ (জ্ঞাতঃ)। সঃ ঈশ্বরেশ্বরঃ যাবৎ স্বকালশক্ত্যা উর্ব্ব্যাঃ ভরং (ভারং) ক্ষপয়ন্ (দূরীকুর্ব্বন্) ভুবি চরেৎ, (তাবৎ) ভবদ্ভিঃ অংশৈঃ (সহ) যদুষু উপজন্যতাম্ ॥ ২২ ॥

পুরুষোত্তম ইতিপূর্ব্বেই পৃথিবীর সন্তাপ অবগত হইয়াছেন। সেই ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর স্বকীয় কালশক্তিসহায়ে বসুন্ধরার ভারক্ষয় করিতে করিতে যাবৎকাল ভূতলে বিচরণ করেন, তোমরাও তদংশভূত-তৎ-পার্ষদবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া যদুবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক তাবৎকাল তাঁহার নিকট অবস্থান কর ॥ ২২ ॥

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্‌ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

পরঃ পুরুষঃ ভগবান্ বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ (স্বয়ম্ এব) জনিষ্যতে, (অতঃ) তৎপ্রিয়ার্থং সুরস্ত্রিয়ঃ সম্ভবন্তু ॥ ২৩ ॥

পরমপুরুষ ভগবান্ স্বয়ংই বসুদেবগৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন; অতএব অমরমহিলাগণ তদীয়প্রিয়সাধনার্থ জন্মগ্রহণ করুন। ২৩ ॥

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২৪ ॥

বাসুদেবকলা (দ্বারকাদিপ্রসিদ্ধচতুর্ব্যূহপ্রধানস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাংশঃ) সহস্রবদনঃ স্বরাট্ অনন্তঃ দেবঃ (বলদেবঃ) হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া অগ্রতঃ (প্রথমং) ভবিতা (আবির্ভবিষ্যতি) ॥ ২৪ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ সহস্রবদন স্বপ্রকাশ অনন্ত সেই বলদেব শ্রীহরির প্রিয়সাধনমানসে তাঁহার অগ্রজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন (১) ॥ ২৪ ॥

(১) শ্রীহরির প্রিয়সাধনমানসে তাঁহার অগ্রজ ইত্যাদি—বলদেব শ্রীরামাবতারে কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তদবতারে তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে কষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ এবং সুখকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি করিতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণাবতারে তিনি অগ্রজরূপেই জন্মগ্রহণ করিবেন। (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখুন।)

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

যয়া জগৎ সম্মোহিতং, (সা) ভগবতী (সর্ব্বশক্তিযুক্তা) বিষ্ণোঃ (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) মায়া (বিদ্যাবিদ্যেতিবৃত্তিদ্বয়বিশিষ্টা মায়াখ্যা শক্তিঃ) প্রভুণা (সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেন) আদিষ্টা অংশেন (ভগবদংশেন তদিচ্ছাদিরূপেণ সংবলিতা চ সতী) কার্য্যার্থে (কার্য্যবিশেষসাধনার্থং) সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

আর, যিনি জগৎ সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়াও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া তাঁহারই ইচ্ছাদিরূপ অংশদ্বারা সম্বলিত হইয়া কার্য্যবিশেষসাধনার্থ জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ২৫ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ।
আশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ ॥ ২৬ ॥

শুকঃ উবাচ। প্রজাপতিপতিঃ (প্রজাপতীনাং মরীচ্যাদীনাং পতিঃ) বিভুঃ (ব্রহ্মা) অমরগণান্ ইতি আদিশ্য মহীং গীর্ভিঃ আশ্বাস্য চ পরমং স্বধাম যযৌ ॥ ২৬ ॥

শুকদেব কহিলেন। প্রজাপতিপতি বিভু ব্রহ্মা, অমরগণকে এইরূপ আদেশ দান এবং বিবিধ সান্ত্বনাবচনে বসুমতীকে আশ্বস্ত করিয়া, স্বীয় পরম ধামে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২৬ ॥

শূরসেনো যদুপতি র্মথুরামাবসন্ পুরীম্।
মাথুরাঞ্ছূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা ॥ ২৭ ॥

পুরা যদুপতিঃ শূরসেনঃ মথুরাং পুরীম্ আবসন্ মাথুরান্ শূরসেনান্ চ বিষয়ান্ (প্রদেশান্) বুভুজে ॥ ২৭ ॥

পুরাকালে. যদুপতি শূরসেন মথুরাপুরীতে বাস করিয়া মথুরার ও শূরসেনের সমগ্র প্রদেশ উপভোগ করিতেন ॥ ২৭ ॥

রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্বযাদবভূভুজাম্।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ (তদারভ্য) সা মথুরা সর্ব্বযাদবভূভুজাং রাজধানী অভূৎ। যত্র (মথুরায়াং) ভগবান্ হরিঃ নিত্যং সন্নিহিতঃ (বর্ত্ততে) ॥ ২৮ ॥

যেখানে শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন, সেই মথুরা, তদবধি নিখিল যাদবরাজগণের রাজধানী হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥

তস্যাস্তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ।

দেবক্যা সূর্য্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ ॥ ২৯ ॥

তস্যাং (মথুরায়াং) তু কর্হিচিৎ (একদা) শৌরিঃ (শূরবংশীয়ঃ) বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ (কৃতঃ উদ্বহঃ বিবাহঃ যেন তথাভূতঃ সন্) সূর্য্যয়া (নবোঢ়য়া) দেবক্যা সার্দ্ধং প্রয়াণে (প্রয়াণার্থং) রথম্ আরুহৎ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, একদা শূরবংশীয় বসুদেব ঐ মথুরাপুরীতে বিবাহ করিয়া নবপরিণীতা দেবকীর সহিত গৃহগমনার্থ রথারোহণ করিলেন ॥ ২৯ ॥

উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।

রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহ রৌক্মৈ রথশতৈ র্বৃতঃ ॥ ৩০ ॥

উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ দেবক্যাঃ) প্রিয়চিকীর্ষয়া রৌক্মৈঃ (সুবর্ণপরিকরৈঃ) রথশতৈঃ বৃতঃ (বেষ্টিতঃ সন্) হয়ানাং রশ্মীন্ জগ্রাহ ॥৩০॥

তখন উগ্রসেনতনয় কংস সুবর্ণভূষিত শত শত রথে পরিবৃত হইয়া ভগিনীর প্রিয়কামনায় অশ্বগণের রশ্মি গ্রহণ করিল ॥ ৩০ ॥

চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাম্।

অশ্বানামযুতং সার্দ্ধং রথানাঞ্চ ত্রিষট্শতম্ ॥ ৩১ ॥

দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে।

দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্যানে দুহিতৃবৎসলঃ ॥ ৩২ ॥

দুহিতৃবৎসলঃ দেবকঃ যানে (প্রয়াণসময়ে) দুহিত্রে হেমমালিনাং গজানাং চতুঃশতম্ অশ্বানাং সার্দ্ধম্ অযুতং রথানাং চ ত্রিষট্শতং সুকুমারীণাং দাসীনাং সমলঙ্কৃতে দ্বে শতে পারিবর্হম্ (উপঢৌকনং) প্রাদাৎ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

গমনসময়ে দুহিতৃবৎসল দেবক সুবর্ণমালালঙ্কৃত চতুঃশত হস্তী, পঞ্চদশসহস্র অশ্ব, অষ্টাদশশত রথ এবং বিবিধবসনভূষণে বিভূষিত দুই শত সুকুমারী দাসী দুহিতাকে উপঢৌকন অর্পণ করিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গানি নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্।
প্রয়াণপ্রক্রমে তাত বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলম্ ॥ ৩৩ ॥

(হে) তাত, বরবধ্বোঃ প্রয়াণপ্রক্রমে শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গানি দুন্দুভয়ঃ চ সমং (যুগপৎ) সুমঙ্গলং (যথা স্যাৎ তথা) নেদুঃ ॥ ৩৩ ॥

হে বৎস, বর ও বধূর প্রয়াণের উপক্রমে শঙ্খ তূর্য্য, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভি সকল যুগপৎ সমভাবে শোভনশুভধ্বনি করিতে করিতে বাজিয়া উঠিল ॥ ৩৩ ॥

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ ॥ ৩৪ ॥

পথি (মার্গে) অশরীরবাক্ প্রগ্রহিণং (গৃহীতাশ্বপাশং) কংসম্ আভাষ্য (সম্বোধ্য) আহ, (রে) অবুধ, যাং বহসে (বহসে), অস্যাঃ অষ্টমঃ গর্ভঃ ত্বাং হন্তা (হনিষ্যতি) ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর পথিমধ্যে এক অশরীরবাণী অশ্বরজ্জুধারী কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রে মূর্খ, তুই যাঁহাকে স্বামিগৃহে লইয়া যাইতেছিস্, ইহাঁরই অষ্টম গর্ভের সন্তান তোর নিধন সাধন করিবেন ॥ ৩৪ ॥

ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ।
ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ ॥ ৩৫ ॥

ভোজানাং কুলপাংসনঃ (কুলে পাংসনঃ কলঙ্করূপঃ) খলঃ (দুষ্টঃ) পাপঃ (পাপাত্মা) সঃ কংসঃ ইতি উক্তঃ (সন্) ভগিনীং হন্তুম্ আরব্ধঃ (প্রবৃত্তঃ) খড়্গপাণিঃ (ভূত্বা তাং) কচে অগ্রহীৎ ॥ ৩৫ ॥

ভোজকুলকলঙ্ক দুষ্ট পাপাত্মা সেই কংস এই প্রকার অভিহিত হইয়া, ভগিনীর হননে সমুদ্যত হইল এবং খড়্গ হস্তে লইয়া তদীয় কেশবন্ধে ধারণ করিল ॥ ৩৫ ॥

তং জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্।
বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ৩৬ ॥

মহাভাগঃ বসুদেবঃ জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং নৃশংসং (নিষ্ঠুরং) নিরপত্রপং তং (কংসং) পরিসান্ত্বয়ন্ উবাচ ॥ ৩৬ ॥

তদ্দর্শনে মহাভাগ বসুদেব নিন্দনীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত, সেই নিষ্ঠুর নির্লজ্জকে প্রবোধ প্রদানসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ।
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্ব্বণি ॥ ৩৭ ॥

শূরৈঃ শ্লাঘনীয়গুণঃ ভোজযশস্করঃ (চ) সঃ ভবান্ স্ত্রিয়ং ভগিনীম্ উদ্বাহ-পর্ব্বণি কথং হন্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

রাজন্, আপনি ভোজবংশের যশস্কর; শূরগণ ভবদীয় গুণগ্রামের শ্লাঘা করিয়া থাকেন; সেই আপনি কেমন করিয়া অবলা ভগিনীকে এই বিবাহোৎসবদিবসে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥ ৩৮ ॥

(হে) বীর, মৃত্যুঃ জন্মবতাং দেহেন সহ জায়তে। অদ্য বা অব্দ-শতান্তে বা প্রাণিনাং মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (নিশ্চিতঃ) বৈ (প্রসিদ্ধম্) ॥ ৩৮ ॥

বীরবর, দেখুন, জন্মবন্তমাত্রেরই দেহের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। সকলেই জানে, অদ্য হউক বা শতবর্ষের অবসানেই হউক, প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আত্মার জন্মমৃত্যু না থাকিলেও স্থূলদেহের ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অবশ্যম্ভাবী জন্ম ও মৃত্যু স্থূলদেহের অন্তর্ভূতই বলিতে হয়। স্থূলদেহের মৃত্যু যখন অপরিহার্য্য, তখন তজ্জন্যে পাপাচরণ যুক্ত হয় না ॥ ৩৮ ॥

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ ৩৯ ॥

দেহে পঞ্চত্বম্ আপন্নে (আপন্নপ্রায়ে সতি) কর্ম্মানুগঃ (স্বকৃতং কর্ম্ম অনুগচ্ছতি যঃ সঃ) দেহী (জীবঃ) অবশঃ (সন্) দেহান্তরং প্রাপ্য অনু (পশ্চাৎ) প্রাক্তনং (পূর্ব্বসিদ্ধং) বপুঃ ত্যজতে (ত্যজতি) ॥ ৩৯ ॥

দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বক্ষণে কর্ম্মানুগামী জীব অবশভাবে প্রথমে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় হয় এমন সময়ে অবশ্য

ভোগ্য নিজ কর্ম্মের অনুগামী দেহাবচ্ছিন্ন জীব অবশভাবে প্রথমতঃ ভোগসাধন নূতন দেহ আশ্রয় করিয়া, পরে পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলূকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥ ৪০ ॥

ব্রজন্ (পুরুষঃ) যথা একেন পদা তিষ্ঠন্ এব একেন (পদা) গচ্ছতি, যথা বা তৃণজলূকা, এবং কর্ম্মগতিং গতঃ দেহী (দেহান্তরং প্রাপ্য পশ্চাৎ প্রাক্তনং বপুঃ ত্যজতি) ॥ ৪০ ॥

গমনকারী পুরুষ যেমন অগ্রে নিহিত একটি পদে অবস্থান করিয়াই, তাহার পর অপর পদটিকে পূর্ব্বস্থান হইতে উত্তোলন ও পুরোভাগে রক্ষা করিয়া গমন করিতে থাকে, অথবা তৃণজলূকা যেমন প্রথমে তৃণান্তর অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ পূর্ব্বতৃণ পরিত্যাগ করে, কর্ম্মমার্গে বর্ত্তমান জীবও তদ্রূপ দেহান্তর আশ্রয়পূর্ব্বক পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে ॥৪০॥

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্
প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ ॥ ৪১ ॥

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাম্ (আহিতসংস্কারেণ) মনসা (তৎ এব) অনুচিন্তয়ন্ অভিনিবিষ্টচেতনঃ (পুরুষঃ) স্বপ্নে যথা ঈদৃশং (জাগ্রদ্দৃষ্টশ্রুতসদৃশং) দেহং (রাজাদিরূপং) কিম্ অপি (অনিরুক্তং) পশ্যতি (ক্ষণান্তরে চ) তৎ হি (এব অহম্ ইতি) প্রপদ্যতে (ততঃ চ জাগ্রদ্দেহাৎ) অপস্মৃতিঃ (অপগতস্মৃতিঃ চ ভবতি তথা জাগ্রতি চ) মনোরথেন (এবং কর্ম্মবশাৎ দেহান্তরং প্রাপ্য এব প্রাক্তনং বপুঃ ত্যজতি) ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বশ্রুত * বিষয়ের সংস্কারবিশিষ্ট মনের দ্বারা সেই দৃষ্টশ্রুত বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে চৈতন্য অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইলে, পুরুষ, স্বপ্নে যেমন এই জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের সদৃশ কি এক দেহ দর্শন করিতে থাকে ও পরক্ষণে তাহাই

আমি' এই প্রকার জ্ঞান করে, আর অমনি পূর্ব্ববস্থা ভুলিয়া যায়, এবং জাগ্রদ্দশায় যেমন মনোরথ দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের অনুরূপ দেহ দর্শন ও তাহাতে আত্মজ্ঞান করিয়া পরিশেষে পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হয়, তদ্রূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়াই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে ॥ ৪১ ॥

যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥ ৪২ ॥

(দেহস্য পঞ্চত্বসময়ে) বিকারাত্মকং মনঃ দৈবচোদিতং (দৈবেন ফলাভিমুখেন কর্ম্মণা চোদিতং প্রেরিতং সৎ) মায়ারচিতেষু পঞ্চসু গুণেষু (ভূতেষু মধ্যে) যতঃ যতঃ (যং যং দেহং প্রতি) ধাবতি (ধাবৎ চ সৎ যৎ যৎ রূপম্) আপ (অভিনিবেশেন প্রাপ্তম্) অসৌ দেহী (তত্র তত্র) প্রপদ্যমানঃ (তৎ এব অহম্ ইতি মন্যমানঃ) তেন (মনসা) সহ জায়তে ॥ ৪২ ॥

দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সময়ে প্রকৃতির বিকারস্বরূপ মন ফলাভিমুখ কর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, মায়ারচিত বিচিত্রদেহরূপে পরিণত পঞ্চভূতের মধ্যে যে যে দেহের অভিমুখে ধাবিত হয় এবং ধাবিত হইতে হইতে যে যে রূপ অভিনিবেশ দ্বারা প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞ জীবও অমনি 'তাহাই আমি' এইপ্রকার জ্ঞান করিয়া, সেই মনের সহিত জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪২ ॥

জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ
সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে।
এবং স্বমায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্
গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি ॥ ৪৩ ॥

যথা অদঃ (মহৎ) জ্যোতিঃ উদকপার্থিবেষু (প্রতিবিম্বিতং সৎ) সমীরবেগানুগতং (সমীরস্য বায়োঃ বেগম্ অনুগতং চাঞ্চল্যমালিন্যাদিযুক্তম্ এব) বিভাব্যতে (প্রতীয়তে) এবম্ অসৌ পুমান্ (জীবঃ) স্বমায়ারচিতেষু গুণেষু

(যেহেতু) রাগানুগতঃ (রাগেণ অনুগতঃ প্রবিষ্টঃ সন্) বিমুহ্যতি (অভিনিবেশং প্রাপ্নোতি) ॥ ৪৩ ॥

ঐ আকাশস্থিত চন্দ্রাদি জ্যোতিঃপদার্থ জলপূর্ণ পার্থিব পাত্রে বা জলে ও তৈলাদি পার্থিব পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইলে, যেমন বায়ুবেগের অনুগত হইয়া কম্পাদিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ঐ পুরুষও তদ্রূপ স্বমায়ানির্ম্মিত দেহসমূহের মধ্যে রাগবশতঃ প্রবিষ্ট হইয়া, বিমোহ বা অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

তস্মান্ন কস্যচিদ্ দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ।
আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

(যস্মাৎ) দ্রোগ্ধুঃ (দ্রোহকর্ত্তুঃ পুরুষস্য) বৈ পরতঃ (দ্রুহ্যমাণাৎ তৎসম্বন্ধিভ্যঃ যমাৎ চ) ভয়ং (ভবতি), তস্মাৎ সঃ তথাবিধঃ (যাদৃশঃ দ্রুহ্যতে তাদৃশঃ অবিদ্যাবৃতঃ কর্ম্মাধীনঃ পুমান্) আত্মনঃ ক্ষেমম্ (অভয়ম্) অন্বিচ্ছন্ কস্যচিৎ (অপি) দ্রোহং ন আচরেৎ ॥ ৪৪ ॥

আরও দেখুন, অবিদ্যাবৃত কর্ম্মাধীন পুরুষ যদি নিজের মঙ্গল কামনা করে, তবে কাহারও দ্রোহাচরণ তাহার কর্ত্তব্য নহে। কেন না, সকলেই জানে যে, যাঁহার প্রতি দ্রোহাচরণ করা যায়, ইহকালে তাঁহা হইতে এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গ হইতে, আর পরকালে কৃতান্ত হইতে দ্রোহকর্ত্তার ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ ॥ ৪৫ ॥

এষা তব অনুজা বালা (লালনার্হা) কৃপণা (দীনা) পুত্রিকোপমা (পুত্রীতুল্যা পুত্তলিকাতুল্যা বা অতঃ) দীনবৎসলঃ ত্বং কল্যাণীং (নিরপরাধাম্) ইমাং হন্তুং ন অর্হসি ॥ ৪৫ ॥

এই দেবকী আপনার কনিষ্ঠা, তাহাতে আবার বালিকা, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় ভাল-মন্দ কিছুই জানেন না। দেখুন, ইনি ভয়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় যেন সংজ্ঞাহীনা হইয়াছেন। আবার ইনি যেমন দীনভাবে অবস্থান করিতেছেন, আপনিও তেমনি দীনবৎসল; অতএব এই নিরপরাধিনীর প্রাণবিনাশ আপনার কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৫ ॥

শুক উবাচ।

এবং স সামভির্ভেদৈশ্চোদ্যমানোঽপি দারুণঃ।
ন ন্যবর্ত্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ ॥ ৪৬ ॥

শুকঃ উবাচ, (হে) কৌরব্য, পুরুষাদান্ (রাক্ষসান্) অনুব্রতঃ (অনুসৃতঃ) দারুণঃ (ক্রূরস্বভাবঃ) সঃ (কংসঃ) এবং সামভিঃ ভেদৈঃ (চ) চোদ্যমানঃ অপি ন ন্যবর্ত্তত ॥ ৪৬ ॥

শুকদেব বলিলেন, কুরুনন্দন, কংস একেই দারুণস্বভাব, তাহাতে সে দৈত্যদলের মতানুগামী ছিল; সুতরাং বসুদেব এইরূপে সামমার্গ ও ভেদপ্রণালী অবলম্বনে উপদেশ প্রদান করিলেও, সে ভগিনীহত্যার উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইল না ॥ ৪৬ ॥

নির্ব্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ।
প্রাপ্তং কালং প্রতিব্যোঢুমিদং তত্রান্বপদ্যত ॥ ৪৭ ॥

আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেবঃ) তস্য (কংসস্য) তং (দেবকীবধবিষয়কং) নির্বন্ধম্ (আগ্রহং) জ্ঞাত্বা (বুদ্ধা, বিচিন্ত্য, বিচার্য্য) প্রাপ্তং কালং (সময়ং মৃত্যুং বা) প্রতিব্যোঢ়ুং (প্রতিকর্ত্তুং বঞ্চয়িতুং বা) তত্র (তদানীম্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্ অপত্যার্পণম্) অন্বপদ্যত (উপায়ং নিশ্চিতবান্) ॥ ৪৭ ॥

তখন বসুদেব তাহার সেই আগ্রহ অবগত হইয়া বিচারপূর্ব্বক উপস্থিত কালকে প্রতিকার বা বঞ্চনা করিবার জন্য এইরূপ অবধারণ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্বুদ্ধিবলোদয়ম্।
যদ্যসৌ ন নিবর্ত্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ ॥ ৪৮ ॥

বুদ্ধিমতা (জনেন) যাবদ্বুদ্ধিবলোদয়ং (বুদ্ধিবলয়োঃ উৎকর্ষপর্য্যন্তং) মৃত্যুঃ অপোহ্যঃ (পরিহার্য্যঃ, প্রতিকার্য্যঃ, উপাপি) যদি অসৌ (মৃত্যুঃ) ন নিবর্ত্তেত, (তর্হি) দেহিনঃ (জীবস্য) অপরাধঃ (উপেক্ষাদোষঃ) ন অস্তি ॥ ৪৮ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি ও বলের যতদূর উদয় বা উৎকর্ষ, অনুসারে মৃত্যুর প্রতীকার করিবেন। তাহাতেও যদি ঐ

মৃত্যু নিবারিত না হয়, তাহা হইলে দেহীর আর অপরাধ বা উপেক্ষা-দোষ ঘটিতে পারে না ॥ ৪৮ ॥

প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্।
সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্বা ন ম্রিয়েত চেৎ ॥ ৪৯ ॥
বিপর্য্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্গতির্ধাতুর্দুরত্যয়া।
উপস্থিতো নিবর্ত্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ ॥ ৫০ ॥

(অতঃ) মৃত্যবে (কংসায়) পুত্রান্ (জনিষ্যমাণান্) প্রদায় (প্রদাস্যামি ইতি প্রতিজ্ঞায়) কৃপণাং (দীনাম্) ইমাং (দেবকীং) মোচয়ে। যদি মে (মম) সুতাঃ জায়েরন্, মৃত্যুঃ (কংসঃ) বা ন ম্রিয়েত চেৎ, (তদা) বিপর্য্যয়ঃ (মৎপুত্রাৎ এব অস্য মরণং) বা কিং ন স্যাৎ ? (যতঃ) ধাতুঃ (বিধাতুঃ) গতিঃ (শক্তিঃ ইচ্ছা বা) দুরত্যয়া (দুরতিক্রম্যা দুর্জ্ঞেয়া বা)। উপস্থিতঃ (অপি মৃত্যুঃ) নিবর্ত্তেত, নিবৃত্তঃ (অপি মৃত্যুঃ) পুনঃ আপতেৎ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

অতএব আমার পুত্রদিগকে এই মৃত্যুরূপী কংসের করে অর্পণ করিব, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া, আপাততঃ ইহার হস্ত হইতে এই দীনদশাপন্না দেবকীর মুক্তিসাধন করি। পরে যদি দেবকীর গর্ভে আমার পুত্র সকল জন্মগ্রহণই করে, অথচ ইতিমধ্যে মৃত্যুরূপী কংসের যদি মৃত্যু নাই ঘটে, তাহা হইলে কি আমার পুত্র হইতেই ইহার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না ? কেন না, ঈশ্বরের অভিপ্রেত অলঙ্ঘনীয়। সেই ইচ্ছারই প্রভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইয়াও নিবৃত্ত হইয়া যায়, আবার নিবৃত্ত হইয়াও পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

অগ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়ো-
[illegible] অস্য নিমিত্তমস্তি।
এবং হি জন্তোরপি দুর্বিভাব্যঃ
শরীরসংযোগবিয়োগহে[illegible] ॥ ৫১ ॥

অগ্নেঃ দারুবিয়োগযোগয়োঃ যথা অদৃষ্টতঃ অন্যৎ নিমিত্তং ন অস্তি, এবং হি জন্তোঃ শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ অপি দুর্বিভাব্যঃ ॥ ৫১ ॥

অগ্নির যেমন কাষ্ঠের সহিত সংযোগ ও বিয়োগের কারণ, অদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপই আবার প্রাণিমাত্রেরও শরীরের সহিত সংযোগ ও বিয়োগের কারণ অদৃষ্টমাত্র ; সেই অদৃষ্ট অচিন্তনীয় ॥ ৫১ ॥

এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনম্ ।
পূজয়ামাস বৈ শৌরির্বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৫২ ॥

এবং শৌরিঃ (বসুদেবঃ) যাবদাত্মনিদর্শনং (যাবৎ আত্মনঃ নিদর্শনং (জ্ঞানং তাবৎ, স্বপ্রজ্ঞাবধি) বিমৃশ্য (বিচার্য্য) পাপং (পাপার্থম্ উদ্যুক্তং তং (কংসং) বহুমানপুরঃসরম্ (অত্যাদরপূর্ব্বকং) পূজয়ামাস বৈ ॥ ৫২ ॥

এইরূপে বসুদেব, আপনার বুদ্ধির যতদূর গতি, ততদূর পর্য্যন্ত বিচারশক্তির পরিচালনা করিয়া, বহুমানপুরঃসর সেই পাপস্বরূপ কংসের সংবর্দ্ধনাই করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

প্রত্যগ্রবদনাম্ভোজস্তং ক্রূরং নিরপত্রপম্ ।
মনসা দূয়মানেন প্রহসন্ পুনরব্রবীৎ ॥ ৫৩ ॥

দূয়মানেন (সন্তাপপীড্যমানেন) মনসা (যুক্তঃ অপি বসুদেবঃ) প্রত্যগ্রবদনাম্ভোজঃ (প্রহৃষ্টমুখপদ্মঃ সন্) বিহসন্ নিরপত্রপং (নির্লজ্জং) ক্রূরং তং (কংসং) পুনঃ (ইদম্) অব্রবীৎ ॥ ৫৩ ॥

তাঁহার হৃদয় বিষাদপূর্ণ হইলেও তিনি মুখপদ্মের [illegible]ভাব অভিব্যক্ত করিয়া প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিতে করিতে সেই নিতান্ত নির্লজ্জ ক্রূরকে পুনর্ব্বার বলিলেন ॥ ৫৩ ॥

নহ্যস্ত্যাত্তে ভয়ং সৌম্য যদ্বাগাহাশরীরিণী ।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্ ॥ ৫৪ ॥

(হে) সৌম্য, অশরীরিণী বাক্ যৎ (যথা) আহ (তথা) হি (নিশ্চিতম্) অস্যাঃ (সকাশাৎ) তে (তব) ভয়ং ন (অস্তি)। যতঃ (যেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ) তে (তব) ভয়ম্ উত্থিতং (তান্) অস্যাঃ পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যে ॥ ৫৪ ॥

সৌম্য, [illegible]রিণী বাণী যেরূপ [illegible]য়াছেন, নিশ্চয়ই হইতে আপনার সেইরূপ ভয় [illegible]। যাহাদিগের হইতে আপনার

ভয়ের উদয় হইয়াছে, ইহাঁর সেই পুত্রগণকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব ॥ ৫৪ ॥

শুক উবাচ।

স্বস্রুদ্বধান্নিববৃতে কংসস্তদ্বাক্যসারবিৎ।
বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্গৃহম্ ॥ ৫৫ ॥

শুকঃ উবাচ। তদ্বাক্যসারবিৎ (তস্য বসুদেবস্য বাক্যে যঃ সারঃ উপপত্তিঃ সত্যত্বং চ তং বেত্তি যঃ সঃ) কংসঃ স্বস্রুবধাৎ (ভগিনীহননাৎ) নিববৃতে। বসুদেবঃ অপি প্রীতঃ (সন্) তং (কংসং) প্রশস্য গৃহং প্রাবিশৎ ॥ ৫৫ ॥

শুকদেব কহিলেন, কংস বসুদেবের এই বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া স্বস্রুদ্বধ হইতে নিবৃত্ত হইল। বসুদেবও প্রসন্নবদনে তাহাকে প্রশংসা করিয়া নিজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৫ ॥

অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্ব্বদেবতা।
পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাঞ্চৈবানুবৎসরম্ ॥ ৫৬ ॥

অথ কালে উপাবৃত্তে (গতে সতি) সর্ব্বদেবতা দেবকী অনুবৎসরম্ এব চ অষ্টৌ পুত্রান্ (নবমীং) কন্যাং চ (সুভদ্রাখ্যাং) প্রসুষুবে ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইয়া প্রসূতিসময় উপস্থিত হইলে, সর্ব্বদেবস্বরূপিণী দেবকী প্রতিবর্ষে এক একটি করিয়া আটটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

কীর্ত্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥ ৫৭ ॥

সঃ (সত্যসন্ধতয়া প্রসিদ্ধঃ) আনকদুন্দুভিঃ অনৃতাৎ (প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপাৎ) অতিবিহ্বলঃ (ভৃশং ব্যাকুলঃ সন্) কীর্ত্তিমন্তং (কীর্ত্তিমন্নামানং) প্রথমজং (প্রথমং জাতং পুত্রং) কৃচ্ছ্রেণ (দুঃখেন) কংসায় অর্পয়ামাস ॥ ৫৭ ॥

সত্যসন্ধ বসুদেব অনৃতভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া প্রথমজাত তনয় কীর্ত্তিমানকে অতিকষ্টে কংসহস্তে অর্পণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্ ॥ ৫৮ ॥

সাধূনাং কিং নু দুঃসহং, বিদুষাং কিম্ অপেক্ষিতং, কদর্য্যাণাং কিম্ অকার্য্যং, ধৃতাত্মনাং কি দুস্ত্যজম্? ॥ ৫৮ ॥

অহো! সাধুদিগের দুঃসহ কি? জ্ঞানিগণ কিসেরই বা অপেক্ষা রাখিয়া থাকেন? কদর্য্যদিগের অকার্য্য কি? আর যাঁহারা হৃদয়ে শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুস্ত্যজই বা কি? ॥ ৫৮ ॥

দৃষ্ট্বা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্।
কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫৯ ॥

(হে) রাজন্, কংসঃ শৌরেঃ তৎ সমত্বং (সুখদুঃখয়োঃ তুল্যত্বং) সত্যে এব ব্যবস্থিতিং (নিষ্ঠাং) চ দৃষ্ট্বা তুষ্টমনাঃ (সন্) প্রহসন্ ইদম্ অব্রবীৎ ॥ ৫৯ ॥

রাজন্, কংস বসুদেবের সেই সমদর্শিতা ও সত্যনিষ্ঠা সন্দর্শনে প্রহৃষ্টমানসে প্রকৃষ্ট হাস্য সহকারে বলিলেন ॥ ৫৯ ॥

প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং ন হ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্।
অষ্টমাদ্যুবয়োঃ পুত্রান্মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল ॥ ৬০ ॥

অয়ং কুমারঃ প্রতিযাতু, অস্মাৎ মে (মম) ভয়ং ন অস্তি হি। যুবয়োঃ অষ্টমাৎ পুত্রাৎ মে (মম) মৃত্যুঃ বিহিতঃ (নিরূপিতঃ) কিল ॥ ৬০ ॥

এই কুমার প্রতিগমন করুক। নিশ্চয়ই ইহা হইতে আমার ভয় নাই। সকলেই ত শুনিয়াছে, যে তোমাদিগের অষ্টম পুত্র হইতেই বিধাতা আমার মৃত্যুবিধান করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ।
নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ ॥ ৬১ ॥

আনকদুন্দুভিঃ তথা ইতি (উক্ত্বা) সুতম্ আদায় যযৌ। (কিন্তু) অসতঃ অবিজিতাত্মনঃ কংসস্য তৎ বাক্যং ন অভ্যনন্দত (প্রতীয়ায়) ॥ ৬১ ॥

তখন বসুদেব 'তথাস্তু' বলিয়া পুত্রটিকে লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু সেই অসৎ অজিতচিত্ত কংসের সেই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না ॥ ৬১ ॥

নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাঞ্চ যোষিতঃ।
বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ॥ ৬২ ॥
সর্ব্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত।
জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ ॥ ৬৩ ॥

(হে) ভারত, ব্রজে নন্দাদ্যাঃ যে গোপাঃ যাঃ চ অমীষাং যোষিতঃ বসুদেবাদ্যাঃ বৃষ্ণয়ঃ দেবক্যাদ্যাঃ যদুস্ত্রিয়ঃ (তথা) উভয়োঃ (বসুদেবনন্দকুলয়োঃ) জ্ঞাতয়ঃ (সপিণ্ডাঃ) বন্ধুসুহৃদঃ (বন্ধবঃ সম্বন্ধিনঃ চ সুহৃদঃ মিত্রাণি চ) যে চ কংসম্ অনুব্রতাঃ (সেবমানাঃ যাদবাঃ তে) সর্ব্বে বৈ দেবতাপ্রায়াঃ ॥ ৬২॥৬৩ ॥

হে ভরতনন্দন, ব্রজপুরে নন্দাদি যে সকল গোপ ও উহাঁদিগের যে সকল সীমন্তিনী, বসুদেবাদি বৃষ্ণিগণ, দেবকী প্রভৃতি যদুমহিলাগণ, এবং বসুদেবকুলের ও নন্দকুলের জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্বর্গ, আর যাঁহারা কংসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতেন, প্রায় সকলেই দেবতা ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

এতৎ কংসায় ভগবান্ শংসয়ামাস নারদঃ।
ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাঞ্চ বধোদ্যমম্ ॥ ৬৪ ॥

ভগবান্ নারদঃ এতৎ ভূমেঃ ভারায়মাণানাং (ভারবৎ বর্ত্তমানানাং) দৈত্যানাং বধোদ্যমং চ কংসায় শংসয়ামাস (শশংস) ॥ ৬৪ ॥

ভগবান নারদ এই কথা এবং ভূমিভারস্বরূপ দৈত্যদিগের বধার্থ দেবগণের উদ্যম, উভয় বৃত্তান্ত কংসের নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন ॥ ৬৪ ॥

ঋষের্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি।
দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতি ॥ ৬৫ ॥
দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈ র্গৃহে।
জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া ॥ ৬৬ ॥

ইতি (অনেন প্রকারেণ) কংসঃ যদূন্ (যাদবান্) সুরান্ মত্বা (জ্ঞাত্বা) ঋষেঃ বিনির্গমে (সতি) দেবকীং বসুদেবং চ গৃহে (নিজগৃহে) নিগড়ৈঃ

(শৃঙ্খলৈঃ) নিগৃহ্য (বদ্ধা) অজনশঙ্কয়া (অজনস্ত বিষ্ণোঃ শঙ্কয়া সন্দেহেন তস্মাৎ ভয়েন বা) তয়োঃ পুত্রং জাতং জাতম্ (অহন্) ॥ ৬৫॥৬৬ ॥

এই প্রকারে কংস যাদবদিগকে দেবতা বলিয়া জানিল এবং ইহাও জানিল, যে তদীয় বধসাধনার্থ স্বয়ং বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। সুতরাং দেবর্ষি বিনিষ্ক্রান্ত হইলে, সে দেবকী ও বসুদেবকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া রাখিল, এবং তাঁহাদিগের যেমন এক একটি পুত্র জন্মিতে লাগিল, অমনি তাহাকে 'এই বুঝি বিষ্ণু' এইরূপে অজনের জন্ম আশঙ্কা করিয়া বধ করিতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদঃ সখান্।
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি ॥ ৬৭ ॥

ভুবি (যে) অসুতৃপঃ (স্বপ্রাণপোষকাঃ) লুব্ধাঃ (বিষয়কামুকাঃ) রাজানঃ (তে) প্রায়শঃ মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ সুহৃদঃ সখীন্ সর্ব্বান্ চ ঘ্নন্তি হি ॥ ৬৭ ॥

যাহারা কেবল আপনারই প্রাণের পোষণে তৎপর, ভূতলে সেই সকল লুব্ধ নরপতি প্রায়ই মাতা, পিতা, ভ্রাতৃগণ এবং সখা ও সুহৃদ্বর্গ, কাহারও হত্যাকার্য্যে কদাপি পশ্চাৎপদ হয় না ॥ ৬৭ ॥

আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ্ বিষ্ণুনা হতম্।
মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত ॥ ৬৮ ॥

সঃ (কংসঃ) আত্মানং বিষ্ণুনা প্রাক্ (পূর্ব্বজন্মনি) হতং মহাসুরং কালনেমিম্ ইহ সঞ্জাতং জানন্ যদুভিঃ ব্যরুধ্যত (বিরোধং কৃতবান্) ॥ ৬৮ ॥

পূর্ব্বে যে মহাসুর কালনেমি বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়াছিল, সেই কালনেমিই আমি এক্ষণে এই কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহা দুরাত্মার যতই প্রতীতি হইতে লাগিল, ততই সে যাদবগণের বিরোধাচরণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৮ ॥

উগ্রসেনঞ্চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপম্।
স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ ॥ ৬৯ ॥

মহাবলঃ (সঃ) যদুভোজান্ধকাধিপং পিতরম্ উগ্রসেনং চ নিগৃহ্য শূরসেনান্ (প্রদেশান্) স্বয়ং বুভুজে ॥ ৬৯ ॥

অবশেষে দুর্ম্মতি স্বকীয় বিপুল পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া যদু, ভোজ ও অন্ধকদিগের অধিপতি পিতা উগ্রসেনকে পর্য্যন্ত নিগৃহীত করিয়া সমগ্র শূরসেন প্রদেশ স্বয়ং ভোগ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতরণের যে একটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা এইরূপ ;—

"একদা শ্রীহরি গোলোকধামে শ্রীরাধিকার সহিত বিহার করিতে করিতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, বিরজানাম্নী গোপিকার কুঞ্জে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীদামকে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া বিরজার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হয়েন। এদিকে শ্রীরাধিকা সখীগণের প্রমুখাৎ উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে অধীরা হইয়া সখীবৃন্দের সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে উপনীত হয়েন, এবং কুঞ্জমধ্যে প্রবেশের অভিলাষ করেন। শ্রীদাম তাঁহাকে তদ্বিষয়ে বাধা দেন এবং শ্রীমতীকে তিরস্কার করেন। তন্নিমিত্ত শ্রীমতী শ্রীদামকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, "রে মূঢ়, গোলোকধাম তোমার বাসযোগ্য নহে। তুমি এই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, আসুরীযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক অসুরভাবে অবস্থান কর।" তচ্ছ্রবণে শ্রীদামও শ্রীমতীকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, "মাতঃ, তুমি মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ কর। তোমারই শাপে এক মহাযোগী বৈশ্য রায়াণরূপে শ্রীবৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে নিজের স্ত্রীরূপে নির্দ্দেশ করিবে, এবং তন্নিমিত্ত তুমি কলঙ্কিনী হইবে।" শ্রীমতী তদনুসারে মনুষ্যলোকে জন্মপরিগ্রহ করিলে শ্রীভগবানও ধরাধামে অবতরণ করিলেন। ইহাই অবতারের একটি প্রধান কারণ। ভূভারহরণ উহার আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র।"

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

প্রলম্ববকচানূরতৃণাবর্ত্তমহাশনৈঃ।
মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদপূতনাকেশিধেনুকৈঃ॥ ১॥
অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ।
যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ॥ ২॥

শুকঃ উবাচ। প্রলম্ববকচানূরতৃণাবর্ত্তমহাশনৈঃ (প্রলম্বঃ মনুষ্যরূপী দৈত্যঃ বকঃ পক্ষিরূপী দৈত্যঃ চানূরঃ মনুষ্যরূপী দৈত্যঃ তৃণাবর্ত্তঃ বাত্যারূপী দৈত্যঃ এতে মহাশনাঃ বহুভক্ষকাঃ মহাশনঃ অঘাসুরঃ ইতি বা তৈঃ) মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদপূতনাকেশিধেনুকৈঃ (মুষ্টিকঃ মনুষ্যরূপী দৈত্যঃ অরিষ্টঃ বৃষভাসুরঃ দ্বিবিদঃ বানরঃ পূতনা রাক্ষসী কেশী অশ্বরূপী দৈত্যঃ ধেনুকঃ গর্দ্দভরূপী দৈত্যঃ তৈঃ) অন্যৈঃ চ অসুরভূপালৈঃ বাণভৌমাদিভিঃ (বাণঃ বলিপুত্রঃ ভৌমঃ নরকঃ স আদিঃ যেষাং তৈঃ) যুতঃ মাগধসংশ্রয়ঃ (মাগধঃ জরাসন্ধঃ সংশ্রয়ঃ সহায়ঃ যস্য সঃ) বলী (কংসঃ) যদূনাং কদনং (দুঃখং) চক্রে॥ ১।২॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, শ্রীহরি কংসবিনাশের নিমিত্ত দেবকীর গর্ভগত হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ, সেই গর্ভগত হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন, আর দেবকীকেও সান্ত্বনাদান করিলেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন। বলশালী কংস মগধরাজ জরাসন্ধকে সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় করিয়া, আবার প্রলম্ব, বক, চানূর, তৃণাবর্ত্ত, মহাশন বা অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট বা বৃষভাসুর, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক এবং বাণ ও ভৌম প্রভৃতি অপরাপর অসুরভূপালগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, যদুগণের নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইল॥ ১-২॥

তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরুপাঞ্চালকেকয়ান্।
শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি॥ ৩॥

তে (যাদবাঃ কংসেন) পীড়িতাঃ (সন্তঃ) কুরুপাঞ্চালকেকয়ান্ সাম্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলান্ অপি নিবিবিশুঃ ॥ ৩ ॥

যদুগণ নিপীড়িত হইয়া নিভৃতভাবে কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, সাম্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ এবং কোশলরাজ্যেও প্রবেশ করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৪ ॥

একে জ্ঞাতয়ঃ (অক্রূরাদয়ঃ) তং (কংসম্) অনুরুন্ধানাঃ (অনুবর্ত্তমানাঃ) পর্য্যুপাসতে (পর্য্যুপাসত, পর্য্যচরন্) ॥ ৪ ॥

কেবল কতিপয় জ্ঞাতি আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া অনিচ্ছাভাবে সেই কংসেরই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন ॥ ৪ ॥

হতেষু ষট্সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা।
সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৫ ॥

ঔগ্রসেনিনা (কংসেন) দেবক্যাঃ ষট্সু বালেষু হতেষু (সৎসু) বৈষ্ণবং (যৎ ধাম তৎ) দেবক্যাঃ হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ সপ্তমঃ গর্ভঃ বভূব, যং (গর্ভম্) অনন্তং প্রচক্ষতে (বদন্তি) ॥ ৫ ॥

অনন্তর উগ্রসেনতনয়, একে একে দেবকীর ছয়টি বালকের প্রাণবিনাশ করিলে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাঁহাকে 'অনন্ত' বলিয়া থাকেন, সেই বৈষ্ণবধাম বা বিষ্ণুর কলা দেবকীর সপ্তম গর্ভরূপে আবির্ভূত হইলেন। তাহাতে (সাক্ষাৎ আনন্দমূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া, একদিকে) দেবকীর হৃদয়ে যেমন আনন্দসমৃদ্ধি, সেইরূপ (অন্য দিকে আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গর্ভের ন্যায় কংস ইহাঁকেও বধ করিবে, এই ভাবিয়া) শোকের অতিবৃদ্ধিও পরিলক্ষিত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥ ৬ ॥

বিশ্বাত্মা ভগবান্ অপি নিজনাথানাং (নিজঃ স্বয়ং নাথঃ স্বামী যেষাং, নিজাঃ বসুদেবাদয়ঃ নাথাঃ যেষাং তেষাম্ ইতি বা) যদূনাং কংসজং ভয়ং বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) যোগমায়াং সমাদিশৎ (আজ্ঞাপয়ামাস) ॥ ৬ ॥

এদিকে বিশ্বাত্মা ভগবানও, তিনি স্বয়ং যাহাদিগের নাথ, সেই যদুগণের কংসজনিত ভয় অবগত হইয়া, বিশিষ্ট বিধানে যোগমায়াকে এইরূপ আদেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ৭ ॥

ভদ্রে দেবি, (ত্বং) গোপগোভিঃ অলঙ্কৃতং ব্রজং (গোকুলং) গচ্ছ ॥ ৭ ॥

মঙ্গলরূপে দেবি, তুমি গোপ ও গোধনগণে অলঙ্কৃত গোকুলে গমন কর ॥ ৭ ॥

রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥ ৮ ॥

নন্দগোকুলে বসুদেবস্য ভার্য্যা রোহিণী আস্তে। অন্যাঃ চ (তস্য) ভার্য্যাঃ কংসসংবিগ্নাঃ (কংসাৎ সংবিগ্নাঃ ভীতাঃ সত্যঃ) বিবরেষু (অলক্ষ্য-স্থানেষু) বসন্তি হি ॥ ৮ ॥

বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণী নন্দগোকুলে অবস্থান করিতেছেন। কেবল তিনিই নহেন, বসুদেবের অপরাপর পত্নীগণও কংসভয়ে সমুদ্বিগ্ন হইয়া বিবরবাসিনীর ন্যায় লুক্কায়িতভাবে বিবিধ অলক্ষ্য স্থানে বাস করিয়া আছেন ॥ ৮ ॥

দেবক্যা জঠরে গর্ব্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥ ৯ ॥

দেবক্যাঃ জঠরে (সন্তং) গর্ব্ভং শেষাখ্যং মামকং ধাম তৎ (ততঃ) সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যাঃ উদরে সন্নিবেশয় ॥ ৯ ॥

আমার শেষসংজ্ঞক ধাম এক্ষণে গর্ব্ভরূপে বা ভ্রূণরূপে দেবকীর জঠরে রহিয়াছেন ; তুমি সেই জঠর হইতে ঐ গর্ব্ভ সাবধানে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে সন্নিবেশিত কর ॥ ৯ ॥

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥ ১০ ॥

অথ অহম্ অংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামি। (হে) শুভে, ত্বং (তু) নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং ভবিষ্যসি ॥ ১০ ॥

অনন্তর আমি পূর্ণস্বরূপে দেবকীর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিব। আর হে শুভে, তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ১০ ॥

অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
নানোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্ ॥ ১১ ॥

মনুষ্যাঃ সর্ব্বকামবরেশ্বরীং সর্ব্বকামবরপ্রদাং ত্বাং নানোপহারবলিভিঃ অর্চ্চিষ্যন্তি ॥ ১১ ॥

তুমি মৎপ্রসাদে বিবিধকামনাসমন্বিত পুরুষদিগের শ্রেষ্ঠা নিয়ন্ত্রী হইবে, এবং অর্চ্চকগণের সমুদায় অভিলষিত বর প্রদান করিবে, অতএব মনুষ্য সকল তোমাকে বিবিধ উপহার ও বলি দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥১১॥

নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥ ১২ ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানা শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥ ১৩ ॥

নরাঃ ভুবি (তব) স্থানানি (তথা) দুর্গা ইতি ভদ্রকালী ইতি বিজয়া বৈষ্ণবী ইতি চ কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকা ইতি চ মায়া নারায়ণী ঈশানা শারদা ইতি অম্বিকা ইতি চ নামধেয়ানি চ কুর্ব্বন্তি (করিষ্যন্তি) ॥১২॥১৩॥

আর লোক সকল পৃথিবীতে তোমার অনেক স্থান এবং দুর্গা ভদ্রকালী বিজয়া বৈষ্ণবী কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকা মায়া নারায়ণী ঈশানা শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নাম সকল প্রচার করিবে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

গর্ব্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাৎ বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ ॥ ১৪ ॥

গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং (রোহিণ্যাঃ তনয়ং) বৈ ভুবি (বর্ত্তমানাঃ জনাঃ) সঙ্কর্ষণম্ (ইতি) প্রাহুঃ (বক্ষ্যন্তি। তথা) লোকরমণাৎ রাম ইতি (সম্বোধনং করিষ্যন্তি)। বলোচ্ছ্রয়াৎ (বলস্য উচ্ছ্রয়াৎ আধিক্যাৎ) বলভদ্রম্ (ইতি বক্ষ্যন্তি চ)॥ ১৪॥

আর গর্ভাকর্ষণ হেতু ঐ রোহিণীতনয়কে নিশ্চয় পৃথিবীস্থ লোকেরা সঙ্কর্ষণ বলিবে। তিনি লোক সকলের রতি উৎপাদন করিবেন বলিয়া, তাহারা তাঁহাকে 'রাম' নামে সম্বোধন করিবে। আর বলাধিক্য হেতু লোকে তাঁহাকে বলভদ্রও বলিবে॥ ১৪॥

সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ॥ ১৫॥

ভগবতা এবং সন্দিষ্টা (আজ্ঞপ্তা যোগমায়া যথা ভগবতা উক্তং) তথা (অস্তু) ইতি ওম্ ইতি তদ্বচঃ প্রতিগৃহ্য (অঙ্গীকৃত্য তং) পরিক্রম্য গাং (পৃথ্বীং) গতা (সতী) তৎ তথা অকরোৎ॥ ১৫॥

ভগবান কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, ভাল, তাহাই হউক, বলিয়া যোগমায়া ভগবানের বচন প্রতিগ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অবনীতলে গমন পূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্যও করিলেন॥ ১৫॥

গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া।
অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ॥ ১৬॥

যোগনিদ্রয়া (যোগমায়য়া) দেবক্যাঃ গর্ভে রোহিণীং (প্রতি) প্রণীতে (প্রাপিতে সতি) পৌরাঃ (মথুরাপুরবাসিনঃ জনাঃ) অহো (কংসভয়াৎ) গর্ভঃ বিস্রংসিতঃ (বিস্রস্তঃ, পতিতঃ) ইতি বিচুক্রুশুঃ॥ ১৬॥

যোগমায়া কর্ত্তৃক দেবকীর গর্ভ রোহিণীর উদরে নীত হইলে, মথুরাপুরবাসী লোক সকল উচ্চৈস্বরে 'অহো! দেবকীর গর্ভ বিস্রস্ত হইল' এইরূপ বলিতে লাগিল॥ ১৬॥

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়প্রদঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥ ১৭॥

ভক্তানাম্ অভয়প্রদঃ বিশ্বাত্মা ভগবান্ অপি অংশভাগেন আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) মনঃ আবিবেশ॥ ১৭॥

এদিকে ভক্তগণের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবানও পূর্ণস্বরূপে বসুদেবের মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৭ ॥

স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সংবভূব হ ॥ ১৮ ॥

সঃ (চ বসুদেবঃ) পৌরুষং (শ্রীভগবৎসম্বন্ধি) ধাম (তেজঃ) বিভ্রৎ (বিভ্রাণঃ) যথা রবিঃ (তথা) রাজমানঃ (অতএব) ভূতানাং (কংসাদীনাং) দুরাসদঃ (আসাদয়িতুং সমীপম্ অপি গন্তুম্ অশক্যঃ) অতি দুর্দ্ধর্ষঃ (অভিভবিতুম্ অশক্যঃ চ) সংবভূব হ ॥ ১৮ ॥

বসুদেবও শ্রীভগবৎসম্বন্ধি তেজ ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া প্রাণীদিগের সম্বন্ধে দুরাসদ (১) ও অতিশয় অনভিভবনীয় হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥ ১৯ ॥

ততঃ দেবী (দেবকী) শূরসুতেন (বসুদেবেন) সমাহিতং (বৈধদীক্ষয়া অর্পিতং) জগন্মঙ্গলম্ আত্মভূতম্ সর্ব্বাত্মকং অচ্যুতাংশং কাষ্ঠা (প্রাচী দিক্) আনন্দকরং (চন্দ্রং) যথা (ধত্তে তথা) মনস্তঃ (মনসা ধারণয়া) দধার ॥ ১৯ ॥

অনন্তর দেবকী দেবী, পূর্ব্বদিক্ যেরূপ আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ, বসুদেব কর্ত্তৃক বৈধদীক্ষাবিধানে সমর্পিত, জগন্মঙ্গল, সর্ব্বাংশপরিপূর্ণ, সর্ব্বমূলস্বরূপ ও সর্ব্বসুখনিদান ভগবানকে মনোমধ্যে পুত্ররূপে ধারণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাস-
নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা
সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী ॥ ২০ ॥

(১) দুরাসদ—যাহার নিকট কেহ যাইতে পারে না।

ভোজেন্দ্রগেহে রুদ্ধা সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাসনিবাসভূতা (অপি ঘটাদিষু রুদ্ধা) অগ্নিশিখা ইব জ্ঞানখলে (জ্ঞানবঞ্চকে পুরুষে রুদ্ধা) সতী (শোভনা, সর্ব্বোপকারিণী) সরস্বতী (বেদাদিবিদ্যা) যথা (ইব) নিতরাং (সর্ব্বজনাহ্লাদকতয়া) ন রেজে ॥ ২০ ॥

ভোজরাজ কংসের গৃহে অবরুদ্ধা সেই দেবকী সমস্ত জগদাধার শ্রীভগবানের আধার হইয়াও ঘটাদিতে অবরুদ্ধ অগ্নিশিখার ন্যায় সর্ব্বজনের আহ্লাদকরূপে শোভা পান নাই ॥ ২০ ॥

তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং
বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং
ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী ॥ ২১ ॥

অজিতান্তরাম্ (অজিতঃ ভগবান্ অন্তরা কুক্ষিমধ্যে যস্যাঃ তাম্ অত-এব) প্রভয়া ভবনং বিরোচয়ন্তীং শুচিস্মিতাং (শুচি সুখপূর্ব্বকং স্মিতং যস্যাঃ তাং) তাং (দেবকীং) বীক্ষ্য কংসঃ আহ, এষঃ ধ্রুবং (নিশ্চিতং) মে (মম) প্রাণহরঃ হরিঃ গুহাং (কুক্ষিং) শ্রিতঃ (প্রবিষ্টঃ) যৎ (যস্মাৎ) পুরা ইয়ম্ ঈদৃশী (প্রভাবতী) ন (অভূৎ) ॥ ২১ ॥

অজিত ভগবান্ কুক্ষিমধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন বলিয়া, দেবকী নিজ প্রভা দ্বারা গৃহ আলোকিত করিতেছিলেন, এবং তাঁহার বদন সদাই আনন্দে হাস্যময় থাকিত। একদা কংস তদবস্থাপন্না দেবকীকে দর্শন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, 'অহো! এইবার নিশ্চয় আমার প্রাণহর হরি ইহাঁর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন; যেহেতু ইনি ইতিপূর্ব্বে কখনই এইপ্রকার প্রভাবতী ছিলেন না' ॥ ২১ ॥

কিমদ্য তস্মিন্ করণীয়মাশু
যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্।
স্ত্রিয়াঃ স্বসুর্গুরুমত্যা বধোঽয়ং
যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ ॥ ২২ ॥

অদ্য (ইদানীম্) আশু (শীঘ্রং) ময়া কিং করণীয়ম্? অর্থতন্ত্রঃ (প্রয়োজনবশঃ অপি পুমান্) বিক্রমং (পূর্ব্বসিদ্ধং স্ববিক্রমং) ন বিহন্তি (নাশয়তি)

স্ত্রিয়াঃ স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ) গুরুমত্যাঃ (গুর্বিণ্যাঃ অস্যাঃ) অয়ং বধঃ যশঃ শ্রিয়ম্ আয়ুঃ চ অনুকালং (তৎক্ষণম্ এব) হন্তি॥ ২২॥

এক্ষণে শীঘ্র আমার করণীয় কি? পুরুষ পরবশ হইয়াও আপন বিক্রম বিনষ্ট করে না। যদিও ইনি এখন দেবকার্য্যসাধনার্থ গর্ভ-মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন বটে, তথাপি আপন বিক্রম প্রকাশ না করিবেন এমন বোধ হয় না। আবার দেবকীর বধও কর্ত্তব্য নয়। দেবকী স্ত্রীজাতি, তাহাতে আবার ভগিনী, বিশেষতঃ গর্ব্বিণী। এই অবস্থায় ইহার বধ, তৎক্ষণাৎ আমার যশঃ, শ্রী ও আয়ু নষ্ট করিবে। স্বার্থপর পুরুষেরও নিজ পরাক্রম পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। আমি স্বার্থপর হইলেও আপন পরাক্রম পরিত্যাগ করিয়া দেবকীর বধসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারি না॥ ২২॥

স এষ জীবন্নপি সম্পরেতো
বর্ত্তেত যোঽত্যন্তনৃশংসিতেন।
দেহেঽমৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি
গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্॥ ২৩॥

যঃ (জনঃ) অত্যন্তনৃশংসিতেন (অতিশয়ক্রৌর্য্যেণ) বর্ত্তেত, সঃ এষঃ জীবন্ অপি সম্পরেতঃ (মৃততুল্যঃ এব)। অস্য তনুমানিনঃ (দেহাত্মাধ্যাসবতঃ) দেহে অমৃতে (জীবতি সতি অপি) তং মনুজাঃ শপন্তি (ম্রিয়তাম্ অয়ং দুরাত্মা, ধিক্ অস্য জীবিতম্, ইতি দুর্বাক্যৈঃ ধিক্ কুর্ব্বন্তি, মৃতে মরণানন্তরং তু অয়ম্) অন্ধং (দুঃসহদুঃখপ্রদং) তমঃ (তামসং নরকং) ধ্রুবম্ (অবশ্যং) গন্তা (গমিষ্যতি)॥ ২৩॥

যে পুরুষ অত্যন্ত নৃশংস আচরণ দ্বারা জীবন ধারণ করে, সে জীবিত থাকিয়াও মৃততুল্যই। সেই দেহাত্মদর্শীর জীবিতাবস্থাতেও, লোক সকল তাহাকে অভিসম্পাত করিতে থাকে, এবং সে অবশ্যই মৃত্যুর পর দুঃসহদুঃখপ্রদ তামস নরকে গমন করে॥ ২৩॥

ইতি ঘোরতমাদ্ ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
আস্তে প্রতীক্ষং তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ॥ ২৪॥

ইতি (এবং বিচারেণ) ঘোরতমাৎ ভাবাৎ (সঙ্কল্পাৎ) সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ (রাজত্বেন স্বতন্ত্রঃ) হরেঃ বৈরানুবন্ধকৃৎ (বৈরম্ অনুবধ্যতে দৃঢ়ীক্রিয়তে অনেন ইতি বৈরানুবন্ধঃ তৎসম্বন্ধিনাং পীড়নং তৎ করোতি ইতি তথাভূতঃ সন্ তন্মারণার্থং) তজ্জন্ম প্রতীক্ষন্ (প্রতীক্ষমাণঃ) আস্তে ॥ ২৪ ॥

এই প্রকার বিচার করিয়া কংস সেই স্ত্রীবধরূপ ঘোরতম সঙ্কল্প হইতে এককালে নিবৃত্ত হইল। কিন্তু সে স্বয়ং রাজা, তাহাকে বাধা দিবার কেহই নাই ; যে সকল কার্য্য দ্বারা শ্রীহরির সহিত শত্রুতা দৃঢ় হয়, সে সেই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার জন্ম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ পিবন্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥ ২৫ ॥

আসীনঃ (উপবিষ্টঃ) সংবিশন্ (শয়নং কুর্ব্বন্) তিষ্ঠন্ (উত্থিতঃ সন্) ভুঞ্জানঃ (মহীং) পর্য্যটন্ পিবন্ (এবং সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বক্রিয়াসু চ) হৃষীকেশং (সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ন্তারং ভগবন্তং) চিন্তয়ানঃ (কংসঃ সর্ব্বম্ অপি) জগৎ তন্ময়ম্ (অপশ্যৎ) ॥ ২৫ ॥

সে উপবেশন, শয়ন, উত্থান, ভোজন, পর্যটন এবং পান প্রভৃতি সকল অবস্থাতে ও সর্ব্বকার্য্যে হৃষীকেশকে চিন্তা করিতে করিতে সমগ্র জগৎ তন্ময় দেখিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রেত্য মুনিভি র্নারদাদিভিঃ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্ ॥ ২৬ ॥

নারদাদিভিঃ মুনিভিঃ সানুচরৈঃ দেবৈঃ (চ) সাকং ব্রহ্মা ভবঃ চ তত্র এত্য (আগত্য) গীর্ভিঃ বৃষণং (কামবর্ষিণং ভগবন্তম্) ঐড়য়ন্ (তুষ্টুবুঃ) ॥২৬॥

ইত্যবসরে নারদাদি মুনিবৃন্দের ও সানুচর দেববৃন্দের সহিত ব্রহ্মা ও পশুপতি সেইস্থানে আগমন পূর্ব্বক বিবিধ বাক্যে সর্ব্বকামবর্ষী শ্রীভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ২৭ ॥

সত্যব্রতং (সত্যসঙ্কল্পং) সত্যপরং (সত্যপ্রাপ্তিসাধনং) ত্রিসত্যং (ত্রিষু অপি কালেষু অব্যভিচারেণ বর্ত্তমানং) সত্যস্য (ভূতপঞ্চকস্য) যোনিং (কারণং) সত্যে (তস্মিন্ এব) নিহিতম্ (অন্তর্যামিতয়া স্থিতং) চ সত্যস্য (প্রপঞ্চস্য) সত্যং (পারমার্থিকম্) ঋতসত্যনেত্রং (সত্যবাক্যসমদর্শনয়োঃ প্রবর্ত্তকম্ এবং সর্ব্বপ্রকারেণ) সত্যাত্মকং ত্বাং (বয়ং) শরণং প্রপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ২৭ ॥

দেবগণ বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্, তোমার ব্রত অর্থাৎ সঙ্কল্প সত্য বলিয়া তুমি সত্যব্রত; তোমার প্রাপ্তির সম্বন্ধে সত্যই পর অর্থাৎ প্রধান সাধন বলিয়া তুমি সত্যপর; তুমি তিন কালেই সত্য বলিয়া ত্রিসত্য; সত্যের অর্থাৎ পঞ্চভূতের তুমিই যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিকারণ; স্থিতির সময়েও তুমি ঐ সত্যে অর্থাৎ পঞ্চভূতে অন্তর্যামিরূপে নিহিত অর্থাৎ অবস্থিত; সত্যের অর্থাৎ প্রপঞ্চের সম্বন্ধে সত্য অর্থাৎ উহার নাশেও তুমিই অবশেষ থাক বলিয়া পরমার্থ বস্তু; ঋত অর্থাৎ সত্য বাক্য এবং সত্য অর্থাৎ সমদর্শন এই উভয়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া অথবা এই উভয় তোমার প্রাপক বলিয়া তুমি ঋত-সত্যনেত্র; এইরূপে দেখা যায়, তুমি সর্ব্বপ্রকারেই সত্য; অতএব সত্যাত্মক যে তুমি, আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২৭ ॥

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল-
শ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো
দশচ্ছদী দ্বিখগশ্চাদিবৃক্ষঃ ॥ ২৮ ॥

অসৌ আদিবৃক্ষঃ (সমষ্টিব্যষ্টিদেহরূপঃ সর্ব্বঃ অপি প্রপঞ্চঃ) একায়নঃ (একা প্রকৃতিঃ অয়নম্ আশ্রয়ঃ যস্য সঃ) দ্বিফলঃ (দ্বে সুখদুঃখে ফলে যস্য সঃ) ত্রিমূলঃ (ত্রয়ঃ গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি মূলানি যস্য সঃ) চতূরসঃ (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ চত্বারঃ রসাঃ যস্য সঃ) পঞ্চবিধঃ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি বিধাঃ জ্ঞানপ্রকারাঃ চিহ্নবিশেষাঃ যস্য সঃ) ষড়াত্মা (ষট্ উর্ম্ময়ঃ

শোকমোহজরামৃত্যুক্ষুৎপিপাসারূপাঃ ষট্ বিকারাঃ জন্মাস্তিত্ববৃদ্ধিবিপরিণামাপক্ষয়বিনাশরূপাঃ বা আত্মানঃ স্বভাবাঃ যস্য সঃ) অষ্টবিটপঃ (অষ্টৌ ভূম্যাদয়ঃ ভগবদুক্তাঃ বিটপাঃ শাখাঃ যস্য সঃ) নবাক্ষঃ (নব ইন্দ্রিয়গোলকানি অক্ষাঃ কোটরাঃ যস্য সঃ) দশচ্ছদী (দশ প্রাণাঃ ছদাঃ পত্রাণি বিদ্যন্তে যস্য সঃ) দ্বিখগঃ (দ্বৌ জীবেশ্বরৌ খগৌ যস্মিন্ সঃ)॥ ২৮॥

এই যে সমষ্টিব্যষ্টিরূপ আদি দেহবৃক্ষ অর্থাৎ নিখিল প্রপঞ্চ, তোমার এক প্রকৃতিশক্তিই ইহার আশ্রয়; সুখ ও দুঃখ এই দুইটি ইহার ফল; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ ইহার মূলত্রয়; ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ইহার চারি রস; দর্শনাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ইহার পঞ্চ জ্ঞানপ্রকার চিহ্নবিশেষ; শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা এই ছয়টি অথবা জন্ম অস্তিত্ব বৃদ্ধি বিপরিণাম অপক্ষয় বিনাশ এই ছয়টি ইহার আত্মা অর্থাৎ স্বভাব; ত্বক্ মাংস রুধির মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এই সাতটি ইহার ত্বক্ অর্থাৎ বল্কল; ভূমি জল অনল বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই আটটি ইহার শাখা; নয়টি ইন্দ্রিয়গোলক ইহার নয় অক্ষ অর্থাৎ কোটর; প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয় এই দশটি বায়ু ইহার দশ পত্র; জীব ও ঈশ্বর এই দুইটি ইহার পক্ষী ॥২৮॥

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি-
ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতস স্ত্বাং
পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥ ২৯ ॥

অস্য (প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধস্য) সতঃ (কার্য্যভূতস্য সংসারবৃক্ষস্য) ত্বম্ একঃ এব প্রসূতিঃ (নিমিত্তোপাদানরূপোভয়বিধং কারণম্)। ত্বং সন্নিধানং (লয়স্থানম্)। ত্বম্ অনুগ্রহঃ (পালকঃ) চ। ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসঃ (জনাঃ) ত্বাং নানা (ব্রহ্মাদিরূপান্ ভিন্নান্) পশ্যন্তি। যে (তু) বিপশ্চিতঃ (বিদ্বাংসঃ তে তথা) ন (পশ্যন্তি)॥ ২৯!

এই প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধ কার্য্যভূত সংসারবৃক্ষের তুমি একই প্রসূতি, অর্থাৎ একমাত্র তুমিই ইহার নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয়-

বিধ কারণ। তুমি ইহার লয়ের স্থান, এবং ইহার পালকও তুমিই। যাহারা তোমার মায়া দ্বারা আবৃতচিত্ত অর্থাৎ অজ্ঞ, তাহারাই, ব্রহ্মাদিরূপে বর্ত্তমান যে তুমি, সেই তোমাকে ব্রহ্মাদি স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া দেখে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা সেরূপ দেখেন না, একমাত্র তোমাকেই তত্ত্বরূপে অবস্থিত দেখিয়া থাকেন॥ ২৯॥

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি
সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥ ৩০॥

অববোধঃ (জ্ঞানৈকস্বরূপঃ) আত্মা (ত্বং) চরাচরস্য (স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য) লোকস্য (প্রপঞ্চস্য) ক্ষেমায় (পালনায়) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) সতাং (শিষ্টানাং) সুখাবহানি (সুখকরাণি) খলানাং (দুষ্টানাম্) অভদ্রাণি (নাশকরাণি) সত্ত্বোপপন্নানি (বিশুদ্ধসত্ত্বময়ানি) রূপাণি (মূর্ত্তীঃ) বিভর্ষি (ধৎসে)॥ ৩০॥

তুমি জ্ঞানৈকস্বরূপ পরমাত্মা হইয়াও স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই প্রপঞ্চের মঙ্গলার্থ পুনঃ পুনঃ শিষ্ট ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সুখকর ও দুষ্ট ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অসুখকর বিশুদ্ধসত্ত্বময় মৎস্যাদি মূর্ত্তি সকল পরিগ্রহ করিয়া থাক॥ ৩০॥

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন
কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্॥ ৩১॥

(হে) অম্বুজাক্ষ, অখিলসত্ত্বধাম্নি (শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তৌ) ত্বয়ি, সমাধিনা আবেশিতচেতসা (নিমিত্তেন) একে (মুখ্যাঃ বিবেকিনঃ) মহৎকৃতেন (মহদ্ভিঃ কৃতেন সংসারতারকত্বেন সেব্যতয়া স্বীকৃতেন যদ্বা ইদম্ অপি প্রপঞ্চবৎ মায়াময়ম্ ইতি কুবাদম্ অনাদৃত্য ইদম্ "এব" মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টম্ ইতি সংসারতারকতয়া স্বীকৃতেন) ত্বৎপাদপোতেন ভবাব্ধিং (সংসারসমুদ্রং) গোবৎসপদং কুর্ব্বন্তি (গোবৎসপদম্ ইব তুচ্ছীকুর্ব্বন্তি, দুস্তরং সংসারম্ অনায়াসেন এব তরন্তি)॥ ৩১॥

হে পদ্মপলাশলোচন, অখিল সত্ত্বগুণের আশ্রয়স্বরূপ তোমাতে সমাধি দ্বারা আবেশিতচিত্ত মুখ্য বিবেকী সকল, তাদৃশ চিত্ত দ্বারা তোমার পাদরূপ পোতকে মহৎ করিয়া, অর্থাৎ সংসারতারক বলিয়া সেব্যরূপে অঙ্গীকার করিয়া, এই দুস্তর সংসারসাগরকে গোষ্পদ ভাবিয়া অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইয়া যান ॥ ৩১ ॥

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥ ৩২ ॥

(হে) দ্যুমন্ (স্বপ্রকাশ), অদভ্রসৌহৃদাঃ তে সুদুস্তরং ভীমং ভবার্ণবং স্বয়ং সমুত্তীর্য্য ভবৎপদাম্ভোরুহনাবম্ অত্র (এব) নিধায় যাতাঃ। (যতঃ) ভবান্ সদনুগ্রহঃ (সতঃ শরণাগতান্ স্বভক্তান্ এব অনুগৃহ্লাতি কামক্রোধাদিভ্যঃ রক্ষণেন সংসারাৎ উদ্ধরতি) ॥ ৩২ ॥

হে স্বপ্রকাশ, তুমি সদনুগ্রহ অর্থাৎ শরণাগত সাধু ভক্ত সকলকে কামক্রোধাদি হইতে রক্ষা করিয়াই সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাক। এই নিমিত্তই সেই সকল ভক্তেরাও দীনজনের প্রতি অনল্প-করুণ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারাও জীবের প্রতি বিশেষ দয়া করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই দয়ার পরিচয় সংসার হইতে উদ্ধারের সময়ই পাওয়া যায়। তাঁহারা ত্বদীয় পাদপদ্মের আশ্রয়গ্রহণ মাত্র স্বয়ং এই সুদুস্তর ভীষণ ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার ঐ পাদপদ্মকে এইখানেই অন্যের উদ্ধারার্থ রাখিয়া যান ॥ ৩২ ॥

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

(হে) অরবিন্দাক্ষ, অন্যে যে বিমুক্তমানিনঃ (বিমুক্তাঃ বয়ম্ ইতি মন্যমানাঃ) ত্বয়ি অস্তভাবাৎ (ভক্তেঃ অভাবাৎ) অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (যস্মা ত্বয়ি

অস্তভাঃ অস্তমতয়ঃ বাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ বাদেষু এব বিশুদ্ধমতয়ঃ তে) কৃচ্ছ্রেণ (বহুজন্মতপসা) পরং পদং (মোক্ষসন্নিহিতং সৎকুলতপঃশ্রুতাদিঃ) আরুহ্য নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (ন আদৃতে যুষ্মদঙ্ঘ্রী যৈঃ তে তাদৃশাঃ সন্তঃ) ততঃ পতন্তি (বিঘ্নৈঃ অভিভূয়ন্তে)॥ ৩৩॥

হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা তোমাতে অস্তভাব, অর্থাৎ যাহারা তোমার প্রতি বিমুখ, তাহারা তোমাতে ভক্তির অভাব বশতঃ অবিশুদ্ধবুদ্ধি অর্থাৎ মলিনচিত্ত হয়, এবং সংসারমধ্যে পতিত হইয়াও আপনাকে বিমুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে, অতএব তোমার পাদপদ্মকে আদর করে না। যাহারা তোমার পাদপদ্মকে আদর করে না, তাহাদের গতিও তদ্রূপই হয়। তাহারা অতিকষ্টে বিষয়সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যাদি সাধন দ্বারা মোক্ষসন্নিহিত সৎকুলজন্মাদি পরমপদ পাইয়াও উহা হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥ ৩৪॥

তথা (হে) প্রভো মাধব, তাবকাঃ (ত্বদ্ভক্তাঃ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ অপি) মার্গাৎ (ভজনাধিকারাৎ) ন ভ্রশ্যন্তি (অপি তু) ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ (বদ্ধং সৌহৃদং প্রেমাতিশয়ঃ যৈঃ তে) ত্বয়া অভিগুপ্তাঃ (অত এব) নির্ভয়াঃ (সন্তঃ) বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু (বিনায়কাঃ বিঘ্নকর্ত্তারঃ তেষাম্ অনীকানি স্তোমাঃ তানি পান্তি যে তেষাং মূর্দ্ধসু) বিচরন্তি (বিঘ্নান্ জয়ন্তি)॥ ৩৪॥

কিন্তু হে প্রভো মাধব, তোমার ভক্ত সকল কখনই তোমার ভজনাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হয় না। তাহারা বিশেষ দুরদৃষ্ট বশতঃ জন্মান্তর স্বীকার করিলেও তোমাতেই বদ্ধসৌহৃদ থাকে বলিয়া তোমা-কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারীদিগের সেনানায়ক সকলের মস্তকে পাদ প্রদান পূর্ব্বক বিচরণ করিতে থাকে॥ ৩৪॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয়-উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ৩৫ ॥

স্থিতৌ (নিমিত্তভূতায়াং, জগৎপালনার্থং) ভবান্ শরীরিণাং (জীবানাং) শ্রেয়-উপায়নং (শ্রেয়সান্ উপ সমীপে আধিক্যেন বা অয়নং প্রাপ্তিঃ যস্মাৎ তৎ, কর্ম্মফলদাতৃ) বিশুদ্ধং (রজস্তমোভ্যাম্ অননুবিদ্ধং) সত্ত্বং (সত্ত্বময়ং) বপুঃ (শরীরং) শ্রয়তে (বিভর্ত্তি), জনঃ বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভিঃ (চতুরাশ্রমধর্ম্মৈঃ) যেন (বপুষা হেতুনা যদ্বা যেন বপুষা যুক্তস্য) তব অর্হণং (পূজাং) সমীহতে (করোতি) ॥ ৩৫ ॥

তুমি জগৎপালনার্থ জীবের মঙ্গল প্রাপ্তির হেতুভূত বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা অননুবিদ্ধ সত্ত্বময় শরীর ধারণ করিয়া থাক। জীব বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম, ক্রিয়াযোগরূপ গৃহস্থের ধর্ম্ম, বনবাসাদিরূপ বানপ্রস্থের ধর্ম্ম এবং সমাধিরূপ যতির ধর্ম্ম এই চতুর্বিধ স্বধর্ম্ম দ্বারা তাদৃশ শরীরধারী তোমার পূজা করিয়া থাকে ॥৩৫॥

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্-
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥ ৩৬ ॥

(হে) ধাতঃ, ইদং সত্ত্বং (সত্ত্বময়ং) নিজং (ভবদীয়ং) বপুঃ ন ভবেৎ চেৎ (তর্হি) অজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্ (অজ্ঞানং তৎকৃতা ভিদা চ তয়োঃ অপমার্জ্জনং নিবর্ত্তকং) বিজ্ঞানং (বিশিষ্টম্ অপরোক্ষং জ্ঞানং ন ভবেৎ। যদ্বা তর্হি অজ্ঞানভিৎ অজ্ঞানং ভিনত্তি যৎ তৎ বিজ্ঞানং মার্জ্জনং নাশম্ আপ প্রাপ্তম্ এব)। গুণপ্রকাশৈঃ (গুণানাং বুদ্ধ্যাদিবিষয়াণাং প্রকাশৈঃ, গুণাবচ্ছিন্নৈঃ প্রকাশৈঃ) যস্য (সম্বন্ধী অয়ং বুদ্ধ্যাদিঃ) গুণঃ চ প্রকাশতে (যঃ গুণসাক্ষী ইতি এবং প্রকাশতে) যেন বা (অয়ং বুদ্ধ্যাদিঃ গুণঃ প্রকাশতে, যেন বা বুদ্ধ্যারূঢ়েন প্রমাত্রা বাহ্যঃ গুণঃ প্রকাশতে, সঃ ঈশ্বরঃ ইতি) ভবান্ (কেবলম্) অনুমীয়তে (ন তু সাক্ষাৎক্রিয়তে) ॥ ৩৬ ॥

হে ধাতঃ, তোমার বিশুদ্ধসত্ত্বময় এই শরীর যদি প্রকটিত না হয়, তবে ভজনের অভাবে অজ্ঞান ও তজ্জন্য দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি ভেদবুদ্ধির নিবর্ত্তক, ত্বৎসাক্ষাৎকারাত্মক বিজ্ঞানও হইতে পারে না। বুদ্ধ্যাদি গুণসকলের প্রকাশ দ্বারা তোমার সাক্ষিত্বাদি গুণ প্রকাশ পাইতে পারে, কিম্বা যাহার বাহ্য গুণ প্রকাশ পাইতেছে, তিনি ঈশ্বর, এইরূপ তোমার অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। অথবা তুমি এই শরীর ধারণ করিয়াছ বলিয়াই তোমার সম্বন্ধি প্রকাশবাহুল্য ও দুর্দ্ধর্ষত্ব প্রভৃতি গুণ দেবকীতে এবং বসুদেবে প্রকাশ পাইতেছে। আর ঐ গুণের প্রকাশ দ্বারাই তুমি সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বারা পূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইতেছ ॥ ৩৬ ॥

ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥ ৩৭ ॥

মনোবচোভ্যাম্ অনুমেয়বর্ত্মনঃ সাক্ষিণঃ তস্য তব নামরূপে গুণকর্ম্ম-জন্মভিঃ ন নিরূপিতব্যে, অথ অপি (হে) দেব, ক্রিয়ায়াম্ (উপাসনাদি-লক্ষণায়াং ত্বাং) প্রতিযন্তি (উপাসকাঃ সাক্ষাৎ পশ্যন্তি) হি ॥ ৩৭ ॥

হে দেব, তোমার গুণ, কর্ম্ম ও জন্ম সকল দ্বারা তোমার নাম ও রূপ নিরূপণ করা যায় না; যেহেতু তোমার মার্গ প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে, পরন্তু অনুমেয় মাত্র। মন ও বাক্য প্রভৃতি যে সকল করণ দ্বারা তোমার নাম ও রূপ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করা যায়, তুমি তাহাদিগের অগোচর সাক্ষিস্বরূপ বস্তু। তথাপি উপাসনাদি ক্রিয়াতে তোমার ভক্ত সকল তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। অথবা হে দেব, গুণ কর্ম্ম ও জন্ম সকল দ্বারা তুমি নাম এবং রূপ স্বীকার করিয়াছ, তথাপি তোমার প্রাপ্তিসাধন অতিপ্রযত্নে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ব্যতি-রেকে জানা যায় না বলিয়া ভগবদ্বিমুখ বিষয়ী সকল ইন্দ্রিয়সমূহের সাক্ষিস্বরূপ তোমার নাম ও রূপাদিকে মনের বা বাক্যের বিষয়ী

করিতে পারে না। কিন্তু তোমার উপাসনাতে বর্ত্তমান ভক্ত সকল তোমার ঐ নামকে বাক্যের বিষয় এবং রূপকে দর্শনের বিষয় করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচিত্তো ন ভবায় কল্পতে ॥ ৩৮ ॥

মঙ্গলানি (পুণ্যাবহানি) তে (তব) নামানি রূপাণি (চ) শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ন্ (সংস্মারয়ন্) চিন্তয়ন্ (চ) ক্রিয়াসু (লৌকিকালৌকিকব্যাপারেষু বর্ত্তমানঃ অপি) যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়োঃ আবিষ্টচিত্তঃ (জনঃ পুনঃ) ভবায় (সংসারপ্রাপ্তয়ে) ন কল্পতে (যোগ্যঃ ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

শ্রবণাদিপরায়ণ ভক্ত সকলের সম্বন্ধে মোক্ষপ্রতিবন্ধক দুরিত সকলের নিরাস পূর্ব্বক পুণ্যাবহ তোমার নাম রূপ ও কর্ম্ম সকল শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ ও ধ্যান করিয়া, ভক্ত সকল, লৌকিক এবং অলৌকিক উভয়বিধ ব্যাপারে বর্ত্তমান হইয়াও, তোমার চরণারবিন্দে আবিষ্টচিত্ত হয়েন বলিয়া, আর সংসারে গতায়াত করেন না ॥ ৩৮ ॥

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্ ॥ ৩৯ ॥

(হে) হরে, ঈশিতুঃ (ঈশ্বরস্য) তব জন্মনা ভবতঃ পদঃ (পাদভূতায়াঃ) অস্যাঃ (ভারার্ত্তায়াঃ) ভুবঃ (দৈত্যাদিজনিতঃ) ভারঃ অপনীতঃ (দূরীকৃতঃ এব ইতি) দিষ্ট্যা (ভদ্রং জাতম্। কিঞ্চ) সুশোভনৈঃ (বজ্রাঙ্কুশাদিভিঃ শুভলক্ষণৈঃ) ত্বৎপদকৈঃ (তব কোমলৈঃ চরণৈঃ) অঙ্কিতাং তব (ত্বয়া) অনুকম্পিতাং (কৃপাদৃষ্ট্যা অবলোকিতাং) গাং (পৃথ্বীং) দ্যাং (স্বর্গং) চ বয়ং দ্রক্ষ্যামঃ (ইতি অপি দিষ্ট্যা এব) ॥ ৩৯ ॥

হে হরে, তোমার জন্মমাত্রই তোমার পদভূতা এই ভারাক্রান্তা পৃথিবীর দৈত্যাদিজনিত ভার অপনীত হইয়াছে, ভাগ্যক্রমে এই মঙ্গল

হইল। সম্প্রতি সুশোভন বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নে চিহ্নিত তোমার কোমল চরণ দ্বারা অঙ্কিত এবং তোমার কৃপাদৃষ্টি দ্বারা অবলোকিত এই পৃথিবীকে ও স্বর্গকে দেখিব, ইহাও মঙ্গলের বিষয় ॥ ৩৯ ॥

ন তে ভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥ ৪০ ॥

বত (হে) ঈশ, অভবস্য (অসংসারিণঃ) তে (তব) ভবস্য (জন্মনঃ) কারণং বিনোদং (ক্রীড়াং) বিনা ন তর্কয়ামহে। (কিঞ্চ হে) অভয়াশ্রয়, যতঃ আত্মনি (জীবাত্মনি অপি) ভবঃ নিরোধঃ স্থিতিঃ অপি ত্বয়ি (বিষয়ে যা অবিদ্যা তয়া) অবিদ্যয়া কৃতাঃ (ন পরমার্থতঃ সন্তি। যদ্বা, হে অভয়, আশ্রয়াত্মনি ত্বয়ি ত্বাম্ আশ্রিত্য বর্ত্তমানা যা অবিদ্যা তয়া এব নিত্যং ভবাদয়ঃ জগৎসৃষ্ট্যাদয়ঃ কৃতাঃ বর্ত্তন্তে, ততঃ তদন্তঃপাতিপালনমাত্রার্থং ন অয়ং স্বস্বরূপেণ প্রযত্নবিশেষঃ যুক্তঃ ইতি বিনোদং বিনা তব জন্মনঃ কারণান্তরং ন তর্কয়ামহে ইতি) ॥ ৪০ ॥

হে ঈশ, তোমার জন্মের কারণ ক্রীড়াসঙ্কল্প ভিন্ন আর কিছুই বিবেচনা করি না। হে অভয়াশ্রয়, জীবাত্মার জন্ম মরণ ও স্থিতি যখন মায়া দ্বারা বিহিত হইয়া থাকে, তখন অসংসারী তোমার বিষয়ে ঐ জন্মাদির সম্ভাবনা কোথায়? ॥ ৪০ ॥

মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ৪১ ॥

(হে) ঈশ, (অন্যদা যথা) মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ (সন্) ত্বং নঃ (অস্মান্ দেবান্) ত্রিভুবনং (ত্রিভুবনস্থান্ সাধুজনান্) চ পাসি তথা অধুনা (অপি) ভুবঃ ভারং হর। (হে) যদূত্তম, তে (তুভ্যং) বন্দনম্ ॥ ৪১ ॥

হে ঈশ, তুমি মৎস্য, হয়গ্রীব, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, হংস,

শ্রীরামচন্দ্র, পরশুরাম ও বামন প্রভৃতি অবতার সকলে যেরূপ ত্রিভুবনকে এবং আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, তদ্রূপ অধুনা এই পৃথিবীর ভার হরণ কর। হে যদূত্তম, তোমাকে বন্দনা করি ॥ ৪১ ॥

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমা-
নংশেন সাক্ষাদ্‌ভগবান্ ভবায় নঃ।
মাভূদ্ ভয়ং ভোজপতে মুমূর্ষো-
র্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ ॥ ৪২ ॥

(হে) অম্ব, নঃ (অস্মাকং) ভবায় (উদ্‌ভবায়) সাক্ষাৎ পরঃ পুমান্ ভগবান্ অংশেন (সহ) তে (তব) কুক্ষিগতঃ (কুক্ষিং প্রাপ্তঃ ইতি) দিষ্ট্যা (ভদ্রম্ এব জাতম্)। মুমূর্ষোঃ (আসন্নমৃত্যোঃ) ভোজপতেঃ (কংসাৎ) ভয়ং মাভূৎ (ন কুরু)। তব আত্মজঃ যদূনাং গোপ্তা (রক্ষকঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥ ৪২ ॥

দেবতাগণ এই প্রকারে স্তব করিয়া দেবকী দেবীকে বলিলেন, মাতঃ, ভাগ্যক্রমে আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান নিজ অংশের সহিত তোমার গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আর আসন্নমৃত্যু ভোজপতি কংস হইতে ভয় নাই। তোমার এই তনয় যাদবগণের রক্ষাকর্ত্তা হইবে ॥ ৪২ ॥

ইত্যভিষ্টূয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা।
ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবম্ ॥ ৪৩ ॥

যদ্রূপং (যস্য রূপং) যথা (যথাবৎ) অনিদম্, (ইদং দৃশ্যং বিশ্বং ন, কিন্তু তস্মাৎ বিলক্ষণং সর্ব্বপ্রত্যগ্‌ভূতং, তং) পুরুষম্ (অন্তর্যামিণং ভগবন্তম্) ইতি (উক্তপ্রকারেণ) অভিষ্টূয় (স্তুত্বা) দেবাঃ ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় (অগ্রতঃ কৃত্বা) দিবং (স্বর্গং) প্রতিযযুঃ ॥ ৪৩ ॥

যাঁহার যথাবৎ প্রত্যক্ষ রূপ, এই দৃশ্য বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ, সেই অন্তর্যামী পুরুষকে এই প্রকারে স্তব করিয়া, ব্রহ্মা ও ঈশানকে অগ্রে লইয়া, দেবগণ স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

অথ সর্ব্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ।
যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্ ॥ ১ ॥

শুকঃ উবাচ। অথ যর্হি সর্ব্বগুণোপেতঃ পরমশোভনঃ কালঃ (বভূব), যর্হি এব অজনজন্মর্ক্ষং (অজনঃ ভগবান্ তস্মাৎ জন্ম যস্য তস্য ব্রহ্মণঃ ঋক্ষং রোহিণীনক্ষত্রং) শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্ ॥ ১ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—অনন্তর যখন সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম শোভন সময় উপস্থিত হইল, যখনই রোহিণী নক্ষত্র উদিত এবং অশ্বিন্যাদি অপর নক্ষত্র গ্রহ ও তারা সকল শান্ত হইল (১) ॥ ১ ॥

দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ম্।
মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা ॥ ২ ॥

(যর্হি) দিশঃ প্রসেদুঃ (নির্ম্মলাঃ জাতাঃ, যর্হি) গগনং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ং (নির্ম্মলানাম্ উড়ুগণানাং নক্ষত্রাদীনাম্ উদয়ঃ যস্মিন্ তৎ বভূব, যর্হি) মহী (পৃথিবী) মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা (মঙ্গলানি পুত্রজন্মাদীনি ভূয়িষ্ঠানি যেষু তথাভূতানি পুরাণি হট্টাদিমন্তি তদ্রহিতাঃ গ্রামাঃ গোগোপনিবাসস্থানং ব্রজঃ সুবর্ণমণ্যাদ্যুৎপত্তিস্থানম্ আকরঃ এতানি যস্যাং তথাভূতা বভূব) ॥ ২ ॥

যখন দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, যখন গগনমণ্ডলে বিমল তারকারাজি উদিত হইল, যখন নগর গ্রাম ব্রজ ও আকর সকলের বিবিধ মঙ্গলে পৃথিবী মঙ্গলময়ী হইলেন ॥ ২ ॥

---

(১) যখনই রোহিণী নক্ষত্র ইত্যাদি—যখন চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি নিজ নিজ উচ্চগৃহে অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে বৃষে মকরে কন্যায় ও তুলায় অবস্থান করিতেছিলেন। যখন বৃষ লগ্নের উদয় হইয়াছিল, যখন বৃহস্পতি মীনে এবং রবি শুক্র ও রাহু এই তিনটি গ্রহ যথাক্রমে সিংহ তুলা ও বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন, যখন রোহিণী নক্ষত্রের অধিকার হইয়াছিল।

নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ ॥ ৩ ॥

(যর্হি) নদ্যঃ প্রসন্নসলিলাঃ (প্রসন্নানি পঙ্করহিতানি সলিলানি যাসাং তথাভূতাঃ জাতাঃ, যর্হি) হ্রদাঃ জলরুহশ্রিয়ঃ (জলরুহাণাং কমলাদীনাং শ্রীঃ শোভা যেষু তথাভূতাঃ জাতাঃ, যর্হি) বনরাজয়ঃ (বৃক্ষপঙ্‌ক্তয়ঃ) দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকাঃ (দ্বিজানাং পক্ষিণাম্ অলীনাং ভ্রমরাণাং চ কুলানাং সমূহানাং সন্নাদঃ মনোহরশব্দঃ যেষু তে স্তবকাঃ পুষ্পগুচ্ছাঃ যাসাং তথাভূতাঃ জাতাঃ) ॥ ৩ ॥

যখন নদী সকল প্রসন্নসলিলা এবং হ্রদিনী সকল জলরুহশোভায় সুশোভিতা হইল, যখন বিবিধ পুষ্পগুচ্ছে বিভূষিত বনরাজি বিহঙ্গকুলের ও ভ্রমরনিকরের কলরবে শব্দায়মান হইল ॥ ৩ ॥

ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত ॥ ৪ ॥

(যর্হি) সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ বায়ুঃ ববৌ, তত্র (তস্মিন্ সময়ে) দ্বিজাতীনাং (ব্রাহ্মণাদীনাং) শান্তাঃ অগ্নয়ঃ চ সমিন্ধত (সমৈন্ধত, সম্যক্ দীপ্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪ ॥

যখন সুখস্পর্শ পবিত্র সৌরভবাহী নির্ম্মল বায়ু বহমান হইল, সেই সময়ে দ্বিজাতিদিগের নির্ব্বাণপ্রায় হুতাশন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪ ॥

মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্।
জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্ ॥ ৫ ॥

অজনে (শ্রীকৃষ্ণে) জায়মানে (আসন্নপ্রাদুর্ভাবে) তস্মিন্ (সময়ে) অসুরদ্রুহাম্ (অসুরকর্তৃকদ্রোহবতাং) সাধূনাং মনাংসি প্রসন্নানি আসন্। দুন্দুভয়ঃ সমং (যুগপৎ) নেদুঃ (দধ্বনুঃ) ॥ ৫ ॥

জন্মরহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই জন্মোপক্রমে অসুরনিপীড়িত সাধুগণের মানস সকল প্রসন্ন হইল। স্বর্গে যুগপৎ দুন্দুভি সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

জগুঃ কিন্নরগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
বিদ্যাধর্য্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং মুদা ॥ ৬ ॥

(তথা) কিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ (কিন্নরাঃ গন্ধর্ব্বাঃ চ ভগবদ্গুণান্) জগুঃ। সিদ্ধচারণাঃ (সিদ্ধাঃ চারণাঃ চ ভগবন্তং) তুষ্টুবুঃ। অপ্সরোভিঃ সমং (সহ) বিদ্যাধর্য্যঃ চ ননৃতুঃ ॥ ৬ ॥

তৎকালে কিন্নর ও গন্ধর্ব্ব সকল ভগবদ্গুণ গান করিতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণ সকল স্তব করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণ অপ্সরোগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

মুমুচুর্ম্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ ॥ ৭ ॥

মুনয়ঃ দেবাঃ (চ) মুদান্বিতাঃ (মুদা হর্ষেণ অন্বিতাঃ পূর্ণাঃ সন্তঃ) সুমনাংসি (পুষ্পাণি) মুমুচুঃ ॥ ৭ ॥

দেবতা ও মুনি সকল হর্ষভরাক্রান্ত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জ্জুরনুসাগরম্।
নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে ॥ ৮ ॥

তম-উদ্ভূতে (তমসা উচ্চৈঃ ব্যাপ্তে, ঘনতমসি) নিশীথে (অর্দ্ধরাত্রে) জনার্দ্দনে (জনানাম্ অর্দ্দনে যাচনে) জায়মানে (সতি) জলধরাঃ (মেঘাঃ) অনুসাগরং (সাগরং গর্জ্জন্তম্ অনু) মন্দং মন্দং জগর্জ্জুঃ (গর্জ্জনং কৃতবন্তঃ) ॥৮॥

ঘোরতিমিরাবৃত নিশীথসময়ে শ্রীকৃষ্ণজন্মার্থ লোক সকল প্রার্থনা করিতে থাকিলে, সাগরগর্জ্জনের সহিত জলধর সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বগুহাশয়ঃ (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং গুহাসু অন্তঃকরণেষু শেতে নিয়ামকতয়া তিষ্ঠতি যঃ সঃ) বিষ্ণুঃ প্রাচ্যাং দিশি পুষ্কলঃ (পূর্ণঃ) ইন্দুঃ (চন্দ্রঃ) ইব দেবরূপিণ্যাং দেবক্যাং যথা (যথাবৎ, ঐশ্বরেণ এব রূপেণ) আবিরাসীৎ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণু পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেবরূপিণী দেবকীতে নিজ ঐশ্বরিকরূপে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৯ ॥

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্ ॥ ১০ ॥
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-
র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥ ১১ ॥

বসুদেবঃ অম্বুজেক্ষণম্ (অম্বুজে ইব ঈক্ষণে নেত্রে যস্য তং) চতুর্ভুজং (চত্বারঃ ভুজাঃ যস্য তং) শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং (শঙ্খগদাদীনি উৎ উদ্যতানি উদ্ধৃতানি বা আয়ুধানি যেন তং) শ্রীবৎসলক্ষ্মং (শ্রীবৎসং লক্ষ্ম চিহ্নং বক্ষসি রোমাবর্ত্তবিশেষঃ যস্য তং) গলশোভিকৌস্তুভং (গলেন শোভতে অসৌ গলশোভী সঃ কৌস্তুভঃ যস্য তং) পীতাম্বরং (পীতে অম্বরে যস্য তং) সান্দ্রপয়োদসৌভগং (সান্দ্রঃ স্নিগ্ধনীলঃ পয়োদঃ সান্দ্রপয়োদঃ তদ্বৎ সৌভগং সৌন্দর্য্যং বর্ণঃ বা যস্য তং) মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা (মহার্হম্ অমূল্যং যৎ বৈদূর্য্যং মহার্হবৈদূর্য্যং তন্ময়ানি কিরীটকুণ্ডলানি তেষাং ত্বিষা প্রভয়া) পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলং (পরিষ্বক্তানি অনুবিদ্ধানি সহস্রপরিমিতানি কুন্তলানি কেশাঃ যস্য তম্) উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভিঃ (উদ্দামৈঃ উৎকৃষ্টৈঃ কাঞ্চ্যঙ্গদ-কঙ্কণাদিভিঃ) বিরোচমানম্ (অতিশয়েন শোভমানম্) অদ্ভুতং (সর্ব্বাশ্চর্য্য-রূপং) বালকম্ ঐক্ষত ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

বসুদেব দেখিলেন,—শাস্ত্রে যাঁহাকে পুরাণ পুরুষোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই শ্রীহরি অত্যাশ্চর্য্য বালকরূপে তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার লোচনযুগল পদ্মপত্রের সদৃশ। তিনি ভুজচতুষ্টয়ধারী। তাঁহার ঐ চারিটি হস্তে শঙ্খগদাদি উদ্যত আয়ুধ সকল শোভা পাইতেছে। তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস নামক রোমাবর্ত্ত-বিশেষ দ্বারা বিলক্ষিত। তাঁহার গলদেশ কৌস্তুভ নামক মণি দ্বারা মণ্ডিত। তিনি স্বয়ং স্নিগ্ধনীল নীরদের ন্যায় সুন্দর বর্ণে শোভা পাইতেছেন। অমূল্য বৈদূর্য্যমণিময় কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় তাঁহার

অপরিমিত কেশদাম অনুবিদ্ধ হইতেছে। তাঁহার সমস্ত শরীর অত্যুৎকৃষ্ট কাঞ্চী প্রভৃতি অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং
সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা।
কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমোঽস্পৃশন্-
মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাম্ ॥ ১২ ॥

সঃ আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেবঃ) তদা হরিং সুতং বিলোক্য বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনঃ (বিস্ময়েন আশ্চর্য্যেণ উৎফুল্লে বিকসিতে বিলোচনে যস্য সঃ) কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমঃ (কৃষ্ণাবতারনিমিত্তঃ কর্ত্তব্যঃ যঃ উৎসবঃ তত্র সম্ভ্রমঃ ত্বরা যস্য সঃ) মুদা (হর্ষেণ) আপ্লুতঃ (ব্যাপ্তঃ চ সন্) দ্বিজেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) গবাম্ অযুতং (দশসহস্রম্) অস্পৃশৎ (মনসা দানং সঙ্কল্পিতবান্) ॥ ১২ ॥

বসুদেব তৎকালে তদবস্থ শ্রীহরিকে জন্মানুকরণদৃষ্টিতে পুত্রভাবে দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচন হইয়া কৃষ্ণাবতারের নিমিত্ত কর্ত্তব্য যে উৎসব তদ্বিষয়ে ত্বরান্বিত হইলেন, এবং আনন্দে আপ্লুত হইয়া মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে অযুত গাভি দানের সঙ্কল্প করিলেন ॥ ১২ ॥

অথৈনমস্তৌদবধার্য্য পূরুষং
পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্বরোচিষা ভারত সূতিকাগৃহং
বিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ ॥ ১৩ ॥

(হে) ভারত, অথ (অনন্তরং) প্রভাববিৎ (ভগবৎপ্রভাবজ্ঞঃ) কৃতধীঃ (ভগবদ্ভক্ত্যা নির্ম্মলীকৃতবুদ্ধিঃ) গতভীঃ (গতা নিবৃত্তা ভীঃ যস্য সঃ বসুদেবঃ) স্বরোচিষা (স্বপ্রকাশেন) সূতিকাগৃহং বিরোচয়ন্তম্ এনং পরং পুরুষম্ অবধার্য্য (নিশ্চিত্য) নতাঙ্গঃ (কৃতদণ্ডবৎপ্রণামঃ) কৃতাঞ্জলিঃ (চ সন্) অস্তৌৎ ॥ ১৩ ॥

হে ভারত, পরে তিনি দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিজ অঙ্গকান্তি দ্বারা সূতিকাগৃহ উজ্জ্বলকারী পুত্রের পরমপুরুষত্বের অবধারণে ভগবদ্ভক্তি দ্বারা নির্ম্মলীকৃতবুদ্ধি ও বিগতভয় হইয়া স্বভক্ত-

প্রতিপক্ষ দুষ্টগণের বিনাশকারী ভগবানের প্রভাব জানিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

বসুদেব উবাচ।

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ১৪ ॥

বসুদেবঃ উবাচ। প্রকৃতেঃ পরঃ (প্রকৃতিদ্রষ্টা পুরুষঃ) কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ (কেবলঃ চ অসৌ অনুভবঃ চ আনন্দঃ চ তৌ এব স্বরূপং যস্য সঃ জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপঃ ব্রহ্মাখ্যঃ নির্বিশেষঃ আত্মা) সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং বুদ্ধীঃ পশ্যতি যঃ সঃ সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা অপি) ভবান্ (ইতি) ময়া সাক্ষাৎ বিদিতঃ (স্বয়ং ভগবত্ত্বেন জ্ঞাতঃ চক্ষুষা চ দৃষ্টঃ) অসি (ভবতি) ॥ ১৪ ॥

বসুদেব বলিলেন ;—আমি আপনার কৃপায় আপনাকে প্রকৃতির অতীত নির্বিশেষ জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্যামী পরমাত্মা ও স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিয়াছি ॥ ১৪ ॥

স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥ ১৫ ॥

সঃ (উক্তস্বরূপঃ) এব ত্বম্ অগ্রে (সৃষ্ট্যাদৌ) স্বপ্রকৃত্যা (স্বশক্তিরূপয়া প্রকৃত্যা) ত্রিগুণাত্মকম্ ইদং (বিশ্বং) সৃষ্ট্বা তদনু (তৎপশ্চাৎ) অপ্রবিষ্টঃ হি (অপি) প্রবিষ্টঃ ইব ভাব্যসে (তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ ইতি শ্রুত্যা নিরূপ্যসে) ॥ ১৫ ॥

ঐ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-স্বরূপ তুমিই সৃষ্টির আদিতে স্বশক্তিরূপা প্রকৃতি দ্বারা ত্রিগুণাত্মক এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া তদনন্তর তাহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের সদৃশ নিরূপিত হইয়া থাক ॥ ১৫ ॥

যথেমেঽবিকৃতা ভাবাস্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ।
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি ॥ ১৬ ॥
সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব।
প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ ॥ ১৭ ॥

যথা ইমে অবিকৃতাঃ ভাবাঃ (মহদাদয়ঃ) তথা। তে (মহদাদয়ঃ সপ্ত) বিকৃতৈঃ (পৃথিব্যাদিভিঃ ষোড়শভিঃ) সহ সন্নিপত্য (মিলিত্বা) বিরাজং (ব্রহ্মাণ্ডং) জনয়ন্তি। (যতঃ) পৃথগ্‌ভূতাঃ (সন্তঃ) নানাবীর্য্যাঃ (নানা-স্বভাবাঃ বিশিষ্টৈককার্য্যাকরণাসমর্থাঃ ভবন্তি) হি। (এবং বিরাজং) সমুৎ-পাদ্য (তত্র) অনুগতাঃ (প্রবিষ্টাঃ) ইব দৃশ্যন্তে, (পরন্তু) প্রাক্ এব (কারণতয়া) বিদ্যমানত্বাৎ তেষাং (মহদাদীনাম্) ইহ (সৃষ্টিকার্য্যে) সম্ভবঃ (পশ্চাৎপ্রবেশঃ) ন (অস্তি) ॥ ১৬॥১৭ ॥

অবিকৃত মহদাদি পদার্থ সকল যেরূপ বিকৃত পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় প্রতীত হয় তদ্রূপ। ঐ মহদাদি পদার্থ সকল বিকৃত পৃথিব্যাদি পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করে। উহারা পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে বিরুদ্ধ-নানা-স্বভাব হয়। সুতরাং তদবস্থায় বিশেষ কোন একটি কার্য্য করিতে পারে না। এইরূপে সকলে মিলিয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সৃষ্ট কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছে, এই প্রকার বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা নহে; উহারা উৎপত্তির পূর্ব্বেই কারণরূপে অবস্থান করে, অতএব উহাদিগের পশ্চাৎ প্রবেশ নাই ॥ ১৬॥১৭ ॥

এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনু মেয়লক্ষণৈ-
গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্‌গুণাগ্রহঃ।
অনাবৃতত্বাদ্‌বহিরন্তরং ন তে
সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ ॥ ১৮ ॥

এবং (মহদাদিবৎ) ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈঃ (বুদ্ধ্যা রূপাদিজ্ঞানেন অনুমেয়ং লক্ষণং স্বরূপং যেষাং তৈঃ) গুণৈঃ (গুণকার্য্যভূতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ) গ্রাহ্যৈঃ (চ গুণৈঃ বিষয়ৈঃ সহ) সন্ (বর্ত্তমানঃ) অপি তদ্‌গুণাগ্রহঃ (তৈঃ গুণৈঃ সহ ন গ্রহঃ গ্রহণং যস্য তথাভূতঃ। কিঞ্চ) সর্ব্বস্য (সর্ব্বস্বরূপস্য) সর্ব্বাত্মনঃ (সর্ব্বস্য আত্মনঃ অন্তর্যামিণঃ) আত্মবস্তুনঃ (আত্মা ব্যাপকঃ চ অসৌ বস্তু পরমার্থভূতঃ চ আত্মবস্তু তস্য) তে (তব) অনাবৃতত্বাৎ (আবরণশূন্যত্বাৎ) বহিঃ অন্তরং (চ) ন (ভবতি) ॥ ১৮ ॥

মহদাদি পদার্থের ন্যায় আপনিও কারণরূপেই কার্য্যে অবস্থান করিয়া থাকেন। রূপাদিজ্ঞান দ্বারা অনুমেয়স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ

অর্থাৎ বিষয় সকলের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়াও আপনি উহাদিগের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েন না। আপনি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামী পরমার্থ-ভূত আত্মবস্তু বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন, অতএব আপনার অন্তরও নাই এবং বাহিরও নাই ॥ ১৮ ॥

য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি
ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং
সম্যগ্ যত স্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্ ॥ ১৯ ॥

যঃ পুমান্ আত্মনঃ (স্বস্য) দৃশ্যগুণেষু (দৃশ্যেষু গুণেষু দেহাদিষু) স্বব্যতিরেকতঃ (আত্মব্যতিরেকেণ) সন্ ইতি (পৃথক্ সন্ অয়ং দেহাদিঃ ইতি) ব্যবস্যতে (নিশ্চিনোতি, সঃ) মনীষিভিঃ ত্যক্তং (বাধিতম্) উপাদদৎ (উপাদদানঃ, স্বীকুর্ব্বন্) অবুধঃ (অবিদ্বান্), যতঃ অনুবাদং (তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থম্ অন্যোন্যবাদং, বাচারম্ভণং) বিনা তৎ মনীষিতং (বিচারিতং) সম্যক্ ন (ভবতি) ॥ ১৯ ॥

যিনি আত্মপ্রকাশ্য গুণকার্য্য দেহাদি বস্তু সকলের আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভাবে সত্তা নিশ্চয় করেন, তিনি অজ্ঞ; যেহেতু তিনি বিবেকী পুরুষ সকল কর্ত্তৃক অস্বীকৃত আত্মব্যতিরিক্ত বস্তু অঙ্গীকার করিতেছেন। কেবল বাগ্‌ব্যবহার ভিন্ন বিচারে আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুর সত্তা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ১৯ ॥

ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো
বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে
তদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈঃ ॥ ২০ ॥

(হে) বিভো, অনীহাৎ (ঈহা চেষ্টা তদ্রহিতাৎ) অগুণাৎ (প্রাকৃতগুণরহিতাৎ) অবিক্রিয়াৎ (বিকাররহিতাৎ) ত্বত্তঃ (উপাদানাৎ নিমিত্তাৎ চ) অস্য (বিশ্বস্য) জন্মস্থিতিসংযমান্ বদন্তি (শ্রুতয়ঃ বর্ণয়ন্তি)। ঈশ্বরে ব্রহ্মণি ত্বয়ি (এতৎ) নো বিরুধ্যতে। গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ)

তদাশ্রয়ত্বাৎ (তেষাং গুণানাম্ আশ্রয়ত্বাৎ জগজ্জন্মাদিকর্তৃত্বং ত্বয়ি) উপচর্য্যতে॥ ২০॥

হে বিভো, শ্রুতি সকল অনীহ অগুণ ও অবিক্রিয় তোমা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অচিন্ত্যানন্তশক্তি ঈশ্বর, তোমাতে কিছুই বিরুদ্ধ হয় না। প্রভুতে ভৃত্যের কর্তৃত্বের ন্যায় তোমাতে গুণ সকল দ্বারা জগৎকর্তৃত্ব আরোপিত হয়। ঐ আরোপও আবার তুমি ঐ সকল গুণের আশ্রয় বলিয়াই হইয়া থাকে॥ ২০॥

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া
বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং
কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥ ২১॥

সঃ (সচ্চিদানন্দাত্মকঃ পরমেশ্বরঃ) ত্বং খলু (এব) স্বমায়য়া (স্বেচ্ছয়া) ত্রিলোকস্থিতয়ে (ত্রিলোকস্য পালনায় সত্ত্বেন গুণেন) আত্মনঃ (স্বস্য) শুক্লং (স্বচ্ছং, শান্তং) বর্ণং (বিষ্ণুরূপং) সর্গায় রজসা (গুণেন) উপবৃংহিতং (প্রকটিতং) রক্তং (রাগযুক্তং ব্রহ্মরূপং) জনাত্যয়ে (জনানাম্ অত্যয়ে সংহারে) তমসা (গুণেন) কৃষ্ণং (ক্রোধাদিতমঃকার্য্যযুক্তং রুদ্ররূপং) বিভর্ষি (ধারয়সি)॥ ২১॥

তুমি নিজ মায়া অর্থাৎ ইচ্ছা দ্বারা এই ত্রিলোকীর স্থিতির নিমিত্ত নির্ম্মল সত্ত্বগুণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণনাশক শান্ত বিষ্ণুরূপ, সৃষ্টির নিমিত্ত রাগবহুল-রজোগুণোপবৃংহিত রজোগুণনাশক ব্রহ্মরূপ ও নাশের নিমিত্ত ক্রোধাদিপ্রায় তমোগুণ অর্থাৎ তমোগুণনাশক শিবরূপ ধারণ করিয়া থাক॥ ২১॥

ত্বমস্য লোকস্য বিভো বিরক্ষিষু-
র্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈ-
র্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥ ২২॥

(হে) অখিলেশ্বর, বিভো, ত্বম্ অস্য লোকস্য বিরক্ষিষুঃ (রক্ষিতুম্ ইচ্ছুঃ সন্) মম গৃহে অবতীর্ণঃ অসি। রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈঃ (রাজন্যাঃ ইতি সংজ্ঞামাত্রং যেষাং বস্তুতঃ তু অসুরাঃ এব তেষাং কোটিশঃ যূথানি তানি যে পান্তি তৈঃ) নির্ব্যূহ্যমানাঃ (ইতস্ততঃ চাল্যমানাঃ) চমূঃ (সেনাঃ) নিহনিষ্যসে (সংহরিষ্যসি) ॥ ২২ ॥

হে অখিলেশ্বর, তুমি এই লোকের রক্ষণাভিলাষে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। বিভো, তুমি রাজন্য যাহাদিগের সংজ্ঞামাত্র সেই অসুরযূথপতিগণ কর্তৃক ইতস্ততঃ চাল্যমান সেনা সকলের সংহার করিবে ॥ ২২ ॥

অয়ন্ত্বসভ্যস্তব জন্ম নো গৃহে
শ্রুত্বাগ্রজাংস্তেঽভ্যহনৎ সুরেশ্বর।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং
শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ ॥ ২৩ ॥

(হে) সুরেশ্বর, অয়ম্ অসভ্যঃ (সভানর্হঃ খলঃ কংসঃ) নঃ (অস্মাকং) গৃহে তব জন্ম (ভবিষ্যতি ইতি) শ্রুত্বা তে (তব) অগ্রজান্ (মম ষট্-পুত্রান্) অভ্যহনৎ (হতবান্)। সঃ (ক্রূরঃ কংসঃ) পুরুষৈঃ (দ্বারে স্থাপিতৈঃ স্বপুরুষৈঃ) সমর্পিতং (শ্রাবিতং) তে (তব) অবতারং শ্রুত্বা উদায়ুধঃ (গৃহীতাস্ত্রঃ সন্) অধুনা এব অভিসরতি (আগমিষ্যতি) ॥ ২৩ ॥

হে সুরেশ্বর, এই অসভ্য কংস কিন্তু আমাদিগের গৃহে তোমার জন্ম দৈববাণীতে শ্রবণ করিয়াই তদাশঙ্কায় ইতিপূর্ব্বে তোমার অগ্রজ সকলকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে নিজ প্রতিহারিগণ কর্তৃক শ্রাবিত তোমার অবতারবৃত্তান্ত শুনিলেই অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক সত্বর এই স্থানে আগমন করিবে ॥ ২৩ ॥

শুক উবাচ।

অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণম্।
দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ভীতা সুবিস্মিতা ॥ ২৪ ॥

শুকঃ উবাচ। অথ (অনন্তরং) কংসাৎ ভীতা দেবকী এনম্ আত্মজং

মহাপুরুষলক্ষণং (মহাপুরুষস্ত ভগবতঃ লক্ষণানি চতুর্ভুজত্বাদীনি অসাধারণানি চিহ্নানি যস্ত তথাভূতং) বীক্ষ্য সুবিস্মিতা (সতী) তম্ উপাধাবৎ (অস্তৌৎ) ॥২৪॥

শুকদেব কহিলেন ;—এইপ্রকারে বসুদেবের বাক্য সমাপ্ত হইলে, কংস হইতে ভীতা দেবকী এই পুত্রকে আপনার গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত ও চতুর্ভুজত্বাদি বিষ্ণুলক্ষণে সুলক্ষিত দেখিয়া মহাপুরুষজ্ঞানে প্রহসিতাননে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

দেবক্যুবাচ।

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতি র্নির্গুণং নির্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্‌বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥ ২৫ ॥

দেবকী উবাচ। অব্যক্তম্ (অতীন্দ্রিয়ম্) আদ্যং (সর্ব্বকারণভূতং) ব্রহ্ম (বৃহৎ) জ্যোতিঃ (চেতনং) নির্গুণং (প্রাকৃতগুণরহিতং) নির্বিকারং সত্তামাত্রং (কেবলধর্ম্মরূপং) নির্বিশেষং (বিশেষাৎ পূর্ব্বম্ উত্তরম্ অপি বর্ত্তমানং) নিরীহং (নিষ্ক্রিয়ং) যৎ তৎ (কিম্ অপি) রূপং (যস্ত বেদাঃ) প্রাহুঃ সঃ সাক্ষাৎ অধ্যাত্মদীপঃ (দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণসজ্যাতপ্রকাশকঃ) বিষ্ণুঃ ত্বম্ (এব)। (যদ্বা অব্যক্তং সর্ব্বাগোচরম্ আদ্যং জন্মরহিতং ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ অপি বৃহৎ জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশচৈতন্যং নির্গুণং প্রাকৃতগুণরহিতং নির্ব্বিকারং বিকারশূন্যং সত্তামাত্রং কেবলধর্ম্মরূপং নির্বিশেষং বিশেষাৎ প্রপঞ্চাৎ নির্গতং নিরীহং স্বতঃ পরিপূর্ণত্বেন বিতৃষ্ণং তৎ জ্ঞানিনঃ প্রতি প্রকাশমানং যৎ রূপং শ্রীবিগ্রহং প্রাহুঃ বেদাঃ সঃ বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপকঃ অধ্যাত্মদীপঃ বুদ্ধ্যাদিপ্রকাশকঃ আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানাঃ অধ্যাত্মানঃ আত্মারামাঃ তানপি দীপয়সি পরমানন্দেনোল্লাসয়সি ইতি বা ত্বম্ এব সাক্ষাৎ) ॥ ২৫ ॥

দেবকী কহিলেন ;—বেদ সকল যে অতীন্দ্রিয় সর্ব্বকারণ বৃহৎ চিৎস্বরূপ নির্গুণ নির্বিকার সত্তামাত্র নির্বিশেষ নিরীহ রূপ প্রতিপাদন করেন, সেই রূপ সাক্ষাৎ অধ্যাত্মদীপস্বরূপ বিষ্ণু তুমিই ॥ ২৫ ॥

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে
মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।

ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে
ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞঃ ॥ ২৬ ॥

কালবেগেন (হেতুনা) দ্বিপরার্দ্ধাবসানে (চতুর্ম্মুখমানেন বর্ষশতাত্মকম্ আয়ুঃ পরশব্দবাচ্যার্থঃ তস্য অর্দ্ধং পরার্দ্ধং দ্বে পরার্দ্ধে যস্য তস্য দ্বিপরার্দ্ধস্য ব্রহ্মায়ুষঃ অবসানে সমাপ্তৌ সত্যাং) লোকে (চতুর্দ্দশভুবনাত্মকে) নষ্টে (সতি) মহাভূতেষু (পৃথিব্যাদিষু) আদিভূতং (ভূতানাম্ আদিম্ অহঙ্কারং) গতেষু (সৎসু তস্মিন্ অহঙ্কারে) ব্যক্তং (মহত্তত্ত্বং তস্মিন্ মহত্তত্ত্বে চ) অব্যক্তং (প্রধানং) যাতে (প্রাপ্তে সতি) অশেষসংজ্ঞঃ (অশেষে অশেষাত্মকে প্রধানে সংজ্ঞা প্রজ্ঞা যস্য সঃ) ভবান্ একঃ (এব) শিষ্যতে ॥ ২৬ ॥

কালবেগে দ্বিপরার্দ্ধপরিমিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে চতুর্দ্দশ ভুবন বিনষ্ট হইলে, ভূতেন্দ্রিয়াদি স্বস্বকারণে লীন হইলে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লয় পাইলে, ব্যক্ত বিশ্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে গমন করিলে, শেষসংজ্ঞক তুমি একমাত্র অবশিষ্ট থাক ॥ ২৬ ॥

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াং-
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥ ২৭ ॥

(হে) অব্যক্তবন্ধো, (প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক), যঃ অয়ম্ (উৎপত্তিপ্রলয়াদি-হেতুঃ) নিমেষাদিঃ বৎসরান্তঃ মহীয়ান্ কালঃ, যেন (কালেন) বিশ্বং চেষ্টতে (বিপরিবর্ত্ততে, তং), তস্য (উক্তস্য) তে (তব) চেষ্টাং (শক্তিবিশেষম্) আহুঃ (বর্ণয়ন্তি)। (কালং যস্য চেষ্টাম্ আহুঃ) তম্ ঈশানং (প্রকৃতি-কালাদিনিয়ন্তারং) ক্ষেমধাম (অভয়ং স্থানং) ত্বা (ত্বাং) প্রপদ্যে (শরণং ব্রজে) ॥ ২৭ ॥

হে প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক, এই যে উৎপত্তি ও প্রলয়ের আদিকারণ নিমেষাদি বৎসরান্ত মহীয়ান্ কাল, যে কালে সমুদায় বিশ্ব বিপরিণত হয়, উহা তোমারই চেষ্টারূপ শক্তিবিশেষ; ইহা জ্ঞানী সকল বলিয়া থাকেন। তুমি সেই কালাদিরও নিয়ন্তা, অভয়ের স্থান। আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২৭ ॥

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ২৮ ॥

মর্ত্ত্যঃ (মরণশীলঃ, জন্মমরণাদিসংসারী জনঃ) মৃত্যুব্যালভীতঃ (মৃত্যুঃ এব ব্যালঃ সর্পঃ তস্মাৎ ভীতঃ) সর্ব্বান্ লোকান্ পলায়ন্ (পলায়মানঃ) নির্ভয়ং (স্থানং) ন অধ্যগচ্ছৎ (প্রাপ)। (হে) আদ্য, যদৃচ্ছয়া (কেন অপি ভাগ্যেন) ত্বৎপাদাব্জং (সেব্যতয়া) প্রাপ্য সুস্থঃ (নির্ভয়ঃ এব) শেতে। অস্মাৎ (প্রাপ্তত্বচ্চরণকমলাৎ পুরুষাৎ) মৃত্যুঃ অপৈতি (নিবর্ত্ততে) ॥ ২৮ ॥

জন্মমরণাদিশীল সংসারী মনুষ্য মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে ভীত অতএব পলায়নপরায়ণ হইয়া ক্রমান্বয়ে সকল লোককেই ভয়সঙ্কুল দেখিয়া কোন স্থানেই নির্ভয় হইতে পারে না। কিন্তু হে আদ্য, কোন সৌভাগ্যোদয়ে একবার সেব্যরূপে তোমার পাদপদ্মকে প্রাপ্ত হইলে, সেই স্থানে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে থাকে। এইরূপে তোমার চরণে অবস্থিত পুরুষের নিকট হইতে মৃত্যু নিবৃত্ত হয় ॥ ২৮ ॥

স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন-
স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং
মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং ভোঃ কৃষীষ্ঠাঃ ॥ ২৯ ॥

সঃ (উক্তবিধঃ পরমেশ্বরঃ) ত্বং ঘোরাৎ (ভয়ঙ্করাৎ) উগ্রসেনাত্মজাৎ (কংসাৎ) ত্রস্তান্ (ভীতান্) নঃ (অস্মান্) ত্রাহি (পাহি)। ভৃত্যবিত্রাসহা (ভৃত্যানাং বিশিষ্টং মহান্তং ত্রাসং হন্তি ইতি তথাভূতঃ) অসি। ভোঃ, ধ্যানধিষ্ণ্যং (ধ্যানাস্পদম্) ইদং পৌরুষং রূপং মাংসদৃশাং (মাংসচক্ষুষাং) প্রত্যক্ষং ত্বং মা কৃষীষ্ঠাঃ (মা কৃথাঃ) ॥ ২৯ ॥

তুমি ভৃত্যবর্গের অভয়প্রদ পরমেশ্বর, উগ্রসেনতনয় কংস হইতে ভীত আমাদিগকে রক্ষা কর। ভগবন, তোমার এই ধ্যানগম্য পৌরুষ রূপকে চর্ম্মচক্ষু ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষের বিষয় করিও না ॥ ২৯ ॥

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥ ৩০ ॥

(হে) মধুসূদন, অসৌ পাপঃ (পাপাচারঃ কংসঃ) ময়ি তে (তব) জন্ম মা বিদ্যাৎ (ন জানাতু)। অধীরধীঃ (অহং) ভবদ্ধেতোঃ (ভবতঃ নিমিত্তাৎ কংসাৎ সমুদ্বিজে (বিভেমি) ॥ ৩০ ॥

হে মধুসূদন, ঐ পাপ কংস আমাতে তোমার জন্ম যেন জানিতে না পারে। আমি অত্যন্ত অধীরচিত্তা হইয়াছি। আমি তোমার নিমিত্ত কংস হইতে বড়ই ভীত হইতেছি ॥ ৩০ ॥

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥ ৩১ ॥

(হে) বিশ্বাত্মন্, অদঃ শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ অলৌকিকং রূপম্ উপসংহর ॥ ৩১ ॥

হে বিশ্বাত্মন্, তোমার এই অলৌকিক শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভায় সুশোভিত চতুর্ভুজ রূপ উপসংহার কর ॥ ৩১ ॥

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ব্ভজোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং তৎ ॥ ৩২ ॥

পরঃ পুরুষঃ ভবান্ নিশান্তে (প্রলয়াবসানে, সৃষ্টিস্থিতিসময়ে) এতৎ (অসংখ্যাতব্রহ্মাণ্ডাত্মকং) বিশ্বং স্বতনৌ (স্বশরীরে) যথাবকাশম্ (অসঙ্কীর্ণং যথা ভবতি তথা) বিভর্ত্তি (ধারয়তি), সঃ অয়ং মম গর্ব্ভজঃ অভূৎ (ইতি) যৎ তৎ নৃলোকস্য অহো বিড়ম্বনম্ (অতিশয়েন উপহাসাস্পদম্) ॥ ৩২ ॥

তুমি পরম পুরুষ। প্রলয়াবসানে এই বিশ্বকে তুমি তোমার নিজ শরীরে অসঙ্কোচেই ধারণ করিয়া থাক। অথচ সেই তুমি আজ আমার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অহো! ইহা নিশ্চয়ই মনুষ্যলোকের বিড়ম্বন ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ॥ ৩৩॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। পূর্ব্বসর্গে (ইতঃ তৃতীয়ে পূর্ব্বজন্মনি) স্বায়ম্ভুবে (মন্বন্তরে হে) সতি (মাতঃ), ত্বম্ এব পৃশ্নিঃ (নাম) অভূঃ। তদা অয়ং (বসুদেবঃ) অকল্মষঃ (সর্ব্বদোষরহিতঃ) সুতপা নাম প্রজাপতিঃ (অভূৎ)॥৩৩॥

শ্রীভগবান বলিলেন;—মাতঃ, এই জন্ম অপেক্ষায় তৃতীয় পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমিই পৃশ্নি নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। ঐ সময়ে এই বসুদেব সর্ব্বদোষরহিত সুতপা নামক প্রজাপতি ছিলেন॥ ৩৩॥

যুবাং বৈ ব্রহ্মণাদিষ্টৌ প্রজাসর্গে যদা ততঃ।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তেপাথে পরমং তপঃ॥ ৩৪॥

যুবাং বৈ যদা ব্রহ্মণা প্রজাসর্গে (নিমিত্তে) আদিষ্টৌ ততঃ (তদা) ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য (সম্যক্ বশীকৃত্য) পরমম্ (উগ্রং) তপঃ তেপাথে (কৃতবন্তৌ)॥ ৩৪॥

তোমরাই যখন ব্রহ্মা কর্তৃক প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত আদিষ্ট হইলে, তখন ইন্দ্রিয়সমূহ সম্যক্ বশীভূত করিয়া উগ্র তপস্যা করিয়াছিলে॥ ৩৪॥

বর্ষবাতাতপহিমঘর্ম্মকালগুণানন্থু।
সহমানৌ শ্বাসরোধবিনির্ধূতমনোমলৌ॥ ৩৫॥
শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা।
মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মমারাধনমীহথুঃ॥ ৩৬॥

বর্ষবাতাতপহিমঘর্ম্মকালগুণান্ (বর্ষাদীন্ কালগুণান্ ঋতুধর্ম্মান্) অনু (ক্রমেণ প্রাপ্তান্) সহমানৌ শ্বাসরোধবিনির্ধূতমনোমলৌ (শ্বাসরোধেন প্রাণায়ামেন বিনির্ধূতাঃ মনোমলাঃ কামাদয়ঃ যয়োঃ তৌ) শীর্ণপর্ণানিলাহারৌ (শীর্ণানি স্বয়ং পতিতানি শুষ্কাণি পর্ণানি অনিলঃ চ আহারঃ যয়োঃ তৌ) মত্তঃ (সকাশাৎ) কামান্ (অভীষ্টান্ অর্থান্) অভীপ্সন্তৌ (সন্তৌ) উপশান্তেন চেতসা মম আরাধনম্ ঈহথুঃ (কৃতবন্তৌ)॥ ৩৫॥ ৩৬॥

তোমরা বর্ষা বায়ু আতপ হিম ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি ক্রমপ্রাপ্ত কালধর্ম্ম সকল সহ্য করিয়া ও প্রাণায়াম দ্বারা কামাদি মনোমল সকল বিদূরিত

করিয়া গলিত পত্র ও বায়ু ভোজন দ্বারা দেহধারণ পূর্ব্বক আমার নিকট হইতে অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধির অভিলাষে উপশান্ত চিত্তে আমার আরাধনা করিয়াছিলে ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

এবং বাং তপ্যতো র্ভদ্রে তপঃ পরমদুষ্করম্।
দিব্যবর্ষস-হস্রাণি দ্বাদশেয়ুর্মদাত্মনোঃ ॥ ৩৭ ॥

(হে) ভদ্রে, মদাত্মনোঃ (ময়ি এব আত্মা মনঃ যয়োঃ তয়োঃ) বাং (যুবয়োঃ) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) পরমদুষ্করম্ (অতিতীব্রং) তপঃ তপ্যতোঃ (কুর্ব্বতোঃ সতোঃ) দিব্যবর্ষসহস্রাণি (দিব্যানাং দেবপরিমিতানাং বর্ষাণাং সহস্রাণি) দ্বাদশ ঈয়ুঃ (অতিক্রান্তানি, গতানি) ॥ ৩৭ ॥

হে ভদ্রে, মন্মনা হইয়া এই প্রকারে পরম দুষ্কর তপস্যা করিতে করিতে তোমাদের দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর যখন অতীত হইল ॥ ৩৭ ॥

তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে।
তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ ॥ ৩৮ ॥
প্রাদুরাসং বরদরাড়্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া।
ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ ॥ ৩৯ ॥

(হে) অনঘে, তদা শ্রদ্ধয়া (বিশ্বাসেন) তপসা নিত্যং (নিরন্তরং) ভক্ত্যা চ বাং (যুবাভ্যাং) হৃদি ভাবিতঃ (চিন্তিতঃ অতএব) পরিতুষ্টঃ বরদরাট্ (বরদেষু শ্রেষ্ঠঃ) অহম্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া (বরদানেচ্ছয়া) অমুনা (চতুর্ভুজাদিমতা) বপুষা প্রাদুরাসম্। (তদা) বরঃ ব্রিয়তাম্ ইতি (ময়া) উক্তে (সতি) বাং (যুবাভ্যাং) মাদৃশঃ (মৎসদৃশঃ) সুতঃ বৃতঃ (যাচিতঃ) ॥ ৩৮॥৩৯ ॥

হে নিষ্পাপে, তখন আমি তোমাদিগের দুইজন কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা-সহকারে তপস্যা ও নিরন্তর ভক্তি দ্বারা হৃদয়ে ভাবিত হইয়া তোমা-দিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইলাম। আমি বরদশ্রেষ্ঠ, পরিতুষ্ট হইয়া তোমাদিগের অভিলষিত বর প্রদানের ইচ্ছায় এই চতুর্ভুজাদিসমন্বিত শরীরেই তোমাদিগের নিকটে প্রাদুর্ভূত হইলাম। তখন "তোমরা বর গ্রহণ কর" আমি এই কথা বলিলে, তোমরা মৎসদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিলে ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী।
ন বব্রাথেহপবর্গং মে মোহিতৌ মম মায়য়া ॥ ৪০ ॥

অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়ৌ (ন জুষ্টাঃ সেবিতাঃ গ্রাম্যবিষয়াঃ গৃহসম্বন্ধিনঃ শব্দাদয়ঃ যাভ্যাং তৌ অনপত্যৌ (ন বিদ্যতে অপত্যং যয়োঃ তৌ) চ দম্পতী মম মায়য়া (কৃপয়া) মোহিতৌ (সন্তৌ) মে (মত্তঃ) অপবর্গং (মোক্ষং) ন বব্রাথে (বৃতবন্তৌ) ॥ ৪০ ॥

তোমরা দুই স্ত্রীপুরুষে গ্রাম্য বিষয় কিছুই ভোগ কর নাই, এবং তোমরা অনপত্যও ছিলে, অতএব আমার মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া আমার নিকট হইতে মোক্ষ প্রার্থনা কর নাই ॥ ৪০ ॥

গতে ময়ি যুবাং লব্ধ্বা বরং মৎসদৃশং সুতম্।
গ্রাম্যান্ ভোগানভুঞ্জাথাং যুবাং প্রাপ্তমনোরথৌ ॥ ৪১ ॥

(তথা অস্ত ইতি বরং দত্ত্বা) ময়ি গতে (সতি) যুবাং মৎসদৃশং সুতং বরং লব্ধ্বা গ্রাম্যান্ ভোগান্ (বিষয়ান্) অভুঞ্জাথাম্। (এবং চ) যুবাং প্রাপ্তমনোরথৌ (জাতৌ) ॥ ৪১ ॥

"তাহাই হউক", এই বর দিয়া, আমি গমন করিলে, তোমরা দুইজনে মৎসদৃশ পুত্র বর লাভ করিয়া গ্রাম্য বিষয় সকল ভোগ করিয়াছিলে। এইরূপে তোমরা পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলে ॥ ৪১ ॥

অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪২ ॥

শীলৌদার্য্যগুণৈঃ (শীলং চিত্তকোমলতা ঔদার্য্যং দাতৃত্বং গুণাঃ কারুণ্যাদয়ঃ তৈঃ) সমং (স্বসদৃশং) লোকে অন্যতমম্ অদৃষ্ট্বা অহম্ (এব) বাং (যুবয়োঃ) সুতঃ অভবম্। (পৃশ্নিসংজ্ঞায়াঃ তব গর্ভে জাতত্বাৎ) পৃশ্নিগর্ভঃ ইতি শ্রুতঃ (প্রসিদ্ধঃ) ॥ ৪২ ॥

কোমলতা উদারতা ও দয়া প্রভৃতিতে আমার সমান লোকে অন্য কাহাকেও না দেখিয়া, আমিই তোমাদিগের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলাম। তোমার নাম পৃশ্নি ছিল। আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করায় পৃশ্নিগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলাম ॥ ৪২ ॥

তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ ॥ ৪৩ ॥

তয়োঃ (এবং) বাং (যুবয়োঃ কশ্যপাদিতিরূপাভ্যাং স্থিতয়োঃ যঃ) কশ্যপাৎ অদিত্যাম্ আস (জাতঃ ইন্দ্রানুজত্বাৎ) উপেন্দ্রঃ ইতি বামনত্বাৎ (হ্রস্বাঙ্গত্বাৎ) চ বামনঃ (ইতি চ) বিখ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ সঃ অপি) পুনঃ অহম্ এব (আসম্) ॥ ৪৩ ॥

দ্বিতীয় জন্মে তোমরা যখন অদিতি ও কশ্যপ নাম ধারণ কর, আমিও তখন তোমার গর্ভে ও কশ্যপ প্রজাপতি হইতে ইন্দ্রানুজ-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া উপেন্দ্র নামে এবং বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বামন নামে বিখ্যাত হই ॥ ৪৩ ॥

তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবেঽহং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাম্।
জাতো ভূয়স্তয়োরেবং সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি ॥ ৪৪ ॥

অথ তয়োঃ (কশ্যপাদিত্যোঃ এব) বাং (যুবয়োঃ) অস্মিন্ তৃতীয়ে ভবে (জন্মনি) তেন (প্রাক্ প্রদর্শিতেন) এব (চতুর্ভুজাদিবিশিষ্টেন) বপুষা অহং বৈ ভূয়ঃ (পুনঃ) জাতঃ (প্রাদুর্ভূতঃ। হে) সতি, মে (মম) ব্যাহৃতং (ভাষিতম্) এবং সত্যং (জাতম্) ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর ঐ অদিতিকশ্যপরূপ তোমাদিগের এই তৃতীয় জন্মে পূর্ব্বপ্রদর্শিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আমিই আবার প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। হে সতি, আমার বাক্য এইরূপে সত্য হইল ॥ ৪৪ ॥

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে ॥ ৪৫ ॥

প্রাক্ (প্রথমং) মে (মম ভগবতঃ) জন্মস্মরণায় (জন্মনঃ স্মরণায় জ্ঞানায়) এতৎ (চতুর্ভুজাদিবিশিষ্টং) রূপং বাং (যুবয়োঃ), দর্শিতম্। অন্যথা মর্ত্ত্যলিঙ্গেন (মর্ত্ত্যস্য লিঙ্গেন শরীরেণ) মদ্ভবং (মদ্বিষয়কং) জ্ঞানং ন জায়তে ॥ ৪৫ ॥

প্রথমতঃ আমার জন্ম জানাইয়া দিবার নিমিত্ত এই চতুর্ভুজাদি-বিশিষ্ট রূপ তোমাদিগকে দেখাইয়াছি। অন্যথা মনুষ্যশরীর দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে না ॥ ৪৫ ॥

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বাসকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্‌গতিং পরাম্‌ ॥ ৪৬ ॥

পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বা অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ মাং) চিন্তয়ন্তৌ (ময়ি) কৃতস্নেহৌ (চ) যুবাং পরাং (সর্ব্বতঃ উৎকৃষ্টাং) মদ্‌গতিং যাস্যেথে ॥ ৪৬ ॥

পুত্রভাবেই হউক বা ব্রহ্মভাবেই হউক, পুনঃ পুনঃ আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমাতে বদ্ধস্নেহ হইয়া তোমরা উভয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্টা মদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৬ ॥

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি উক্ত্বা হরিঃ তূষ্ণীম্‌ আসীৎ। পিত্রোঃ (দেবকীবসুদেবয়োঃ) সংপশ্যতোঃ (এব সতোঃ) ভগবান্‌ আত্মমায়য়া (স্বেচ্ছয়া) সদ্যঃ এব প্রাকৃতঃ শিশুঃ (ইব) বভূব ॥ ৪৭ ॥

ভগবান্‌ শ্রীহরি এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইয়াছিলেন, এবং দেবকী ও বসুদেবের সমক্ষেই স্বেচ্ছানুসারে সদ্যঃই প্রাকৃত শিশুর সদৃশ ভাব ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ
সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা
যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া ॥ ৪৮ ॥

ততঃ চ ভগবৎপ্রচোদিতঃ (ভগবতা প্রচোদিতঃ) সঃ শৌরিঃ (বসুদেবঃ) সুতং সমাদায় যদা সূতিকাগৃহাৎ বহিঃ গন্তুম্‌ ইয়েষ (ঐচ্ছৎ) তর্হি এব যা অজা (অজাশব্দবাচ্যত্বেন প্রসিদ্ধা) যোগমায়া (সা) নন্দজায়য়া (যশোদয়া নিমিত্তভূতয়া) অজনি (জাতা) ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর ভগবৎপ্রেরিত সেই বসুদেব পুত্রকে লইয়া যখন সূতিকা-গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখনই অজা বলিয়া প্রসিদ্ধা যোগমায়া নন্দপত্নী যশোদা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

তয়া হৃতপ্রত্যয়সর্ব্ববৃত্তিষু
দ্বাঃস্থেষু পৌরেষু চ শায়িতেষ্বথ।
দ্বারশ্চ সর্ব্বা পিহিতা দুরত্যয়া
বৃহৎকবাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ ॥ ৪৯ ॥
তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে
স্বয়ং ব্যবর্য্যন্ত যথা তমো রবেঃ।
ববর্ষ পর্জ্জন্য উপাংশুগর্জ্জিতঃ
শেষোহন্বগাদ্বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ ॥ ৫০ ॥

অথ (অনন্তরম্ এব) তয়া (যোগমায়য়া) হৃতপ্রত্যয়সর্ব্ববৃত্তিষু (হৃতাঃ প্রত্যয়ার্থাঃ জ্ঞানহেতুভূতাঃ সর্ব্বাঃ বৃত্তয়ঃ চক্ষুরাদিচেষ্টাঃ যেষাং তেষু) দ্বাঃস্থেষু (দ্বারপালেষু সৎসু তথা) পৌরেষু (পুরবাসিজনেষু) চ শায়িতেষু (সৎসু যাঃ) বৃহৎকবাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ (বৃহদ্ভিঃ কবাটৈঃ আয়সৈঃ লৌহময়ৈঃ কীলশৃঙ্খলৈঃ চ) পিহিতাঃ (আচ্ছাদিতাঃ অতএব) দুরত্যয়াঃ (দুরতিক্রমাঃ) সর্ব্বাঃ দ্বারঃ চ (তু) তাঃ রবেঃ (সূর্য্যস্য আগমনে) তমঃ (অন্ধকারঃ) যথা (বিশীর্য্যতে তথা) কৃষ্ণবাহে (কৃষ্ণস্য বাহে) বসুদেবে আগতে স্বয়ং ব্যবর্য্যন্ত (ব্যশীর্য্যন্ত, বিবৃতাঃ জাতাঃ)। উপাংশুগর্জ্জিতঃ (উপাংশু মন্দং মন্দং গর্জ্জিতং যস্য তথাভূতঃ) পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) ববর্ষ। ফণৈঃ বারি নিবারয়ন্ শেষঃ (অনন্তঃ) অন্বগাৎ (বসুদেবস্য পৃষ্ঠতঃ জগাম) ॥ ৪৯॥৫০ ॥

অনন্তর সেই যোগমায়া কর্ত্তৃক দ্বাররক্ষকগণের জ্ঞানকারণ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল অপহৃত এবং অপরাপর পুরবাসী সকল শায়িত হইলে, বৃহৎ বৃহৎ কপাট এবং লৌহময় কীলক ও শৃঙ্খল সকল দ্বারা আচ্ছাদিত অতএব দুরতিক্রমণীয় দ্বার সকল সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকারের ন্যায় পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া বসুদেব আগমন করিলে স্বয়ংই উন্মুক্ত হইয়া গেল। মেঘ সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন সহকারে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তদেব নিজ ফণা দ্বারা ঐ বারি নিবারণ করিবার নিমিত্ত বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্ যমানুজা
গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্ম্মিফেণিলা।
ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা নদী
মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥ ৫১ ॥

মঘোনি (ইন্দ্রে) অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) বর্ষতি (সতি) গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্ম্মিফেণিলা (গম্ভীরঃ অগাধঃ যঃ তোয়ৌঘঃ জলপূরঃ তস্য জবেন বেগেন যে উর্ম্ময়ঃ তরঙ্গাঃ তৈ ফেণিলা ফেণব্যাপ্তা) ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা (ভয়ানকৈঃ আবর্ত্তানাং ভ্রমাণাং শতৈঃ আকুলা ব্যাপ্তা অপি) যমানুজা (যমুনা) নদী শ্রিয়ঃ পতেঃ (সীতাপতেঃ শ্রীরামস্য) সিন্ধুঃ (সমুদ্রঃ) ইব (যথা তথা বসুদেবায়) মার্গং দদৌ (জানুমাত্রজলা জাতা) ॥ ৫১ ॥

দেবরাজ পুনঃ পুনঃ জলবর্ষণ করায় যমুনা নদী, গম্ভীর জলপ্রবাহের বেগ দ্বারা তরঙ্গায়িত ও ফেণব্যাপ্ত এবং ভয়ঙ্কর শত শত আবর্ত্ত দ্বারা আকুলিত থাকিয়াও, সমুদ্র যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে পথ প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বসুদেবকে জানুমাত্রজলা হইয়া পথ প্রদান করিলেন ॥ ৫১ ॥

নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য তত্র তান্
গোপান্ সুষুপ্তানুপলভ্য নিদ্রয়া।
শিশুং যশোদাশয়নে নিধায় তৎ-
সুতামুপাদায় পুন র্গৃহানগাৎ ॥ ৫২ ॥

শৌরিঃ (বসুদেবঃ) নন্দব্রজম্ উপেত্য (সংপ্রাপ্য) তত্র নিদ্রয়া (যোগমায়য়া) তান্ (নন্দাদীন্) গোপান্ সুষুপ্তান্ (প্রসুপ্তান্) উপলভ্য (দৃষ্ট্বা) শিশুং (সুতং) যশোদাশয়নে (যশোদায়াঃ শয্যায়াং) নিধায় (সংস্থাপ্য) তৎসুতাম্ উপাদায় (গৃহীত্বা) গৃহান্ (স্বগৃহান্) পুনঃ অগাৎ ॥ ৫২ ॥

বসুদেব নন্দব্রজে উপস্থিত হইয়া তথায় যোগমায়ার প্রভাবে নন্দাদি গোপগণকে নিদ্রাভিভূত দর্শন করিয়া নিজ শিশুকে যশোদার শয্যায় স্থাপন ও তাঁহার তনয়াকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৫২ ॥

দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য বসুদেবোঽথ দারিকাম্।
প্রতিমুচ্য পদো র্লোহমাস্তে পূর্ব্ববদাবৃতঃ॥ ৫৩॥

(তাং) দারিকাং (কন্যাং) দেবক্যাঃ শয়নে (শয্যায়াং) ন্যস্য (নিধায়) অথ (অনন্তরং) পদোঃ (পাদয়োঃ) লোহং (নিগড়ং) প্রতিমুচ্য (বদ্ধা) আবৃতঃ (পিহিতকবাটঃ সন্) পূর্ব্ববৎ আস্তে (স্ম)॥ ৫৩॥

এবং ঐ কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় রাখিবার পর চরণদ্বয়ে নিগড় বন্ধন পূর্ব্বক কবাট আবরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন (১)॥ ৫৩॥

যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত।
ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ॥ ৫৪॥

নন্দপত্নী যশোদা চ (তু) পরং (কেবলং মম কিঞ্চিৎ) জাতম্ (ইতি এব) অবুধ্যত, তল্লিঙ্গং (তস্য লিঙ্গং পুত্রঃ কন্যা বা ইতি তু) ন। (যতঃ সা তদা প্রসবপীড়য়া) পরিশ্রান্তা নিদ্রয়া (যোগমায়য়া) অপগতস্মৃতিঃ (চ বভূব)॥ ৫৪॥

নন্দপত্নী যশোদাও কেবল আমার সন্ততি জন্মিল, ইহাই বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সন্ততি পুত্র বা কন্যা তাহা বুঝিতে পারেন নাই; যেহেতু তৎকালে তিনি প্রসবপীড়ায় পরিশ্রান্তা ও যোগমায়ার প্রভাবে অপগতস্মৃতি হইয়াছিলেন॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণাবতার-
স্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

---

(১) মতান্তরে বসুদেবগৃহে আত্মব্যূহ বাসুদেব এবং নন্দগৃহে যোগমায়ার সহিত লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েন; বসুদেব কেবল কন্যাটিকেই দেখিতে পান এবং তাঁহাকে লইয়া মথুরায় আগমন করেন; এদিকে বাসুদেবও লীলাপুরুষোত্তমে প্রবেশ করেন।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

বহিরন্তঃপুরদ্বারঃ সর্ব্বাঃ পূর্ব্ববদাবৃতাঃ।
ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ১ ॥

শুকঃ উবাচ। বহিরন্তঃপুরদ্বারঃ (বহির্দ্বারঃ অন্তঃপুরদ্বারঃ পুরদ্বারঃ চ) সর্ব্বাঃ পূর্ব্ববৎ (এব) আবৃতাঃ (মায়াপ্রভাবেন স্বয়ম্ এব পিহিতাঃ জাতাঃ। তাবৎ সা কন্যা অপি ন রুরোদ)। ততঃ (তদনন্তরং) বালধ্বনিং (বালজাতেঃ ধ্বনিং) শ্রুত্বা গৃহপালাঃ (রক্ষিণঃ) সমুত্থিতাঃ ॥ ১ ॥

চতুর্থ অধ্যায়ে, চণ্ডিকার বাক্য শ্রবণে অতিভয়াকুল কংস দুর্ম্মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় বালকাদির হিংসাকে হিতজনক বিবেচনা করিল, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন;—বহির্দ্বার, অন্তঃপুরদ্বার ও পুরদ্বার সকল পূর্ব্ববৎ মায়াপ্রভাবে আবৃত হইল। কন্যকা এতাবৎকাল রোদন করেন নাই। এক্ষণে অবসর বুঝিয়া রোদন করিলে, প্রহরী সকল বালজাতির ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উত্থিত হইল ॥ ১ ॥

তে তু তূর্ণমুপব্রজ্য দেবক্যা গর্ব্ভজন্ম তৎ।
আচখ্যুর্ভোজরাজায় যদুদ্বিগ্নঃ প্রতীক্ষতে ॥ ২ ॥

তে (গৃহপালাঃ) তূর্ণং (শীঘ্রম্) উপব্রজ্য (কংসসমীপং গত্বা) যৎ গর্ব্ভজন্ম উদ্বিগ্নঃ (ভীতঃ সন্) প্রতীক্ষতে, তৎ দেবক্যাঃ (অষ্টমং গর্ব্ভজন্ম) ভোজরাজায় (কংসায়) আচখ্যুঃ ॥ ২ ॥

ঐ প্রহরী সকল সত্বর কংসসমীপে গমন পূর্ব্বক, যে গর্ব্ভজন্ম ভোজরাজ ভীত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, দেবকীর সেই অষ্টম গর্ব্ভের সন্তানের জন্ম তাহাকে নিবেদন করিল ॥ ২ ॥

স তল্পাৎ তূর্ণমুত্থায় কালোঽয়মিতি বিহ্বলঃ।
সূতীগৃহমগাচ্ছীঘ্রং প্রস্খলন্ মুক্তমূর্দ্ধজঃ ॥ ৩ ॥

সঃ (কংসঃ) তূর্ণম্ (এব) তল্পাৎ উত্থায় কালঃ অয়ং (তদ্বধসময়ঃ মৃত্যুঃ বা অয়ম্) ইতি বিহ্বলঃ (ব্যাকুলঃ) প্রস্খলন্ (বিক্ষিপ্তগতিঃ) মুক্তমূর্দ্ধজঃ (মুক্তাঃ বিক্ষিপ্তাঃ মূর্দ্ধজাঃ যস্য তথাভূতঃ চ সন্) শীঘ্রং সূতীগৃহম্ অগাৎ ॥ ৩ ॥

কংস শ্রবণমাত্র সত্বর শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া 'এই কাল' এইরূপ বিবেচনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িল, এবং স্খলিতপদে মুক্তকেশে শীঘ্র সূতিকাগৃহে গমন করিল ॥ ৩ ॥

তমাহ ভ্রাতরং দেবী কৃপণা করুণং সতী।
স্নুষেয়ং তব কল্যাণ স্ত্রিয়ং মা হন্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥

কৃপণা (শিশুপুত্রবধস্মরণেন দীনা) দেবী (স্বপুত্রস্য গোপিতত্বাৎ অন্তঃ দ্যোতমানা) সতী (ধর্ম্মবুদ্ধিঃ দেবকী) করুণং (যথা স্যাৎ তথা) তং ভ্রাতরম্ আহ, (হে) কল্যাণ, ইয়ং তব স্নুষা (ভবিষ্যতি), স্ত্রিয়ং হন্তুং মা অর্হসি ॥ ৪ ॥

তদ্দর্শনে দীনা দ্যোতমানা সতী দেবকী করুণভাবে সেই ভ্রাতা কংসকে বলিতে লাগিলেন, হে কল্যাণ, এই কন্যাটি তোমার পুত্রবধূ হইবে, ইহাকে মারিয়া স্ত্রীহত্যা করা উচিত হয় না ॥ ৪ ॥

বহবো হিংসিতা ভ্রাতঃ শিশবঃ পাবকোপমাঃ।
ত্বয়া দৈবনিসৃষ্টেন পুত্রিকৈকা প্রদীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

(হে) ভ্রাতঃ, দৈবনিসৃষ্টেন (অস্মৎপ্রারব্ধপ্রেরিতেন) ত্বয়া পাবকোপমাঃ বহবঃ শিশবঃ হিংসিতাঃ, (ইয়ম্) একা পুত্রিকা প্রদীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

হে ভ্রাতঃ, তুমি আমাদিগের প্রারব্ধ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নিতুল্য অনেক শিশুর প্রাণহিংসা করিয়াছ, এই একটি কন্যা প্রদান কর ॥ ৫ ॥

নন্বহং তে হ্যবরজা দীনা হতসুতা প্রভো।
দাতুমর্হসি মন্দায়া অঙ্গ মে চরমাং প্রজাম্ ॥ ৬ ॥

অঙ্গ (হে ভ্রাতঃ), ননু (নিশ্চয়ং) তে (তব) অবরজা অহং হি (যস্মাৎ) দীনা হতসুতা (চ, তস্মাৎ হে) প্রভো, মন্দায়ৈ (মন্দভাগ্যায়ৈ) মে (মহ্যম্) ইমাং চরমাং প্রজাং দাতুম্ অর্হসি ॥ ৬॥

হে ভ্রাতঃ, নিশ্চয়ই, তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী আমি দীনা ও হতসুতা বলিয়া, হে প্রভো, এই মন্দভাগিনীকে, এই শেষ কন্যাটি প্রদান করা উচিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদন্ত্যা দীনদীনবৎ।
যাচিতস্তাং বিনির্ভর্ৎস্য হস্তাদাচিচ্ছিদে খলঃ ॥ ৭ ॥

শুকঃ উবাচ। এবং (তয়া) যাচিতঃ (অপি) খলঃ (কংসঃ) তাং বিনির্ভর্ৎস্য (তিরস্কৃত্য) আত্মজাং (কন্যাম্) উপগুহ্য (উরসি বাহুভ্যাং সংবেষ্ট্য) দীনদীনবৎ (দীনাৎ অপি দীনবৎ) রুদন্ত্যাঃ (তস্যাঃ) হস্তাৎ (তাম্) আচিচ্ছিদে (আচ্ছিদ্য জগ্রাহ) ॥ ৭ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—এই প্রকারে দেবকী কর্ত্তৃক যাচিত হইয়াও, খল কংস তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার করিয়া, কন্যাকে বক্ষঃস্থলে গোপন পূর্ব্বক দীন হইতে দীনের ন্যায় রোদনপরায়ণা ভগিনীর হস্ত হইতে ঐ কন্যাটিকে কাড়িয়া লইল ॥ ৭ ॥

তাং গৃহীত্বা চরণয়োর্জাতমাত্রাং স্বসুঃ সুতাম্।
অপোথয়ৎ শিলাপৃষ্ঠে স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ ॥ ৮ ॥

স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ (স্বার্থং স্বপ্রয়োজনম্ উদ্দিশ্য উন্মূলিতং ত্যক্তং সৌহৃদং যেন সঃ কংসঃ) স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ) সুতাং জাতমাত্রাং তাং চরণয়োঃ গৃহীত্বা শিলাপৃষ্ঠে অপোথয়ৎ (বলেন চিক্ষেপ) ॥ ৮ ॥

নিজ প্রয়োজন ভাবিয়া সৌহৃদ্য বিনাশকারী কংস ভগিনীর সেই সদ্যোজাতা কন্যাটির চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক সবলে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল ॥ ৮ ॥

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥ ৯ ॥
দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণভূষিতা।
ধনুঃশূলেষুচর্ম্মাসিশঙ্খচক্রগদাধরা ॥ ১০ ॥

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য (ঊর্দ্ধং গত্বা) সদ্যঃ (এব) দেবী (দিব্যরূপা সতী) অম্বরম্ (আকাশং) গতা। (তত্র) বিষ্ণোঃ অনুজা (অনু পশ্চাৎ

জাতা সা) সায়ুধাষ্টমহাভুজা দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণভূষিতা ধনুঃশূলেষু-চর্ম্মাসিশঙ্খচক্রগদাধরা অদৃশ্যত ॥ ৯॥১০ ॥

কিন্তু সেই কন্যা তাহার হস্ত হইতে উৎপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশ আশ্রয় করিলেন। ঐ স্থানে সেই বিষ্ণুর অনুজা প্রকাণ্ড অষ্টভুজে ধনুঃ শূল বাণ চর্ম্ম খড়্গ শঙ্খ চক্র ও গদা এই অষ্ট আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক দিব্য মাল্য বস্ত্র চন্দন ও রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া লোক সকলকে দর্শন দিলেন ॥ ৯॥১০ ॥

সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈরপ্সরঃকিন্নরোরগৈঃ।
উপাহৃতোরুবলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

উপাহৃতোরুবলিভিঃ (উপাহৃতাঃ সমর্পিতাঃ উরবঃ বলয়ঃ পূজাসাধনানি যৈঃ তৈঃ) সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ অপ্সরঃকিন্নরোরগৈঃ স্তূয়মানা (সা) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

অনন্তর সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব সকল এবং অপ্সর কিন্নর ও উরগ সকল প্রভৃত উপহার অর্পণ পূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্বচিৎ পূর্ব্বশত্রু র্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা ॥ ১২ ॥

(হে) মন্দ (মন্দবুদ্ধে), হতয়া (অপি) ময়া তব কিং (প্রয়োজনং সিধ্যতি)। তব অন্তকৃৎ (নাশকর্ত্তা) পূর্ব্বশত্রুঃ যত্র ক্ব বা (প্রদেশে) জাতঃ খলু। কৃপণান্ বৃথা মাহিংসীঃ ॥ ১২ ॥

রে দুর্বুদ্ধে, আমাকে মারিতে পারিলেই বা তোর কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? তোর অন্তকারী পূর্ব্বশত্রু কোন না কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। তুই আর অন্য দীন শিশু সকলকে বৃথা হত্যা করিস্ না ॥ ১২ ॥

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূবহ হ ॥ ১৩ ॥

ইতি (এবং) তং (কংসং) প্রভাষ্য (সা) ভগবতী মায়া ভুবি বহুনাম-

নিকেতেষু (নানাসংজ্ঞকস্থানেষু) বহুনামা (বহূনি দুর্গাদীনি নামানি যস্যাঃ তথাভূতা) দেবী (পূজ্যা) বভূব হ॥ ১৩॥

কংসকে এইপ্রকার বলিয়া সেই ভগবতী মায়া এই পৃথিবীমধ্যে নানাস্থানে নানানামে পূজিতা হইলেন॥ ১৩॥

তয়াভিহিতমাকর্ণ্য কংসঃ পরমবিস্মিতঃ।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ বিমুচ্য প্রশ্রিতোঽব্রবীৎ॥ ১৪॥

তয়া (মায়য়া) অভিহিতং (কথিতম্) আকর্ণ্য পরমবিস্মিতঃ (কথং দৈবী বাক্ অনৃতা জাতা ইতি আশ্চর্য্যযুক্তঃ) কংসঃ দেবকীং বসুদেবং চ বিমুচ্য প্রশ্রিতঃ (বিনীতঃ সন্) অব্রবীৎ॥ ১৪॥

এদিকে কংস সেই মায়াকর্ত্তৃক উক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, আকাশ-বাণী কিরূপে অসত্য হইল ভাবিয়া, অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, দেবকী ও বসুদেবের বন্ধন মোচন করিয়া দিল এবং সবিনয়ে বলিতে লাগিল॥ ১৪॥

অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাপ্মনা।
পুরুষাদ ইবাপত্যং সুহৃদোর্হিংসিতাঃ সুতাঃ॥ ১৫॥

অহো ভগিনি, অহো ভাম (ভগিনীপতে), পাপ্মনা (পাপীয়সা) ময়া পুরুষাদঃ (রাক্ষসঃ) অপত্যং (স্বাপত্যম্) ইব সুহৃদোঃ বাং (যুবয়োঃ) সুতাঃ হিংসিতাঃ বত॥ ১৫॥

অহো ভগিনি! অহো ভগিনীপতে! হায়! আমি কি পাপিষ্ঠ! রাক্ষস যেমন নিজ সন্তানকে হিংসা করে, আমিও তদ্রূপ পরমাত্মীয় তোমাদিগের সন্তান সকল হিংসা করিয়াছি॥ ১৫॥

স ত্বহং ত্যক্তকারুণ্যস্ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ।
কান্ লোকান্ গমিষ্যামি ব্রহ্মহেব মৃতঃ শ্বসন্॥ ১৬॥

সঃ তু (যুষ্মৎপুত্রহন্তা) ব্রহ্মহা ইব ত্যক্তকারুণ্যঃ ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ শ্বসন্ (জীবন্ এব) মৃতঃ অহং কান্ নু লোকান্ গমিষ্যামি॥ ১৬॥

তোমাদিগের পুত্রঘাতক আমি ব্রহ্মহত্যাকারীর ন্যায় নির্দ্দয় জ্ঞাতি-বন্ধুত্যাগী খল ও জীবন্মৃত হইয়াছি। মৃত্যুর পর যে আমাকে কোন্ লোকে গমন করিতে হইবে জানি না॥ ১৬॥

দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্ত্যা এব কেবলম্।
যদ্বিশ্রম্ভাদহং পাপঃ স্বসুর্নিহতবান্ শিশূন্ ॥ ১৭ ॥

দৈবম্ অপি অনৃতং বক্তি, ন কেবলং মর্ত্ত্যাঃ এব, যদ্‌বিশ্রম্ভাৎ পাপঃ অহং স্বসুঃ শিশূন্ (সুতান্) নিহতবান্॥ ১৭ ॥

কি আশ্চর্য্য! কেবল মানুষেরাই মিথ্যা বলে না, দৈববাণীও মিথ্যা হয়! আমি কি পাপিষ্ঠ! ঐ অসত্য দৈববাণীর উপর বিশ্বাস করিয়াই কি না ভগিনীর শিশুসন্তানগুলি হত্যা করিয়া ফেলিলাম ॥ ১৭ ॥

মাশোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতম্ভুজঃ।
জন্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাঃ সহাসতে ॥ ১৮ ॥

(হে) মহাভাগৌ, (যুবাং) স্বকৃতম্ভুজঃ (স্বপ্রারব্ধফলভোক্তৄন্) আত্মজান্ (প্রতি) মাশোচতম্। দৈবাধীনাঃ (প্রারব্ধকর্ম্মাধীনাঃ) জন্তবঃ (জীবাঃ) সদা একত্র সহ ন আসতে ॥ ১৮ ॥

যাহা হউক, তোমরা মহাত্মা, নিজ নিজ প্রারব্ধ ভোগকারী সন্তানদিগের নিমিত্ত শোক করিও না; জীবমাত্রই নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্ম্মের অধীন বলিয়া তাহাদিগের সদা একত্র সহাবস্থান সম্ভব হয় না ॥ ১৮ ॥

ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্য্যেতি যথৈব ভূঃ ॥ ১৯ ॥

যথা ভুবি (আধারভূতায়াং) ভৌমানি (ঘটাদীনি তথা আত্মনি আধারভূতে) ভূতানি (দেহাঃ এব) আয়ান্তি (ভবন্তি) অপযান্তি (ন ভবন্তি) চ। যথা এব (চ) এতেষু (ভৌমেষু বিক্রিয়মাণেষু অপি) ভূঃ ন বিপর্য্যেতি (বিপর্য্যয়ং প্রাপ্নোতি), তথা অয়ম্ আত্মা (দেহেষু জন্মাদিভিঃ বিক্রিয়মাণেষু অপি জন্মাদিবিকারং ন প্রাপ্নোতি) ॥ ১৯ ॥

যেমন আধারভূতা পৃথিবীতে পার্থিব, ঘটাদি দ্রব্য, তদ্রূপ আধারভূত আত্মাতে ভৌতিক দেহ সকল উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। আবার যেমন এই পার্থিব পদার্থ সকল বিকার প্রাপ্ত হইলেও পৃথিবীর বিকার ঘটে না, তদ্রূপ জন্মাদি দ্বারা দেহের বিকারে এই আত্মা বিকৃত হয় না ॥ ১৯ ॥

যথানেবংবিদাং ভেদো যত আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতি র্ন নিবর্ত্ততে ॥ ২০ ॥

যথা (যথাবৎ) অনেবংবিদাম্ (এবম্ আত্মতত্ত্বম্ অজানতাম্) আত্মবিপর্য্যয়ঃ (দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিঃ ভবতি)। যতঃ (আত্মবিপর্য্যয়াৎ) ভেদঃ (ভেদবুদ্ধিঃ ভবতি। ততঃ) দেহযোগবিয়োগৌ (দেহেন যোগঃ বিয়োগঃ চ ভবতঃ। অতঃ যাবৎ অজ্ঞানং তাবৎ) সংসৃতিঃ ন নিবর্ত্ততে ॥ ২০ ॥

এইপ্রকার আত্মতত্ত্ব যাহারা যথার্থতঃ জ্ঞাত নহে, তাহাদিগেরই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ আত্মভ্রমই ভেদজ্ঞানের জনক। ভেদজ্ঞান হইতেই আবার জীবের দেহের সহিত সংযোগরূপ জন্ম এবং উহার সহিত বিচ্ছেদরূপ মৃত্যু ঘটে। অতএব যাবৎ অজ্ঞান থাকে, তাবৎ সংসারেরও নিবৃত্তি হয় না ॥ ২০ ॥

তস্মাদ্‌ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি।
মানুশোচ যতঃ সর্ব্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ ॥ ২১ ॥

যতঃ সর্ব্বঃ (অপি প্রাণী) অবশঃ (সন্) স্বকৃতং (স্বকৃতকর্ম্মফলং) বিন্দতে (লভতে), তস্মাৎ (হে) ভদ্রে, ময়া ব্যাপাদিতান্ (ঘাতিতান্) অপি স্বতনয়ান্ মানুশোচ ॥ ২১ ॥

যখন সকল প্রাণীই অবশভাবে নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে, তখন হে ভদ্রে, মৎকর্ত্তৃক নিহত হইলেও, ঐ মৃত পুত্র সকলের নিমিত্ত শোক করিও না ॥ ২১ ॥

যাবদ্ধতোঽস্মি হন্তাস্মীত্যাত্মানং মন্যতেঽস্বদৃক্।
তাবৎ তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ ॥ ২২ ॥

অস্বদৃক্ (ন স্বং স্বরূপভূতম্ আত্মানং পশ্যতি ইতি তথা সঃ) যাবৎ হতঃ অস্মি হন্তা অস্মি ইতি আত্মানং মন্যতে তাবৎ তদভিমানী (দেহাত্মাভিমানী, দেহস্য হননম্ আত্মনি অভিমন্যমানঃ) অজ্ঞঃ (তত্ত্বজ্ঞানহীনঃ) বাধ্যবাধকতাং (হননাদিজন্যং পাপং তৎফলং চ) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ২২ ॥

অনাত্মস্বরূপদর্শী ব্যক্তি যাবৎ 'আমি হন্তা বা আমি হত' এই প্রকার আপনাকে বিবেচনা করে, তাবৎ দেহাত্মাভিমানী সেই অজ্ঞ হননাদিজনিত পাপ ও উহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ক্ষমধ্বং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো বন্ধুবৎসলাঃ।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ ॥ ২৩ ॥

(যূয়ং) মম দৌরাত্ম্যং (পুত্রহননরূপং দুষ্টত্বং) ক্ষমধ্বং, (যতঃ ভবাদৃশাঃ) সাধবঃ বন্ধুবৎসলাঃ (ভবন্তি), ইতি উক্ত্বা অথ (অনন্তরম্ এবং বদন্ এব) অশ্রুমুখঃ (অশ্রূণি মুখে যস্য তথাভূতঃ) শ্যালঃ (কংসঃ) স্বস্রোঃ (স্বসৃতৎপত্যোঃ) পাদৌ অগ্রহীৎ ॥ ২৩ ॥

তোমরা বন্ধুবৎসল সাধু, অতএব আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর, কংস এইরূপ বলিল, এবং উহা বলিতে বলিতেই অশ্রুব্যাপ্তবদনে ভগিনীর ও ভগিনীপতির পাদদ্বয় গ্রহণ করিল ॥ ২৩ ॥

মোক্ষয়ামাস নিগড়াদ্বিশ্রব্ধঃ কন্যকাগিরা।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ দর্শয়ন্নাত্মসৌহৃদম্ ॥ ২৪ ॥

কন্যকাগিরা (দেবীবাক্যেন) বিশ্রব্ধঃ (বিশ্বস্তঃ কংসঃ এবম্) আত্মসৌহৃদং দর্শয়ন্ দেবকীং বসুদেবং চ নিগড়াৎ (পাদবন্ধনভূতাৎ লৌহশৃঙ্খলাৎ) মোক্ষয়ামাস ॥ ২৪ ॥

দেবীর বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া কংস এইরূপে নিজের সৌহার্দ্দ প্রদর্শন পূর্ব্বক দেবকীকে ও বসুদেবকে শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিল ॥ ২৪ ॥

ভ্রাতুঃ সমনুতপ্তস্য ক্ষান্ত্বা রোষঞ্চ দেবকী।
ব্যসৃজদ্বসুদেবশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ ॥ ২৫ ॥

দেবকী সমনুতপ্তস্য (সম্যক্ অনুতপ্তস্য) ভ্রাতুঃ (দৌরাত্ম্যং) ক্ষান্ত্বা (ক্ষমাং কৃত্বা) রোষং চ ব্যসৃজৎ। বসুদেবঃ চ (ক্ষমাং কৃত্বা ভগবন্মায়ামাহাত্ম্যানুসন্ধানেন) প্রহস্য তং (কংসম্) উবাচ হ ॥ ২৫ ॥

দেবকী সম্যক্ অনুতপ্ত ভ্রাতার দৌরাত্ম্য ক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি রোষও বিসর্জ্জন করিলেন। বসুদেবও তাহাকে ক্ষমা করিয়া হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

এবমেতন্মহারাজ যথা বদসি দেহিনাম্।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ ॥ ২৬ ॥

(হে) মহারাজ, যথা (ত্বং) বদসি (তৎ) এতৎ এবং (তথা এব) দেহিনাম্ অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ (আত্মবিষয়কাজ্ঞানপ্রভবা এব দেহাদৌ অহংবুদ্ধিঃ)। যতঃ (অহংবুদ্ধেঃ) স্বপরেতি ভিদা (ভেদদৃষ্টিঃ ভবতি) ॥ ২৬ ॥

হে মহারাজ, তুমি যেরূপ বলিলে, ঐ প্রকারই মনুষ্যের আত্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতে দেহাদিতে অহংবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। আবার ঐ অহংবুদ্ধি হইতেই আত্মপরভেদদৃষ্টি ঘটে ॥ ২৬ ॥

শোকহর্ষভয়দ্বেষলোভমোহমদান্বিতাঃ।
মিথোঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্ দৃশঃ ॥ ২৭ ॥

পৃথগ্দৃশঃ (ভেদদর্শিনঃ) শোকহর্ষভয়দ্বেষলোভমোহমদান্বিতাঃ (সন্তঃ) ভাবৈঃ (দেবাদিভিঃ নিমিত্তভূতৈঃ) ভাবং (দৈত্যাদিরূপং) মিথঃ (পরস্পরং) ঘ্নন্তম্ (অপি কালরূপিণম্ ঈশ্বরং) ন পশ্যন্তি ॥ ২৭ ॥

ভেদদর্শী পুরুষ সকল, শোক হর্ষ ভয় দ্বেষ লোভ মোহ ও গর্ব্ব সমন্বিত হইয়া, দেবাদি ভাব দ্বারা দৈত্যাদি ভাবকে পরস্পর সংহারকারী কালরূপী ঈশ্বরকে দর্শন করে না ॥ ২৭ ॥

কংস এবং প্রসন্নাভ্যাং বিস্রব্ধং প্রতিভাষিতঃ।
দেবকীবসুদেবাভ্যামনুজ্ঞাতোঽবিশদ্‌গৃহম্ ॥ ২৮ ॥

প্রসন্নাভ্যাং দেবকীবসুদেবাভ্যাম্ এবং বিস্রব্ধং (যথা স্যাৎ তথা) প্রতিভাষিতঃ অনুজ্ঞাতঃ (চ) কংসঃ গৃহম্ আবিশৎ ॥ ২৮ ॥

প্রসন্ন দেবকী ও বসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ বিশ্বস্তভাবে প্রদত্ত প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইয়া ও তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কংস নিজ গৃহে প্রবেশ করিল ॥ ২৮ ॥

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কংস আহূয় মন্ত্রিণঃ।
তেভ্য আচষ্ট তৎ সর্ব্বং যদুক্তং যোগনিদ্রয়া ॥ ২৯ ॥

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং (সত্যাং) কংসঃ মন্ত্রিণঃ আহূয় যোগনিদ্রয়া যৎ উক্তং তৎ সর্ব্বং তেভ্যঃ (মন্ত্রিভ্যঃ) আচষ্ট (উক্তবান্) ॥ ২৯ ॥

সেই রাত্রি অতীত হইলে, কংস মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া, যোগমায়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ঐ মন্ত্রিগণের নিকট বলিল ॥ ২৯ ॥

আকর্ণ্য ভর্ত্তুর্গদিতং তমূচুর্দেবশত্রবঃ।
দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষা দৈতেয়া নাতিকোবিদাঃ ॥ ৩০ ॥

দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষাঃ দেবশত্রবঃ নাতিকোবিদাঃ দৈতেয়াঃ ভর্ত্তুঃ (কংসস্য) গদিতম্ আকর্ণ্য তম্ ঊচুঃ ॥ ৩০ ॥

দেবতাদিগের প্রতি ক্রোধযুক্ত দেবশত্রু অনতিবিজ্ঞ দৈত্য সকল প্রভু কংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

এবঞ্চেৎ তর্হি রাজেন্দ্র পুরগ্রামব্রজাদিষু।
অনির্দ্দশান্ নির্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্ ॥ ৩১ ॥

(হে) রাজেন্দ্র, এবং (যোগনিদ্রয়া উক্তং) চেৎ তর্হি পুরগ্রামব্রজাদিষু (বর্ত্তমানান্) অনির্দ্দশান্ (অনির্গতদশদিনান্) নির্দ্দশান্ (নির্গতদশদিনান্) চ শিশূন্ অদ্য বৈ (অবিলম্বেন এব) হনিষ্যামঃ ॥ ৩১ ॥

হে রাজেন্দ্র, যোগনিদ্রা দেবী যদি এইরূপ বলিয়া থাকেন, তবে পুর গ্রাম ও ব্রজ প্রভৃতি স্থান সকলে বর্ত্তমান দশদিনের ন্যূনবয়স্ক ও দশদিনের অধিকবয়স্ক জাত শিশু সকলকে অবিলম্বেই হনন করিব ॥ ৩১ ॥

কিমুদ্যমৈঃ করিষ্যন্তি দেবাঃ সমরভীরবঃ।
নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো জ্যাঘোষৈর্ধনুষস্তব ॥ ৩২ ॥

তব ধনুষঃ জ্যাঘোষৈঃ নিত্যম্ উদ্বিগ্নমনসঃ সমরভীরবঃ দেবাঃ উদ্যমৈঃ কিং করিষ্যন্তি ॥ ৩২ ॥

আপনার শরাসনের জ্যাশব্দে নিত্য উদ্বিগ্নচিত্ত সমরভীরু দেবগণ উদ্যম করিয়া কি করিবে? ॥ ৩২ ॥

অস্যতস্তে শরব্রাতৈর্হন্যমানাঃ সমন্ততঃ।
জিজীবিষব উৎসৃজ্য পলায়নপরা যযুঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্যতঃ (বিধ্যতঃ) তে (তব) শরব্রাতৈঃ (শরসমূহৈঃ) সমন্ততঃ হন্যমানাঃ জিজীবিষবঃ (জীবিতুম্ ইচ্ছবঃ) পলায়নপরাঃ (সন্তঃ তে দেবাঃ রণভূমিং) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) যযুঃ ॥ ৩৩ ॥

আপনি যখন শরদ্বারা বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন আপনার

শরসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে হন্যমান জীবিতাভিলাষী পলায়নপরায়ণ দেবতা সকল রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছিল॥ ৩৩॥

কেচিৎ প্রাঞ্জলয়ো ভীতা ন্যস্তশস্ত্রা দিবৌকসঃ।
মুক্তকচ্ছশিখাঃ কেচিদ্ভীতাঃ স্ম ইতিবাদিনঃ॥ ৩৪॥

ভীতাঃ ন্যস্তশস্ত্রাঃ কেচিৎ দিবৌকসঃ প্রাঞ্জলয়ঃ (জাতাঃ) কেচিৎ চ মুক্তকচ্ছশিখাঃ (সন্তঃ) ভীতাঃ স্ম ইতিবাদিনঃ (জাতাঃ)॥ ৩৪॥

ভীত ও ত্যক্তশস্ত্র কতকগুলি দেবতা অঞ্জলিবন্ধন করিয়াছিল এবং কতকগুলি দেবতা মুক্তকচ্ছ ও মুক্তশিখ হইয়া আমরা ভীত হইয়াছি, এইরূপ বলিয়াছিল॥ ৩৪॥

ন ত্বং বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ বিরথান্ ভয়সংযুতান্।
হংস্যন্যাসক্তবিমুখান্ ভগ্নচাপানযুধ্যতঃ॥ ৩৫॥

ত্বং বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ (বিস্মৃতানি শস্ত্রানি খড়্গাদীনি অস্ত্রানি শরাদীনি যৈঃ তান্) বিরথান্ ভয়সংযুতান্ অন্যাসক্তবিমুখান্ (অন্যাসক্তান্ অন্যেন সহ যুদ্ধার্থম্ আগতান্ বিমুখান্ যুদ্ধাৎ পরাঙ্মুখান্ চ) ভগ্নচাপান্ অযুধ্যতঃ (যুদ্ধম্ অকুর্ব্বতঃ চ তান্) ন হংসি॥ ৩৫॥

যাহারা অস্ত্রশস্ত্র বিস্মৃত হইয়াছিল, যাহারা রথহীন হইয়াছিল, যাহারা ভীত হইয়াছিল, যাহারা অন্যের সহিত যুদ্ধার্থ আগত বা যুদ্ধে বিমুখ হইয়াছিল, অথবা যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, আপনি সেই সকল দেবতার কাহাকেও সংহার করেন নাই॥ ৩৫॥

কিং ক্ষেমশূরৈর্বিবুধৈরসংযুগবিকত্থনৈঃ।
রহোজুষা বা হরিণা শম্ভুনা বা বনৌকসা।
কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্য্যেণ ব্রহ্মণা বা তপস্যতা॥ ৩৬॥

ক্ষেমশূরৈঃ (ক্ষেমে নির্ভয়প্রদেশে শূরৈঃ) অসংযুগবিকত্থনৈঃ (অসংযুগে সংযুগাৎ অন্যত্র বিকত্থনং প্রৌঢ়িবাদঃ যেষাং তৈঃ) বিবুধৈঃ কিং কর্ত্তুং শক্যম্)। রহোজুষা (নিলীয় স্থিতেন) হরিণা বনৌকসা শম্ভুনা বা তপস্যতা ব্রহ্মণা বা অল্পবীর্য্যেণ ইন্দ্রেণ বা কিং (কর্ত্তুং শক্যম্)॥ ৩৬॥

নির্ভয় প্রদেশে শূর ও যুদ্ধ ভিন্ন স্থলে প্রৌঢ়িবাদপরায়ণ দেবতারা

কি করিবে ? গুপ্তভাবে অবস্থানকারী হরি বনবাসী শিব এবং তপঃ-পরায়ণ ব্রহ্মা ও অল্পবীর্য্য ইন্দ্রই বা কি করিতে পারিবে ? ॥ ৩৬ ॥

তথাপি দেবাঃ সাপত্ন্যান্নোপেক্ষ্যা ইতি মন্মহে।
ততস্তন্মূলখননে নিযুঙ্‌ক্ষ্বাস্মাননুব্রতান্ ॥ ৩৭ ॥

তথাপি দেবাঃ সাপত্ন্যাৎ (শত্রুত্বাৎ) ন উপেক্ষ্যাঃ ইতি মন্মহে (মন্যামহে)। ততঃ অনুব্রতান্ (স্বসেবকান্) অস্মান্ তন্মূলখননে (তেষাং দেবানাং মূলস্য খননে) নিযুঙ্‌ক্ষ্ব ॥ ৩৭ ॥

তথাপি শত্রুত্ব বশতঃ দেবগণ উপেক্ষণীয় নহে, ইহাই মনে করি। অতএব নিজ সেবক আমাদিগকে ঐ দেবতাদিগের মূলোৎপাটনে নিয়োগ করুন ॥ ৩৭ ॥

যথাময়োঽঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভি-
র্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুম্।
যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা
রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে ॥ ৩৮ ॥

যথা অঙ্গে (শরীরে উৎপন্নঃ) আময়ঃ (রোগঃ) নৃভিঃ (যথেষ্টস্নানভোজনাদিকং কুর্ব্বদ্ভিঃ প্রথমং) সমুপেক্ষিতঃ (অচিকিৎসিতঃ পশ্চাৎ) রূঢ়পদঃ (বদ্ধমূলঃ) চিকিৎসিতুম্ (ঔষধাদিপ্রয়োগেন নিবর্ত্তয়িতুং) ন শক্যতে, যথা (চ) ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (ইন্দ্রিয়সমূহঃ) উপেক্ষিতঃ (অসংনিয়মিতঃ), তথা মহান্ বদ্ধবলঃ (রিপুঃ অপি) ন চাল্যতে (চালয়িতুং শক্যতে) ॥ ৩৮ ॥

যেমন শরীরে উৎপন্ন রোগ, যথেষ্ট স্নানভোজনকারী মনুষ্যগণ কর্তৃক প্রথমে সমুপেক্ষিত ও পশ্চাৎ বদ্ধমূল হইলে, উহার আর ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারাও প্রতীকার করা যায় না, এবং যেমন ইন্দ্রিয়-সমূহ প্রথমে সম্যক্ বশীকৃত না হইলে, পরে আর নিয়মিত করা যায় না, তদ্রূপ বদ্ধবল প্রবল শত্রুকেও শেষে আর পরাজয় করিতে পারা যায় না ॥ ৩৮ ॥

মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
তস্য চ ব্রহ্মগোবিপ্রাস্তপো যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুঃ হি দেবানাং মূলম্। যত্র সনাতনঃ (বেদপ্রতিপাদিতঃ) ধর্ম্মঃ (তত্র এব সঃ আবির্ভবতি)। তস্য (ধর্ম্মস্য) চ ব্রহ্মগোবিপ্রাঃ (ব্রহ্ম বেদঃ উপায়জ্ঞাপকঃ গাবঃ হবির্হেতুভূতাঃ বিপ্রাঃ উপদেষ্টারঃ) তপঃ (কৃচ্ছ্রাদি) সদক্ষিণাঃ যজ্ঞাঃ (উপায়ভূতাঃ মূলং ভবতি) ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুই দেবতাদিগের মূল। যেখানে বেদপ্রতিপাদিত সনাতন ধর্ম্ম, সেইখানেই তিনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ঐ ধর্ম্মেরও উপায়জ্ঞাপক বেদ হবির্হেতুভূত গো ও উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণ এবং কৃচ্ছ্রাদি তপস্যা ও সদক্ষিণ যজ্ঞ সকলই মূল ॥ ৩৯ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ (হে) রাজন্, ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদোপদেষ্টৄন্) ব্রাহ্মণান্ তপস্বিনঃ যজ্ঞশীলান্ হবির্দুঘাঃ গাঃ চ সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বপ্রযত্নেন বয়ং) হন্মঃ ॥ ৪০ ॥

অতএব হে রাজন্, আমরা বেদোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ সকলকে, তপস্বী যাজ্ঞিকগণকে ও হবির্দুঘা গাভি সকলকে সর্ব্বপ্রযত্নে হনন করিব ॥৪০॥

বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূঃ ॥ ৪১ ॥

বিপ্রাঃ গাবঃ চ বেদাঃ চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবঃ চ হরেঃ তনূঃ (তনবঃ) ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণ গো এবং বেদ, তপঃ ও সত্য, দম ও শম, শ্রদ্ধা দয়া ও তিতিক্ষা এবং যজ্ঞ সকলই হরির শরীর ॥ ৪১ ॥

স হি সর্ব্বসুরাধ্যক্ষো হ্যসুরদ্বিড়্ গুহাশয়ঃ।
তন্মূলা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্ম্মুখাঃ ॥ ৪২ ॥

গুহাশয়ঃ অসুরদ্বিট্ সঃ (বিষ্ণুঃ) হি (এব) সর্ব্বসুরাধ্যক্ষঃ। সেশ্বরাঃ সচতুর্ম্মুখাঃ সর্ব্বাঃ দেবতাঃ তন্মূলাঃ ॥ ৪২ ॥

গুহাশায়ী অসুরদ্বেষ্টা সেই বিষ্ণুই সকল দেবতার প্রভু। শিব ও ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবতাদিগের তিনিই মূল ॥ ৪২ ॥

অয়ং হি তদ্বধোপায়ো যদৃষীণাং বিহিংসনম্।
এবং দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ কংসঃ সহ সম্মন্ত্র্য দুর্ম্মতিঃ।
ব্রহ্মহিংসাং হিতাং মেনে কালপাশাবৃতোঽসুরঃ।
সন্দিশ্য সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্।
কামরূপধরান্ দিক্ষু দানবান্ গৃহমাবিশৎ ॥ ৪৩ ॥

যৎ ঋষীণাং বিহিংসনম্ অয়ং হি (এব) তদ্বধোপায়ঃ। দুর্ম্মতিঃ কংসঃ দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ সহ এবং সম্মন্ত্র্য ব্রহ্মহিংসাং হিতাং মেনে। কালপাশাবৃতঃ (সঃ) অসুরঃ দিক্ষু সাধুলোকস্য কদনে (নিমিত্তে) কদনপ্রিয়ান্ কাম-রূপধরান্ দানবান্ সন্দিশ্য গৃহম্ আবিশৎ ॥ ৪৩ ॥

ঋষিদিগের যে হিংসা, ইহাই ঐ বিষ্ণুর বধোপায়। দুর্ম্মতি কংস দুষ্ট মন্ত্রীদিগের সহিত এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মহিংসাকেই হিতজনক মনে করিল। কালপাশাবৃত ঐ অসুর চতুর্দ্দিকে সাধুগণের পীড়নার্থ পরপীড়নপ্রিয় কামরূপধারী দানব সকলকে আদেশ করিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিল ॥ ৪৩ ॥

তে বৈ রজঃপ্রকৃতয়স্তমসা মূঢ়চেতসঃ।
সতাং বিদ্বেষমাচেরুরারাদাগতমৃত্যবঃ ॥ ৪৪ ॥

রজঃপ্রকৃতয়ঃ (রজোগুণেন বিক্ষিপ্তস্বভাবাঃ) তমসা মূঢ়চেতসঃ (মূঢ়ম্ অর্থানর্থবিবেকাসমর্থং চেতঃ যেষাং তে) তে (কংসাজ্ঞপ্তাঃ) আরাৎ (সমীপে) আগতমৃত্যবঃ (আগতঃ মৃত্যুঃ যেষাং তে) বৈ (দৈত্যাঃ) সতাং বিদ্বেষম্ (উপদ্রবম্) আচেরুঃ (কৃতবন্তঃ) ॥ ৪৪ ॥

রজোগুণ দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত ও তমোগুণ দ্বারা মূঢ়বুদ্ধি সেই কংসাদিষ্ট নিকটাগতমৃত্যু দৈত্য সকল সাধুজনের প্রতি উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৪ ॥

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৪৫ ॥

মহদতিক্রমঃ (মহতাম্ অতিক্রমঃ তিরস্কারঃ) পুংসঃ আয়ুঃ শ্রিয়ং যশঃ ধর্ম্মং লোকান্ আশিষঃ এব চ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি হন্তি ॥ ৪৫ ॥

মহাত্মাদিগের প্রতি অত্যাচার পুরুষের আয়ু শ্রী যশ ধর্ম্ম স্বর্গাদি-লোক ও উন্নতি প্রভৃতি সকল কল্যাণই নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধেঽসুরমন্ত্রণং
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

হরিবংশমতে ;—যশোদাগর্ব্ভসমুৎপন্না যোগমায়া যোগনিদ্রানাম্নী বিষ্ণুশক্তি এবং কংসকর্ত্তৃক নিহত দেবকীর ছয়টি বালক কংসেরই পূর্ব্বজন্মের পুত্র ; কংস পূর্ব্বজন্মে কালনেমি নামে হিরণ্যকশিপুর তনয় ছিল ; তদনুসারে ঐ ছয়টি পুত্র হিরণ্যকশিপুর পৌত্র হয় ; উহারা ঘোরতর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা করাতে মূর্ত্তিমান্ দম্ভস্বরূপ হিরণ্যকশিপু ঐ ছয় পৌত্রকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে, "যখন তোরা আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর গ্রহণ করিলি, তখন তোদের পিতাই তোদের বধসাধন করিবে" ইত্যাদি ; তদনন্তর উহারা রসাতলে জলময় গর্ব্ভশয্যায় শয়ান ছিল ; পরে দ্বাপরের শেষে শ্রীভগবানের আদেশানুসারে যোগনিদ্রা দেবী কর্ত্তৃক দেবকীগর্ব্ভে সন্নিবেশিত ও জন্মান্তরীয় পিতা কংস কর্ত্তৃক নিহত হয়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতান্।
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্ম্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিনা পিতৃদেবার্চ্চনং তথা ॥ ১ ॥

শুকঃ উবাচ ;—আত্মজে উৎপন্নে (শ্রীকৃষ্ণে পুত্ররূপেণ প্রাদুর্ভূতে সতি) জাতাহ্লাদঃ মহামনাঃ (অতিবিস্তৃতমনাঃ) নন্দঃ তু বেদজ্ঞান্ বিপ্রান্ আহূয় স্নাতঃ শুচিঃ চ (সন্) অলঙ্কৃতান্ (তান্) স্বস্ত্যয়নং (মাঙ্গলিকং সূক্তং) বাচয়িত্বা আত্মজস্য (পুত্রস্য) জাতকর্ম্ম তথা পিতৃদেবার্চ্চনং কারয়ামাস বৈ ॥ ১ ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে, পুত্রের জাতোৎসব করিয়া গোপরাজ নন্দের মথুরায় গমন এবং ঐ স্থানে বসুদেবের সহিত সমাগম বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব বলিলেন ;—শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইলে, উদারচিত্ত নন্দ আনন্দিত হইলেন, এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করিলেন। পরে স্বয়ং স্নানানন্তর পবিত্র হইয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া পুত্রের জাতকর্ম্ম এবং পিতৃলোকের ও দেবলোকের অর্চ্চনা করাইলেন ॥ ১ ॥

ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্ বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে।
তিলাদ্রীন্ সপ্ত রত্নৌঘশাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্ ॥ ২ ॥

সমলঙ্কৃতে (সম্যক্ অলঙ্কৃতে) ধেনূনাং নিযুতে (দ্বে দশলক্ষে তথা) রত্নৌঘশাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্ (রত্নৌঘৈঃ রত্নসমূহৈঃ শাতকৌম্ভেন সুবর্ণেন অম্বরৈঃ বস্ত্রৈঃ চ আবৃতান্ সপ্ত (সপ্তসংখ্যকান্) তিলাদ্রীন্ বিপ্রেভ্যঃ প্রাদাৎ ॥ ২ ॥

তদনন্তর বিংশতিলক্ষ সমলঙ্কৃত ধেনু এবং রত্নরাজি সুবর্ণ ও বস্ত্র দ্বারা আবৃত সপ্ত তিলাদ্রি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন ॥ ২ ॥

কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া।
শুধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মাত্মবিদ্যয়া॥ ৩॥

কালেন (ভূম্যাদীনি) স্নানশৌচাভ্যাং (দেহাদীনি) সংস্কারৈঃ (গর্ব্বাদীনি) তপসা (ইন্দ্রিয়াদীনি) ইজ্যয়া (ব্রাহ্মণাদীনি) দানৈঃ দ্রব্যাণি সন্তুষ্ট্যা (মনঃ) আত্মবিদ্যয়া আত্মা চ শুধ্যন্তি॥ ৩॥

ভূমি প্রভৃতি কালে, দেহাদি স্নান ও শৌচ দ্বারা, গর্ব্বাদি সংস্কার দ্বারা, ইন্দ্রিয়াদি তপস্যা দ্বারা, ব্রাহ্মণাদি যাগ দ্বারা, দ্রব্য সকল দান দ্বারা, মন সন্তোষ দ্বারা এবং আত্মা আত্মবিদ্যা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত নন্দ মহারাজ বালকের জাতকর্ম্ম সংস্কার করাইলেন॥ ৩॥

সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।
গায়কাশ্চ জগুর্নেদুর্ভের্য্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ॥ ৪॥

বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ (চ) মুহুঃ সৌমঙ্গল্যগিরঃ (স্বস্তিবাচকাঃ বভূবুঃ) গায়কাঃ জগুঃ ভের্য্যঃ দুন্দুভয়ঃ চ নেদুঃ॥ ৪॥

ব্রাহ্মণ এবং সূত মাগধ ও বন্দী সকল (১) স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন। গায়ক সকল গান করিতে লাগিল। ভেরী ও দুন্দুভি সকল (২) ধ্বনিত হইতে লাগিল॥ ৪॥

ব্রজঃ সংমৃষ্টসংসিক্তদ্বারাজিরগৃহান্তরঃ।
চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্‌চৈলপল্লবতোরণৈঃ॥ ৫॥

সংমৃষ্টসংসিক্তদ্বারাজিরগৃহান্তরঃ (সম্যক্ মৃষ্টানি নিঃসারিতরজস্কানি ততঃ চ চন্দনাদিজলৈঃ সংসিক্তানি চ দ্বারাণি অজিরাণি অঙ্গনানি গৃহান্তরাণি চ যস্মিন্ তথাভূতঃ) ব্রজঃ চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্‌চৈলপল্লবতোরণৈঃ (ধ্বজাঃ গরুড়াদিচিহ্নিতাঃ পতাকাঃ জয়যন্ত্রাঙ্কিতাঃ স্রজাং পুষ্পমালানাং চৈলানাং বস্ত্রখণ্ডানাং পল্লবানাং চ ত্রিবিধানি তোরণানি ধ্বজপতাকাস্রক্‌চৈলপল্লবতোরণানি চিত্রানি ধ্বজাদীনি তৈঃ ভূষিতঃ জাতঃ)॥ ৫॥

---

(১) সূত—পৌরাণিক। মাগধ—বংশকীর্ত্তক। বন্দী—প্রস্তাবানুরূপ কথনশীল। (২) ভেরী—ঢাক। দুন্দুভি—নাগরা।

ব্রজের দ্বার অঙ্গন ও গৃহান্তর সকল সম্মার্জ্জিত ও চন্দনাদি জল দ্বারা সংসিক্ত হইল। ইতস্ততঃ বিচিত্র ধ্বজ পতাকা এবং পুষ্পমালা বস্ত্রখণ্ড ও পল্লব দ্বারা বিনির্ম্মিত তোরণ সকল দ্বারা ঐ ব্রজপুরীকে সুসজ্জিত করা হইল ॥ ৫ ॥

গাবো বৃষাশ্চ বৎসাশ্চ হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ।
বিচিত্রধাতুবর্হস্রগ্‌বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ ॥ ৬ ॥

গাবঃ বৃষাঃ চ বৎসাঃ চ হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ (হরিদ্রাযুক্তৈতেলেন রূষিতাঃ লিপ্তাঃ) বিচিত্রধাতুবর্হস্রগ্‌বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ (বিচিত্রাঃ ধাতবঃ গৈরিকাদয়ঃ চ বর্হাণি ময়ূরপিচ্ছানি চ স্রজঃ পুষ্পমালাঃ চ বস্ত্রাণি চ কাঞ্চনমালাঃ চ অলঙ্কারতয়া বিদ্যন্তে যেষাং তে তথাভূতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৬ ॥

গাভি সকল, বৃষ সকল ও বৎস সকল হরিদ্রাযুক্ত তৈল দ্বারা লিপ্ত এবং বিচিত্র ধাতু ময়ূরপুচ্ছ পুষ্পমালা বস্ত্র ও কাঞ্চনমালা দ্বারা বিভূষিত করা হইল ॥ ৬ ॥

মহার্হবস্ত্রাভরণকঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ।
গোপাঃ সমাযযু রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ ॥ ৭ ॥

(হে) রাজন্, মহার্হবস্ত্রাভরণকঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ (মহার্হাণি অমূল্যানি যানি বস্ত্রাদীনি তৈঃ ভূষিতাঃ) নানোপায়নপাণয়ঃ (নানাবিধানি উপায়নানি প্রদেয়ানি বস্ত্রাভরণাদীনি পাণৌ যেষাং তে) গোপাঃ সমাযযুঃ (সম্যক্ সাদরাঃ হৃষ্টাঃ আযযুঃ) ॥ ৭ ॥

হে রাজন্, মহামূল্য বসন ভূষণ কঞ্চুক ও উষ্ণীষ দ্বারা ভূষিত গোপ সকল বিবিধ উপায়ন হস্তে লইয়া আগমন করিতে লাগিলেন ॥৭॥

গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবম্।
আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুর্বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ ॥ ৮ ॥

যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবম্ আকর্ণ্য মুদিতাঃ (প্রহৃষ্টাঃ) গোপ্যঃ (চ) আত্মানং বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ (বস্ত্রাণি আকল্পাঃ অলঙ্কারাঃ অঞ্জনাদীনি চ তৈঃ) ভূষয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ৮ ॥

গোপী সকলও যশোদার পুত্রোৎপত্তি শ্রবণে আনন্দিত হইয়া

বস্ত্র অলঙ্কার ও অঞ্জনাদি দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কমুখপঙ্কজভূতয়ঃ।
বলিভি স্তরিতং জগ্মুঃ পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ॥ ৯ ॥

নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কমুখপঙ্কজভূতয়ঃ (নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কৈঃ মুখপঙ্কজেযু ভূতিঃ শ্রীঃ যাসাং তাঃ) পৃথুশ্রোণ্যঃ চলৎকুচাঃ (তাঃ গোপ্যঃ) বলিভিঃ (সহিতাঃ) ত্বরিতং জগ্মুঃ ॥ ৯ ॥

নবকুঙ্কুমরূপ কিঞ্জল্কবিশিষ্ট মুখপঙ্কজ দ্বারা শোভাশালিনী পৃথুনিতম্বা চঞ্চলকুচা ঐ গোপী সকল উপায়ন লইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

গোপ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্য-
শ্চিত্রাম্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ।
নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতী র্বিরেজু-
র্ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ ॥ ১০ ॥

সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্যঃ (সুমৃষ্টানি নির্ম্মলীকৃতানি মণিময়ানি কুণ্ডলানি যাসাং তাঃ চ নিষ্কাঃ পদকাখ্যভূষণানি কণ্ঠে যাসাং তাঃ চ) চিত্রাম্বরাঃ (চিত্রাণি অম্বরাণি বস্ত্রাণি যাসাং তাঃ) শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ (শিখাভ্যঃ চ্যুতানি গলিতানি মাল্যানি তেষাং বর্ষাণি বৃষ্টয়ঃ যাসু তাঃ) সবলয়াঃ (বলয়ৈঃ কঙ্কণৈঃ সহিতাঃ ভূষিতাঃ) ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ (ব্যালোলৈঃ গতিবিশেষেণ প্রচলদ্ভিঃ কুণ্ডলপয়োধরহারৈঃ শোভা যাসাং তাঃ) নন্দালয়ং (নন্দভবনং প্রতি) ব্রজতীঃ (ব্রজন্ত্যঃ) গোপ্যঃ পথি (মার্গে) বিরেজুঃ ॥ ১০ ॥

উজ্জ্বল-মণিময়-কুণ্ডল-ধারিণী পদককণ্ঠী চিত্রবসনা গোপী সকল যখন নন্দালয়ে গমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগের শিখা হইতে স্খলিত মাল্যের বর্ষণে এবং চঞ্চল কুণ্ডল পয়োধর ও হারের শোভায় সুশোভিত হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং জীবেতি বালকে।
হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যোঽজনমুজ্জগুঃ ॥ ১১ ॥

তাঃ (গোপাঃ) বালকে (শ্রীকৃষ্ণে) চিরং জীব ইতি আশিষঃ প্রযুঞ্জানাঃ (সত্যঃ) হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ (জলং) সিঞ্চন্ত্যঃ (চ) অজনম্ উজ্জগুঃ (উচ্চৈঃ জগুঃ) ॥ ১১ ॥

ঐ গোপী সকল বালক শ্রীকৃষ্ণে 'চিরজীবী হও' এই আশীর্ব্বাদ প্রয়োগানন্তর হরিদ্রাচূর্ণ ও তৈল মিশ্রিত জল দ্বারা লোক সকলকে সেচন করিতে করিতে উচ্চস্বরে শ্রীভগবানের গুণগান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে।
কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেঽনন্তে নন্দস্য ব্রজমীয়ুষি ॥ ১২ ॥

বিশ্বেশ্বরে অনন্তে কৃষ্ণে নন্দস্য ব্রজম্ ঈয়ুষি (অবতীর্ণে সতি) মহোৎসবে বিচিত্রাণি (নানাবিধানি) বাদিত্রাণি অবাদ্যন্ত ॥ ১২ ॥

বিশ্বেশ্বর অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ নন্দব্রজে অবতীর্ণ হইলে, তজ্জনিত-মহোৎসবে বিচিত্র বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥

গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥ ১৩ ॥

হৃষ্টাঃ গোপাঃ দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ পরস্পরম্ আসিঞ্চন্তঃ নবনীতৈঃ বিলিম্পন্তঃ চ চিক্ষিপুঃ (পরিহাসার্থং দধ্যাদিপঙ্কে পাতয়ামাসুঃ) ॥ ১৩ ॥

আনন্দিত গোপ সকল দধি দুগ্ধ ও ঘৃত মিশ্রিত জল দ্বারা পরস্পর আসেচন ও নবনীত দ্বারা বিলেপন করিতে করিতে পরস্পরকে পরিহাসার্থ দধ্যাদিপঙ্কে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোঽলঙ্কারগোধনম্।
সূতমাগধবন্দিভ্যো যেঽন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ ॥ ১৪ ॥

মহামনাঃ নন্দঃ তেভ্যঃ (পূর্ব্বোক্তেভ্যঃ গোপেভ্যঃ গোপীভ্যঃ চ) সূতমাগধবন্দিভ্যঃ (তথা) যে অন্যে (চ) বিদ্যোপজীবিনঃ (গায়কাদয়ঃ তেভ্যঃ চ) বাসোঽলঙ্কারগোধনং (দত্তবান্) ॥ ১৪ ॥

প্রশস্তহৃদয় নন্দ ঐ গোপ ও গোপী সকলকে এবং সূত মাগধ বন্দী ও অপরাপর সঙ্গীতাদিবিদ্যোপজীবী সকলকে বস্ত্র অলঙ্কার ও গোধন প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ ॥ ১৫ ॥

অদীনাত্মা (উদারচিত্তঃ নন্দঃ) বিষ্ণোঃ আরাধনার্থায় (সন্তোষায়) স্বপুত্রস্য উদয়ায় (সমৃদ্ধয়ে) চ (তান্) তৈঃ তৈঃ কামৈঃ যথোচিতং (জাতিবিদ্যাদ্যনুরূপং যথা স্যাৎ তথা) অপূজয়ৎ ॥ ১৫ ॥

উদারচরিত নন্দ বিষ্ণুর আরাধনার্থ ও নিজ তনয়ের মঙ্গলার্থ সমাগত লোক সকলকে অভিলষিত বস্তু সকল দ্বারা যথোচিত পূজা করিলেন ॥ ১৫ ॥

রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা।
ব্যচরদ্দিব্যবাসঃস্রক্‌কণ্ঠাভরণভূষিতা ॥ ১৬ ॥

নন্দগোপাভিনন্দিতা মহাভাগা রোহিণী চ দিব্যবাসঃস্রক্‌কণ্ঠাভরণভূষিতা (সতী) ব্যচরৎ (সমাগতস্ত্রীজনসম্মাননাদ্যর্থম্ ইতস্ততঃ বভ্রাম) ॥ ১৬ ॥

রোহিণী দেবীও গোপরাজ নন্দ কর্ত্তৃক অভিনন্দিতা এবং দিব্য বসন মাল্য ও কণ্ঠাভরণে ভূষিতা হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ ১৭ ॥

(হে) নৃপ, ততঃ (ভগবৎপ্রাদুর্ভাবাৎ) আরভ্য সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ নন্দস্য ব্রজঃ হরেঃ নিবাসাত্মগুণৈঃ (নিবাসেন হেতুনা যে আত্মনঃ ব্রজস্য গুণাঃ সর্ব্বপ্রিয়ত্বাদয়ঃ তৈঃ) রমাক্রীড়ং (রমায়াঃ আক্রীড়ং বিহারস্থানম্) অভূৎ ॥ ১৭ ॥

হে রাজন্, শ্রীভগবানের প্রাদুর্ভাবকাল হইতে সর্ব্বসমৃদ্ধিশালী নন্দব্রজ শ্রীহরির নিবাস হেতু সর্ব্বপ্রিয়ত্ব প্রভৃতি ব্রজের স্বাভাবিক গুণে লক্ষ্মীর বিহারস্থান হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

গোপান্ গোকুলরক্ষায়ৈ নিরূপ্য মথুরাং গতঃ।
নন্দঃ কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরূদ্বহ ॥ ১৮ ॥

(হে) কুরূদ্বহ, (ততঃ) নন্দঃ গোপান্ গোকুলরক্ষায়ৈ নিরূপ্য (আদিশ্য) কংসস্য বার্ষিক্যং (প্রতিবর্ষদেয়ং) করং দাতুং মথুরাং গতঃ ॥ ১৮ ॥

হে কুরুনন্দন, অনন্তর নন্দ গোপদিগকে গোকুলরক্ষণে আদেশ করিয়া কংসের বার্ষিক কর প্রদানের নিমিত্ত মথুরাতে গমন করিলেন ॥১৮

বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্।
জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনম্ ॥ ১৯ ॥

বসুদেবঃ ভ্রাতরং (সন্মিত্রং) নন্দম্ আগতম্ উপশ্রুত্য রাজ্ঞে (কংসায়) দত্তকরং (দত্তঃ করঃ যেন তথাভূতং) জ্ঞাত্বা (তু) তদবমোচনং (তস্য নন্দস্য অবমোচনম্ অবমুচ্যতে শকটাদীনি যত্র তৎ, বসতিস্থানং) যযৌ ॥ ১৯ ॥

বসুদেব ভ্রাতা নন্দকে মথুরাতে আগত শ্রবণ করিয়া ও কংস রাজাকে কর দেওয়ার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া তাঁহার বসতি-স্থলে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দেহঃ প্রাণমিবাগতম্।
প্রীতঃ প্রিয়তমং দোর্ভ্যাং সস্বজে প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ২০ ॥

তং প্রিয়তমং (বসুদেবম্) আগতং দৃষ্ট্বা প্রীতঃ (প্রসন্নচিত্তঃ) প্রেম-বিহ্বলঃ (প্রেম্ণা ব্যাকুলঃ চ নন্দঃ) আগতং প্রাণং (প্রাণে সমাগতে) দেহঃ (মূর্চ্ছিতঃ দেহঃ) ইব সহসা (ঝটিতি) উত্থায় দোর্ভ্যাং (ভুজাভ্যাং) সস্বজে (আলিঙ্গিতবান্) ॥ ২০ ॥

প্রিয়তম সেই বসুদেবকে আগত দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্ত প্রেম-বিহ্বল নন্দ প্রাণাগমে মূর্চ্ছিত দেহের ন্যায় সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২০ ॥

পূজিতঃ সুখমাসীনঃ স্পৃষ্ট্বানাময়মাদৃতঃ।
প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিদমাহ বিশাম্পতে ॥ ২১ ॥

(হে) বিশাম্পতে, (ততঃ চ নন্দেন) পূজিতঃ (পাদ্যাসনাদিনা সংকৃতঃ) অনাময়ং (কুশলং) পৃষ্ট্বা আদৃতঃ (চ অতঃ) সুখং (যথা স্যাৎ তথা) আসীনঃ (আসনে উপবিষ্টঃ বসুদেবঃ) স্বাত্মজয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) প্রসক্তধীঃ (প্রসক্তা ধীঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) আহ ॥ ২১ ॥

হে রাজন্, তদনন্তর বসুদেব নন্দ কর্ত্তৃক পূজিত ও কুশল প্রশ্ন সহকারে সমাদৃত হইয়া সুখে আসনে উপবেশন করিলেন এবং আত্মজ-দ্বয় রাম ও কৃষ্ণে আসক্তচিত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে।
প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত ॥ ২২ ॥

(হে) ভ্রাতঃ, অপ্রজস্য (অপত্যরহিতস্য) প্রবয়সঃ (বৃদ্ধস্য) প্রজা-শায়াঃ নিবৃত্তস্য তে (তব) ইদানীং যৎ প্রজা সমপদ্যত (প্রাপ্তা, জাতা তৎ) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) ॥ ২২ ॥

হে ভ্রাতঃ, তুমি অধিক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান না হওয়ায় সন্তানের আশা একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছিলে; কিন্তু সম্প্রতি সৌভাগ্যক্রমে সেই সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২২ ॥

দিষ্ট্যা সংসারচক্রেঽস্মিন্ বর্ত্তমানঃ পুনর্ভবঃ।
উপলব্ধো ভবানদ্য দুর্লভং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৩ ॥

অস্মিন্ সংসারচক্রে বর্ত্তমানঃ ভবান্ অদ্য পুনর্ভবঃ (পুনঃ জাতঃ ইব) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) উপলব্ধঃ (দৃষ্টঃ; যতঃ) প্রিয়দর্শনং দুর্লভম্ ॥ ২৩ ॥

এই সংসারচক্রে বর্ত্তমান ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, ঐ দর্শন তাঁহার পুনর্জন্ম. বলিলেও বলা যায়; কারণ, প্রিয়দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ; অতএব ভাগ্যক্রমে অদ্য তোমাকে পুনর্জাতবৎ দর্শন করিলাম, এই কথা বলিতে পারি ॥ ২৩ ॥

নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্ম্মণাম্।
ওঘেন ব্যূহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা ॥ ২৪ ॥

স্রোতসঃ (নদ্যাঃ) ওঘেন (প্রবাহেণ) ব্যূহ্যমানানাং (নীয়মানানাং) প্লবানাং (প্লবন্তি ইতি প্লবাঃ তৃণকাষ্ঠাদয়ঃ তেষাং) যথা (ইব) চিত্রকর্ম্মণাং সুহৃদাম্ একত্র প্রিয়সংবাসঃ ন (ভবতি) ॥ ২৪ ॥

স্রোতস্বতীর স্রোতে নীয়মান তৃণকাষ্ঠাদির ন্যায় বিচিত্রকর্ম্ম সুহৃদ্গণের একত্র প্রিয়সংবাস সম্ভব হয় না ॥ ২৪ ॥

কচ্চিৎ পশব্যং নিরুজং ভূর্য্যম্বুতৃণবীরুধম্।
বৃহদ্বনং তদধুনা যত্রাস্সে ত্বং সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অধুনা ত্বং সুহৃদ্বৃতঃ (সন্) যত্র আস্সে তৎ বৃহদ্বনং কচ্চিৎ পশব্যং (পশূনাং হিতং) নিরুজং (নীরুজং, রোগরহিতং) ভূর্য্যম্বুতৃণবীরুধং (ভূরীণি অম্বূনি তৃণানি বীরুধঃ চ যস্মিন্ তাদৃশং বর্ত্ততে)? ॥ ২৫ ॥

সম্প্রতি তুমি সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া যে স্থানে বাস করিতেছ, সেই বৃহদ্বন পশুদিগের পক্ষে হিতকর রোগশূন্য এবং সলিল তৃণ ও লতায় পরিপূর্ণ ত ? ॥ ২৫ ॥

ভ্রাতর্মম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্‌ব্রজে।
তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ ॥ ২৬ ॥

(হে) ভ্রাতঃ, মাত্রা (রোহিণ্যা) সহ মম সুতঃ ভবন্তং তাতং (পিতরং মন্বানঃ ভবদ্ভ্যাং (দম্পতিভ্যাম্) উপলালিতঃ ভবদ্‌ব্রজে কচ্চিৎ (কুশলম্ আস্তে) ? ॥ ২৬ ॥

হে ভ্রাতঃ, আমার তনয় তাহার জননী রোহিণীর সহিত তোমার ব্রজে কুশলে আছে ত ? তোমরাই আমার সেই পুত্রের লালনপালন করিতেছ, অতএব সেও তোমাদিগকেই পিতামাতা জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ।
ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোঽর্থায় কল্পতে ॥ ২৭ ॥

পুংসঃ ত্রিবর্গঃ (ধর্ম্মার্থকামাখ্যঃ) সুহৃদঃ (ভ্রাতৃপুত্রাদিবন্ধূন্ প্রতি) অনুভাবিতঃ (সম্পাদিতঃ) হি (এব) বিহিতঃ (অনুজ্ঞাতঃ, অতঃ) তেষু ক্লিশ্যমানেষু (সৎসু) ত্রিবর্গঃ অর্থায় (সুখায়) ন কল্পতে ॥ ২৭ ॥

বন্ধুবর্গের সুখসম্পাদনের নিমিত্তই পুরুষের ত্রিবর্গ বিহিত হইয়াছে, অতএব ঐ বন্ধুবর্গ ক্লেশ পাইলে ধর্ম্ম অর্থ বা কাম সুখের সাধন হয় না ॥ ২৭ ॥

নন্দগোপ উবাচ।

অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ।
একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা ॥ ২৮ ॥

নন্দগোপঃ উবাচ ;—অহো ! কংসেন তে (তব) দেবকীপুত্রাঃ (দেবক্যাং ভার্য্যায়াং জাতাঃ পুত্রাঃ) বহবঃ হতাঃ। একা অবরজা (পশ্চাৎ জাতা) কন্যা অবশিষ্টা (তম্মারণাৎ উর্দ্ধরিতা), সা অপি দিবং (স্বর্গং) গতা ॥ ২৮ ॥

গোপরাজ নন্দ বলিলেন ;—অহো ! কংস কর্ত্তৃক তোমার দেবকী-

গর্ব্ভজাত অনেকগুলি পুত্রই নিহত হইয়াছে। শেষোৎপন্না অবশিষ্টা কন্যাটিও স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ স ন মুহ্যতি ॥ ২৯ ॥

নূনং (নিশ্চিতম্) অয়ং জনঃ অদৃষ্টনিষ্ঠঃ (অদৃষ্টে এব নিষ্ঠা স্থিতিঃ যস্য সঃ তথা) অদৃষ্টপরমঃ (অদৃষ্টম্ এব পরমং নিয়ামকং যস্য সঃ); হি (যস্মাৎ এবম্, অতঃ) অদৃষ্টম্ (এব) আত্মনঃ (স্বস্য) তত্ত্বং (সুখদুঃখাদি-কারণং) যঃ বেদ, সঃ ন মুহ্যতি ॥ ২৯ ॥

মনুষ্য নিশ্চয়ই অদৃষ্টনিষ্ঠ; সে সম্পূর্ণ অদৃষ্টাধীন; অতএব যিনি অদৃষ্টকেই নিজের সুখদুঃখাদির কারণ বলিয়া জানেন, তিনি আর কিছুতেই মুগ্ধ হয়েন না ॥ ২৯ ॥

অদৃষ্টনিষ্ঠ—অদৃষ্টেই নিষ্ঠা অর্থাৎ সমাপ্তি যাহার; প্রারব্ধ শেষ হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ॥ ২৯ ॥

বসুদেব উবাচ।

করো বো বার্ষিকো দত্তো রাজ্ঞে দৃষ্টা বয়ঞ্চ বঃ।
নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে ॥ ৩০ ॥

বসুদেবঃ উবাচ;—বঃ (যুষ্মাভিঃ) রাজ্ঞে বার্ষিকঃ করঃ দত্তঃ। বয়ং চ দৃষ্টাঃ। (অতঃ) ইহ (স্থানে) বঃ (যুষ্মাভিঃ) বহুতিথং (বহুকালং) ন স্থেয়ম্। গোকুলে উৎপাতাঃ সন্তি চ ॥ ৩০ ॥

বসুদেব বলিলেন;—তোমাদিগের রাজাকে বার্ষিক কর দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎকারও হইয়া গেল। অতঃপর আর তোমাদিগের এই স্থানে অধিক কাল থাকা উচিত হয় না। গোকুলে বিবিধ উৎপাত সকল ঘটিতেছে ॥ ৩০ ॥

শুক উবাচ।

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণা যযুঃ।
অনোভিরনড়ুদ্যুক্তৈস্তমনুজ্ঞাপ্য গোকুলম্ ॥ ৩১ ॥

শুকঃ উবাচ;—শৌরিণা (বসুদেবেন) ইতি (এবং) প্রোক্তাঃ তে নন্দাদয়ঃ গোপাঃ তং (বসুদেবম্) অনুজ্ঞাপ্য (পৃষ্ট্বা) অনডুদ্‌যুক্তৈঃ (বৃষ-যোজিতৈঃ) অনোভিঃ (শকটৈঃ) গোকুলং যযুঃ ॥ ৩১ ॥

শুকদেব কহিলেন;—বসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে, নন্দাদি গোপগণ তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া বৃষযোজিত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক গোকুলে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বসুদেবনন্দসমাগমো
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

হরিবংশের মতে;—গোপরাজ নন্দ সস্ত্রীক ও সপুত্রক করদানার্থ মথুরায় গমন করেন, এবং বসুদেবের প্রমুখাৎ সরীসৃপ কীট ও শকুনি প্রভৃতি হইতে নিজ সন্তানের ভয় সম্ভাবনা শ্রবণ করিয়া আইসেন; ঐ শকুনি আবার ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত পূতনা; পূতনা ভোজরাজ কংসের ধাত্রী ছিল; সে রাত্রি-কালে শকুনির বেশধারণ করিয়া ব্রজে গমন করে এবং গোপ ও গোপী সকল নিদ্রিত হইলে, নন্দভবনে প্রবেশপূর্ব্বক, বালক শ্রীকৃষ্ণকে স্তন প্রদান করিয়াছিল, এবং এই ব্যাপারটি শকট-ভঞ্জনের পর ঘটিয়াছিল।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

নন্দঃ পথি বচঃ শৌরের্ন মৃষেতি বিচিন্তয়ন্।
হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ ॥ ১ ॥

শুকঃ উবাচ;—শৌরেঃ (বসুদেবস্য) বচঃ ন মৃষা (মিথ্যা) ইতি বিচিন্তয়ন্ উৎপাতাগমশঙ্কিতঃ নন্দঃ পথি (মার্গে এব) হরিং (শরণাগত-দুঃখহারিণং ভগবন্তং) শরণং জগাম ॥ ১ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, সখা বসুদেবের বাক্যানুসারে ব্রজে প্রত্যাগমনকালে নন্দের পথিমধ্যে মৃত রাক্ষসী দর্শন, উহার মরণবিবরণ শ্রবণ ও তজ্জনিত বিস্ময় বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন;—বসুদেবের বাক্য মিথ্যা নয়, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে উৎপাতাগমবিষয়ে শঙ্কিত হইয়া গোপরাজ নন্দ পথি-মধ্যেই মনে মনে শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১ ॥

কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী।
শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু ॥ ২ ॥

কংসেন প্রহিতা (প্রেষিতা) ঘোরা (ক্রূরস্বভাবা) বালঘাতিনী পূতনা পুরগ্রামব্রজাদিষু শিশূন্ নিঘ্নন্তী চচার ॥ ২ ॥

এদিকে কংস কর্ত্তৃক প্রেরিতা ক্রূরস্বভাবা বালঘাতিনী পূতনা পুর গ্রাম ব্রজাদিতে শিশু সকল সংহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল ॥ ২ ॥

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥ ৩ ॥

যত্র (পুরাদিষু) স্বকর্ম্মসু (লৌকিকালৌকিকব্যাপারেষু বর্ত্তমানাঃ জনাঃ) সাত্বতাং (সাত্বতানাং, ভক্তানাং) ভর্ত্তুঃ (পালকস্য ভগবতঃ) রক্ষোঘ্নানি শ্রবণাদীনি ন কুর্ব্বন্তি, তত্র হি (এব) যাতুধান্যঃ (রাক্ষস্যঃ) চ ॥ ৩ ॥

কিন্তু যে পুরাদিতে লৌকিক ও অলৌকিক ব্যাপার সকলে নিরত

লোক সকল ভক্তপালক ভগবানের রাক্ষসনাশক শ্রবণাদি কার্য্য করে না, সেই স্থানেই রাক্ষসীদিগের প্রভাব দেখা যায়॥ ৩॥

সা খেচর্য্যেকদোৎপত্য পূতনা নন্দগোকুলম্।
যোষিত্বা মায়য়াত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী॥ ৪॥

কামচারিণী (যথেচ্ছগমনসমর্থা) সা খেচরী (আকাশগামিনী) পূতনা একদা (রাত্রিকালে) মায়য়া আত্মানং যোষিত্বা (বরাং নারীম্ ইব কৃত্বা) উৎপত্য (আকাশমার্গেণ আগত্য) নন্দগোকুলং প্রাবিশৎ॥ ৪॥

কামচারিণী সেই খেচরী পূতনা একদা রাত্রিকালে মায়াবলে স্বয়ং সুন্দরী রমণীর আকার ধারণ পূর্ব্বক আকাশপথে আসিয়া নন্দগোকুলে প্রবেশ করিল॥ ৪॥

কামচারিণী—যথেচ্ছগমনসমর্থা। খেচরী—আকাশগামিনী॥ ৪॥

তাং কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং
বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাম্।
সুবাসসং কল্পিতকর্ণভূষণ-
ত্বিষোল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাম্॥ ৫॥

কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং (কেশবন্ধে ধম্মিল্লে ব্যতিষক্তা সংসক্তা মল্লিকাঃ মল্লিকাকুসুমানি যস্যাঃ সা তাং) বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাং (বৃহদ্ভ্যাং নিতম্বাভ্যাং স্তনাভ্যাং চ কৃচ্ছ্রং কৃশং মধ্যমম্ উদরং যস্যাঃ তাং) সুবাসসং (সুষ্ঠু রমণীয়ে বাসসী যস্যাঃ তাং) কল্পিতকর্ণভূষণত্বিষা (কল্পিতয়োঃ ধৃতয়োঃ কর্ণভূষণয়োঃ যা ত্বিট্ কান্তিঃ তয়া) উল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাম্ (উল্লসদ্ভিঃ কুন্তলৈঃ অলকৈঃ মণ্ডিতম্ আননং যস্যাঃ তাং) তাম্॥ ৫॥

নারীরূপধারিণী সেই নিশাচরীর কেশবন্ধে মল্লিকাকুসুম শোভা পাইতেছিল। তাহার বিপুল নিতম্বের ও স্তনের ভারে মধ্যদেশ কৃশ হইয়াছিল। সে রমণীয় বসনযুগল পরিধান করিয়াছিল। ধৃত কর্ণভূষণের কান্তি দ্বারা উল্লসিত কুন্তলসমূহে তাহার বদনমণ্ডল সুমণ্ডিত হইয়াছিল॥ ৫॥

বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈ-
র্মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্।

অমংসতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং।
গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিম্ ॥ ৬ ॥

গোপ্যঃ বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈঃ (বল্গু রম্যং স্মিতং যেষু তথাভূতাঃ অপাঙ্গবিসর্গাঃ কটাক্ষমোক্ষাঃ যেষু তৈঃ বীক্ষিতৈঃ) ব্রজৌকসাং মনঃ হরন্তীং বনিতাং (বনিতারূপধারিণীং তাং পূতনাম্) অম্ভোজকরেণ (উপলক্ষিতাং) পতিং দ্রষ্টুম্ আগতাং রূপিণীং শ্রিয়ম্ ইব অমংসত ॥ ৬ ॥

সে রমণীয় হাস্য-যুক্ত কটাক্ষবিক্ষেপ দ্বারা ব্রজবাসীদিগের মন হরণ করিতেছিল। তাহার হস্তে পদ্ম শোভা পাইতেছিল। গোপীগণ বনিতা-রূপধারিণী সেই পূতনা রাক্ষসীকে তদবস্থ দর্শন করিয়া পতিসন্দর্শনার্থ সমাগতা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

বালগ্রহস্তত্র বিচিন্বতী শিশূন্
যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেঽসদন্তকম্।
বালং প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং
দদর্শ তল্পেঽগ্নিমিবাহিতং ভসি ॥ ৭ ॥

বালগ্রহঃ (পূতনা) তত্র (ব্রজে) শিশূন্ বিচিন্বতী যদৃচ্ছয়া (স্বমরণ-হেতুপ্রারব্ধেন) নন্দগৃহে (প্রবিষ্টা সতী) ভসি (ভস্মনি) আহিতং (স্থাপি-তম্) অগ্নিম্ ইব তল্পে (শয়ানং) প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং (প্রতিচ্ছন্নং তিরোহিতং নিজম্ উরু অধিকং তেজঃ যেন তম্) অসদন্তকম্ (অসতাং দুষ্টানাম্ অন্তকং মারকং) বালং দদর্শ ॥ ৭ ॥

বালঘাতিনী পূতনা সেই নন্দব্রজে শিশু সকল অন্বেষণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে নন্দভবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভস্মমধ্যে স্থাপিত অগ্নির ন্যায় শয্যাতলে শয়ান, প্রচ্ছন্ন-নিজ-বিপুল-তেজঃ-সমন্বিত, দুষ্টান্তক বালককে দর্শন করিল ॥ ৭ ॥

বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং
চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ।
অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং
যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ ॥ ৮ ॥

চরাচরাত্মা (চরাচরাণাম্ আত্মা অন্তঃকরণসাক্ষী) সঃ (ভগবান্) তাং (পূতনাং) বালকমারিকাগ্রহং (বালকমারিকাসংজ্ঞং গ্রহং) বিবুধ্য নিমীলিতেক্ষণঃ (জাতঃ)। অবুদ্ধিরজ্জুধীঃ (অবুদ্ধিঃ চ অসৌ রজ্জুধীঃ চ ইতি) সুপ্তম্ উরগং (সর্পং) যথা (ইব সা স্বয়ম্) অনন্তম্ অন্তকম্ অঙ্কম্ আরোপয়ৎ ॥ ৮ ॥

চরাচর সকলের আত্মা ভগবান্ ঐ বনিতারূপধারিণী পূতনাকে বালকসংহারী গ্রহবিশেষ জানিতে পারিয়া নয়ন নিমীলন করিয়া রহিলেন। রাক্ষসী কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন রজ্জুবোধে নিদ্রিত সর্পকে তুলিয়া লয়, তদ্রূপ দুষ্টান্তক সেই অনন্তকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইল ॥ ৮ ॥

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামথ বামচেষ্টিতাং
বীক্ষ্যান্তরাকোষপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়াবধর্ষিতে
নিরীক্ষ্যমাণে জননী অতিষ্ঠতাম্ ॥ ৯ ॥

কোষপরিচ্ছদাসিবৎ (কোষঃ পরিচ্ছদঃ আবরণং যস্য অসেঃ তদ্বৎ) তিক্ষ্ণচিত্তাং (তীক্ষ্ণং ক্রূরং চিত্তং যস্যাঃ তাম্) অথ (চ) বামচেষ্টিতাং (বামং মনোহরং চেষ্টিতং যস্যাঃ তাং) বরস্ত্রিয়ং (সহসা এব) অন্তরা গৃহমধ্যে বীক্ষ্য তৎপ্রভয়া (তস্যাঃ প্রভয়া মাতৃবৎ স্নেহপ্রাকট্যপ্রতিভয়া) অবধর্ষিতে (অভিভূতে, মোহিতে সত্যৌ) জননী (জনন্যৌ) নিরীক্ষ্যমাণে (এব) অতিষ্ঠতাম্ ॥ ৯ ॥

কোষাচ্ছাদিত অসির ন্যায় অন্তরে তীক্ষ্ণ ও বাহিরে মনোহরচেষ্টিত সেই প্রমদোত্তমাকে সহসা গৃহমধ্যে দর্শন করিয়া উহার প্রভায় অভিভূত মা যশোদা ও রোহিণী কেবল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন ॥ ৯ ॥

তস্মিন্ স্তনং দুর্জ্জরবীর্য্যমুল্বণং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ
প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥ ১০ ॥

অথ (সা) ঘোরা (অতিশয়ক্রূরস্বভাবা পূতনা তম্) অঙ্কম্ আদায় তস্মিন্ (এব স্থানে) দুর্জ্জরবীর্য্যং (দুর্জ্জরং বীর্য্যং বিষং যস্মিন্ যদ্বা দুর্জ্জরং বীর্য্যং বিষরূপং যস্ত তম্) উল্বণং (ভয়ঙ্করং, তীব্রং) স্তনং শিশোঃ (তস্মৈ শিশবে) দদৌ। রোষসমন্বিতঃ ভগবান্ (তু) তৎ (তং স্তনং) করাভ্যাং গাঢ়ং প্রপীড্য (অপ্রসূতায়াঃ তস্মিন্ স্তন্যাভাবাৎ কেবলং বিষম্ অপথ্যং মত্বা) প্রাণৈঃ সমং (সহ) অপিবৎ (পপৌ)॥ ১০॥

অনন্তর ক্রূরস্বভাবা পূতনা বালককে ক্রোড়ে লইয়া সেই স্থানেই দুর্জ্জরবিষলিপ্ত ভয়ঙ্কর স্তন উহাঁকে পান করিতে দিল। তদ্দর্শনে ভগবান্ ক্রোধযুক্ত হইয়া ভুজযুগল দ্বারা ঐ স্তন গাঢ়ভাবে নিপীড়ন পূর্ব্বক রাক্ষসীর প্রাণের সহিত পান করিতে লাগিলেন॥ ১০॥

সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী
নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্ম্মণি।
বিবৃত্য নেত্রে চরণৌ ভুজৌ মুহু-
র্নিঃস্বিন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুরোদ হ॥ ১১॥

সা (পূতনা চ) অখিলজীবমর্ম্মণি (অখিলং জীবস্য মর্ম্ম যস্মিন্ তস্মিন্) নিষ্পীড্যমানা (অতএব) মুঞ্চ মুঞ্চ অলম্ ইতি প্রভাষিণী নেত্রে বিবৃত্য চরণৌ ভুজৌ (চ) মুহুঃ (বারং বারং) ক্ষিপতী (চালয়ন্তী) নিঃস্বিন্নগাত্রা (নিঃস্বিন্নানি অতিশয়স্বেদযুক্তানি গাত্রাণি যস্যাঃ তথাভূতা চ সতী) রুরোদ (আর্ত্তনাদং চকার) হ॥ ১১॥

পূতনাও সমস্ত জীবমর্ম্মস্থানে নিপীড়িত হইয়া, ছাড় ছাড়, যথেষ্ট পান করা হইয়াছে, এই কথা বলিতে বলিতে নেত্রদ্বয় বিবৃত এবং চরণদ্বয় ও ভুজদ্বয় বার বার ক্ষেপণ করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল॥ ১১॥

তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীররংহসা
সাদ্রির্মহী দ্যৌশ্চ চচাল সগ্রহা।
রসা দিশশ্চ প্রতিনেদিরে জনাঃ
পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া॥ ১২॥

তস্যাঃ (পূতনাম্নাঃ) অতিগভীররংহসা (মহাবেগবতা) স্বনেন (শব্দেন) সাদ্রিঃ (পর্ব্বতসহিতা) মহী সগ্রহা (আদিত্যাদিগ্রহসহিতা) দ্যৌঃ চ চচাল; রসাঃ (রসাতলানি, অধোলোকাঃ) দিশঃ চ প্রতিনেদিরে; বজ্র-নিপাতশঙ্কয়া জনাঃ (চ) ক্ষিতৌ পেতুঃ ॥ ১২ ॥

পূতনার অতিশয় গভীর শব্দে পর্ব্বতসহিত পৃথিবী ও আদিত্যাদি-গ্রহসহিত নভোমণ্ডল বিচলিত হইল; রসাতল ও দিক্ সকল প্রতি-ধ্বনিত হইল; লোক সকল বজ্রপতনশঙ্কায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ১২ ॥

নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসু-
র্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি।
প্রসার্য্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা
বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্ নৃপ ॥ ১৩ ॥

(হে) নৃপ, ইত্থং (প্রপীড়নেন) ব্যথিতস্তনা নিশাচরী (পূতনা) ব্যাদায় (মুখং বিবৃত্য) নিজরূপং (রাক্ষসীরূপম্) আস্থিতা ব্যসুঃ (প্রাণবিহীনা) কেশান্ চরণৌ ভুজৌ অপি প্রসার্য্য বজ্রাহতঃ বৃত্রঃ (বৃত্রাসুরঃ) ইব গোষ্ঠে (ব্রজে) অপতৎ (পপাত) ॥ ১৩ ॥

হে রাজন্, এই প্রকার প্রপীড়নে ব্যথিতস্তনা নিশাচরী পূতনা, মুখব্যাদান পূর্ব্বক নিজরূপ ধারণানন্তর বিগতপ্রাণ হইয়া, কেশ সকল, চরণদ্বয় ও ভুজদ্বয় প্রসারিত করিয়া, বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় গোষ্ঠ মধ্যে পতিত হইল ॥ ১৩ ॥

পতমানোঽপি তদ্দেহস্ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্।
চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র মহদাসীৎ তদদ্ভুতম্ ॥ ১৪ ॥

(হে) রাজেন্দ্র, পতমানঃ (পতন্) অপি তদ্দেহঃ (তস্যাঃ দেহঃ) ত্রিগব্যূ-ত্যন্তরদ্রুমান্ (ষট্‌ক্রোশমধ্যবর্ত্তিনঃ বৃক্ষান্) চূর্ণয়ামাস। তৎ (দ্রুমমাত্র-চূর্ণীকরণং) মহৎ অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যম্) আসীৎ ॥ ১৪ ॥

হে রাজেন্দ্র, পতনের সময়েও সেই রাক্ষসীর দেহ ছয় ক্রোশের মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষ সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এইটি অতীব বিস্ময়-জনক হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

ঈশামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকম্।
গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণমূর্দ্ধজম্ ॥ ১৫ ॥

ঈশামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যম্ (ঈশা লাঙ্গলদণ্ডঃ তন্মাত্রা তৎপ্রমাণা উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিন্ তৎ তাদৃশম্ আস্যং যস্মিন্ তৎ) গিরিকন্দরনাসিকং (গিরেঃ কন্দরে ইব নাসিকে যস্মিন্ তৎ) গণ্ডশৈলস্তনং (গণ্ডশৈলৌ গিরেঃ চ্যুতৌ স্থূলোপলৌ তৌ ইব স্তনৌ যস্মিন্ তৎ) প্রকীর্ণারুণমূর্দ্ধজং (প্রকীর্ণাঃ অরুণাঃ মূর্দ্ধজাঃ যস্মিন্ তৎ) রৌদ্রং (ঘোরম্) ॥ ১৫ ॥

লাঙ্গলদণ্ডপরিমিতভীষণ-দন্ত-বিশিষ্ট-বদন-সমন্বিত, গিরিকন্দর-সদৃশ-নাসিকাযুক্ত, গণ্ডশৈলসদৃশ-স্তনদ্বয়-বিশিষ্ট, প্রকীর্ণ-রক্ত-কেশকলাপ-যুক্ত, ভয়ঙ্কর ॥ ১৫ ॥

অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্।
বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরম্ ॥ ১৬ ॥

অন্ধকূপগভীরাক্ষং (অন্ধকূপৌ ইব গভীরে অক্ষিণী যস্মিন্ তৎ) পুলিনারোহভীষণং (পুলিনবৎ আরোহৌ জঘনে তাভ্যাং ভীষণং) বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্ঘ্রি (বদ্ধাঃ সেতবঃ ইব ভুজৌ ঊরূ অঙ্ঘ্রী চ যস্মিন্ তৎ) শূন্যতোয়হ্রদোদরং (শূন্যতোয়ঃ হ্রদঃ ইব উদরং যস্মিন্ তৎ) ॥ ১৬ ॥

অন্ধকূপতুল্য-গভীর-নয়নবিশিষ্ট, পুলিনতুল্য-জঘনদ্বয়-সমন্বিত, বদ্ধ-সেতুসদৃশ-ভুজোরুচরণযুক্ত ও জলশূন্যহ্রদসদৃশোদরান্বিত ॥ ১৬ ॥

সংতত্রসুঃ স্ম তদ্বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরম্।
পূর্ব্বন্তু তন্নিষ্টনিতভিন্নহৃৎকর্ণমস্তকাঃ ॥ ১৭ ॥

তৎ কলেবরং বীক্ষ্য পূর্ব্বং তু তন্নিষ্টনিতভিন্নহৃৎকর্ণমস্তকাঃ (তস্যাঃ নিষ্টনিতেন শব্দেন ভিন্নানি হৃৎকর্ণমস্তকানি যেষাং তে) গোপাঃ গোপ্যঃ চ সংতত্রসুঃ স্ম ॥ ১৭ ॥

সেই কলেবর দর্শন করিয়া, তদীয় ঘোরতর শব্দে ইতিপূর্ব্বেই যাঁহাদিগের হৃদয় কর্ণ ও মস্তক নির্ভিন্ন হইয়াছিল, সেই গোপ ও গোপী সকলের মহৎ ভয় উপস্থিত হইল ॥ ১৭ ॥

বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্।
গোপ্যস্তূর্ণং সমভ্যেত্য জগৃহুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ১৮ ॥

তস্যাঃ (পূতনায়াঃ) উরসি অকুতোভয়ং (নির্ভয়ং যথা স্যাৎ তথা) ক্রীড়ন্তং বালং চ (বীক্ষ্য) জাতসম্ভ্রমাঃ (জাতঃ সম্ভ্রমঃ ত্বরাবিশেষঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ তূর্ণং সমভ্যেত্য (সমীপম্ আগত্য) জগৃহুঃ ॥ ১৮ ॥

এবং মৃতা সেই রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে নির্ভয়ে ক্রীড়াকারী বালককে দর্শন করিয়া সম্ভ্রমান্বিতা গোপীসকল সত্বর সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিল ॥ ১৮ ॥

যশোদারোহিণীভ্যাং তাঃ সমং বালস্য সর্ব্বশঃ।
রক্ষাং বিদধিরে সম্যক্ গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥

তাঃ (গোপ্যঃ) যশোদারোহিণীভ্যাং সমং (সহ) বালস্য সর্ব্বশঃ (সর্ব্বেষু অঙ্গেষু) গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ সম্যক্ রক্ষাং বিদধিরে ॥ ১৯ ॥

অনন্তর তাঁহারা যশোদা ও রোহিণীর সহিত বালকের সকল অঙ্গে গোপুচ্ছভ্রমণাদি দ্বারা সম্যক্ রক্ষাবিধান করিলেন। ১৯ ॥

গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্।
রক্ষাং চ চক্রুঃ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ ॥ ২০ ॥

অর্ভকং (বালং) গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনঃ গোরজসা (গোখুররজসা) চ (স্নাপয়িত্বা) শকৃতা (গোময়েন) নামভিঃ (কেশবাদিভগবন্নামভিঃ) দ্বাদশাঙ্গেষু (তিলকস্থানেষু) রক্ষাং চক্রুঃ ॥ ২০ ॥

বালককে প্রথমতঃ গোমূত্রদ্বারা পরে পুনর্ব্বার গোখুরজঃ দ্বারা স্নান করাইয়া পরে গোময় দ্বারা কেশবাদি ভগবন্নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক দ্বাদশ অঙ্গে রক্ষাবিধান করিলেন ॥ ২০ ॥

গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্।
ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য বীজন্যাসমকুর্ব্বত ॥ ২১ ॥

গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলাঃ (সত্যঃ প্রথমম্) আত্মনি (আত্মনঃ) অঙ্গেষু করয়োঃ (চ) পৃথক্ (অজাদ্যেকাদশবীজানি) ন্যস্য অথ (অনন্তরং) বালস্য (অঙ্গেষু তথা এব) বীজন্যাসম্ অকুর্ব্বত ॥ ২১ ॥

তদনন্তর গোপীসকল সলিল স্পর্শ অর্থাৎ আচমন করিয়া প্রথমে আপনার অঙ্গসকলে ও করদ্বয়ে পৃথক্ অজাদি একাদশ বীজ ন্যাস করিয়া পরে বালকের অঙ্গসকলেও ঐরূপই বীজন্যাস করিলেন ॥ ২১ ॥

অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মণিমাংস্তব জান্বথোরূ
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎ কেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্ ॥ ২২ ॥

অজঃ তব অঙ্ঘ্রি (অঙ্ঘ্রী) মণিমান্ জানু (জানুনী) অথ যজ্ঞঃ উরূ অচ্যুতঃ কটিতটং হয়াস্যঃ জঠরং কেশবঃ হৃৎ (হৃদয়ম্) ঈশঃ ত্বদুরঃ (তব উরঃ বক্ষঃ) ইনঃ তু কণ্ঠং বিষ্ণুঃ ভুজং (ভুজৌ) উরুক্রমঃ মুখম্ ঈশ্বরঃ কং (শিরঃ) অব্যাৎ (রক্ষতু) ॥ ২২ ॥

অজ তোমার পদদ্বয়, মণিমান্ জানুদ্বয়, যজ্ঞ উরুদ্বয়, অচ্যুত কটিতট, হয়াস্য জঠর, কেশব হৃদয়, ঈশ তোমার বক্ষঃস্থল, ইন তোমার কণ্ঠ, বিষ্ণু ভুজদ্বয়, উরুক্রম মুখ ও ঈশ্বর মস্তক রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥

চক্র্যগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ
ত্বৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী মধুহাজনশ্চ।
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্য্যুপেন্দ্র-
স্তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ ॥ ২৩ ॥

চক্রী (তব) অগ্রতঃ সহগদঃ হরিঃ পশ্চাৎ ধনুরসী (ধনুর্ধরঃ অসিধরঃ চ) মধুহা অজনঃ চ ত্বৎপার্শ্বয়োঃ শঙ্খঃ (শঙ্খধরঃ) উরুগায়ঃ কোণেষু উপেন্দ্রঃ উপরি তার্ক্ষ্যঃ (গরুড়ারূঢ়ঃ) ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ অস্তু ॥ ২৩ ॥

চক্রধারী তোমার সম্মুখে গদাধর হরি পশ্চাতে ধনুর্ধারী মধুহা ও অসিধারী অজন তোমার উভয় পার্শ্বে শঙ্খধারী উরুগায় কোণ সকলে উপেন্দ্র উপরিভাগে গরুড়ারূঢ় পৃথিবীতে ও হলধর পুরুষ সর্ব্বদিকে রক্ষাবিধান করুন ॥ ২৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্ নারায়ণোঽবতু।
শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোঽবতু ॥ ২৪ ॥

হৃষীকেশঃ ইন্দ্রিয়াণি নারায়ণঃ প্রাণান্ (চ) অবতু। শ্বেতদ্বীপপতিঃ চিত্তং যোগেশ্বরঃ মনঃ (চ) অবতু ॥ ২৪ ॥

হৃষীকেশ ইন্দ্রিয়সমূহ ও নারায়ণ প্রাণ রক্ষা করুন। শ্বেতদ্বীপপতি চিত্ত এবং যোগেশ্বর মন রক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥

পৃশ্নিগর্ভস্তু তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পরঃ।
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ।
ব্রজন্তমব্যাদ্বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃ পতিঃ।
ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্ব্বগ্রহভয়ঙ্করঃ।
ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভকগ্রহাঃ।
ভূতমাতৃপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ।
কোটরা-রেবতী-জ্যেষ্ঠা-পূতনা-মাতৃকাদয়ঃ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ।
স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধবালগ্রহাশ্চ যে।
সর্ব্বে নশ্যন্তি তে বিষ্ণোর্নামগ্রহণভীরবঃ ॥ ২৫ ॥

পৃশ্নিগর্ভঃ (প্রদ্যুম্নঃ) তু তে (তব) বুদ্ধিং পরঃ (সর্ব্বসংহর্ত্তা সঙ্কর্ষণঃ) ভগবান্ আত্মানম্ (অহঙ্কারম্) অবতু। ক্রীড়ন্তং (ত্বাং) গোবিন্দঃ পাতু। শয়ানং মাধবঃ পাতু। ভ্রমন্তং ত্বাং বৈকুণ্ঠঃ আসীনং (ত্বাং) শ্রিয়ঃ পতিঃ অব্যাৎ। ভুঞ্জানং সর্ব্বগ্রহভয়ঙ্করঃ যজ্ঞভুক্ পাতু। যে ডাকিন্যঃ যাতুধান্যঃ কুষ্মাণ্ডাঃ অর্ভকগ্রহাঃ চ ভূতমাতৃপিশাচাঃ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ চ কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনামাতৃকাদয়ঃ (চ) যে উন্মাদাঃ অপস্মারাঃ হি দেহ-প্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ যে স্বপ্নদৃষ্টমহোৎপাতাঃ বৃদ্ধবালগ্রহাঃ চ বিষ্ণোঃ নামগ্রহণ-ভীরবঃ তে সর্ব্বে নশ্যন্তু ॥ ২৫ ॥

পৃশ্নিগর্ভ প্রদ্যুম্ন তোমার বুদ্ধি সর্ব্বসংহর্ত্তা সঙ্কর্ষণ ভগবান তোমার অহঙ্কার রক্ষা করুন। ক্রীড়াকালে গোবিন্দ রক্ষা করুন। শয়নাবস্থায় মাধব রক্ষা করুন। গমনসময়ে বৈকুণ্ঠ ও উপবেশন সময়ে লক্ষ্মীপতি রক্ষা করুন। ভোজনাবস্থায় সর্ব্বগ্রহভয়ঙ্কর যজ্ঞভোক্তা রক্ষা করুন। আর ডাকিনীগণ রাক্ষসীগণ কুষ্মাণ্ডগণ বালগ্রহগণ এবং ভূতগণ মাতৃগণ পিশাচগণ যক্ষগণ রাক্ষসগণ বিনায়কগণ ও কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকা প্রভৃতি এবং দেহ প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলের ক্ষতিকারক

উন্মাদ ও অপস্মার প্রভৃতি ও অপর যে সকল স্বপ্নদৃষ্ট মহোৎপাত সকল ও বৃদ্ধগ্রহ বা বালগ্রহ সকল, ঐ সকলই শ্রীবিষ্ণুর নামগ্রহণে ভীত ও বিনষ্ট হউক ॥ ২৫ ॥

ইতি প্রণয়বদ্ধাভি র্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণম্।
পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি (এবং) প্রণয়বদ্ধাভিঃ (প্রণয়েণ স্নেহেন বদ্ধাভিঃ বশীকৃতাভিঃ) গোপীভিঃ কৃতরক্ষণং (কৃতং রক্ষণং যস্য তম্) আত্মজং মাতা (যশোদা) স্তনং পায়য়িত্বা সংন্যবেশয়ৎ (শনৈঃ শায়য়ামাস) ॥ ২৬ ॥

এই প্রকারে স্নেহ দ্বারা বশীকৃত গোপীসকল রক্ষাবিধান করিলে, মাতা যশোদা নিজ তনয়কে স্তনপান করাইয়া ধীরে ধীরে শয়ন করাইলেন ॥ ২৬ ॥

তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ ॥ ২৭ ॥

তাবৎ (কালেন) নন্দাদয়ঃ গোপাঃ মথুরায়াঃ (সকাশাৎ) ব্রজং গতাঃ (আগতাঃ সন্তঃ) পূতনাদেহং বিলোক্য অতিবিস্মিতাঃ বভূবুঃ ॥ ২৭ ॥

এই সময়ে নন্দাদি গোপগণ মথুরা হইতে ব্রজে সমাগত হইয়া পূতনার শরীর দর্শনে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ২৭ ॥

নূনং বতর্ষিঃ সংজাতো যোগেশো বা সমাস সঃ।
স এব দৃষ্টো হ্যুৎপাতো যমাহানকদুন্দুভিঃ ॥ ২৮ ॥

নূনং (নিশ্চিতম্) আনকদুন্দুভিঃ ঋষিঃ (তপঃপ্রভাববান্) সংজাতঃ, যোগেশঃ বা সমাস (বভূব) বত; (যতঃ) সঃ যম্ (উৎপাতম্) আহ, সঃ এব হি দৃষ্টঃ ॥ ২৮ ॥

নিশ্চয়ই বসুদেব তপঃপ্রভাবশালী হইয়াছেন, অথবা যোগেশ্বরই হইয়াছেন; যেহেতু তিনি যে উৎপাতের কথা বলিয়াছিলেন, সেই উৎপাতই দেখা গেল ॥ ২৮ ॥

কলেবরং পরশুভিশ্ছিত্ত্বা তৎ তে ব্রজৌকসঃ।
দূরে ক্ষিপ্ত্বাবয়বশো নির্দেহুঃ কাষ্ঠবেষ্টিতম্ ॥ ২৯ ॥

তে (নন্দাদ্যাঃ) ব্রজৌকসঃ তৎ কলেবরম্ অবয়বশঃ পরশুভিঃ ছিত্ত্বা দূরে ক্ষিপ্ত্বা কাষ্ঠবেষ্টিতং (চ কৃত্বা) নির্দেহুঃ (অদহন্) ॥ ২৯ ॥

নন্দাদি ব্রজবাসী সকল ঐ পূতনাদেহ কুঠার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে লইয়া গিয়া কাষ্ঠদ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥ ২৯ ॥

দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ।
উত্থিতঃ কৃষ্ণনির্ভুক্তসপদ্যাহতপাপ্মনঃ ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণনির্ভুক্তসপদ্যাহতপাপ্মনঃ (কৃষ্ণেন নির্ভুক্তঃ স্তনঃ প্রাণং চ যস্য দেহস্য সঃ কৃষ্ণনির্ভুক্তঃ অতঃ সপদি ভোগসময়ে এব আ সমন্তাৎ হতঃ পাপ্মা যস্য তস্য) দহ্যমানস্য দেহস্য অগুরুসৌরভঃ ধূমঃ চ উত্থিতঃ ॥ ৩০ ॥

ভগবান্ স্তনপান করায় পূতনাদেহ সদ্যঃ নিষ্পাপ হইয়াছিল, অতএব দাহ সময়ে ঐ দেহ হইতে অগুরুসৌরভযুক্ত ধূম উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্‌গতিম্ ॥ ৩১ ॥

লোকবালঘ্নী রুধিরাশনা (রুধিরম্ অশনং যস্যাঃ সা) রাক্ষসী পূতনা (যদি) জিঘাংসয়া অপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বা সদ্‌গতিম্ আপ ॥ ৩১ ॥

লোকের বালক সকল সংহারকারিণী রুধিরাশনা রাক্ষসী পূতনা হনন বাসনাতেও শ্রীহরিকে স্তন দান করিয়া যদি ধাত্রীসাযুজ্যরূপ সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইল ॥ ৩১ ॥

কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিং নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা ॥ ৩২ ॥

(তদা) রক্তাঃ (অনুরক্তাঃ) তন্মাতরঃ যথা (তথা) পরমাত্মনে কৃষ্ণায় শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্যেন) ভক্ত্যা (প্রেম্না চ) যচ্ছন্ (তাম্ আপ্নুয়াৎ) কিং পুনঃ (অত্র কিমুত বক্তব্যম্)। (তত্রাপি) প্রিয়তমং (বস্তু) তস্মৈ যচ্ছন্ কিং নু (কিম্ উত) ॥ ৩২ ॥

তবে অনুরক্ত তদীয় মাতৃবর্গের ন্যায় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে দান করিয়া এবং দানেও আবার তদীয় প্রিয়তম বস্তু

দান করিয়া যে লোক সকল সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ॥ ৩২ ॥

পদ্ভ্যাং ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং বন্দ্যাভ্যাং লোকবন্দিতৈঃ।
অঙ্গং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপিবৎ স্তনম্।
যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্।
কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবোঽনুমাতরঃ ॥ ৩৩ ॥

ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) লোকবন্দিতৈঃ (ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ) বন্দ্যাভ্যাং ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং পদ্ভ্যাং যস্যাঃ অঙ্গং সমাক্রম্য স্তনম্ অপিবৎ সা যাতুধানী অপি (যদি) জননীগতিং (জনন্যোঃ দেবকীযশোদয়োঃ উচিতাং গতিং) স্বর্গম্ অবাপ (তদা) কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ (কৃষ্ণেন ভুক্তং স্তনক্ষীরং যাসাং তাঃ) অনুমাতরঃ (মাতৃসদৃশ্যঃ) গাবঃ (চ) কিমু (বক্তব্যম্) ॥ ৩৩ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোকবন্দিত ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয় ভক্তহৃদয়স্থিত চরণদ্বয় দ্বারা যাহার শরীর আক্রমণ পূর্ব্বক স্তনপান করিলেন, সেই রাক্ষসীও যদি জননীদিগের প্রাপ্য স্বর্গ লাভ করিল, তবে তিনি যাঁহাদিগের স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছেন, সেই মাতৃতুল্য গাভী সকল যে সেই স্বর্গ লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ৩৩ ॥

পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম্।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলার্থদঃ।
তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণম্।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ৩৪ ॥

(হে) রাজন্, কৈবল্যাদ্যখিলার্থদঃ দেবকীপুত্রঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পুত্রস্নেহস্নুতানি (পুত্রস্নেহেন পুত্রদৃষ্ট্যা যঃ স্নেহঃ তেন স্নুতানি অবগলিতানি) যাসাং পয়াংসি অলং (সন্তোষপূর্ব্বকম্) অপিবৎ, কৃষ্ণে অবিরতং (নিরন্তরং) সুতেক্ষণং (পুত্রদৃষ্ট্যা স্নেহং) কুর্ব্বতীনাং তাসাং পুনঃ অজ্ঞানসম্ভবঃ সংসারঃ ন কল্পতে (যোগ্যঃ ভবতি) ॥ ৩৪ ॥

হে রাজন্, কৈবল্য প্রভৃতি নিখিল অর্থের প্রদাতা দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুত্রস্নেহবিগলিত যাঁহাদিগের স্তনদুগ্ধ সন্তোষ পূর্ব্বক

পান করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণে নিরন্তর পুত্রস্নেহকারিণী সেই গো সকলের বা গোপীসকলের পুনর্ব্বার অজ্ঞানোত্থ সংসার কখনই যোগ্য হয় না ॥ ৩৪ ॥

কটধূমস্য সৌরভ্যমবঘ্রায় ব্রজৌকসঃ।
কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্রজমাযযুঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রজৌকসঃ কটধূমস্য (শ্মশানসম্বন্ধিনঃ ধূমস্য) সৌরভ্যম্ অবঘ্রায় কিম্ ইদং কুত এব ইতি বদন্তঃ (সন্তঃ) ব্রজম্ আযযুঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রজবাসিগণ শ্মশানসম্বন্ধীয় ধূমের সৌগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, ইহা কি, কোথা হইতে আসিতেছে, এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রজে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

তে তত্র বর্ণিতং গোপৈঃ পূতনাগমনাদিকম্।
শ্রুত্বা তন্নিধনং স্বস্তি শিশোশ্চাসন্ সুবিস্মিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

তে (গোপাঃ) তত্র (স্থিতৈঃ) গোপৈঃ বর্ণিতং পূতনাগমনাদিকং তন্নি-ধনং শিশোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) স্বস্তি (সুখেন স্থিতিং) চ শ্রুত্বা সুবিস্মিতাঃ আসন্ ॥ ৩৬ ॥

তাঁহারা তত্রস্থ গোপসকল কর্ত্তৃক বর্ণিত পূতনাগমনাদি তন্নিধন ও শিশু শ্রীকৃষ্ণের নিরাপদে অবস্থান শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ॥ ৩৭ ॥

(হে) কুরূদ্বহ, প্রোষ্য (মথুরায়াম্ উষিত্বা) আগতঃ উদারধীঃ নন্দঃ স্বপুত্রম্ আদায় (অঙ্কম্ আরোপ্য) মূর্দ্ধ্নি অবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে ॥ ৩৭ ॥

হে কুরুনন্দন, মথুরাপ্রবাস করিয়া সমাগত উদারমনা নন্দ নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্।
শৃণুয়াৎ শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণস্য অদ্ভুতম্ আর্ভকং (বালচরিতম্) এতৎ পূতনামোক্ষং (পূতনা-মোক্ষাখ্যং) যঃ মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) শ্রদ্ধয়া শৃণুয়াৎ (সঃ) গোবিন্দে রতিং লভতে ॥ ৩৮ ॥

যে মানব এই পূতনামোক্ষ নামক শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বাল্যচরিত্র শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীগোবিন্দে রতি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পূতনামোক্ষঃ
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

পূতনাবধাদি অসুরসংহার কার্য্য সকল প্রকট লীলাতেই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; অপ্রকট লীলাতে অসুর বা অসুরসংহার নাই। তবে যে গোলোকে কেশি প্রভৃতি দানবের ও পূতনাবধাদি লীলার কথা শ্রবণ করা যায়, তাহা অন্য প্রকার। গোলোকের কেশি প্রভৃতি দানব সকল অসুর নহেন, পরন্তু তাঁহারা তদ্ভাবসমন্বিত লীলাপরিকর এবং তত্রত্য পূতনাবধাদি চিত্রপটস্থ ; চিত্রপটেই ঐ সকল লীলার দর্শন হইয়া থাকে।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুরাত উবাচ।

যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো॥ ১॥

বিষ্ণুরাতঃ উবাচ ;---(হে) প্রভো, ঈশ্বরঃ ভগবান্ হরিঃ যেন যেন অবতারেণ (মৎস্যাদ্যবতারেণ অপি যানি যানি কর্ম্মাণি) করোতি, (তানি) নঃ (অস্মাকং) কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ (ভবন্তি এব) ॥ ১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন ;—হে প্রভো, ভগবান্ ঈশ্বর হরি মৎস্যাদি যে যে অবতারে যে যে কর্ম্ম করেন, সে সকলই আমাদিগের শ্রবণ-সুখাবহ ও মনোজ্ঞই হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

সপ্তম অধ্যায়ে শকটভঞ্জন তৃণাবর্ত্তবধ ও মুখমধ্যে বিশ্বপ্রদর্শন এই তিনটি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতির্বিতৃষ্ণা
সত্ত্বঞ্চ শুধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ।
ভক্তিং হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং
তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ॥ ২॥

(তথাপি) যৎ শৃণ্বতঃ পুংসঃ অরতিঃ (মনোগ্লানিঃ) বিতৃষ্ণা (বিবিধা তৃষ্ণা চ) অপৈতি (অপগচ্ছতি) অচিরেণ সত্ত্বম্ (অন্তঃকরণং) চ শুধ্যতি হরৌ ভক্তিং তৎপুরুষে (ভক্তজনে) সখ্যং (জনয়তি) চ তৎ এব হারং (হরেঃ চরিতং মনোহরং চরিতং বা) চেৎ (যদি) মন্যসে (অনুগ্রহং করোষি) বদ ॥ ২ ॥

তথাপি যাহা শ্রবণ করিলে, পুরুষের মনের গ্লানি ও বিবিধ তৃষ্ণা অপগত হয়, এবং অচিরে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, শ্রীহরিতে ভক্তি জন্মে ও শ্রীহরিভক্তজনের সহিত সখ্য উৎপন্ন হয়, যদি অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে সেই মনোহর শ্রীহরিচরিত্র বর্ণন করুন ॥ ২ ॥

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য তোকাচরিতমদ্ভুতম্।
মানুষং লোকমাসাদ্য তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ ॥ ৩ ॥

অথ (পূর্ব্বোক্তাৎ) অন্যৎ অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যজনকং) মানুষং লোকং (ভূলোকম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) তজ্জাতিং (মানুষজাতিম্) অনুরুন্ধতঃ (অনুকুর্ব্বতঃ) কৃষ্ণস্য তোকাচরিতং (বালচরিতং) বদ ॥ ৩ ॥

অনন্তর ভূলোকে অবতরণ পূর্ব্বক মনুষ্যজাতির অনুকরণকারী শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বকথিত হইতে অন্য আশ্চর্য্যজনক বাল্যচরিত বলুন ॥ ৩ ॥

বাদরায়ণিরুবাচ।
কদাচিদৌত্থানিককৌতুকাপ্লবে
জন্মর্ক্ষযোগে সমবেতযোষিতাম্।
বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচনৈ-
শ্চকার সূনোরভিষেচনং সতী ॥ ৪ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;—সতী (যশোদা) কদাচিৎ ঔত্থানিককৌতুকাপ্লবে (উত্থানম্ উত্তানশায়িনঃ শিশোঃ অঙ্গপরিবর্ত্তনং তস্মিন্ করণীয়ে কৌতুকাপ্লবে উৎসবাভিষেকে তস্মিন্ এব দিবসে) জন্মর্ক্ষযোগে (জন্মর্ক্ষস্য রোহিণীনক্ষত্রস্য যোগে চ সতি মহোৎসবে) সমবেতযোষিতাং (মিলিতানাং পুরস্ত্রীণাং মধ্যে) বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচনৈঃ চ সহ ক্রিয়মাণং প্রোক্ষণরূপং সূনোঃ অভিষেচনং চকার ॥ ৪ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—তিনমাস বয়স হইলে, বালকের অঙ্গ পরিবর্ত্তন হেতু উৎসবাভিষেকের দিন উপস্থিত হইল। ঐ দিন আবার জন্মনক্ষত্রের যোগ হওয়াতে নন্দালয়ে একটি মহোৎসবের আয়োজন হইল। তদুপলক্ষে নন্দভবনে পুরস্ত্রীসকল সমবেত হইলেন। মা যশোদা সেই সকল পুরস্ত্রীদিগকে লইয়া বাদ্য গীত ও ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্র পাঠ সহকারে পুত্রের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ৪ ॥

নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং
বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং সুপূজিতৈঃ।
অন্নাদ্যবাসঃস্রগভীষ্টধেনুভিঃ
সঞ্জাতনিদ্রাক্ষমশীশয়চ্ছনৈঃ ॥ ৫ ॥

নন্দস্য পত্নী অন্নাস্থবাসঃস্রগভীষ্টধেনুভিঃ সুপূজিতৈঃ (সৎকৃতৈঃ) বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং কৃতমজ্জনাদিকং সঞ্জাতনিদ্রাক্ষং (সঞ্জাতনিদ্রে অক্ষিণী যস্য তং বালং) শনৈঃ (নিদ্রাভঙ্গঃ যথা ন স্যাৎ তথা) অশীশয়ৎ (শকটস্য অধস্তাৎ প্রেঙ্খে শায়িতবতী) ॥ ৫ ॥

অনন্তর নন্দপত্নী অন্নাদি ভোজ্য বস্ত্র মাল্য ও অভীষ্ট ধেনু প্রভৃতি দ্বারা বিপ্রগণের পূজা করিয়া এবং তাঁহাদিগের দ্বারা পুত্রের স্বস্ত্যয়ন ও স্নানাদি করাইয়া পুত্রকে নিদ্রাভরে নিমিলীতনেত্র দেখিয়া তাঁহাকে শকটের অধোভাগে লম্বমান দোলায় ধীরে ধীরে শয়ন করাইলেন ॥ ৫ ॥

ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা মনস্বিনী
সমাগতান্ পূজয়তী ব্রজৌকসঃ।
নৈবাশৃণোদ্‌বৈ রুদিতং সুতস্য সা
রুদন্ স্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ ॥ ৬ ॥

ঔত্থানিকোৎসুক্যমনা (ঔত্থানিকে উত্থানোৎসবে ঔৎসুক্যম্ উৎসাহযুক্তং মনঃ যস্যাঃ সা) মনস্বিনী (উদারচিত্তা) সা (যশোদা) সমাগতান্ ব্রজৌকসঃ (বস্ত্রালঙ্কারাদিভিঃ) পূজয়তী (সতী) সুতস্য রুদিতং বৈ (নিশ্চয়েন) ন এব অশৃণোৎ। (সুতঃ তু) স্তনার্থী (সন্) রুদন্ চরণৌ উদক্ষিপৎ (ঊর্দ্ধং চালিতবান্) ॥ ৬ ॥

উত্থানোৎসবে সোৎসাহচিত্তা মনস্বিনী যশোদা সমাগত ব্রজবাসী-দিগকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিতেছিলেন বলিয়া পুত্রের ক্রন্দন শুনিতে পান নাই। এদিকে পুত্র স্তনার্থী হইয়া রোদন করিত করিতে উর্দ্ধদিকে চরণদ্বয় সঞ্চালন করিলেন ॥ ৬ ॥

অধঃ শয়ানস্য শিশোরনোঽল্পক-
প্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্ত্তত।
বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং
ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্ ॥ ৭ ॥

(তদা শকটস্য) অধঃ শয়ানস্য শিশোঃ অল্পকপ্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতম্ (অল্পকঃ অল্পপ্রমাণঃ চ অসৌ প্রবালঃ মৃদুঃ চ যঃ অঙ্ঘ্রিঃ তেন হতম্ অতএব)

বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং (বিধ্বস্তানি নানারসবন্তি কুপ্যভাজনানি স্বর্ণ-রজতাতিরিক্তকাংস্যাদিময়ানি পাত্রাণি যথা ভবন্তি তথা) ব্যত্যস্ত-চক্রাক্ষবিভিন্নকূবরং (চক্রে চ অক্ষঃ চ চক্রাক্ষাঃ ব্যত্যস্তাঃ চক্রাক্ষাঃ যস্মিন্ বিভিন্নঃ কূবরঃ যুগন্ধরঃ যস্মিন্ তৎ চ তৎ চ যথা ভবতি তথা চ) অনঃ (শকটং) ব্যবর্ত্তত (ব্যপতৎ)। ৭॥

তখন শকটের অধোভাগে শয়ান সেই শিশুর ক্ষুদ্র পল্লবসদৃশ মৃদু চরণদ্বারা আহত হইয়া ঐ শকটখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল এবং তদুপরি স্থাপিত নানারসপূর্ণ কাংস্যাদি পাত্র সকল ও শকটের চক্র ও চক্রের মধ্যমণ্ডল জোয়াল প্রভৃতি ভগ্ন হইয়া গেল॥ ৭॥

দৃষ্ট্বা যশোদাপ্রমুখা ব্রজস্ত্রিয়
ঔত্থানিকে পর্ব্বণি যাঃ সমাগতাঃ।
নন্দাদয়শ্চাদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ
কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্য্যগাৎ॥
ইতি ব্রুবন্তোঽতিবিষাদমোহিতাঃ।
জনাঃ সমন্তাৎ পরিবব্রুরার্ত্তবৎ॥ ৮॥

যশোদাপ্রমুখাঃ (যশোদা প্রমুখা যাসাং তাঃ) যাঃ ঊত্থানিকে পর্ব্বণি সমাগতাঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ নন্দাদয়ঃ (গোপাঃ) চ দৃষ্ট্বা (শকটবিপর্য্যয়ং বীক্ষ্য) অদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ (অদ্ভুতস্য আশ্চর্য্যজনকস্য দর্শনেন আকুলাঃ সম্ভ্রান্তাঃ সন্তঃ) কথং বৈ শকটং স্বয়ম্ (এব) বিপর্য্যগাৎ (বিপরীতম্ অপতৎ) ইতি ব্রুবন্তঃ অতিবিষাদমোহিতাঃ (চ সন্তঃ সর্ব্বে তে) জনাঃ (শকটং বালং চ) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) আর্ত্তবৎ পরিবব্রুঃ (পরিবেষ্টিতবন্তঃ)॥ ৮॥

যশোদাপ্রমুখ ও অঙ্গপরিবর্ত্তনোৎসবে সমাগত ব্রজস্ত্রী সকল এবং নন্দাদি গোপ সকল শকটবিপর্য্যয় দর্শন করিয়া ও সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আকুল হইয়া, অহো! শকটখানি আপনাপনি কিপ্রকারে বিপর্য্যস্ত হইল, এই কথা বলিতে বলিতে অতিশয় বিষাদে মোহিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া আর্ত্তের ন্যায় শকটখানিকে ও বালককে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। ৮॥

উচুরব্যবসিতমতীন্ গোপান্ গোপাশ্চ বালকাঃ।
রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

(তদা তত্র ক্রীড়ন্তঃ) বালকাঃ অব্যবসিতমতীন্ (অব্যবসিতা অনিশ্চিতা মতিঃ যেষাং তান্) গোপান্ গোপীঃ চ (প্রতি) রুদতা অনেন (বালেন) পাদেন এতং (শকটং) ক্ষিপ্তম্ (আক্ষিপ্তম্ অত্র) সংশয়ঃ ন (অস্তি ইতি) উচুঃ ॥ ৯ ॥

তখন সেই স্থানে ক্রীড়াকারী বালকসকল অনিশ্চিতবুদ্ধি সেই গোপগণকে ও গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই বালক রোদন করিতে করিতে পদচালনা দ্বারা শকটখানিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ৯ ॥

ন তে শ্রদ্দধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুত।
অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ ॥ ১০ ॥

তে (এবম্ উক্তাঃ নন্দাদয়ঃ) গোপাঃ বালভাষিতম্ উত ইতি (কৃত্বা) ন শ্রদ্দধিরে (বিশ্বসন্তি স্ম ; যতঃ) তে (গোপাঃ) তস্য বালকস্য অপ্রমেয়ম্ (অমিতং) বলং ন বিদুঃ ॥ ১০ ॥

বালকেরা ঐরূপ বলিলেও, নন্দাদি গোপগণ, উহা বালকের কথা এই মনে করিয়া, তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; যেহেতু তাঁহারা ঐ বালকের অপরিমিত বলের বিষয় বিদিত ছিলেন না ॥ ১০ ॥

রুদন্তং সুতমাদায় যশোদা গ্রহশঙ্কিতা।
কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তৈস্তনমপায়য়ৎ ॥ ১১ ॥

গ্রহশঙ্কিতা যশোদা রুদন্তং সুতম্ আদায় (প্রথমং) সূক্তৈঃ (রক্ষোঘ্নৈঃ মন্ত্রৈঃ কৃত্বা) বিপ্রৈঃ (কর্তৃভিঃ) কৃতস্বস্ত্যয়নং তং পশ্চাৎ) স্তনম্ অপায়য়ৎ ॥ ১১ ॥

গ্রহশঙ্কিতা যশোদা রোদনকারী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া প্রথমতঃ রক্ষোঘ্ন মন্ত্র সকল দ্বারা বিপ্রগণ কর্তৃক স্বস্ত্যয়ন করাইয়া পরে তাঁহাকে স্তনপান করাইলেন ॥ ১১ ॥

পূর্ব্ববৎ স্থাপিতং গোপৈর্বলিভিঃ সপরিচ্ছদম্।
বিপ্রা হুত্বার্চ্চয়াঞ্চক্রুর্দধ্যক্ষতকুশাম্বুভিঃ ॥ ১২ ॥

বিপ্রাঃ হুত্বা (গ্রহাদিশান্ত্যর্থং হোমং বিধায়) বলিভিঃ (বলবদ্ভিঃ) গোপৈঃ পূর্ব্ববৎ (যথাপূর্ব্বং) স্থাপিতং সপরিচ্ছদং (সপরিকরং শকটং) দধ্যক্ষতকুশাম্বুভিঃ অর্চ্চয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ১২ ॥

বিপ্রগণ গ্রহাদিশান্তির নিমিত্ত প্রথমতঃ হোম করিয়া পরে বলবন্ত গোপগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎ সাবয়ব শকটখানিকে দধি অক্ষত ও কুশোদক দ্বারা পূজা করিলেন ॥ ১২ ॥

যেঽসূয়ানৃতদম্ভের্ষাহিংসামানবিবর্জ্জিতাঃ।
ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ ॥ ১৩ ॥

যে (ব্রাহ্মণাঃ) অসূয়ানৃতদম্ভের্ষাহিংসামানবিবর্জ্জিতাঃ তেষাং সত্যশীলানাং কৃতাঃ (তৈঃ প্রযুক্তাঃ) আশিষঃ বিফলাঃ ন (ভবন্তি) ॥ ১৩ ॥

যাঁহারা অসূয়া অনৃত দম্ভ ঈর্ষা হিংসা ও অভিমান বর্জ্জিত সেই সত্যশীল ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত আশীর্ব্বাদ কখন বিফল হয় না ॥ ১৩ ॥

ইতি বালকমানীয় সামর্গ্যজুরুপাকৃতৈঃ।
জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিরভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি (এবম্ অভিপ্রেত্য) বালকম্ আনীয় সামর্গ্যজুরুপাকৃতৈঃ (সামর্গ্যজুর্ভিঃ মন্ত্রৈঃ উপাকৃতৈঃ অভিমন্ত্রিতৈঃ সংস্কৃতৈঃ) পবিত্রৌষধিভিঃ (পবিত্রাঃ সর্ব্বারিষ্টনির্বর্ত্তকাঃ ওষধয়ঃ যেষু তৈঃ) জলৈঃ (কৃত্বা) দ্বিজোত্তমৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) অভিষিচ্য ॥ ১৪ ॥

এই অভিপ্রায়ে বালককে আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ঋক্ যজুঃ সাম বেদোক্ত মন্ত্রসকল দ্বারা অভিমন্ত্রিত ও পবিত্র ওষধি সমূহ মিশ্রিত জল দ্বারা অভিষেক করাইয়া ॥ ১৪ ॥

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ।
হুত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাগুণম্ ॥ ১৫ ॥

স্বস্ত্যয়নং (পুণ্যাহং) বাচয়িত্বা অগ্নিং হুত্বা (হাবয়িত্বা) চ নন্দগোপঃ সমাহিতঃ (সন্) দ্বিজাতিভ্যঃ মহাগুণং (ষড়্রসাদিযুক্তম্) অন্নং প্রাদাৎ ॥ ১৫ ॥

স্বস্তিবাচন করাইয়া ও অগ্নিতে হোম করাইয়া, গোপরাজ নন্দ সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধরসযুক্ত অন্ন প্রদান করিলেন ॥ ১৫ ॥

গাবঃ সর্ব্বগুণোপেতা বাসঃস্রগ্রুক্মমালিনীঃ।
আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় প্রাদাৎ তে চান্বযুঞ্জত ॥ ১৬ ॥

আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় (আত্মজস্য অভ্যুদয়ঃ সর্ব্বোপদ্রবশান্তিপূর্ব্বিকাভিবৃদ্ধিঃ সঃ এব অর্থঃ প্রয়োজনং তদর্থং) সর্ব্বগুণোপেতাঃ (নানাগুণবতীঃ) বাসঃস্রগ্রুক্মমালিনীঃ (বাসঃ স্রক্ পুষ্পমালা রুক্মময়ী মালা চ বিদ্যতে যাসাং তাঃ) গাবঃ (গাঃ চ) প্রাদাৎ। তে চ (বিপ্রাঃ) অনু (অন্নভোজনাদানন্তরম্) আশিষঃ অযুঞ্জত (প্রযুক্তবন্তঃ) ॥ ১৬ ॥

এবং আত্মজের অভ্যুদয়ার্থ নানাগুণবতী, বস্ত্র পুষ্পমালা ও স্বর্ণহার দ্বারা অলঙ্কৃত গাভিসকল দান করিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণেরাও ভোজনাদির পরে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

বিপ্রা বেদবিদো যুক্তাস্তৈর্যাঃ প্রোক্তাস্তথাশিষঃ।
তা নিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥

(তে চ) বিপ্রাঃ বেদবিদঃ যুক্তাঃ (যোগিনঃ অতঃ। তৈঃ যাঃ আশিষঃ প্রোক্তাঃ তাঃ (তস্মিন্) কদাচিৎ অপি নিষ্ফলাঃ (অন্যথা) ন ভবিষ্যন্তি (কিন্তু তথা এব জাতাঃ ইতি) ধ্রুবং (নিশ্চিতম্) ॥ ১৭ ॥

ঐ সকল ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ ও যোগী ছিলেন, অতএব তাঁহারা যে সকল আশীর্ব্বাদ করিলেন, সেগুলি ঐ বালকে কখনও অন্যথা হইবার নহে, পরন্তু সকলই হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত ॥ ১৭ ॥

একদা রোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী।
গরিমাণং শিশোর্ব্বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ ॥ ১৮ ॥

একদা (একাব্দবয়সি সতি) আরোহম্ (উৎসঙ্গম্) আরূঢ়ং সুতং লালয়ন্তী (ভুজাভ্যাম্ উত্তোলনান্দোলনাদিভিঃ উল্লাসয়ন্তী) সতী (যশোদা) গিরিকূটবৎ (গিরিসমূহবৎ) শিশোঃ গরিমাণং (ভারং) বোঢ়ুং ন সেহে ॥ ১৮ ॥

ক্রমে বালকের বয়ঃক্রম এক বৎসর হইলে, একদা সতী যশোদা বালককে ক্রোড়ে করিয়া লালন করিতে করিতে পর্ব্বতের ন্যায় উঁহার ভার বহন করিতে অসমর্থ হইলেন ॥ ১৮ ॥

ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা।
মহাপুরুষমাদধ্যৌ জগতামাস কর্ম্মসু ॥ ১৯ ॥

ভারপীড়িতা (অতএব কথম্ অকস্মাৎ শিশোঃ এতাদৃশঃ ভারঃ জাতঃ ইতি) বিস্মিতা (চ সতী) গোপী (যশোদা) তং (বালং) ভূমৌ নিধায় জগতাং মহাপুরুষম্ (ঈশ্বরম্) আদধ্যৌ কর্ম্মসু (স্বস্ত্যয়নাদিরূপতদ্বাৎ-সল্যময়েষু) আস (বভূব) ॥ ১৯ ॥

অকস্মাৎ শিশুর অতিশয় ভারে প্রপীড়িতা ও বিস্মিতা যশোদা বালককে ভূমিতলে স্থাপন পূর্ব্বক জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্মসমূহে নিযুক্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥

দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্ত্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রচোদিতঃ।
চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্ ॥ ২০ ॥

(তদা চ) কংসভৃত্যঃ (তেন এব) প্রচোদিতঃ নাম্না তৃণাবর্ত্তঃ (তৃণবৎ সকলং বিশ্বম্ আবর্ত্তয়তি ইতি তথাভূতঃ) দৈত্যঃ আসীনম্ অর্ভকং চক্রবাতস্বরূপেণ জহার ॥ ২০ ।

ঐ সময়েই কংসানুচর ও তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত তৃণাবর্ত্ত নামক দৈত্য উপবিষ্ট বালককে চক্রাবাতস্বরূপে হরণ করিল ॥ ২০ ॥

গোকুলং সর্ব্বমাবৃণ্বন্ মুষ্ণংশ্চক্ষূংষি রেণুভিঃ।
ঈরয়ন্ সুমহাঘোরশব্দেন প্রদিশো দিশঃ ॥ ২১ ॥

রেণুভিঃ সর্ব্বং গোকুলম্ আবৃণ্বন্ (জনানাং) চক্ষূংষি (চ) মুষ্ণন্ (দর্শনাযোগ্যানি কুর্ব্বন্) সুমহাঘোরশব্দেন প্রদিশঃ (বিদিশঃ) দিশঃ (চ) ঈরয়ন্ (নিনাদয়ন্) সন্ ॥ ২১ ॥

সে যখন বালককে হরণ করিল, তৎকালে সমস্ত গোকুল ধূলি দ্বারা আবৃত, লোক সকলের চক্ষু অন্ধ ও সুমহাঘোর শব্দে দিক্ ও বিদিক্ সকল নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

মুহূর্ত্তমভবদ্‌গোষ্ঠং রজসা তমসাবৃতম্।
সুতং যশোদা নাপশ্যৎ তস্মিন্ ন্যস্তবতী যতঃ ॥ ২২ ॥

গোষ্ঠং (ব্রজঃ) মুহূর্ত্তং (মুহূর্ত্তমাত্রং) রজসা (রেণুনা) তমসা (অন্ধকারেণ চ) আবৃতম্ অভবৎ। যশোদা যতঃ (যত্র) সুতং ন্যস্তবতী (স্থাপিতবতী) (স্থানে তং) ন অপশ্যৎ ॥ ২২ ॥

মুহূর্ত্তমাত্র গোষ্ঠ ধূলি দ্বারা ও অন্ধকার দ্বারা সমাবৃত হইল। মা যশোদা পুত্রকে যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই স্থানে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ২২ ॥

নাপশ্যৎ কশ্চনাত্মানং পরঞ্চাপি বিমোহিতঃ।
তৃণাবর্ত্তবিসৃষ্টাভিঃ শর্করাভিরুপদ্রুতঃ ॥ ২৩ ॥

কশ্চন অপি (জনঃ) তৃণাবর্ত্তবিসৃষ্টাভিঃ (তৃণাবর্ত্তেন বিসৃষ্টাভিঃ প্রক্ষিপ্তাভিঃ) শর্করাভিঃ (সিকতাভিঃ) উপদ্রুতঃ (অতএব) বিমোহিতঃ (ব্যাকুলচিত্তঃ সন্) আত্মানং পরং (ঘটপটাদিকং) চ ন অপশ্যৎ ॥ ২৩ ॥

তৃণাবর্ত্ত কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত বালুকা দ্বারা উপদ্রুত ও বিমোহিত হইয়া কেহই আপনাকে ও পরকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ২৩ ॥

ইতি খরপবনচক্রপাংশুবর্ষে
সুতপদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা।
অতিকরুণমনুসংসরন্ত্যশোচদ্
ভুবি পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি (এবং) খরপবনচক্রপাংশুবর্ষে (খরাৎ তীক্ষ্ণাৎ পবনচক্রাৎ পাংশুবর্ষে সতী) সুতপদবীং (সুতস্য পদবীং মার্গম্) অবিলক্ষ্য (অদৃষ্ট্বা) অবলা (তদ্দর্শনোপায়ে অসমর্থা) মাতা (যশোদা) অতিকরুণম্ (অতিদৈন্যং যথা স্যাৎ তথা তম্) অনুসংসরন্তী (অকৃতার্থা অহম্ ইতি আত্মানম্) অশোচৎ। (অথ) মৃতবৎসকা গৌঃ যথা (তথা) ভুবি পতিতা ॥ ২৪ ॥

এই প্রকারে খরতর বায়ুবেগে ধূলিবর্ষণ হইতে থাকিলে, পুত্রপদবী দর্শন করিতে না পারিয়া, তদ্দর্শনোপায়ে অসমর্থা যশোদা অতিশয় দীনভাবে ইতঃস্তত অনুসরণ করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মৃতবৎসা গাভির ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

রুদিতমনুনিশম্য তত্র গোপ্যো
ভৃশমনুতপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ।

রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং
পবন উপারতপাংশুবর্ষবেগে ॥ ২৫ ॥

পবনে উপারতপাংশুবর্ষবেগে (উপারতঃ নিবৃত্তঃ পাংশুবর্ষস্য বেগঃ যস্মিন্ তথাভূতে সতি তস্যাঃ) রুদিতম্ অনুনিশম্য তত্র (আগত্য) নন্দসূনুম্ অনুপলভ্য ভৃশম্ অনুতপ্তধিয়ঃ (অনুতপ্তা ধীঃ যাসাং তাঃ অতএব) অশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ গোপ্যঃ রুরুদুঃ ॥ ২৫ ॥

ক্রমে পবনের ধূলিবর্ষণবেগ নিবৃত্ত হইলে, গোপীগণ যশোদার রোদনধ্বনি শ্রবণে তৎসমীপে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অতিশয় সন্তপ্তচিত্তে অশ্রুপূর্ণবদনে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

তৃণাবর্ত্তঃ শান্তরয়ো বাত্যারূপধরো হরন্।
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্নোদ্ভূরিভারভৃৎ ॥ ২৬ ॥

ভূরিভারভৃৎ (অতএব) শান্তরয়ঃ বাত্যারূপধরঃ তৃণাবর্ত্তঃ (অপি) কৃষ্ণং হরন্ (কিয়ৎপর্য্যন্তং) নভঃ গতঃ (ততঃ অগ্রে) গন্তুং ন অশক্নোৎ ॥ ২৬ ॥

অতিভারাক্রান্ত অতএব শান্তবেগ, বাত্যারূপধারী তৃণাবর্ত্তও কৃষ্ণকে হরণ করিয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আকাশমার্গে গমন করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না ॥ ২৬ ॥

তমশ্মানং মন্যমান আত্মনো গুরুমত্তয়া।
গলে গৃহীত উৎস্রষ্টুং নাশক্নোদদ্ভুতার্ভকম্ ॥ ২৭ ॥

গুরুমত্তয়া (অতিগৌরবেণ) তম্ অশ্মানম্ (অশ্মবন্তং, পর্ব্বতপ্রায়ং) মন্যমানঃ (তেন এব) আত্মনঃ গলে গৃহীতঃ (চ) অদ্ভুতার্ভকং (তম্) উৎস্রষ্টুম্ (ইচ্ছন্ অপি) ন অশক্নোৎ ॥ ২৭ ॥

অতিশয় গুরুত্ব হেতু বালককে পর্ব্বতপ্রায় বোধ করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক গলদেশে গৃহীত হইয়া সে ত্যাগের ইচ্ছা করিয়াও ঐ অদ্ভুত বালককে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না ॥ ২৭ ॥

গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহবালো ব্যসুর্ব্রজে ॥ ২৮ ॥

গলগ্রহণনিশ্চেষ্টঃ (গলগ্রহণেন এব নিশ্চেষ্টঃ অতঃ এব) নির্গতলোচনঃ (নির্গতে লোচনে যস্য সঃ) অব্যক্তরাবঃ (অব্যক্তঃ রাবঃ শব্দঃ

যস্য সঃ) ব্যসুঃ (প্রাণরহিতঃ) দৈত্যঃ (তৃণাবর্ত্তঃ) সহবালঃ (বালেন সহ) ব্রজে ন্যপতৎ ॥ ২৮ ॥

গলদেশে গ্রহণ হেতু নিশ্চেষ্ট, নির্গতলোচন, অব্যক্তশব্দ ও গতাসু দৈত্য তৃণাবর্ত্ত বালকের সহিত ব্রজে পতিত হইল ॥ ২৮ ॥

তমন্তরীক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং
বিশীর্ণসর্ব্বাবয়বং করালম্।
পুরং যথা রুদ্রশরেণ ভিন্নং
স্ত্রিয়ো রুদন্ত্যো দদৃশুঃ সমেতাঃ ॥ ২৯ ॥

সমেতাঃ (মিলিতাঃ) রুদন্ত্যঃ স্ত্রিয়ঃ রুদ্রশরেণ ভিন্নং পুরং যথা (তথা) অন্তরীক্ষাৎ (নিরালম্বাৎ আকাশাৎ) শিলায়াং পতিতম্ (অতএব) বিশীর্ণসর্ব্বাবয়বং করালং (ভয়ঙ্করং) তং (তৃণাবর্ত্তং) দদৃশুঃ ॥ ২৯ ॥

মিলিতা ও রোদনপরা গোপী সকল রুদ্রবাণে নির্ভিন্ন ত্রিপুরাসুরের ন্যায় অন্তরীক্ষ হইতে শিলাতলে পতিত বিশীর্ণসর্ব্বাবয়ব ভয়ঙ্কর সেই তৃণাবর্ত্তকে দর্শন করিলেন ॥ ২৯ ॥

আদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতাঃ।
কৃষ্ণঞ্চ তস্যোরসি লম্বমানম্ ॥ ৩০ ॥

তস্য উরসি লম্বমানং কৃষ্ণং চ (দৃষ্ট্বা তম্) আদায় (গৃহীত্বা) মাত্রে (যশোদায়ৈ) প্রতিহৃত্য (সমর্প্য) বিস্মিতাঃ (চ বভূবুঃ) ॥ ৩০ ॥

এবং উহার বক্ষঃস্থলে লম্বমান শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক মাতা যশোদাকে সমর্পণ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং
বিহায়সা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ কিল নন্দমুখ্যা
লব্ধ্বা পুনঃ প্রাপুরতীব মোদম্ ॥ ৩১ ॥

বিহায়সা (আকাশমার্গেণ) পুরুষাদনীতং (পুরুষান্ অত্তি ইতি পুরুষাদঃ রাক্ষসঃ তেন নীতং) মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং স্বস্তিমন্তং তং পুনঃ লব্ধ্বা গোপ্যঃ নন্দমুখ্যাঃ গোপাঃ চ অতীব মোদং প্রাপুঃ কিল ॥ ৩১ ॥

আকাশমার্গে রাক্ষস কর্তৃক নীত, মৃত্যুর মুখ হইতে প্রমুক্ত, নিরাপদ বালক শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, গোপীগণ ও নন্দপ্রমুখ গোপগণ অতীব আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৩১ ॥

অহো বতাত্যদ্ভুতমেষ রক্ষসা
বালো নিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ।
হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ
সাধুঃ সমত্বেন ভয়াৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩২ ॥

অহো বত অত্যদ্ভুতম্! এষঃ বালঃ রক্ষসা নিবৃত্তিং (মৃত্যুং) গমিতঃ (প্রাপিতঃ অপি স্বয়ম্ এব) পুনঃ অভ্যগাৎ। (অয়ং) হিংস্রঃ (পরহিংসা-পরায়ণঃ) খলঃ (ক্রূরস্বভাবঃ) স্বপাপেন বিহিংসিতঃ। সাধুঃ (সদাচার-নিষ্ঠঃ চ) সমত্বেন (সমদৃষ্ট্যা) ভয়াৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩২ ॥

অহো কি আশ্চর্য্য! এই বালক রাক্ষস কর্তৃক মৃত্যুমুখে পাতিত হইয়াও স্বয়ংই পুনরাগমন করিয়াছে। এই পরহিংসাপরায়ণ ক্রূর-স্বভাব রাক্ষস নিজ পাপে বিহিংসিত হইয়াছে। সাধু লোক সমত্ব হেতু ভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

কিং ন স্তপশ্চীর্ণমধোক্ষজার্চ্চনং
পূর্ত্তেষ্টদত্তং বত ভূতসৌহৃদম্।
যৎ সম্পরেতঃ পুনরেব বালকো
দিষ্ট্যা স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥

যৎ (যস্মাৎ তপআদিপুণ্যবিশেষাৎ) সম্পরেতঃ (মৃত্যুং গমিতঃ অপি) বালকঃ স্ববন্ধূন্ (অস্মান্) প্রণয়ন্ (প্রীণয়ন্, হর্ষয়ন্) এব বত দিষ্ট্যা পুনঃ উপস্থিতঃ (সমাগতঃ; তৎ) কিং নঃ (অস্মাভিঃ) তপঃ (কৃচ্ছ্রাদি) পূর্ত্তেষ্টদত্তং (পূর্ত্তং বাপীকূপতড়াগাদিনির্ম্মাণম্ ইষ্টং পঞ্চযজ্ঞাদি দত্তং তুলা-পুরুষাদিদানং) ভূতসৌহৃদং (সর্ব্বভূতেষু মৈত্রী চ) অধোক্ষজার্চ্চনম্ (অধো-ক্ষজস্য অর্চ্চনং যস্মাৎ তদর্পিতত্বাৎ তদ্ভক্তিসাধকং তদ্রূপং তদঙ্গভূতং বা তপআদি) চীর্ণং (কৃতম্, আচরিতম্) ॥ ৩৩ ॥

আমরা শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনার অঙ্গীভূত কি তপস্যা কি পূর্ত্ত ইষ্ট কি দান কি সর্ব্বভূতমৈত্রী আচরণ করিয়াছিলাম বলিতে

পারি না; যেহেতু, এই বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও আবার ভাগ্যক্রমে আত্মবন্ধুগণের আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক সমাগত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

দৃষ্ট্বাদ্ভুতানি বহুশো নন্দগোপো বৃহদ্বনে।
বসুদেববচো ভূয়ো মানয়ামাস বিস্মিতঃ ॥ ৩৪ ॥

বৃহদ্বনে (মহাবনে এবংবিধানি) বহুশঃ অদ্ভুতানি দৃষ্ট্বা নন্দগোপঃ বিস্মিতঃ (সন্) ভূয়ঃ (পুনঃ পুনঃ) বসুদেববচঃ (নেহ স্থেয়ং বহুতিথম্ ইত্যাদি তদ্বাক্যং) মানয়ামাস (সত্যম্ অমন্যত) ॥ ৩৪ ॥

মহাবনে এই প্রকার বহু বহু আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল দর্শন করিয়া গোপরাজ নন্দ বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বসুদেবের বাক্য সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভাবিনী।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥ ৩৫ ॥

একদা অর্ভকম্ আদায় স্বাঙ্কম্ আরোপ্য ভাবিনী (সদ্ভাবযুক্তা) স্নেহপরিপ্লুতা (পুত্রস্নেহেন অত্যন্তং ব্যাপ্তা নিমগ্না বা যশোদা) প্রস্নুতং (স্রবৎপয়স্কং) স্তনং পায়য়ামাস ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর একদা বালককে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সদ্ভাবযুক্তা স্নেহরসনিমগ্না মাতা যশোদা দুগ্ধক্ষরণশীল স্তন পান করাইতেছিলেন ॥ ৩৫ ॥

পীতপ্রায়স্য জননী সুতস্য রুচিরস্মিতম্।
মুখং লালয়তী রাজন্ জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্ ॥ ৩৬ ॥

(হে) রাজন্, জননী পীতপ্রায়স্য সুতস্য রুচিরস্মিতং (রুচিরং স্মিতং যত্র তাদৃশং) মুখং লালয়তী (সতী) জৃম্ভতঃ (জৃম্ভাং কুর্ব্বতঃ সতঃ তস্য মুখে) ইদং (বহিঃ দৃশ্যমানং বিশ্বং) দদৃশে ॥ ৩৬ ॥

হে রাজন্, জননী পীতপ্রায় তনয়ের রুচিরহাস্যযুক্ত মুখে আদর সহকারে চুম্বনাদি করিতেছেন, এমন সময়ে আলস্য বশতঃ জৃম্ভণকারী সেই বালকের মুখমধ্যে বহিঃ দৃশ্যমান বিশ্ব দর্শন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৃর্বনানি
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি ॥ ৩৭ ॥

খম্ (আকাশং) রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) জ্যোতিরনীকং (জ্যোতিশ্চক্রস্থং গুর্ব্বাদিজ্যোতিঃসমূহম্) আশাঃ (দিশঃ) সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীন্ দ্বীপান্ নগান্ তদ্দুহিতৃঃ (নদীঃ) বনানি স্থিরজঙ্গমানি যানি ভূতানি (তানি চ) ॥ ৩৭ ॥

আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, জ্যোতিশ্চক্রস্থ গ্রহনক্ষাদি, দিক্‌সকল, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য, এবং চরাচর ভূতগ্রামও দর্শন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্ সঞ্জাতবেপথুঃ।
নিমীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা ॥ ৩৮ ॥

(হে) রাজন্, সা মৃগশাবাক্ষী (যশোদা) সহসা (অকস্মাৎ পুত্রমুখে) বিশ্বং বীক্ষ্য সঞ্জাতবেপথুঃ (ভূত্বা) নেত্রে নিমীল্য সুবিস্মিতা আসীৎ ॥ ৩৮ ॥

হে রাজন্, মৃগশাবকলোচনা যশোদা পুত্রমুখে বিশ্ব নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কম্পান্বিতকলেবরে নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া রহিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শকটভঞ্জনতৃণাবর্ত্তবধো
নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ।
ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেবপ্রচোদিতঃ॥ ১॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;—(হে) রাজন্, যদূনাং পুরোহিতঃ (অতএব পুত্রয়োঃ নামকরণার্থং) বসুদেবপ্রচোদিতঃ (বসুদেবেন প্রচোদিতঃ) সুমহাতপাঃ গর্গঃ নন্দস্য ব্রজং জগাম (আগতঃ)॥ ১॥

অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ, বাল্যক্রীড়া, মৃত্তক্ষণের অভিযোগ ও তৎপ্রসঙ্গে তদীয় মুখমধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন এবং তচ্ছ্রবণে গর্গবাক্যের সত্যত্বাবধারণ বর্ণিত হইয়াছে॥

শুকদেব বলিলেন ;—হে রাজন্, যদুবংশের পুরোহিত সুমহাতপা গর্গমুনি বসুদেব কর্তৃক নিজ তনয়দ্বয়ের নামকরণার্থ প্রেরিত হইয়া নন্দব্রজে সমাগত হইলেন॥ ১॥

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
আনর্চ্চাধোক্ষজধিয়া প্রণিপাতপুরঃসরম্॥ ২॥

তং (গর্গং) দৃষ্ট্বা (নন্দঃ) পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ (চ সন্) প্রণিপাতপুরঃসরং (যথা ভবতি তথা) অধোক্ষজধিয়া (পরমেশ্বরে ইব ভক্ত্যা) আনর্চ্চ॥ ২॥

তাঁহাকে দর্শন করিয়া গোপরাজ নন্দ পরম প্রীত হইলেন এবং প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রাণিপাত পুরঃসর পরমেশ্বরের ন্যায় ভক্তি সহকারে পূজা করিলেন॥ ২॥

সূপবিষ্টং কৃতাতিথ্যং গিরা সূনৃতয়া মুনিম্।
নন্দয়িত্বাব্রবীদ্‌ব্রহ্মন্ পূর্ণস্য করবাম কিম্॥ ৩॥

(এবং) কৃতাতিথ্যং (কৃতম্ আতিথ্যম্ অতিথেঃ হিতং পাদপ্রক্ষালনাদি ভোজনান্তং যস্মৈ তম্ অতএব) সূপবিষ্টং (সুষ্ঠু সুখেন মার্গশ্রমরাহিত্যেন উপবিষ্টং) মুনিং (ভগবত্তত্ত্বমননশীলং গর্গং) সূনৃতয়া (মধুরয়া গিরা) নন্দ-

স্নিগ্ধা (হর্ষস্নিগ্ধা নন্দঃ হে) ব্রহ্মন্, পূর্ণস্ত (সিদ্ধসর্ব্বার্থস্ত তব বয়ং) কিং করবাম (ইতি) অব্রবীৎ॥ ৩॥

আতিথ্য গ্রহণের পর মুনিবর সুখাসীন হইলে, নন্দ, তাঁহাকে মধুর বাক্যে আনন্দিত করিয়া, হে ব্রহ্মন্, আপনি সিদ্ধসর্ব্বার্থ, অতএব আমরা আপনার কি কার্য্য করিব, এই কথা বলিলেন॥ ৩॥

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ॥ ৪॥

(হে) ভগবন্, মহদ্বিচলনং (মহতাং ভবাদৃশাং বিচলনং স্বাশ্রমাৎ অন্যত্র গমনং ন সম্ভবতি প্রয়োজনাভাবাৎ। যদি কচিৎ গমনং ভবতি তদা) দীনচেতসাং (ব্যাকুলতয়া বিবেকে অসমর্থং চেতঃ যেষাং তেষাং) গৃহিণাং (গৃহস্থানাং) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) নিঃশ্রেয়সায় (মঙ্গলায়) কল্পতে (ঘটতে) অন্যথা (স্বপ্রয়োজনায়) ন (ঘটতে)॥ ৪॥

হে ভগবন্, ভবাদৃশ মহান্ ব্যক্তিরা যে নিজ আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন করিয়া থাকেন, তাহা নিজের কোন প্রয়োজনের নিমিত্ত নহে, পরন্তু দীনচিত্ত গৃহীদিগেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। অন্যথা আপনা-দিগের কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহা ঘটিতে পারে না॥ ৪॥

জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাদ্যত্তজ্জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্।
প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরাবরম্॥ ৫॥

যৎ অতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানং (জ্ঞানসাধনং) জ্যোতিষাম্ অয়নং (তৎপ্রতিপাদকং জ্যোতিঃশাস্ত্রং তৎ) সাক্ষাৎ ভবতা প্রণীতং, যেন (অজ্ঞঃ অপি) পুমান্ (মনুষ্যঃ) পরাবরং (পরং কারণং, পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম, অবরং কার্য্যম্, অস্মিন্ জন্মনি ভাবি ফলং) বেদ (জানাতি)॥ ৫॥

অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সাধন যে জ্যোতিঃশাস্ত্র তাহা সাক্ষাৎ আপনি প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্যে অপর লোকেও জন্মান্তরকৃত কর্ম্ম ও বর্ত্তমান জন্মের ভবিষ্যৎ ফল জানিতে পারে॥ ৫॥

ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্ত্তুমর্হসি।
বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥ ৬॥

(ন কেবলং) ত্বং (জ্যোতির্বিদাম্ এব শ্রেষ্ঠঃ কিন্তু) ব্রহ্মবিদাম্ (অপি) শ্রেষ্ঠঃ; (অতএব) অনয়োঃ বালয়োঃ সংস্কারান্ কর্ত্তুম্ অর্হসি; হি (যস্মাৎ) জন্মনা (উৎপত্তিমাত্রেণ এব) ব্রাহ্মণঃ নৃণাং (মনুষ্যাণাং) গুরুঃ ॥৬॥

আপনি যে কেবল জ্যোতির্বিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে, পরন্তু ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও শ্রেষ্ঠ; অতএব এই দুইটি বালকের সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করুন; যেহেতু জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণ মনুষ্যদিগের গুরু ॥ ৬ ॥

গর্গ উবাচ।

যদূনামহমাচার্য্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্ব্বতঃ।
সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতম্ ॥ ৭ ॥

গর্গঃ উবাচ;—অহং যদূনাং (যদুকুলোদ্ভবানাম্) আচার্য্যঃ (ইতি) ভুবি (পৃথিব্যাং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) খ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ); (অতঃ) ময়া সংস্কৃতং তে (তব) সুতং (কংসঃ) দেবকীসুতং মন্যতে (মন্যেত) ॥ ৭ ॥

গর্গ বলিলেন;—আমি যাদবদিগের আচার্য্য বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিখ্যাত; অতএব আমি যদি তোমার পুত্রের সংস্কার করি, তবে কংস তাহাকে দেবকীপুত্র বলিয়া মনে করিতে পারে ॥ ৭ ॥

কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ।
দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রীভবিতুমর্হতি ॥ ৮ ॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ শ্রুত্বা দেবকীদারিকাবচঃ।
অপি হন্তাগতাশঙ্কস্তর্হি তন্নোঽনয়ো মহান্ ॥ ৯ ॥

পাপমতিঃ (পাপে দেবক্যাঃ অষ্টমপুত্রস্য মারণে মতিঃ যস্য সঃ) কংসঃ তব আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) চ সখ্যং জানাতি। বিশেষতঃ) দেবকীদারিকাবচঃ শ্রুত্বা দেবক্যাঃ অষ্টমঃ গর্ভঃ স্ত্রীভবিতুং ন অর্হতি ইতি চ সঞ্চিন্তয়ন্ আগতাশঙ্কঃ (আগতা আশঙ্কা যস্য সঃ) অপি (যদি) হন্তা (হনিষ্যতি) তর্হি তৎ (তস্য হননস্য অস্মৎকৃতনিমিত্তত্বাৎ) নঃ অস্মাকং মহান্ অনয়ঃ (অন্যায়ঃ স্যাৎ) ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

পাপমতি কংস তোমার ও বসুদেবের পরস্পর সখ্য বিদিত আছে। বিশেষতঃ দেবকীর কন্যা কর্তৃক কথিত বাক্য শ্রবণে

দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে কন্যা জন্মিতে পারে না, এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার মনে একটি আশঙ্কাও উপস্থিত হইয়াছে। অতএব সে যদি এক্ষণে মৎকৃত সংস্কারলক্ষণে উক্ত আশঙ্কাকেই দৃঢ়তর করিয়া তোমার পুত্রের প্রতি অত্যাচার করে। তাহা হইলে, আমাদিগের মহান্ অন্যায় হয় ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

নন্দঃ উবাচ।

অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্ ॥ ১০ ॥

নন্দঃ উবাচ ;—মামকৈঃ (মদন্তরঙ্গৈঃ) অপি অলক্ষিতঃ (অজ্ঞাতঃ এব) অস্মিন্ গোব্রজে (গোশালায়াং) রহসি (একান্তে স্থিতঃ সন্) স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং দ্বিজাতিসংস্কারং (দ্বিজাতীনাম্ আবশ্যকং সংস্কারমাত্রম্ এব ত্বং) কুরু ॥ ১০ ॥

নন্দ বলিলেন ;—আমার অন্তরঙ্গদিগেরও অজ্ঞাতসারেই এই গোশালায় নির্জ্জনপ্রদেশে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক দ্বিজাতির আবশ্যকীয় সংস্কারমাত্র সম্পাদন করুন ॥ ১০ ॥

শুক উবাচ।

এবং সংপ্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ।
চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ ॥ ১১ ॥

শুকঃ উবাচ ;—এবং (নন্দেন) সংপ্রার্থিতঃ বিপ্রঃ তৎ (গুপ্ততয়া সংস্কারকরণং) স্বচিকীর্ষিতং (স্বস্য চিকীর্ষিতং কর্ত্তুম্ ইষ্টম্ অতঃ) গূঢ়ঃ (সন্) রহসি বালয়োঃ নামকরণং চকার ॥ ১১ ॥

শুকদেব বলিলেন ;—নন্দ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া গর্গমুনি গুপ্তভাবে সংস্কারকরণ নিজের অভিলষিত বলিয়া গুপ্তভাবেই নির্জ্জনে বালকদ্বয়ের নামকরণ সংস্কার সম্পাদন করিলেন ॥ ১১ ॥

গর্গ উবাচ।

অয়ং বৈ রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ।
যদূনামপৃথগ্ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপি ॥ ১২ ॥

গর্গঃ উবাচ ;—অয়ং বৈ (হি) রোহিণীপুত্রঃ সুহৃদঃ (সর্ব্বান্ স্বসম্বন্ধিনঃ) গুণৈঃ (স্বগুণৈঃ) রময়ন্ (লোকে) রামঃ ইতি আখ্যাস্যতে (বিখ্যাতঃ ভবিষ্যতি। অস্য) বলাধিক্যাৎ (বলিষ্ঠত্বাৎ এনং জনাঃ) বলং বিদুঃ (বল ইতি ব্যবহরিষ্যন্তি। কুতশ্চিৎ হেতোঃ বিপ্রতিপদ্যমানানাং) যদূনাম্ অপৃথগ্ ভাবাৎ (পরস্পরশিক্ষয়া সর্ব্বৈকমত্যকরণাৎ) সঙ্কর্ষণং (সম্যক্ কর্ষতি একীকরোতি ইতি তম্) অপি উশন্তি (মন্যন্তে, বক্ষ্যন্তি) ॥ ১২ ॥

গর্গ বলিলেন ;—এই রোহিণীনন্দন নিজগুণে সমস্ত সুহৃদ্বর্গের মনোরঞ্জন করিবেন বলিয়া রাম এই নামে বিখ্যাত হইবেন। বলাধিক্য হেতু লোকে ইহাঁকে বলও বলিবে। আবার কোন কারণে যাদবগণের বিবাদ উপস্থিত হইলে, ইনি, তাঁহাদিগের পরস্পর শিক্ষা দ্বারা সকলের ঐকমত্য সম্পাদন হেতু, সঙ্কর্ষণ নামেও অভিহিত হইবেন ॥ ১২ ॥

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১৩ ॥

অনুযুগং (যুগে যুগে) তনূঃ গৃহ্নতঃ অস্য (তব পুত্রস্য) শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ (চ ইতি ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্। ইদানীং হি (তু দ্বাপরান্তে) কৃষ্ণতাং গতঃ) ॥ ১৩ ॥

প্রতিযুগে শরীরধারণকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল রক্ত ও পীত এই তিনটি বর্ণ ছিল। সম্প্রতি দ্বাপরান্তে ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সংপ্রচক্ষতে ॥ ১৪ ॥

অয়ং শ্রীমান্ তব আত্মজঃ প্রাক্ কচিৎ (কদাচিৎ) বসুদেবস্য (সুতঃ) জাতঃ ইতি (অতঃ) অভিজ্ঞাঃ (যে অভিতঃ স্বরূপং জানন্তি তে এনং) বাসুদেবঃ ইতি সংপ্রচক্ষতে (কথয়ন্তি) ॥ ১৪ ॥

তোমার এই শ্রীমান্ পুত্র পূর্ব্বে কোন সময়ে বসুদেবের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাঁকে বাসুদেব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।

গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ ১৫ ॥

তে (তব) সুতস্য গুণকর্ম্মানুরূপানি বহূনি নামানি রূপাণি চ সন্তি, তানি (সর্ব্বাণি) অহম্ (অপি) নো বেদ (জানামি), জনাঃ (অপি ন বিদুঃ)॥ ১৫ ॥

তোমার পুত্রের গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ বহুসংখ্যক নাম ও রূপ বিদ্যমান আছে, সে সকল আমিও জানি না, অন্য লোকেও জানেন না॥ ১৫ ॥

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্‌গোপগোকুলনন্দনঃ।

অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ॥ ১৬ ॥

গোপগোকুলনন্দনঃ (গোপান্ গোপীঃ গোকুলং চ নন্দয়তি ইতি) এষঃ বঃ (যুষ্মাকং সর্ব্বেষাং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলম্) আধাস্যৎ (আধাস্যতি তথা) অনেন যূয়ং সর্ব্বদুর্গাণি (সর্ব্বাণি দুর্গাণি, সর্ব্বোপদ্রবান্) তরিষ্যথ (অতিক্রমিষ্যথ)॥ ১৬ ॥

গোপ গোপী ও গোকুলের আনন্দবর্দ্ধক এই বালক তোমাদিগের সকলের মঙ্গল সাধন করিবেন, এবং তোমরা ইঁহার প্রভাবে সকল উপদ্রব হইতে উত্তীর্ণ হইবে॥ ১৬ ॥

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।

অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ॥ ১৭ ॥

(হে) ব্রজপতে, পুরা অরাজকে দস্যুপীড়িতাঃ সাধবঃ অনেন রক্ষ্যমাণাঃ সমেধিতাঃ (সংবর্দ্ধিতাঃ চ সন্তঃ তান্) দস্যূন্ জিগ্যুঃ (নির্জিতবন্তঃ)॥ ১৭ ॥

হে ব্রজপতে, পূর্ব্বে ইনি অরাজকের সময়ে দস্যুপীড়িত সাধুগণকে রক্ষিত ও সংবর্দ্ধিত করাতে তাঁহারা দস্যুদিগকে নির্জ্জয় করিয়াছিলেন॥ ১৭ ॥

য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।

নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥ ১৮ ॥

যে মানবাঃ এতস্মিন্ মহাভাগে (তব পুত্রে) প্রীতিং কুর্ব্বন্তি, (তান্)

এতান্ অরয়ঃ বিষ্ণুপক্ষান্ (বিষ্ণুঃ পক্ষে যেষাং তান্) অসুরাঃ ইব ন অভিভবন্তি ॥ ১৮ ॥

যে সকল মানব তোমার এই মহাভাগ্য পুত্রে প্রীতি করেন, অসুর সকল যেমন বিষ্ণুপক্ষীয় কাহাকেও অভিভব করিতে পারে না, তদ্রূপ তাঁহাদিগকেও শত্রুগণ অভিভব করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৮ ॥

তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ ॥ ১৯ ॥

(হে) নন্দ, অয়ং তে (তব) আত্মজঃ গুণৈঃ (ভক্তবাৎসল্যাদিভিঃ) শ্রিয়া (ঐশ্বর্য্যেণ) কীর্ত্ত্যা (যশসা) অনুভাবেন (প্রভাবেণ চ) নারায়ণসমঃ। (ত্বং চ) সমাহিতঃ (সাবধানঃ সন্ এনং) গোপায়স্ব (গোপায়, পালয়, অস্য রক্ষণে প্রযত্নং কুরু) ॥ ১৯ ॥

হে নন্দ, তোমার এই পুত্র ভক্তবাৎসল্যাদি গুণে ঐশ্বর্য্যে কীর্ত্তিতে ও প্রভাবে নারায়ণসম। তুমি সাবধানে এই বালকটিকে রক্ষা কর ॥ ১৯ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যাত্মানং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
নন্দঃ প্রমুদিতো মেনে আত্মানং পূর্ণমাশিষাম্ ॥ ২০ ॥

শুকঃ উবাচ;—ইতি চ আত্মানং (প্রতি) সমাদিশ্য গর্গে স্বগৃহং গতে (সতি) নন্দঃ প্রমুদিতঃ (সন্) আত্মানম্ আশিষাম্ (আশীর্ভিঃ, অভিমতার্থৈঃ) পূর্ণং মেনে ॥ ২০ ॥

শুকদেব কহিলেন;—তাঁহাকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া গর্গমুনি নিজ গৃহে প্রস্থান করিলে, নন্দ আনন্দিত হইয়া আপনাকে অভিমতার্থ দ্বারা পূর্ণ মনে করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

কালেন ব্রজতা তাত গোকুলে রামকেশবৌ।
জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ ॥ ২১ ॥

(হে) তাত, রামকেশবৌ ব্রজতা (গচ্ছতা) কালেন জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ গোকুলে বিজহ্রতুঃ (বিহারং চক্রতুঃ) ॥ ২১ ॥

(হে) তাত, এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, কৃষ্ণ ও বলরাম জানুদ্বয় ও হস্তদ্বয়ের উপর ভর দিয়া চলিতে চলিতে গোকুলে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২১ ॥

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ
ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দ্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং
মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ ॥ ২২ ॥

তৌ (রামকৃষ্ণৌ) ঘোষপ্রঘোষরুচিরং (ঘোষঃ কটিপাদভূষণকিঙ্কিণ্যঃ তেষাং প্রঘোষেণ রুচিরং যথা ভবতি তথা) অঙ্ঘ্রিযুগ্মম্ অনুকৃষ্য (পুনঃ পুনঃ আকৃষ্য) ব্রজকর্দ্দমেষু সরীসৃপন্তৌ (দ্রুতং তির্য্যক্ গচ্ছন্তৌ) তন্নাদ-হৃষ্টমনসৌ (তেষাং ঘোষাণাং নাদেন হৃষ্টং মনঃ যয়োঃ তৌ) লোকম্ (ইতস্ততঃ গচ্ছন্তং জনম্) অনুসৃত্য (অনুগম্য) মুগ্ধপ্রভীতবৎ (মুগ্ধঃ অজ্ঞঃ প্রভীতঃ প্রকর্ষেণ ভীতঃ যথা তথা) মাত্রোঃ (রোহিণীযশোদয়োঃ) অন্তি (সমীপম্) উপেয়তুঃ (উপজগ্মতুঃ, ঝটিতি আজগ্মতুঃ) ॥ ২২ ॥

কটিভূষণ ও পাদভূষণ কিঙ্কিণী সকলের শব্দ দ্বারা রুচিরভাবে পাদযুগল আকর্ষণ করিতে করিতে সরীসৃপের সদৃশ গমনকারী এবং পূর্ব্বোক্ত শব্দ দ্বারা হৃতচিত্ত কৃষ্ণ ও বলরাম ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল লোকদিগের অনুগমন পূর্ব্বক অজ্ঞের ন্যায় ও অত্যন্ত ভীতের ন্যায় সত্বর জননীদ্বয়ের সমীপে পুনরাবর্ত্তন করিতেন ॥ ২২ ॥

তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্ত্যৌ
পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগুহ্য দোর্ভ্যাম্।
দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য।
মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্ ॥ ২৩ ॥

ঘৃণয়া (কৃপয়া) স্নুবন্ত্যৌ (স্তনাভ্যাং পয়ঃ স্রবন্ত্যৌ) তন্মাতরৌ (তয়োঃ মাতরৌ) পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরৌ নিজসুতৌ দোর্ভ্যাম্ উপগুহ্য (সংবেষ্ট্য) স্তনং দত্ত্বা (স্তনং) প্রপিবতোঃ (তয়োঃ) মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং (মুগ্ধং মন্দং স্মিতং যস্মিন্ তৎ চ অসৌ অল্পাঃ সূক্ষ্মাঃ দশনাঃ যস্মিন্ তৎ চ) মুখং নিরীক্ষ্য প্রমোদং যযতুঃ স্ম ॥ ২৩ ॥

স্নেহ বশতঃ ক্ষরিতস্তনা জননীদ্বয়, পঙ্ক ও অঙ্গরাগে রুচিরাঙ্গ নিজ পুত্র দুইটিকে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন ও স্তনদান করিয়া স্তন্য-পাননিরত সেই বালকদ্বয়ের মনোহর-মন্দ-হাস্য-যুক্ত ও সূক্ষ্মদশনান্বিত বদন সন্দর্শন পূর্ব্বক আনন্দলাভ করিতেন ॥ ২৩ ॥

যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলা-
বন্তর্ব্রজে তদবলা প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ।
বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ
প্রেক্ষন্ত্য উজ্ঝিতগৃহা জহৃষুর্হসন্ত্যঃ ॥ ২৪ ॥

যর্হি (যদা) অঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলৌ (অঙ্গনানাং দর্শনীয়াঃ দর্শনযোগ্যাঃ কুমারলীলাঃ যয়োঃ তথাভূতৌ জাতৌ তদা) অন্তর্ব্রজে (ব্রজস্য অন্তঃ মধ্যে) তদবলাঃ (ব্রজাঙ্গনাঃ) প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ (তাভ্যাম্ এব প্রগৃহীতানি পুচ্ছানি যেষাং তৈঃ) বৎসৈঃ ইতস্ততঃ অনুকৃষ্যমাণৌ উভৌ (রামকৃষ্ণৌ) প্রেক্ষন্ত্যঃ (প্রেক্ষমাণাঃ) উজ্ঝিতগৃহাঃ (উজ্ঝিতং গৃহং যাভিঃ তথাভূতাঃ) হসন্ত্যঃ (সত্যঃ) জহৃষুঃ (হৃষ্টাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৪ ॥

যখন কৃষ্ণ ও বলরাম অঙ্গনাগণ-দর্শনীয়-কৌমারক্রীড়া-পরায়ণ হইলেন, তখন ব্রজমধ্যে ব্রজাঙ্গনাগণ ধৃতপুচ্ছ বৎসগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ অনুকৃষ্যমাণ ঐ বালকদ্বয়কে দর্শন করিয়া হাস্য করিতে করিতে গৃহাদি বিস্মৃত হইয়া সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন ॥ ২৪ ॥

শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যহিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ।
ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্।
গৃহ্যাণি কর্ত্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ।
শেকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্ ॥ ২৫ ॥

তজ্জনন্যৌ (তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ জনন্যৌ যশোদারোহিণ্যৌ) শৃঙ্গ্যগ্নি-দংষ্ট্র্যহিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ (শৃঙ্গিণঃ গবাদয়ঃ দংষ্ট্রিণঃ মর্কটাদয়ঃ অহয়ঃ সর্পাঃ জলং দ্বিজাঃ ময়ূরাদয়ঃ কণ্টকাঃ চ তেভ্যঃ) ক্রীড়াপরৌ অতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুং যত্র (যদা) গৃহ্যাণি (গৃহোচিতানি কর্ম্মাণি) অপি কর্ত্তুং ন শেকাতে (তদা) মনসঃ অলম্ (অতিশয়েন) অনবস্থাম্ (অস্বাস্থ্যম্) আপতুঃ ॥ ২৫ ॥

যখন মাতা যশোদা ও রোহিণী ক্রীড়াপরায়ণ অতিশয় চপল নিজ বালকদ্বয়কে গবাদি শৃঙ্গী বানরাদি দংষ্ট্রী সর্প জল ময়ূরাদি পক্ষী ও কণ্টক হইতে নিবারণ করিবার নিমিত্ত গৃহকর্ম্মসম্পাদনে অক্ষম হইতেন, তখন তাঁহাদিগের মন অতিশয় অসুস্থ হইত ॥ ২৫ ॥

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোব্রজে।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরোজসা ॥ ২৬ ॥

(হে) রাজর্ষে, অল্পেন (এব) কালেন (গচ্ছতা) রামঃ কৃষ্ণঃ চ গোব্রজে অঘৃষ্টজানুভিঃ (অঘৃষ্টানি ভূমিঘর্ষণম্ অপ্রাপ্তানি জানূনি যেষু তৈঃ) পদ্ভিঃ ওজসা বিচক্রমতুঃ (বিশেষেণ সর্ব্বত্র গমনং চক্রতুঃ) ॥ ২৬ ॥

হে রাজর্ষে, অল্পকালমধ্যেই কৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজপুরে জানুঘর্ষণ না করিয়া সবলে সর্ব্বত্র পাদচারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

ততশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ।
সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্ মুদম্ ॥ ২৭ ॥

ততঃ চ বয়স্যৈঃ (সমানবয়স্কৈঃ) ব্রজবালকৈঃ (সহ তথা) সহরামঃ (রামেণ চ সহিতঃ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ ব্রজস্ত্রীণাং মুদং (হর্ষং) জনয়ন্ চিক্রীড়ে ॥ ২৭ ॥

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমানবয়স্ক ব্রজবালকদিগের সহিত ও বলরামের সহিত ক্রীড়া করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্।
শৃণ্বন্ত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণস্য রুচিরং (মনোহরং) কৌমারচাপলং (কুমারাবস্থায়াং কৃতং চাঞ্চল্যং) বীক্ষ্য সমাগতাঃ (স্বগৃহাৎ নন্দগৃহম্ আগতাঃ) গোপ্যঃ তন্মাতুঃ (তস্য কৃষ্ণস্য মাতুঃ যশোদায়াঃ) শৃণ্বন্ত্যাঃ (শৃণ্বত্যাঃ) হ (স্ফুটং যথা স্যাৎ তথা) ইতি (বক্ষ্যমাণম্) উচুঃ কিল ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বালচাপল্য দর্শন করিয়া গোপীসকল নন্দগৃহে আগমন পূর্ব্বক মাতা যশোদাকে শুনাইয়া স্পষ্টাক্ষরে এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ।
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি।
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥ ২৯॥

(ভোঃ যশোদে, তব অয়ং পুত্রঃ) ক্বচিৎ (অনবধানদশায়াম্) অসময়ে (অদোহনকালে) বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ (ক্রোশে আক্রোশে কৃতে সতি সঞ্জাতহাসঃ সম্যক্ জাতহাস্যঃ ভবতি চ)। অথ (অনন্তরং) কল্পিতৈঃ (রচিতৈঃ) স্তেয়যোগৈঃ (চৌর্য্যোপায়ৈঃ) স্তেয়ং (চৌর্য্যার্জ্জিতম্ এব) স্বাদু (যথা স্যাৎ তথা) অত্তি। ভোক্ষ্যন্ (ভোক্ষ্যমাণঃ প্রথমতঃ) মর্কান্ (মর্কটান্ প্রতি) বিভজতি (বিভজ্য দদাতি। তেষাং মধ্যে তৃপ্ততয়া) সঃ (কশ্চিৎ মর্কটঃ) ন অত্তি চেৎ (তর্হি বিমনাঃ সন্ দধ্যাদিপূর্ণং) ভাণ্ডং ভিনত্তি। দ্রব্যালাভে (সতি) সঃ গৃহকুপিতঃ (গৃহং গৃহস্থজনং চ প্রতি কুপিতঃ সন্) তোকান্ (প্রসুপ্তান্ বালান্) উপক্রোশ্য (নখাঘাতাদিনা রোদয়িত্বা) যাতি॥ ২৯॥

যশোদে, তোমার এই পুত্র, আমরা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইলে, অসময়ে বৎসসকল মোচন করিয়া দেয়, তাহাতে কেহ আক্রোশ করিলে হাস্য করিতে থাকে; আবার চৌর্য্যোপায় রচনা করিয়া তদর্জ্জিত সুস্বাদু নবনীতাদি ভক্ষণ করে; স্বয়ং ভক্ষণ করিয়াও ক্ষান্ত হয় না, ভক্ষণ করিতে করিতে বানরদিগকেও বিভাগ করিয়া দেয়; যদি কোন বানর উহা ভক্ষণ না করে, তবে দধ্যাদিপূর্ণ ভাণ্ড সকল ভাঙ্গিয়া ফেলে; কখন কোন দ্রব্য না পাইলে, গৃহ ও গৃহস্থের প্রতি কুপিত হইয়া নিদ্রিত বালকদিগকে নখাঘাতাদি দ্বারা কাঁদাইয়া প্রস্থান করে॥ ২৯॥

হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রচিত্তাঃ॥ ৩০॥

(দধ্যাদিদ্রব্যে) হস্তাগ্রাহ্যে (সতি) পীঠকোলূখলাদ্যৈঃ বিধিং (দধ্যাদি-ভাণ্ডাবতারণোপায়ং) রচয়তি। অন্তর্নিহিতবয়ুনঃ (অন্তঃ গৃহভাণ্ডাদিষু নিহিতে দধ্যাদৌ বয়ুনং জ্ঞানং যস্য সঃ) তদ্বিৎ (ছিদ্ররচনাবিৎ চ সঃ) শিক্য-ভাণ্ডেষু (শিক্যস্থেষু ভাণ্ডেষু) ছিদ্রং (রচয়তি)। ধ্বান্তাগারে (ধ্বান্ত-যুক্তে অন্ধকারময়ে আগারে গৃহে) ধৃতমণিগণং (ধৃতাঃ মনিগণাঃ যস্মিন্ তৎ) স্বাঙ্গম্ (এব) অর্থপ্রদীপম্ (অর্থস্য দধ্যাদিপদার্থস্য প্রদীপং প্রদীপবৎ প্রকাশকং রচয়তি)। র্হি (যস্মিন্ কালে গোপ্যঃ গৃহকৃত্যেষু (গৃহকর্ম্মসু) ব্যগ্রচিত্তাঃ (ভবন্তি, তদা এবম্ উপদ্রবং করোতি) ॥ ৩০ ॥

দধ্যাদি দ্রব্য যদি হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে না পারা যায়, তবে পীঠ ও উদূখল প্রভৃতির সাহায্যে ঐ সকল পাড়িয়া লইবার উপায় রচনা করিয়া লয়। আবার আমরা যদি শিক্যস্থ কোন ভাণ্ডের অভ্যন্তরে দধ্যাদি কোন দ্রব্য লুকাইয়া রাখি, তোমার পুত্রটি তাহাও জানিতে পারে, এবং জানিয়া ঐ ভাণ্ডে ছিদ্র করিয়া দেয়। অন্ধকারময় গৃহেও মণিময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত তদীয় অঙ্গ, গোপনে রক্ষিত দধ্যাদি দ্রব্যের প্রকাশক প্রদীপের কার্য্য করিয়া থাকে। যে সময়ে গোপীগণ গৃহকর্ম্মে ব্যগ্রচিত্ত থাকেন, সেই সময়ে তোমার পুত্রটি এইরূপ বিবিধ উপদ্রব করিতে থাকে ॥ ৩০ ॥

এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ।
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি-
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী ন হ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ ॥ ৩১ ॥

এবং স্তেয়োপায়ৈঃ বিরচিতকৃতিঃ (বিরচিতা নিষ্পাদিতা কৃতিঃ কর্ম্ম যেন সঃ, কৃতকৃত্যঃ সন্ পুনঃ) ধার্ষ্ট্যানি (প্রাগল্ভ্যানি) কুরুতে। উশতি (দেবার্চ্চনপাকাদ্যর্থং সুসংস্কৃতে) বাস্তৌ (গৃহে) মেহনাদীনি (চ কুরুতে তৎসমীপে তু) সুপ্রতীকঃ (সাধুঃ) যথা (তথা) আস্তে। সভয়নয়ন-শ্রীমুখালোকিনীভিঃ (সভয়ে নয়নে যস্মিন্ তৎ চ তৎ শ্রীযুক্তং চ যৎ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখং তৎ আলোকিনীভিঃ) পশ্যন্তীভিঃ) স্ত্রীভিঃ ইত্থং ব্যাখ্যাতার্থা (ব্যাখ্যাতঃ কথিতঃ অর্থঃ স্বগৃহে কৃতঃ কৃষ্ণোপদ্রবঃ যস্যাঃ সা যশোদা) ন হি (স্বসুতম্)

উপালব্ধুম্ (আক্ষেপ্তুম্) ঐচ্ছৎ (প্রভুক্ত জাতভয়নিবৃত্ত্যর্থং) প্রহসিতমুখী (এব জাতা)॥ ৩১॥

সে এইরূপ চৌর্য্যাপায় সকল দ্বারা স্বকার্য্য নিষ্পাদন পূর্ব্বক আবার ধৃষ্টতা করিয়া থাকে। সে আমাদিগের সুসংস্কৃত গৃহে ধূলি প্রক্ষেপাদি বিবিধ উপদ্রব করে; কিন্তু তোমার নিকটে সাধুর ন্যায় থাকে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সভয় নয়ন ও শ্রীযুক্ত বদন অবলোকন করিতে করিতে এইরূপ তাঁহার দুষ্কর্ম্ম সকল ব্যাখ্যা করিলেও মাতা যশোদা কিন্তু নিজ পুত্রকে ভৎর্সনা করিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু তাঁহার ভয় নিবারণার্থ হাস্যমুখী হইলেন॥ ৩১॥

একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপবালকাঃ।
কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্॥ ৩২॥

তে (প্রসিদ্ধাঃ) ক্রীড়মানাঃ রামাদ্যাঃ গোপবালকাঃ একদা (আগত্য) কৃষ্ণঃ মৃদং (কোমলাং মৃত্তিকাং) ভক্ষিতবান্ ইতি মাত্রে (যশোদায়ৈ) ন্যবেদয়ন্ (বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ)॥ ৩২॥

ক্রীড়াপর রামাদি গোপবালক সকল একদা আসিয়া, কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে, এই কথা, মাতা যশোদাকে নিবেদন করিলেন॥ ৩২॥

সা গৃহীত্বা করে পুত্রমুপালভ্য হিতৈষিণী।
যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত॥ ৩৩॥

(তদা) সা হিতৈষিণী যশোদা পুত্রং করে গৃহীত্বা উপালভ্য (নির্ভর্ৎস্য) ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষং (ভয়েন সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণে চপলনিরীক্ষণে অক্ষীণি যস্য তথাভূতং দৃষ্ট্বা) অভাষত॥ ৩৩॥

তখন পুত্রহিতৈষিণী মাতা যশোদা পুত্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, এবং তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ভয়-চকিতনয়ন দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৩৩॥

কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্ রহঃ।
বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তেঽগ্রজোঽপ্যয়ম্॥ ৩৪॥

(হে) অদান্তাত্মন্, (অদান্তঃ অবশীকৃতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য তৎ-সম্বোধনং), রহঃ (একান্তে) ভবান্ মৃদং কস্মাৎ (হেতোঃ) ভক্ষিতবান্?

তাবকাঃ (তব হিতৈষিণঃ) এতে কুমারাঃ অয়ং তে (তব) অগ্রজঃ অপি বদন্তি হি ॥ ৩৪॥

হে চপলচিত্ত, গোপনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে কেন? তোমার হিতৈষী এই বালকেরা এবং তোমার এই অগ্রজও ঐ কথাই বলিতেছে ॥ ৩৪ ॥

নাহং ভক্ষিবানম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্ ॥ ৩৫ ॥

(কৃষ্ণঃ উবাচ;—হে) অম্ব, (মাতঃ), অহং (মৃদং) ন ভক্ষিতবান্। (এতে তু) সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ (অনৃতম্ এব বদন্তি)। যদি (তে সর্ব্বে) সত্যগিরঃ (যথার্থবক্তারঃ ইতি ত্বং মন্যসে), তর্হি মে (মম) মুখং সমক্ষং (প্রত্যক্ষং) পশ্য ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ বলিলেন;—হে মাতঃ, আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই। ইহারা সকলেই মিথ্যা কথা বলিতেছে। ইহাদিগকে যদি তোমার সত্যবাদী বলিয়া মনে হয়, তবে তুমি স্বয়ং আমার মুখ দেখ ॥ ৩৫ ॥

যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ।
ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ ॥ ৩৬ ॥

যদি এবং, (ত্বয়া মৃৎ ন ভক্ষিতা চেৎ) তর্হি ব্যাদেহি (মুখং প্রসারয়)। ইতি (তয়া) উক্তঃ অব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ (ন বিশেষেণ আহতম্ ঐশ্বর্য্যং যস্য সঃ) ক্রীড়ামনুজবালকঃ (ক্রীড়ার্থম্ এব মনুজবালকঃ) স হরিঃ ব্যাদত্ত (মুখং প্রসারিতবান্) ॥ ৩৬ ॥

মাতা যশোদা বলিলেন;—যদি তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ না করিয়া থাক, তবে মুখ ব্যাদান কর। মাতা এই কথা বলিলে, অব্যাহতৈশ্বর্য্য, ক্রীড়ার্থ-নরবালক-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বদন প্রসারণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দুতারকম্ ॥ ৩৭ ॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সা (যশোদা) তত্র (বিবৃতে মুখে) জগৎ (জঙ্গমং) স্থাস্নু (স্থাবরং) খম্ (অন্তরীক্ষং) দিশঃ সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং (পর্ব্বতদ্বীপসমুদ্রসহিতং ভূলোকং) সবায়্বগ্নীন্দুতারকং (বায়ুঃ প্রবহঃ অগ্নিঃ বৈদ্যুতঃ ইন্দুঃ চন্দ্রঃ তারকাঃ চ তৎসহিতং) জ্যোতিশ্চক্রং (স্বর্লোকং) জলং তেজঃ নভস্বান্ (বায়ুঃ) বিয়ৎ (আকাশং) বৈকারিকাণি (সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যভূতাঃ ইন্দ্রিয়াভিমানিন্যঃ দেবতাঃ) ইন্দ্রিয়াণি (রাজসাহঙ্কারকার্য্যাণি শ্রোত্রাদীনি) মনঃ মাত্রাঃ (তামসাহঙ্কারকার্য্যভূতাঃ শব্দাদয়ঃ) ত্রয়ঃ গুণাঃ (সত্ত্বরজস্তমাংসি) ইতি এতৎ (সর্ব্বং) বিশ্বং দদৃশে (দদর্শ) ॥ ৩৭-৩৮ ॥

মাতা যশোদা সেই প্রসারিত মুখমধ্যে জঙ্গম, স্থাবর, অন্তরীক্ষ, দিক্‌সকল, পর্ব্বত-দ্বীপ-সমুদ্র-সহিত ভূলোক, প্রবহবায়ু, বৈদ্যুতানল, চন্দ্র-তারকা-সহিত জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, দেবতা, ইন্দ্রিয়, মন, শব্দাদি বিষয় সকল, সত্ত্বাদিগুণত্রয়, ইত্যাদি সমগ্র বিশ্ব দর্শন করিলেন ॥ ৩৭-৩৮ ॥

এতদ্বিচিত্রং সহজীবকাল-
স্বভাবকর্ম্মাশয়লিঙ্গভেদম্।
সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে
ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্ ॥ ৩৯ ॥

(এবং) সূনোঃ (বালস্য) তনৌ (শরীরে তত্র অপি) বিদারিতাস্যে (বিদারিতে আস্যে মুখে অগ্রে এব) এতৎ জীবকালস্বভাবকর্ম্মাশয়লিঙ্গভেদং (জীবঃ ভোক্তা কালঃ গুণক্ষোভকঃ স্বভাবঃ চ পরিণামহেতুঃ কর্ম্ম চ জন্মহেতুঃ আশয়ঃ কর্ম্মবাসনা চ প্রবৃত্তিহেতুঃ এতৈঃ লিঙ্গানাং চরাচরশরীরাণাং ভেদং যস্মিন্ তৎ) এতৎ বিচিত্রং বিশ্বং (তথা এব চ ক্বচিৎ দেশে) সহাত্মানম্ (আত্মনা যশোদয়া কৃষ্ণেন চ সহিতং) ব্রজং (চ) সহ (একদা এব) বীক্ষ্য শঙ্কাম্ অবাপ ॥ ৩৯ ॥

এইরূপ বালকের শরীরে প্রসারিতমুখমধ্যে ভোক্তা জীব, গুণক্ষোভক কাল, পরিণামহেতু স্বভাব, জন্মহেতু কর্ম্ম, প্রবৃত্তিহেতু কর্ম্মবাসনা প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গম-শরীর-সমূহের ভেদসমন্বিত এই বিচিত্র বিশ্ব এবং তদেকদেশস্থ আপনার ও আত্মজ কৃষ্ণের সহিত সমগ্র ব্রজমণ্ডল যুগপৎ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৩৯ ॥

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া
কি বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য।
যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ॥ ৪০॥

(যৎ ময়া দৃষ্টং তৎ) এতৎ কিং স্বপ্নঃ উত দেবমায়া কিং বা মদীয়ঃ (এব কশ্চিৎ) বুদ্ধিমোহঃ বত! অথো (অথবা) অমুষ্য মম অর্ভকস্য এব যঃ কশ্চন ঔৎপত্তিকঃ (স্বাভাবিকঃ) আত্মযোগঃ (স্বীয়ম্ ঐশ্বর্য্যম্)! ॥ ৪০ ॥

এবং মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, আমি যাহা দর্শন করিলাম, তাহা কি স্বপ্ন, অথবা শ্রীভগবানের মায়া, কিংবা আমারই কোন বুদ্ধিবিপর্য্যয়! অথবা আমার এই বালকেরই কোন স্বাভাবিক স্বীয় ঐশ্বর্য্য! ॥ ৪০ ॥

অথো যথাবন্নবিতর্কগোচরং
চেতোমনঃকর্ম্মবচোভিরঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে
সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্॥ ৪১॥

অথো (অথ) চেতোমনঃকর্ম্মবচোভিঃ যথাবৎ (যাথাতথ্যেন) অঞ্জসা (অনায়াসেন) নবিতর্কগোচরং (তর্কাগোচরম্ ইদং বিশ্বং) যদাশ্রয়ং (যদধিষ্ঠানং) যেন (করণাধিষ্ঠাত্রা) যতঃ (চেতনাৎ, প্রকাশকাৎ) প্রতীয়তে, সুদুর্বিভাব্যং (ভাবনায়াঃ ধ্যানস্য বা অত্যন্তাবিষয়ং) তৎপদং (তস্য পদং চরণারবিন্দম্ অহং) প্রণতা অস্মি॥ ৪১॥

অহো! যিনি চিত্ত মন কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা যথার্থভাবে অনায়াসে তর্কের বিষয়ীভূত হয়েন না, এবং যিনি এই বিশ্বের আশ্রয়, যিনি ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা ও যে চেতন পুরুষ হইতে এই বিশ্ব প্রকাশিত হয়, আমি ধ্যানের অত্যন্ত অবিষয় সেই পরম পুরুষের চরণারবিন্দে প্রণাম করি॥ ৪১॥

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো
ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।

গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে
যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ ॥ ৪২ ॥

অহং (যশোদা অমুষ্য) ব্রজেশ্বরস্য (নন্দস্য) অখিলবিত্তপা (সকলধনাধিষ্ঠাত্রী) সতী (জায়া) অসৌ মম পতিঃ এষঃ মে (মম) সুতঃ সহগোধনাঃ (গোধনাদিসহিতাঃ) গোপ্যঃ গোপাঃ চ (মদীয়াঃ) ইত্থং যন্মায়য়া (যস্য মায়য়া) মে (মম) কুমতিঃ (ভবতি) সঃ (এব) মে (মম) গতিঃ (শরণম্ অস্তু) ॥ ৪২ ॥

আমি যশোদা, ঐ ব্রজেশ্বর নন্দের সকলধনাধিষ্ঠাত্রী সতী পত্নী, উনি আমার পতি, ইনি আমার পুত্র, এই গোধনাদি সহিত গোপী ও গোপ সকল আমার, এই প্রকার আমার কুমতি যাঁহার মায়াবশে ঘটিতেছে, সেই শ্রীভগবানই আমার শরণ হউন ॥ ৪২ ॥

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥ ৪৩ ॥

গোপিকায়াং (যশোদায়াম্) ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং (বিদিতং তত্ত্বং যয়া তথাভূতায়াং সত্যাম্) ঈশ্বরঃ বিভুঃ (সর্ব্বকরণসমর্থঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পুত্রস্নেহময়ীং বৈষ্ণবীং মায়াং (স্বশক্তিরূপাং কৃপাং) ব্যতনোৎ (বিস্তারিতবান্) ॥ ৪৩ ॥

যশোদা এইরূপে তত্ত্ব বিদিত হইলে, বিভু ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন ॥ ৪৩ ॥

সদ্যো নষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্।
প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীদ্‌যথাপুরা ॥ ৪৪ ॥

সদ্যঃ নষ্টস্মৃতিঃ (নষ্টা স্মৃতিঃ পূর্ব্বোক্তং পরমেশ্বরজ্ঞানং যস্যাঃ সা) সা গোপী (যশোদা) আত্মজং (শ্রীকৃষ্ণম্) আরোহম্ (অঙ্কম্) আরোপ্য যথা পুরা (পূর্ব্ববৎ) প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়া (প্রবৃদ্ধেন স্নেহেন কলিলং ব্যাপ্তং হৃদয়ং যস্যাঃ তথাভূতা) আসীৎ ॥ ৪৪ ॥

তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বরজ্ঞানরূপা স্মৃতি বিনষ্ট হইলে, গোপী যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ প্রবৃদ্ধ স্নেহ দ্বারা ব্যাপ্তহৃদয় হইলেন ॥ ৪৪ ॥

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিস্ত সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্॥ ৪৫॥

ত্রয্যা (বেদপূর্ব্বভাগেন কর্ম্মকাণ্ডেন ইন্দ্রাদিরূপেণ) উপনিষদ্ভিঃ (বেদোত্তরভাগেন ব্রহ্মরূপেণ) সাংখ্যযোগৈঃ (সাংখ্যৈঃ যোগৈঃ) চ (পুরুষরূপেণ পরমাত্মরূপেণ চ) সাত্বতৈঃ (পঞ্চরাত্রাদ্যাগমৈঃ ভগবদ্রূপেণ পাশুপতাদিভিঃ শিবাদিরূপৈঃ) চ উপগীয়মানমাহাত্ম্যম্ (উপগীয়মানং মাহাত্ম্যং যস্য তং) হরিং সা আত্মজম্ অমন্যত॥ ৪৫॥

বেদের পূর্ব্বভাগে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে ইন্দ্রাদিরূপে উহার উত্তরভাগে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মরূপে সাংখ্যে পুরুষরূপে যোগে পরমাত্মরূপে ভক্তিশাস্ত্রে ভগবদ্রূপে ও পাশুপতাদিশাস্ত্রে শিবাদিরূপে যাঁহার মাহাত্ম্য গীত হইয়া থাকে, যশোদা সেই শ্রীহরিকে আপনার পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥

বিষ্ণুরাত উবাচ।

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ৪৬॥

বিষ্ণুরাতঃ উবাচ;—(হে) ব্রহ্মন্, নন্দঃ এবম্ (এবংবিধং) মহোদয়ং (মহান্ উদয়ঃ উদ্ভবঃ ফলং যস্য তং) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃসাধনং) কিম্ অকরোৎ? মহাভাগা যশোদা বা (কিম্ অকরোৎ?) হরিঃ যস্যাঃ স্তনং পপৌ॥ ৪৬॥

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন;—হে ব্রহ্মন্, নন্দ মহাফলজনক এমন কি শ্রেয়স্কর আচরণ করিলেন, যে কারণে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন? আর মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি আচরণ করিলেন, যে কারণে শ্রীহরি তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার পূর্ব্বক স্তনপান করিলেন?॥ ৪৬॥

পিতরৌ নাম্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্॥ ৪৭॥

লোকশমলাপহং (শ্রোতৃবক্তৃজনানাং সর্ব্বদোষবিনাশকং) যৎ কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতং (কৃষ্ণস্য উদারং মহৎ অর্ভকেহিতং বাললীলাং) কবয়ঃ

(জ্ঞানিনঃ) অদ্য অপি গায়ন্তি (যৎ চ) পিতরৌ (যয়োঃ প্রসন্নঃ সন্ অবতীর্ণঃ তৌ দেবকীবসুদেবৌ অপি) ন অন্ববিন্দেতাম্ (অনুভূতবন্তৌ, তৎ যঃ অনুভূতবান্ সঃ নন্দঃ সা যশোদা চ কিং শ্রেয়ঃ অকরোৎ) ? ॥ ৪৭ ॥

শ্রোতৃবর্গের ও বক্তৃগণের সর্ব্বদোষবিনাশন যে মহৎ শ্রীকৃষ্ণের বালচরিত আজও জ্ঞানী সকল গান করিয়া থাকেন, এবং যাহা পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীও অনুভব করিতে পান নাই, সেই বালচরিত যাঁহারা সদা সন্দর্শন করিলেন, সেই গোপরাজ নন্দ এবং মাতা যশোদা কি পুণ্য আচরণ করিয়াছিলেন ? ॥ ৪৭ ॥

বাদরায়ণিরুবাচ।

দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া ভার্য্যয়া সহ।
করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ ॥ ৪৮ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;—বসূনাং (মধ্যে) প্রবরঃ (পরমশ্রেষ্ঠঃ) দ্রোণঃ (শ্রীনন্দাংশঃ দ্রোণাখ্যঃ বসুঃ) ধরয়া (শ্রীযশোদাংশয়া ধরাখ্যয়া) ভার্য্যয়া সহ ব্রহ্মণঃ আদেশান্ (গোপালনাদীন্) করিষ্যমাণঃ তং (প্রসন্নতাপন্নং ব্রহ্মাণম্) উবাচ হ ॥ ৪৮ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—বসুগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীনন্দাংশ দ্রোণাখ্য বসু শ্রীযশোদাংশভূতা ধরাখ্য ভার্য্যার সহিত গোপালনাদি ব্রহ্মার আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ।
ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকো যয়াঞ্জো দুর্গতিং তরেৎ ॥ ৪৯ ॥

ভুবি (পৃথিব্যাং) জাতয়োঃ নৌ (আবয়োঃ) মহাদেবে বিশ্বেশ্বরে হরৌ পরমা (উত্তমা) ভক্তিঃ স্যাৎ, যয়া (ভক্ত্যা) লোকঃ অঞ্জঃ (অনায়াসেন) দুর্গতিং তরেৎ ॥ ৪৯ ॥

আমরা দুইজনে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে, আমাদিগের যেন মহাদেব বিশ্বেশ্বর শ্রীহরিতে উত্তমা ভক্তি লাভ হয়, যে ভক্তি দ্বারা লোকে অনায়াসে দুর্গতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

অস্ত্বিত্যুক্তঃ স এবেহ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ।
জজ্ঞে নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাভবৎ ॥ ৫০ ॥

(এবম্) অস্তু ইতি (ব্রহ্মণা) উক্তঃ (সন্ সঃ) দ্রোণঃ ইহ ব্রজে জজ্ঞে। সঃ এব মহাযশাঃ নন্দঃ ইতি খ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ) সা (চ) ধরা যশোদা অভবৎ ॥ ৫০ ॥

তাঁহারাদিগের প্রার্থনানুসারে, ব্রহ্মা, তাহাই হউক, এই বর প্রদান করিলে, সেই দ্রোণ নামক বসু শ্রীনন্দের সহিত মিলিত হইয়া এই ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব তিনি মহাযশা নন্দ বলিয়াই খ্যাতিও লাভ করেন। আর সেই ধরাও যশোদার সহিত অভেদে যশোদা বলিয়াই প্রসিদ্ধ হয়েন ॥ ৫০ ॥

ততো ভক্তি র্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্গোপগোপাসু ভারত ॥ ৫১ ॥

ততঃ (তস্মাৎ তাদৃশভক্তের্হেতোঃ হে) ভারত, গোপগোপীষু (মধ্যে) দম্পত্যোঃ (ধরাদ্রোণয়োঃ যশোদানন্দয়োঃ বা) পুত্রীভূতে ভগবতি জনার্দ্দনে ভক্তিঃ নিতরাম্ আসীৎ ॥ ৫১ ॥

অতএব, হে ভারত, স্বাভাবিকবাৎসল্যবিশিষ্ট গোপগণের ও গোপীগণের মধ্যে নন্দযশোদাতে প্রবিষ্ট দ্রোণধরার পুত্রভাবপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণে সাতিশয় ভক্তি হইয়াছিল ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণো ব্রহ্মাণ আদেশং সত্যং কর্ত্তুং ব্রজে বিভুঃ।
সহরামো বসংশ্চক্রে তেষাং প্রীতিং স্বলীলয়া ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মণঃ আদেশং (বরং) সত্যং কর্ত্তুং বিভুঃ কৃষ্ণঃ সহরামঃ (রামেণ সহ) ব্রজে বসন্ স্বলীলয়া (নিজবাললীলয়া) তেষাং (দ্রোণাদীনাং নন্দাদীনাং বা) প্রীতিং চক্রে ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মার বর সত্য করিবার নিমিত্ত বিভু শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত ব্রজে অবস্থান পূর্ব্বক নিজবাললীলা দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বালক্রীড়ায়া-
মষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী।
কর্ম্মান্তরনিযুক্তাসু নির্ম্মমন্থ স্বয়ং দধি ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—একদা গৃহদাসীষু কর্ম্মান্তরনিযুক্তাসু (সতীষু) নন্দগেহিনী যশোদা স্বয়ং দধি নির্ম্মমন্থ ॥ ১ ॥

শুকদেব কহিলেন;—একদা গৃহদাসীগণ কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইলে, নন্দগৃহিণী যশোদা স্বয়ং দধিমন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ।
দধিনির্ম্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ॥ ২ ॥

যানি যানি চ তদ্বালচরিতানি (তস্য বালস্য চরিতানি) ইহ (পুরাণাদৌ) গীতানি তানি স্মরন্তী দধিনির্ম্মন্থনে (দধ্নঃ নির্ম্মন্থনং যত্র তস্মিন্) কালে অগায়ত ॥ ২ ॥

আর যে যে তদীয় বালচরিত পুরাণাদিতে গীত হইয়া থাকে, সেই সকল স্মরণ করিয়া দধিমন্থন সময়ে গান করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্ম্মমন্থ ॥ ৩ ॥

সুভ্রূঃ (সু শোভনৌ ভ্রুবৌ যস্যাঃ সা) কবরবিগলন্মালতী (কবরাৎ কেশবন্ধাৎ বিগলন্ত্যঃ মালত্যঃ যস্যাঃ সা যশোদা) পৃথুকটিতটে সূত্রনদ্ধং (কাঞ্চীবদ্ধং) ক্ষৌমং (কৌশেয়ং) বাসঃ (বস্ত্রং) জাতকম্পং পুত্রস্নেহস্নুত-কুচযুগং (পুত্রস্নেহেন স্নুতং দুগ্ধস্রাবি কুচযুগং) চ রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ (রজ্জ্বোঃ আকর্ষেণ শ্রমঃ যয়োঃ তয়োঃ ভুজয়োঃ চ চলন্তৌ কঙ্কণৌ) কুণ্ডলে স্বিন্নং (স্বেদযুক্তং) বক্ত্রং চ বিভ্রতী (দধি) নির্ম্মমন্থ ॥ ৩ ॥

তৎকালে তাঁহার ভ্রূযুগল অতিশয় শোভমান হইয়াছিল ও কেশবন্ধ হইতে মালতীর মালা স্খলিত হইয়াছিল; তিনি পৃথুকটিতটে কাঞ্চী দ্বারা বদ্ধ কৌশেয় বসন পরিধান করিয়াছিলেন; পুত্রস্নেহবশত দুগ্ধক্ষরণকারী তদীয় স্তনযুগল কম্পিত হইতেছিল; রজ্জুর আকর্ষণ হেতু সঞ্জাত শ্রমে ভুজযুগলস্থিত কঙ্কণদ্বয় এবং শ্রবণবিলম্বিত কুণ্ডলদ্বয়ও প্রচলিত হইতেছিল; তাঁহার বদনমণ্ডল স্বেদযুক্ত হইয়াছিল; তিনি এই প্রকারে দধিমন্থন করিতেছিলেন ॥ ৩ ॥

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নতীং জননীং হরিঃ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্ ॥ ৪ ॥

স্তন্যকামঃ (দুগ্ধপানকামঃ) হরিঃ তাং দধি মথ্নতীং জননীম্ আসাদ্য মন্থানং (মন্থানদণ্ডং) গৃহীত্বা প্রীতিম্ আবহন্ (প্রাপয়ন্) ন্যষেধৎ (মন্থননিষেধং কৃতবান্) ॥ ৪ ॥

শ্রীহরি স্তনপানকামনায় দধিমন্থনকারিণী জননীর সমীপে উপস্থিত হইয়া মন্থানদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি উৎপাদন পুরঃসর দধিমন্থন নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎ স্তনং
স্নেহস্নুতং সস্মিতমীক্ষতী মুখম্।
অতৃপ্তমুৎসৃজ্য জবেন সা যযা-
বুৎসিচ্যমানে পয়সি ত্বধিশ্রিতে ॥ ৫ ॥

(তদা) সা (যশোদা তস্য) সস্মিতং মুখম্ ঈক্ষতী (সতী) অঙ্কম্ আরূঢ়ং তং স্নেহস্নুতং (স্নেহেন স্নুতং) স্তনম্ অপায়য়ৎ। (তদা) তু অধিশ্রিতে (চুল্লীম্ আরোপিতে) পয়সি উৎসিচ্যমানে (অতিতাপেন উদ্রিচ্যমানে সতি তম্) অতৃপ্তম্ (এব) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) জবেন (বেগেন) যযৌ (তদুত্তারণার্থং জগাম) ॥ ৫ ॥

তখন মাতা যশোদা অঙ্কারূঢ় তনয়ের সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে স্নেহক্ষরিত স্তন পান করাইতে লাগিলেন। পরক্ষণেই চুল্লীতে আরোপিত দুগ্ধ অতিতাপে উথলিয়া উঠিলে, স্তনপানে

অতৃপ্ত তনয়কে ক্রোড় হইতে অবতারণ পূর্ব্বক ঐ দুগ্ধ উত্তারণার্থ সবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৫ ॥

স জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং
সংদশ্য দদ্ভির্দধিমণ্ডভাজনম্।
ভিত্ত্বা মৃষাশ্রুর্দৃষদশ্মনা রহো
জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ ॥ ৬ ॥

জাতকোপঃ (জাতঃ কোপঃ যস্য সঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্ফুরিতারুণাধরং (স্ফুরিতম্ অরুণম্ অধরং) দদ্ভিঃ সংদশ্য দৃষদশ্মনা (দৃশৎসম্বন্ধিকুট্টন-পাষাণেন; শিলাপুত্রেণ) দধিমণ্ডভাজনং (দধিমণ্ডঃ তক্রং তদাধারভূতং ভাজনং পাত্রং) ভিত্ত্বা মৃষাশ্রুঃ (মৃষা দুঃখাসম্ভবাৎ মিথ্যা এব অশ্রূণি যস্য তথাভূতঃ) অন্তরং (গৃহমধ্যং) গতঃ (চ সন্) হৈয়ঙ্গবং (হ্যো গোদোহনস্য সদ্যো নবনীতং) জঘাস (অভক্ষয়ৎ) ॥ ৬ ॥

কোপান্বিত শ্রীকৃষ্ণ দন্তসমূহ দ্বারা কম্পমান অরুণবর্ণ অধর দংশন করিতে করিতে একটি শিলাপুত্র লইয়া তদ্দ্বারা দধিমণ্ডভাজন ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং কপট-রোদন-পরায়ণ হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রস্থ সদ্যোজাত নবনীত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

উত্তার্য্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ
প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকম্।
ভিন্নং বিলোক্য স্বসুতস্য কর্ম্ম তজ্-
জহাস তঞ্চাপি ন তত্র পশ্যতী ॥ ৭ ॥

(ততঃ চ) গোপী (যশোদা) সুশৃতং (সুপক্কং) পয়ঃ উত্তার্য্য (চুল্লীতঃ অবতার্য্য) পুনঃ (দধিমন্থনস্থানং) প্রবিশ্য (তত্র) চ দধ্যমত্রকং (দধি-ভাজনং) ভিন্নং (ভগ্নং) সংদৃশ্য তৎ চ স্বসুতস্য কর্ম্ম বিলোক্য (জ্ঞাত্বা) জহাস। তত্র অপি তং (শ্রীকৃষ্ণং) ন পশ্যতী (সতী অন্বেষয়ামাস) ॥ ৭ ॥

তদনন্তর যশোদা সুপক্ক দুগ্ধ চুল্লী হইতে অবতারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দধিমন্থনস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া দধিভাজন ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে দেখিয়া উহা নিজ পুত্রের কার্য্য জানিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন,

এবং ঐস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

উদূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং
মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ ॥ ৮ ॥

উদূখলাঙ্ঘ্রেঃ (পরিবর্ত্তিতস্য উদূখলস্য) উপরি ব্যবস্থিতং শিচি (শিক্যে) স্থিতং হৈয়ঙ্গবং কামং (যথেষ্টং) মর্কায় (বানরায়) দদতং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং (চৌর্য্যেণ বিশঙ্কিতে চঞ্চলে ঈক্ষণে যস্য তং) সুতং (দূরতঃ) নিরীক্ষ্য শনৈঃ (নিঃশব্দং যথা স্যাৎ তথা) পশ্চাৎ (পৃষ্ঠতঃ) আগমৎ ॥ ৮ ॥

পরিবর্ত্তিত উদূখলের উপর উপবেশন পূর্ব্বক শিক্যস্থ সদ্যোজাত নবনীত লইয়া যথেচ্ছ বানরকে প্রদান করিতেছেন এবং চৌর্য্য হেতু মধ্যে মধ্যে চঞ্চলনেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, দূর হইতে দেখিয়া, মাতা যশোদা নিঃশব্দে পুত্রের পশ্চাদ্ভাগে আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥

তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বর-
স্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ।
গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং
ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ ॥ ৯ ॥

আত্তযষ্টিম্ (আত্তা ভীষণার্থং গৃহীতা যষ্টিঃ যয়া তাং) তাং (জননীম্ আগচ্ছন্তীং) প্রসমীক্ষ্য সত্বরঃ (ত্বরয়া শৈঘ্র্যেণ যুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ততঃ (উদূখলাৎ) অবরুহ্য ভীতবৎ অপসসার (পলায়িতবান্)। যোগিনাং তপসেরিতং (তপসা ঐকাগ্র্যেণ ঈরিতং প্রেরিতং) প্রবেষ্টুং ক্ষমং (যোগ্যং) মনঃ (অপি) যং ন আপ তম্ (অপসরন্তং) গোপী (যশোদা) অন্বধাবৎ ॥ ৯ ॥

জননী ভয়প্রদর্শনার্থ যষ্টি লইয়া আসিতেছেন দেখিয়া ত্বরান্বিত শ্রীকৃষ্ণ উদূখল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভীতের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। যোগিগণের তপঃপ্রেরিত ও প্রবেশযোগ্য মনও যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, যশোদা তাঁহার অনুধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চল-
শ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা।
জবেন বিস্রংসিতকেশবন্ধন-
চ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরামৃষৎ ॥ ১০ ॥

অন্বঞ্চমানা (এবম্ অনুগচ্ছন্তী) বৃহচ্চলচ্ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ (বৃহত্যোঃ চলত্যোঃ শ্রোণ্যোঃ ভরেণ আক্রান্তা স্তব্ধা গতিঃ যস্যাঃ সা) সুমধ্যমা (সু শোভনঃ মধ্যমঃ প্রদেশঃ যস্যাঃ সা) জবেন (বেগেন) বিস্রংসিতকেশবন্ধন-চ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ (বিস্রংসিতাৎ কেশবন্ধাৎ চ্যুতৈঃ প্রসূনৈঃ অনুগতিঃ গমনং যস্যাঃ সা) জননী (তং) পরামৃষৎ (ধৃতবতী) ॥ ১০ ॥

মাতা যশোদা এইরূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তৎকালে বিশাল ও প্রচলিত নিতম্বের ভারে তাঁহার গতি মন্দীভূত হইল এবং শিথিল কেশবন্ধন হইতে পুষ্পদাম স্খলিত ও পতিত হইল। যাহা হউক, সুমধ্যমা যশোদা কিয়দ্দূর অনুধাবন করিয়া পুত্রকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ১০ ॥

কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী
কর্ষন্তমঞ্জন্মসিনী স্বপাণিনা।
উদ্বীক্ষ্যমাণা ভয়বিহ্বলেক্ষণং
হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ ॥ ১১ ॥

কৃতাগসং (কৃতম্ আগঃ অপরাধঃ ভাণ্ডস্ফোটনাদিঃ যেন তং) প্ররুদন্তম্ অঞ্জন্মসিনী (অঞ্জতী সর্ব্বতঃ প্রসরন্তী মসী যয়োঃ তে) অক্ষিণী স্বপাণিনা কর্ষন্তং (সংমর্দ্দয়ন্তং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) হস্তে গৃহীত্বা ভয়বিহ্বলেক্ষণং (ভয়েন বিহ্বলে ঈক্ষণে যস্য তম্) উদ্বীক্ষ্যমাণা (জননী) ভিষয়ন্তী (ভীষয়ন্তী ভর্ৎসনেন ভয়ম্ উৎপাদয়ন্তী) অবাগুরৎ (যষ্ট্যুত্থাপনেন তাড়নোদ্যমং কৃতবতী) ॥ ১১ ॥

কৃতাপরাধ শ্রীকৃষ্ণ রোদন করিতে করিতে নিজ হস্তদ্বারা নেত্রদ্বয় মর্দ্দন করিতেছিলেন, সুতরাং তদীয় নেত্রস্থ অঞ্জন চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতেছিল। মাতা যশোদা পুত্রকে ভয়বিহ্বললোচন দর্শন করিয়া

তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক তিরস্কার সহকারে ভয়োৎপাদন পুরঃসর যষ্টি দ্বারা তাড়নোদ্যম করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাতদ্বীর্য্যকোবিদা ॥ ১২ ॥

অর্ভকবৎসলা (তস্মিন্ বালকে প্রেমযুক্তা) অতদ্বীর্য্যকোবিদা (তৎ-প্রভাবানভিজ্ঞা সা জননী) সুতং ভীতং বিজ্ঞায় যষ্টিং ত্যক্ত্বা তং দাম্না বদ্ধুম্ ইয়েষ (ঐচ্ছৎ) ॥ ১২ ॥

পুত্রবৎসলা যশোদা পুত্রকে ভীত জানিয়া যষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় প্রভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১২ ॥

ন চান্ত র্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্ত র্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ ১৩ ॥

যস্য অন্তঃ ন বহিঃ চ ন পূর্ব্বং ন অপরং চ ন, যঃ জগতঃ পূর্ব্বাপরং বহিঃ অন্তঃ চ, যঃ চ জগৎ ॥ ১৩ ॥

যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই, অপরও নাই, যিনি জগতের পূর্ব্ব ও অপর, বাহির ও অন্তর, এবং যিনিই জগৎ ॥ ১৩ ॥

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ১৪ ॥

অব্যক্তং (ন ব্যজ্যত ইতি তম্) অধোক্ষজম্ (অধঃ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং যস্মাৎ তং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়ং) মর্ত্ত্যলিঙ্গং (কৃপয়া স্বীকৃতমনুষ্য-নাট্যম্) আত্মজং মত্বা গোপিকা প্রাকৃতং (বালকং) যথা (তথা) দাম্না উদূখলে ববন্ধ ॥ ১৪ ॥

কারুণ্যবশতঃ মনুষ্যশরীরধারী সেই অব্যক্ত ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর পরমেশ্বরকে পুত্র মনে করিয়া, গোপিকা যশোদা প্রাকৃত বালকের ন্যায় তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন ॥ ১৪ ॥

তদ্দামবধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূৎ তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা ॥ ১৫ ॥

যদাসীৎ তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্‌যদাদত্ত বন্ধনম্ ॥ ১৬ ॥

কৃতাগসঃ বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য তৎ (বন্ধনসাধনভূতং) দাম দ্ব্যঙ্গুলোনং (দ্বাভ্যাম্ অঙ্গুলিভ্যাম্ ঊনম্ অপূর্ণম্) অভূৎ। (তদা সা) গোপিকা তেন (দাম্না সহ) অন্যৎ চ (দাম) সন্দধে। যদা তৎ অপি ন্যূনম্ আসীৎ (তদা) তেন (সহ) অন্যৎ অপি সন্দধে (গ্রথিতবতী। এবং) যৎ যৎ বন্ধনং (দাম) আদত্ত তৎ অপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনম্ (অভূৎ) ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

কৃতাপরাধ নিজ পুত্রকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জননী যে রজ্জু গ্রহণ করিলেন, তাহা দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল। তখন গোপিকা ঐ রজ্জুর সহিত অপর রজ্জু সংযোগ করিলেন। যখন তাহাও ন্যূন হইল, তখন তিনি উহার সহিত অপর রজ্জু সংযোগ করিলেন। এইরূপে যে যে রজ্জু গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সেই সেই রজ্জুই দুই দুই অঙ্গুলি করিয়া ন্যূন হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি।
গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং স্ময়ন্তী বিস্মিতাভবৎ ॥ ১৭ ॥

এবং স্বগেহদামানি (স্বগৃহস্থানি সর্ব্বাণি দামানি) সন্দধতী অপি যশোদা সুস্ময়ন্তীনাং (স্মিতং কুর্ব্বতীনাং) গোপীনাং (মধ্যে স্বয়ম্ অপি) স্ময়ন্তী (সতী) বিস্মিতা অভবৎ ॥ ১৭ ॥

এই প্রকারে স্বগৃহস্থিত রজ্জু সকল সংযোগ করিয়াও, যশোদা হাস্যপরায়ণা গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, স্বয়ংও হাসিতে হাসিতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ১৭ ॥

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণঃ স্বিন্নগাত্রায়াঃ (স্বিন্নং স্বেদযুক্তং গাত্রং দেহঃ যস্যাঃ সা তস্যাঃ) বিস্রস্তকবরস্রজঃ (বিস্রস্তাঃ কবরাৎ কেশবন্ধাৎ স্রজঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) স্বমাতুঃ পরিশ্রমং দৃষ্ট্বা কৃপয়া স্ববন্ধনে আসীৎ ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ জননীর কলেবর স্বেদযুক্ত ও তদীয় কেশবন্ধন স্খলিতমালা,

অতএব তাঁহাকে অতিশয় পরিশ্রান্ত দর্শন করিয়া, কৃপাপরবশ হইয়া, স্বয়ং বন্ধন গ্রহণ করিলেন॥ ১৮॥

এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥ ১৯॥

অঙ্গ (হে রাজন্), এবং (মাতৃকৃতবন্ধনাঙ্গীকারেণ) ইদং সেশ্বরং (বিশ্বং) যস্য বশে (বর্ত্ততে, তেন) স্ববশেন অপি কৃষ্ণেন হরিণা ভক্তবশ্যতা সন্দর্শিতা হি॥ ১৯॥

হে রাজন্, এই প্রকারে মাতৃকৃত বন্ধনের অঙ্গীকার দ্বারা, ঈশ্বরগণের সহিত এই বিশ্ব যাঁহার বশবর্ত্তী, সেই স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণাখ্য শ্রীহরি কর্ত্তৃক ভক্তবশ্যতাই সন্দর্শিত হইল॥ ১৯॥

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যৎ তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ ২০॥

বিমুক্তিদাৎ (কৃষ্ণাৎ) যৎ (যং প্রসাদং) গোপী (যশোদা) প্রাপ, তৎ (তম্) ইমং প্রসাদং ন বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা পুত্রঃ অপি) ন ভবঃ (আত্মা অপি, আত্মীয়ঃ অপি) ন শ্রীঃ অঙ্গসংশ্রয়া (জায়া) অপি লেভিরে॥ ২০॥

বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা প্রাপ্ত হইলেন, সেই এই প্রসাদ ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও শিব আত্মীয় হইয়াও এবং লক্ষ্মী অঙ্গাশ্রিতা ভার্য্যা হইয়াও লাভ করেন নাই॥ ২০॥

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ২১॥

অয়ং গোপিকাসুতঃ ভগবান্ ইহ (সংসারে বর্ত্তমানানাং) যথা ভক্তিমতাং সুখাপঃ (সুখেন আপ্যতে ইতি তথা) দেহিনাং (দেহাভিমানিনাং তাপসাদীনাং) জ্ঞানিনাং (নিবৃত্তাভিমানানাম্) আত্মভূতানাম্ (আত্মজ্ঞানিনাং) চ (তথা সুখাপঃ) ন॥ ২১॥

এই গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সংসারে বর্ত্তমান ভক্তিমন্ত ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানী তাপসদিগের বা নিবৃত্তাভিমানী আত্মজ্ঞানীদিগের তদ্রূপ সুখলভ্য নহেন॥ ২১॥

কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ।
অদ্রাক্ষীদর্জ্জুনৌ পূর্ব্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ ॥ ২২ ॥

প্রভুঃ কৃষ্ণঃ তু মাতরি গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং (সত্যাং) পূর্ব্বং (পূর্ব্ব-জন্মনি) ধনদাত্মজৌ গুহ্যকৌ অর্জ্জুনৌ অদ্রাক্ষীৎ ॥ ২২ ॥

এইরূপে বন্ধন করিয়া, জননী গৃহকার্য্যে ব্যগ্র হইলে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বজন্মে কুবেরতনয় যক্ষদ্বয়কে শ্রীবৃন্দাবনে অর্জ্জুন নামক দুইটি বৃক্ষের আকারে অবস্থিত দেখিলেন ॥ ২২ ॥

পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ।
নলকূবরমণিগ্রীবাবিতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্বিতৌ ॥ ২৩ ॥

নলকূবরমণিগ্রীবৌ ইতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্বিতৌ (তৌ গুহ্যকৌ) পুরা মদাৎ নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ ॥ ২৩ ॥

উহারা পূর্ব্বজন্মে নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে বিখ্যাত এবং ঐশ্বর্য্যশালী যক্ষ ছিল, এবং মদোন্মত্ততা প্রযুক্ত দেবর্ষি নারদের শাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে উদূখলবন্ধনং নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

পরীক্ষিদুবাচ।

কথ্যতাং ভগবন্নেতৎ তয়োঃ শাপস্য কারণম্।
যত্তদ্বিগর্হিতং কর্ম্ম যেনাসীদ্দেবর্ষেস্তমঃ॥ ১॥

পরীক্ষিৎ উবাচ; —(হে) ভগবন্, তয়োঃ (নলকূবরমণিগ্রীবয়োঃ) যৎ বিগর্হিতং (নিন্দিতং) শাপস্য কারণং কর্ম্ম, যেন (কর্ম্মণা) দেবর্ষেঃ (ভাগবতোত্তমস্য অপি) তমঃ (ক্রোধঃ) আসীৎ (জাতঃ), তৎ এতৎ কথ্যতাম্॥১॥

দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যমলার্জ্জুন ভঞ্জন ও তাহাদিগের কর্ত্তৃক স্বস্বরূপ লাভের পর শ্রীভগবানের স্তব বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন;—হে ভগবন্, নলকূবর ও মণিগ্রীবের যে কর্ম্ম দ্বারা ভাগবতোত্তম দেবর্ষি নারদেরও ক্রোধ জন্মে, শাপের কারণ তাহাদিগের সেই নিন্দিত কর্ম্ম বলুন॥ ১॥

শুক উবাচ।

রুদ্রস্যানুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তৌ ধনদাত্মজৌ।
কৈলাসোপবনে রম্যে মন্দাকিন্যাং মদোৎকটৌ॥ ২॥
বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ।
স্ত্রীজনৈরনুগায়দ্ভিশ্চেরতুঃ পুষ্পিতে বনে॥ ৩॥

শুক উবাচ;—রুদ্রস্য অনুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তৌ (অতিগর্ব্বিতৌ) মদোৎকটৌ (মদঃ হর্ষঃ উৎকটঃ যয়োঃ তৌ) বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ (মদেন আঘূর্ণিতে লোচনে যয়োঃ তৌ) ধনদাত্মজৌ (নলকূবরমণিগ্রীবৌ) অনুগায়দ্ভিঃ স্ত্রীজনৈঃ সহ কৈলাসোপবনে রম্যে পুষ্পিতে বনে চেরতুঃ॥ ২-৩॥

শুকদেব কহিলেন;—রুদ্রের অনুচরত্ব লাভানন্তর অতিশয় গর্ব্বিত ও মদোন্মত্ত কুবেরের দুই পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব বারুণী মদিরা পানে মত্ত ও ঘূর্ণিতলোচন হইয়া আপনাদিগের সঙ্গে সঙ্গীতকারিণী স্ত্রীগণের সহিত কৈলাসপর্ব্বতের রমণীয় পুষ্পিত উপবনে বিচরণ করিতেছিল॥ ২॥ ৩॥

অন্তঃ প্রবিশ্য গঙ্গায়ামম্ভোজবনরাজিনি।
চিক্রীড়তুর্যুবতিভির্গজাবিব করেণুভিঃ ॥ ৪ ॥

অম্ভোজবনরাজিনি (অম্ভোজানাং বনানি তেষাং রাজয়ঃ বিদ্যন্তে যস্যাং তস্যাং) গঙ্গায়াম্ অন্তঃ (মধ্যে) প্রবিশ্য করেণুভিঃ (সহ) গজৌ ইব যুবতিভিঃ (সহ) চিক্রীড়তুঃ ॥ ৪ ॥

তাহারা দুইজনে পদ্মবনরাজিত গঙ্গাজলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক করেণুগণের সহিত গজদ্বয়ের ন্যায় যুবতিগণের সহিত বিহার করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

যদৃচ্ছয়া চ দেবর্ষির্ভগবাংস্তত্র কৌরব।
অপশ্যন্নারদো দেবৌ ক্ষীবাণৌ সমবুধ্যত ॥ ৫ ॥

(হে) কৌরব, যদৃচ্ছয়া (অকস্মাৎ এব) তত্র (আগতঃ) দেবর্ষিঃ নারদঃ (তৌ) অপশ্যৎ। (দৃষ্ট্বা) চ ক্ষীবাণৌ (মত্তৌ) সমবুধ্যত ॥ ৫ ॥

হে কৌরব, যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে সমাগত হইয়া, দেবর্ষি ভগবান্ নারদ উহাদিগের দুইজনকে দেখিতে পাইলেন, এবং দর্শনমাত্রই উহা-দিগকে মত্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ॥ ৫ ॥

তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেব্যো বিবস্ত্রাঃ শাপশঙ্কিতাঃ।
বাসাংসি পর্য্যধুঃ শীঘ্রং বিবস্ত্রৌ নৈব গুহ্যকৌ ॥ ৬ ॥

দেব্যঃ (অপ্সরসঃ যতঃ) বিবস্ত্রাঃ (অতঃ) তং (নারদং) দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতাঃ শাপশঙ্কিতাঃ (চ) শীঘ্রং বাসাংসি পর্য্যধুঃ, বিবস্ত্রৌ গুহ্যকৌ (তু) ন এব (বস্ত্রং পর্য্যধত্তাম্) ॥ ৬ ॥

অপ্সরাসকল তৎকালে বিবস্ত্র ছিল, অতএব দেবর্ষিকে দেখিয়া লজ্জিত ও শাপশঙ্কিত হইয়া শীঘ্র বস্ত্র পরিধান করিল, কিন্তু বিবস্ত্র গুহ্যকদ্বয় বস্ত্র পরিধান করিল না ॥ ৬ ॥

তৌ দৃষ্ট্বা মদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্মজৌ।
তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ ॥ ৭ ॥

মদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ তৌ সুরাত্মজৌ দৃষ্ট্বা (নারদঃ) তয়োঃ অনু-গ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্ ইদং (বক্ষ্যমাণং) জগৌ ॥ ৭ ॥

মদিরামত্ত ও শ্রীমদান্ধ ঐ কুবেরতনয়দ্বয়কে দর্শন করিয়া দেবর্ষি উহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শাপপ্রদানচ্ছলে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ ॥ ৮ ॥

জোষ্যান্ (প্রিয়ান্ বিষয়ান্) জুষতঃ (সেবমানস্য পুংসঃ যথা শ্রীমদঃ) বুদ্ধিভ্রংশঃ (বুদ্ধিং ভ্রংশয়তি ইতি তথা, বিবেকনাশকঃ ভবতি, তথা) শ্রীমদাৎ অন্যঃ আভিজাত্যাদিঃ (অভিজাতিঃ সৎকুলজন্ম তদুদ্ভবঃ আভিজাত্যঃ মদঃ আদিঃ যস্য বিদ্যাদিমদস্য সঃ তথা অন্যঃ বা) রজোগুণঃ (রজঃকার্য্যভূতঃ হাস্যহর্ষাদিরূপঃ বুদ্ধিভ্রংশকরঃ) ন হি ভবতি। যত্র (যস্মিন্ শ্রীমদে সতি) স্ত্রী দ্যূতম্ আসবঃ (প্রাণিহিংসা ইতি ধর্ম্মপাদচতুষ্টয়নাশকাধর্ম্মপাদচতুষ্টয়রূপঃ স্ত্র্যাদিসম্বন্ধঃ ভবতি) ॥ ৮ ॥

প্রিয় বিষয় সকলের সেবাকারী পুরুষের ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব যেরূপ বুদ্ধিভ্রংশকর হয়, সংকুলজন্মাদিজনিত গর্ব্ব বা অন্য কোন রজোগুণের কার্য্য তদ্রূপ বুদ্ধিভ্রংশকর হয় না; কারণ এক ঐশ্বর্য্যমদ, স্ত্রী দ্যূত ও মদ্য প্রভৃতি সমস্ত অধর্ম্মপাদকেই উপস্থিত করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

যত্র (চ শ্রীমদে সতি) ইমং (নশ্বরম্ অপি) দেহম্ অজরামৃত্যু (অজরঃ ক্ষয়শূন্যঃ চ অসৌ অমৃত্যুঃ চ যথা ভবতি তথা) মন্যমানৈঃ অজিতাত্মভিঃ নির্দ্দয়ৈঃ (জনৈঃ) পশবঃ (ভক্ষণাদ্যর্থং) হন্যন্তে ॥ ৯ ॥

ঐশ্বর্য্যমদান্বিত অজিতাত্মা নির্দ্দয় ব্যক্তি সকল এই নশ্বর দেহকেও অজরামর বিবেচনা করিয়া ভক্ষণাদির নিমিত্ত পশুদিগের হিংসা করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে ক্রিমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞিতম্।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ১০ ॥

দেবসংজ্ঞিতং (নরদেবভূদেবসংজ্ঞিতম্) অপি (শরীরম্) অন্তে (প্রারব্ধ কর্ম্মাবসানে, মরণানন্তরং) কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞিতং (শ্বাদিভিঃ ভক্ষিতং বিট্-সংজ্ঞিতং পুত্রাদিভিঃ দগ্ধং ভস্মসংজ্ঞিতম্ অন্যথা ত্যক্তং চ কৃমিসংজ্ঞিতং ভবতি); তৎকৃতে (তস্য দেহস্য কৃতে যঃ) ভূতধ্রুক্ (প্রাণিদ্রোহকর্ত্তা সঃ) স্বার্থং (স্বহিতং) কিং বেদ ?—(ন এব বেদ); যতঃ (ভূতদ্রোহাৎ) নিরয়ঃ (নরকযাতনা ভবতি) ॥ ১০ ॥

যে শরীর জীবিতাবস্থায় নরদেব ও ভূদেব প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়, তাহা মৃত্যুর পর বিষ্ঠা ভস্ম বা কৃমির রূপে পরিণত হইয়া থাকে; অতএব ঐ দেহের নিমিত্ত যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করে, সে নিজের হিত জানে না; কারণ, ভূতদ্রোহকারীর নরক-যাতনা অবশ্যম্ভাবিনী ॥ ১০ ॥

দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব বা।
মাতুঃ পিতু র্বা ক্রেতুর্বা বলিনোঽগ্নেঃ শুনোঽপি বা ॥১১॥

(অন্বয়ঃ) দেহঃ কিং স্বং (স্বকীয়ঃ, কিং বা) অন্নদাতুঃ, (কিং বা) নিষেক্তুঃ (পিতুঃ, কিং) বা মাতুঃ এব, (কিং) বা ক্রেতুঃ, (কিং বা) বলিনঃ (রাজাদেঃ)অগ্নেঃ শুনঃ অপি বা ? ॥ ১১ ॥

এই দেহ কি স্বকীয়, কিম্বা অন্নদাতার, কিম্বা পিতার, কিম্বা মাতার, কিম্বা মাতামহের, কিম্বা ক্রয়কর্ত্তার, কিম্বা বলবান্ রাজাদির, অথবা অগ্নির বা কুক্কুরের ? ॥ ১১ ॥

এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্।
কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ ॥ ১২ ॥

এবং সাধারণম্ অব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্ (অব্যক্তাৎ প্রধানাৎ প্রভবঃ তস্মিন্ এব অপ্যয়ঃ প্রলয়ঃ চ যস্য তং) দেহম্ আত্মসাৎ কৃত্বা (আত্মা ইতি মত্বা, আত্মত্বেন অঙ্গীকৃত্য) অসতঃ (মূঢ়াৎ) ঋতে (বিনা) কঃ বিদ্বান্ জন্তূন্ হন্তি ? ১২ ॥

এই প্রকার সাধারণ সম্পত্তি এবং প্রকৃতিপ্রভব ও প্রকৃতি-বিলয় দেহকে আত্মরূপে অঙ্গীকার করিয়া, মূঢ় বিনা কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রাণীদিগের হিংসা করে ? ॥ ১২ ॥

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনম্।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে ॥ ১৩ ॥

অসতঃ (অবশীকৃতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্য অত এব) শ্রীমদান্ধস্য (বিবেক-শূন্যস্য জনস্য) দারিদ্র্যং পরং (কেবলম্) অঞ্জনম্। (যতঃ) আত্মৌপম্যেন (আত্মা উপমা যত্র তৎ জ্ঞানম্ আত্মৌপম্যং তেন) ভূতানি দরিদ্রঃ পরং (কেবলম্) ঈক্ষতে ॥ ১৩॥

অবশীকৃতেন্দ্রিয় অতএব ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্র্য একমাত্র অঞ্জন; কারণ, দরিদ্র ব্যক্তি আত্মতুলনায় সকল ভূতকেই দর্শন করে॥ ১৩॥

যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তো র্নেচ্ছতি তাং ব্যথাম্।
জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈ র্ন তথাবিদ্ধকণ্টকঃ ॥ ১৪ ॥

লিঙ্গৈঃ (মুখমালিন্যাদিচিহ্নৈঃ) জীবসাম্যং গতঃ (যথা মম কণ্টকবেধজং দুঃখং জাতং তথা অন্যস্য অপি ইতি পরস্মিন্ অপি জীবে স্বসাম্যং প্রাপ্তঃ) কণ্টকবিদ্ধাঙ্গঃ (কণ্টকেন বিদ্ধম্ অঙ্গং যস্য সঃ জনঃ) যথা জন্তোঃ (জীবা-ন্তরস্য) তাং (কণ্টকবেধজন্যাং) ব্যথাং ন ইচ্ছতি তথা অবিদ্ধকণ্টকঃ (অবিদ্ধঃ কণ্টকঃ যস্য সঃ) ন ॥ ১৪॥

কণ্টকবিদ্ধাঙ্গ ব্যক্তি যেমন মুখমালিন্যাদি চিহ্ন দর্শনে অপরের সুখদুঃখ নিজের সমান জানিতে পারিয়া অন্যের কণ্টকবেধজন্য ব্যথা ইচ্ছা করে না; যাহার কখন কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, সে ব্যক্তির কিন্তু সেরূপ হয় না॥ ১৪॥

দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ ॥ ১৫ ॥

ইহ (সংসারে দরিদ্রঃ সর্ব্বমদৈঃ (সর্ব্বৈঃ বিদ্যাদিমদৈঃ) মুক্তঃ (অত-এব) নিরহংস্তম্ভঃ (নির্গতঃ অহঙ্কাররূপঃ স্তম্ভঃ যস্মাৎ সঃ ভবতি। কিঞ্চ) যদৃচ্ছয়া (প্রারব্ধবশেন যৎ কিঞ্চিৎ) কৃচ্ছ্রং (কষ্টম্) আপ্নোতি তৎ হি (চ) তস্য পরং তপঃ (এব ভবতি)॥ ১৫॥

এই সংসারে দরিদ্র ব্যক্তি সকল গর্ব্ব হইতে মুক্ত, অতএব তাহার অহঙ্কাররূপ গর্ব্বও থাকে না। আরও সে প্রারব্ধবশে যে কিছু কষ্ট ভোগ করে, তাহাই তাহার যথেষ্ট তপস্যা হয়॥ ১৫॥

নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥

নিত্যম্ অন্নকাঙ্ক্ষিণঃ ক্ষুৎক্ষামদেহস্য (ক্ষুধা ক্ষামঃ ক্ষীণঃ দেহঃ যস্য তস্য) দরিদ্রস্য ইন্দ্রিয়াণি অনুশুষ্যন্তি (অনুক্ষণং শুষ্যন্তি, নরকাদিদুঃখহেতু-ভূতা) হিংসা অপি বিনিবর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥

নিত্য অন্নাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষুধায় ক্ষীণকলেবর দরিদ্রের ইন্দ্রিয় সকল অনুক্ষণ শুষ্ক হইতে থাকে এবং তাহার নরকাদির হেতুভূতা হিংসারও নিবৃত্তি হয় ॥ ১৬ ॥

দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাচ্চ সিধ্যতি ॥ ১৭ ॥

সমদর্শিনঃ সাধবঃ দরিদ্রস্য এব যুজ্যন্তে (স্বতঃ সঙ্গচ্ছন্তে। তদা) সদ্ভিঃ (নিমিত্তভূতৈঃ) তং (বিষয়বিষয়কং) তর্ষং (তৃষ্ণাং সঃ দরিদ্রঃ স্বয়ম্ এব) ক্ষিণোতি (ক্ষীণীকরোতি)। ততঃ (সর্ব্বতৃষ্ণানিবৃত্তেঃ) আরাৎ (আশু) চ সিধ্যতি ॥ ১৭ ॥

সমদর্শী সাধু পুরুষ সকল দরিদ্রের সহিতই স্বতঃ সঙ্গত হইয়া থাকেন। এইরূপে সৎসঙ্গ হইলে, ঐ সাধুদিগের দ্বারাই সেই দরিদ্র ব্যক্তি বিষয়তৃষ্ণা ক্ষয় করিয়া থাকেন। তদনন্তর তাঁহার সিদ্ধিও সত্বর লাভ হয় ॥ ১৭ ॥

সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাম্।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥

সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাং সাধূনাং ধনস্তম্ভৈঃ (ধনেন স্তম্ভঃ গর্ব্বঃ যেষাং তৈঃ বিষমদৃষ্টিভিঃ) অসদাশ্রয়ৈঃ (অসন্তঃ বিষয়াবিষ্টচিত্তাঃ আশ্রয়াঃ যেষাং তৈঃ) অসদ্ভিঃ (অজিতেন্দ্রিয়ৈঃ) উপেক্ষ্যৈঃ (উপেক্ষাযোগ্যৈঃ ধনিক-জনৈঃ কিং (প্রয়োজনম্ ?) ॥ ১৮ ॥

সমচিত্ত মুকুন্দচরণাভিলাষী সাধুদিগের ধনগর্ব্বিত অসদাশ্রয় অজিতেন্দ্রিয় উপেক্ষাযোগ্য ধনবন্তের সহিত কি প্রয়োজন ? ॥ ১৮ ॥

তদহং মত্তয়োর্মাধ্ব্যা বারুণ্যা শ্রীমদান্ধয়োঃ।
তমোমদং হরিষ্যামি স্ত্রৈণয়োরজিতাত্মনোঃ ॥ ১৯ ॥

তৎ (তস্মাৎ) অহং বারুণ্যা মাধ্ব্যা (সুরয়া) মত্তয়োঃ শ্রীমদান্ধয়োঃ স্ত্রৈণয়োঃ (স্ত্রীবশ্যয়োঃ) অজিতাত্মনোঃ (অনয়োঃ) তমোমদং (অজ্ঞান-কৃতং শ্রীমদং) হনিষ্যামি ॥ ১৯ ॥

অতএব আমি বারুণী নাম্নী সুরাপানে উন্মত্ত শ্রীমদান্ধ স্ত্রৈণ অজিতাত্মা যক্ষদ্বয়ের অজ্ঞানকৃত ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব নষ্ট করিব ॥ ১৯ ॥

যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ।
ন বিবাসসমাত্মানং বিজানীতঃ সুদুর্ম্মদৌ ॥ ২০ ॥

যৎ (যস্মাৎ) ইমৌ (নলকূবরমণিগ্রীবৌ) লোকপালস্য (কুবেরস্য মহতঃ) পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ (অজ্ঞানব্যাপ্তৌ অতএব) সুদুর্ম্মদৌ (সুষ্ঠু দুষ্টঃ মদঃ যয়োঃ তথাভূতৌ চ সন্তৌ) বিবাসসং (বস্ত্ররহিতম্) আত্মানং ন বিজানীতঃ ॥ ২০ ॥

এই নলকূবর ও মণিগ্রীব লোকপাল কুবেরের পুত্র হইয়াও অজ্ঞানপরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব বশতঃ আপনাদিগের বিবস্ত্রাবস্থাও জানিতে পারিতেছে না ॥ ২০ ॥

অতোঽর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ।
স্মৃতিঃ স্যান্মৎপ্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ ॥ ২১ ॥

অতঃ (তস্মাৎ) মদনুগ্রহাৎ স্থাবরতাম্ অর্হতঃ, যথা পুনঃ এবং (মদান্ধৌ) ন স্যাতাম্। তত্র (স্থাবরত্বে) অপি মৎপ্রসাদেন স্মৃতিঃ (স্বাপরাধস্মরণ-পূর্ব্বকং বিবেকঃ) স্যাৎ ॥ ২১ ॥

অতএব ইহারা আমার অনুগ্রহে স্থাবরতা প্রাপ্ত হউক। তাহা হইলে আর ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইবে না। ঐ স্থাবরশরীর লাভেও আমার প্রসাদে ইহাদিগের পূর্ব্বস্মৃতি থাকিবে ॥ ২১ ॥

বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ ॥ ২২ ॥

(ততঃ চ) দিব্যশরচ্ছতে (দেবানাং সংবৎসরশতে) বৃত্তে (অতীতে সতি) বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা (ততঃ চ পুনঃ) স্বর্লোকতাং (দেবত্বং নলকূবরমণিগ্রীবস্বরূপং চ লব্ধ্বা তস্মিন্ ভগবতি) লব্ধভক্তী (লব্ধা ভক্তিঃ যাভ্যাং তথাভূতৌ) ভবিষ্যতঃ ॥ ২২ ॥

অনন্তর দেবপরিমাণে শত বৎসর অতীত হইলে, ভগবান বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া পুনশ্চ দেবত্ব ও নলকূবর-মণিগ্রীব-স্বরূপ লাভ করিয়া শ্রীভগবানে ভক্তিযুক্ত হইবে ॥ ২২ ॥

শুক উবাচ।

স এবমুক্তো দেবর্ষি র্গতো নারায়ণাশ্রমম্।
নলকূবরমণিগ্রীবাবাসতুর্যমলার্জ্জুনৌ ॥ ২৩ ॥

শুকঃ উবাচঃ;—সঃ দেবর্ষিঃ এবম্ উক্ত্বা নারায়ণাশ্রমং গতঃ। নলকূবরমণিগ্রীবৌ (তু) যমলার্জ্জুনৌ আসতুঃ ॥ ২৩ ॥

শুকদেব কহিলেন;—দেবর্ষি নারদ এইপ্রকার বলিয়া নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে নলকূবর ও মণিগ্রীব শ্রীবৃন্দাবনে যমলার্জ্জুনবৃক্ষরূপী হইয়া রহিল ॥ ২৩ ॥

ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্ত্তুং বচো হরিঃ।
জগাম শনকৈস্তত্র যত্র স্তো যমলার্জ্জুনৌ ॥ ২৪ ॥

ভাগবতমুখ্যস্য ঋষেঃ (নারদস্য) বচঃ সত্যং কর্ত্তুং হরিঃ যত্র যমলার্জ্জুনৌ স্তঃ তত্র শনকৈঃ জগাম ॥ ২৪ ॥

ভাগবতপ্রধান দেবর্ষি নারদের বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে সেই যমলার্জ্জুন বৃক্ষ অবস্থান করিতেছিল, ধীরে ধীরে সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

দেবর্ষি র্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ।
তৎ তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতং তন্মহাত্মনা ॥ ২৫ ॥

যৎ (যস্মাৎ) দেবর্ষিঃ (নারদঃ) মে (মম) প্রিয়তমঃ (তস্মাৎ) ইমৌ (চ) ধনদাত্মজৌ (দেবত্বেন স্থাবরত্বাযোগ্যৌ) তৎ (তস্মাৎ) মহাত্মনা (মদ্ভক্তেন নারদেন) যৎ (যথা) গীতং, (নিজস্বরূপং লব্ধ্বা লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ ইতি উক্তং) তৎ তথা সাধয়িষ্যামি ॥ ২৫ ॥

যেহেতু দেবর্ষি নারদ আমার প্রিয়তম এবং এই কুবের-তনয়দ্বয়ও স্থাবরাবস্থায় অবস্থানের অযোগ্য, অতএব মহাত্মা নারদ যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই সাধন করিব ॥ ২৫ ॥

ইত্যন্তরেণার্জ্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যময়োর্যযৌ।
আত্মনির্বেশমাত্রেণ তির্য্যগ্‌গতমুদূখলম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি (এবম্ অভিপ্রেত্য) কৃষ্ণঃ যময়োঃ অর্জ্জুনয়োঃ অন্তরেণ (মধ্যে) যযৌ। (তদা) তু আত্মনির্বেশমাত্রেণ (আত্মনঃ কৃষ্ণস্য মধ্যে নির্বেশ-মাত্রেণ প্রবেশমাত্রেণ) উদূখলং তির্য্যক্ গতম্ ॥ ২৬ ॥

এইরূপ মনে করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তন্মধ্যে প্রবেশমাত্র উদূখলটিও বক্র-ভাবে পতিত হইল ॥ ২৬ ॥

বালেন নিষ্কর্ষতান্বগুদূখলং তদ্-
দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ।
নিপেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-
স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ ॥ ২৭ ॥

অন্বক্ (অনু অঞ্চতি পশ্চাৎ গচ্ছতি ইতি) তৎ উদূখলং দামোদরেণ (দাম বন্ধনরজ্জুঃ উদরে যস্য তেন) বালেন নিষ্কর্ষতা (সতা) তরসা (বেগেন) উৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ (উৎকলিতঃ উৎপাটিতঃ অঙ্ঘ্রিবন্ধঃ মূলবন্ধঃ যয়োঃ তৌ) পরমবিক্রমিতাতিবেপস্কন্ধপ্রবালবিটপৌ (পরমস্য পরমেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য বিক্রমিতং বিক্রমঃ তেন অতিবেপঃ অতিকম্পঃ যেষু তে স্কন্ধপ্রবাল-বিটপাঃ যয়োঃ তৌ) কৃতচণ্ডশব্দৌ (কৃতঃ চণ্ডঃ শব্দঃ যাভ্যাং তৌ দ্বৌ অর্জ্জুনবৃক্ষৌ) নিপেততুঃ ॥ ২৭ ॥

পশ্চাদবর্ত্তী সেই উদূখলটি দামোদর বালক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়াতে উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের মূল উৎপাটিত হইল, শ্রীকৃষ্ণের পরম বিক্রমে উহাদের স্কন্ধ প্রবাল ও শাখা সকল কাঁপিতে লাগিল, এবং তখনই উহারা প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে ভূমিতলে নিপতিত হইল ॥ ২৭ ॥

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ
সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ।
কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং
বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম ॥ ২৮ ॥

তত্র কুঞ্জয়োঃ (বৃক্ষয়োঃ স্থিতঃ) জাতবেদাঃ (অগ্নিঃ) ইব বিরজসৌ (নির্ম্মলৌ) পরময়া শ্রিয়া (কান্ত্যা) ককুভঃ (দিশঃ) স্ফুরন্তৌ (প্রকাশয়ন্তৌ) সিদ্ধৌ (প্রাপ্তপূর্ব্বস্বরূপৌ নলকূবরমণিগ্রীবৌ) অখিললোকনাথং কৃষ্ণম্ উপেত্য শিরসা প্রণম্য (চ) বদ্ধাঞ্জলী (সন্তৌ) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) উচতুঃ স্ম ॥ ২৮ ॥

সেই স্থানে বৃক্ষদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ও মহতী কান্তি দ্বারা দিক্ সকল প্রকাশকারী প্রাপ্তপূর্ব্বস্বরূপ কুবেরতনয়দ্বয় অখিললোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হইয়া এবং তাঁহাকে নিজ মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বিষয় বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণো বিদুঃ ॥ ২৯ ॥

(হে) কৃষ্ণ, (হে) কৃষ্ণ, (সদানন্দমূর্ত্তে), মহাযোগিন্, (অবিচিন্ত্য-প্রভাব), ত্বম্ আদ্যঃ (সর্ব্বজগৎকারণভূতঃ) পরঃ পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ)। ব্যক্তাব্যক্তং (স্থূলসূক্ষ্মম্) ইদং বিশ্বং ব্রাহ্মণঃ তে (তব) রূপং (পণ্ডিতাঃ) বিদুঃ (জানন্তি) ॥ ২৯ ॥

হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগিন্, তুমি সকলের কারণস্বরূপ পরম পুরুষ। স্থূলসূক্ষ্মাত্মক এই বিশ্বকে পণ্ডিত সকল ব্রহ্মস্বরূপ তোমার রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ২৯ ॥

ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ (দেহাঃ অসবঃ প্রাণাঃ আত্মা অহঙ্কারঃ ইন্দ্রিয়াণি চ এতেষাম্ ঈশ্বরঃ রক্ষকঃ) ত্বম্ একঃ (এব)। ত্বম্ এব কালঃ অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ ভগবান্ বিষ্ণুঃ (চ) ॥ ৩০ ॥

এক তুমিই সর্ব্বভূতের দেহ প্রাণ অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। তুমিই কাল ও অব্যয় ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু ॥ ৩০ ॥

ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥ ৩১ ॥

ত্বম্ এব রজঃসত্ত্বতমোময়ী সূক্ষ্মা প্রকৃতিঃ মহান্ (অপি)। সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ (সর্ব্বেষাং যানি ক্ষেত্রাণি দেহেন্দ্রিয়াস্তঃকরণানি তেষাং যে বিকারাঃ রোগাদয়ঃ তান্ বেত্তি ইতি) অধ্যক্ষঃ (সর্ব্বসাক্ষী) পুরুষঃ (অপি) ত্বম্ এব ॥ ৩১ ॥

তুমিই রজঃসত্ত্বতমোময়ী সূক্ষ্মা প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব। সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ সর্ব্বাধ্যক্ষ পুরুষও তুমিই ॥ ৩১ ॥

গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
কো ন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্ সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ ॥ ৩২ ॥

ত্বম্ গৃহ্যমাণৈঃ (দৃশ্যৈঃ) প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিগুণকার্য্যৈঃ) বিকারৈঃ (বুদ্ধ্যহঙ্কারেন্দ্রিয়াদিভিঃ) অগ্রাহ্যঃ (ন গৃহ্যসে)। প্রাক্ সিদ্ধং (প্রাক্ এব স্বপ্রকাশতয়া সিদ্ধং বর্ত্তমানং ত্বাম্) ইহ (সংসারে) গুণসংবৃতঃ (গুণৈঃ দেহাদিভিঃ সংশ্রিতঃ সংবৃতঃ) কঃ নু (জীবঃ) বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি ॥ ৩২ ॥

তুমি দৃশ্য প্রাকৃত গুণকার্য্যভূত বুদ্ধ্যাদি কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য। এই সংসারে দেহাদি দ্বারা আবৃত কোন্ জীব স্বপ্রকাশরূপে বর্ত্তমান তোমাকে জানিতে পারে ? ॥ ৩২ ॥

তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
আত্মদ্যোতৈর্গুণৈশ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মৈ আত্মদ্যোতৈঃ (আত্মনঃ স্বস্মাৎ দ্যোতঃ প্রকাশঃ যেষাং তৈঃ) গুণৈঃ ছন্নমহিম্নে বাসুদেবায় বেধসে ব্রহ্মণে ভগবতে তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৩ ॥

আত্ম-প্রকাশ্য-গুণ-সমূহ দ্বারা সমাবৃত-প্রভাব বাসুদেব অদ্ভুত-লীলাকারী ব্রহ্ম ভগবান্ নন্দনন্দন তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৩৪ ॥

অতুল্যাতিশয়ৈঃ (নাস্তি তুল্যম্ অতিশয়ঃ আধিক্যং চ যেভ্যঃ তৈঃ, অসমোর্দ্ধৈঃ) দেহিষু (প্রাকৃতেষু জীবেষু) অসঙ্গতৈঃ (অনুপপন্নৈঃ) তৈঃ তৈঃ বীর্য্যৈঃ (পরাক্রমৈঃ) শরীরিষু (প্রাকৃতেষু) অশরীরিণঃ (প্রাকৃত-শরীররহিতস্য) যস্য (তব) অবতারাঃ জ্ঞায়ন্তে ॥ ৩৪ ॥

প্রাকৃত জীব সকলে অসম্ভব অসমোর্দ্ধ প্রসিদ্ধ পরাক্রম সকল দ্বারা প্রাকৃত সংসারে প্রাকৃতশরীররহিত তোমার অবতার সকল জ্ঞাত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

স ভবান্ সর্ব্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ।
অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্ ॥ ৩৫ ॥

আশিষাং (ধর্ম্মাদিচতুর্বিধপুরুষার্থানাং) পতিঃ (স্বামী) সঃ ভবান্ সর্ব্বলোকস্য ভবায় (উদ্ভবায়, ধর্ম্মাদিত্রিবর্গসিদ্ধয়ে) বিভবায় (বিগতঃ ভবঃ সংসারঃ যস্মিন্ তস্মৈ, মোক্ষায়) চ অংশভাগেন (অংশানাম্ অংশাবতারাণাম্ ভাগঃ বিভাগঃ প্রাদুর্ভাবঃ যস্মাৎ তেন, অংশাঃ অংশাবতারাঃ অপি ভাগাঃ ভজনীয়াঃ যস্য তেন ইতি বা, পরিপূর্ণেন রূপেণ) সাম্প্রতম্ (ইদানীম্) অবতীর্ণঃ ॥ ৩৫ ॥

ধর্ম্মাদি-পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের অধিপতি আপনি লোক সকলের ত্রিবর্গসিদ্ধির নিমিত্ত ও মোক্ষার্থ পরিপূর্ণরূপে সম্প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বমঙ্গল।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩৬ ॥

(হে) পরমকল্যাণ, (পরমং কল্যাণং যস্মাৎ তৎসম্বোধনং, হে) বিশ্বমঙ্গল, (বিশ্বস্য মঙ্গলং যস্মাৎ তৎসম্বোধনং), তে (তুভ্যং) নমঃ নমঃ। বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩৬ ॥

হে পরমকল্যাণ, হে বিশ্বমঙ্গল, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। বাসুদেব শান্ত যাদবগণের পতি তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিঙ্করৌ।
দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ ॥ ৩৭ ॥

(হে) ভূমন্, তব অনুচরকিঙ্করৌ (অনুচরস্য কিঙ্করৌ) নৌ (আবাম্) অনুজানীহি (বুধ্যস্ব)। নৌ (আবয়োঃ) ভগবতঃ (তব) দর্শনম্ ঋষেঃ (নারদস্য) অনুগ্রহাৎ আসীৎ ॥ ৩৭ ॥

হে ভূমন্, আমাদিগের দুইজনকে তোমার অনুচর কুবেরের কিঙ্কর বলিয়া জানিও। আমরা যে আপনার দর্শন পাইলাম, তাহা দেবর্ষির অনুগ্রহেই ॥ ৩৭ ॥

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়ো র্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেহস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥ ৩৮ ॥

নঃ (আবয়োঃ অস্মৎসম্বন্ধিনাং চ) বাণী (তব) গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনঃ তব পাদয়োঃ স্মৃত্যাং শিরঃ তব নিবাসজগৎ-প্রণামে (নিবাসভূতং যৎ জগৎ তস্য প্রণামে) দৃষ্টিঃ ভবত্তনূনাং (ভবতঃ তনূনাং মূর্ত্তীনাং) সতাং (ভক্তানাং চ) দর্শনে অস্তু ॥ ৩৮ ॥

আমাদিগের বাণী তোমার গুণানুকথনে কর্ণদ্বয় কথাশ্রবণে করদ্বয় মন্দিরমার্জ্জনাদি কর্ম্মে মন চরণদ্বয়ের স্মরণে মস্তক তোমার নিবাসভূত জগতের প্রণামে দৃষ্টি শ্রীমূর্ত্তি সকলের ও ভক্তবর্গের দর্শনে রত হউক ॥ ৩৮ ॥

শুক উবাচ।

ইত্থং সঙ্কীর্ত্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ।
দাম্না চোদূখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ ॥ ৩৯ ॥

শুকঃ উবাচ ;—ইত্থং তাভ্যাং (নলকূবরমণিগ্রীবাভ্যাং) সঙ্কীর্ত্তিতঃ (সংস্তুতঃ) দাম্না (স্বকৃপয়া যশোদাপ্রেম্না) চ উদূখলে বদ্ধঃ ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ গুহ্যকৌ (প্রতি) প্রহসন্ আহ ॥ ৩৯ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—এইরূপে সেই গুহ্যকদ্বয় কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া রজ্জু দ্বারা ও মা যশোদার প্রেম দ্বারা উদূখলে বদ্ধ ভগবান্ গোকুলেশ্বর হাস্য করিতে করিতে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

জ্ঞাতং মম পুরৈবৈতদৃষিণা করুণাত্মনা।
যৎ শ্রীমদান্ধয়োর্বাগ্‌ভি র্বিভ্রংশোঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ;—শ্রীমদান্ধয়োঃ (যুবয়োঃ) করুণাত্মনা (কৃপালুনা) ঋষিণা (নারদেন) যৎ বাগ্‌ভিঃ বিভ্রংশঃ (শ্রীমদভ্রংশঃ) অনুগ্রহঃ (চ) কৃতঃ (তৎ) এতৎ পুরা (যুষ্মদ্বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বম্) এব মম জ্ঞাতম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ;—ঐশ্বর্য্যমদান্ধ তোমাদিগের দুইজনের প্রতি কৃপালু ঋষি নারদ যে বাক্য দ্বারা শ্রীমদভ্রংশ ও বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদিগের বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি ॥ ৪০ ॥

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥ ৪১ ॥

সবিতুঃ (সূর্য্যস্য) দর্শনাৎ যথা পুংসঃ অক্ষ্ণঃ বন্ধঃ নো (ন) ভবেৎ (তথা) সাধূনাং (স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং) সমচিত্তানাম্ (আত্মবিদাং) সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং (মর্য্যর্পিতচিত্তানাং জনানাং দর্শনাৎ বন্ধঃ ন ভবেৎ) ॥ ৪১ ॥

সূর্য্যের দর্শনে যেমন পুরুষের চক্ষুর বন্ধন হয় না, তদ্রূপ সমচিত্ত অতএব মদর্পিতমানস সাধুদিগের দর্শনেও বন্ধন হয় না ॥ ৪১ ॥

তদ্‌গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনম্।
সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ ॥ ৪২ ॥

(হে) নলকূবর, (যুবাং) তৎ (তস্মাৎ, মদ্ভক্তনারদানুগ্রহেণ এব কৃতার্থত্বাৎ) মৎপরমৌ (অহম্ এব পরমঃ ইষ্টদেবতয়া চিন্তনীয়ঃ যয়োঃ তথাভূতৌ সন্তৌ) সাদনং (স্বনিকেতনং) গচ্ছতম্। বাং (যুবয়োঃ) ঈপ্সিতঃ (অপেক্ষিতঃ) অভবঃ (ন ভবঃ সংসারঃ যস্মাৎ সঃ) পরমঃ ময়ি ভাবঃ (প্রেমা) সঞ্জাতঃ ॥ ৪২ ॥

হে নলকূবর, তোমরা নারদানুগ্রহে কৃতার্থ হইয়াছ, অতএব মচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া নিজগৃহে গমন কর। তোমাদিগের অভিলষিত আমাতে পরম প্রেম লাভ হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তৌ তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
বদ্ধোলূখলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাম্ ॥ ৪৩ ॥

শুকঃ উবাচ ;—ইতি (এবং ভগবতা) উক্তৌ (তৌ) বদ্ধোলূখলং (বদ্ধম্ উলূখলং যস্মিন্ তং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) পুনঃ পুনঃ পরিক্রম্য প্রণম্য আমন্ত্র্য (পৃষ্ট্বা) চ উত্তরাং দিশং জগ্মতুঃ ॥ ৪৩ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া, গুহ্যকদ্বয় উদূখলবদ্ধ সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম প্রদক্ষিণ ও আমন্ত্রণ করিয়া উত্তরদিকে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যমলার্জ্জুনভঞ্জনং নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

গোপা নন্দাদয়ঃ শ্রুত্বা দ্রুময়োঃ পততো রবম্।
তত্রাজগ্মুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ॥ ১॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ, নন্দাদয়ঃ গোপাঃ পততোঃ দ্রুময়োঃ রবং শ্রুত্বা নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ (নির্ঘাতঃ বজ্রপাতঃ তদ্ভয়েন শঙ্কিতাঃ সন্তঃ) তত্র আজগ্মুঃ॥ ১॥

একাদশ অধ্যায়ে, শ্রীবৃন্দাবনে গোপবালকগণের সহিত বৎসপালন করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৎসাসুর ও বকাসুর বধ বর্ণিত হইয়াছে॥

শুকদেব কহিলেন;—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, নন্দাদি গোপগণ সেই অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের পতনের শব্দ শ্রবণ করিয়া বজ্রপাতশঙ্কায় সেই স্থানে আগমন করিলেন॥ ১॥

ভূমৌ নিপতিতৌ তত্র দদৃশুর্যমলার্জ্জুনৌ।
বভ্রমুস্তদবিজ্ঞায় লক্ষ্যং পতনকারণম্॥ ২॥

(আগতাঃ চ) তত্র ভূমৌ নিপতিতৌ যমলার্জ্জুনৌ দদৃশুঃ। (দৃষ্ট্বা চ) তৎ পতনকারণং লক্ষ্যং (প্রত্যক্ষতঃ সিদ্ধম্ অপি) অবিজ্ঞায় বভ্রমুঃ (সন্দিদিহুঃ)॥ ২॥

আগমন পূর্ব্বক অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়কে ভূমিতলে নিপতিত দেখিলেন। দেখিয়া উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের পতনের কারণ সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন॥ ২॥

উদূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্ববালকম্।
কস্যেদং কুত আশ্চর্য্যমুৎপাত ইতি কাতরাঃ॥ ৩॥

দাম্না বদ্ধম্ উদূখলং বিকর্ষন্তং স্ববালকং (তত্র দৃষ্ট্বা অপি তে গোপাঃ) কস্য (রাক্ষসাদেঃ) ইদং (কর্ম্ম) কুতঃ (বা কারণাৎ অহো) আশ্চর্য্যম্ উৎপাতঃ ইতি কাতরাঃ (ভীতাঃ সন্তঃ বভ্রমুঃ)॥ ৩॥

রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ও উদূখল আকর্ষণকারী নিজ বালককে সেই স্থানে দেখিয়াও নন্দাদি গোপগণ, "ইহা কাহার কর্ম্ম, কি কারণে অকস্মাৎ বৃক্ষদ্বয় উন্মূলিত হইল, অহো কি আশ্চর্য্য উৎপাত," এই প্রকার বলিতে বলিতে কাতর হইয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইলেন ॥ ৩ ॥

বালা ঊচুরনেনেতি তিরশ্চীনমুদূখলম্।
বিকর্ষতা মধ্যগেন পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি ॥ ৪ ॥

তিরশ্চীনং (তির্য্যক্ পতিতম্) উদূখলং বিকর্ষতা (বৃক্ষয়োঃ) মধ্যগেন (মধ্যগতেন) অনেন (কৃষ্ণেন বৃক্ষৌ পাতিতৌ ইতি বয়ম্) অচক্ষ্মহি (দৃষ্টবন্তঃ। ন কেবলম্ এতাবৎ কিন্তু বৃক্ষাভ্যাং নির্গতৌ দিব্যৌ) পুরুষৌ অপি (দৃষ্টবন্তঃ) ইতি (নন্দাদীন্ প্রতি) বালাঃ ঊচুঃ ॥ ৪ ॥

"বক্রভাবে পতিত উদূখল আকর্ষণ করিতে করিতে বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে গমন পূর্ব্বক এই শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে পাতিত করিয়াছেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আবার কেবল বৃক্ষদ্বয়ের পতন নহে, ঐ পতিত বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য হইতে নির্গত দুইটি দিব্য পুরুষকেও দেখিয়াছি," এইপ্রকার কথা গোপবালক সকল নন্দাদি গোপগণের নিকট বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

ন তে তদুক্তং জগৃহু র্ন ঘটেতেতি তস্য তৎ।
বালস্যোৎপাটনং তর্ব্বোঃ কেচিৎ সন্দিগ্ধচেতসঃ ॥ ৫ ॥

(তত্র যে গোপাঃ তর্কনিষ্ঠাঃ) তে তস্য বালস্য (ঈদৃশোঃ) তর্ব্বোঃ উৎপাটনং ন ঘটেত ইতি (তর্কেণ) তদুক্তং (তৈঃ বালকৈঃ যৎ উক্তং) তৎ ন জগৃহুঃ। কেচিৎ (তু পূতনাতৃণাবর্ত্তাদীনাং ভঙ্গস্য দৃষ্টত্বাৎ ইদম্ অপি তস্য এব কর্ম্ম ভবেৎ বা ন বা ইতি) সন্দিগ্ধচেতসঃ (সন্দিগ্ধং চেতঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ বভূবুঃ) ৫ ॥

তর্কনিষ্ঠ গোপগণ, ঐ বালকের ঈদৃশ বৃক্ষদ্বয়ের উৎপাটন সম্ভব হয় না, এই কথা বলিয়া, উক্ত গোপবালকদিগের কথা গ্রহণ করিলেন না। তবে কোন কোন গোপ ঐ কথায় সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥

উদূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্বমাত্মজম্।
বিলোক্য নন্দঃ প্রহসদ্বদনো বিমুমোচ হ ॥ ৬ ॥

দাম্না বদ্ধম্ উদূখলং বিকর্ষন্তং স্বং (স্বকীয়ম্) আত্মজং (পুত্রং) বিলোক্য প্রহসদ্বদনঃ নন্দঃ তং বিমুমোচ (বিশেষেণ স্নেহপরবশঃ শীঘ্রং মুমোচ) হ ॥ ৬ ॥

রজ্জু দ্বারা বদ্ধ উদূখল আকর্ষণকারী নিজ পুত্রকে দর্শন করিয়া নন্দ সহাস্যমুখে তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন ॥ ৬ ॥

গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ।
উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ ॥ ৭ ॥

গোপীভিঃ স্তোভিতঃ (প্রোৎসাহিতঃ) ভগবান্ দারুযন্ত্রবৎ তদ্বশঃ (তাসাং প্রেমবশঃ সন্) ক্বচিৎ বালবৎ অনৃত্যৎ ক্বচিৎ (চ) মুগ্ধঃ (ইব) উদ্গায়তি ॥ ৭ ॥

গোপীগণ কর্তৃক প্রোৎসাহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুযন্ত্রের ন্যায় তাহাদিগের প্রেমাধীন হইয়া কখন বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেন, কখন বা মুগ্ধের ন্যায় গান করিতেন ॥ ৭ ॥

বিভর্ত্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্।
বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাঞ্চ প্রীতিমাবহন্ ॥ ৮ ॥

ক্বচিৎ আজ্ঞপ্তঃ (সন্) পীঠকোন্মানপাদুকং বিভর্ত্তি, স্বানাং চ প্রীতিম্ আবহন্ (সম্পাদয়িতুং) বাহুক্ষেপং চ কুরুতে ॥ ৮ ॥

কখন গোপগোপীদিগের আজ্ঞানুসারে পীঠ ধান্যাদিপরিমাণপাত্র ও পাদুকা আনয়ন করিতেন এবং কখন বা আত্মীয়বর্গের প্রীতি সম্পাদনার্থ বাহুক্ষেপ করিতেন ॥ ৮ ॥

দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্।
ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ ॥ ৯ ॥

লোকে তদ্বিদাং (ফলসারাভিজ্ঞানাম্) আত্মনঃ ভৃত্যবশ্যতাং দর্শয়ন্ ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ ব্রজস্য (ব্রজস্থজনস্য) হর্ষম্ উবাহ (অকরোৎ) বৈ (নিশ্চিতম্) ॥ ৯ ॥

ইহলোকে ফলসারাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে নিজের ভৃত্যবশ্যতা দেখাইবার নিমিত্তই ভগবান্ বাল্যচেষ্টা দ্বারা ব্রজবাসীদিগের হর্ষবিধান করিতেন ॥ ৯ ॥

ক্রীণাহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ ॥
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্ব্বফলপ্রদঃ ॥ ১০ ॥

ভোঃ (লোক), ফলানি ক্রীণাহি ইতি (ফলবিক্রয়িণ্যাঃ) বচনং শ্রুত্বা অচ্যুতঃ (ঐশ্বর্য্যাদিসর্ব্বফলপরিপূর্ণঃ) সর্ব্বফলপ্রদঃ (ভগবান্) ফলার্থী (সন্) ধান্যম্ আদায় সত্বরং (শীঘ্রং) যযৌ ॥ ১০ ॥

"ফল ক্রয় কর গো" এই ফলবিক্রয়িণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, অচ্যুত সর্ব্বফলপ্রদ শ্রীভগবান্ ফলার্থী হইয়া ধান্য গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ম্ ।
ফলৈরপূরয়দ্রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ ॥ ১১ ॥

ফলবিক্রয়িণী তস্য (ত্বরয়া বহিঃ নির্গতস্য অচ্যুতস্য) চ্যুতধান্যকরদ্বয়ং (চ্যুতানি মার্গে এব পতিতানি ধান্যানি যস্মাৎ তথাভূতম্ অপি করদ্বয়ং তৎসৌন্দর্য্যাদিবিমোহিতা সতী) ফলৈঃ অপূরয়ৎ। (তদা তেন অপি করাগ্রেন অবশিষ্টেন তদ্ভাণ্ডে প্রক্ষিপ্তেন ধান্যেন তস্যাঃ) ফলভাণ্ডং রত্নৈঃ (মাণিক্যাদিভিঃ) অপূরি (পূরিতং) চ ॥ ১১ ॥

ফলবিক্রয়িণী সত্বর আগমনপরায়ণ অচ্যুতের বিগলিতধান্য করদ্বয় ফলসমূহ দ্বারা পূরণ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তদ্ভাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত পতনাবশিষ্টধান্যদানচ্ছলে তাহার ফলভাণ্ডকে মণিমাণিক্যাদি দ্বারা পূর্ণ করিলেন ॥ ১১ ॥

সরিত্তীরং গতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জ্জুনমথাহ্বয়ৎ ।
রামঞ্চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈ র্ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

অথ (যশোদয়া প্রেরিতা) রোহিণী দেবী সরিত্তীরং (সরিতঃ যমুনায়াঃ তীরং) গতং বালকৈঃ (সহ) ভৃশং ক্রীড়ন্তং ভগ্নার্জ্জুনং (ভগ্নৌ অর্জ্জুনৌ যেন তং) কৃষ্ণং রামং চ আহ্বয়ৎ (আজুহাব) ॥ ১২ ॥

অনন্তর যশোদা কর্ত্তৃক প্রেরিতা রোহিণী দেবী যমুনাতীরগত, বালকদিগের সহিত অতিশয় ক্রীড়ারত, যমলার্জ্জুনভঞ্জনকারী শ্রীকৃষ্ণকে ও বলরামকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

নোপেয়াতাং যদাহূতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ।
যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলা ॥ ১৩ ॥

ক্রীড়াসঙ্গেন (হেতুনা) আহূতৌ (অপি) পুত্রকৌ যদা ন উপেয়াতাং তদা পুত্রবৎসলা রোহিণী যশোদাং প্রেষয়ামাস ॥ ১৩ ॥

ক্রীড়াতে অতিশয় আসক্তি বশতঃ আহূত হইয়াও পুত্রদ্বয় যখন আগমন করিলেন না, তখন পুত্রবৎসলা রোহিণী যশোদাকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

ক্রীড়ন্তং সা সুতং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্।
যশোদাজোহবীদ্বীক্ষ্য পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী ॥ ১৪ ॥

পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী (পুত্রস্নেহেন স্নুতৌ স্তনৌ যস্যাঃ সা) সা যশোদা বালৈঃ (সহ) ক্রীড়ন্তং সহাগ্রজম্ অতিবেলম্ (অতিক্রান্তা বেলা যেন তং) সুতং বীক্ষ্য অজোহবীৎ (আজুহাব) ॥ ১৪ ॥

পুত্রস্নেহ বশতঃ ক্ষরিতস্তনী সেই যশোদা বালকদিগের সহিত ক্রীড়ারত পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রজ বলদেবের সহিত ভোজন সময় অতিক্রম করিতে দেখিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব।
অলং বিহারৈঃ ক্ষুৎক্ষান্তস্তদ্‌ভবান্ ভোক্তুমর্হতি ॥ ১৫ ॥

(হে) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, অরবিন্দাক্ষ, তাত, এহি (আগচ্ছ), স্তনং পিব। (যৎ) ভবান্ ক্ষুৎক্ষান্তঃ, তৎ ভোক্তুম্ অর্হতি। (অধুনা) বিহারৈঃ অলম্ ॥ ১৫ ॥

হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, অরবিন্দলোচন, তাত আগমন কর, স্তন পান কর। তুমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ, অতএব ভোজন কর। এখন আর ক্রীড়ার প্রয়োজন নাই ॥ ১৫ ॥

হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন।
প্রাতরেব কৃতাহারঃ ক্রীড়াশ্রান্তোহসি পুত্রক ॥ ১৬ ॥

হে রাম, কুলনন্দন, তাত, সানুজঃ (ত্বম্) আশু আগচ্ছ। (হে) পুত্রক, প্রাতঃ (কালে) এব কৃতাহারঃ (ত্বং) ক্রীড়াশ্রান্তঃ অসি ॥ ১৬ ॥

হে রাম, কুলনন্দন, তাত, অনুজের সহিত সত্বর আগমন কর।

হে পুত্র, তুমি প্রাতঃকালে আহার করিয়া আসিয়াছ এবং অনেক-ক্ষণ ক্রীড়া করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ ॥ ১৬ ॥

প্রতীক্ষতে ত্বাং দাশার্হ ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ।
এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহান্ যাত বালকাঃ ॥ ১৭ ॥

(হে) দাশার্হ, ব্রজাধিপঃ ভোক্ষ্যমাণঃ ত্বাং প্রতীক্ষতে। এহি, আবয়োঃ প্রিয়ং (সুখং) ধেহি (সম্পাদয়)। (ভোঃ) বালকাঃ, (যূয়ং) স্বগৃহান্ যাত ॥ ১৭ ॥

হে দাশার্হ, ব্রজরাজ ভোজন করিতে বসিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আইস, আমাদিগের প্রিয়াচরণ কর। বালকগণ, তোমরাও নিজ নিজ গৃহে গমন কর ॥ ১৭ ॥

ধূলীধূসরিতাঙ্গস্ত্বং তাত মজ্জনমাবহ।
জন্মর্ক্ষং তেঽদ্য ভবতি বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ ॥১৮॥

(হে) তাত, (যতঃ) ত্বং ধূলীধূসরিতাঙ্গঃ (অতঃ) মজ্জনং (স্নানম্) আবহ (কুরু)। অদ্য (দিনে) তে (তব) জন্মর্ক্ষং ভবতি (ইতি) শুচিঃ (সন্) বিপ্রেভ্যঃ গাঃ দেহি ॥ ১৮ ॥

হে তাত, তুমি ধূলী দ্বারা ধূসরিতাঙ্গ হইয়াছ, অতএব স্নান কর। অদ্য তোমার জন্মনক্ষত্র, অতএব পবিত্র হইয়া বিপ্রগণকে গাভি দান কর ॥ ১৮ ॥

পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টস্বলঙ্কৃতান্।
ত্বঞ্চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ ॥ ১৯ ॥

মাতৃমৃষ্টস্বলঙ্কৃতান্ (মাতৃভিঃ মৃষ্টাঃ স্নপনাদিনা নির্ম্মলীকৃতাঃ চ তে পশ্চাৎ সুষ্ঠু অলঙ্কৃতাঃ চ ইতি তথা তান্) তে (তব) বয়স্যান্ পশ্য পশ্য। ত্বং চ (অপি) স্নাতঃ কৃতাহারঃ স্বলঙ্কৃতঃ (চ সন্) বিহরস্ব ॥ ১৯ ॥

জননী কর্ত্তৃক নির্ম্মলীকৃতশরীর ও পরে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত তোমার বয়স্যবর্গকে দর্শন কর। তুমিও স্নান আহার ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া ক্রীড়া কর ॥ ১৯ ॥

ইত্থং যশোদা তমশেষশেখরং
মত্বা সুতং স্নেহনিবদ্ধধীর্নৃপ।

হস্তে গৃহীত্বা সহরামমচ্যুতং
নীত্বা স্ববাটং কৃতবত্যথোদয়ম্ ॥ ২০ ॥

(হে) নৃপ, ইত্থং (বদন্তী) স্নেহনিবদ্ধধীঃ (স্নেহেন নিবদ্ধা ধীঃ যস্যাঃ সা) যশোদা (শনৈঃ উপসংগম্য) অশেষশেখরম্ (অশেষাণাং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং শেখরং চূড়ামণিং) তম্ অচ্যুতং সুতং মত্বা হস্তে গৃহীত্বা সহরামং (রামেণ সহিতং) স্ববাটং (স্বগৃহং) নীত্বা অথ (অনন্তরম্) উদয়ং (স্নপনাদিমঙ্গলং) কৃতবতী ॥ ২০ ॥

হে রাজন্, এইরূপ বলিতে বলিতে স্নেহনিবদ্ধবুদ্ধি মা যশোদা ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সকলের চূড়ামণিস্বরূপ সেই অচ্যুতকে পুত্র মনে করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলরামের সহিত নিজ গৃহে লইয়া গিয়া পরে তাঁহাদিগের স্নানাদি মঙ্গলকার্য্য সকল সম্পাদন করিলেন ॥ ২০ ॥

গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্বনে।
নন্দাদয়ঃ সমাগম্য ব্রজকার্য্যমমন্ত্রয়ন্ ॥ ২১ ॥

নন্দাদয়ঃ গোপবৃদ্ধাঃ বৃহদ্বনে (মহাবনে) মহোৎপাতান্ (পূতনাগমনাদীন্, অনুভূয় সমাগম্য (একত্র মিলিত্বা) ব্রজকার্য্যং (ব্রজস্য হিতম্) অমন্ত্রয়ন্ (বিচারিতবন্তঃ) ॥ ২১ ॥

নন্দাদি গোপবৃদ্ধ সকল মহাবনে পূতনাগমনাদি মহোৎপাতসমূহ দর্শন করিয়া সকলে মিলিয়া ব্রজের হিতার্থে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

তত্রোপনন্দো নামাহ গোপো জ্ঞানবয়োঽধিকঃ।
দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রিয়কৃদ্রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ২২ ॥

তত্র (তেষু মিলিতেষু গোপেষু মধ্যে) জ্ঞানবয়োঽধিকঃ (জ্ঞানেন বয়সা চ অধিকঃ) দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ (যস্মিন্ দেশে যস্মিন্ কালে যঃ অর্থঃ সিধ্যতি তস্য তত্ত্বং নিদানং জানাতি ইতি তথা) রামকৃষ্ণয়োঃ প্রিয়কৃৎ উপনন্দঃ নাম গোপঃ আহ ॥ ২২ ॥

ঐ মিলিত গোপগণের মধ্যে জ্ঞানে ও বয়সে অধিক এবং দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞ ও রামকৃষ্ণের প্রিয়কারী উপনন্দ নামক গোপ বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

উত্থাতব্যমিতোঽস্মাভির্গোকুলস্থ হিতৈষিভিঃ।
আয়ান্ত্যত্র মহোৎপাতা বালানাং নাশহেতবঃ॥ ২৩॥

অত্র বালানাং নাশহেতবঃ মহোৎপাতাঃ আয়ান্তি (অতঃ গোকুলস্য) হিতৈষিভিঃ অস্মাভিঃ ইতঃ (অস্মাৎ স্থানাৎ) উত্থাতব্যম্॥ ২৩॥

এই স্থানে বালকদিগের বিনাশহেতু বিষম উৎপাত সকল উপস্থিত হইতেছে। অতএব আমরা যদি গোকুলের হিতাভিলাষী হই, তবে আমাদিগের এই স্থান হইতে অন্যত্র গমন করা উচিত হইতেছে॥ ২৩॥

মুক্তঃ কথঞ্চিদ্রাক্ষস্যা বালঘ্ন্যা বালকো হ্যসৌ।
হরেরনুগ্রহান্নূনমনশ্চোপরি নাপতৎ॥ ২৪॥

অসৌ বালকঃ বালঘ্ন্যাঃ রাক্ষস্যাঃ কথঞ্চিৎ (অনির্বচনীয়েন এব কারণেন) মুক্তঃ হি। নূনং (নিশ্চিতং) হরেঃ অনুগ্রহাৎ (এব অস্য) উপরি অনঃ (শকটঃ) চ ন অপতৎ॥ ২৪॥

এই বালক বালঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা হইতে কোন রূপে মুক্ত হইয়াছে। নিশ্চয় শ্রীহরির অনুগ্রহেই ইহার উপর শকটও পতিত হয় নাই॥ ২৪॥

চক্রবাতেন নীতোঽয়ং দৈত্যেন বিপদং বিয়ৎ।
শিলায়াং পতিতস্তত্র পরিত্রাতঃ সুরেশ্বরৈঃ॥ ২৫॥

চক্রবাতেন (চক্রবাতস্বরূপেণ) দৈত্যেন (তৃণাবর্ত্তেন) বিপদং (বীনাং পক্ষিনাং পদং বিহারস্থানং বিগতপ্রতিষ্ঠাং বা) বিয়ৎ (আকাশং প্রতি) নীতঃ অয়ং (বালকঃ) শিলায়াং পতিতঃ তত্র (অপি অস্মৎসংরাধিতৈঃ) সুরেশ্বরৈঃ পরিত্রাতঃ (সংরক্ষিতঃ)॥ ২৫॥

চক্রবাতস্বরূপ তৃণাবর্ত্ত নামক দৈত্য কর্ত্তৃক পক্ষিকুলের বিহারস্থান আকাশমার্গে নীত ও তদনন্তর শিলাতলে পতিত হইয়াও এই বালক সুরেশ্বরগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে॥ ২৫॥

যন্ন ম্রিয়েত দ্রুময়োরন্তরং প্রাপ্য বালকঃ।
অসাবন্যতমো বাপি তত্রাপ্যচ্যুতরক্ষণম্॥ ২৬॥

দ্রুময়োঃ অন্তরং প্রাপ্য তত্র অসৌ (কৃষ্ণঃ) অন্যতমঃ বা অপি (কশ্চিৎ) বালকঃ যৎ ন ম্রিয়েত (মৃতঃ তৎ) অপি অচ্যুতরক্ষণম্ অচ্যুতেন এব রক্ষণম্ আসীৎ ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে থাকিয়াও যে এই শ্রীকৃষ্ণ বা অন্য কোন বালক মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, তাহাও অচ্যুত কর্ত্তৃক রক্ষণই বলিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

যাবদৌৎপাতিকোঽরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ।
তাবদ্বালানুপাদায় যাস্যামোঽন্যত্র সানুগাঃ ॥ ২৭ ॥

যাবৎ ঔৎপাতিকঃ (উৎপাতজনিতঃ) অরিষ্টঃ (বালবিনাশাখ্যনর্থঃ যদ্‌ভয়াৎ নন্দীশ্বরাৎ অত্র আগতঃ সঃ উৎপাতকরঃ অরিষ্টাখ্যঃ অসুরঃ বা) ব্রজং ন অভিভবেৎ (স্পৃশেৎ) তাবৎ (ততঃ পূর্ব্বম্ এব) বালান্ উপাদায় (গৃহীত্বা) সানুগাঃ (গোধনভৃত্যাদিসহিতাঃ বয়ম্) ইতঃ (স্থানাৎ) অন্যত্র (নন্দীশ্বরমহাবনয়োঃ মধ্যবর্ত্তিনি কুত্রচিৎ স্থানে) যাস্যামঃ ॥ ২৭ ॥

যাবৎ উৎপাতজনিত অনর্থ ব্রজভূমিকে স্পর্শ না করে, তাবৎ বালকদিগকে লইয়া গোধনভৃত্যাদির সহিত আমরা সকলে এই স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে যাইব ॥ ২৭ ॥

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপাগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্ ॥ ২৮ ॥

পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধং (পুণ্যাঃ পবিত্রাঃ অদ্রিতৃণবীরুধঃ যস্মিন্ তৎ) পশব্যং (পশুভ্যঃ হিতং) গোপগোপীগবাং সেব্যং বৃন্দাবনং নাম বনম্ অস্তি ॥ ২৮ ॥

পবিত্র পর্ব্বত তৃণ ও লতা দ্বারা মণ্ডিত, নবকাননান্বিত, পশুগণের হিতকর এবং গোপ গোপী ও গো সমূহের সুখসেব্য বৃন্দাবন নামে একটি বন আছে ॥ ২৮ ॥

তৎ তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্ক্ত মাচিরম্।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে ॥ ২৯ ॥

তৎ (তস্মাৎ) তত্র অদ্য এব যাস্যামঃ। ভবতাং যদি রোচতে মাচিরং শকটান্ যুঙ্ক্ত (বলীবর্দ্দযুক্তান্ কুরু)। গোধনানি অগ্রতঃ যান্তু ॥ ২৯ ॥

অতএব অদ্যই আমরা সেই স্থানে গমন করিব। আপনা-দিগের যদি অভিরুচি হয়, তবে অবিলম্বে শকট সকল যোজনা করা হউক। গোধন সকল অগ্রেই গমন করুক ॥ ২৯ ॥

তচ্ছ্রুত্বৈকধিয়ো গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ।
ব্রজান্ স্বান্ স্বান্ সমাযুজ্য যযূ রূঢ়পরিচ্ছদাঃ ॥ ৩০ ॥

তৎ (উপনন্দবচঃ) শ্রুত্বা সাধু সাধু ইতি বাদিনঃ একধিয়ঃ (বিপ্রতি-পত্তিরহিতাঃ নন্দাদয়ঃ) গোপাঃ স্বান্ স্বান্ ব্রজান্ (শকটব্যূহান্) সমাযুজ্য রূঢ়পরিচ্ছদাঃ (রূঢ়াঃ শকটে আরোপিতাঃ পরিচ্ছদাঃ উপকরণানি যৈঃ তে তথাভূতাঃ সন্তঃ) যযুঃ ॥ ৩০ ॥

নন্দাদি গোপ সকল সেই উপনন্দবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কেহ কোন আপত্তি না করিয়াই সাধুবাদ প্রদান করিতে করিতে নিজ নিজ শকট সকল যোজনানন্তর তদুপরি সমস্ত উপকরণ আরোপণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রিয়ো রাজন্ সর্ব্বোপকরণানি চ।
অনঃস্বারোপ্য গোপালা যত্তা আত্তশরাসনাঃ ॥ ৩১ ॥
গোধনানি পুরস্কৃত্য শৃঙ্গাণ্যাপূর্য্য সর্ব্বতঃ।
তূর্য্যঘোষেণ মহতা যযুঃ সহপুরোহিতাঃ ॥ ৩২ ॥

(হে) রাজন্, যত্তাঃ (কৃতপ্রযত্নাঃ) আত্তশরাসনাঃ (আত্তানি গৃহী-তানি শরাসনানি যৈঃ তে) সহপুরোহিতাঃ গোপালাঃ বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বোপকরণানি চ অনঃসু আরোপ্য গোধনানি পুরস্কৃত্য সর্ব্বতঃ শৃঙ্গানি আপূর্য্য মহতা তূর্য্যঘোষেণ যযুঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

হে রাজন্, গোপগণ প্রযত্নসহকারে বৃদ্ধ বালক ও স্ত্রীলোক সকল এবং অন্যান্য গৃহোপকরণ সকল শকটে আরোপণ করাইয়া শরাসন ধারণ পূর্ব্বক পুরোহিতবর্গের সহিত চতুর্দ্দিকে মহান্ তূর্য্য-ধ্বনি ও শৃঙ্গধ্বনি করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১॥৩২ ॥

গোপ্যো রূঢ়রথা নূত্নকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ।
কৃষ্ণলীলাং জগুঃ প্রীত্যা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ॥ ৩৩ ॥

রূঢ়রথাঃ (রথোপরি আরূঢ়াঃ) নূত্নকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ (নূত্নৈঃ কুচগতৈঃ কুঙ্কুমৈঃ কান্তিঃ যাসাং তাঃ) নিষ্ককণ্ঠ্যঃ (সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ) সুবাসসঃ (সুষ্ঠু বাসাংসি যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ প্রীতাঃ (সত্যঃ) কৃষ্ণলীলাং জগুঃ ॥ ৩৩॥

রথারূঢ় অভিনবকুঙ্কুমভূষিতস্তনমণ্ডল পদকাদ্যাভরণালঙ্কৃত সুন্দর-বসনশোভিত গোপী সকল প্রীতচিত্তে কৃষ্ণলীলা গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

তথা যশোদারোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে।
রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎকথাশ্রবণোৎসুকে ॥ ৩৪ ॥

তথা একং শকটম্ আস্থিতে তৎকথাশ্রবণোৎসুকে (তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ কথানাং শ্রবণে উৎসুকম্ উৎসাহঃ যয়োঃ তে) যশোদারোহিণ্যৌ কৃষ্ণ-রামাভ্যাং রেজতুঃ ॥ ৩৪ ॥

অপরাপর গোপীদিগের ন্যায় যশোদা এবং রোহিণীও এক শকটে আরোহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণবলরামের লীলাকথা শ্রবণে উৎসুক হইয়া কৃষ্ণ-বলরামের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্।
তত্র চক্রু র্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ ॥ ৩৫ ॥

(এবং) শকটৈঃ সর্ব্বকালসুখাবহং বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য (গোপাঃ) তত্র অর্দ্ধচন্দ্রবৎ (অর্দ্ধচন্দ্রাকারং) ব্রজাবাসং (গোকুলবসতিস্থানং) চক্রুঃ ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে শকটযোগে সর্ব্বকালসুখাবহ বৃন্দাবনে প্রবেশ পূর্ব্বক গোপগণ সেই স্থানে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বসতিস্থান নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতী রামমাধবয়ো র্নৃপ ॥ ৩৬ ॥

(হে) নৃপ, বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ বীক্ষ্য রামমাধবয়োঃ উত্তমা প্রীতিঃ আসীৎ ॥ ৩৬ ॥

হে রাজন্, বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিন দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের অতিশয় প্রীতি হইল ॥ ৩৬ ॥

এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।
কালবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥ ৩৭ ॥

এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) বালচেষ্টিতৈঃ কলবাক্যৈঃ (মধুরভাষিতৈঃ চ) ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ (কুর্ব্বন্তৌ রামকৃষ্ণৌ) স্বকালেন (স্বাধীনেন গচ্ছতা কালেন) বৎসপালৌ (বৎসচারণযোগ্যবয়স্কৌ) বভূবতুঃ ॥ ৩৭ ॥

উক্তপ্রকারে বালচেষ্টিত ও মধুরভাষিত দ্বারা ব্রজবাসীদিগের প্রীতিবিধানকারী কৃষ্ণ ও বলরাম কালক্রমে বৎসচারণযোগ্য বয়সে উপনীত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালবালকৈঃ।
চারয়ামাসতুর্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥ ৩৮ ॥

নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ (নানাবিধাঃ বেণুবেত্রাদয়ঃ ক্রীড়াপরিচ্ছদাঃ ক্রীড়াসাধনানি যয়োঃ তৌ রামকৃষ্ণৌ) গোপালবালকৈঃ সহ ব্রজভুবঃ অবিদূরে বৎসান্ চারয়ামাসতুঃ ॥ ৩৮ ॥

বিবিধক্রীড়োপকরণসমন্বিত কৃষ্ণ ও বলরাম গোপালবালকগণের সহিত ব্রজভূমির অনতিদূরে বৎসচারণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

ক্কচিদ্‌বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্কচিৎ।
ক্কচিৎ পাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্কচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ ॥ ৩৯ ॥

ক্কচিৎ বেণুং বাদয়তঃ ক্কচিৎ ক্ষেপণৈঃ (রজ্জ্বাদিনির্ম্মিতযন্ত্রবিশেষৈঃ) ক্ষিপতঃ ক্কচিৎ কিঙ্কিণীভিঃ (কিঙ্কিণীযুক্তৈঃ) পাদৈঃ নৃত্যতঃ ক্কচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ (কম্বলাদিপিহিতৈঃ বালকৈঃ এব স্বীকৃতবৃষাকারৈঃ সহ) বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ (সন্তৌ) পরস্পরং যুযুধাতে ॥ ৩৯ ॥

কোথাও কখন বেণুবাদন করেন, কখন রজ্জু প্রভৃতি নির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ দ্বারা ফলাদি ক্ষেপণ করেন, কখন কিঙ্কিণীমণ্ডিতচরণক্ষেপ সহকারে নৃত্য করেন। কখন কৃত্রিম গোবৃষের আকারধারী বালকদিগের সহিত বৃষাকার ধারণপূর্ব্বক ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূন্ চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ৪০ ॥

(ক্কচিৎ) রুতৈঃ (তত্তজ্জাতিশব্দৈঃ) জন্তূন্ (হংসময়ূরাদীন্) অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ (বালকৌ) যথা (তথা) চেরতুঃ ॥ ৪০ ॥

কখন তত্তজ্জাতির শব্দ দ্বারা হংসময়ূরাদির অনুকরণ পূর্ব্বক প্রাকৃত বালকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

কদাচিদ্ যমুনাতীরে বৎসাংশ্চারয়তোঃ স্বকৈঃ।
বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ ॥ ৪১ ॥

কদাচিৎ যমুনাতীরে স্বকৈঃ বয়স্যৈঃ (সহ) বৎসান্ চারয়তোঃ কৃষ্ণবলয়োঃ জিঘাংসুঃ দৈত্যঃ আগমৎ ॥ ৪১ ॥

একদা যমুনাতীরে নিজ বয়স্যদিগের সহিত বৎসচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ ও বলরামের হিংসাকামনায় এক দৈত্য আগমন করিল ॥ ৪১ ॥

তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ।
দর্শয়ন্ বলদেবায় শনৈর্মুগ্ধ ইবাসদৎ ॥ ৪২ ॥

তং বৎসযূথগতং বৎসরূপিণং (দৈত্যং) বীক্ষ্য বলদেবায় দর্শয়ন্ (স্ব-সংজ্ঞয়া জ্ঞাপয়ন্) মুগ্ধঃ (অজ্ঞঃ) ইব হরিঃ শনৈঃ আসদৎ (তৎসমীপম্ আগমৎ) ॥ ৪২ ॥

বৎসরূপধারী সেই দৈত্যকে বৎসযূথমধ্যে দর্শন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেতে বলদেবকে জানাইলেন এবং স্বয়ং অজ্ঞের ন্যায় ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আগমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গূলমচ্যুতঃ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্গতজীবিতম্ ॥ ৪৩ ॥

অচ্যুতঃ অপরপাদাভ্যাং সহ (তস্য) লাঙ্গূলং গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা (চ তেন এব) গতজীবিতং (নির্গতপ্রাণং তং) কপিত্থাগ্রে (কপিত্থবৃক্ষস্য উপরি) প্রাহিণোৎ (চিক্ষেপ) ॥ ৪৩ ॥

পরে তিনি পশ্চাদ্ভাগস্থ পাদদ্বয়ের সহিত তাহার লাঙ্গূল গ্রহণ পূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে, তাহাকে কপিত্থবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

স কপিত্থৈর্মহাকায়ঃ পাত্যমানৈঃ পপাত হ।
তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি ॥ ৪৪ ॥

মহাকায়ঃ সঃ (দৈত্যঃ) পাত্যমানৈঃ কপিত্থৈঃ (সহ) পপাত হ। তং (পতিতং) বীক্ষ্য (সর্ব্বে) বালাঃ বিস্মিতাঃ (সন্তঃ) সাধু (কৃতং) সাধু (কৃতম্) ইতি (এবং কৃষ্ণং) শশংসুঃ ॥ ৪৪ ॥

ঐ মহাকায় দৈত্য পাত্যমান কপিত্থবৃক্ষগুলির সহিত পতিত হইল। তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া বালক সকল বিস্মিত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টা ববৃষুঃ পুষ্পসন্ততিম্।
বৎসাসুরং হতং শ্রুত্বা ব্রজে গোপ্যশ্চ বিস্মিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবাঃ চ পরিসন্তুষ্টাঃ (সন্তঃ) পুষ্পসন্ততিং ববৃষুঃ। ব্রজে গোপ্যঃ চ বৎসাসুরং হতং শ্রুত্বা বিস্মিতাঃ (অভবন্) ॥ ৪৫ ॥

দেবতারাও পরিসন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং বৎসাসুরকে নিহত শুনিয়া ব্রজে গোপী সকলও বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্ব্বলোকৈকপালকৌ।
সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বলোকৈকপালকৌ (সর্ব্বেষাং লোকানাম্ একৌ মুখ্যৌ পালকৌ অপি) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) বৎসপালকৌ ভূত্বা সপ্রাতরাশৌ (প্রাতরাশঃ প্রাতর্ভোজ্যম্ অন্নং তৎসহিতৌ, তৎ গৃহীত্বা) গোবৎসান্ চারয়ন্তৌ (বনে) বিচেরতুঃ ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বলোকৈকপালক কৃষ্ণ ও বলরাম বৎসপালক হইয়া প্রাতঃ-কালের ভোজনযোগ্য অন্ন লইয়া গোবৎস চারণ করিতে করিতে বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

স্বং স্বং বৎসকুলং সর্ব্বে পায়য়িষ্যন্ত একদা।
গত্বা জলাশয়াভ্যাসং পায়য়িত্বা পপুর্জলম্ ॥ ৪৭ ॥

একদা সর্ব্বে (গোপবালকাঃ) স্বং স্বং বৎসকুলং পায়য়িষ্যন্তঃ জলাশয়াভ্যাসং গত্বা (বৎসান্ জলং) পায়য়িত্বা (স্বয়ম্ অপি) জলং পপুঃ ॥ ৪৭ ॥

একদা গোপবালক সকল নিজ নিজ বৎসকুলকে জলপান করাইবার নিমিত্ত জলাশয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক বৎস সকলকে জলপান করাইয়া আপনারাও জলপান করিলেন ॥ ৪৭ ॥

তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্।
তত্রসর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্ ॥ ৪৮ ॥

তে বালাঃ তত্র অবস্থিতং বজ্রনির্ভিন্নং (বজ্রেণ নির্ভিন্নম্ অতএব) চ্যুতং (ভূমৌ পতিতং) গিরেঃ শৃঙ্গম্ ইব মহাসত্ত্বম্ (অতিস্থূলপ্রাণি-বিশেষং) দদৃশুঃ (দৃষ্ট্বা চ) তত্রসুঃ ॥ ৪৮ ॥

গোপবালকগণ ঐ স্থানে অবস্থিত, বজ্র দ্বারা নির্ভিন্ন, ভূমিতলে নিপতিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অতি স্থূলকায় প্রাণীবিশেষ দর্শনপূর্ব্বক অতিশয় ভীত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্।
আগত্য তরসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসীদ্ বলী ॥ ৪৯ ॥

বকরূপধৃক্ তীক্ষ্ণতুণ্ডঃ বলী সঃ বৈ বকঃ নাম মহান্ অসুরঃ তরসা (বেগেন) আগত্য কৃষ্ণম্ অগ্রসৎ ॥ ৪৯ ॥

বকরূপধারী তীক্ষ্ণচঞ্চু বলবান্ ঐ বকনামক মহান্ অসুর সবেগে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিল ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ।
বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়ঃ অর্ভকাঃ প্রাণং বিনা ইন্দ্রিয়াণি ইব বিচেতসঃ বভূবুঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে মহাবকগ্রস্ত দর্শন করিয়া রামাদি বালকগণ প্রাণবিনা ইন্দ্রিয়সমূহের ন্যায় চৈতন্যরহিত হইলেন ॥ ৫০ ॥

তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্-
গোপালসূনুং পিতরং জগদ্গুরোঃ।
চচ্ছর্দ্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বক-
স্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত ॥ ৫১ ॥

(সঃ) বকঃ অগ্নিবৎ তালুমূলং প্রদহন্তং জগদ্গুরোঃ ব্রহ্মণঃ (অপি) পিতরং তং (কৃষ্ণং) সদ্যঃ চচ্ছর্দ্দ। (ততঃ) অক্ষতং (দৃষ্ট্বা) পুনঃ অতিরুষা তুণ্ডেন হন্তুম্ অভ্যপদ্যত (সম্মুখম্ আজগাম) ॥ ৫১ ॥

বক অগ্নির ন্যায় তালুমূল দহনকারী জগদ্গুরু ব্রহ্মারও জনক সেই শ্রীকৃষ্ণকে সদ্য বমন করিয়া ফেলিল। পরে তাঁহাকে অক্ষত

দেখিয়া পুনর্ব্বার অতিরোষে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে আগমন করিল ॥ ৫১ ॥

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়ো-
দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং গতিঃ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া
মুদাবহো বীরণবদ্দিবৌকসাম্ ॥ ৫২ ॥

সতাং গতিঃ দিবৌকসাং মুদাবহঃ সঃ (কৃষ্ণঃ) আপতন্তং কংসসখং তং বকং দোর্ভ্যাং তুণ্ডয়োঃ নিগৃহ্য বালেষু পশ্যৎসু (সৎসু) বীরণবৎ লীলয়া (অনায়াসেন এব) দদার ॥ ৫২ ॥

সাধুদিগের গতি ও দেবতাদিগের হর্ষদাতা শ্রীকৃষ্ণ আগত কংসানুচর সেই বককে বাহুদ্বয় দ্বারা চঞ্চুদ্বয় নিপীড়নপূর্ব্বক গোপবালকদিগের সমক্ষেই বীরণ নামক অগ্রন্থি তৃণবিশেষের ন্যায় অনায়াসে বিদারণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫২ ॥

তদা বকারিং সুরলোকবন্দিনঃ
সমাকিরন্ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ।
সমীড়িরে চানকশঙ্খসংস্তবৈ-
স্তদ্বীক্ষ্য গোপালসুতা বিসিস্মিরে ॥ ৫৩ ॥

তদা সুরলোকবন্দিনঃ বকারিং নন্দনমল্লিকাদিভিঃ সমাকিরন্ আনকশঙ্খসংস্তবৈঃ (আনকৈঃ শঙ্খৈঃ চ বাদ্যৈঃ সহিতৈঃ সংস্তবৈঃ সম্যক্ স্তুতিভিঃ) চ সমীড়িরে (তুষ্টুবুঃ)। তৎ (দেবৈঃ কৃতং শ্রীকৃষ্ণপূজনং) বীক্ষ্য গোপালসুতাঃ বিসিস্মিরে (বিস্ময়ং লেভিরে) ॥ ৫৩ ॥

তৎকালে সুরলোকবন্দী সকল বকারি শ্রীকৃষ্ণকে নন্দনকাননোৎপন্ন মল্লিকাদি পুষ্পসকল দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন এবং মৃদঙ্গ-শঙ্খ-বাদ্য-সহকারে বিবিধ স্তোত্রসমূহ দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণকৃত সেই শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন নিরীক্ষণ করিয়া গোপবালকেরা অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

মুক্তং বকাস্যাদুপলভ্য দারকা
রামাদয়ঃ প্রাণমিবেন্দ্রিয়োগণঃ।

স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতাঃ
প্রাণায় বৎসান্ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ ॥ ৫৪ ॥

ইন্দ্রিয়োগণঃ (ইন্দ্রিয়গণঃ) প্রাণম্ ইব রামাদয়ঃ দারকাঃ বকাস্যাৎ মুক্তং তং (কৃষ্ণম্) উপলভ্য স্থানাগতং (স্বস্থানম্ আগতং) পরিরভ্য (সমাশ্লিষ্য) নির্বৃতাঃ (স্বস্থাঃ সুখিনঃ চ জাতাঃ। ততঃ চ সায়ংকালে) বৎসান্ প্রাণীয় (একীকৃত্য) ব্রজম্ এত্য (আগত্য) তৎ (বকবধাদিকং) জগুঃ (কথিতবন্তঃ) ॥ ৫৪ ॥

ইন্দ্রিয়সমূহ যেরূপ প্রাণাগমে সুস্থ হয়, তদ্রূপ রামাদি গোপ-বালক সকল বকাসুরের বদন হইতে মুক্ত ও স্বস্থানাগত সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুস্থ ও সুখী হইলেন। তদনন্তর তাঁহারা সায়ংকালে বৎসদিগকে একত্র করিয়া ব্রজে আগমন পূর্ব্বক ঐ বকবধাদি নিখিল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

শ্রুত্বা তদ্বিস্মিতা গোপা গোপ্যশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ।
প্রেত্যাগতমিবৌৎসুক্যাদৈক্ষন্ত তৃষিতেক্ষণাঃ ॥ ৫৫ ॥

তৎ (গোপবালকবর্ণিতং) শ্রুত্বা গোপাঃ গোপ্যঃ চ বিস্মিতাঃ অতিপ্রিয়াদৃতাঃ (অতিপ্রিয়েণ অতিপ্রীত্যা আদৃতাঃ সাদরাঃ) তৃষিতেক্ষণাঃ (তৃষিতানি অতৃপ্তানি ঈক্ষণানি যেষাং তে) প্রেত্য (পরলোকং প্রাপ্য) আগতম্ ইব ঔৎসুক্যাৎ ঐক্ষন্ত (অপশ্যন্) ॥ ৫৫ ॥

গোপগণ ও গোপীগণ তাহা শুনিয়া বিস্মিত ও অতিশয়প্রীতিহেতু সাদরে তৃষিতনেত্রে পরলোকপ্রত্যাগত ব্যক্তির ন্যায় ঔৎসুক্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

অহো বতাস্য বালস্য বহবো মৃত্যবোঽভবন্।
অপ্যাসীদ্বিপ্রিয়ং তেষাং কৃতং পূর্ব্বং যতো ভয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

অহো বত অস্য বালস্য বহবঃ মৃত্যবঃ (মৃত্যুহেতবঃ) অভবন্ অপি (তথাপি) তেষাম্ (এব) বিপ্রিয়ম্ (অনিষ্টম্) আসীৎ, যতঃ তৈঃ পূর্ব্বম্ (অন্যেষাং) ভয়ং কৃতম্ ॥ ৫৬ ॥

হায় কি আশ্চর্য্য! এই বালকের অনেক মৃত্যুকারণ ঘটিলেও যাহারা তাঁহাকে হনন করিতে অভিলাষ করিয়াছিল, তাহাদিগেরই

অনিষ্ট হইল। কারণ, ঐ অনিষ্টকারীরা পূর্ব্ব হইতেই লোকের ভয় উৎপাদন করিয়া আসিতেছে ॥ ৫৬ ॥

অথাপ্যভিভবন্ত্যেনং নৈবৈতে ঘোরদর্শনাঃ।
জিঘাংসয়ৈনমাসাদ্য নশ্যন্ত্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥ ৫৭ ॥

অথ ঘোরদর্শনাঃ অপি এতে এনং ন এব অভিভবন্তি (প্রত্যুত) জিঘাংসয়া এনম্ আসাদ্য (প্রাপ্য স্বয়ম্ এব) অগ্নৌ পতঙ্গবৎ নশ্যন্তি ॥ ৫৭ ॥

উহারা ঘোরদর্শন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিভব করিতে পারে নাই, বরং হননবাসনায় ইহাঁর নিকট আসিয়া স্বয়ংই অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥

অহো ব্রহ্মবিদাং বাচো নাসত্যাঃ সন্তি কর্হিচিৎ।
গর্গো যদাহ ভগবানন্বভাবি তথৈব তৎ ॥ ৫৮ ॥

অহো ব্রহ্মবিদাং বাচঃ কর্হিচিৎ (অপি) অসত্যাঃ ন সন্তি। ভগবান্ গর্গঃ যৎ আহ তৎ তথা এব অন্বভাবি (অনুভূতং, দৃষ্টম্) ॥ ৫৮ ॥

অহো! ব্রহ্মজ্ঞদিগের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না। ভগবান্ গর্গ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সে সকলই দেখা গেল ॥ ৫৮ ॥

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথা মুদা।
কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিদন্ ভববেদনাম্ ॥ ৫৯ ॥

নন্দাদয়ঃ গোপাঃ ইতি মুদা কৃষ্ণরামকথাঃ কুর্ব্বন্তঃ রমমাণাঃ চ ভববেদনাং ন অবিদন্ ॥ ৫৯ ॥

নন্দাদি গোপগণ এইরূপে সানন্দে কৃষ্ণরামকথা আলোচনা করিতে করিতে এতই সুখনিমগ্ন হইতেন যে, তাঁহাদিগের কিছুমাত্র সংসার-বেদনা অনুভব হইত না ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বালক্রীড়ায়া-
মেকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

ক্বচিদ্বনাশায় মনো দধদ্‌ব্রজাৎ
প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্‌।
প্রবোধয়ন্‌ শৃঙ্গরবেণ চারুণা
বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—ক্বচিৎ (কদাচিৎ) বনাশায় (বনে এব প্রথমং ভোজনং কর্ত্তুং) মনঃ দধৎ প্রাতঃ সমুত্থায় চারুণা (মনোহরেণ) শৃঙ্গরবেণ বয়স্যবৎসপান্‌ (বয়স্যাঃ চ তে বৎসপাঃ চ তান্‌ স্বসখীন্‌) প্রবোধয়ন্‌ (অহং বনং গচ্ছামি যূয়ং সর্ব্বে আগচ্ছত ইতি জ্ঞাপয়ন্‌) বৎসপুরঃসরঃ (বৎসাঃ পুরঃসরাঃ যস্য সঃ) হরিঃ বিনির্গতঃ (ব্রজাৎ বিনিঃসৃতঃ)॥ ১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়ে অঘাসুর কর্ত্তৃক বৎসপালদিগের গিলন ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উহার সংহার বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন;—একদা শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে প্রাতর্ভোজনে অভিলাষী হইয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মনোহর শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা বয়স্য বৎসপালদিগকে জাগাইয়া বৎসগণকে অগ্রে লইয়া ব্রজ হইতে বিনির্গত হইলেন। ১ ॥

তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশঃ
স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্‌বেত্রবিষাণবেণবঃ।
স্বান্‌ স্বান্‌ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্‌
বৎসান্‌ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুর্মুদা॥ ২ ॥

(তদা) তেন (শ্রীকৃষ্ণেন) সাকম্‌ এব সহস্রশঃ স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্‌বেত্রবিষাণবেণবঃ (সুষ্ঠু রম্যাঃ শিগ্‌বেত্রবিষাণবেণবঃ যেষাং তে) পৃথুকাঃ (গোপবালাঃ) সহস্রোপরিসংখ্যয়া (সহস্রসংখ্যাতঃ উপরি যা সংখ্যা তয়া) অন্বিতান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ বৎসান্‌ পুরস্কৃত্য (অগ্রতঃ কৃত্বা) মুদা (হর্ষেণ) বিনির্যযুঃ॥ ২ ॥

তখন সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহস্র সহস্র স্নিগ্ধ উৎকৃষ্ট-শিক্য-বেত্র-বিষাণ-বেণু-সমন্বিত গোপবালক সকল সহস্রাধিক নিজ নিজ বৎস অগ্রে লইয়া আনন্দে বহির্গত হইতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈ র্যূথীকৃত্য স্বকান্ স্বকান্।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হ ॥ ৩ ॥

অসংখ্যাতৈঃ কৃষ্ণবৎসৈঃ (সহ) স্বকান্ স্বকান্ (বৎসান্) যূথীকৃত্য (একীকৃত্য) চারয়ন্তঃ অর্ভলীলাভিঃ তত্র তত্র (বনে) বিজহ্রুঃ হ ॥ ৩ ॥

অসংখ্য কৃষ্ণবৎসের সহিত নিজ নিজ বৎস সকল যূথবদ্ধ করিয়া চরাইতে চরাইতে বনে বনে বিবিধ বাললীলা সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ।
কাচমুক্তামণিস্বর্ণভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥ ৪ ॥

(মাতৃভিঃ পূর্ব্বং) কাচমুক্তামণিস্বর্ণভূষিতাঃ অপি (ঔৎসুক্যেন পুনঃ) ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ (আত্মানম্) অভূষয়ন্ ॥ ৪ ॥

জননীগণ কর্ত্তৃক গৃহে কাচ মুক্তা মণি ও স্বর্ণ দ্বারা ভূষিত হইয়াও অরণ্যে পুনর্ব্বার ফল প্রবাল স্তবক পুষ্প ময়ূরপুচ্ছ ও ধাতু দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ।
তত্রত্যাশ্চ ততো দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ ॥ ৫ ॥

অন্যোন্যশিক্যাদীন্ মুষ্ণন্তঃ (চোরয়ন্তঃ ততঃ) জ্ঞাতান্ আরাৎ চ (এব) চিক্ষিপুঃ (প্রক্ষিপ্তবন্তঃ)। তত্রত্যাঃ (যেষু শিক্যাদয়ঃ পতিতাঃ তে চ পুনঃ তান্) ততঃ (অপি) দূরাৎ (চিক্ষিপুঃ। এবম্ অনবস্থয়া স্ববস্তু অপ্রাপ্নুবতঃ বালান্ রুদন্মুখান্ অবলোক্য) হসন্তঃ (সন্তঃ) পুনঃ দদুঃ চ ॥ ৫ ॥

পরস্পর শিক্যাদি অপহরণ করিয়া, তাহা জ্ঞাত হইলে, নিকট-বর্ত্তী গোপবালকের নিকট নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আবার ঐ সকল বস্তু অপেক্ষাকৃত দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে যাঁহাদিগের বস্তু অপহৃত হইয়াছে, তাঁহারা নিজ নিজ বস্তুর

প্রাপ্তি বিষয়ে অনবস্থা বশতঃ রোদনোন্মুখ হইলে, হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগের বস্ত্র তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ৬ ॥

যদি বনশোভেক্ষণায় (বনশোভাদর্শনার্থং) কৃষ্ণঃ দূরং গতঃ (ভবতি, তর্হি তে বালাঃ) অহং পূর্ব্বং (সংপ্রক্ষ্যামি) অহং পূর্ব্বং (সংপ্রক্ষ্যামি) ইতি (বদন্তঃ বিক্রম্য) তং সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ৬ ॥

যদি কখন বনশোভাসন্দর্শনার্থ শ্রীকৃষ্ণ দূরে গমন করিতেন, তবে গোপবালকেরা, আমি অগ্রে স্পর্শ করিব, আমি অগ্রে স্পর্শ করিব, এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুত গমন পূর্ব্বক, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া করিতেন ॥ ৬ ॥

কেচিদ্বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন।
কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥ ৭ ॥

কেচিৎ বেণূন্ বাদয়ন্তঃ কেচন শৃঙ্গাণি ধ্মান্তঃ (মুখবায়ুপূরণেন বাদয়ন্তঃ) কেচিৎ ভৃঙ্গৈঃ (ভ্রমরৈঃ সহ) প্রগায়ন্তঃ পরে কোকিলৈঃ (সহ) কূজন্তঃ ॥ ৭ ॥

কোন কোন গোপবালক বেণু বাদন করিতে করিতে কেহ কেহ শৃঙ্গ বাদন করিতে করিতে কেহ কেহ ভ্রমরগণের সহিত গান করিতে করিতে অপর কেহ কেহ কোকিলকুলের সহিত কূজন করিতে করিতে ॥ ৭ ॥

বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥ ৮ ॥

বিচ্ছায়াভিঃ (উপরি গতানাং বীনাং পক্ষিণাং ছায়াভিঃ সহ) প্রধাবন্তঃ হংসকৈঃ (সহ) সাধু (যথা স্যাৎ তথা) গচ্ছন্তঃ বকৈঃ (সহ জলাশয়সমীপে) উপবিশন্তঃ চ কলাপিভিঃ (ময়ূরৈঃ সহ) নৃত্যন্তঃ চ ॥ ৮ ॥

আবার কখন কেহ গগনচর পক্ষিগণের ছায়ার সহিত ধাবন করিতে করিতে হংসগণের সহিত সুন্দরভাবে গমন করিতে করিতে বকসমূহের সহিত জলাশয়সমীপে উপবেশন করিতে করিতে এবং ময়ূরগণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে ॥ ৮ ॥

বিকর্ষন্তঃ কীশবালানারোহন্তশ্চ তৈ দ্রু মান্।
বিকুর্ব্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু ॥ ৯ ॥

কীশবালান্ (মর্কটশাবকান্) বিকর্ষন্তঃ তৈঃ (সহ) দ্রুমান্ আরোহন্তঃ চ তৈঃ সাকং বিকুর্ব্বন্তঃ চ পলাশিষু (বৃক্ষেষু) প্লবন্তঃ চ ॥ ৯ ॥

বানরশিশুগণ আকর্ষণ করিতে করিতে উহাদিগের সহিত বৃক্ষোপরি আরোহণ করিতে করিতে বা উহাদিগের সহিত মুখবিকারাদি অথবা শাখা হইতে শাখান্তরে লম্ফঝম্ফ করিতে করিতে ॥ ৯ ॥

সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্ ॥ ১০ ॥

ভেকৈঃ সাকং স্রবসংপ্লুতাঃ (স্রবেণ নদ্যাদিতটেভ্যঃ পরিস্রুতজলেন সংপ্লুতাঃ পূরিতাঃ) সরিতঃ (সরিৎক্ষুদ্রধারাঃ) বিলঙ্ঘন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ (প্রতিবিম্বানি) বিহসন্তঃ প্রতিস্বনান্ শপন্তঃ (আক্রোশন্তঃ) চ ॥ ১০ ॥

ভেকগণের সহিত নির্ঝরপরিপ্লুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ সকল উল্লঙ্ঘন করিতে করিতে প্রতিবিম্বসমূহ লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতে করিতে ও প্রতিধ্বনি সকলের উদ্দেশে আক্রোশ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১১ ॥

ইত্থম্ (এবংপ্রকারেণ) কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ (কৃতানাং পুণ্যানাং পুঞ্জাঃ রাশয়ঃ যেষাং তে গোপবালাঃ) সতাং (নির্বিশেষজ্ঞানিনাং) ব্রহ্মসুখানুভূত্যা (ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপেণ) দাস্যং গতানাং (গৌরবময়জ্ঞানসাধ্যৈশ্বর্য্যানুভবসঙ্কুচিতচিত্তানাং) পরদৈবতেন মায়াশ্রিতানাং (ভগবন্মায়ামোহিতানাং তৎকৃপাবিশেষম্ অবলম্বমানানাং শুদ্ধভক্তিমতাং বা) নরদারকেণ (নরদারকরূপেণ মধুরনরাকারেণ বা স্ফুরতা শ্রীভগবতা) সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ ॥ ১১ ॥

এইরূপে প্রচুরপুণ্যশালী গোপবালক সকল, নির্বিশেষ জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপ, দাস্যভাবপ্রাপ্ত ভক্তদিগের সম্বন্ধে

পরদেবতাস্বরূপ এবং ভগবন্মায়ামোহিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে নরবালক স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্‌বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্ ॥ ১২ ॥

যৎপাদপাংশুঃ (যস্য ভগবতঃ পাদপাংশুঃ পাদসম্বন্ধি রজঃ) বহুজন্মকৃচ্ছ্রতঃ (বহুজন্মসু অনুষ্ঠিতেন কৃচ্ছ্রতঃ তপঃসমাধ্যাদিকষ্টেন) ধৃতাত্মভিঃ (ধৃতঃ বশীকৃতঃ আত্মা ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণসঙ্ঘাতঃ যৈঃ তৈঃ) যোগিভিঃ অপি অলভ্যঃ সঃ এব স্বয়ং (সাক্ষাৎ) যদ্দৃগ্‌বিষয়ঃ (যেষাং ব্রজবাসিনাং দৃগ্‌বিষয়ঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ঃ সন্) স্থিতঃ অহো (তেষাং) ব্রজৌকসাং দিষ্টং (ভাগ্যং) কিং বর্ণ্যতে ॥ ১২ ॥

যোগিগণ অনেকজন্মানুষ্ঠিত তপস্যাদির ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়াও যে ভগবানের চরণরেণু লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না, সেই ভগবান্ স্বয়ং যাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া অবস্থান করিতেছেন, আহা! সেই ব্রজবাসীদিগের ভাগ্য আর কি বর্ণন করিব? ॥ ১২ ॥

অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুর-
স্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ
পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥

অথ তেষাং (রামকৃষ্ণাদীনাং) সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ (সুখেন সহ ক্রীড়নং তস্য বীক্ষণে নাস্তি ক্ষমা সহনং যস্য সঃ) অঘনামা মহাসুরঃ অভ্যপতৎ (অকস্মাৎ এব আজগাম)। যদন্তঃ (যস্য অন্তঃ নাশঃ ছিদ্রং বা) পীতামৃতৈঃ অপি নিজজীবিতেপ্সুভিঃ অমরৈঃ নিত্যং প্রতীক্ষ্যতে। (যদ্বা যৎ ক্রীড়নং পীতামৃতৈঃ অপি নিজজীবিতেপ্সুভিঃ অমরৈঃ অন্তঃ মনসি নিত্যং প্রতীক্ষ্যতে বিচিন্ত্যতে) ॥ ১৩ ॥

অনন্তর অমৃতপানে অমরত্বপ্রাপ্ত দেবগণও নিজজীবনাভিলাষে নিত্য যাহার ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই দুরাত্মা অঘনামা মহান্ অসুর রামকৃষ্ণাদি গোপবালকদিগের তাদৃশী সুখক্রীড়া দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া অকস্মাৎ ঐ স্থানে আগমন করিল ॥ ১৩ ॥

দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ
কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ।
অয়ন্তু মে সোদরনাশকৃৎ তয়ো-
র্দ্বয়োরথৈনং সবলং হনিষ্যে ॥ ১৪ ॥

কংসানুশিষ্টঃ (কংসেন অনুশিষ্টঃ প্রেরিতঃ) বকীবকানুজঃ (বকী পূতনা বকঃ বকাসুরঃ চ তয়োঃ অনুজঃ) সঃ অঘাসুরঃ কৃষ্ণমুখান্ (কৃষ্ণঃ মুখং প্রধানঃ যেষাং তে তান্) অর্ভকান্ দৃষ্ট্বা অয়ং (কৃষ্ণঃ) তু মে (মম) সোদরনাশকৃৎ (সোদরয়োঃ ভ্রাতৃভগিন্যোঃ নাশকারী) অথ (অতএব) তয়োঃ দ্বয়োঃ (সোদরয়োঃ পিণ্ডদানার্থং সন্তোষার্থং বা) সবলং (সসৈন্যং, বৎসতৎপালসহিতম্) এনং হনিষ্যে (হনিষ্যামি) ॥ ১৪ ॥

কংস কর্তৃক আদিষ্ট পূতনা ও বকাসুরের অনুজ সেই অঘাসুর শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ বালকদিগকে দর্শন করিয়া, এই কৃষ্ণ আমার ভ্রাতা ও ভগিনীর বিনাশ সাধন করিয়াছে, অতএব তদুভয়ের সন্তোষার্থ, আমি ইহাকে সগণে বিনাশ করিব ॥ ১৪ ॥

এতে যদা মৎসুহৃদোস্তিলাপঃ
কৃতাস্তদা নষ্টসমা ব্রজৌকসঃ।
প্রাণে গতে বর্ষ্মসু কা নু চিন্তা
প্রজাসবঃ প্রাণভৃতো হি যে তে ॥ ১৫ ॥

এতে (বালবৎসাঃ) যদা মৎসুহৃদোঃ (মম ভ্রাতৃভগিন্যোঃ) তিলাপঃ (তিলোদকবৎ তৃপ্তিহেতবঃ) কৃতাঃ তদা ব্রজৌকসঃ (নন্দাদয়ঃ সর্ব্বে) নষ্টসমাঃ (মৃতপ্রায়াঃ এব)। যে প্রাণভৃতঃ তে প্রজাসবঃ (প্রজাঃ অপত্যানি অসবঃ প্রাণাঃ প্রাণতুল্যাঃ যেষাং তে) হি। প্রাণে গতে (নির্গতে সতি) বর্ষ্মসু (দেহেষু) কা নু চিন্তা ॥ ১৫ ॥

এই বৎসদিগকে ও বৎসপালদিগকে যদি আমার ভ্রাতা ও ভগিনীর তিলোদক করা যায়, তবে নন্দাদি ব্রজবাসী সকল মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। অপত্যই প্রাণীদিগের প্রাণ। সেই প্রাণ বিনষ্ট হইলে, দেহের নিমিত্ত আর চিন্তা কি? ॥ ১৫ ॥

ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্বপুঃ
স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্।
ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা
পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি ব্যবস্য খলঃ সঃ তদা অদ্ভুতং যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরং (যোজন প্রমাণেন আয়ামেন দৈর্ঘ্যেণ যুক্তং চ তৎ মহাদ্রিবৎ পীবরং চ) ব্যাত্ত-গুহাননং (ব্যাত্তং প্রসারিতং গুহাতুল্যম্ আননং যস্মিন তৎ) আজগরং বৃহৎ বপুঃ ধৃত্বা গ্রসনাশয়া পথি ব্যশেত ॥ ১৬ ॥

এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া, তৎকালে খল সেই অঘাসুর অদ্ভুত যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ ও পর্ব্বতসদৃশ স্থূল, গুহাতুল্য-প্রসারিত-বদন বিশিষ্ট, বিশাল, আজগর শরীর ধারণ পূর্ব্বক বৎসবালকদিগকে গ্রাস করিবার অভিলাষে পথিমধ্যে শয়ন করিয়া রহিল ॥ ১৬ ॥

ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো
দর্য্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ।
ধ্বান্তান্তরাস্যো বিততাধ্বজিহ্বঃ
পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ ॥ ১৭ ॥

ধরাধরোষ্ঠো (ধরায়াম্ অধরোষ্ঠঃ যস্য সঃ) জলদোত্তরোষ্ঠঃ (জলদেষু উত্তরোষ্ঠঃ যস্য সঃ) দর্য্যাননান্তঃ (দর্য্যৌ ইব আননস্য অন্তঃ সৃক্কণী যস্য সঃ) গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ (গিরেঃ শৃঙ্গাণি ইব দংষ্ট্রা যস্য সঃ) ধ্বান্তান্তরাস্যঃ (ধ্বান্তঃ অন্ধকারঃ তদ্যুক্তম্ অন্তরাস্যং মুখমধ্যং যস্য সঃ) বিততাধ্বজিহ্বঃ (বিততাধ্ববৎ বিস্তৃতমার্গবৎ জিহ্বা যস্য সঃ) পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ (পরুষানিলবৎ শ্বাসঃ যস্য সঃ দববৎ ঈক্ষণয়োঃ উষ্ণঃ দাহকদৃষ্টিঃ পরুষা-নিলশ্বাসঃ চ অসৌ দবেক্ষণোষ্ণঃ চ সঃ তথা। ১৭।

অজগরশরীরধারী সেই অঘাসুরের অধরোষ্ঠ ধরাতলকে এবং উত্তরোষ্ঠ মেঘমণ্ডলকে স্পর্শ করিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয়ের প্রান্তভাগ পর্ব্বতগুহার ন্যায় ও দন্তপঙ্‌ক্তি গিরিশৃঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। মুখের মধ্যভাগ অন্ধকারময়, জিহ্বা বিস্তৃত পথের ন্যায় এবং শ্বাস খরতর বায়ুর ন্যায় ও দৃষ্টি উষ্ণ দাবানলের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

দৃষ্ট্বা তং তাদৃশং সর্ব্বে মত্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ম্।
ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন হ্যুৎপ্রেক্ষন্তে স্ম লীলয়া ॥ ১৮ ॥

তং (বস্তুতঃ অসুরং) তাদৃশং (ধৃতাজগরশরীরম্ এব তে) সর্ব্বে দৃষ্ট্বা (অপি ভ্রান্ত্যা) বৃন্দাবনশ্রিয়ং (বৃন্দাবনস্য শ্রীঃ সাক্ষাৎ এব এষা ইতি) মত্বা ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন (প্রসারিতসর্পমুখসাদৃশ্যেন) হি লীলয়া (লীলাবিষ্টচিত্তত্বেন) উৎপ্রেক্ষন্তে স্ম (উৎপ্রেক্ষিতবন্তঃ) ॥ ১৮ ॥

সেই অঘাসুরকে অজগরশরীরধারী দর্শন করিয়াও ব্রজবালক সকল লীলাবেশবশতঃ ভ্রমক্রমে ইহা শ্রীবৃন্দাবনেরই শোভাবিশেষ মনে করিয়া উহাকে প্রসারিতসর্পমুখসাদৃশ্যে উৎপ্রেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

অহো মিত্রাণি গদত সত্ত্বকূটং পুরঃস্থিতম্।
অস্মৎসংগ্রসনব্যাত্তব্যালতুণ্ডায়তে ন বা ॥ ১৯ ॥

অহো মিত্রাণি, পুরঃস্থিতং সত্ত্বকূটং (প্রাণ্যাভাসম্ ইদং ন বা তত্র অপি) অস্মৎসংগ্রসনব্যাত্তব্যালতুণ্ডায়তে (অস্মৎসংগ্রসনায় ব্যাত্তং বিদারিতং যৎ ব্যালতুণ্ডং সর্পমুখং তদ্বৎ আচরতি) ন বা (তৎ) গদত ॥ ১৯ ॥

অহো মিত্রগণ, বল দেখি, পুরোবর্ত্তী এই বস্তুটি কি কোন একটি প্রাণী বলিয়া বোধ হইতেছে না? ইহাকে কি আমাদিগের গ্রাসার্থ বিস্তারিত সর্পমুখের ন্যায় বোধ হইতেছে না? ॥ ১৯ ॥

সত্যমর্ককরারক্তমুত্তরাহনুবদ্‌ঘনম্।
অধরাহনুবদ্রোধস্তৎপ্রতিচ্ছায়য়ারুণম্ ॥ ২০ ॥

সত্যম্, অর্ককরারক্তম্ (অর্ককরৈঃ সূর্য্যকিরণৈঃ আরক্তং) ঘনম্ উত্তরাহনুবৎ (উপরিতনোষ্ঠবৎ) তৎপ্রতিচ্ছায়য়া (তস্য ঘনস্য প্রতিচ্ছায়য়া) অরুণং রোধঃ (নদীকূলম্) অধরাহনুবৎ (অধরোষ্ঠবৎ) পশ্যত ॥ ২০ ॥

সত্য, সূর্য্যকিরণে আরক্ত মেঘ উহার উত্তরোষ্ঠের ন্যায় এবং ঐ মেঘের প্রতিচ্ছায়া দ্বারা অরুণিত নদীকূল উহার অধরোষ্ঠের ন্যায় হইয়াছে, দেখ ॥ ২০ ॥

প্রতিস্পর্দ্ধেতে সৃক্কভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে।
তুঙ্গশৃঙ্গালয়োঽপ্যেতাস্তদ্দংষ্ট্রাভিশ্চ পশ্যত ॥ ২১ ॥

সব্যাসব্যে (বামদক্ষিণয়োর্মধ্যে বর্ত্তমানে) নগোদরে (গিরিদর্য্যৌ) সৃক্কভ্যাম্ (ওষ্ঠপ্রান্তাভ্যাং) প্রতিস্পর্দ্ধেতে (তুল্যতয়া বর্ত্তেতে)। এতাঃ তুঙ্গশৃঙ্গালয়ঃ (তুঙ্গাঃ শৃঙ্গালয়ঃ) অপি তদ্দংষ্ট্রাভিঃ (তস্য) অজগরস্য দংষ্ট্রাভিঃ স্পর্দ্ধমানাঃ) পশ্যত ॥ ২১ ॥

বাম ও দক্ষিণের মধ্যে বর্ত্তমান গিরিগুহাদ্বয় দুইটি ওষ্ঠপ্রান্তের ন্যায় হইয়াছে, এবং এই উন্নত শৃঙ্গ সকলও উহার দন্তপঙ্‌ক্তির তুল্য হইয়াছে, দেখ ॥ ২১ ॥

আস্তৃতায়ামমার্গোঽয়ং রসনাং প্রতিগর্জ্জতি।
এষামন্তর্গতং ধ্বান্তমেতদপ্যন্তরাননম্ ॥ ২২ ॥

অয়ম্ আস্তৃতায়ামমার্গঃ (বিস্তৃতঃ দৈর্ঘ্যবান্ মার্গঃ তস্য) রসনাং প্রতিগর্জ্জতি (স্পর্দ্ধতে), এষাং (শৃঙ্গাণাম্) অন্তর্গতম্ এতৎ ধ্বান্তম (অন্ধকারম্) অপি অন্তরাননম্ (আননমধ্যং প্রতিগর্জ্জতি, পশ্যত) ॥ ২২ ॥

এই দীর্ঘ ও বিস্তৃত পথ রসনার ন্যায় হইয়াছে, এবং শৃঙ্গসকলের অন্তর্গত অন্ধকারও মুখমধ্যবর্ত্তি অন্ধকারের সদৃশ হইয়াছে, দেখ ॥ ২২ ॥

দাবোষ্ণখরবাতোঽয়ং শ্বাসবদ্ভাতি পশ্যত।
তদ্‌গন্ধসত্ত্বদুর্গন্ধোঽপ্যন্তরামিষগন্ধবৎ ॥ ২৩ ॥

অয়ং দাবোষ্ণখরবাতঃ (দাবাগ্নিনা উষ্ণঃ খরঃ চ অয়ং বায়ুঃ) শ্বাসবৎ ভাতি পশ্যত। তদ্‌গন্ধসত্ত্বদুর্গন্ধঃ (তেন দাবাগ্নিনা দগ্ধানাং সত্ত্বানাং যঃ দুর্গন্ধঃ সঃ, অপি অন্তরামিষগন্ধবৎ (ভাতি পশ্যত) ॥ ২৩ ॥

দাবাগ্নি দ্বারা উষ্ণ ও খর এই বায়ু শ্বাসের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, দেখ। এবং ঐ দাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ প্রাণী সকলের গন্ধও উহার উদরমধ্যস্থ আমিষের গন্ধের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, দেখ ॥ ২৩ ॥

অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টা-
নয়ং তথা চেদ্‌বকবদ্‌বিনঙ্ক্ষ্যতি।
ক্ষণাদনেনেতি বকার্য্যুশন্মুখং
বীক্ষ্যোদ্ধসন্তঃ করতাড়নৈর্যযুঃ॥ ২৪॥

কিম্ অত্র নিবিষ্টান্ অস্মান্ গ্রসিতা (গ্রসিষ্যতি)? তথা চেৎ (তদা) অনেন (শ্রীকৃষ্ণেন হত্বা) অয়ম্ (অপি) বকবৎ ক্ষণাৎ বিনঙ্ক্ষ্যতি ইতি (পরস্পরম্ উক্ত্বা) বকার্য্যুশন্মুখং (বকারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য উশৎ অতিকমনীয়ং মুখং) বীক্ষ্য উদ্ধসন্তঃ (উচ্চৈঃ হসন্তঃ) করতাড়নৈঃ (সহ) যযুঃ॥ ২৪॥

এ কি মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমাদিগকে গ্রাস করিবে? যদি গ্রাস করে, তবে এও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বকাসুরের ন্যায় ক্ষণ-কালমধ্যেই বিনষ্ট হইবে। এইরূপ পরস্পর আলোচনা করিয়া, গোপবালকগণ বকারি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় রমণীয় বদন অবলোকন পূর্ব্বক উচ্চ হাস্য করিতে করিতে করতালি প্রদান পুরঃসর তদীয় মুখমধ্যে প্রবেশ করিল॥ ২৪॥

ইত্থং মিথোঽতথ্যমতজ্‌জ্ঞভাষিতং
শ্রুত্বা বিচিন্ত্যেত্যমৃষা মৃষায়তে।
রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহৃৎস্থিতঃ
স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্ মনো দধে॥ ২৫॥

অখিলভূতহৃৎস্থিতঃ (সর্ব্বপ্রাণিনাম্ অন্তর্যামী) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইত্থম্ অতথ্যম্ (অসত্যং) মিথঃ অতজ্‌জ্ঞভাষিতম্ (অতজ্‌জ্ঞানাম্ অজগর-রূপরাক্ষসঃ অয়ম্ ইতি অজানতাং বালানাং পরস্পরভাষিতং) শ্রুত্বা রক্ষঃ বিদিত্বা অমৃষা (বস্তুতঃ অজগররূপধৃক্ অসুরঃ এব এষাং) স্বানাং মৃষায়তে (অজগরসদৃশবৃন্দাবনশ্রীতয়া প্রতীয়তে) ইতি বিচিন্ত্য (তান্) নিরোদ্ধুং (বারয়িতুং যাবৎ) মনঃ দধে॥ ২৫॥

অখিল প্রাণীর অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অজগররূপী রাক্ষসের পরিচয় বিষয়ে অজ্ঞ গোপবালকদিগের পরস্পর কথিত এই প্রকার অসত্য বাক্য শ্রবণানন্তর উহাকে রাক্ষস জানিয়া এবং বস্তুতঃ

অজগররূপধারী অসুরই তাঁহাদিগের পক্ষে অজগরসদৃশ শ্রীবৃন্দাবন-শ্রীরূপে মিথ্যা প্রতীয়মান হইতেছে, এইরূপ বিচার করিয়া, যখনই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে মনস্থ করিলেন ॥ ২৫ ॥

তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং
পরং ন গীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ।
প্রতীক্ষমাণেন বকারিবেশনং
হতস্বকান্তস্মরণেন রক্ষসা ॥ ২৬ ॥

তাবৎ সবৎসাঃ শিশবঃ অসুরোদরান্তরং পরং (কেবলং) প্রবিষ্টাঃ ন তু বকারিবেশনং (বকারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বেশনং প্রবেশনং) প্রতীক্ষমাণেন হতস্বকান্তস্মরণেন (হতয়োঃ স্বকয়োঃ বকীবকয়োঃ অন্তং স্মরতীতি তথা তেন) রক্ষসা গীর্ণাঃ (মুখসঙ্কোচেন গিলিতাঃ) ॥ ২৬ ॥

তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহারা বৎসবর্গের সহিত অঘাসুরের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা তৎকালে কেবল উহার উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক গিলিত হয়েন নাই; কারণ সে তখন আত্মীয়দিগের বিনাশ স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল ॥ ২৬ ॥

তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো
হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদপচ্যুতান্।
দীনাংশ্চ মৃত্যো জঠরাগ্নিঘাসান্
ঘৃণার্দ্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥

দিষ্টকৃতেন (প্রারব্ধকৃতেন অঘাসুরমুখপ্রবেশেন) দীনান্ (দুঃখিতান্ অনন্যনাথান্ স্বকরাৎ অপচ্যুতান্ মৃত্যোঃ (অঘাসুরস্য) জঠরাগ্নিঘাসান্ চ তান্ (বালান্) বীক্ষ্য বিস্মিতঃ ঘৃণার্দ্দিতঃ (কৃপয়া পীড়িতঃ) সকলাভয়-প্রদঃ কৃষ্ণঃ ॥ ২৭ ॥

প্রারব্ধনিবন্ধন অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ হেতু দুঃখিত, অনন্যা শ্রয়, স্বকরভ্রষ্ট, মৃত্যুসদৃশ অসুরের জঠরানলের সম্বন্ধে তৃণতুল্য, সেই গোপবালক সকলকে দর্শন করিয়া, বিস্ময়াপন্ন ও করুণার্দ্র, সকলের অভয়দাতা শ্রীকৃষ্ণ ॥ ২৭ ॥

কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং
ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য
জ্ঞাত্বাবিশত্তুণ্ডমশেষদৃগ্‌ঘরিঃ॥ ২৮॥

অত্র কিং কৃত্যং (কর্ত্তব্যং) খলস্য জীবনম্ অমীষাং সতাং বিহিং-সনং চ ইতি দ্বয়ং কথং ন বৈ স্যাৎ ইতি সংবিচিন্ত্য অশেষদৃক্ (সর্ব্বজ্ঞঃ) হরিঃ (তত্র সহসা এব উপায়ং) জ্ঞাত্বা (অঘাসুরস্য) তুণ্ডম্ অবিশৎ॥ ২৮॥

"এখন কি কর্ত্তব্য, খলের জীবন সংহার ও নির্দ্দোষ গোপ-বালকদিগের জীবন রক্ষা, উভয় কি প্রকারে সিদ্ধ হয়", এই বিষয় সম্যক্ চিন্তা করিয়া, সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি, সহসা উহার উপায় অবধারণ পূর্ব্বক, অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ২৮॥

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ।
জহৃষু র্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ॥ ২৯॥

তদা ঘনচ্ছদাঃ (মেঘান্তরিতাঃ) দেবাঃ ভয়াৎ হা হা ইতি চুক্রুশুঃ। অঘবান্ধবাঃ কংসাদ্যাঃ যে চ কৌণপাঃ (কুণপাশিনঃ রাক্ষসাঃ তে) তু জহৃষুঃ॥ ২৯॥

তখন মেঘান্তরিত দেবতা সকল ভয়ে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিলেন। এদিকে অঘাসুরের বান্ধব কংসাদি রাক্ষস সকল অতিশয় হর্ষান্বিত হইল॥ ২৯॥

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্।
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে॥ ৩০॥

তৎ (হা হা ইতি আক্রোশং) শ্রুত্বা তু অব্যয়ঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সার্ভবৎসকং (বালবৎসসহিতম্) আত্মানং চূর্ণীচিকীর্ষোঃ (তস্য) গলে তরসা (ঝটিতি) ববৃধে॥ ৩০॥

সেই হাহাকার শব্দ শ্রবণ করিয়া অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৎস-বালকগণের সহিত আপনাকেও চূর্ণ করিতে অভিলাষী সেই অসুরের গলদেশমধ্যে সত্বর বর্দ্ধিত হইলেন॥ ৩০॥

ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো
হ্যুদ্গীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো
মূর্দ্ধন্ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো বহিঃ॥ ৩১॥

ততঃ হি (তস্মাৎ বর্দ্ধনাৎ এব) নিরুদ্ধমার্গিণঃ (নিরুদ্ধঃ প্রাণস্য মার্গঃ কণ্ঠঃ যস্য অস্তি তস্য অতএব) উদ্গীর্ণদৃষ্টেঃ (বহির্নির্গতলোচনস্য) ইতস্ততঃ ভ্রমতঃ (দেহং চালয়তঃ) অতিকায়স্য (স্থূলশরীরস্য অঘাসুরস্য) অন্তরঙ্গে (দেহমধ্যে) নিরুদ্ধঃ (অতএব) পূর্ণঃ পবনঃ (প্রাণবায়ুঃ) তু মূর্দ্ধন্ (মূর্দ্ধনি স্থিতং ব্রহ্মরন্ধ্রং) বিনির্ভিদ্য বহিঃ বিনির্গতঃ॥ ৩১॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্দ্ধন হেতু অঘাসুরের কণ্ঠরোধ ও লোচন বহির্গত হইল। তখন সেই স্থূলকায় অসুর ইতস্ততঃ শরীর সঞ্চালন করিতে লাগিল। তাহার দেহমধ্যে নিরুদ্ধ অতএব পূর্ণ প্রাণবায়ুও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইল॥ ৩১॥

তেনৈব সর্ব্বেষু বহির্গতেষু
প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্।
দৃষ্ট্যা স্বয়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুন-
র্বক্ত্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ॥ ৩২॥

তেন এব (মার্গেণ) সর্ব্বেষু প্রাণেষু (ইন্দ্রিয়েষু) বহির্গতেষু (সৎসু) পরেতান্ (স্ববিয়োগাৎ জঠরাগ্নিজ্বালাতঃ চ মূর্চ্ছিতান্) বৎসান্ সুহৃদঃ (বালান্ চ) স্বয়া (অমৃতবর্ষিণ্যা) দৃষ্ট্যা উত্থাপ্য (চেতনান্ কৃত্বা) তদন্বিতঃ (তৈঃ সহিতঃ) মুকুন্দঃ ভগবান্ পুনঃ (তস্য) বক্ত্রাৎ বিনির্যযৌ॥ ৩২॥

ঐ পথেই ইন্দ্রিয়বর্গ বহির্গমন করিলে, মূর্চ্ছিত বৎস ও বালক সকলকে স্বীয় অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা সচেতন করিয়া, ভগবান্ মুকুন্দ তাঁহাদিগের সহিত পুনর্ব্বার সেই অঘাসুরের মুখমধ্য হইতে বিনির্গত হইলেন॥ ৩২॥

পীনাহিভোগোত্থিতমদ্ভুতং মহ-
জ্জ্যোতিঃ স্বধাম্নোজ্জ্বলয়দ্দিশো দশ।

প্রতীক্ষ্য খেঽবস্থিতমীশনির্গমং
বিবেশ তস্মিন্ মিষতাং দিবৌকসাম্ ॥ ৩৩ ॥

(তদা চ) পীনাহিভোগস্থিতং (পীনঃ স্থূলঃ যঃ অহেঃ ভোগঃ দেহঃ তস্মিন স্থিতং) মহৎ (প্রকাশবহুলম্) অদ্ভুতং জ্যোতিঃ স্বধাম্না (স্বপ্রকাশেন) দশদিশঃ উজ্জ্বলয়ৎ (প্রকাশয়ৎ) খে (আকাশে) অবস্থিতং (সৎ) ঈশ-নির্গমম্ (ঈশস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ততঃ নির্গমং) প্রতীক্ষ্য দিবৌকসাং মিষতাং (পশ্যতাং সতাং নির্গতে) তস্মিন্ বিবেশ ॥ ৩৩ ॥

তখন অঘাসুরের স্থূলদেহস্থিত মহৎ অদ্ভুত জ্যোতিঃ স্বীয় প্রকাশ দ্বারা দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া আকাশে অবস্থিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরে তিনি নির্গত হইলে, উহা দেবতাদিগের সমক্ষেই তদীয় শ্রীবিগ্রহে বিলীন হইল ॥ ৩৩ ॥

ততোঽতিহৃষ্টাঃ স্বকৃতোঽকৃতার্হণং
পুষ্পৈঃ সুরা অপ্সরসঃ সুনর্ত্তনৈঃ।
গীতৈঃ সুগা বাদ্যধরাশ্চ বাদ্যকৈঃ
স্তবৈশ্চ বিপ্রা জয়নিস্বনৈ র্গণাঃ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ (অঘাসুরবধাৎ) অতিহৃষ্টাঃ সুরাঃ পুষ্পৈঃ অপ্সরসঃ সুনর্ত্তনৈঃ সুগাঃ (গন্ধর্ব্বাদয়ঃ) গীতৈঃ বাদ্যধরাঃ (বিদ্যাধরাদয়ঃ) বাদ্যকৈঃ চ বিপ্রাঃ (ঋষয়ঃ) স্তবৈঃ গণাঃ (পার্ষদাঃ) জয়নিস্বনৈঃ চ স্বকৃতঃ (স্বকার্য্যং কৃতবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) অর্হণং (সৎকারম্) অকৃত ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর অঘাসুরবধহেতু অতিশয় হৃষ্ট দেবতাগণ পুষ্প দ্বারা অপ্সরা সকল সুন্দর নৃত্য দ্বারা গন্ধর্ব্বসমূহ গীত দ্বারা বিদ্যাধর-নিকর বাদ্য দ্বারা এবং ঋষিকুল স্তব দ্বারা ও পার্ষদবর্গ জয়ধ্বনি দ্বারা স্বকার্য্যকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন ॥ ৩৪ ॥

তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকা-
জয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্।
শ্রুত্বা স্বধাম্নোঽন্ত্যজ আগতোঽচিরাদ্-
দৃষ্ট্বা মহীশস্য জগাম বিস্ময়ম্ ॥ ৩৫ ॥

তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকাজয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্ (অদ্ভুতস্তোত্রাণি চ সুবাদ্যানি চ গীতিকাঃ সুকুমারাঃ গীতয়ঃ চ জয়াদয়ঃ চ নৈকোৎসবাঃ অনেকোৎসবাঃ মঙ্গলস্বনাঃ চ তে চ তে চ তান্) সধায়ঃ (সত্যলোকস্য) অন্তি (সমীপে) শ্রুত্বা অজঃ (ব্রহ্মা) অচিরাৎ (আগতঃ) ঈশস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মহি (মহিমানং) দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং জগাম (প্রাপ চ) ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মা নিজধামসমীপে সেই অদ্ভুত স্তোত্র উৎকৃষ্ট বাদ্য সুকুমার গীত ও জয়ধ্বনি প্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গল শব্দ শ্রবণানন্তর সত্বর আগমন পূর্ব্বক পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৩৫ ॥

রাজন্নাজগরং চর্ম্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্।
ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্ ॥ ৩৬ ॥

(হে) রাজন্, (তৎ) অদ্ভুতম্ আজগরং চর্ম্ম বৃন্দাবনে শুষ্কং (সৎ) ব্রজৌকসাং বহুতিথং (বহুকালম্) আক্রীড়গহ্বরং (ক্রীড়ার্থং মহাবিলং) বভূব ॥ ৩৬ ॥

হে রাজন্, সেই অদ্ভুত অজগরের চর্ম্ম বৃন্দাবনে শুষ্ক হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রজবাসীদিগের ক্রীড়াগহ্বর হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

এতৎ কৌমারজং কর্ম্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণম্।
মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে চাস্য দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতা ব্রজে ॥ ৩৭ ॥

এতৎ মৃত্যোঃ আত্মাহিমোক্ষণম্ (আত্মনাং বালাদীনাম্ অহেঃ অঘাসুরস্য চ মোক্ষণম্) অস্য হরেঃ কৌমারজং (পঞ্চমাব্দকৃতং) কর্ম্ম (তদা এব) দৃষ্ট্বা পৌগণ্ডকে (ষষ্ঠে অব্দে অদ্য এব বৃত্তম্ ইতি) বিস্মিতাঃ (সন্তঃ বালাঃ) ব্রজে ঊচুঃ চ ॥ ৩৭ ॥

এই মৃত্যুস্বরূপ অঘাসুর হইতে গোপবালকদিগের এবং ঐ অঘাসুরের মোচনরূপ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চমবর্ষকৃত ঘটনা তৎকালেই দর্শন করিয়া, গোপবালকেরা ষষ্ঠবর্ষে উহা অদ্যই ঘটিল, এই কথা বিস্ময়সহকারে ব্রজে বলিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

নৈতদ্বিচিত্রং মনুজার্ভমায়িনঃ
পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ।

অঘোঽপি যৎস্পর্শনধৃতপাতকঃ
প্রাপাত্মসাম্যন্ত্বসতাং সুদুর্লভম্ ॥ ৩৮ ॥

অঘঃ অপি যৎস্পর্শনধৃতপাতকঃ (যস্য ভগবতঃ স্পর্শনেন ধৃতপাতকঃ নিবৃত্তকর্ম্মবন্ধনঃ সন্) অসতাং (বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং) সুদুর্লভম্ আত্মসাম্যং প্রাপ, মনুজার্ভমায়িনঃ (স্বেচ্ছয়া স্বীকৃতনরবালকভাবস্য বস্তুতঃ) তু পরস্য (পরমেশ্বরস্য) পরাবরাণাং (পরে ব্রহ্মাদয়ঃ চ অবরে স্থাবরাদয়ঃ চ ইতি তেষাং) বেধসঃ (স্রষ্টুঃ ভগবতঃ) এতৎ (কর্ম্ম) ন বিচিত্রম্ ॥ ৩৮ ॥

অঘাসুরও যাঁহার স্পর্শে বিধৃতপাপ হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি-গণের পক্ষে সুদুর্লভ পরমাত্মসাম্য প্রাপ্ত হইল, মায়ামনুজবালক পরমেশ্বর চরাচরবিধাতা সেই ভগবানের এই কর্ম্ম বিচিত্র নহে ॥ ৩৮ ॥

সকৃদ্যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা
মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্।
স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভি-
ব্যুদস্তমায়ঃ পরমোঽঙ্গ কিং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

মনোময়ী (মনসা চিন্তিতা তত্র অপি বলাৎ) সকৃৎ অন্তঃ (হৃদয়ে) আহিতা (স্থাপিতা সতী) যদঙ্গপ্রতিমা (যস্য শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রতিকৃতিঃ ভক্তেভ্যঃ) ভাগবতীং গতিং দদৌ, পরমঃ স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়ঃ (ভগবান্ স্বয়ং যস্য অন্তর্গতঃ তস্য মুক্তৌ) কিং পুনঃ (কিম্ আশ্চর্য্যম্) ॥৩৯॥

যাঁহার শ্রীমূর্ত্তির মনোময়ী প্রতিকৃতি একবারমাত্র বলপূর্ব্বক অন্তরে স্থাপিত হইলে, ভাগবতী গতি লাভ হয়, নিত্যাত্মসুখানুভব দ্বারা মায়ানিরসনকারী সেই ভগবান্ স্বয়ং যাহার অন্তর্গত, তাহার মুক্তি কি আবার আশ্চর্য্য! ॥ ৩৯ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ
শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্রম্।
পপ্রচ্ছ ভূয়োঽপি তদেব পুণ্যং
বৈয়াসকিং যন্নিগৃহীতচেতাঃ ॥ ৪০ ॥

সূতঃ উবাচ ;—(হে) দ্বিজাঃ, যাদবদেবদত্তঃ (যাদবদেবেন শ্রীকৃষ্ণেন দত্তঃ) পরীক্ষিৎ যন্নিগৃহীতচেতাঃ (সন্) স্বরাতুঃ (স্বদাতুঃ স্বরক্ষকস্য বা) বিচিত্রম্ (অঘমোক্ষাদি) চরিতম্ ইত্থং শ্রুত্বা ভূয়ঃ (পুনঃ) অপি পুণ্যং (পরমপুণ্যজনকং) তৎ এব (শ্রীকৃষ্ণচরিতং) বৈয়াসকিং (শুকং প্রতি) পপ্রচ্ছ ॥ ৪০ ॥

সূত কহিলেন ;—হে বিপ্রগণ, যাদবদেবদত্তজীবন রাজা পরীক্ষিৎ শ্রবণাভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া নিজরক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের এই বিচিত্র অঘাসুরমোচনাদি চরিত্র এই প্রকার শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার পরমপুণ্যজনক সেই শ্রীকৃষ্ণচরিত শুকদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪০ ॥

রাজোবাচ।

ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেৎ।
যৎ কৌমারে হরিকৃতমূচুঃ পৌগণ্ডকেঽর্ভকাঃ ॥ ৪১ ॥

রাজা উবাচ ;—হে ব্রহ্মন্, যৎ (আত্মাহিমোক্ষণং কর্ম্ম) কৌমারে (কৌমারাবস্থায়াং) হরিকৃতং (হরিণা কৃতং তৎ) অর্ভকাঃ (বালাঃ) পৌগণ্ডকে (পৌগণ্ডাবস্থায়াং ব্রজে) উচুঃ (ইতি যৎ ভবতা উক্তং তৎ) কালান্তরকৃতং (কালান্তরে কৌমারে কৃতং) তৎকালীনং (পৌগণ্ডকালীনং) কথং ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

রাজা বলিলেন ;—হে ব্রহ্মন্, আপনি যে বলিলেন, শ্রীহরির অঘাসুরমোচনাদিরূপ কৌমারকৃতকর্ম্ম গোপবালকেরা পৌগণ্ডাবস্থায় ব্রজে বর্ণনা করিলেন, আমার ইহাতে এই সংশয় হইতেছে যে, কৌমারকালকৃত কর্ম্ম কিরূপে পৌগণ্ডকালীন হইল ? ॥ ৪১ ॥

তদ্ব্রূহি মে মহাযোগিন্ পরং কৌতূহলং গুরো।
নূনমেতদ্ধরেরেব মায়া ভবতি নান্যথা ॥ ৪২ ॥

(হে) গুরো, মহাযোগিন্, নূনং (নিশ্চিতম্) এতৎ (বৈপরীত্যকথনকারণং) হরেঃ মায়া এব ভবতি, অন্যথা (প্রকারান্তরেণ) ন (ঘটতে ইতি যদ্যপি সামান্যতঃ জানামি, তথাপি বিশেষতঃ) তৎ (কারণং) ব্রূহি। (তৎ শ্রোতুং) মে (মম) পরং কৌতূহলম্ (উৎসাহঃ বর্ত্ততে) ॥ ৪২ ॥

হে গুরো, মহাযোগিন্, নিশ্চয় ইহা শ্রীহরির মায়া, অন্যথা এরূপ

বৈপরীত্য সম্ভব হয় না। যাহা হউক, উহা বিশেষ করিয়া বলুন, আমার শ্রবণে অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

বয়ং ধন্যতমা লোকে গুরোঽপি ক্ষত্রবন্ধবঃ।
যৎ পিবামো মুহুস্ত্বত্তঃ পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

(হে) গুরো, বয়ং ক্ষত্রবন্ধবঃ অপি লোকে ধন্যতমাঃ (কৃতার্থাঃ) যৎ (যস্মাৎ) পুণ্যং (মোক্ষপ্রতিবন্ধকদুরিতনিবর্ত্তকং) কৃষ্ণকথামৃতং (কৃষ্ণস্য কথারূপম্ অমৃতং) ত্বত্তঃ মুহুঃ (বারং বারং) পিবামঃ ॥ ৪৩ ॥

হে গুরো, আমরা ক্ষত্রিয়াধম হইয়াও ইহলোকে কৃতার্থ; যেহেতু পবিত্র শ্রীকৃষ্ণকথামৃত আপনার নিকট হইতে বারম্বার পান করিতেছি। ৪৩ ॥

সূত উবাচ।

ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স চ বাদরায়ণি-
স্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ
প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম ॥ ৪৪ ॥

সূতঃ উবাচ;—(হে) ভাগবতোত্তমোত্তম (শৌনক), ইত্থং স্ম (এব) পৃষ্টঃ তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ (তেন প্রশ্নেন স্মারিতঃ যঃ অনন্তঃ কৃষ্ণঃ তেন হৃতানি অখিলানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) কৃচ্ছ্রাৎ পুনঃ শনৈঃ লব্ধবহির্দৃশিঃ (লব্ধা বহির্দৃশিঃ বাহ্যদৃষ্টিঃ যেন সঃ) সঃ চ বাদরায়ণিঃ তং (রাজানং) প্রতি (ভগবচ্চরিতম্) আহ ॥ ৪৪ ॥

সূত কহিলেন,—ভাগবতোত্তমোত্তম শৌনক, রাজা পরীক্ষিৎ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, তদীয় প্রশ্নদ্বারা স্মারিত অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অপহৃতাখিলেন্দ্রিয় অতিকষ্টে পুনশ্চ লব্ধবাহ্যদৃষ্টি সেই ভগবান্ শুকদেব রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অঘাসুরবধোনাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম।
যন্নূতনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ ॥ ১ ॥

শুকঃ উবাচ ;—(হে) ভাগবতোত্তম, মহাভাগ, ত্বয়া সাধু পৃষ্টম্। যৎ (যস্মাৎ ত্বম্) ঈশস্য কথাং মুহুঃ শৃণ্বন্ অপি নূতনয়সি (প্রশ্নেন নব্যাম্ ইব করোষি) ॥ ১ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—হে ভাগবতোত্তম, মহাভাগ, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ ; যেহেতু তুমি পরমেশ্বরের কথা বারম্বার শ্রবণ করিয়াও ঐ কথাকে নূতনের ন্যায় করিতেছ ॥ ১ ॥

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্ত্তা ॥ ২ ॥

যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসাং (যা অচ্যুতবার্ত্তা এব অর্থঃ যেষাং তানি বাণী-শ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথাভূতানাম্) অপি সারভৃতাং (সারগ্রাহিণাং সতাম্) অয়ং নিসর্গঃ (স্বভাবঃ) যৎ (তেষাং সমাজে) অচ্যুতস্য বার্ত্তা বিটানাং (স্ত্রৈণানাং সমাজে) স্ত্রিয়াঃ (বার্ত্তা) ইব প্রতিক্ষণং সাধু নব্যবৎ (ভবতি ইতি) ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানের কথাই যাঁহাদিগের বাক্য কর্ণ ও চিত্তের বিষয়, তাদৃশ সারগ্রাহী সাধুদিগের স্বভাবই এই যে, স্ত্রৈণ পুরুষদিগের সমাজে স্ত্রীর বার্ত্তার ন্যায় তাঁহাদিগের সমাজে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা প্রতিক্ষণেই উত্তম ও নব্যবৎ প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৩ ॥

(হে) রাজন্, অবহিতঃ (সাবধানঃ সন্ ত্বং) শৃণুষ্ব। গুহ্যম্ (অতি-রহস্যম্) অপি তে (ত্বদর্থং) বদামি। স্নিগ্ধস্য (স্বস্মিন্ ভগবতি চ স্নেহবতঃ) শিষ্যস্য গুরবঃ গুহ্যম্ অপি ব্রূয়ুঃ উত (এব)॥ ৩॥

হে রাজন্, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমি তোমার নিকট অতি রহস্যও ব্যক্ত করিব। গুরুগণ স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকট গুহ্য বিষয়ও ব্যক্ত করিয়া থাকেন॥ ৩॥

তথাঘবদনান্মৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্।
সরঃপুলিনমানীয় ভগবানিদমব্রবীৎ॥ ৪॥

তথা (তেন প্রকারেণ) অঘবদনাৎ (অঘাসুরবদনরূপাৎ) মৃত্যোঃ বৎসপালকান্ রক্ষিত্বা সরঃপুলিনং (যমুনাতীরম্) আনীয় ভগবান্ ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রবীৎ॥ ৪॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মৃত্যুরূপী অঘাসুরের বদন হইতে বৎস ও বৎসপালক সকলকে যমুনাতীরে আনয়ন করিয়া ভগবান্ বলিতে লাগিলেন॥ ৪॥

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্॥ ৫॥

(হে) বয়স্যাঃ, অহো! স্বকেলিসম্পৎ (স্বীয়ানাং কেলীনাং সম্পদঃ বিদ্যন্তে যত্র তৎ) মৃদুলাচ্ছবালুকং (মৃদুলাঃ অচ্ছাঃ স্বচ্ছাঃ বালুকাঃ যস্মিন্ তৎ) স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিকধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলং (স্ফুটৎ বিকসৎ সরঃ সরোজং তস্য গন্ধেন হৃতাঃ আকৃষ্টাঃ যে অলয়ঃ পত্রিণঃ পক্ষিণঃ চ তেষাং কে উদকে ধ্বনয়ঃ তেষাং প্রতিধ্বানাঃ তৈঃ লসন্তঃ যে দ্রুমাঃ তৈঃ আকুলং ব্যাপ্তং) পুলিনম্ (অতিরম্যম্)॥ ৫॥

হে বয়স্যগণ, আমাদিগের কেলি-সম্পদ-স্বরূপ, কোমলনির্ম্মল-বালুকাময়, প্রস্ফুটিত-পদ্মগন্ধে সমাকৃষ্ট সলিলস্থ মধুকরনিকর ও বিহঙ্গমসমূহের ধ্বনির প্রতিধ্বনি দ্বারা শোভমান তরুরাজি দ্বারা পরিব্যাপ্ত এই যমুনাপুলিন অতীব রমণীয়॥ ৫॥

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবা রূঢ়ং ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥ ৬ ॥

দিবা রূঢ়ং (দিবাকরঃ ঊর্দ্ধাকাশম্ আরূঢ়ঃ, বেলা অতীতা, বয়ম্ অপি) ক্ষুধার্দ্দিতাঃ, (অতঃ) অস্মাভিঃ অত্র (এব) ভোক্তব্যম্। বৎসাঃ অপঃ পীত্বা সমীপে শনকৈঃ তৃণং চরন্তু ॥ ৬ ॥

বেলা অতীত হইয়াছে, আমরাও ক্ষুধার্দ্দিত হইয়াছি, অতএব আমরা এই স্থানেই ভোজন করিব। বৎসসকল জল পান করিয়া নিকটে ধীরে ধীরে তৃণ ভোজন করুক ॥ ৬ ॥

তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে।
মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা ॥ ৭ ॥

তথা (অস্তু) ইতি (উক্ত্বা) অর্ভাঃ (গোপবালাঃ) বৎসান্ (জলং) পায়য়িত্বা শাদ্বলে (হরিততৃণযুক্তপ্রদেশে) আরুধ্য শিক্যানি মুক্ত্বা মুদা (হর্ষেণ) ভগবতা সমং (সহ) বুভুজুঃ ॥ ৭ ॥

তাহাই হউক, এই কথা বলিয়া, গোপবালকগণ বৎস সকলকে জলপান করাইয়া হরিততৃণযুক্তপ্রদেশে বন্ধন করিয়া আপনাপন শিকা মোচন পুরঃসর আনন্দে শ্রীভগবানের সহিত ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ (পরিতঃ) পুরুরাজিমণ্ডলৈঃ (বহুপঙ্‌ক্তিমণ্ডলৈঃ) সহ (নৈরন্তর্য্যেণ) বিপিনে উপবিষ্টাঃ অভ্যাননাঃ (অভি শ্রীকৃষ্ণাভিমুখানি আননানি যেষাং তে) ফুল্লদৃশঃ (বিকশিতনয়নাঃ) ব্রজার্ভকাঃ অম্ভোরুহ-কর্ণিকায়াঃ (কমলকর্ণিকায়াঃ পরিতঃ) ছদাঃ (পত্রাণি) যথা (তথা) বিরেজুঃ ॥ ৮ ॥

বিপিনে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার বহুল পঙ্‌ক্তি রচনা করিয়া একত্র কৃষ্ণাভিমুখে উপবিষ্ট বিকসিতনেত্র ব্রজবালকগণ

কমলকর্ণিকার চতুর্দ্দিকে বিরাজিত পত্রসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

কেচিৎ পুষ্পৈ র্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শিগ্‌ভিস্ত্বগ্‌ভির্দৃষদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ ॥ ৯ ॥

কেচিৎ পুষ্পৈঃ কেচিৎ দলৈঃ (তুলসীদলাদিভিঃ) পল্লবৈঃ (আম্রাদি-পত্রৈঃ) অঙ্কুরৈঃ (যবাদ্যঙ্কুরৈ) ফলৈঃ শিগ্‌ভিঃ ত্বগ্‌ভিঃ (ভূর্জাদিভিঃ) দৃষদ্ভিঃ (পাষাণৈঃ) চ কৃতভাজনাঃ (কৃতানি কল্পিতানি ভাজনানি পাত্রাণি যৈঃ তে) বুভুজুঃ ॥ ৯ ॥

কোন কোন বালক পুষ্প দ্বারা কোন কোন বালক তুলসীপত্রাদি দ্বারা কোন কোন বালক আম্রাদিপল্লব দ্বারা কোন কোন বালক যবাদির অঙ্কুর দ্বারা কোন কোন বালক ফল দ্বারা কোন কোন বালক শিক্য দ্বারা কোন কোন বালক ভূর্জাদি দ্বারা ও কোন কোন বালক পাষাণ দ্বারা পাত্র রচনা করিয়া, তাহাতেই ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

সর্ব্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ ॥ ১০ ॥

সহেশ্বরাঃ (কৃষ্ণসহিতাঃ) সর্ব্বে স্বস্বভোজ্যরুচিং (স্বস্বগৃহাৎ আনীতস্য ভোজ্যস্য অন্নাদেঃ রুচিং স্বাদুবিশেষং) পৃথক্ দর্শয়ন্তঃ হসন্তঃ হাসয়ন্তঃ চ অভ্যবজহ্রুঃ (বুভুজিরে) ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বালক সকল নিজ নিজ গৃহ হইতে আনীত অন্নাদির আস্বাদ পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করাইয়া হাস্য পরিহাস করিতে করিতে ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরি সুহৃদো হাসয়ন্ নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্‌বালকেলিঃ ॥ ১১ ॥

জঠরপটয়োঃ (উদরবস্ত্রয়োঃ মধ্যে) বেণুং বিভ্রৎ বামে কক্ষে শৃঙ্গ-বেত্রে চ (বিভ্রৎ বামে) পাণৌ মসৃণকবলং (মসৃণং স্নিগ্ধং দধ্যোদনকবলং

বিভ্রৎ) অঙ্গুলীষু (অঙ্গুলিসন্ধিষু) তৎফলানি (ভোজনযোগ্যফলানি বিভ্রৎ অম্ভোরুহকর্ণিকা ইব সর্ব্বাভিমুখঃ) মধ্যে তিষ্ঠন্ স্বপরি (স্বপরিতঃ উপবিষ্টান্) সুহৃদঃ (বয়স্যান্ বালান্) স্বৈঃ নর্ম্মভিঃ (পরিহাসবাক্যৈঃ) হাসয়ন্ স্বর্গে লোকে (স্বর্গবাসিনি জনে) মিষতি (আশ্চর্য্যেণ পশ্যতি সতি) বালকেলিঃ (বালানাম্ ইব কেলিঃ লীলামাত্রং যস্য সঃ বস্তুতঃ তু) যজ্ঞভুক্ (যজ্ঞৈঃ আরাধ্যঃ ভগবান্) বুভুজে ॥ ১১ ॥

বস্তুতঃ যজ্ঞারাধ্য বালক্রীড়াপরায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদর ও বস্ত্রের মধ্যে বেণু, বাম কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, বামহস্তে দধিমিশ্রিত অন্নের গ্রাস এবং অঙ্গুলিসন্ধিসকলে ভোজনযোগ্য ফল ধারণ পূর্ব্বক কমলকর্ণিকার ন্যায় সর্ব্বাভিমুখে মধ্যভাগে অবস্থানানন্তর আপনার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট বয়স্য গোপবালক সকলকে স্বীয় পরিহাস বাক্য দ্বারা হাসাইতে হাসাইতে দর্শনার্থ সমাগত স্বর্গবাসিগণের সমক্ষে ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু ।
বৎসাস্ত্বন্তর্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ ॥ ১২ ॥

(হে) ভারত, অচ্যুতাত্মসু (অচ্যুতে শ্রীকৃষ্ণে এব আত্মা মনঃ যেষাং তেষু) বৎসপেষু এবং ভুঞ্জানেষু (সৎসু) তৃণলোভিতাঃ বৎসাঃ তু অন্তর্বনে (বনমধ্যে) দূরং বিবিশুঃ ॥ ১২ ॥

হে ভারত, শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত গোপবালক সকল এইরূপে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে, বৎসগণ তৃণলোভে দূরবনমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১২ ॥

তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তানূচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্ ।
মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতেহানেষ্যে বৎসকানহম্ ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণঃ তান্ ভয়সন্ত্রস্তান্ (বৎসাদর্শনজেন ভয়েন সন্ত্রস্তান্) দৃষ্ট্বা ভীভয়ং (ভয়হেতুভ্যঃ ভয়ম্) অস্য (অপাস্য, ত্যক্ত্বা) ঊচে, (হে) মিত্রাণি, আশাৎ (ভোজনাৎ) মা বিরমত, অহং বৎসকান্ ইহ আনেষ্যে (ইতি) ॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যদিগকে বৎসাদর্শনজনিত ভয়ে ভীত দর্শন করিয়া, ভয়হেতু সকল হইতে ভয় নিবারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, মিত্রগণ,

ভোজন হইতে বিরত হইও না, আমি বৎসসমূহকে এই স্থানে আনয়ন করিতেছি ॥ ১৩ ॥

ইত্যুক্ত্বাদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষ্বাত্মবৎসকান্।
বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণিকবলো যযৌ ॥ ১৪ ॥

ইতি উক্ত্বা অদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষু (অদ্রিষু তদ্দরীষু কুঞ্জেষু লতাপিহিতোদরবিবরেষু গহ্বরেষু সঙ্কটস্থানেষু চ) আত্মবৎসকান্ (আত্মনঃ বৎসকান্) বিচিন্বন্ (অন্বেষিতুং) সপাণিকবলঃ (পাণিধৃতকবলসহিতঃ এব) ভগবান্ কৃষ্ণঃ যযৌ ॥ ১৪ ॥

এই কথা বলিয়া পর্ব্বত গুহা কুঞ্জ ও গহ্বর সকলে আপনার বৎসকুল অন্বেষণের নিমিত্ত গ্রাস হস্তে করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥

অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
র্দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্ ॥ ১৫ ॥

(হে) কুরূদ্বহ, যঃ (ব্রহ্মা) পুরা (প্রথমং) খে (আকাশে) অবস্থিতঃ (সন্) প্রভবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঘাসুরমোক্ষণং দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ (সঃ) অম্ভোজন্মজনিঃ (অম্ভসঃ জন্ম যস্য তৎ অম্ভোজন্ম পদ্মং তস্মাৎ জনিঃ যস্য সঃ ব্রহ্মা) মায়ার্ভকস্য (স্বেচ্ছয়া স্বীকৃতবালনাট্যস্য বস্তুতঃ তু) ঈশিতুঃ অন্যৎ অপি মঞ্জুমহিত্বং (ভক্তজনাহ্লাদকমহিমানং) দ্রষ্টুং তদন্তরগতঃ (তৎ তদা অন্তরম্ অবসরং হর্তুং ছিদ্রং গতঃ প্রাপ্তঃ তস্মিন্ অন্তরে অবসরে গতঃ আগতঃ বা সন্) তদ্বৎসান্ (তস্য বৎসান্) ইতঃ (স্থানাৎ) বৎসপান্ (চ) অন্যত্র নীত্বা অন্তরধাৎ (স্বয়ং তিরোবভূব) ॥ ১৫ ॥

হে কৌরব, যিনি পূর্ব্বে আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুরমোক্ষণ দর্শন করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই কমলযোনি ব্রহ্মা এক্ষণে মায়ামনুজবালক ঈশ্বরের অপর ভক্তজনাহ্লাদক মহিমা দর্শন করিবার নিমিত্ত এই অবসরে আসিয়া তদীয় বৎস

সকল ও ভোজনস্থান হইতে এই বৎসপাল সকল অন্যত্র লইয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ (অদ্রিকুঞ্জাদিষু) বৎসান্ অদৃষ্ট্বা (পুলিনম্) এত্য (তত্র) পুলিনে চ বৎসপান্ অপি (অদৃষ্ট্বা পুনঃ) কৃষ্ণঃ সমন্ততঃ (সর্ব্বতঃ) অপি বনে উভৌ (বৎসান্ বৎসপালান্ চ) বিচিকায় (অন্বীক্ষিতবান্) ॥ ১৬ ॥

অনন্তর পর্ব্বতাদিতে বৎসগণকে না দেখিয়া পুলিনে আগমন পূর্ব্বক সেই স্থানেও বৎসপালগণকেও না দেখিয়া পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বনপ্রদেশে উভয়েরই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

কাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥ ১৭ ॥

বিশ্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অন্তর্বিপিনে (বনমধ্যে) ক (কুত্র) অপি বৎসান্ পালান্ চ অদৃষ্ট্বা সহসা (ঝটিতি) সর্ব্বং (বৎসাদিহরণং) বিধিকৃতং (বিধিনা ব্রহ্মণা কৃতম্) অবজগাম (জ্ঞাতবান্) হ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে কুত্রাপি বৎসগণকে ও বৎসপালগণকে না দেখিয়া সহসা ঐ বৎসাদিহরণ ব্রহ্মার কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ বিশ্বকৃৎ ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ তন্মাতৃণাং চ কস্য (ব্রহ্মণঃ) চ মুদং কর্ত্তুম্ আত্মানম্ উভয়ায়িতং (বৎসবৎসপালরূপেণ বর্ত্তমানং) চক্রে ॥ ১৮ ॥

তদনন্তর বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগের জননী সকলের ও ব্রহ্মার আনন্দ সম্পাদনার্থ আপনাকেই বৎসরূপে এবং বৎসপালরূপে রচনা করিলেন ॥ ১৮ ॥

যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎকরাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্যাবদ্বিভূষাম্বরম্।

যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্‌বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বং বিষ্ণুময়ম্ (ইতি) গিরঃ (শ্রুতিবাক্যস্য) অঙ্গবৎ (মূর্ত্তিমদ্‌-বেদবাক্যবৎ) অজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যাবদ্‌বৎসপবৎসকাল্পকবপুঃ যাবৎকরাঙ্ঘ্র্যাদিকং যাবদ্‌যষ্টিবিষাণবেণুদলশিক্‌ যাবদ্বিভূষাম্বরং যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ঃ যাবদ্‌বিহারাদিকং সর্ব্বস্বরূপঃ (তাবদ্‌বপুরাদিরূপঃ সন্) বভৌ ॥ ১৯ ॥

অজ কৃষ্ণ, "সমস্ত সংসারই শ্রীবিষ্ণুময়" এই বেদবাক্যের অঙ্গের ন্যায়, বৎস ও বৎসপাল সকলের যেরূপ ক্ষুদ্র শরীর, তাহাদিগের যেরূপ হস্তপদাদি, যেরূপ যষ্টি বিষাণ বেণু দল ও শিক্য, যেরূপ বসন ও ভূষণ, যেরূপ চরিত্র গুণ নাম আকার ও বয়স, এবং যেরূপ বিহার প্রভৃতি, তত্তৎসর্ব্বস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈঃ।
ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্‌ব্রজম্ ॥ ২০ ॥

(এবং) সর্ব্বাত্মা (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বয়ম্ (এব) আত্মা (প্রযোজকঃ ভূত্বা) আত্মগোবৎসান্ (আত্মরূপান্ গোবৎসান্) আত্মবৎসপৈঃ (আত্মস্বরূপৈঃ বৎসপৈঃ) প্রতিবার্য্য আত্মবিহারৈঃ ক্রীড়ন্ (সন্) ব্রজং প্রাবিশৎ ॥ ২০ ॥

এইরূপে সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই প্রযোজক হইয়া আত্মরূপ গোবৎসসকলকে আত্মস্বরূপ বৎসপালগণ দ্বারা চালন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাবিহারী হইয়া ক্রীড়নপুরঃসর ব্রজে প্রবেশ করিলেন ॥ ২০ ॥

তত্তদ্‌বৎসান্ পৃথঙ্‌নীত্বা তত্তদ্‌গোষ্ঠে নিবেশ্য চ।
তত্তদাত্মাভবদ্‌রাজংস্তত্তৎ সদ্ম প্রবিষ্টবান্ ॥ ২১ ॥

(হে) রাজন্, (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্তদাত্মা অভবৎ (অতঃ) তত্তদ্‌বৎসান্ পৃথক্ নীত্বা তত্তদ্‌গোষ্ঠে নিবেশ্য চ তত্তৎ সদ্ম প্রবিষ্টবান্ ॥ ২১ ॥

হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তত্তৎস্বরূপ হইয়াছিলেন, অতএব সেই সেই বৎসকে পৃথক্ পৃথক্ লইয়া নিজ নিজ গোষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২১ ॥

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা
উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্।

স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং
মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্ ॥ ২২ ॥

তন্মাতরঃ (তেষাং বালানাং মাতরঃ) বেণুরবত্বরোত্থিতাঃ (বেণুরবেণ বেণুশব্দশ্রবণেন ত্বরয়া উত্থিতাঃ সত্যঃ) পরং ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণম্ এব স্বীকৃততত্তদ্-বালকস্বরূপং) সুতান্ (স্বসুতান্) মত্বা দোর্ভিঃ (ভুজৈঃ) উত্থাপ্য নির্ভরং (স্নেহাতিশয়ং যথা ভবতি তথা) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃ-সুধাসবং (স্নেহেন স্নুতং স্তন্যং পয়ঃ এব সুধা সুধাবৎ স্বাদু আসবম্ আসববৎ মাদকম্) অপায়য়ন্ (পায়য়ামাসুঃ) ॥ ২২ ॥

গোপবালকদিগের মাতৃগণ বেণুশব্দ শ্রবণে সত্বর উত্থিত হইয়া সেই সেই বালকের রূপধারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ পুত্র মনে করিয়া হস্ত দ্বারা উত্থাপন পূর্ব্বক অতিশয় স্নেহভরে আলিঙ্গন পুরঃসর স্নেহবশতঃ স্বভাবতঃ ক্ষরিত সুধাতুল্য স্বাদু এবং আসবের ন্যায় মাদক স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

ততো নৃপোন্মর্দ্দনমজ্জলেপনা-
লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ।
সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্
সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ ॥ ২৩ ॥

(হে) নৃপ, যামযমেন (যামানাং দিবসপ্রহরাণাং যমেন তত্তৎক্রীড়য়া উপরমেণ) সায়ং (কালে) স্বাচরিতৈঃ (স্বস্য আচরিতৈঃ বেণুবাদনাদিভিঃ মাতৃঃ) প্রহর্ষয়ন্ মাধবঃ (স্বীকৃততত্তদ্বালরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বগৃহং) গতঃ (ততঃ চ তাভিঃ) উন্মর্দ্দনমজ্জলেপনালঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ) সং-লালিতঃ (সৎকৃতঃ বভূব) ॥ ২৩ ॥

হে রাজন্, প্রসিদ্ধ-ক্রীড়া-সমূহ দ্বারা প্রহরচতুষ্টয়াত্মক দিবসের অবসানে সায়ংকাল সমুপস্থিত হইলে, বেণুবাদনাদি স্বীয় আচরণ সকল দ্বারা মাতৃগণকে আনন্দিত করিয়া, গোপবালকরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ নিজ গৃহে গমনানন্তর জননীগণ কর্তৃক উন্মর্দ্দন স্নপন আলেপন অলঙ্করণ রক্ষণ তিলকার্পণ ও অশনাদি দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে লালিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং
হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়য়ন্
মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ ॥ ২৪ ॥

(যাঃ) গাবঃ (চারণার্থং বনং গতাঃ তাঃ) ততঃ সত্বরং গোষ্ঠম্ উপেত্য (আগত্য) হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্ (পরিহূতান্ আহূতান্ সঙ্গতান্ চ) স্বকান্ বৎসতরান্ (মুক্তস্তনান্ অপি বৎসান্) মুহুঃ লিহন্ত্যঃ স্রবৎ ঔধসং পয়ঃ অপায়য়ন্ ॥ ২৪ ॥

যে সকল গাভি চারণার্থ বনে গমন করিয়াছিল, তাহারা সত্বর গোষ্ঠে আগমন পূর্ব্বক হুঙ্কারশব্দে আহূত ও মিলিত নিজ নিজ মুক্তস্তন বৎস সকলকেও বারম্বার লেহন করিতে ও ক্ষরিত দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

গোগোপানাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা।
পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা ॥ ২৫ ॥

গোগোপীনাং (গবাং গোপীনাং চ) অস্মিন্ (পুত্রীভূতে শ্রীকৃষ্ণে) মাতৃতা (উপলালনাদিরূপা) পুরোবৎ (পূর্ব্ববৎ এব) আসীৎ (কিন্তু) স্নেহার্দ্ধিকাং (স্নেহাধিক্যং বিনা), আসু (গোগোপীসু) হরেঃ তোকতা (বালভাবনা) অপি (পূর্ব্ববৎ এব আসীৎ কিন্তু) মায়য়া (মোহেন) বিনা ॥ ২৫ ॥

গো ও গোপী সকলের এই শ্রীকৃষ্ণে উপলালনাদিরূপ মাতৃভাব পূর্ব্বের ন্যায় থাকিলেও এক্ষণে স্নেহের বিশেষ আধিক্য দৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং ঐ গো ও গোপী সকলে শ্রীকৃষ্ণের বালভাবও পূর্ব্ববৎ থাকিলেও এক্ষণে স্বরূপের আচ্ছাদনে বিশেষ মোহ দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্।
শনৈর্নিঃসীম বরৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববৎ ॥ ২৬ ॥

যথা কৃষ্ণে (যশোদানন্দনে স্বপুত্রেভ্যঃ অপি স্নেহাধিক্যং পূর্ব্বম্ আসীৎ) ইদানীং ব্রজৌকসাং স্নেহবল্লী স্বতোকেষু (অপি) অপূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বতঃ

বিলক্ষণং) নিঃসীম (নিরবধিকং যথা ভবতি তথা) অন্বহং (প্রতিদিনং) শনৈঃ আব্দং (সংবৎসরপর্য্যন্তং) ববৃধে ॥ ২৬ ॥

ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনাদিগের পুত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহ পূর্ব্বেও ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি নিজ নিজ বালকের প্রতি অর্থাৎ তত্তদ্রূপধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐ স্নেহবল্লী পূর্ব্ব হইতে বিলক্ষণরূপে সংবৎসর পর্য্যন্ত দিন দিন ক্রমে ক্রমে এতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, তাহার ইয়ত্তা রহিল না ॥ ২৬ ॥

ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্থম্ (এব) আত্মা (সর্ব্বাত্মা) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ এব) বৎসপালমিষেণ (বৎসানাং পালানাং চ ব্যাজমাত্রেণ) বৎসপঃ (ভূত্বা) আত্মনা (বালরূপেণ) আত্মানং (বৎসরূপিণং) পালয়ন্ বর্ষং (সংবৎসরপর্য্যন্তং) বনগোষ্ঠয়োঃ চিক্রীড়ে ॥ ২৭ ॥

এইরূপে সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণই বৎস-বৎসপাল-চ্ছলে বৎসপালরূপ ধারণ পূর্ব্বক বালকরূপ আত্মা দ্বারা বৎসরূপ আত্মার পালনে নিরত হইয়া সংবৎসরকাল বনে ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বনমাবিশৎ।
পঞ্চষাসু ত্রিযামাসু হায়নাপূরণীষ্বজঃ ॥ ২৮ ॥

পঞ্চষাসু (পঞ্চসু ষট্সু বা) ত্রিযামাসু (রাত্রিষু) হায়নাপূরণীষু (হায়নস্য সংবৎসরস্য অপূরণীষু পূরকতয়া অবশিষ্টাসু সতীষু) একদা সরামঃ (রামেণ সহিতঃ) অজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বৎসান্ চারয়ন্ বনম্ আবিশৎ ॥ ২৮ ॥

সংবৎসর পূর্ণ হইতে পাঁচ ছয় রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে এক দিন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত বৎসচারণ করিতে করিতে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

ততো বিদূরাৎ চরতো গাবো বৎসানুপব্রজম্।
গোবর্দ্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যো দদৃশুস্তৃণম্ ॥ ২৯ ॥

গোবর্দ্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যঃ গাবঃ ততঃ বিদূরাৎ (এব) উপব্রজং (ব্রজসমীপে) তৃণং চরতঃ বৎসান্ দদৃশুঃ ॥ ২৯ ॥

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিখরদেশে চরিতে চরিতে গাভিসকল ঐ স্থান হইতে অনেক দূরে ব্রজসমীপে তৃণভোজনকারী বৎসগণকে দর্শন করিল ॥ ২৯ ॥

দৃষ্ট্বা চ তৎস্নেহবশোঽস্মৃতাত্মা
স গোব্রজোঽত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ।
দ্বিপাৎ ককুদ্গ্রীব উদাস্যপুচ্ছোঽ-
গাদ্ধুঙ্কৃতৈরাস্রুপয়া জবেন ॥ ৩০ ॥

দৃষ্ট্বা চ তৎস্নেহবশঃ (তেষাং বৎসানাম্ স্নেহেন আকৃষ্টঃ) অস্মৃতাত্মা (অস্মৃতঃ বিস্মৃতঃ আত্মা দেহঃ যেন সঃ) অত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ (অতি অতিক্রান্তাঃ অগণিতাঃ আত্মপাঃ গোপাঃ দুর্গমার্গাঃ কণ্টকাদিভ্যঃ অগম্যপ্রদেশঃ চ যেন সঃ) দ্বিপাৎ (দ্বাভ্যাং পাদাভ্যাং যুক্তাভ্যাং ধাবন্ দ্বিপাদবৎ প্রতীয়মানঃ) ককুদ্গ্রীবঃ (ককুদি আকুঞ্চিতা গ্রীবা যস্য সঃ) উদাস্যপুচ্ছঃ (উৎ উন্নমিতানি আস্যানি মুখানি পুচ্ছানি চ যেন সঃ) আস্রুপয়াঃ (আ সর্ব্বতঃ স্রবন্তি পয়াংসি যস্য সঃ) সঃ গোব্রজঃ (গবাং সমূহঃ) হুঙ্কৃতৈঃ (হুঙ্কারশব্দান্ কুর্ব্বন্) জবেন (বেগেন) অগাৎ ॥ ৩০ ॥

দর্শন করিবামাত্র ঐ গাভিসকল উহাদিগের স্নেহবশে আকৃষ্ট ও আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাদিগের পালক গোপ সকল ও দুর্গম পথ সকল অতিক্রম পূর্ব্বক দুইটিমাত্র-পাদ-বিশিষ্টবৎ প্রতীয়মান ককুদের দিকে আকুঞ্চিত-গ্রীবাযুক্ত উন্নমিতানন-পুচ্ছ-সমন্বিত ক্ষরিত-স্তন্য হইয়া হুঙ্কারশব্দ করিতে করিতে সবেগে ধাবিত হইল ॥ ৩০ ॥

সমেত্য গাবোঽধো বৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়ন্।
গিলন্ত্য ইব চাঙ্গানি লিহন্ত্যঃ স্বৌধসং পয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অধঃ (গোবর্দ্ধনস্য অধোদেশে চরতঃ) বৎসান্ সমেত্য (তেষাম্) অঙ্গানি গিলন্ত্যঃ ইব লিহন্ত্যঃ বৎসবত্যঃ (পুনঃ প্রসূতাঃ) অপি গাবঃ স্বৌধসং পয়ঃ অপায়য়ন্ ॥ ৩১ ॥

অনন্তর উহারা গোবর্দ্ধনের অধোদেশে চরণশীল বৎসকুলের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের অঙ্গসকল গিলন করিবার ন্যায় যেন লেহন

করিতে লাগিল, এবং পুনঃ প্রসূত হইয়াও তাহাদিগকে স্বকীয় স্তন্য পান করাইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

গোপাস্তদ্রোধনায়াসমৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা।
দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতোঽভ্যেত্য গোবৎসৈর্দদৃশুঃ সুতান্ ॥ ৩২ ॥

তদ্রোধনায়াসমৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা (তাসাং গবাং রোধনে যঃ আয়াসঃ শ্রমঃ তস্য মৌঘ্যং নিষ্ফলত্বং তেন জাতয়া লজ্জয়া সহ যঃ উরুঃ মন্যুঃ ক্রোধঃ তেন) দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতঃ (দুর্গমমার্গপ্রয়াণজনিতক্লেশেন চ যুক্তাঃ) গোপাঃ অভ্যেত্য (আগত্য) গোবৎসৈঃ (সহ) সুতান্ দদৃশুঃ ॥ ৩২ ॥

গাভি সকলের অবরোধার্থ আয়াস নিষ্ফল হইলে, গোপগণ লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে দুর্গম পথ অতিক্রম পূর্ব্বক উহাদিগের নিকট আসিয়া বৎসসমূহের সহিত আপন আপন পুত্র সকলকে দর্শন করিলেন ॥ ৩২ ॥

তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া
জাতানুরাগা গতমন্যবোঽর্ভকান্।
উদগৃহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্দ্ধ্নি
ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে ॥ ৩৩ ॥

তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়াঃ (তেষাম্ ঈক্ষণেন উদ্গতঃ যঃ প্রেমরসঃ তস্মিন্ আপ্লুতাঃ নিমগ্নাঃ আশয়াঃ যেষাং তে) গতমন্যবঃ (বিস্মৃতক্রোধাঃ) জাতানুরাগাঃ তে (গোপাঃ) অর্ভকান্ উদগৃহ্য (উচ্চৈরঙ্কে গৃহীত্বা) দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্দ্ধ্নি ঘ্রাণৈঃ (অবঘ্রায়) পরমাং মুদম্ অবাপুঃ ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর পুত্রদর্শনজনিত প্রেমরসে নিমগ্নচিত্ত, বিস্মৃতক্রোধ ও সঞ্জাতানুরাগ গোপসকল বালকদিগকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বাহু দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

ততঃ প্রবয়সো গোপাস্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ।
কৃচ্ছ্রাচ্ছনৈরপগতাস্তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ (চ) তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ (তোকানাং বালানাম্ আশ্লেষেণ সুনির্বৃতাঃ) তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ (তেষাং সুতানাম্ অনুস্মৃত্যা উৎ উদগচ্ছন্তি

অশ্রূণি যেষাং তে) প্রবয়সঃ গোপাঃ কৃচ্ছ্রাৎ (মনোনিরোধকষ্টাৎ তত্তঃ) শনৈঃ অপগতাঃ ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর বালকদিগের আলিঙ্গনে আনন্দিত ও উহাদিগের অনুস্মরণে উদ্গতাশ্রু বৃদ্ধ গোপগণ অতিকষ্টে ধীরে ধীরে উক্ত ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

ব্রজস্য রামঃ প্রেমর্দ্ধেবীক্ষ্যৌৎকণ্ঠ্যমনুক্ষণম্।
মুক্তস্তনেষপত্যেষ্বপ্যহেতুবিদচিন্তয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

মুক্তস্তনেষু অপি অপত্যেষু (বালবৎসেষু) ব্রজস্য (গোপীগবাদেঃ) অনুক্ষণং প্রেমর্দ্ধেঃ ঔৎকণ্ঠ্যং বীক্ষ্য অহেতুবিৎ (তত্র হেতুম্ অজানন্) রামঃ অচিন্তয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

যে সকল শিশু স্তন পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতিও ব্রজবাসীদিগের অনুক্ষণ প্রেমসমৃদ্ধির আতিশয্য অবলোকন করিয়া তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষ্বপূর্ব্বং প্রেম বর্দ্ধতে ॥ ৩৬ ॥

অখিলাত্মনি বাসুদেবে ইব (যথা পুরা প্রেম আসীৎ তথা) সাত্মনঃ (মৎসহিতস্য) ব্রজস্য (গোপীগবাদেঃ) তোকেষু (স্বাপত্যেষু) অপূর্ব্বং (পূর্ব্বম্ অবিদ্যমানং) প্রেম বর্দ্ধতে (তৎ) এতৎ অদ্ভুতং কিম্ ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বে অখিলাত্মা বাসুদেবে যেরূপ প্রেম ছিল, এক্ষণে আমার ও অপরাপর ব্রজবাসীদিগের নিজ নিজ অপত্যের প্রতি তদ্রূপ প্রেমের বৃদ্ধি দর্শন করিতেছি, ইহা কি অদ্ভুত! ॥ ৩৬ ॥

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ৩৭ ॥

ইয়ং মায়া কা? কুতঃ বা আয়াতা? (কিং) দৈবী (দেবপ্রযুক্তা) নারী (নরৈঃ প্রযুক্তা) বা উত (অথবা) (অসুরৈঃ প্রযুক্তা)? প্রায়ঃ (প্রায়শঃ ইয়ং) মায়া মে (মম) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য এব) অস্তু, অন্যা (মায়া) ন; (যতঃ) মে (মম) অপি বিমোহিনী ॥ ৩৭ ॥

ইহা কোন্ মায়া ? কোথা হইতেই বা আসিল ? ইহা কি দৈবী বা মানুষী অথবা আসুরী ? ইহা, বোধ হয়, আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া, অন্যের মায়া নহে ; যেহেতু ইহা আমারও মোহ উৎপাদন করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য দাশার্হো বৎসান্ সবয়সানপি।
সর্ব্বানচষ্ট বৈকুণ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সঃ ॥ ৩৮ ॥

সঃ দাশার্হঃ (বলদেবঃ) ইতি সঞ্চিন্ত্য বয়ুনেন (জ্ঞানময়েন) চক্ষুষা সর্ব্বান্ বৎসান্ সবয়সান্ (সমানবয়স্কান্ গোপান্) অপি (চ) বৈকুণ্ঠং (শ্রীকৃষ্ণম্ এব) অচষ্ট (অপশ্যৎ) ॥ ৩৮ ॥

বলদেব এইপ্রকার চিন্তা করিয়া জ্ঞানময় চক্ষু দ্বারা সমস্ত বৎস এবং বৎসপালককে শ্রীকৃষ্ণই দর্শন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন বৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।
সর্ব্বং পৃথক্ ত্বং নিগমাৎ কথং বদে-
ত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুনা বলোঽবৈৎ ॥ ৩৯ ॥

(পাল্যমানাঃ বৎসাঃ ঋষীণাং নারদাদীনাম্ অংশাঃ পালাঃ চ দেবানাং গরুড়াদীনাম্ অংশাঃ ইতি তাবৎ অহং জানামি। তত্র এবং) ভিদাশ্রয়ে (ভেদবিষয়ে) অপি (ইদানীম্) এতে সুরেশাঃ ন, এতে ঋষয়ঃ বা (চ) ন (ভবন্তি, কিন্তু হে) ঈশ, ত্বম্ এব ভাসি, (অতঃ একঃ অপি) ত্বং পৃথক্ (বিবিধভেদেন বর্ত্তমানং) সর্ব্বম্ (ইদং বৎসাদিরূপং) কথং (কুতঃ অভূঃ ইতি) বদ, ইতি উক্তেন (বলভদ্রপৃষ্টেন) প্রভুনা (শ্রীকৃষ্ণেন) নিগমাৎ (সঙ্ক্ষেপাৎ উক্তং) বৃত্তং বলঃ (বলদেবঃ) অবৈৎ (জ্ঞাতবান্) ॥ ৩৯ ॥

পাল্যমান বৎস সকল নারদাদি ঋষিগণের অংশ এবং বৎসপাল সকল গরুড়াদি দেবগণের অংশ, ইহাই আমি জানিতাম। এইরূপ ভেদাশ্রয়েও সম্প্রতি ইহারা দেবতা বা ঋষি বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে না, পরন্তু হে ঈশ, তুমিই সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইতেছ, অতএব একমাত্র তুমি বিবিধভেদে বর্ত্তমান এই সকল বৎস ও

বৎসপাল কিরূপে হইলে, তাহা বল, বলদেব এইরূপ প্রশ্ন করিলে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সঙ্ক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলিলেন, এবং বলদেবও সকলই অবগত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা।
পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥ ৪০ ॥

তাবৎ (বর্ষে জাতে অপি) আত্মমানেন (আত্মনঃ স্বস্থ মানেন) ত্রুট্যনেহসা (ত্রুটিমাত্রেণ কালেন, শীঘ্রম্) এত্য (আগত্য) আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) সকলং (বৎসপালাদিসর্ব্বরূপং) হরিং পুরোবৎ (হরণাৎ পূর্ব্বং যথা তথা) আব্দম্ (অব্দপর্য্যন্তং) ক্রীড়ন্তং দদৃশে (দদর্শ) ॥ ৪০ ॥

এইরূপে এক বৎসর অতীত হইলেও নিজপরিমাণে নিমেষমাত্র পরে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মা বৎস-বৎসপালাদি-সর্ব্বরূপ শ্রীহরিকে পূর্ব্ববৎ সংবৎসর পর্য্যন্ত ক্রীড়া করিতে দেখিলেন ॥ ৪০ ॥

যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব্ব এব হি।
মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুত্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥

গোকুলে যাবন্তঃ বালাঃ (তে) সর্ব্বে এব সবৎসাঃ (ইতঃ স্থানাৎ ময়া অন্যত্র নীতাঃ) হি। (তে) মে (মম) মায়াশয়ে (মায়াতল্পে) শয়ানাঃ (মন্মায়ামোহিতাঃ) অদ্য অপি পুনঃ ন উত্থিতাঃ (সাবধানাঃ জাতাঃ) ॥ ৪১ ॥

গোকুলে যত গোপবালক ছিল, তাহারা সকলেই বৎসগণের সহিত এই স্থান হইতে মৎকর্তৃক অন্যত্র নীত হইয়াছে। তাহারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়াই রহিয়াছে, এখনও উত্থিত হয় নাই ॥ ৪১ ॥

ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে।
তাবন্ত এব তত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্ ॥ ৪২ ॥

এতে (মায়াশয়ে শয়ানাঃ) ইতঃ (বর্ত্তন্তে)। মন্মায়ামোহিতেতরে (মন্মায়ামোহিতেভ্যঃ ইতরে) তাবন্তঃ এব তত্র (অপি) আব্দং (বর্ষপর্য্যন্তং) বিষ্ণুনা (কৃষ্ণেন) সমং (সহ) ক্রীড়ন্তঃ (চ) অত্র কুত্রত্যাঃ (কুতঃ আগতাঃ) ॥ ৪২ ॥

মায়ামোহিত বৎস ও বৎসপাল সকল এই পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। ইহাদিগের হইতে ভিন্ন এই বৎস ও বৎসপাল সকল সংবৎসর পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করিতেছে। ইহারা এখানে কোথা হইতে আসিল? ॥ ৪২ ॥

এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভূঃ।
সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন ॥ ৪৩ ॥

এবম্ এতেষু (বালবৎসাদিষু) ভেদেষু (উভয়বিধেষু) চিরং ধ্যাত্বা (অপি) সঃ (সকলজগৎস্রষ্টৃত্বেন প্রসিদ্ধঃ) আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) সত্যাঃ (পূর্ব্বসিদ্ধাঃ) কে (ময়া নীতাঃ) কতরে (চ) ন (সত্যাঃ) ইতি জ্ঞাতুং (নিশ্চেতুং) কথঞ্চন (অপি) ন ইষ্টে ॥ ৪৩ ॥

এই দ্বিবিধ বৎস ও বৎসপাল সকলের মধ্যে কোন্ গুলি সত্য ও কোন গুলি অসত্য, ইহা ব্রহ্মা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াও কোনরূপেই কিছু নিশ্চয় করিতে পারিলেন না ॥ ৪৩ ॥

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৪৪ ॥

এবং বিমোহং (মোহরহিতং) বিশ্বমোহনং বিষ্ণুং সম্মোহয়ন্ (সম্মোহয়িতুং প্রবৃত্তঃ) অজঃ (ব্রহ্মা) অপি স্বয়া এব মায়য়া স্বয়ম্ এব বিমোহিতঃ ॥ ৪৪ ॥

এইরূপে মোহরহিত বিশ্বমোহনকারী শ্রীকৃষ্ণকে মোহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মাও আপনার মায়ায় আপনিই বিমোহিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ ॥ ৪৫ ॥

তম্যাং (তমিস্রা রাত্রিঃ তমী তস্যাং) নৈহারং (নীহারকণপ্রভবং) তমোবৎ (তমঃ ইব) অহনি খদ্যোতার্চ্চিঃ (খদ্যোতস্য অর্চ্চিঃ প্রভা) ইব মহতি (পুরুষে স্বমায়াং) যুঞ্জতঃ (নিকৃষ্টস্য পুংসঃ) ইতরমায়া (ইতরা নীচা মায়া তত্র ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোতি প্রত্যুত) আত্মনি (মায়াবিনি এব) ঐশ্যং (বিদ্যমানং সামর্থ্যং) নিহন্তি ॥ ৪৫ ॥

তমিস্রা রজনীতে হিমকণপ্রভব অন্ধকারের ন্যায় এবং দিবসে খদ্যোতপ্রভার ন্যায় মহান্ পুরুষে নিজ মায়া প্রয়োগকারী নিকৃষ্ট পুরুষের নীচ মায়া কিছুই করিতে পারে না, প্রত্যুত ঐ মায়া-প্রয়োগকারীর নিজ সামর্থ্যকেই নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥ ৪৬ ॥

(যাবৎ অয়ং বিচারয়তি) তাবৎ (এব অস্য) অজস্য (ব্রহ্মণঃ) পশ্যতঃ (এব সতঃ) তৎক্ষণাৎ (তৎক্ষণম্, অবিলম্বেন এব) বৎসপালাঃ (বৎসাঃ পালাঃ চ) সর্ব্বে (যষ্টিবিষাণাদয়ঃ চ) ঘনশ্যামাঃ (ঘনবৎ শ্যামাঃ) পীত-কৌশেয়বাসসঃ (পীতে কৌশেয়ে বাসসী যেষাং তে,ভগবদ্রূপাঃ) ব্যদৃশ্যন্ত ॥৪৬॥

ব্রহ্মা এইপ্রকার বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার সমক্ষেই তৎক্ষণাৎ বৎস বৎসপাল ও তাহাদিগের বসনভূষণাদি সমস্তই নবীননীরদশ্যাম পীতকৌশেয়বসনযুক্ত (শ্রীভগবদ্রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন) ॥ ৪৬ ॥

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥ ৪৭ ॥

চতুর্ভুজাঃ (চত্বারঃ ভুজাঃ যেষাং তে) শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ (শঙ্খা-দীনি প্রত্যেকং পাণিষু যেষাং তে) কিরীটিনঃ (কিরীটাভরণযুক্তাঃ) কুণ্ডলিনঃ হারিণঃ বনমালিনঃ (ব্যদৃশ্যন্ত) ॥ ৪৭ ॥

চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত কিরীটধারী কুণ্ডলধারী হারযুক্ত ও বনমালাশোভিত (শ্রীভগবদ্রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন) ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্নকম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ।
নূপুরৈঃ কটকৈ র্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীবৎসাঙ্গদোরত্নকম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ (শ্রীবৎসপ্রভাযুক্তানি অঙ্গদানি দোঃষু যেষাং তে রত্নময়ানি কম্বুবৎ ত্রিধারাণি কঙ্কণানি পাণিষু যেষাং তে চ তে চ) নূপুরৈঃ কটকৈঃ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ (চ) ভাতাঃ (শোভমানাঃ ব্যদৃশ্যন্ত) ॥ ৪৮ ॥

শ্রীবৎসপ্রভাযুক্ত অঙ্গদ এবং রত্নময় ও শঙ্খের ন্যায় ত্রিধারান্বিত

কঙ্কণ দ্বারা ভূষিতভুজযুগল, এবং নূপুর কটক কটিসূত্র ও অঙ্গুরীয়ক দ্বারা শোভিত (শ্রীভগবদ্রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন)॥ ৪৮॥

আঙ্ঘ্রিমস্তকমাপূর্ণা স্তুলসীনবদামভিঃ।
কোমলৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ॥ ৪৯॥

সর্ব্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ (বহুজন্মোপার্জ্জিতপুণ্যবদ্ভিঃ ভক্তজনৈঃ অর্পিতৈঃ) কোমলৈঃ তুলসীনবদামভিঃ আঙ্ঘ্রিমস্তকং (চরণম্ আরভ্য মস্তকপর্য্যন্তম্) আপূর্ণাঃ (আ সমন্তাৎ পূর্ণাঃ ব্যদৃশ্যন্ত)॥ ৪৯॥

সর্ব্বাঙ্গে বহুজন্মোপার্জ্জিত পুণ্যবন্ত ভক্তগণ কর্ত্তৃক অর্পিত কোমল নবতুলসীমালা দ্বারা চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত (শ্রীভগবদ্রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন)॥ ৪৯॥

চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ।
স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকাঃ॥ ৫০॥

সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ (অরুণগুণেন সহ বর্ত্তমানাঃ যে অপাঙ্গাঃ তৈঃ বীক্ষিতৈঃ) চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ (চন্দ্রিকাবৎ বিশদাঃ স্মেরাঃ মন্দহাসাঃ তৈঃ) রজঃসত্ত্বাভ্যাং (রজসা সত্ত্বেন চ) স্বকার্থানাম্ (স্বকানাং ভক্তানাং যে অর্থাঃ মনোরথাঃ তেষাং) স্রষ্টৃপালকাঃ (স্রষ্টারঃ পালকাঃ চ ইব (ব্যদৃশ্যন্ত)॥ ৫০॥

অরুণবর্ণ অপাঙ্গদৃষ্টিরূপ রজোগুণ দ্বারা ও চন্দ্রিকাসদৃশ বিশদ হাস্যরূপ সত্ত্বগুণ দ্বারা নিজ ভক্তবর্গের মনোরথ সকলের স্রষ্টা ও পালকের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন॥ ৫০॥

আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ।
নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ॥ ৫১॥

আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈঃ (আত্মা ব্রহ্মা স্তম্বঃ তৃণগুচ্ছঃ, ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তৈঃ) মূর্ত্তিমদ্ভিঃ চরাচরৈঃ (প্রাণিভিঃ স্বস্বাধিকারভেদেন) নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ (নৃত্যগীতাদয়ঃ যে নৈকার্হাঃ অনেকার্হণোপকরণানি তৈঃ) পৃথক্ পৃথক্ উপাসিতাঃ॥ ৫১॥

ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত মূর্ত্তিমন্ত সমুদায় চরাচর কর্ত্তৃক নিজ নিজ অধিকার অনুসারে নৃত্যগীতাদি বহুবিধ পূজোপকরণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ উপাসিত (দৃষ্ট হইতে লাগিলেন)॥ ৫১॥

অণিমাদ্যৈর্মহিমভি রজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ।
চতুর্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ ॥ ৫২ ॥

অণিমাদ্যৈঃ মহিমভিঃ (ঐশ্বর্য্যৈঃ) অজাদ্যাভিঃ (মায়াবিদ্যাদিভিঃ) বিভূতিভিঃ (শক্তিভিঃ) চতুর্বিংশতিভিঃ মহদাদিভিঃ তত্ত্বৈঃ পরীতাঃ (সেবিতাঃ) ॥ ৫২ ॥

অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সকল মায়াদি শক্তি সকল ও মহদাদি তত্ত্ব সকল কর্ত্তৃক সেবিত (দৃষ্ট হইতে লাগিলেন) ॥ ৫২ ॥

কালস্বভাবসংস্কারকামকর্ম্মগুণাদিভিঃ।
স্বমহিধ্বস্তমহিভির্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

স্বমহিধ্বস্তমহিভিঃ (স্বস্য ভগবতঃ মহিভিঃ মহিমভিঃ ধ্বস্তং মহি মহিমা স্বাতন্ত্র্যং যেষাং তৈঃ) মূর্ত্তিমদ্ভিঃ কালস্বভাবসংস্কারকামকর্ম্মগুণাদিভিঃ উপাসিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীভগবানের মহিমা দ্বারা যাহাদিগের মহিমা বিনষ্ট হয় তাদৃশ-মূর্ত্তিমন্ত কাল স্বভাব সংস্কার কাম কর্ম্ম ও গুণাদি কর্ত্তৃক উপাসিত (দৃষ্ট হইতে লাগিলেন) ॥ ৫৩ ॥

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥ ৫৪ ॥

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ (সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসং যৎ ব্রহ্ম তৎ এব মূর্ত্তিঃ যেষাং তে) উপনিষদ্দৃশাম্ (উপনিষৎ আত্মজ্ঞানং সা এব দৃক্ চক্ষুঃ যেষাং তেষাম্) অপি (অস্পৃষ্টং স্পর্শাযোগ্যং ভূরি মাহাত্ম্যং যেষাং তে) ॥ ৫৪ ॥

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তি এবং আত্মজ্ঞানরূপদৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগেরও স্পর্শাযোগ্য ও ভূরিমাহাত্ম্যসমন্বিত (দৃষ্ট হইতে লাগি-লেন) ॥ ৫৪ ॥

এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনোঽখিলান্।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥ ৫৫ ॥

যস্য পরব্রহ্মাত্মনঃ ভাসা (প্রকাশেন) ইদং সচরাচরং সর্ব্বং বিশ্বং বিভাতি (তস্য) অখিলান্ (বৎসবৎসপালাদীন্) সকৃৎ (একদা এব) অজঃ (ব্রহ্মা) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) দদর্শ ॥ ৫৫ ॥

যে পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রকাশ দ্বারা এই চরাচর সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হয়, তাঁহার সেই বৎস ও বৎসপাল প্রভৃতি সমস্তই এক সময়ে ব্রহ্মা উক্ত প্রকারে দর্শন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

তেতোঽতিকুতুকোদ্বৃত্য স্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দেব্যন্তীব পুত্রিকা ॥ ৫৬ ॥

ততঃ অতিকুতুক (অতিকুতুকেন, অত্যাশ্চর্য্যেণ) উদ্বৃত্য (দৃষ্টীঃ পরাবৃত্য) তদ্ধাম্না (তেষাং ভগবদ্বিগ্রহাণাং ধাম্না তেজসা) স্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ (স্তিমিতানি স্তব্ধানি একাদশেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) অজঃ (ব্রহ্মা) পূর্দেব্যন্তি (পূর্দেবী ব্রজাধিষ্ঠাত্রী কাচিৎ দেবতা তস্যাঃ অন্তি সমীপে) পুত্রিকা (চতুর্মুখী কনকপ্রতিমা) ইব তূষ্ণীং (নিশ্চলঃ) অভূৎ ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর অত্যাশ্চর্য্য সহকারে দৃষ্টি পরাবর্ত্তন পূর্ব্বক সেই শ্রীভগবদ্‌-বিগ্রহ সমূহের তেজে একাদশ ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হইলে, ব্রহ্মা ব্রজাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সমীপে চতুর্মুখী কনকময়ী প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন ॥ ৫৬ ॥

ইতীরেশেঽতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে
পরত্রাজাতোঽতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ।
অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি
চচ্ছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাযবনিকাম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি (এবং দৃষ্ট্বা) ইরেশে (ইরা সরস্বতী তস্যাঃ ঈশে ব্রহ্মণি) কিম্ ইদং বা (দৃশ্যতে) ইতি অতর্ক্যে (তর্কাগোচরে) নিজমহিমনি (নিজঃ অসাধারণঃ মহিমা যস্য তস্মিন্) স্বপ্রমিতিকে (স্বপ্রমিতিঃ স্বপ্রকাশং চ তৎ কং সুখং চ তস্মিন্, স্বপ্রকাশসুখরূপে) অজাতঃ (প্রকৃতেঃ) পরত্র (পরস্মিন্) অতন্নিরসনব্রহ্মকমিতৌ (অতন্নিরসনমুখেন ব্রহ্মব্যতিরিক্তনিরাসপ্রকারেণ ব্রহ্মকৈঃ শ্রুতিশিরোভিঃ মিতিঃ জ্ঞানং যস্মিন্ তস্মিন্ ভগবতি) মুহ্যতি সতি (পশ্চাৎ দ্রষ্টুম্ অপি অনীশে অসমর্থে চ সতি) পরমঃ অজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য মোহাদিক্লেশং) জ্ঞাত্বা সপদি (ঝটিতি) অজাযবনিকাং (মায়ারূপাং তিরস্করিণীং) চচ্ছাদ (চচ্ছাদ, প্রসারিতবান্, অপসারিতবান্ ইতি বা) ॥ ৫৭ ॥

এইরূপ দর্শন করিয়া, ব্রহ্মা, "আমি এ কি দর্শন করিতেছি" এই কথা বলিতে বলিতে তর্কের অগোচর, অসাধারণমহিমান্বিত, স্বপ্রকাশ-

সুখস্বরূপ, প্রকৃতির অতীত, উপনিষৎসমূহ কর্ত্তৃক অতন্নিরসনমুখে প্রমাণীকৃত শ্রীভগবানের বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইলে, এবং পরে দর্শনেও অসমর্থ হইলে, পরম পুরুষ, অজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই মোহাদিক্লেশ অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ মায়ারূপা যবনিকা অপসারিত করিলেন ॥ ৫৭ ॥

ততোঽর্ব্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃ পরেতবদুত্থিতঃ।
কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈ দৃষ্টীরাচষ্টেদং সহাত্মনা ॥ ৫৮ ॥

ততঃ (মায়াপসারণানন্তরম্) অর্ব্বাক্ (বহিঃ) প্রতিলব্ধাক্ষঃ (প্রতিলব্ধানি অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি যেন সঃ) কঃ (ব্রহ্মা) পরেতবৎ (মৃতঃ যথা কথঞ্চিৎ পুনঃ উত্তিষ্ঠতি তথা) উত্থিতঃ কৃচ্ছ্রাৎ (শনৈঃ) দৃষ্টীঃ (নেত্রাণি) উন্মীল্য আত্মনা (অহঙ্কারাস্পদেন দেহাদিনা) সহ ইদং (মমকারাস্পদং বিশ্বম্) আচষ্ট (অপশ্যৎ) বৈ ॥ ৫৮ ॥

মায়াপসারণের পর বহির্দৃষ্টি লাভ করিয়া ব্রহ্মা মৃত ব্যক্তির ন্যায় কথঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া অতিকষ্টে ধীরে ধীরে নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক অহঙ্কারাস্পদ দেহাদির সহিত এই মমকারাস্পদ বিশ্ব দর্শন করিলেন ॥ ৫৮ ॥

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃস্থিতম্।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

(ততঃ) সপদি এব অভিতঃ (সর্ব্বাঃ) দিশঃ পশ্যন্ জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং (জনানাম্ আজীব্যাঃ জীবিকারূপাঃ যে দ্রুমাঃ তৈঃ আকীর্ণং ব্যাপ্তং) সমাপ্রিয়ং (সং সমস্তানি প্রিয়াণি বস্তূনি যত্র তৎ) পুরঃস্থিতং (পুরতঃ বর্ত্তমানং) বৃন্দাবনম্ অপশ্যৎ ॥ ৫৯ ॥

পরে হঠাৎ সকল দিক্ দেখিতে দেখিতে লোকদিগের জীবিকারূপ তরুরাজি দ্বারা ব্যাপ্ত, প্রিয়বস্তুসমূহপরিবৃত, সম্মুখস্থিত শ্রীবৃন্দাবন সন্দর্শন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষাদিকে ॥ ৬০ ॥

অজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষাদিকে (অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতাঃ রুট্তর্ষাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ঃ যস্মাৎ তস্মিন্) যত্র (শ্রীবৃন্দাবনে

নৈসর্গদুর্বৈরাঃ (স্বভাবিকবৈরবন্তঃ) নৃমৃগাদয়ঃ মিত্রাণি ইব সহ (এব) আসন্ ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিবাস হেতু ক্রোধ-লোভাদি-বিরহিত শ্রীবৃন্দাবনে স্বাভাবিকবৈরযুক্ত মনুষ্যপশ্বাদি পরস্পর মিত্রভাবে একত্র বাস করিত ॥ ৬০ ॥

তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্ব-
দেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট ॥ ৬১ ॥

তত্র (শ্রীবৃন্দাবনে) পরমেষ্ঠী (ব্রহ্মা) পুরা ইব (পূর্ব্ববৎ এব) পশুপ-বংশশিশুত্বনাট্যং (নন্দপুত্রত্বানুকরণম্) উদ্বহৎ (দধৎ) বৎসপান্ সখীন্ পরিতঃ বিচিন্বৎ একং সপাণিকবলম্ অদ্বয়ম্ অনন্তম্ অগাধবোধং পরং ব্রহ্ম অচষ্ট (অপশ্যৎ) ॥ ৬১ ॥

ব্রহ্মা সেই শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ব্ববৎ গোপবংশোৎপন্ন শিশুর ভাব অনুকরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বৎস ও বৎসপাল সকল অন্বেষণকারী এক, ভোজ্যগ্রাসহস্ত, অদ্বয়, অনন্ত অগাধবুদ্ধি, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিলেন ॥ ৬১ ॥

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য্য
পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং
নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্ ॥ ৬২ ॥

(এবং) দৃষ্ট্বা (চ) ত্বরেণ (বেগেন) নিজধোরণতঃ (স্ববাহাৎ হংসাৎ) অবতীর্য্য পৃথ্ব্যাং কনকদণ্ডম্ ইব (কনকদণ্ডবৎ) বপুঃ অভিপাত্য নত্বা (পরিবর্ত্তনেন) চতুর্মুকুটকোটিভিঃ (চতুর্ণাং মুকুটানাং কোটিভিঃ অগ্রৈঃ) অঙ্ঘ্রিযুগ্মং (তৎপাদযুগলং) স্পৃষ্ট্বা মুদশ্রুসুজলৈঃ (আনন্দাশ্রুরূপৈঃ সুজলৈঃ তৎপাদয়োঃ) অভিষেকম্ অকৃত (অকরোৎ) ॥ ৬২ ॥

এইরূপ দর্শনানন্তর সবেগে নিজবাহন হংস হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কনকদণ্ডের ন্যায় পৃথ্বীতলে শরীর অভিপাতন প্রণাম ও

মুকুটচতুষ্টয়ের অগ্রভাগ দ্বারা তদীয় পাদযুগল স্পর্শ করিয়া আনন্দাশ্রু-রূপ উৎকৃষ্ট জল দ্বারা তাঁহার চরণদ্বয় অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৬২ ॥

উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্।
আস্তে মহিত্বং প্রাগ্‌দৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩ ॥

প্রাগ্ দৃষ্টং কৃষ্ণস্য মহিত্বং (মহিমানং) স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ উত্থায় উত্থায় চিরস্য (চিরকালং) পাদয়োঃ পতন্ আস্তে (স্থ) ॥ ৬৩ ॥

এবং পূর্ব্ববিদৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বারম্বার স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উত্থানপূর্ব্বক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তদীয় চরণযুগলে পড়িয়া রহিলেন ॥৬৩॥

শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে
মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ
সবেপথুর্গদ্‌গদয়ৈলতেলয়া ॥ ৬৪ ॥

অথ (অনন্তরং) শনৈঃ উত্থায় লোচনে বিমৃজ্য মুকুন্দম্ উদ্বীক্ষ্য (সম্যক্ দৃষ্ট্বা লজ্জয়া) বিনম্রকন্ধরঃ (বিশেষেণ নম্রা কন্ধরা যস্য সঃ আদরেণ) কৃতাঞ্জলিঃ (কৃতঃ সংযোজিতঃ অঞ্জলিঃ যেন সঃ) প্রশ্রয়বান্ (বিনয়বান্ ভয়েন) সবেপথুঃ (সঞ্জাতকম্পঃ তথাপি) সমাহিতঃ (স্বশক্ত্যনুরূপং মনঃসমাধানং কৃত্বা) গদ্‌গদয়া (স্খলিতাক্ষরয়া) ইলয়া (বাণ্যা) ঐলত (অস্তৌৎ) ॥ ৬৪ ॥

তদনন্তর ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া নেত্রদ্বয় মর্দ্দন করিতে করিতে আনতকন্ধর কৃতাঞ্জলি বিনীত ও কম্পান্বিত হইয়া সমাহিত-চিত্তে স্খলিতাক্ষর বাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ব্রহ্মমোহাপনোদনং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসম্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ১॥

ব্রহ্মা উবাচ ;—(হে) ঈড্য, অভ্রবপুষে (অভ্রবৎ বপুঃ যস্য তস্মৈ) তড়িদম্বরায় (তড়িদ্বৎ অম্বরং যস্য তস্মৈ) গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায় (গুঞ্জাভিঃ রচিতৌ অবতংসৌ কর্ণভূষণে পরিপিচ্ছং বর্হাপীড়ং তৈঃ লসৎ শোভমানং মুখং যস্য তস্মৈ) বন্যস্রজে (বন্যাঃ বনপুষ্পপত্রময্যাঃ স্রজঃ যস্য তস্মৈ) কবলবেত্রবিষাণবেণুলক্ষ্মশ্রিয়ে (কবলাদিভিঃ লক্ষ্মভিঃ শ্রীঃ শোভা যস্য তস্মৈ) মৃদুপদে (মৃদু পাদৌ যস্য তস্মৈ) পশুপাঙ্গজায় (পশুপস্য নন্দস্য অঙ্গজঃ পুত্রঃ তস্মৈ তুভ্যং) নৌমি॥ ১॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে অদ্ভুত-দর্শন-বিমোহিত ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব বর্ণিত হইয়াছে॥

ব্রহ্মা বলিলেন ;—হে স্তবনীয়, তোমার শরীর নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তোমার বসন বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণ, গুঞ্জারচিত কর্ণভূষণ ও ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত শিরোভূষণ দ্বারা তোমার বদনমণ্ডল অতিশয় শোভমান, তোমার গলদেশে বনজাত পত্রপুষ্পাদিময়ী মালা, কবল বেত্র বিষাণ ও বেণু প্রভৃতি লক্ষণে সুলক্ষিতা তোমার অঙ্গলক্ষ্মী, তোমার চরণযুগল অতিশয় সুকোমল, তুমি গোপরাজ নন্দের অঙ্গজ, তোমাকে নমস্কার করি॥ ১॥

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥ ২॥

(হে) দেব, অস্য অপি ভূতময়স্য (বিরাড়্‌রূপস্য) স্বেচ্ছাময়স্য (স্বক্রীড়ার্থং স্বেচ্ছয়া প্রকটিতস্য) মদনুগ্রহস্য (মম ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহস্য জীবস্য অনুগ্রহঃ ভোগসম্পত্তিঃ যেন তস্য) বপুষঃ কঃ (ব্রহ্মা) অপি আন্তরেণ (অন্তর্মুখীকৃতেন অপি) মনসা মহি (মহিমানম্) অবসিতুং (জ্ঞাতুং) ন তু (সমর্থঃ তদা) তু সাক্ষাৎ আত্মসুখানুভূতেঃ (সচ্চিদানন্দাত্মকস্য) এব তব (মহিমানম্ অবসিতুং) ন ঈশে (সমর্থঃ) ইতি (তু) কিম্ উত (কিমু বক্তব্যম্) ॥ ২ ॥

হে দেব, আমি মদনুগ্রহার্থ স্বেচ্ছাক্রমে প্রকটিত স্বনিয়ম্য ভূতময় বিরাট বিগ্রহের মহিমাই যখন অন্তর্মুখ চিত্ত দ্বারা অবগত হইতে সমর্থ হই না, তখন সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দাত্মক তোমার মহিমা যে বিদিত হইতে সমর্থ নহি, তদ্বিষয়ে বক্তব্য কি ? ॥ ২ ॥

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্ ।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানে (জ্ঞাননিমিত্তং) প্রয়াসং (শ্রমম্) উদপাস্য (দূরতঃ ত্যক্ত্বা) স্থানস্থিতাঃ (স্থানে সতাং নিবাসস্থানে স্বস্থানে বা স্থিতাঃ) সন্মুখরিতাং (সদ্ভিঃ ভগবদ্‌ভক্তৈঃ মুখরিতাং স্বভাবতঃ এব নিত্যং প্রকটিতাং) শ্রুতিগতাং (শ্রবণং প্রাপ্তাং) ভবদীয়বার্ত্তাং (ভবদীয়াং কথাং) যে (জনাঃ) তনুবাঙ্মনোভিঃ নমন্তঃ (সংকুর্ব্বন্তঃ) এব জীবন্তি, (হে) অজিত, (কালকর্ম্মাদিভিঃ) অজিতঃ অপি প্রায়শঃ ত্রিলোক্যাং তৈঃ (ত্বং) জিতঃ (বশীকৃতঃ) অসি ॥ ৩ ॥

যাঁহারা জ্ঞানের নিমিত্ত কিছুমাত্র প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুগণ কর্ত্তৃক স্বভাবতঃ প্রকাশিত ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণ ও ঐ বার্ত্তাকেই কায়মনোবাক্য দ্বারা সংকার পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন, হে অজিত, তুমি কালকর্ম্মাদি কর্ত্তৃক অজিত হইয়াও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রায়ই এই ত্রিলোকমধ্যে জিত হইয়া থাক ॥ ৩ ॥

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৪ ॥

(হে) বিভো, শ্রেয়ঃসৃতিং (শ্রেয়সাম্ অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং বা সৃতিঃ শরণং যস্যাঃ তাং) তে (তব) ভক্তিম্ উদস্য (ত্যক্ত্বা) যে (জনাঃ) কেবলবোধলব্ধয়ে (জ্ঞানমাত্রপ্রাপ্ত্যর্থং) ক্লিশ্যন্তি (শাস্ত্রাভ্যাসাদিক্লেশং কুর্ব্বন্তি) স্থূলতুষাববাতিনাম্ (অল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসান্ তুষান্ অবঘ্নতাং) যথা (তথা) অসৌ (শাস্ত্রাভ্যাসাদিজনিতঃ) ক্লেশলঃ (ক্লেশঃ) এব অবশিষ্যতে ন অন্যৎ (জ্ঞানং তু ন এব ভবতি) ॥ ৪ ॥

হে বিভো, মঙ্গলের হেতুভূতা ত্বদীয়া ভক্তিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহারা কেবল জ্ঞানলাভার্থ শাস্ত্রাভ্যাসাদিক্লেশ স্বীকার করে, স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের ঐ ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয় না ॥ ৪ ॥

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ ৫ ॥

(হে) ভূমন্, ইহ (লোকে) বহবঃ অপি পুরা (প্রথমং) যোগিনঃ (ভক্তিব্যতিরিক্তানেকোপায়বন্তঃ অপি সন্তঃ তৈঃ উপায়ৈঃ জ্ঞানম্ অপ্রাপ্য পশ্চাৎ) ত্বদর্পিতেহাঃ (ত্বদর্পিতা লৌকিকী বৈদিকী চ ঈহা কর্ম্মাণি যৈঃ তে) নিজকর্ম্মলব্ধয়া (তৈঃ ত্বদর্পিতৈঃ নিজকর্ম্মভিঃ লব্ধয়া চিত্তশুদ্ধিদ্বারা কথাশ্রবণাদিরুচিরূপয়া বা ততঃ চ) কথোপনীতয়া (কথাশ্রবণজনিত-প্রেমলক্ষণয়া চ) ভক্ত্যা এব (হে) অচ্যুত, অঞ্জঃ (সুখেন এব) তে (তব) পরাং গতিং (পরতত্ত্বং) বিবুধ্য প্রপেদিরে (প্রাপ্তাঃ)। (যদ্বা হে অচ্যুত, বিবুধ্য আত্মতত্ত্বম্ আরভ্য ভগবত্তত্ত্বপর্য্যন্তম্ অনুভূয় অঞ্জঃ অনায়াসেন তে তব পরাং পরমাস্তরঙ্গাং গতিং সামীপ্যং প্রপেদিরে প্রাপুঃ ইতি) ॥ ৫ ॥

হে ভূমন্, হে অচ্যুত, এই পৃথিবীতে পূর্ব্বকালে অনেকানেক মনুষ্য ভক্তিব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়াও ঐ সকল

উপায় দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া পরে তোমাতে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ তজ্জনিত চিত্তশুদ্ধি ও ঐ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তৎকথাশ্রবণাদিরুচি এবং পরিশেষে তদুত্থ প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ করিয়া ঐ ভক্তির সাহায্যে অনায়াসে তোমার পরম তত্ত্ব অনুভব ও লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥ ৬ ॥

(যদ্যপি নির্গুণং ব্রহ্ম সগুণঃ ভগবান্ চ ত্বমেব তথা ব্রহ্মত্বে ভগবত্ত্বে চ দুর্জ্ঞেয়ত্বং তুল্যম্ এব) তথাপি (হে) ভূমন্, (স্বরূপেণ গুণেন চ অনন্ত) অগুণস্য (অনভিব্যক্তস্বরূপভূতগুণস্য) তে (তব) মহিমা (মহত্ত্বং, বৃহত্ত্বং, ব্রহ্মত্বম্) অমলান্তরাত্মভিঃ (অমলৈঃ অন্তরাত্মভিঃ চিত্তৈঃ শুদ্ধান্তঃকরণৈঃ জনৈঃ বা) অবিক্রিয়াৎ (নাস্তি বিক্রিয়া বিকারঃ যত্র তাদৃশাৎ) নির্বিকারব্রহ্মোপরাগেণ লবনাকরনিপাতন্যায়েন ত্যক্ততত্তদ্বিকারাৎ) স্বানুভবাৎ (স্বকর্ম্মকাৎ অনুভবাৎ শুদ্ধত্বম্পদার্থস্য বোধাৎ) অরূপতঃ (রূপ্যতে ভাব্যতে ইতি রূপং বিষয়ঃ তদ্রহিতাৎ তদাকারতারহিতাৎ, বিষয়াকারতারাহিত্যেন, নীরূপতয়া বা) অনন্যবোধ্যাত্মতয়া (অনন্যবোধ্যঃ চিদাকারতাসাম্যেন শুদ্ধত্বম্পদার্থৈক্যবোধ্যঃ আত্মা স্বরূপং যস্য সঃ অনন্যবোধ্যাত্মা তস্য ভাবঃ অনন্যবোধ্যাত্মতা তয়া) বিবোদ্ধুং (বোধগোচরীভবিতুং বোধে প্রকাশিতুম্) অর্হতি (সমর্থঃ ভবতি)। ন চ অন্যথা (অন্যয়া বিধয়া) ॥ ৬ ॥

যদিও নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ভগবান্ তুমিই, এবং ব্রহ্মস্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপ এই উভয়স্বরূপেই তোমার দুর্জ্ঞেয়ত্ব তুল্যই, তথাপি হে ভূমন্, তোমার স্বরূপ ও গুণ অনন্ত বলিয়া, তোমার অগুণের মহিমা অর্থাৎ নির্বিশেষ বা অপ্রকাশিতগুণ ব্রহ্মস্বরূপ, শুদ্ধান্তঃকরণ জনগণের অমল অন্তঃকরণে বিকাররহিত শুদ্ধ-জীবাত্মজ্ঞানের অনন্যর বিষয়াকারতারাহিত্য হেতু (১) চিদাকারতাসাম্যে (২) শুদ্ধ-জীবাত্মবস্তৈক্যমাত্রবোধ্য (৩) স্বপ্রকাশস্বরূপে জ্ঞানে

প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপেই প্রকাশ পাইতে পারেন না ॥ ৬ ॥

(১) বিষয়াকারতারাহিত্যা হেতু—বিষয়াকারতার অভাব হেতু। (২) চিদাকারতাসাম্যে—জ্ঞানাকারতাসাদৃশ্যে। (৩) শুদ্ধ-জীবাত্মবৎস্বৈক্যমাত্র-বোধ্য—মায়াসম্বন্ধশূন্য জীবাত্মার সহিত কেবল একতা দ্বারা জ্ঞেয় ॥ ৬ ॥

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ৭ ॥

গুণাত্মনঃ (গুণাধিষ্ঠাতুঃ) অস্য (বিশ্বস্য) হিতাবতীর্ণস্য (হিতায় পালনায় অবতীর্ণস্য) অপি তে (তব) গুণান্ বিমাতুম্ (এতাবন্তঃ ইতি গণয়িতুম্ অপি) যৈঃ সুকল্পৈঃ (অতিনিপুণৈঃ জনৈঃ) কালেন (বহুজন্মনা) ভূপাংশবঃ (ভূপরমাণবঃ) খে (আকাশে) মিহিকাদ্যুভাসঃ (মিহিকাঃ হিমকণাঃ দ্যুভাসঃ দিবি নক্ষত্রাদিকিরণপরমাণবঃ) বা বিমিতাঃ (বিশেষেণ গণিতাঃ ভবেয়ুঃ তথাভূতাঃ অপি) কে (জনাঃ) ঈশিরে ॥ ৭ ॥

যে সকল অতিনিপুণ ব্যক্তি বহুজন্মে পার্থিব পরমাণুপুঞ্জ ও আকাশে হিমকণা সকল বা নক্ষত্রাদিকিরণপরমাণু সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গণনা করিতে পারেন, তাঁহারাও কি গুণাধিষ্ঠাতা ও এই বিশ্বের হিতার্থ অবতীর্ণ তোমার গুণগ্রামের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয়েন ? ॥ ৭ ॥

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্ নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৮ ॥

তৎ (তস্মাৎ) তে (তব) অনুকম্পাং (কৃপাং) সুসমীক্ষমাণঃ (প্রতীক্ষমাণঃ) আত্মকৃতং (স্বার্জ্জিতং) বিপাকং (কর্ম্মফলম্ অনাসক্তঃ সন্) ভুঞ্জানঃ হৃদ্বাগ্বপুর্ভিঃ তে (তুভ্যং) নমঃ বিদধৎ যঃ জীবেত সঃ মুক্তিপদে দায়ভাক্ (ভবতি) ॥ ৮ ॥

অতএব তোমার কৃপা প্রতীক্ষা করিয়া স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে তোমার চরণে প্রণত হইয়া যিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাগী হয়েন ॥ ৮ ॥

পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ ॥ ৯ ॥

(হে) ঈশ (স্বামিন্), মে (মম) অনার্য্যং (দৌর্জ্জন্যং) পশ্য। অনন্তে (বিনাশরহিতে) আদ্যে (সর্ব্বকারণভূতে) পরাত্মনি (সর্ব্বনিয়ন্তরি) মায়িমায়িনি (মায়িনাম্ অপি মায়িনি মোহজনকে) ত্বয়ি অপি হি মায়াং (স্বমায়াং) বিতত্য (প্রসার্য্য) আত্মবৈভবং (স্বপ্রভাবম্) ঈক্ষিতুং (দ্রষ্টুম্) ঐচ্ছম্ (অভিলষিতবান্)। (অহো এবং কর্ত্তুং ত্বয়ি অহম্) অগ্নৌ অর্চ্চিঃ (অগ্নেঃ উদ্ভূতা জ্বালা) ইব কিয়ান্ (ন কিঞ্চিৎ) ॥ ৯ ॥

হে স্বামিন্, আমার দৌর্জ্জন্য দর্শন কর। আপনি অনন্ত আদ্য সর্ব্বনিয়ন্তা এবং মায়াবীদিগেরও মোহজনক। আমি আপনাতে নিজমায়া বিস্তার পূর্ব্বক আত্মৈশ্বর্য্য নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম। অহো! ঐরূপ করিতে গিয়া আমি অগ্নিতে তদুত্থ জ্বালার ন্যায় কিছুই করিতে পারিলাম না ॥ ৯ ॥

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥ ১০ ॥

অতঃ (হে) অচ্যুত, রজোভুবঃ (রজোগুণাৎ উৎপন্নস্য) অজানতঃ (ত্বৎপ্রভাবম্ অবিদুষঃ) ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ (ত্বত্তঃ পৃথক্ অহম্ এব ঈশঃ ইতি অভিমানবতঃ) অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষঃ (অজা ত্বন্মায়া তস্যাঃ যঃ অবলেপঃ সম্বন্ধঃ তেন যৎ অন্ধং গাঢ়ং তমঃ অজ্ঞানং তেন অন্ধং চক্ষুঃ

বিবেকহেতুকান্তঃকরণং যস্য তস্য) মে (মম অপরাধম্, অন্যত্র প্রভুত্বেন বর্ত্তমানঃ অপি) ময়ি (নাথে সতি এব অয়ং) নাথবান্ (মদ্‌ভৃত্যঃ এব অতঃ) এষঃ অনুকম্প্যঃ (কৃপাযোগ্যঃ) ইতি (মত্বা) ক্ষমস্ব ॥ ১০ ॥

হে অচ্যুত, আমি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, তোমার প্রভাব বিষয়ে অজ্ঞ, তোমা হইতে পৃথক্ ঈশ্বর বলিয়া অভিমানকারী এবং মায়াসম্বন্ধবশতঃ অন্ধদৃষ্টি। আমি অন্যের প্রভু হইলেও তোমার ভৃত্য। অতএব আমাকে তোমার কৃপাপাত্র জানিয়া ক্ষমা কর ॥ ১০ ॥

কাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্‌বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ১১ ॥

তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ (তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ মহত্তত্ত্বম্ অহম্ অহঙ্কারঃ খম্ আকাশং চরঃ বায়ুঃ অগ্নিঃ তেজঃ জলম্ আপঃ ভূঃ পৃথিবী এতৈঃ প্রকৃত্যাদিপৃথিব্যন্তৈঃ সংবেষ্টিতঃ যঃ অণ্ডঘটঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপঃ ঘটঃ দেহঃ সঃ এব তস্মিন্ বা আত্মমানেন সপ্তবিতস্তিঃ কায়ঃ যস্য সঃ) অহং ক ঈদৃগ্‌বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য (ঈদৃগ্‌বিধানি এবংপ্রকারাণি যানি অগণিতানি অণ্ডানি তানি এব পরমাণবঃ তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানঃ গবাক্ষাঃ ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য) তে (তব) মহিত্বং চ ক ॥ ১১ ॥

প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী, এই সকল দ্বারা সংবেষ্টিত যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ, তাহাতে আত্ম-পরিমাণে সপ্তবিতস্তিপরিমিত আমি কোথায়? আর এই প্রকার অগণিত-ব্রহ্মাণ্ড-সমূহরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষসদৃশ-রোমবিবরবিশিষ্ট তোমার মহিমাই বা কোথায়? ॥ ১১ ॥

উৎক্ষেপণং গর্ব্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তি-নাস্তি-ব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥ ১২ ॥

(অপি চ হে) অধোক্ষজ, গর্ভগতস্য (শিশোঃ) পাদয়োঃ উৎক্ষেপণং মাতুঃ কিম্ আগসে (অপরাধায়) কল্পতে (ভবতি) ? অস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতম্ (অস্তি-নাস্তি-ব্যপদেশাভ্যাং ভূষিতম্ অভিহিতং বস্তু) তব কুক্ষেঃ অনন্তঃ (বহিঃ) কিয়ৎ (কিঞ্চিন্মাত্রম্) অপি কিম্ অস্তি ? ॥ ১২ ॥

হে অধোক্ষজ, গর্ভস্থ শিশু যে পাদক্ষেপ করে, তাহাতে কি জননীর প্রতি অপরাধ করা হয় ? ভাব ও অভাব শব্দ দ্বারা অভিহিত এরূপ কোন বস্তু আছে, যাহা আপনার কুক্ষির অন্তর্গত নয় ? ॥ ১২ ॥

জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা
কিং ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥ ১৩ ॥

জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে (জগত্রয়স্য অন্তে য উদধীনাং সংপ্লবঃ সংশ্লেষঃ তস্মিন্ উদে উদকে শয়ানস্য) নারায়ণস্য উদরনাভিনালাৎ (উদরে যা নাভিঃ ততঃ যৎ নালং কমলং তস্মাৎ) অজঃ (ব্রহ্মা) বিনির্গতঃ ইতি (যা) বাক্ (সা তু তাবৎ) মৃষা ন বৈ (এব ভবতি)। তু (হে) ঈশ্বর, ত্বৎ (ত্বত্তঃ অহং) কিং ন বিনির্গতঃ অস্মি (ভবামি) ? ॥ ১৩ ॥

ত্রিজগতের প্রলয়সময়ে সাগরসমূহের সম্মেলনে পরিবর্দ্ধিত জলের উপর শয়নকারী নারায়ণের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন, এই বাক্য মিথ্যা নহে। হে ঈশ্বর, আমি কি তোমা হইতে উৎপন্ন হই নাই ? ॥ ১৩ ॥

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মা অপি ত্বং নারায়ণঃ (নারঃ জীবসমূহঃ অয়নম্ আশ্রয়ঃ যস্য সঃ) ন হি। (হে) অধীশ, (অধীশঃ, প্রবর্ত্তকঃ ত্বং নারায়ণঃ নারস্য অয়নং

প্রবৃত্তিঃ যস্মাৎ সঃ। যদ্বা নারাণি চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি অয়তি প্রেরয়তি যঃ সঃ ন হি)। অখিললোকসাক্ষী (ত্বং নারায়ণঃ নারম্ অয়সে জানাসি যঃ সঃ। যদ্বা নারং জীবসমূহম্ অয়তে জানাতি সাক্ষাৎ পশ্যতি যঃ সঃ ন হি)। নরভূজলায়নাৎ (নরঃ পরমাত্মা তস্মাৎ উদ্ভূতাঃ যে অর্থাঃ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাৎ জাতং যৎ জলং তদয়নাৎ যঃ প্রসিদ্ধঃ) নারায়ণঃ (সঃ অপি তব এব) অঙ্গং (মূর্ত্তিঃ ন তু ত্বত্তঃ ভিন্নঃ)। তৎ চ (তথা পরিচ্ছিন্নত্বম্) অপি সত্যং (যথার্থং ন ভবতি কিন্তু) তব মায়া (লীলা) এব। (যদ্বা তৎ চ তব অঙ্গম্ সত্যম্ এব ন তু মায়া মায়িকম্ ইতি) ॥ ১৪ ॥

তুমি যখন সর্ব্বদেহীর আত্মা, তখন তুমি কি নারায়ণ নহ? নার শব্দের অর্থ জীবসমূহ। অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীবসমূহ যাঁহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ শব্দের বাচ্য। অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়াই তুমি নারায়ণ। তুমি অধীশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বপ্রবর্ত্তক বলিয়াও নারায়ণ। কারণ নারের অর্থাৎ জীবসমূহের বা তত্ত্বসমূহের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকেও নারায়ণ বলা যায়। তুমি সর্ব্বলোকসাক্ষী বলিয়াও নারায়ণ। কারণ, যিনি লোক সকলকে জানেন বা সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাকেও নারায়ণ বলা যায়। আবার নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে উৎপন্ন যে জল, এই দুইটি যাঁহার আশ্রয়, সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণও তোমারই মূর্ত্তিবিশেষ। তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নহেন। তবে সেই নারায়ণের যে তাদৃশ পরিচ্ছিন্নত্ব, তাহা সত্য নহে, পরন্তু তোমার লীলাই। অথবা নারায়ণরূপা তোমার সেই মূর্ত্তিও সত্যই, উহা মায়িক নহে ॥ ১৪ ॥

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব হি।
কিং বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নো সপদ্যেব পুন র্ব্যদর্শি ॥ ১৫ ॥

চেৎ (যদি) সজ্জগৎ (সৎ বিদ্যমানং জগৎ যস্মিন্ তৎ) তৎ তব বপুঃ (নারায়ণাদিরূপং) জলস্থং (পরিচ্ছিন্নম্ এব তর্হি হে) ভগবন্, মে (ময়া)

তদা (কমলনালমার্গেণ অন্তঃ প্রবিশ্য অন্বেষণসময়ে) এব কিং ন দৃষ্টং তদা (তপঃকরণানন্তরং) হৃদি (স্বহৃদয়ে) এব কিং বা মে (ময়া) সুদৃষ্টং (সম্যক্ দৃষ্টং) পুনঃ (চ) সপদি (তৎক্ষণম্) এব (তত্র অপি) নো ব্যদর্শি (ন এব দৃষ্টম্)। (যদ্বা তৎ তব সৎ পারমার্থিকসত্যাম্ এব বপুঃ জলস্থং চেৎ ততঃ এব জগৎ জগদাত্মকং চেৎ তদা কিং মে ময়া সমষ্টিজীবতয়া সর্ব্ব-জগদাত্মকেন অপি ন দৃষ্টং তথা কিং বা হৃদি মে ময়া সুদৃষ্টং সুষ্ঠু সচ্চিদানন্দ-ঘনত্বেন বা দৃষ্টং পুনঃ চ কিং বা বহির্বৃত্তৌ সত্যাং নো ব্যদর্শি ইতি)॥ ১৫॥

সর্ব্বজগদাধারভূতা তোমার সেই শ্রীনারায়ণমূর্ত্তি যদি জলস্থ অতএব পরিচ্ছিন্নই হয়, তবে হে ভগবন্, আমি তৎকালে কমল-নালপথে অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্বেষণ করিয়াও কেন তাহা দর্শন করিলাম না, এবং তদনন্তর তপস্যার পরই বা কেন সন্দর্শন করিলাম, আবার তৎক্ষণাৎ তাহা আমার দৃষ্টির বহির্ভূতই বা কেন হইল? অথবা তোমার সেই সত্যমূর্ত্তি যদি জলস্থ অতএব জগদাত্মক হয়, তবে সমষ্টিজীবরূপ অতএব সর্ব্বজগদাত্মক আমিও তাহা কেন দেখিলাম না, এবং পরে হৃদয়মধ্যেই বা কেন দর্শন করিলাম, আবার বাহ্যবৃত্তিতে পুনশ্চ তাহা অন্তর্হিতই বা কেন হইল?॥ ১৫॥

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে
হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্ফুটস্য।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা
মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে॥ ১৬॥

(হে) মায়াধমন (ভক্তজনমোহনিবারক), অত্র (অস্মিন্) এব অব-তারে অস্য বহিঃস্ফুটস্য (প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধস্য) কৃৎস্নস্য (অপি) প্রপঞ্চস্য অন্তর্জঠরে (নিজজঠরমধ্যে) জনন্যাঃ (যশোদায়াঃ প্রদর্শনেন) চ মায়াত্বং (স্বেচ্ছাধীনলীলামাত্রত্বম্) এব তে (ত্বয়া) প্রকটীকৃতং হি॥ ১৬॥

হে মায়ানিবারক, তুমি এই অবতারেই প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধ নিখিল বিশ্ব নিজজঠরমধ্যে মা যশোদাকে দেখাইয়া তোমার স্বেচ্ছাধীন-লীলামাত্রত্বই প্রকাশ করিয়াছ॥ ১৬॥

যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তৎ ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥ ১৭ ॥

ইহ (বহির্জগতি) ইদং সাত্মং (ত্বৎসহিতং) সর্ব্বং যথা ভাতি, তথা (এব) যস্য (তব) কুক্ষৌ (অপি) তৎ সর্ব্বং (ভাতি)। তৎ ইদং (ভানং) ত্বয়ি মায়য়া (ত্বদিচ্ছয়া) বিনা কিং (ঘটতে) ? ॥ ১৭ ॥

বহির্জগতে তোমার সহিত সমস্তই যেরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপে সেই সমস্তই তোমার জঠরমধ্যেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ প্রকাশ তোমার ইচ্ছা বিনা কি কখন ঘটিতে পারে ? ॥ ১৭ ॥

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

ত্বৎ (ত্বত্তঃ, ত্বাম্) ঋতে (বিনা) অস্য (বিশ্বস্য) মায়াত্বং (স্বেচ্ছাধীনত্বং) তে (ত্বয়া) অদ্য এব কিং মম ন আদর্শিতম্ (অপি তু প্রদর্শিতম্ এব। তথাহি) প্রথমং (যদা ময়া বৎসাদয়ঃ ন অপহৃতাঃ তদা ত্বম্) একঃ (শ্রীকৃষ্ণরূপঃ) অসি। ততঃ (বৎসবালাদিহরণানন্তরং) ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ (ব্রজসম্বন্ধিনঃ সুহৃদঃ বালাঃ বৎসাঃ) সমস্তাঃ (বেণুবিষাণাদয়ঃ চ সর্ব্বে) অপি (ত্বম্ এব অভূঃ। ততঃ) ময়া সাকং (সহ) অখিলৈঃ (তত্ত্বাদিভিঃ) উপাসিতাঃ (সেবিতাঃ) তাবন্তঃ (তাবৎসংখ্যকাঃ) চতুর্ভুজাঃ (অপি ত্বম্ অভূঃ। ততঃ চ) তাবন্তি এব জগন্তি (ব্রহ্মাণ্ডানি ত্বম্) অভূঃ। তৎ (তস্মাৎ) অমিতম্ (অপরিমিতং) ব্রহ্ম (পরিপূর্ণম্) অদ্বয়ম্ (এব ত্বৎস্বরূপং) শিষ্যতে (অবশিষ্যতে) ॥ ১৮ ॥

তোমা ভিন্ন এই বিশ্বের মায়াত্ব অর্থাৎ স্বেচ্ছাধীনত্ব কি তুমি অদ্যই আমাকেও দেখাও নাই ? তুমি উহা অদ্যই আমাকে দেখাইয়াছ। আমার বৎসাদিহরণের পূর্ব্বে তুমি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণরূপ ছিলে। বৎসাদিহরণের পর ব্রজের বৎস বৎসপাল ও উহাদিগের বেণু-বিষাণাদি সমস্তই তুমিই হইয়াছিলে। তদনন্তর আমার সহিত অখিল তত্ত্বাদি কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া তুমি তাবৎসংখ্যক চতুর্ভুজ রূপও

ধারণ করিয়াছিলে। পরিশেষে তুমিই তাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ হইয়াছিলে। অতএব ত্বৎস্বরূপ অপরিমিত অদ্বয় ব্রহ্মই অবশেষ-রূপে দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ১৮ ॥

অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম-
ন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান
ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ ॥ ১৯ ॥

(হে) ঈশ, ত্বৎপদবীং (ত্বৎস্বরূপম্) অজানতাং (জনানাং সম্বন্ধে) অনাত্মনি (প্রকৃতৌ স্থিতঃ) আত্মা (এব) ত্বম্ আত্মনা (স্বাতন্ত্র্যেণ) মায়াং বিতত্য জগতঃ সৃষ্টৌ অহং (ব্রহ্মা) ইব বিধানে (পালনে) এষঃ (বিষ্ণুঃ) ইব অন্তে (সংহারে) ত্রিনেত্রঃ (রুদ্রঃ) ইব ভাসি ॥ ১৯ ॥

হে ঈশ, তোমার স্বরূপ যাহারা জানে না, সেই সকল লোকের সম্বন্ধে প্রকৃতিস্থ আত্মস্বরূপ তুমি স্বতন্ত্রভাবে নিজ মায়া বিস্তার পূর্ব্বক জগতের সৃষ্টিবিষয়ে ব্রহ্মরূপী পালনবিষয়ে বিষ্ণুরূপী ও সংহারবিষয়ে রুদ্ররূপী গুণাবতারত্রয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাক ॥ ১৯ ॥

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় ॥ ২০ ॥

(হে) প্রভো (অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত), বিধাতঃ (অনন্তাবতারকর্ত্তঃ), অজনস্য (প্রাকৃতবৎ জন্মরহিতস্য) অপি তে (তব) সুরেষু ঋষিষু তথা তির্য্যক্ষু যাদঃসু অপি জন্ম অসতাং দুর্মদনিগ্রহায় সদনুগ্রহায় (চ ভবতি) ॥ ২০ ॥

হে প্রভো, বিধাতঃ, তুমি স্বরূপতঃ জন্মরহিত হইলেও তোমার দেবতা ঋষি পশু পক্ষী ও জলজন্তুর রূপে যে জন্ম দৃষ্ট হয়, তাহা অসাধুদিগের দর্পদমন ও সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারার্থই হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ২১ ॥

(হে) ভূমন্ (অপরিচ্ছিন্ন), ভগবন্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত), পরাত্মন্ (সর্ব্বান্তর্যামিন্), যোগেশ্বর (স্বাভাবিকযোগশক্ত্যা সর্ব্বকালব্যাপক), ভবতঃ ঊতীঃ (লীলাঃ) ক্ব কথং বা কদা কতি বা ইতি ত্রিলোক্যাং কঃ বেত্তি? অহো! যোগমায়াং (মহাস্বরূপশক্তিং) বিস্তারয়ন্ (ত্বং) ক্রীড়সি ॥ ২১ ॥

হে ভূমন্, ভগবন্, পরাত্মন্, যোগেশ্বর, আপনার লীলা সকল কোথায় কিরূপে কোন্ সময়ে বা কত প্রকার, ইহা এই ত্রিলোকমধ্যে কে জানে? অহো! আপনি যোগমায়া বিস্তার পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২১ ॥

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ অসৎস্বরূপম্ (অসৎ সার্ব্বকালিকসত্তারহিতং স্বরূপং যস্য তৎ) (স্বপ্নবৎ অল্পকালবর্ত্তি) অস্তধিষণম্ (অস্তা বিলুপ্তা ধিষণা জ্ঞানম্ অবিদ্যয়া যস্য তৎ) পুরুদুঃখদুঃখম্ ইদম্ অশেষং জগৎ নিত্যসুখবোধতনৌ (নিত্যসুখবোধময্যঃ তনবঃ যস্য তস্মিন্) অনন্তে ত্বয়ি এব (অধিষ্ঠানে) মায়াতঃ (কারণাৎ) উদ্যৎ (উদ্গচ্ছৎ) যৎ (অস্তং গচ্ছৎ) অপি সৎ (সার্ব্বকালিকম্) ইব অবভাতি ॥ ২২ ॥

অতএব অসৎস্বরূপ, স্বপ্নবৎ অল্পকালবর্ত্তি, অবিদ্যা দ্বারা বিলুপ্ত-প্রতিভাস, দুঃখবহুল এই নিখিল জগৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অনন্ত স্বরূপ অধিষ্ঠানে মায়া হইতে উত্থিত ও তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াও সৎস্বরূপে অবভাত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।

নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥ ২৩ ॥

পুরাণঃ পুরুষঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ অনন্তঃ আদ্যঃ নিত্যঃ অক্ষরঃ অজস্রসুখঃ নিরঞ্জনঃ পূর্ণঃ অদ্বয়ঃ উপাধিতঃ মুক্তঃ অমৃতঃ ত্বম্ একঃ (এব) আত্মা ॥ ২৩ ॥

পুরাতন পুরুষ সত্য স্বয়ংপ্রকাশ অনন্ত আদ্য নিত্য অক্ষর নিত্যানন্দ নিরঞ্জন পূর্ণ অদ্বিতীয় উপাধিরহিত মুক্ত অমৃতস্বরূপ তুমিই একমাত্র আত্মা ॥ ২৩ ॥

এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥ ২৪ ॥

এবম্বিধং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারকং) সকলাত্মনাম্ অপি স্বাত্মানং ত্বাং যে (জনাঃ) গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা (গুরুঃ এব অর্কঃ তস্মাৎ লব্ধা অধ্যয়নেন প্রাপ্তা যা উপনিষৎ সা এব সুচক্ষুঃ তেন, তদর্থাবগাহনোত্থেন জ্ঞানেন) আত্মাত্মতয়া (আত্মাদিতঃ সর্ব্বতঃ প্রেমাস্পদত্বেন) বিচক্ষতে (অনুভবন্তি) তে ভবানৃতাম্বুধিং (ভবঃ এব অনৃতাম্বুধিঃ তং) তরন্তি ইব ॥ ২৪ ॥

এইপ্রকার সকল আত্মারও আত্মা তোমাকে যে সকল লোক গুরুরূপ দিবাকর হইতে অধ্যয়ন দ্বারা প্রাপ্ত উপনিষৎস্বরূপ সুন্দর চক্ষু দ্বারা আত্মাদি সমস্ত পদার্থ হইতে প্রেমাস্পদরূপে অনুভব করেন, তাঁহারা সংসাররূপ অসত্য সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

আত্মানমেবাত্মতয়া বিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা ॥ ২৫ ॥

আত্মানং (শুদ্ধজীবম্) এব (ন তু ত্বাম্) আত্মতয়া (মূলস্বরূপত্বেন) বিজানতাং (জীবানাং) তেন (মূলেন ত্বদজ্ঞানেন) এব (হেতুনা লব্ধ-

ছিদ্রয়া মায়য়া) নিখিলং (দেহাদিকং) প্রপঞ্চিতং (শুদ্ধে জীবে অহং-মমতয়া অধ্যস্তং) জাতম্। জ্ঞানেন (মূলবদজ্ঞানচ্ছেদকেন ত্বজ্জ্ঞানেন এব) তৎ (অধ্যাসহেতুভূতম্ অজ্ঞানম্) অপি ভূয়ঃ (পুনঃ) চ রজ্জ্বাম্ অহেঃ ভোগভবাভবৌ যথা তথা প্রলীয়তে ॥ ২৫ ॥

যাহারা তোমাকে আত্মস্বরূপে না জানিয়া শুদ্ধ জীবকেই আত্ম-স্বরূপ বোধ করে, তাহাদিগেরই ঐ ত্বদ্বিষয়ক অজ্ঞানতা বশতঃ শুদ্ধ জীবে অহংমমতা দ্বারা নিখিল দেহাদি প্রপঞ্চের অধ্যাস হইয়া থাকে। অধ্যাসের হেতুভূত ঐ অজ্ঞান কিন্তু পুনশ্চ জ্ঞানোদয়ে রজ্জুতে সর্পের ভ্রমের ন্যায় বিলীন হইয়া যায় ॥ ২৫ ॥

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ (অজ্ঞানেন সংজ্ঞা যয়োঃ তৌ) ভববন্ধমোক্ষৌ (ভবঃ সংসারঃ তদ্রূপঃ বন্ধঃ চ তন্মোক্ষঃ চ তৌ) দ্বৌ নাম ঋতজ্ঞভাবাৎ (ঋতঃ চ অসৌ জ্ঞঃ চ ইতি ঋতজ্ঞঃ সঃ চ অসৌ ভাবঃ চ ইতি ঋতজ্ঞভাবঃ তস্মাৎ) অন্যৌ (যৌ) স্তঃ, (তৌ) অজস্রচিতি (ঋতজ্ঞস্বরূপে) কেবলে (দেহাদি-সঙ্গরহিতে) পরে (শুদ্ধে) আত্মনি (জীবে) বিচার্য্যমাণে (সতি) তরণৌ অহনী (রাত্র্যহনী) ইব ন (সম্ভবতঃ) ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞানসংজ্ঞক সংসারবন্ধন ও সংসারমোক্ষ, অব্যভিচারি জ্ঞানরূপ ভাব পদার্থ হইতে পৃথক্ এই যে দুইটি বস্তু, উহারা বিচারে সূর্য্যে দিন ও রাত্রির ন্যায় ঐ অব্যভিচারি জ্ঞানরূপ দেহাদিসঙ্গরহিত শুদ্ধ জীবাত্মাতে সম্ভব হয় না ॥ ২৬ ॥

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্বহির্ম্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥ ২৬ ॥

ত্বাং পরং (কেবলম্) আত্মানং (শুদ্ধজীবরূপং) মত্বা (ততঃ উৎকর্ষা-বাপ্তৌ) পরমাত্মানম্ এব (অন্তর্যামিমাত্রং) চ (মত্বা) আত্মা পুনঃ (ত্বত্তঃ

বহিঃ (এব) মৃগ্যঃ (অন্বেষণীয়ঃ যদি তর্হি) অহো অজ্ঞজনতাজ্ঞতা (অজ্ঞজনতায়াঃ অজ্ঞতা এব পরিশিষ্যতে)॥ ২৭॥

তোমাকে প্রথমে কেবল শুদ্ধ জীবরূপ জ্ঞান করিয়া পরে পরমাত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামিমাত্র জ্ঞান করিয়া যদি পুনর্ব্বার তোমার বাহিরে অর্থাৎ তোমা হইতে ভিন্নরূপে আত্মার অন্বেষণ করা হয়, তবে সেই অন্বেষণকারী অজ্ঞের সেই অন্বেষণ অজ্ঞতামাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে॥ ২৭॥

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ॥ ২৮॥

(হে) অনন্ত, (সর্ব্বব্যাপিন্), হি (যস্মাৎ) অন্তর্ভবে (ব্যষ্টিসমষ্টিরূপস্য ভবস্য জগতঃ অন্তঃ মধ্যে) সন্তঃ (বিবেকিনঃ) ভবন্তম্ এব অতত্ত্যজন্তঃ (ত্বদ্‌ব্যতিরিক্তম্ অন্যৎ অপরিতোষেণ ত্যজন্তঃ অপবদন্তঃ সন্তঃ) মৃগয়ন্তি হি। অন্তি (সমীপে) অসন্তম্ অপি অহিম্ অন্তরেণ (ন অয়ম্ অহিঃ ইতি তদপবাদং বিনা, তন্নিষেধং বিনা) সন্তং গুণং (রজ্জুং) সন্তঃ (সাধারণবিবেকিনঃ) কিমু যন্তি (জানন্তি)?॥ ২৮॥

হে অনন্ত, বিবেকী সকল এই সমষ্টিব্যষ্টিরূপ জগতের মধ্যে ত্বদ্‌-ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্ত বস্তুর নিষেধ পূর্ব্বক অধিষ্ঠানতত্ত্বস্বরূপ তোমার অন্বেষণ করিয়া থাকেন। সমীপে সর্প না থাকিলেও, 'ইহা সর্প নহে,' এই প্রকারে সর্পের নিষেধ ব্যতিরেকে, সাধারণ বিবেকী সকল কি বিদ্যমান রজ্জুকে বিদিত হইতে পারেন?॥ ২৮॥

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ২৯॥

(হে) দেব (সর্ব্বপ্রকাশক), অথাপি তে (তব) পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ এব হি (জনঃ) ভগবন্মহিম্নঃ (ভগবতঃ তব মহিম্নঃ) তত্ত্বং

জানাতি, অন্যঃ একঃ (কশ্চিৎ) অপি চিরং বিচিন্বন্ (বিচারয়ন্) অপি ন চ (জানাতি) ॥ ২৯ ॥

হে দেব, এইরূপে দেহাদি অসৎ বস্তুর নিষেধ পূর্ব্বক শুদ্ধ জীবাত্মার জ্ঞান হইলেও তোমার পাদপদ্মদ্বয়ের প্রসাদলেশ দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমার তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, অপর কেহই চিরকাল বিচার করিয়াও উহা বিদিত হইতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ৩০ ॥

তৎ (তস্মাৎ হে) নাথ, মে (মম) সঃ ভূরিভাগঃ (মহদ্ভাগ্যম্) অস্তু, যেন (ভাগ্যেন) অহম্ অত্র ভবে (ব্রহ্মজন্মনি) অন্যত্র তিরশ্চাম্ (অপি মধ্যে যৎ জন্ম তস্মিন্) তু বা ভবজ্জনানাং (ভবদীয়ানাং জনানাম্) একঃ (যঃ কশ্চিৎ) অপি ভূত্বা তব পাদপল্লবং নিষেবে (সেবেয়) ॥ ৩০ ॥

অতএব হে নাথ, আমার সেই মহৎ ভাগ্য হউক, যদ্দারা আমি এই ব্রহ্ম জন্মে অথবা অন্য কোন পশুপক্ষ্যাদি জন্মে ভবদীয় পুরুষদিগের মধ্যে যে কেহ হইয়া তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি ॥ ৩০ ॥

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ ॥ ৩১ ॥

অহো! ব্রজগোরমণ্যঃ (ব্রজস্থাঃ গাবঃ গোপ্যঃ চ) অতিধন্যাঃ। (হে) বিভো, যত্তৃপ্তয়ে (যস্য তব তৃপ্তয়ে) অদ্য অপি অথ (সর্ব্বে) অধ্বরাঃ (যজ্ঞাঃ) ন অলং (সমর্থাঃ, তেন) তে (ত্বয়া) বৎসতরাত্মজাত্মনা (বৎসানাম্ আত্মজানাং চ স্বরূপেণ) যাসাং স্তন্যামৃতম্ (অমৃতরূপং স্তন্যম্) অতীব মুদা (হর্ষেণ) পীতম্ ॥ ৩১ ॥

অহো! হে বিভো, যাঁহার তৃপ্তির নিমিত্ত অদ্যাপি যজ্ঞ সকল সমর্থ হইল না, সেই তুমি বৎসবর্গ ও বৎসপালবর্গস্বরূপে যাঁহাদিগের স্তন্য-রূপ অমৃত আনন্দ সহকারে পান করিতেছ, সেই ব্রজবাসী গো ও গোপী সকল অতিশয় ধন্য॥ ৩১॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩২॥

পরমানন্দং পূর্ণং সনাতনং ব্রহ্ম যন্মিত্রং (যেষাং মিত্রং তেষাং) নন্দগোপ-ব্রজৌকসাম্ অহো ভাগ্যম্! অহো ভাগ্যম্!॥ ৩২॥

পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম যাঁহাদিগের মিত্র, সেই গোপ-রাজ নন্দ ও অপরাপর ব্রজবাসীদিগের অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য! অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য!॥ ৩২॥

এষান্তু ভাগ্যমহিতাচ্যুত তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
সর্ব্বাদয়োঽঙ্‌ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে॥ ৩৩॥

(হে) অচ্যুত, এষাং তু ভাগ্যমহিতা (ভাগ্যস্য মহিতা মহত্ত্বং) তাবৎ আস্তাম্। সর্ব্বাদয়ঃ একাদশ (দেবাঃ) বয়ং বত ভূরিভাগাঃ হি (যতঃ) এতদ্ধৃষীকচষকৈঃ (এতেষাং হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণি এব চষকাণি পানপাত্রাণি তৈঃ) তে (তব) অঙ্‌ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবম্ (অঙ্‌ঘ্রী এব উদজে বারিজে তয়োঃ মধু মকরন্দঃ তৎ এব অমৃতং স্বাদু আসবং মাদকম্) অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) পিবামঃ॥ ৩৩॥

হে অচ্যুত, ইহাঁদিগের ভাগ্যমহিমার কথা দূরে থাকুক; শঙ্কর আমি ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা একাদশ দেবতা, আমরাও মহ-ভাগ্যবন্ত; কারণ, আমরা ইহাঁদিগের ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্র দ্বারা তোমার পাদপদ্মের মকরন্দরূপ সুস্বাদু মাদক পুনঃ পুনঃ পান করি-তেছি॥ ৩৩॥

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্‌গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ৩৪ ॥

ইহ (মনুষ্যলোকে তত্র অপি) অটব্যাং (তত্র অপি) গোকুলে যৎ কিম্ অপি জন্ম তৎ ভূরি ভাগ্যং, (যতঃ) অদ্য অপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যম্ এব সঃ ভগবান্ মুকুন্দঃ তু যজ্জীবিতং (যেষাং জীবিতং) তু নিখিলং (তেষাং মধ্যে) অপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকং (কতমস্য যস্য কস্য অপি অঙ্ঘ্রিরজসা অভিষেকঃ যস্মিন্ জন্মনি তৎ জন্ম) ॥ ৩৪ ॥

এই মনুষ্যলোকে তন্মধ্যে অরণ্যে তন্মধ্যে গোকুলে যে কোন জন্ম মহৎ ভাগ্য ; যেহেতু ঐ জন্মে, অদ্যাপি যাঁহার পদরজ শ্রুতিগণেরও অন্বেষণীয় সেই ভগবান্ মুকুন্দ যাঁহাদের নিখিল জীবন, সেই গোকুলবাসীদিগের পদধূলি দ্বারা অভিষেক লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে ॥ ৩৪ ॥

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ং মুহ্যতি।
সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥ ৩৫ ॥

(হে) দেব, সদ্বেশাৎ ইব (সতাং সদ্ভাবযুক্তানাং ব্রজবাসিবিশেষাণাং ধাত্রীজনানাং যঃ বেশঃ তদনুকরণমাত্রেণ পাপীয়সী) পূতনা অপি সকুলা (বকাঘাসুরসহিতা) ত্বাম্ এব আপিতা (প্রাপিতা), যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্ম তনয়প্রাণাশয়াঃ (যেষাং ধামাদয়ঃ) ত্বৎকৃতে (ত্বদর্থম্ এব, তেষাম্) এষাং ঘোষনিবাসিনাম্ (এভ্যঃ ব্রজবাসিজনেভ্যঃ) ভবান্ উত (অপি) দেব, বিশ্বফলাৎ (সর্ব্বফলাত্মকাৎ) ত্বৎ (ত্বত্তঃ অপিঃ) অপরম্ (অন্যৎ) কিং ফলং কুত্র অপি (দেশে কালে বা) রাতা (দাস্যতি) ইতি অয়ং (অস্মাকং, বুদ্ধ্যা বহুধা অন্বিষ্য অপি অপ্রাপ্নুবৎ) নঃ (অস্মাকং) চেতঃ মুহ্যতি ॥ ৩৫ ॥

হে দেব, সদ্ভাবযুক্তা ব্রজবাসিনী ধাত্রীজনের বেশানুকরণমাত্রে পাপীয়সী পূতনাও যখন কুলবৃন্দের সহিত তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে,

তখন যাঁহাদিগের গৃহ, অর্থ, সুহৃৎ, প্রাণ এবং আশয় পর্য্যন্ত তোমার জন্য, সেই ব্রজবাসীদিগকে আপনি সর্ব্বফলাত্মক আপনা হইতে অন্য কি ফল কবে কোথায় প্রদান করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া আমাদিগের চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে ॥ ৩৫ ॥

তাবদ্রাগাদয়স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥ ৩৬ ॥

(হে) কৃষ্ণ, জনাঃ যাবৎ (ত্বদীয়াঃ) ন (ভবন্তি), তাবৎ রাগাদয়ঃ স্তেনাঃ (চৌরাঃ ভবন্তি) তাবৎ গৃহং কারাগৃহং (বন্ধনাগারং ভবতি) তাবৎ মোহঃ (অপি) অঙ্ঘ্রিনিগড়ঃ (পাদশৃঙ্খলং ভবতি) ॥ ৩৬ ॥

হে কৃষ্ণ, লোক সকল যাবৎ তোমার ভক্ত না হয়, তাবৎ রাগাদি তস্কর, গৃহ কারাগৃহ ও মোহ পাদশৃঙ্খল হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং বিভো ॥ ৩৭ ॥

(হে) বিভো, (ত্বং) নিষ্প্রপঞ্চঃ (প্রপঞ্চাতীতঃ) অপি প্রপন্নজনতানন্দ-সন্দোহং (প্রপন্না যা জনতা জনসমূহঃ তস্যাঃ আনন্দানাং সন্দোহং) প্রথিতুং (প্রথয়িতুং) ভূতলে প্রপঞ্চং (প্রপঞ্চস্থপুত্রাদিভাবং) বিড়ম্বয়সি (অনুকরোষি) ॥ ৩৭ ॥

হে বিভো, তুমি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও ভক্তজনগণের আনন্দসমূহ বিস্তারার্থ ভূতলে প্রপঞ্চস্থ পুত্রাদিভাবের অনুকরণ করিতেছ ॥ ৩৭ ॥

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৩৮ ॥

(হে) প্রভো, জানন্তঃ এব জানন্তু ; বহূক্ত্যা কিম্? তব বৈভবং মে (মম) মনসঃ বপুষঃ বাচঃ (চ) ন গোচরঃ (বিষয়ঃ ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

হে প্রভো, অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই জানুন ; তোমার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের বিষয়ীভূত হয় না ॥ ৩৮ ॥

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতত্তবার্পিতম্ ॥ ৩৯ ॥

(হে) কৃষ্ণ, অনুজানীহি (অনুজ্ঞাপয়। যতঃ) ত্বং সর্ব্বদৃক্ (অতঃ) সর্ব্বং বেৎসি। ত্বম্ এব জগতাং নাথঃ। এতৎ জগৎ (শরীরং) চ তব (ত্বদীয়ম্ এব ত্বয়ি) অর্পিতম্ ॥ ৩৯ ॥

হে কৃষ্ণ, আমাকে অনুজ্ঞা করুন, আমি গমন করি। তুমি সর্ব্বদর্শী, সকলই জান। তুমিই জগতের নাথ। এই শরীর তোমারই, অতএব তোমাতেই অর্পণ করিলাম ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্
ক্ষ্মানির্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রু-
গাকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪০ ॥

(হে) শ্রীকৃষ্ণ, (হে) বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্, (হে) ক্ষ্মানির্জরদ্বিজ-পশূদধিবৃদ্ধিকারিন্, (হে) উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর, (হে) ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুক্, (হে) আর্কম্ (অর্কম্ অভিব্যাপ্য সর্ব্বেষাম্) অর্হন্ (পূজ্য) ভগবন্, আকল্পং (কল্পপর্য্যন্তং) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৪০ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি বৃষ্ণিকুলকমলের প্রীতিপ্রদ সূর্য্য, তুমি পৃথিবী দেবতা দ্বিজ ও পশুরূপ উদধির বৃদ্ধিকারী চন্দ্র, তুমি পাষণ্ডরূপ নৈশান্ধকারহারী, তুমি ক্ষিতিতলবর্ত্তিরাক্ষসকুলের সংহারকারী, তুমি সূর্য্যাদি পূজ্যগণেরও পূজনীয়, তোমাকে কল্পপর্য্যন্ত নমস্কার ॥ ৪০ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যভিষ্টূয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ।
নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৪১ ॥

শুকঃ উবাচ ;—ভূমানং (সর্ব্বথা এব অপরিচ্ছিন্নম্) ইতি (এবম্) অভি-ষ্টূয় (অভিষ্টুত্য, অভিতঃ স্তুত্বা) ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ নত্বা জগদ্ধাতা (ব্রহ্মা) অভীষ্টং স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৪১ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে স্তব ও তিন বার পরিক্রম করিয়া তদীয় চরণে প্রণতি পুরঃসর ব্রহ্মা অভীষ্ট নিজধামে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪১ ॥

ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্।
বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বকম্ ॥ ৪২ ॥

ততঃ (তদনন্তরং) ভগবান্ স্বভুবং (ব্রহ্মাণম্) অনুজ্ঞাপ্য (অনুজ্ঞাং প্রদাপ্য, পৃষ্ট্বা) প্রাগবস্থিতান্ (প্রাগ্‌বৎ এব অবস্থাচেষ্টাদিভিঃ অবস্থিতান্) বৎসান্ যথাপূর্ব্বসখং (পূর্ব্ববৎ অবস্থাচেষ্টাত্তনতিক্রমেণ বর্ত্তমানাঃ সখায়ঃ যস্মিন্ তৎ) স্বকং (নিজভোজনস্থানং) পুলিনম্ আনিন্যে ॥ ৪২ ॥

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে জানাইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থিত বৎস সকলকে সখাগণ পূর্ব্ববৎ যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই পুলিনে সেই নিজভোজনস্থানে আনয়ন করিলেন ॥ ৪২ ॥

একস্মিন্নপি যাতেঽব্দে প্রাণেশং চান্তরাত্মনঃ।
কৃষ্ণং মায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্দ্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ ॥ ৪৩ ॥

(হে) রাজন্, একস্মিন্ অব্দে জাতে অপি অর্ভকাঃ প্রাণেশং কৃষ্ণম্ অন্তরা (বিনা) চ (অপি) মায়াহতাঃ (মায়াবৃতাঃ সন্তঃ) ক্ষণার্দ্ধং (পলপঞ্চকং) মেনিরে ॥ ৪৩ ॥

হে রাজন্, একবৎসর অতীত হইলেও গোপবালক সকল প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিরহে মায়াবৃত হইয়া ক্ষণার্দ্ধ বোধ করিয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

কিং কিং ন বিস্ময়ন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ।
যন্মোহিতং জগৎ সর্ব্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকম্ ॥ ৪৪ ॥

যন্মোহিতং (যয়া মায়য়া মোহিতং) সর্ব্বং জগৎ অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) বিস্মৃতাত্মকং (বিস্মৃতঃ আত্মা এব যেন তৎ ভবতি তথা) মায়ামোহিতচেতসঃ ইহ কিং কিং ন বিস্মরন্তি ॥ ৪৪ ॥

যে মায়ায় মোহিত হইয়া সমস্ত জগৎ পুনঃ পুনঃ আত্মবিস্মৃত হয়, সেই মায়া দ্বারা মোহিতচিত্ত ব্যক্তিরা ইহসংসারে কি না বিস্মৃত হইয়া থাকেন ? ॥ ৪৪ ॥

ঊচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা।
নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥

(অতঃ) সুহৃদঃ কৃষ্ণম্ উচুঃ চ,—তে (ত্বয়া) অতিরংহসা (অতিবেগেন) স্বাগতং (সম্যক্ আগতম্)। একঃ অপি কবলঃ (ত্বাং বিনা অস্মাভিঃ) ন অভোজি (ভুক্তঃ)। ইতঃ এহি। সাধু ভুজ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥

অতএব গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,—তুমি অতিশয় দ্রুতবেগে আগমন করিয়াছ; তোমাকে রাখিয়া আমরা একটিমাত্রও গ্রাস ভোজন করি নাই; এখানে আইস; যথেষ্ট ভোজন কর ॥ ৪৫ ॥

ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ।
দর্শয়ংশ্চর্ম্মাজগরং ন্যবর্ত্তত বনাদ্‌ব্রজম্ ॥ ৪৬ ॥

ততঃ হৃষীকেশঃ হসন্ (সন্) অর্ভকৈঃ সহ অভ্যবহৃত্য (ভুক্ত্বা) আজগরং চর্ম্ম দর্শয়ন্ বনাৎ ব্রজং ন্যবর্ত্তত ॥ ৪৬ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে ভোজন করিয়া অজগরের চর্ম্ম প্রদর্শন পূর্ব্বক বন হইতে ব্রজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ
প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ।
বৎসান্ গৃণন্ননুগগীতপবিত্রকীর্ত্তি-
র্গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্ ॥ ৪৭ ॥

বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ অনুগগীত-পবিত্রকীর্ত্তিঃ গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বৎসান্ গৃণন্ (উপলালনৈঃ আহ্বয়ন্) গোষ্ঠং প্রবিবেশ ॥ ৪৭ ॥

ময়ূরপুচ্ছ পুষ্প ও বনজ ধাতু দ্বারা চিত্রিতাঙ্গ, বেণু দল ও শৃঙ্গের উদ্দাম ধ্বনি দ্বারা উৎসবান্বিত অনুগামী গোপবালকগণ কর্ত্তৃক গীতকীর্ত্তি এবং নিজ দর্শন দ্বারা গোপীদিগের নয়নানন্দবর্দ্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণ বৎস সকলকে আহ্বান করিতে করিতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসূনুনা।
হতোঽবিতা বয়ঞ্চাস্মাদিতি বালা ব্রজে জগুঃ ॥ ৪৮ ॥

অস্ত অনেন যশোদানন্দসূনুনা (শ্রীকৃষ্ণেন) মহাব্যালঃ হতঃ অস্মাৎ বয়ম্ অবিতাঃ চ ইতি বালাঃ ব্রজে জগুঃ ॥ ৪৮ ॥

অদ্য শ্রীকৃষ্ণ একটি প্রকাণ্ডকায় সর্প বিনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, এই কথা ব্রজবালকেরা গৃহে আসিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

রাজোবাচ।

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণ ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ।
যোঽভূতপূর্ব্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥

রাজা উবাচ ;—(হে) ব্রহ্মন্, স্বোদ্ভবেষু তোকেষু (স্বস্বপুত্রেষু) অপি যঃ (প্রেমা) অভূতপূর্ব্বঃ (ব্রহ্মমোহনাৎ পূর্ব্বং ন ভূতঃ) পরোদ্ভবে (পরপুত্রে) কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ (ইতি) কথ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥

রাজা বলিলেন ;—হে ব্রহ্মন্, নিজ নিজ পুত্রের প্রতিও যাদৃশ প্রেম ব্রহ্মমোহনের পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসীদিগের তাদৃশ প্রেম কেন হইল, তাহা বলুন ॥ ৪৯ ॥

শুক উবাচ।

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥ ৫০ ॥

শুকঃ উবাচ ;—(হে) নৃপ, সর্ব্বেষাম্ অপি ভূতানাং স্বাত্মা এব বল্লভঃ। ইতরে অপত্যবিত্তাদ্যাঃ তদ্বল্লভতয়া এব (বল্লভঃ ভবতি) ॥ ৫০ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—হে রাজন্, আত্মাই সকল ভূতের পরম প্রিয়। অপত্য ও বিত্ত প্রভৃতি অপর সমস্তই আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু ॥ ৫১ ॥

(হে) রাজেন্দ্র, তৎ (তস্মাৎ) দেহিনাং স্বস্বকাত্মনি যথা স্নেহঃ মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু তথা ন ॥ ৫১ ॥

অতএব হে রাজেন্দ্র, দেহিগণের অহন্তাস্পদ দেহে যেরূপ স্নেহ দেখা যায়, মমতাস্পদ পুত্র বিত্ত ও গৃহাদিতে সেরূপ স্নেহ দৃষ্ট হয় না॥ ৫১॥

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্॥ ৫২॥

(হে) রাজন্যসত্তম, দেহাত্মবাদিনাং (দেহঃ এব আত্মা ইতি বদিতুং শীলং যেষাং) পুংসাম্ অপি দেহঃ যথা প্রিয়তমঃ তং (দেহম্) অনু যে (ভবন্তি পুত্রাদয়ঃ) তে চ তথা ন (প্রিয়তমাঃ) হি॥ ৫২॥

হে ক্ষত্রিয়সত্তম, দেহাত্মবাদী পুরুষদিগেরও দেহ যেরূপ প্রিয়তম, তদনুবর্ত্তী পুত্রাদি তদ্রূপ প্রিয়তম হয় না॥ ৫২॥

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেৎ তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥ ৫৩॥

দেহঃ অপি মমতাভাক্ চেৎ তর্হি অসৌ ন আত্মবৎ প্রিয়ঃ, যৎ অস্মিন্ (দেহে) জীর্য্যতি অপি জীবিতাশা বলীয়সী॥ ৫৩॥

এইরূপে দেহ স্নেহাস্পদ হইলেও উহা আত্মার ন্যায় প্রিয় নহে, যেহেতু এই দেহ জীর্ণ হইলেও বলবতী জীবিতাশা দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫৩॥

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগচ্চৈতচ্চরাচরম্॥ ৫৪॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষাম্ অপি দেহিনাং স্বাত্মা প্রিয়তমঃ। এতৎ চরাচরং সকলং জগৎ চ তদর্থং (স্বাত্মার্থম্) এব (প্রিয়ম্)॥ ৫৪॥

অতএব সকল দেহীরই নিজ আত্মা প্রিয়তম, এবং এই চরাচর সমস্ত জগৎও স্বাত্মার নিমিত্তই প্রিয় হয়॥ ৫৪॥

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ৫৫॥

ত্বম্ এনং কৃষ্ণম্ অখিলাত্মনাম্ আত্মানম্ অবেহি। সঃ অপি জগদ্ধিতায় অত্র মায়য়া দেহী ইব আভাতি॥ ৫৫॥

তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে অখিল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিও। তিনিও জগতের হিতার্থ নিজ মায়ায় এই ভূমণ্ডলে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণঃ স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ ৫৬ ॥

বস্তুতঃ (তত্ত্বতঃ) কৃষ্ণম্ অত্র (জগতি) জানতাং (জনানাং) স্থাস্নু চরিষ্ণু চ ভগবদ্রূপং (নারায়ণাদ্যভিধং ভগবতঃ রূপং চ) অখিলম্ ইহ (কৃষ্ণে এব স্ফুরতি)। (যৎ তত্র ন অস্তি এতাদৃশম্) অন্যৎ কিঞ্চন বস্তু ন (অস্তি এব) ॥ ৫৬ ॥

বস্তুতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বিদিত আছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম এবং নারায়ণাদি অখিল শ্রীভগবানের রূপই এই শ্রীকৃষ্ণে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। যাহা তাঁহাতে নাই, এতাদৃশ অন্য কোন বস্তুই নাই ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্‌বস্তু রূপ্যতাম্ ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বেষাম্ অপি বস্তূনাং ভাবার্থঃ (ভাবরূপঃ যঃ অর্থঃ সত্তা সঃ) ভবতি (তৎসত্তাশ্রয়সত্তাবতি উপাদানাদৌ বস্তুনি কারণে) স্থিতঃ (স্যাৎ)। তস্য (সর্ব্বস্য অপি) ভগবান্ (তত্তৎসর্ব্বশক্তিবিশিষ্টঃ) কৃষ্ণঃ (একঃ তাদৃশঃ। অতঃ) কিম্ অতৎ (শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং) বস্তু রূপ্যতাম্ ॥ ৫৭ ॥

সকল বস্তুরই অস্তিত্ব উহার কারণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সেই সকল কারণের কারণ আবার একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত বস্তু কি আছে, তাহা নিরূপণ কর ॥ ৫৭ ॥

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্ ॥ ৫৮ ॥

যে (জনাঃ) পুণ্যযশোমুরারেঃ (পুণ্যং যশঃ যস্য সঃ পুণ্যযশাঃ সঃ চ অসৌ মুরারিঃ চ ইতি তস্য) মহৎপদং (মহতাং পদম্ আশ্রয়ং) পদপল্লবপ্লবং (পদপল্লবঃ এব প্লবঃ তং) সমাশ্রিতাঃ তেষাং ভবাম্বুধিঃ বৎসপদং (বৎস-পদমাত্রং ভবতি। কিঞ্চ) পরং পদং (শ্রীবৈকুণ্ঠাদি) পদং (স্থানং ভবতি), বিপদাং যৎ পদং (জগৎ তৎ তু) ন॥ ৫৮॥

যাঁহারা পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীভগবানের মহাত্মগণের আশ্রয়ভূত পাদ-পল্লবরূপ ভেলাকে আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে দুস্তর ভব-সাগরও বৎসপদের ন্যায় অতি তুচ্ছ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ পরমপদ শ্রীবৈকুণ্ঠাদিই তাঁহাদিগের আশ্রয়, বিপৎসঙ্কুল এই জগৎ তাঁহাদিগের আশ্রয় হয় না॥ ৫৮॥

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
যৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৫৯॥

কৌমারে যৎ হরিকৃতং (তৎ) পৌগণ্ডে (কথং) পরিকীর্ত্তিতম্ (ইতি) যৎ ইহ ত্বয়া অহং পৃষ্টঃ (তৎ) এতৎ সর্ব্বং তে (তুভ্যম্) আখ্যাতম্॥ ৫৯॥

যাহা কৌমারে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আচরিত হইয়াছিল, তাহা গোপ-বালকগণ কর্ত্তৃক পৌগণ্ডে কি প্রকারে পরিকীর্ত্তিত হয়, এই যে বিষয় তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় তোমাকে বলা হইল॥ ৫৯॥

এতৎ সুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুরারে-
রঘার্দ্দনং শাদ্বলজেমনঞ্চ।
ব্যক্তেতরং রূপমজোর্বভিষ্টবং
শৃন্বন্ গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্॥ ৬০॥

সুহৃদ্ভিঃ (সহ) মুরারেঃ চরিতম্ অঘার্দ্দনং শাদ্বলজেমনং (শাদ্বলে জেমনং ভোজনং) ব্যক্তেতরং (ব্যক্তাৎ ইতরৎ প্রপঞ্চাতীতং) রূপং (বৎসবৎসপালরূপম্) অজোর্বভিষ্টবম্ (অজস্য উরুঃ মহান্ অভি সর্ব্বতো-ভাবেন স্তবঃ তং) চ এতৎ (সর্ব্বং) শৃণ্বন্ গৃণন্ (চ সন্) নরঃ অখিলার্থান্ (সর্ব্বপুরুষার্থান্) এতি (প্রাপ্নোতি)॥ ৬০॥

সুহৃদ্‌বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই সকল আচরিত অর্থাৎ অঘাসুরবধ, বনভোজন, প্রপঞ্চাতীত বৎসবৎসপালরূপ ধারণ ও ব্রহ্মাকৃত সুমহান্ স্তব প্রভৃতি লীলা সকল শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্য সমস্ত পুরুষার্থই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈ র্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥ ৬১ ॥

ব্রজে (রামকৃষ্ণৌ) এবং নিলায়নৈঃ (নিলীয়স্থিতিতদন্বেষণাদ্যৈঃ) সেতুবন্ধৈঃ মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ কৌমারৈঃ বিহারৈঃ কৌমারং জহতুঃ (সংবৃতবন্তৌ) ॥ ৬১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজধামে অবস্থান পূর্ব্বক উক্ত প্রকারে লুকাচুরি, সেতুবন্ধ ও বানরের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ প্রভৃতি বালক্রীড়ায় কৌমারকাল অতিবাহিত করিলেন ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তবোনাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃ শ্রিতৌ ব্রজে
বভূবতুস্তৌ পশুপালসম্মতৌ।
গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈ-
র্বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ॥ ১॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—ততঃ (কৌমারাবস্থানন্তরং) চ (যদা) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) ব্রজে পৌগণ্ডবয়ঃ শ্রিতৌ (ঈষৎ বয়োবলাতিরেকম্ অনুকৃতবন্তৌ অতএব) পশুপালসম্মতৌ (পশূনাং গবাদীনাং পালনে চারণসংযোজনবন্ধনাদৌ নন্দাদীনাং সম্মতৌ) বভূবতুঃ (তদা) সখিভিঃ (বয়স্যৈঃ) সমং (সহ) গাঃ চারয়ন্তৌ (ব্রহ্মাদিবন্দ্যৈঃ) পদৈঃ (সর্ব্বতঃ প্রসর্পণেন) বৃন্দাবনম্ অতীব পুণ্যং (পবিত্রং, সুন্দরং) চক্রতুঃ॥ ১॥

শুকদেব কহিলেন;—তদনন্তর যখন কৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজে পৌগণ্ড বয়স প্রাপ্ত হইয়া পশুপালনকার্য্যে নন্দাদি গোপগণের অনুমোদিত হইলেন, তখন তাঁহারা বয়স্যবর্গের সহিত গোচারণ করিতে করিতে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বন্দনীয় চরণ প্রসর্পণ দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনকে অতীব পবিত্র করিতে লাগিলেন॥ ১॥

তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো
গোপৈ র্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ।
পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশদ্-
বিহর্ত্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্॥ ২॥

বিহর্ত্তুকামঃ বেণুম্ উদীরয়ন্ (উচ্চৈঃ বাদয়ন্) স্বযশঃ গৃণদ্ভিঃ (গায়দ্ভিঃ) গোপৈঃ বৃতঃ বলান্বিতঃ (বলেন চ অন্বিতঃ) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যং (তৃণজলচ্ছায়াদিবাহুল্যেন পশুভ্যঃ হিতং) কুসুমাকরং (কুসুমানাম্ আকরং) তং বনম্ (আবিশৎ)॥ ২॥

বিহারকামনায় বেণু বাদন করিতে করিতে স্বযশোগায়ক গোপগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গাভিগণকে অগ্রে লইয়া পশুকুলের হিতকর কুসুমাকর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃস্বচ্ছপয়ঃসরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে ॥ ৩ ॥

মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং (মঞ্জুঘোষাঃ মধুরনাদাঃ যে অলিমৃগদ্বিজাঃ ভ্রমরমৃগপক্ষিণঃ তৈঃ আকুলং ব্যাপ্তং) মহন্মনঃস্বচ্ছপয়ঃসরস্বতা (মহতাং মনসা তুল্যং স্বচ্ছং পয়ঃ যস্মিন্ তৎ সরঃ আশ্রয়ত্বেন বিদ্যতে যস্য তেন) শতপত্রগন্ধিনা বাতেন জুষ্টং তৎ (বনং) নিরীক্ষ্য ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রন্তুং মনঃ দধে ॥ ৩ ॥

সুমধুররবকারী ভ্রমর মৃগ ও পক্ষী-সকল দ্বারা পরিব্যাপ্ত, মহাত্মা-দিগের মানস-সদৃশ-স্বচ্ছসলিল-পরিপূর্ণ-সরোবর-সমন্বিত,শতদল-পরিমল-সম্পৃক্ত-সমীরণ-সেবিত বনভূমি সন্দর্শন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতে অভিলাষী হইলেন ॥ ৩ ॥

স তত্র তত্রারুণপল্লবশ্রিয়া
ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ।
স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্য বনস্পতীন্ মুদা।
স্ময়ন্নিবাহাগ্রজমাদিপূরুষঃ ॥ ৪ ॥

আদিপূরুষঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্র তত্র (বনে) অরুণপল্লবশ্রিয়া (সহ) ফলপ্রসূনোরুভরেণ (ফলানাং প্রসূনানাং চ উরুভরেণ) পাদয়োঃ স্পৃশ-চ্ছিখান্ (স্পৃশন্ত্যঃ শিখাঃ শাখাঃ যেষাং তান্) বনস্পতীন্ (বৃক্ষান্) বীক্ষ্য মুদা (হর্ষেণ) স্ময়ন্ (স্ময়মানঃ) ইব অগ্রজং (বলদেবম্) আহ ॥ ৪ ॥

আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সেই বনমধ্যে অরুণবর্ণ পল্লবের কান্তির সহিত ফল ও পুষ্প সকলের গুরুভারে অবনত শাখা দ্বারা চরণ-স্পর্শকারী বৃক্ষ সকল সন্দর্শন করিয়া আনন্দে হাস্য করিতে করিতে অগ্রজ বলদেবকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং
পাদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন-
স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎ কৃতম্ ॥ ৫ ॥

অহো দেববর, অমী (বৃক্ষাঃ) যৎ (যেন) তরুজন্ম কৃতং তমোঽপহত্যৈ (তস্য তমসঃ পাপস্য অজ্ঞানস্য বা অপহত্যৈ নাশায় যদ্বা যেন ঈশ্বরেণ সর্ব্বোপকারকং তরুজন্ম কৃতং তম্) অমরার্চ্চিতং তে (তব) পাদাম্বুজম্ আত্মনঃ শিখাভিঃ (শাখাভিঃ) সুমনঃফলার্হণং (পুষ্পফলাদিপূজোপকরণম্) উপাদায় (সমর্প্য) নমন্তি ॥ ৫ ॥

হে দেববর, এই সকল বৃক্ষ, যে পাপে ইহাদিগের তরুজন্ম হইয়াছে, সেই পাপের পরিহারার্থ, আপনাদিগের শাখাসমূহ দ্বারা পুষ্পফলাদি পূজোপহার লইয়া অমরার্চ্চিত তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছে ॥ ৫ ॥

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ৬ ॥

(হে) আদিপুরুষ, এতে অলিনঃ (ভ্রমরাঃ) অখিললোকতীর্থং (সর্ব্ব-জনশোধকং) তব যশঃ গায়ন্তঃ (সন্তঃ) অনুপথং (পথি পথি ত্বাং) ভজন্তে। (হে) অনঘ, অমী প্রায়ঃ ভবদীয়মুখ্যাঃ (ভবদীয়েষু ভবৎসেবকেষু মুখ্যাঃ) মুনিগণাঃ বনে গূঢ়ম্ অপি আত্মদৈবম্ (আত্মনঃ স্বস্য দৈবং দৈবতং ত্বাং) ন জহতি (ত্যজন্তি) ॥ ৬ ॥

হে আদিপুরুষ, এই ভ্রমর সকল তোমার অখিললোকপাবন যশ গান করিতে করিতে পথে পথে তোমার ভজন করিতেছে। হে অনঘ, ইহারা প্রায়ই তোমার সেবকপ্রধান মুনিগণ। ইহারা এই বৃন্দাবনে গূঢ়ভাবে বিচরণকারী নিজ অভীষ্টদেব তোমাকে ত্যাগ করিতেছে না ॥ ৬ ॥

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ ৭ ॥

(হে) ঈড্য (স্তুত্য), অমী শিখিনঃ (ময়ূরাঃ) মুদা নৃত্যন্তি। (নৃত্যেন এব) গৃহম্ আগতায় তে (তুভ্যং) প্রিয়ং কুর্ব্বন্তি। (তথা) হরিণ্যঃ (অপি) গোপ্যঃ ইব ঈক্ষণেন কোকিলগণাঃ চ সূক্তৈঃ (স্তোত্ররূপৈঃ মধুরশব্দৈঃ গৃহম্ আগতায় তুভ্যং প্রিয়ং কুর্ব্বন্তি। অতএব এতে) বনৌকসঃ ধন্যাঃ হি (যস্মাৎ স্ববশবর্ত্তিপদার্থস্য স্বগৃহম্ আগতায় মহতে নিবেদনাগ্রহরূপঃ) সতাং (সদাচারনিষ্ঠানাম্) ইয়ান্ নিসর্গঃ (স্বতঃসিদ্ধঃ স্বভাবঃ) ॥ ৭ ॥

হে স্তবনীয়, এই ময়ূর সকল আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ইহারা নৃত্য দ্বারাই গৃহাগত তোমার প্রিয়সাধন করিতেছে। এরূপ হরিণী সকলও গোপীগণের ন্যায় দৃষ্টি দ্বারা এবং কোকিলকুল মধুর শব্দ দ্বারা তোমার প্রিয়সাধন করিতেছে। অতএব এই বনবাসী সকল ধন্য; কারণ গৃহাগত ব্যক্তির উদ্দেশে স্বীয় বস্তু নিবেদনাগ্রহ সাধুগণের স্বভাব ॥ ৭ ॥

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥ ৮ ॥

অদ্য (তব পাদস্পর্শাৎ) ইয়ং ধরণী ধন্যা (তথা) ত্বৎপাদস্পৃশঃ (ত্বৎপাদৌ স্পৃশন্তি ইতি) তৃণবীরুধঃ করজাভিমৃষ্টাঃ (নখস্পৃষ্টাঃ) দ্রুমলতাঃ সদয়াবলোকৈঃ নদ্যঃ অদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ ভুজয়োঃ অন্তরেণ (কৃত্বা ভুজমধ্যে বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গনং প্রাপ্য) শ্রীঃ যৎস্পৃহা (লক্ষ্ম্যাঃ অপি যস্য আলিঙ্গনস্য স্পৃহা ভবতি তৎ আলিঙ্গনং লব্ধ্বা) গোপ্যঃ অপি ধন্যাঃ (চ) ॥ ৮ ॥

অদ্য তোমার পাদস্পর্শে এই ধরণী ও তৃণলতা সকল, তোমার নখস্পর্শে তরুলতাগণ, তোমার সকরুণ অবলোকনে নদী পর্ব্বত ও

মৃগপক্ষী সকল, এবং স্বয়ং লক্ষ্মীও যে ভুজদ্বয়মধ্যবর্ত্তী বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গন কামনা করেন, সেই আলিঙ্গন লাভ করিয়া, গোপী সকলও ধন্য হইলেন ॥ ৮ ॥

এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎ প্রীতঃ প্রীতমনাঃ পশূন্।
রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ ॥ ৯ ॥

এবং শ্রীমৎ (শোভাযুক্তং) বৃন্দাবনং (প্রতি) প্রীতঃ (সন্) প্রীতমনাঃ সানুগঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অদ্রেঃ (গোবর্দ্ধনস্য প্রান্তেষু) সরিদ্রোধঃসু (সরিত্তটেষু) পশূন্ সঞ্চারয়ন্ রেমে ॥ ৯ ॥

এইরূপে শোভসমন্বিত শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি প্রীতিযুক্ত প্রীতমনা শ্রীকৃষ্ণ অনুচরগণের সহিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের প্রান্তবর্ত্তী নদীতটে পশুচারণ করিতে করিতে ক্রীড়ারম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥

ক্বচিদ্‌গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষ্বনুব্রতৈঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ পথি সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥ ১০ ॥

ক্বচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ) পথি অনুব্রতৈঃ (তদেকপ্রীতিপরৈঃ গোপৈঃ) উপগীয়মানচরিতঃ (উপগীয়মানং চরিতং যস্য সঃ) সঙ্কর্ষণান্বিতঃ (সঙ্কর্ষণেন অন্বিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) মদান্ধালিষু (মধুপানমদেন অন্ধাঃ মত্তাঃ যে অলয়ঃ ভৃঙ্গাঃ তেষু) গায়ৎসু (সৎসু স্বয়ম্ অপি) গায়তি ॥ ১০ ॥

কোথাও পথমধ্যে নিজ চরিত্র গানকারী অনুচর গোপগণে পরিবৃত হইয়া বলদেবের সহিত মদমত্ত ভ্রমরনিকরের গানের অনুরূপ গান করেন ॥ ১০ ॥

অনুজল্পতি জল্পন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ সবল্গু কূজন্তমনুকূজতি কোকিলম্ ॥ ১১ ॥

ক্বচিৎ কলবাক্যৈঃ জল্পন্তং শুকম্ অনুজল্পতি ক্বচিৎ সবল্গু কূজন্তং কোকিলম্ অনুকূজতি (অনুকৃত্য স্বয়ং কূজতি) ॥ ১১ ॥

কোথাও মধুরাস্ফুট-বাক্যালাপী শুকের সহিত আলাপ করেন। কোথাও মনোহররবকারী কোকিলের অনুরূপ রব করেন ॥ ১১ ॥

ক্বচিচ্চ কলহংসানামনুকূজতি কূজিতম্।
অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্ ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

ক্বচিৎ কলহংসানাং কূজিতম্ অনুকূজতি। ক্বচিৎ (সখীন্) হাসয়ন্ নৃত্যন্তং বর্হিণম্ অভিনৃত্যতি (অভি সম্মুখং নৃত্যতি)॥ ১২॥

কোথাও কলহংসগণের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ ধ্বনি করেন। কোথাও নৃত্যকারী ময়ূরগণের সম্মুখে নৃত্য করিতে করিতে সখাগণকে হাসাইয়া থাকেন॥ ১২॥

মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভি দূ্রগান্ পশূন্।
ক্বচিদাহ্বয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া॥ ১৩॥

ক্বচিৎ গোগোপালমনোজ্ঞয়া (গবাং গোপালানাঞ্চ মনোজ্ঞয়া মনোহরয়া) মেঘগম্ভীরয়া (মেঘস্য ইব গম্ভীরয়া) বাচা নামভিঃ (সঙ্কেতনামভিঃ) দূরগান্ পশূন্ প্রীত্যা আহ্বয়তি॥ ১৩॥

কোথাও গো এবং গোপগণের মনোহর মেঘগম্ভীর স্বরে সাঙ্কেতিক নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রীতিসহকারে দূরবর্ত্তী পশুসকলকে আহ্বান করিয়া থাকেন॥ ১৩॥

চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্বভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ।
অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ॥ ১৪॥

(ক্বচিৎ) চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্বভারদ্বাজান্ বর্হিণঃ চ অনুরৌতি (তত্তজ্জাতিশব্দানাম্ অনুকরণং করোতি) স্ম। (কদাচিৎ চ) সত্ত্বানাং (প্রাণিনাং মধ্যে) ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ (শব্দেন) ভীতবৎ (ভবতি)॥ ১৪॥

কোথাও চকোর বক চক্রবাক ও ভারদ্বাজ প্রভৃতি পক্ষীসকল এবং ময়ূরসকলের শব্দানুকরণ করিয়া থাকেন। আবার কখন বা প্রাণীদিগের মধ্যে ব্যাঘ্র ও সিংহের শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়াতুরের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন॥ ১৪॥

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ॥ ১৫॥

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং (ক্রীড়য়া পরিশ্রান্তং) গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং (গোপোৎসঙ্গম্ উপবর্হণম্ উচ্ছীর্ষকং যস্য তম্) আর্যম্ (অগ্রজং সুপ্তং) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পাদসম্মর্দ্দনাদিভিঃ) স্বয়ং (শ্রীকৃষ্ণঃ) বিশ্রাময়তি (বিগতশ্রমং করোতি)॥ ১৫॥

কোথাও ক্রীড়াপরিশ্রান্ত ও গোপগণের ক্রোড়দেশে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়নকারী অগ্রজ বলদেবকে পাদসম্মর্দ্দনাদি দ্বারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করাইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

নৃত্যতো গায়তঃ ক্বাপি বল্গতো যুধ্যতো মিথঃ।
গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ ॥ ১৬ ॥

ক্ব অপি মিথঃ নৃত্যতঃ গায়তঃ বল্গতঃ (উৎপ্লুত্য উৎপ্লুত্য গতিবিশেষং কুর্ব্বতঃ) যুধ্যতঃ (চ) গোপালান্ গৃহীতহস্তৌ (রামকৃষ্ণৌ) হসন্তৌ (সন্তৌ) প্রশশংসতুঃ ॥ ১৬ ॥

কোথাও বা কৃষ্ণ ও বলরাম পরস্পর হস্তধারণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে পরস্পর নৃত্য-গীত-লম্ফ-ঝম্ফ-যুদ্ধকারী গোপালগণের প্রশংসা করিতে থাকেন ॥ ১৬ ॥

ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রিতঃ শেতেঃ গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ॥ ১৭ ॥

নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ (নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং তেন যঃ শ্রমঃ তেন কর্শিতঃ শ্রান্তঃ ইব) গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ (বৃক্ষচ্ছায়াশ্রিতঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু শেতে ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কোথাও বাহুযুদ্ধ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষছায়া আশ্রয় করিয়া পল্লবশয্যায় গোপবালকের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ১৮ ॥
অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ ॥ ১৯ ॥

(হে) মহারাজ, (তদা) হতপাপ্মানঃ (হতঃ নষ্টঃ পাপ্মা যেষাং তে) কেচিৎ (গোপালাঃ) ব্যজনৈঃ (পল্লবাদিনির্ম্মিতৈঃ) সমবীজয়ন্ (সম্যক্ মন্দমধুরচালনাদিমুদ্রয়া অবীজয়ন্)। স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ (স্নেহেন ক্লিন্না আর্দ্রা ধীঃ যেষাং তে) অন্যে (গোপালাঃ) তদনুরূপাণি (তস্য শয়নস্য অনুরূপাণি

যোগ্যানি) মহাত্মনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) মনোজ্ঞানি (সুখকরাণি গীতানি) শনৈঃ (যথা নিদ্রাভঙ্গঃ ন স্যাৎ তথা) গায়ন্তি স্ম ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

হে মহারাজ, তৎকালে নিষ্পাপ কোন কোন গোপবালক পল্লবাদি-নির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিয়া থাকেন। আবার স্নেহার্দ্র-চিত্ত অপর গোপবালক সকল মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শয়নকালোচিত মনোজ্ঞ গীত সকল ধীরে ধীরে গান করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া
গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্।
রেমে রমালালিতপাদপল্লবো
গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ ॥ ২০ ॥

নিগূঢ়াত্মগতিঃ (অপি) ঈশচেষ্টিতঃ রমালালিতপাদল্লবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং স্বমায়য়া চরিতৈঃ গোপাত্মজত্বং বিড়ম্বয়ন্ গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবৎ রেমে ॥ ২০ ॥

নিজগতি গোপন করিয়াও সময়ে সময়ে আত্মৈশর্য্যপ্রকাশকারী রমালালিত-পাদ-পল্লব শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে আত্মমায়াশ্রয়ে আচরণ দ্বারা গোপবালকভাবানুকরণ পূর্ব্বক গ্রাম্য সহচরবর্গের সহিত গ্রাম্য বালকবৎ ক্রীড়া করিতেন ॥ ২০ ॥

শ্রীদামা-নাম-গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্ ॥ ২১ ॥

রামকেশবয়োঃ সখা শ্রীদামা-নাম-গোপালঃ সুবলঃ স্তোককৃষ্ণাদ্যাঃ গোপাঃ (চ) প্রেম্ণা ইদম্ অব্রুবন্ ॥ ২১ ॥

একদা কৃষ্ণ ও বলরামের সখা শ্রীদাম নামক গোপবালক এবং সুবল ও স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি গোপবালকগণ প্রীতিহেতু এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসঙ্কুলম্ ॥ ২২ ॥

(হে) মহাসত্ত্ব রাম, রাম, (হে) দুষ্টনিবর্হণ (দুষ্টবিনাশন) কৃষ্ণ, ইতঃ (অস্মাৎ ক্রীড়াস্থানাৎ) অবিদূরে (সমীপে অনতিদূরে) তালালিসঙ্কুলং (তালানাম্ আলিভিঃ পঙ্ক্তিভিঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং) সুমহৎ বনম্ (অস্তি) ॥ ২২ ॥

হে মহাবীর্য্য রাম, হে দুষ্টবিনাশন শ্রীকৃষ্ণ, এই স্থান হইতে অনতিদূরে তালফলপরিব্যাপ্ত সুমহৎ তালবন আছে ॥ ২২ ॥

ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ।
সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা ॥ ২৩ ॥

তত্র ভূরীণি ফলানি পতিতানি সন্তি পতন্তি চ কিন্তু দুরাত্মনা ধেনুকেন অবরুদ্ধানি ॥ ২৩ ॥

সেই স্থানে ভূরি ভূরি তালফল পতিত হইতেছে ও পতিত রহিয়াছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর ঐ গুলিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ॥ ২৩ ॥

সোঽতিবীর্য্যোঽসুরো রাম হে কৃষ্ণ খররূপধৃক্।
আত্মতুল্যৈর্ব্বলৈরন্যৈর্জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ২৪ ॥

(হে) রাম, কৃষ্ণ, খররূপধৃক্ সঃ অসুরঃ অতিবীর্য্যঃ আত্মতুল্যৈঃ অন্যৈঃ (বহুভিঃ) জ্ঞাতিভিঃ বলৈঃ পরিবারিতঃ (বৃতঃ চ) ॥ ২৪ ॥

হে রাম, হে কৃষ্ণ, গর্দ্দভরূপধারী ঐ অসুর অতিশয় বলশালী এবং আত্মসদৃশ অপর বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবলে পরিবৃত ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ কৃতনরাহারাদ্ ভীতৈর্নৃভিরমিত্রহন্।
ন সেব্যতে পশুগণৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্বিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৫ ॥

(হে) অমিত্রহন্, কৃতনরাহারাৎ (কৃতাঃ নরাঃ এব আহারঃ যেন তস্মাৎ) তস্মাৎ (অসুরাৎ) ভীতৈঃ নৃভিঃ পশুগণৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈঃ (চ) বিবর্জ্জিতং (তৎ বনং) ন সেব্যতে ॥ ২৫ ॥

হে শত্রুঘাতিন্, নরভোজী সেই অসুর হইতে ভীত হইয়া মনুষ্য পশু ও পক্ষী সকল উক্ত বনে বাস পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ২৫ ॥

বিদ্যন্তেঽভুক্তপূর্ব্বাণি ফলানি সুরভীণি চ।
এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষূচীনোঽবগৃহ্যতে ॥ ২৬ ॥

(তত্র) অভুক্তপূর্ব্বাণি সুরভীণি (সুগন্ধীনি) চ ফলানি বিদ্যন্তে। বিষূচীনঃ (সর্ব্বতঃ প্রসৃতঃ) এষঃ (তেষাম্ এব) সুরভিঃ গন্ধঃ অবগৃহ্যতে ॥ ২৬ ॥

তথায় অভুক্তপূর্ব্ব প্রচুর সুগন্ধি ফল পড়িয়া রহিয়াছে। এই দেখ, চতুর্দ্দিকে প্রসৃত তালের সুরভি গন্ধ পাওয়া যাইতেছে ॥ ২৬ ॥

প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণ গন্ধলোভিতচেতসাম্।
বাঞ্ছাস্তি মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে ॥ ২৭ ॥

(হে) কৃষ্ণ, তানি (ফলানি) গন্ধলোভিতচেতসাং (গন্ধেন লোভিতানি চেতাংসি যেষাং তেষাং) নঃ (অস্মাকং) প্রযচ্ছ (দেহি)। (হে) রাম, মহতী বাঞ্ছা অস্তি, যদি রোচতে (তদা) গম্যতাম্ ॥ ২৭ ॥

হে কৃষ্ণ, আমরা গন্ধে লুব্ধচিত্ত হইয়াছি, অতএব আমাদিগকে ঐ ফল ভোজন করাও। হে রাম, অতিশয় বাসনা হইতেছে, যদি ইচ্ছা হয়, তবে চল ॥ ২৭ ॥

এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
প্রহস্য জগ্মতুর্গোপৈর্বৃতৌ তালবনং প্রভূ ॥ ২৮ ॥

এবং সুহৃদ্বচঃ (মিত্রাণাং গোপানাং বচঃ) শ্রুত্বা প্রহস্য সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া (সুহৃদাং তেষাং প্রিয়কাম্যয়া তৈঃ) গোপৈঃ বৃতৌ প্রভূ (রামকৃষ্ণৌ) তালবনং জগ্মতুঃ ॥ ২৮ ॥

এই প্রকার সখা গোপবালকদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম সুহৃদ্বর্গের প্রিয়কামনায় গোপগণে পরিবৃত হইয়া তালবনে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সংপরিকম্পয়ন্।
ফলানি পাতয়ামাস মত্তদ্বীপ ইবৌজসা ॥ ২৯ ॥

(তৎ বনং) প্রবিশ্য বলঃ (বলদেবঃ) মত্তদ্বীপঃ ইব ওজসা (তেজসা) বাহুভ্যাং তালান্ (তালবৃক্ষান্) সংপরিকম্পয়ন্ ফলানি পাতয়ামাস ॥ ২৯ ॥

পরে তালবনে প্রবেশ পূর্ব্বক বলরাম মদমত্ত গজরাজের ন্যায় সবলে বাহুদ্বয় দ্বারা তালবৃক্ষ সকল কম্পিত করিয়া ফল সকল পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ।
অভ্যধাবৎ ক্ষিতিতলং সনগং পরিকম্পয়ন্॥ ৩০॥

(তদা চ) অসুররাসভঃ (রাসভরূপী অসুরঃ ধেনুকঃ) পততাং ফলানাং শব্দং নিশম্য (শ্রুত্বা) সনগং (সবৃক্ষং সপর্ব্বতং বা) ক্ষিতিতলং পরিকম্পয়ন্ অভ্যধাবৎ॥ ৩০॥

তখন রাসভরূপী ধেনুকাসুর তালফলসমূহের পতনশব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক পর্ব্বতসহিত ক্ষিতিতল কম্পিত করিতে করিতে ধাবিত হইল॥ ৩০॥

সমেত্য তরসা প্রত্যগ্ দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বলং বলী।
নিহত্যোরসি কাশব্দং মুঞ্চন্ পর্য্যসরৎ খলঃ॥ ৩১॥

বলী খলঃ (চ সঃ অসুরঃ) সমেত্য (সমাগত্য) প্রত্যগ্দ্বাভ্যাং (পশ্চিমাভ্যাং দ্বাভ্যাং) পদ্ভ্যাং বলম্ উরসি নিহত্য কাশব্দং (গর্দ্দভজাতি-শব্দং কুৎসিতশব্দং বা) মুঞ্চন্ পর্য্যসরৎ (পরিতঃ অধাবৎ)॥ ৩১॥

বলী ও খল সেই অসুর নিকটে আসিয়া পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় দ্বারা বলদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল এবং কুৎসিত শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল॥ ৩১॥

পুনরাসাদ্য সংরব্ধ উপক্রোষ্টা পরাক্ স্থিতঃ।
চরণাবপরৌ রাজন্ বলায় প্রাক্ষিপদ্রুষা॥ ৩২॥

(হে) রাজন্, সংরব্ধঃ (সংক্রুদ্ধঃ) উপক্রোষ্টা (সমীপে কাশব্দং কুর্ব্বন্ গর্দ্দভরূপী অসুরঃ) পুনঃ আসাদ্য (সমীপম্ আগত্য) পরাক্ (পৃষ্ঠীকৃত্য) স্থিতঃ রুষা (ক্রোধেন) বলায় (বলং হন্তুম্) অপরৌ (পশ্চিমৌ) চরণৌ প্রাক্ষিপৎ॥ ৩২॥

হে রাজন্, অতিশয় ক্রোধান্বিত ও সমীপে কুৎসিতশব্দকারী ঐ অসুর পুনর্ব্বার আসিয়া পশ্চাদ্ভাগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং সক্রোধে বলদেবকে সংহার করিবার অভিলাষে পশ্চাদ্ভাগের পাদদ্বয় প্রক্ষেপ করিল॥ ৩২॥

স তং গৃহীত্বা পদয়োর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা।
চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্॥ ৩৩॥

সঃ (বলদেবঃ) তম্ (অসুরম্) একেন (এব) পাণিনা পদয়োঃ গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা (চ) ভ্রামণত্যক্তজীবিতং (ভ্রামণেন এব ত্যক্তং জীবিতং যেন তং) তৃণরাজাগ্রে (তালবৃক্ষমূলে) চিক্ষেপ ॥ ৩৩ ॥

বলদেব তাহাকে এক হস্ত দ্বারা দুইটি পাদ ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন এবং ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে তালবৃক্ষমূলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

তেনাহতো মহাতালো বেপমানো মহচ্ছিরাঃ।
পার্শ্বস্থং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ স চান্যং সোঽপি চাপরম্ ॥ ৩৪ ॥

তেন (রাসোৎসৃষ্টখরদেহেন) আহতঃ (অতএব) বেপমানঃ বৃহচ্ছিরাঃ (বিস্তৃতাগ্রিমভাগঃ) মহাতালঃ পার্শ্বস্থং (তালান্তরং) কম্পয়ন্ ভগ্নঃ (পতিতঃ)। সঃ চ (তেন কম্পিতঃ তালঃ অপি) অন্যং (পার্শ্বস্থং তালান্তরং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ)। সঃ অপি চ অপরং (তালং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ) ॥ ৩৪ ॥

বলদেব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত রাসভদেহের আঘাতে কম্পিত বিস্তৃতাগ্র মহান্ তালবৃক্ষ পার্শ্বস্থ তালবৃক্ষকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এইরূপে এক একটি তালবৃক্ষ পার্শ্বস্থ অপর তালবৃক্ষকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

বলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ।
তালাশ্চকম্পিরে সর্ব্বে মহাবাতেরিতা ইব ॥ ৩৫ ॥

বলস্য লীলয়া উৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ (উৎসৃষ্টেন প্রক্ষিপ্তেন খরদেহেন যঃ হতঃ তেন আহতাঃ) সর্ব্বে তালাঃ মহাবাতেরিতাঃ (মহাবাতেন ইরিতাঃ প্রেরিতাঃ) ইব চকম্পিরে ॥ ৩৫ ॥

বলদেবের লীলাসহকারে প্রক্ষিপ্ত রাসভদেহের আঘাতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত তালবৃক্ষই প্রবল বায়ুর আঘাতে যেরূপ কম্পিত হয়, সেই প্রকার কম্পিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৫ ॥

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৩৬ ॥

অঙ্গ (হে রাজন্), যস্মিন্ ইদং (বিশ্বং) তন্তুষু পটঃ যথা ওতং প্রোতং

(সংগ্রথিতং), অনন্তে জগদীশ্বরে (তস্মিন্) ভগবতি এতৎ (অসুরমারণ-বনপ্রকম্পনাদি) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং) ন (এব ভবতি) ॥ ৩৬ ॥

হে রাজন্, যাঁহাতে এই বিশ্ব, সূত্রে পটের ন্যায়, ওতপ্রোত রহিয়াছে, সেই অনন্ত জগদীশ্বর ভগবানে এই সকল কার্য্য বিচিত্র নহে ॥ ৩৬ ॥

ততঃ কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ জ্ঞাতয়ো ধেনুকস্য যে।
ক্রোষ্টারোঽভ্যদ্রবন্ সর্ব্বে সংরব্ধা হতবান্ধবাঃ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ (ধেনুকবধানন্তরং) হতবান্ধবাঃ (হতঃ বান্ধবঃ যেষাং তে) যে ধেনুকস্য জ্ঞাতয়ঃ ক্রোষ্টারঃ (গর্দ্দভাঃ) তে সর্ব্বে সংরব্ধাঃ (ক্রুদ্ধাঃ সন্তঃ) কৃষ্ণং চ রামং চ অভ্যদ্রবন্ ॥ ৩৭ ॥

তদনন্তর হতবান্ধব যে ধেনুকের জ্ঞাতি গর্দ্দভ সকল তাহারা সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৩৭ ॥

তাংস্তানাপততঃ কৃষ্ণো রামশ্চ নৃপ লীলয়া।
গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ প্রাহিণোৎ তৃণরাজসু ॥ ৩৮ ॥

(হে) নৃপ, আপততঃ (বেগাৎ আগচ্ছতঃ) গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ (গৃহীতৌ পশ্চাচ্চরণৌ যেষাং তথাভূতান্) তান্ তান্ (অসুরান্) কৃষ্ণঃ রামঃ চ তৃণরাজসু (তালমূলেষু) প্রাহিণোৎ (প্রাক্ষিপৎ) ॥ ৩৮ ॥

হে রাজন্, কৃষ্ণ ও বলরাম সেই সকল অসুরকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া পশ্চাদ্ভাগের পাদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক তালমূলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং দৈত্যদেহৈর্গতাসুভিঃ।
ররাজ ভূঃ সতালাগ্রৈর্ঘনৈরিব নভস্তলম্ ॥ ৩৯ ॥

ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং (ফলপ্রকরৈঃ ফলসমূহৈঃ সঙ্কীর্ণং ব্যাপ্তং) সতালাগ্রৈঃ (ভগ্নতালশাখাভিঃ সহিতৈঃ) গতাসুভিঃ (প্রাণরহিতৈঃ) দৈত্যদেহৈঃ (চ সঙ্কীর্ণং) ভূঃ (ভূতলং) ঘনৈঃ নভস্তলম্ ইব ররাজ ॥ ৩৯ ॥

ফলসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং ভগ্নতালশাখার সহিত প্রাণশূন্য দৈত্যদেহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত ভূমিতল মেঘমালামণ্ডিত নভস্তলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

তয়োস্তৎ সুমহৎ কৰ্ম্ম নিশম্য বিবুধাদয়ঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুঃ॥ ৪০॥

তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) তৎ (অন্যৈঃ দুষ্করং) সুমহৎ (ধেনুকবধরূপং) কৰ্ম্ম নিশম্য (দৃষ্ট্বা) বিবুধাদয়ঃ পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ বাদ্যানি চক্রুঃ তুষ্টুবুঃ (চ)॥ ৪০॥

রাম ও কৃষ্ণের সেই দুষ্কর মহৎ কৰ্ম্ম দর্শন করিয়া দেবগণ পুষ্পবর্ষণ বাদ্য ও স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৪০॥

অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ।
তৃণঞ্চ পশবশ্চেরুর্হতধেনুককাননে॥ ৪১॥

অথ হতধেনুককাননে (হতঃ ধেনুকঃ যস্মিন্ তস্মিন্ কাননে) গত-সাধ্বসাঃ (নির্ভয়াঃ) মনুষ্যাঃ তালফলানি আদন্ (অভক্ষয়ন্ তথা) পশবঃ (গোমহিষাদয়ঃ) তৃণং চেরুঃ॥ ৪১॥

অনন্তর ধেনুকাসুরকে নিহত দেখিয়া মানবগণ নির্ভয়ে সেই কাননে তালফল ভোজন করিতে লাগিলেন এবং গোমহিষাদি পশুগণ তৃণভোজন করিতে লাগিল॥ ৪১॥

কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীৰ্ত্তনঃ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্গোপৈঃ সাগ্রজো ব্রজমাবিশৎ॥ ৪২॥

সাগ্রজঃ অনুগৈঃ গোপৈঃ স্তূয়মানঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীৰ্ত্তনঃ কৃষ্ণঃ ব্রজম্ আবিশৎ॥ ৪২॥

অনুগামী গোপগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান কমললোচন পুণ্যশ্রবণ ও পুণ্যকীৰ্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সহিত ব্রজে প্রবেশ করি-লেন॥ ৪২॥

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ-
বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরুপগীতকীৰ্ত্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন সমেতাঃ॥ ৪৩॥

দিদৃক্ষিতদৃশঃ (দিদৃক্ষিতাঃ দর্শনোৎকণ্ঠাযুক্তাঃ দৃশঃ যাসাং তাঃ) সমেতাঃ (পরস্পরং মিলিতাঃ) গোপ্যঃ গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হবন্যপ্রসূন-রুচিরেক্ষণচারুহাসং (গোরজোভিঃ ছুরিতেষু ব্যাপ্তেষু কুন্তলেষু কেশেষু বদ্ধং বর্হং ময়ূরপিচ্ছং বন্যানি প্রসূনানি চ যস্য তথা রুচিরম্ ঈক্ষণং চারুঃ মনোহরঃ হাসঃ চ যস্য তং) বেণুং ক্বণন্তং (বাদয়ন্তম্) অনুগৈঃ (দেবাদিভিঃ) উপগীতকীর্ত্তিম্ (উপগীতা কীর্ত্তিঃ যস্য তং) তং (কৃষ্ণম্) অভ্যাগমন্ (অগ্রতঃ সম্মুখং জগ্মুঃ) ॥ ৪৩ ॥

দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিতদৃষ্টি পরস্পর মিলিত গোপীসকল, গাভিসমূহের খুরোদ্ধৃত ধূলি দ্বারা ধূষরিত এবং ময়ূরপুচ্ছ ও বন্যপুষ্প দ্বারা মণ্ডিত কেশদামে অলঙ্কৃত, মনোহর নয়ন ও রুচির হাস্যে সুলক্ষিত, বেণুবাদন-পরায়ণ, অনুচর গোপগণ কর্ত্তৃক গীতকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈ-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি।
তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্ ॥ ৪৪ ॥

(এবম্ অভ্যুপগতাঃ চ) ব্রজযোষিতঃ মুকুন্দমুখসারঘং (মুকুন্দস্য মুখম্ এব পদ্মং তদ্‌গতং সারঘং মধু) অক্ষিভৃঙ্গৈঃ (নেত্ররূপৈঃ ভ্রমরৈঃ) পীত্বা অহ্নি বিরহজম্ (অহ্নি যঃ তেন বিরহঃ তজ্জং) তাপং জহুঃ। (শ্রীকৃষ্ণঃ তু) সব্রীড়হাসবিনয়ং (সব্রীড়ং সহাসং সবিনয়ং চ যথা স্যাৎ তথা) যৎ অপাঙ্গমোক্ষং (কটাক্ষদর্শনং তাং) তৎসৎকৃতিং (তাভিঃ কৃতাং সৎকৃতিং সম্মানং) সমধিগম্য (প্রাপ্য, মত্বা) গোষ্ঠং বিবেশ ॥ ৪৪ ॥

এইরূপে সমাগত ব্রজাঙ্গনাগণ নেত্ররূপ ভ্রমর দ্বারা মুকুন্দের মুখপদ্মের মধু পান করিয়া দিবসে তদীয়বিরহজন্য যে তাপ তাহা দূর করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের সলজ্জ সহাস্য ও সবিনয় অপাঙ্গদর্শনরূপ সৎকার প্রাপ্ত হইয়া গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে।
যথাকালং যথাকামং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ ॥ ৪৫ ॥

পুত্রবৎসলে যশোদারোহিণ্যৌ তয়োঃ (বনাৎ আগতয়োঃ) পুত্রয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) যথাকামং (তদিচ্ছানুসারেণ) যথাকালম্ (ঋতুমাসপ্রভাতাদিকালানুসারেণ) পরমাশিষঃ (পরমাঃ উৎকৃষ্টাঃ আশিষঃ ভক্ষ্যপরিধেয়াদিবিষয়ান্) ব্যধত্তাং (সম্পাদিতবত্যৌ) ॥ ৪৫ ॥

পুত্রবৎসলা যশোদা ও রোহিণী অভিলাষ ও কালের অনুসারে পুত্রদ্বয়ের উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যপরিধেয়াদি আশিষ সম্পাদন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দ্দনাদিভিঃ।
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যস্রগ্গন্ধমণ্ডিতৌ ॥ ৪৬ ॥
জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ
সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে ॥ ৪৭ ॥

তত্র ব্রজে (নন্দভবনে) মজ্জনোন্মর্দ্দনাদিভিঃ গতাধ্বানশ্রমৌ (গতঃ আধ্বানঃ অধ্বসম্বন্ধী শ্রমঃ যয়োঃ তৌ) রুচিরাং নীবীং (বস্ত্রং) বসিত্বা দিব্যস্রগ্গন্ধমণ্ডিতৌ (দিব্যাভ্যাং স্রগ্গন্ধাভ্যাং মাল্যচন্দনাভ্যাং মণ্ডিতৌ অলঙ্কৃতৌ) জনন্যুপহৃতং (জননীভ্যাম্ উপহৃতম্ আনীতং স্বাদ্বন্নং) প্রাশ্য (ভুক্ত্বা তাভ্যাম্) উপলালিতৌ (রামকৃষ্ণৌ) বরশয্যায়াং সংবিশ্য সুখং (যথা স্যাৎ তথা) সুষুপতুঃ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

ব্রজে নন্দভবনে মজ্জন ও উন্মর্দ্দনাদি দ্বারা অপগতপথশ্রম কৃষ্ণ ও বলরাম মনোহর বসন পরিধান পূর্ব্বক দিব্য গন্ধ ও মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত এবং যশোদা ও রোহিণী কর্ত্তৃক প্রদত্ত সুস্বাদু অন্ন ভোজনে উপলালিত হইয়া উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়নানন্তর সুখে নিদ্রিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

এবং স ভগবান্ কৃষ্ণো বৃন্দাবনচরঃ ক্বচিৎ।
যযৌ রামমৃতে রাজন্ কালিন্দীং সখিভির্বৃতঃ ॥ ৪৮ ॥

(হে) রাজন্, এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) ক্বচিৎ (নিদাঘে) বৃন্দাবনচরঃ (সন্) রামম্ ঋতে (বিনা অন্যৈঃ চ) সখিভিঃ বৃতঃ সঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কালিন্দীং (যমুনাং) যযৌ ॥ ৪৮ ॥

হে রাজন্, এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে গোচারণ করিতে করিতে

একদা নিদাঘসময়ে বলরাম ব্যতীত অপরাপর সখাগণে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরে গমন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ।
দুষ্টং জলং পপু স্তস্যাস্তৃষার্ত্তা বিষদূষিতম্ ॥ ৪৯ ॥

অথ (শনৈঃ গচ্ছন্তং শ্রীকৃষ্ণং পরিত্যজ্য) নিদাঘাতপপীড়িতাঃ তৃষার্ত্তাঃ গোপাঃ চ গাবঃ চ বিষদূষিতং তস্যাঃ দুষ্টং জলং পপুঃ ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর নিদাঘাতপপীড়িত তৃষ্ণার্ত্ত গোপ ও গাভি সকল ঐ কালিন্দীর বিষদূষিত দুষ্ট জল পান করিল ॥ ৪৯ ॥

বিষাম্ভস্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ।
নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্ব্বে সলিলান্তে কুরূদ্বহ ॥ ৫০ ॥

(হে) কুরূদ্বহ, দৈবোপহতচেতসঃ (দৈবেন উপহতং মোহিতং চেতঃ যেষাং তে) সর্ব্বে তৎ বিষাম্ভঃ উপস্পৃশ্য ব্যসবঃ (প্রাণরহিতাঃ সন্তঃ) সলিলান্তে (সলিলস্য অন্তে তীরে) নিপেতুঃ ॥ ৫০ ॥

হে কৌরব, দৈবোপহতচিত্ত ঐ গোপ ও গাভি সকল সেই বিষদূষিত জল পান করিয়া গতাসু হইয়া যমুনাতীরে নিপতিত হইল ॥৫০॥

বীক্ষ্য তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ ॥ ৫১ ॥

যোগেশ্বরেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ স্বনাথান্ (সঃ এব নাথঃ রক্ষকঃ স্বামী যেষাং তান্) তান্ তথাভূতান্ (নির্গতপ্রাণত্বেন পতিতান্) বীক্ষ্য অমৃতবর্ষিণ্যা ঈক্ষয়া সমজীবয়ৎ বৈ ॥ ৫১ ॥

যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই স্বরক্ষণীয় গো ও গোপ সকলকে গতাসু অবস্থায় পতিত দর্শন করিয়া অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা সংজীবিত করিলেন ॥ ৫১ ॥

তে সংপ্রতীতস্মৃতয়ঃ সমুত্থায় জলান্তিকাৎ।
আসন্ সুবিস্মিতাঃ সর্ব্বে বীক্ষ্যমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ৫২ ॥

সংপ্রতীতস্মৃতয়ঃ তে সর্ব্বে জলান্তিকাৎ (জলসমীপাৎ) সমুত্থায় পরস্পরং বীক্ষ্যমাণাঃ সুবিস্মিতাঃ আসন্ ॥ ৫২ ॥

লব্ধস্মৃতি সেই গো ও গোপ সকল জলের সমীপ হইতে উত্থান পূর্ব্বক পরস্পরকে দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ৫২ ॥

অন্বমংসত তদ্রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম্ ।
পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥

(হে) রাজন্, বিষং পীত্বা পরেতস্য (মৃতস্য) আত্মনঃ (স্বদেহস্য) তৎ পুনঃ উত্থানং গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতং (গোবিন্দস্য অনুগ্রহেক্ষণকৃতম্) অন্বমংসত ॥ ৫৩ ॥

হে রাজন্, বিষপান করিয়া মৃত স্বদেহের সেই পুনরুত্থান শ্রীগোবিন্দের অনুগ্রহদৃষ্টি বলিয়া মনে করিলেন ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বৃন্দাবনক্রীড়ায়াং ধেনুক-বধোনাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ।
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ॥ ১॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—বিভুঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাং (যমুনাং) কৃষ্ণাহিনা (কালিয়েন) দূষিতাং বিলোক্য তস্যাঃ বিশুদ্ধিম্ অন্বিচ্ছন্ তং সর্পম্ উদবাসয়ৎ (ততঃ নিঃসারিতবান্)॥ ১॥

ষোড়শ অধ্যায়ে যমুনাহ্রদে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালিয়ের নিগ্রহ ও তৎপত্নীদিগের স্তবে তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বর্ণিত হইয়াছে॥

শুকদেব কহিলেন;—বিভু শ্রীকৃষ্ণ যমুনাকে কালিয় সর্পের বিষ দ্বারা দূষিত দর্শন করিয়া উহার বিশুদ্ধির অভিলাষে ঐ সর্পকে ঐ স্থান হইতে নিঃসারিত করিলেন॥ ১॥

কথমন্তর্জলেঽগাধে ন্যগৃহ্লাদ্ভগবানহিম্।
স বৈ বহুযুগাবাসং যথাসীদ্বিপ্র কথ্যতাম্॥ ২॥

রাজা উবাচ;—(হে) বিপ্র, ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অগাধে (গম্ভীরে) অন্তর্জলে (জলমধ্যে) কথং (কেন প্রকারেণ) অহিং (কালিয়ং) ন্যগৃহ্লাৎ (নিগৃহীতবান্, তথা) সঃ (কালিয়ঃ) বৈ (চ) বহুযুগাবাসং (বহূনি যুগানি বহুযুগপর্য্যন্তম্ আবাসঃ যথা স্যাৎ তথা তত্র) যথা (যেন প্রকারেণ) আসীৎ (তৎ) কথ্যতাম্॥ ২॥

রাজা বলিলেন;—হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগাধ জলমধ্যে কি প্রকারে কালিয় সর্পকে নিগ্রহ করিলেন, এবং ঐ কালিয়ই বা কি প্রকারে বহুযুগ ব্যাপিয়া ঐ স্থানে বাস করিয়াছিল, তাহা বলুন॥ ২॥

ব্রহ্মন্ ভগবতস্তস্য ভূম্নঃ স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ।
গোপালোদারচরিতং কস্তৃপ্যেতামৃতং জুষন্॥ ৩॥

(হে) ব্রহ্মন্, ভূম্নঃ (মহাপুরুষস্য) স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ (স্বেষাং ভক্তানাং ছন্দঃ ইচ্ছা তদনুবর্ত্তনশীলস্য) তস্য ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অমৃতম্ (অমৃত-সদৃশং) গোপালোদারচরিতং (গোপালরূপেণ যৎ উদারং সর্ব্বেষাং সর্ব্ব-পুরুষার্থপ্রাপকং চরিতং) জুষন্ (শ্রবণাদিনা সেবমানঃ) কঃ তৃপ্যেত ॥ ৩ ॥

হে ব্রহ্মন্, ভক্তেচ্ছানুবর্ত্তী মহাপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমৃত-তুল্য উদার গোপালচরিত শ্রবণাদি দ্বারা সেবা করিয়া কোন ব্যক্তি তৃপ্ত হয়েন ? ॥ ৩ ॥

শুক উবাচ।

কালিন্দ্যাং কালিয়স্যাসীদ্ধ্রদঃ কশ্চিদ্ বিষাগ্নিনা।
শ্রপ্যমাণপয়া যস্মিন্ পতন্ত্যুপরিগাঃ খগাঃ ॥ ৪ ॥

শুকঃ উবাচ;—কালিন্দ্যাং কালিয়স্য বিষাগ্নিনা শ্রপ্যমাণপয়াঃ (শ্রপ্য-মাণং পচ্যমানং পয়ঃ জলং যস্য সঃ) কশ্চিৎ হ্রদঃ (গর্ত্তবিশেষঃ) আসীৎ; (অতঃ) উপরিগাঃ (উপরি গচ্ছন্তঃ) খগাঃ (পক্ষিণঃ) যস্মিন্ পতন্তি ॥ ৪ ॥

শুকদেব কহিলেন;—যমুনামধ্যে কালিয় নাগের বিষাগ্নি দ্বারা পচ্যমান সলিলে পরিপূর্ণ একটি হ্রদ ছিল। উহা ঐরূপ থাকাতে উপর দিয়া গমনকারী পক্ষী সকল উহার জলে পতিত হইত ॥ ৪ ॥

বিপ্রুষ্মতা বিষোদোর্ম্মিমারুতেনাভিমর্ষিতাঃ।
ম্রিয়ন্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ ॥ ৫ ॥

যস্য বিপ্রুষ্মতা (অম্বুকণযুক্তেন) বিষোদোর্ম্মিমারুতেন (বিষোদকতরঙ্গ-স্পর্শিমারুতেন) অভিমর্ষিতাঃ (স্পৃষ্টাঃ) তীরগাঃ স্থিরজঙ্গমাঃ (স্থিরাঃ বৃক্ষাদয়ঃ জঙ্গমাঃ পশ্বাদয়ঃ চ) প্রাণিনঃ ম্রিয়ন্তে ॥ ৫ ॥

উহার তীরস্থ কি স্থাবর কি জঙ্গম প্রাণীমাত্রই জলকণাবাহী বিষোদকতরঙ্গস্পর্শী বায়ুর স্পর্শে প্রাণ পরিত্যাগ করিত ॥ ৫ ॥

তং চণ্ডবেগবিষবীর্য্যমবেক্ষ্য তেন
দুষ্টাং নদীঞ্চ খলসংযমনাবতারঃ।
কৃষ্ণঃ কদম্বমধিরুহ্য ততোঽতিতুঙ্গা-
দাস্ফোট্য গাঢ়রসনো ন্যপতদ্বিষোদে ॥ ৬ ॥

খলসংযমনাবতারঃ (খলানাং পরোদ্বেজকানাং যৎ সংযমনং নিগ্রহঃ তদর্থম্ অবতারঃ যস্য সঃ) কৃষ্ণঃ চণ্ডবেগবিষবীর্য্যং (চণ্ডঃ অপরিহার্য্যঃ বেগঃ যস্য তৎ বিষম্ এব বীর্য্যং বলং যস্য তথাভূতং) তং (কালিয়ং) তেন দুষ্টাং নদীং (যমুনাং) চ অবেক্ষ্য (ততঃ তন্নিঃসারণার্থং) গাঢ়-রসনঃ (গাঢ়া দৃঢ়ং বদ্ধা রসনা কটিবস্ত্রং যেন তাদৃশঃ সন্) কদম্বম্ অধিরুহ্য আস্ফোট্য (করতলেন বাহুম্ আহত্য চ) অতিতুঙ্গাৎ (অত্যুচ্চাৎ) ততঃ (কদম্বাৎ) বিষোদে (বিষযুক্তম্ উদং যস্মিন্ তস্মিন্ হ্রদে) ন্যপতৎ ॥৬॥

খলনিগ্রহাবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ডকোপযুক্ত বিষরূপবীর্য্যশালী কালিয় নাগ কর্ত্তৃক যমুনাকে দূষিত অবলোকন করিয়া তথা হইতে উহার নিঃসারণার্থ দৃঢ়রূপে কটিবস্ত্র বন্ধন পুরঃসর কদম্ববৃক্ষে আরোহণ ও বাহ্বাস্ফোটন করিয়া সেই অত্যুচ্চ কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিষোদকপূর্ণ হ্রদমধ্যে পতিত হইলেন ॥ ৬ ॥

সর্পহ্রদঃ পুরুষসারনিপাতবেগ-
সংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ।
পর্য্যক্প্লুতো বিষকষায়িতভীষণোর্ম্মি-
র্ধাবন্ ধনুঃশতমনন্তবলস্য কিং তৎ ॥ ৭ ॥

পুরুষসারনিপাতবেগসংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ (পুরুষসারস্য পুরুষোত্তমস্য নিপাতবেগেন নিপতনভরেণ সংক্ষোভিতানাম্ উরগাণাং বিষেণ যুক্তঃ উচ্ছ্বসিতঃ উচ্ছলিতঃ অম্বুরাশিঃ যস্য সঃ) বিষকষায়িতভীষণোর্ম্মিঃ (বিষেণ কষায়িতাঃ কষায়ীকৃতাঃ ভীষণাঃ ভয়ঙ্করাঃ উর্ম্ময়ঃ যস্য সঃ) সর্পহ্রদঃ ধাবন্ পর্য্যক্ (সর্ব্বতঃ) ধনুঃশতং প্লুতঃ (প্রসৃতঃ)। অনন্তবলস্য (অনন্তম্ অপরিমিতং বলং যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) তৎ কিম্ ॥ ৭ ॥

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পতনবেগে সংক্ষোভিত সর্পসমূহের বিষযুক্ত ও উচ্ছলিত সলিলপূর্ণ এবং বিষ দ্বারা কষায়ীকৃত ও ভয়ঙ্কর তরঙ্গ-সঙ্কুল কালিয়হ্রদ উথলিয়া চতুর্দ্দিকে চারিশত হস্ত পর্য্যন্ত প্লাবিত করিল। অপরিমিতবলশালী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য নহে ॥ ৭ ॥

তস্মিন্ হ্রদে বিহরতো ভুজদণ্ডঘূর্ণ-
বার্ঘোষমঙ্গ বরবারণবিক্রমস্য।

আশ্রুত্য তৎ স্বসদনাভিভবং নিরীক্ষ্য
চক্ষুশ্রবাঃ সমসরৎ তদমৃষ্যমাণঃ ॥ ৮ ॥

বরবারণবিক্রমস্য (বরবারণঃ গজশ্রেষ্ঠঃ তদ্বৎ বিক্রমঃ বিহারঃ যস্য তস্য) তস্মিন্ হ্রদে বিহরতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) ভুজদণ্ডঘূর্ণবার্ঘোষং (ভুজদণ্ডাভ্যাং হততয়া ঘূর্ণং যৎ বার্ জলং তস্য ঘোষং নাদম্) আশ্রুত্য তৎ (তস্মাৎ, এবং তদ্বিহারাৎ) স্বসদনাভিভবং (স্বসদনস্য অভিভবং চ) নিরীক্ষ্য তৎ (উভয়ম্) অমৃষ্যমাণঃ (অসহমানঃ) চক্ষুশ্রবাঃ (সর্পঃ) সমসরৎ (সমীপম্ আজগাম) ॥ ৮ ॥

গজশ্রেষ্ঠসদৃশবিক্রমশালী কালিয়হ্রদবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড দ্বারা আহত অতএব ঘূর্ণিত সলিলের শব্দ শ্রবণ ও তদীয় বিহার হইতে নিজ নিবাসের অভিভব দর্শন পূর্ব্বক তদুভয় সহ্য করিতে না পারিয়া কালিয় তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমন করিল ॥ ৮ ॥

তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং
শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যম্।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং
সংদশ্য মর্ম্মসু রুষা ভুজয়া চছাদ ॥ ৯ ॥

প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং (প্রেক্ষণীয়ঃ চ সুকুমারঃ চ ঘনবৎ অবদাতঃ স্বচ্ছশ্যামঃ চ তং) শ্রীবৎসপীতবসনং (শ্রীবৎসেন সহ পীতং বসনং যস্য তং) স্মিতসুন্দরাস্যং (স্মিতেন সুন্দরম্ আস্যং যস্য তম্) অপ্রতিভয়ং (নির্ভয়ং যথা স্যাৎ তথা) ক্রীড়ন্তং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং (কমলোদরবৎ রক্তৌ কোমলৌ অঙ্ঘ্রী যস্য তং শ্রীকৃষ্ণং) রুষা (ক্রোধেন) মর্ম্মসু (কুক্ষি-কণ্ঠাদ্যবয়বেষু) সংদশ্য ভুজয়া (ভোগেন, স্বদেহেন) চছাদ (অবেষ্টয়ৎ) ॥৯॥

এবং দর্শনীয়, সুকুমার, মেঘসদৃশস্বচ্ছশ্যাম, শ্রীবৎসচিহ্নিত, পীতাম্বর, হাস্য দ্বারা শোভিতানন, নির্ভয়চিত্তে ক্রীড়াপরায়ণ, কমলাভ্যন্তরসদৃশরক্তকোমলচরণ শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয় ক্রোধ সহকারে মর্ম্মস্থানসমূহে দংশন করিতে করিতে নিজ শরীর দ্বারা বেষ্টন করিল ॥ ৯ ॥

তন্নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্ট-
মালোক্য তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ।
কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা
দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ ॥ ১০ ॥

তং (শ্রীকৃষ্ণং) নাগভোগপরিবীতং (নাগভোগেন পরিবেষ্টিতম্ অতএব) অদৃষ্টচেষ্টম্ আলোক্য ভৃশার্ত্তাঃ (অতিপীড়িতাঃ) দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ঃ (দুঃখানন্তরং অপি শোকঃ চ ভয়ং চ তৈঃ মূঢ়া বিবেকরহিতা ধীঃ যেষাং তে) কৃষ্ণে অর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামাঃ (অর্পিতাঃ আত্মসুহৃদর্থকলত্রকামাঃ যৈঃ তে) পশুপাঃ (গোপাঃ) তৎপ্রিয়সখাঃ (সঃ এব প্রিয়ঃ যেষাং তে তৎপ্রিয়াঃ তে চ তে সখায়ঃ চেতি তথা তে) নিপেতুঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে সর্পশরীরপরিবেষ্টিত অতএব চেষ্টাশূন্য দর্শন করিয়া অতিশয়পীড়িত, দুঃখ শোক ও ভয় প্রযুক্ত হতবুদ্ধি, তাঁহাতেই আত্মা সুহৃৎ অর্থ কলত্র ও কাম অর্পণকারী, তদীয় প্রিয়সখা গোপবালক সকল মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

গাবো বৃষা বৎসতর্য্যঃ ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ।
কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদন্ত্য ইব তস্থিরে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণাঃ (দত্তদৃষ্টয়ঃ) সুদুঃখিতাঃ ভীতাঃ ক্রন্দমানাঃ গাবঃ বৃষাঃ বৎসতর্য্যঃ (চ) রুদন্ত্যঃ ইব তস্থিরে ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণে দত্তদৃষ্টি সুদুঃখিত ভীত ও রোদনপরায়ণ গো বৃষ ও বৎসতরী সকল রোদনপরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল ॥ ১১ ॥

অথ ব্রজে মহোৎপাতাস্ত্রিবিধা অতিদারুণাঃ।
উৎপেতু র্ভুবি দিব্যাত্মন্যাসন্নভয়শংসিনঃ ॥ ১২ ॥

অথ (অনন্তরং) হি (এব) ব্রজে অতিদারুণাঃ (অতিভয়ঙ্করাঃ) আসন্ন-ভয়শংসিনঃ (আসন্নং সমীপম্ আগতং ভয়ং শংসিতুং শীলং যেষাং তে) ভুবি (ভূকম্পাদয়ঃ) দিবি (উল্কাপাতাদয়ঃ) আত্মনি (বামনেত্রস্ফুরণাদয়ঃ চ ইত্যেবং) ত্রিবিধাঃ মহোৎপাতাঃ উৎপেতুঃ ((বভূবুঃ) ॥ ১২ ॥

অনন্তর ব্রজে অতিদারুণ আসন্নভয়সূচক পৃথিবীতে ভূমিকম্প প্রভৃতি আকাশে উল্কাপাত প্রভৃতি এবং নিজশরীরে বামনেত্রস্ফুরণ প্রভৃতি ত্রিবিধ উৎপাত সকল ঘটিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

তানালক্ষ্য ভয়োদ্বিগ্না গোপা নন্দপুরোগমাঃ।
বিনা রামেণ গাঃ কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা চারয়িতুং গতম্ ॥ ১৩ ॥

তান্ (উৎপাতান্) আলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) রামেণ বিনা কৃষ্ণং গাঃ চারয়িতুং (বনং) গতং জ্ঞাত্বা নন্দপুরোগমাঃ (নন্দাদয়ঃ) গোপাঃ ভয়োদ্বিগ্নাঃ (ভয়-ব্যাকুলাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৩ ॥

ঐ সকল উৎপাত অবলোকন করিয়া এবং বলরামকে সঙ্গে না লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোচরণার্থ বনে গমন করিয়াছেন জানিয়া নন্দাদি গোপগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ॥ ১৩ ॥

তৈ দুর্নিমিত্তৈর্নিধনং মত্বা প্রাপ্তমতদ্বিদঃ।
তৎপ্রাণাস্তন্মনস্কাস্তে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ ॥ ১৪ ॥

তৎপ্রাণাঃ (তদধীনঃ এব প্রাণঃ জীবনং যেষাং তে) তন্মনস্কাঃ (তস্মিন্নেব মনঃ যেষাং তে) অতদ্বিদঃ (ন তস্য পরমস্বরূপং বিদন্তি যে তে) তে (গোপাঃ) তৈঃ দুর্নিমিত্তৈঃ (উৎপাতৈঃ কৃষ্ণস্য) নিধনং (মরণং) প্রাপ্তং মত্বা দুঃখশোকভয়াতুরাঃ (দুঃখং তদ্বিয়োগজন্যসন্তাপঃ শোকঃ অনন্তরনির্বাহ-চিন্তা ভয়ং তদ্বিয়োগদুঃখেন মরণরূপং তৈঃ আতুরাঃ বিবশাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৪ ॥

তদধীনজীবিত তন্মনাঃ তৎপ্রভাবানভিজ্ঞ গোপ সকল উক্ত দুর্নিমিত্তসমূহ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণকে নিধন প্রাপ্ত মনে করিয়া দুঃখে শোকে ও ভয়ে বিবশ হইলেন ॥ ১৪ ॥

আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্ব্বে বৈ পশুবৃত্তয়ঃ।
নির্জগ্মুর্গোকুলাদ্দীনাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১৫ ॥

দীনাঃ পশুবৃত্তয়ঃ আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্ব্বে বৈ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ (সন্তঃ) গোকুলাৎ নির্জগ্মুঃ ॥ ১৫ ॥

কাতরভাবাপন্ন অতিশয়বৎসলস্বভাব আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনলালসায় গোকুল হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১৫ ॥

তাংস্তথা কাতরান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ।
প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ ॥ ১৬ ॥

তান্ (নন্দাদীন্ গোপান্) তথা কাতরান্ (ব্যাকুলান্) বীক্ষ্য মাধবঃ (মধুবংশপ্রভবঃ) ভগবান্ (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিমত্ত্বেন তেষাং প্রবোধে সমর্থঃ অপি) বলঃ প্রহস্য কিঞ্চিৎ ন উবাচ ; (যতঃ) সঃ (বলঃ) অনুজস্য (কৃষ্ণস্য) প্রভাবজ্ঞঃ ॥ ১৬ ॥

নন্দাদি গোপগণকে তাদৃশ ব্যাকুল দর্শন করিয়া মধুবংশজ ভগবান্ বলদেব ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিছুই বলিলেন না ; কারণ, তিনি স্বীয় অনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বিশেষ বিদিত ছিলেন ॥ ১৬ ॥

তেঽন্বেষমাণা দয়িতং কৃষ্ণং সূচিতয়া পদৈঃ।
ভগবল্লক্ষণৈর্জগ্মুঃ পদব্যা যমুনাতটম্ ॥ ১৭ ॥

ভগবল্লক্ষণৈঃ (ভগবন্তং লক্ষয়ন্তি জ্ঞাপয়ন্তি যানি বজ্রাঙ্কুশাদিযুক্তানি পদানি তৈঃ) পদৈঃ সূচিতয়া (জ্ঞাপিতয়া) পদব্যা (মার্গেণ) দয়িতং (প্রিয়ং) কৃষ্ণম্ অন্বেষমাণাঃ (মৃগয়ন্তঃ) তে (নন্দাদয়ঃ গোপাঃ) যমুনা-তটং জগ্মুঃ ॥ ১৭ ॥

বজ্রাঙ্কুশাদিভগবল্লক্ষণাঙ্কিত পদ দ্বারা অন্বেষণ করিতে করিতে সেই নন্দাদি গোপ সকল যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

তে তত্র তত্রাব্জযবাঙ্কুশাশনি-
ধ্বজোপপন্নানি পদানি বিশ্পতেঃ।
মার্গে গবামন্যপদান্তরান্তরে
নিরীক্ষ্যমাণা যযুরঙ্গ সত্বরাঃ ॥ ১৮ ॥

অঙ্গ (হে রাজন্), তে (গোপাঃ) গবাং মার্গে তত্র তত্র অন্যপদান্তরান্তরে (অন্যেষাং গোপাদীনাং পদানাম্ অন্তরান্তরে মধ্যে মধ্যে) অব্জযবাঙ্কুশাশনি-ধ্বজোপপন্নানি (অব্জাদিযুক্তানি) বিশ্পতেঃ (বৈশ্যাধিপস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) পদানি নিরীক্ষমাণাঃ সত্বরাঃ (ত্বরয়া শৈঘ্র্যেণ যুক্তাঃ) যযুঃ ॥ ১৮ ॥

হে রাজন্, গোপগণ গোচারণপথে অপরাপর লোক সকলের পদচিহ্নের মধ্যে মধ্যে পদ্ম যব অঙ্কুশ বজ্র ও ধ্বজ এই সকল চিহ্নযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সত্বর গমন করিলেন। ১৮ ॥

অন্তর্হ্রদে ভুজগভোগপরীতমারাৎ
কৃষ্ণং নিরীহমুপলভ্য জলাশয়ান্তে।
গোপাংশ্চ মূঢ়ধিষণান্ পরিতঃ পশূংশ্চ
সংক্রন্দতঃ পরমকশ্মলমাপুরার্ত্তাঃ ॥ ১৯ ॥

(গত্বা চ) আরাৎ (দূরাৎ এব) অন্তর্হ্রদে (হ্রদমধ্যে) ভুজগভোগপরীতম্ (ভুজগস্য সর্পস্য ভোগেন দেহেন পরীতং পরিবেষ্টিতং) নিরীহং (নিশ্চেষ্টং) কৃষ্ণং জলাশয়ান্তে (জলাশয়স্য অন্তে তীরে) মূঢ়ধিষণান্ (মূর্চ্ছয়া পতিতান্) গোপান্ চ পরিতঃ সংক্রন্দতঃ (আর্ত্তনাদং প্রকুর্ব্বতঃ) পশূন্ (গবাদীন্) চ উপলভ্য (নিরীক্ষ্য) আর্ত্তাঃ (অতিপীড়িতাঃ সন্তঃ) পরমকশ্মলং (মূর্চ্ছাম্) আপুঃ ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিয়দ্দূর গমনানন্তর দূর হইতেই কালিয়হ্রদমধ্যে ভুজগভোগপরিবেষ্টিত নিশ্চেষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে এবং যমুনাতটে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পতিত গোপবালকদিগকে ও চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদকারী গোমহিষাদি পশু সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় পীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ১৯ ॥

গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে
তৎসৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ
শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্ ॥ ২০ ॥

অনন্তে ভগবতি অনুরক্তমনসঃ গোপ্যঃ প্রিয়তমে (শ্রীকৃষ্ণে) অহিনা গ্রস্তে (সতি) ভৃশদুঃখতপ্তাঃ (অত্যন্তদুঃখেন সন্তপ্তাঃ) তৎসৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ (তস্য সৌহৃদং প্রেম স্মিতং বিলোকং গিরঃ প্রিয়বচনানি চ) স্মরন্ত্যঃ (সত্যঃ) প্রিয়ব্যতিহৃতং (প্রিয়েণ কৃষ্ণেন ব্যতিহৃতং বিরহিতং) ত্রিলোকং (ত্রৈলোক্যং) শূন্যং দদৃশুঃ ॥ ২০ ॥

অনন্ত ভগবানে অনুরক্তমানসা গোপী সকল প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সর্পগ্রস্ত হইলে অত্যন্ত দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া তদীয় সৌহৃদ প্রেম হাস্য দৃষ্টি ও প্রিয়বাক্য সকল স্মরণ করিতে করিতে প্রিয়বিরহিত ত্রৈলোক্য শূন্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

তাঃ কৃষ্ণমাতরমপত্যমনুপ্রতপ্তাং
তুল্যব্যথাঃ সমনুগৃহ্য শুচঃ স্রবন্ত্যঃ।
তাস্তা ব্রজপ্রিয়কথাঃ কথয়ন্ত্য আসন্
কৃষ্ণাননেঽর্পিতদৃশো মৃতকপ্রতীকাঃ ॥ ২১ ॥

অপত্যং (শ্রীকৃষ্ণম্) অনুপ্রতপ্তাম্ (অনুলক্ষীকৃত্য প্রতপ্তাং) কৃষ্ণমাতরং সমনুগৃহ্য (হস্তেন ধৃত্বা) তুল্যব্যথাঃ (তুল্যা ব্যথা যাসাং তাঃ) শুচঃ (অশ্রূণি) স্রবন্ত্যঃ (উদ্গিরন্তঃ) তাঃ তাঃ ব্রজপ্রিয়কথাঃ (ব্রজপ্রিয়স্য কৃষ্ণস্য কথাঃ) কথয়ন্ত্যঃ কৃষ্ণাননে অর্পিতদৃশঃ তাঃ (গোপ্যঃ) মৃতকপ্রতীকাঃ (শবতুল্যাঃ) আসন্ ॥ ২১ ॥

পরে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুতপ্ত কৃষ্ণমাতা যশোদার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তত্তুল্য ব্যথা প্রকাশ অশ্রুমোচন ও ব্রজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ লীলাকথা সকল ব্যক্ত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের আননে দত্তদৃষ্টি হইয়া মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণপ্রাণান্ নির্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্।
প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণানুভাববিৎ সঃ ভগবান্ রামঃ তং হ্রদং নিবিশতঃ কৃষ্ণপ্রাণান্ নন্দাদীন্ বীক্ষ্য প্রত্যষেধৎ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণানুভাবজ্ঞ ভগবান্ বলরাম কৃষ্ণপ্রাণ নন্দাদি গোপ সকলকে কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন ॥ ২২ ॥

ইত্থং স্বগোকুলমনন্যগতিং নিরীক্ষ্য
সস্ত্রীকুমারমতিদুঃখিতমাত্মহেতোঃ।
আজ্ঞায় মর্ত্ত্যপদবীমনুবর্ত্তমানঃ
স্থিত্বা মুহূর্ত্তমুদতিষ্ঠদুরঙ্গবন্ধাৎ ॥ ২৩ ॥

মর্ত্ত্যপদবীম্ অনুবর্ত্তমানঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) মুহূর্ত্তং স্থিত্বা অনন্যগতিং (ন বিদ্যতে অন্যা গতিঃ রক্ষকঃ যস্য তম্ আত্মানম্) ইত্থং নিরীক্ষ্য আত্মহেতোঃ স্ববিয়োগাৎ) সস্ত্রীকুমারং (স্ত্রীভিঃ কুমারৈঃ চ সহিতং) স্বগোকুলম্ অতি-

দুঃখিতম্ আজ্ঞায় উরঙ্গবন্ধাৎ (কালিয়কৃতপরিবেষ্টনরূপাৎ) উদতিষ্ঠৎ (নিঃসরণার্থং স্বদেহং প্রথিতবান্)॥ ২৩॥

মনুষ্যধর্ম্মানুবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্ত্তকাল অবস্থান পূর্ব্বক অনন্যগতি আপনাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া স্ববিয়োগ হেতু স্ত্রী ও বালক সকলের সহিত নিজ গোকুলকে অতিশয় দুঃখিত জানিয়া কালিয়কৃত পরিবেষ্টন হইতে নিঃসরণার্থ নিজ দেহ বর্দ্ধিত করিলেন॥ ২৩॥

তৎপ্রথ্যমানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগ-
স্ত্যক্ত্বোন্নময্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গঃ।
তস্থৌ শ্বসন্ শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষ-
স্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখো হরিমীক্ষমাণঃ॥ ২৪॥

তৎপ্রথ্যমানবপুষা (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথ্যমানেন সংবর্দ্ধ্যমানেন বপুষা) ব্যথিতাত্মভোগঃ (ব্যথিতঃ আত্মনঃ স্বস্য ভোগঃ দেহঃ যস্য সঃ তং) ত্যক্ত্বা কুপিতঃ স্বফণান্ উন্নময্য (উত্থাপ্য) শ্বসন্ (শ্বাসান্ বিমুঞ্চন্) শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষস্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখঃ (শ্বাসরন্ধ্রেষু নাসাবিবরেষু বিষং যস্য তথা অম্বরীষঃ মণ্ডপাকভাজনং ভর্জ্জনপাত্রং বা তদ্বৎ সন্তপ্তানি স্তব্ধানি ঈক্ষণানি যস্য তথা উল্মুকানি অগ্নিকণাঃ মুখে যস্য স চ স চ) ভুজঙ্গঃ হরিম্ ঈক্ষমাণঃ তস্থৌ॥২৪॥

শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্দ্ধিত শরীর দ্বারা ব্যথিতকলেবর কালিয় নাগ তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া নিজ ফণা সকল উত্থাপিত করিল এবং শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তৎকালে উহার নাসাবিবর দিয়া বিষ নিঃসৃত হইতে লাগিল এবং নয়নদ্বয় ভর্জ্জনপাত্রের ন্যায় সন্তপ্ত ও স্তব্ধ হইয়া উঠিল ও মুখ হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল॥ ২৪॥

তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং
দ্বে সৃক্কণী হ্যতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিম্।
ক্রীড়ন্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো
বভ্রাম সোঽপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ॥ ২৫॥

(হরিঃ চ) ক্রীড়ন্‌ (প্রতিমুখং) দ্বিশিখয়া জিহ্বয়া দ্বে সৃক্কণী (ওষ্ঠপ্রান্তৌ) পরিলেলিহানম্‌ (আস্বাদয়ন্তম্‌) অতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিম্‌ (অতি-করালা বিষাগ্নিযুক্তা দৃষ্টিঃ যস্য তং) তম্‌ অমুং (সর্পং) খগেন্দ্রঃ (গরুড়ঃ) যথা (তথা) পরিসসার (সর্ব্বতঃ বভ্রাম)। সঃ (সর্পঃ অপি অবসরং (দংশ-নাবসরং) প্রসমীক্ষমাণঃ (এব) বভ্রাম ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ার্থ শিখাদ্বয়সমন্বিতা জিহ্বা দ্বারা প্রত্যেক মুখের ওষ্ঠপ্রান্ত দুইটি পরিলেহনকারী অতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টি ঐ কালিয় নাগকে পরিবেষ্টন করিয়া গরুড়ের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কালিয় নাগও তাঁহাকে দংশন করিবার নিমিত্ত অবসর প্রতীক্ষায় ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংস-
মানম্য তৎপৃথুশিরঃস্বধিরূঢ় আদ্যঃ।
তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্র-
পাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত্ত ॥ ২৬ ॥

এবং পরিভ্রমহতৌজসং (পরিভ্রমেণ হতম্‌ ওজঃ দেহেন্দ্রিয়াদিসামর্থ্যং যস্য তম্‌) উন্নতাংসম্‌ (উন্নতাঃ অংসাঃ ফণাঃ যস্য তম্‌) আনম্য (হস্তেন নম্রং কৃত্বা) তৎপৃথুশিরঃসু অধিরূঢ়ঃ তন্মূর্দ্ধর...নিকরস্পর্শাতিতাম্রপাদাম্বুজঃ (তস্য মূর্দ্ধসু যে রত্ননিকরাঃ তেষাং স্পর্শেন অতিতাম্রম্‌ অত্যরুণং পাদাম্বুজং যস্য সঃ) অখিলকলাদিগুরুঃ (অখিলানাং কলানাম্‌ আদিগুরুঃ প্রবর্ত্তকঃ) আদ্যঃ (সর্ব্বকারণভূতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ননর্ত্ত ॥ ২৬ ॥

এইরূপ পরিভ্রমণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ হতবীর্য্য উন্নতফণা কালিয় নাগকে হস্তদ্বারা অবনত করিয়া উহার বিস্তৃত মস্তকে আরোহণ করিলেন। তৎকালে তদীয় মস্তকস্থ রত্ননিকরের স্পর্শে তাঁহার পাদপদ্ম অতিশয় অরুণবর্ণ ধারণ করিল। তদবস্থায় অখিলকলাদিগুরু সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৬ ॥

তং নর্ত্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়-
গন্ধর্ব্বসিদ্ধমুনিচারণদেববধ্বঃ।

প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীত-

পুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ ॥ ২৭ ॥

তং নর্ত্তুম্ উদ্যতম্ অবেক্ষ্য তদা তদীয়গন্ধর্ব্বসিদ্ধমুনিচারণদেববধ্বঃ প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীতপুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসা (ঝটিতি) উপসেদুঃ (সেবিতবন্তঃ) ॥ ২৭ ॥

তাঁহাকে নৃত্য করিতে উদ্যত দেখিয়া তৎকালে তদীয় গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ মুনি চারণ ও দেববধূ সকল আনন্দে মৃদঙ্গাদি বাদ্য গীত পুষ্পোপহার ও প্রণতি দ্বারা সহসা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥২৭॥

যদ্যচ্ছিরো ন নমতেঽঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণ-

স্তত্তন্মমর্দ্দ খলদণ্ডধরোঽঙ্ঘ্রিপাতৈঃ।

ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমাস্যতোঽসৃঙ্-

নস্তো বমন্ পরমকশ্মলমাপ নাগঃ ॥ ২৮ ॥

অঙ্গ (হে রাজন্), শতৈকশীর্ষ্ণঃ (শতম্ একানি মুখ্যানি শীর্ষাণি যস্য তস্য) ক্ষীণায়ুষঃ (ক্ষীণবলতয়া মৃতপ্রায়স্য অপি ক্রোধবশাৎ) ভ্রমতঃ (কালিয়স্য) যৎ যৎ শিরঃ ন নমতে (স্তব্ধতাং ন জহাতি) তৎ তৎ খলদণ্ডধরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ নৃত্যচ্ছলেন) অঙ্ঘ্রিপাতৈঃ মমর্দ্দ। (তদা চ সঃ) নাগঃ আস্যতঃ (মুখেভ্যঃ) নস্তঃ (নাসাবিবরেভ্যঃ চ) উল্বণং (বিষমিশ্রত্বেন ভয়ঙ্করং, তীব্রম্) অসৃক্ (রুধিরং) বমন্ পরমকশ্মলং (মহতীং মূর্চ্ছাম্) আপ ॥ ২৮ ॥

হে রাজন্, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণকারী মৃতপ্রায় প্রধান-শত-মস্তক কালিয়ের যে যে মস্তক নত না হইল, খলদণ্ডধর শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যচ্ছলে তাহার সেই সেই মস্তক চরণাঘাতে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ কালিয় মুখ ও নাসিকা হইতে তীব্র রুধির বমন করিতে করিতে মহতী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল ॥ ২৮ ॥

তস্যাক্ষিভির্গরলমুদ্বমতঃ শিরঃসু

যদ্যৎ সমুন্নমতি নিশ্বসতো রুষোচ্চৈঃ।

নৃত্যন্ পদানুনময়ন্ দময়াম্বভূব

পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ ॥ ২৯ ॥

(পুনঃ অপি) রুষা উচ্চৈ নিশ্বসতঃ (শ্বাসান্ বিমুঞ্চতঃ) অক্ষিভিঃ গরলং (বিষম্) উদ্বমতঃ তস্য (কালিয়স্য) শিরঃসু যৎ যৎ (শিরঃ) সমুন্নমতি (উচ্চীভবতি তৎ তৎ) নৃত্যন্ পদা (পাদাঘাতেন) অনুনময়ন্ (প্রহ্বীকুর্ব্বন্ ভগবান্) দময়াম্বভূব (দমনং চকার)। ইহ (অস্মিন্ অবসরে) পুরাণঃ পুমান্ (শেষাসনঃ শ্রীনারায়ণঃ) ইব (যশোদানন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অপি হৃষ্টৈঃ গন্ধর্ব্বাদিভিঃ) পুষ্পৈঃ প্রপূজিতঃ (জাতঃ) ॥ ২৯ ॥

পুনর্ব্বার ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগকারী ও নেত্রদ্বারা বিষ উদ্গীরণকারী কালিয়ের ঐ সকল মস্তকের মধ্যে যে যে মস্তক উন্নত হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই মস্তকও নৃত্যচ্ছলে চরণাঘাতে দমন করিলেন। ইত্যবসরে পুরাণপুরুষ শ্রীনারায়ণের ন্যায় যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণও হৃষ্ট গন্ধর্ব্বাদিকর্ত্তৃক পুষ্পদ্বারা প্রপূজিত হইলেন ॥২৯॥

তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্নফণাসহস্রো
রক্তং মুখৈরুরু বমন্ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ।
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং
নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম ॥ ৩০ ॥

(হে) নৃপ, তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্নফণাসহস্রঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্রেণ অলৌকিকেন তাণ্ডবেন বিশেষতঃ রুগ্নং জাতব্রণং ভগ্নং বা ফণানাং সহস্রং যস্য সঃ) ভগ্নগাত্রঃ (ভগ্নানি গাত্রাণি যস্য সঃ) মুখৈঃ উরু (বহু) রক্তং বমন্ (উদ্গিরন্) চরাচরগুরুং পুরাণং পুরুষং নারায়ণং স্মৃত্বা (জ্ঞাত্বা) মনসা তম্ (এব) অরণং (শরণং) জগাম ॥ ৩০ ॥

হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র নৃত্যে কালিয় বিরুগ্নফণাসহস্র ও ভগ্নগাত্র হইয়া মুখদ্বারা বহুল রক্ত বমন করিতে করিতে তাঁহাকে চরাচরগুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণ জানিয়া মনে মনে তাঁহারই শরণাপন্ন হইল ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণস্য গর্ভজগতোঽতিভরাবসন্নং
পার্ষ্ণিপ্রহারপরিরুগ্নফণাতপত্রম্।
দৃষ্টাহিমাদ্যমুপসেতুরমুষ্য আর্ত্তাঃ
পত্ন্যঃ শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ ॥ ৩১ ॥

গর্ভজগতঃ (গর্ভে জগন্তি ব্রহ্মাণ্ডানি যস্য তস্য) কৃষ্ণস্য অতিভরাবসন্নম্ (অতিভরেণ অবসন্নম্ আক্রান্তং) পার্ষ্ণিপ্রহারপরিরুগ্নফণাতপত্রং (পার্ষ্ণিঃ পাদপৃষ্ঠং তৎপ্রহারেণ পরিরুগ্নফণাতপত্রং চ) অহিং দৃষ্ট্বা আর্ত্তাঃ শ্লথবসনভূষণকেশবন্ধাঃ (শ্লথন্তঃ বিস্রংসমানাঃ বসনভূষণকেশবন্ধাঃ যাসাং তাঃ) অমুষ্য (কালিয়স্য) পত্ন্যঃ আদ্যং (শ্রীকৃষ্ণম্) উপসেদুঃ (তৎসমীপং জগ্মুঃ) ॥ ৩১ ॥

যাঁহার কুক্ষিমধ্যে অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের আক্রমণে কালিয়কে অতিভারাবসন্ন ও তদীয় পাদপ্রহারে উহার ফণাস্বরূপ আতপত্র সকল পরিরুগ্ন দর্শন করিয়া আর্ত্ত ও বিশ্লিষ্টবসন বিগলিতভূষণ ও শিথিলকেশবন্ধ তৎপত্নী সকল আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমন করিল ॥ ৩১ ॥

তাস্তং সুবিগ্নমনসোঽথ পুরস্কৃতার্ভাঃ
কায়ং নিধায় ভুবি ভূতপতিং প্রণেমুঃ।
সাধ্ব্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শমলস্য ভর্ত্তু-
র্মোক্ষেপ্সবঃ শরণদং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ৩২ ॥

অথ সুবিগ্নমনসঃ (বিহ্বলচিত্তাঃ) পুরস্কৃতার্ভাঃ (পুরঃ অগ্রে কৃতাঃ অর্ভাঃ বালাঃ যাভিঃ তাঃ) সাধ্ব্যঃ (পতিব্রতাঃ) কৃতাঞ্জলিপুটাঃ তাঃ ভর্ত্তুঃ শমলস্য (অপরাধস্য) মোক্ষেপ্সবঃ ভূতপতিং শরণদম্ (আশ্রয়প্রদং) তং শরণং প্রপন্নাঃ (চ সত্যঃ) ভুবি কায়ং নিধায় প্রণেমুঃ ॥ ৩২ ॥

অনন্তর বিহ্বলচিত্ত পতিব্রতা নাগপত্নী সকল শিশুদিগকে অগ্রে লইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া স্বামীর অপরাধ ক্ষমাপণাভিলাষে ভূতপতি আশ্রয়প্রদ সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল এবং পৃথিবীতে শরীর স্থাপন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল ॥ ৩২ ॥

নাগপত্ন্যঃ ঊচুঃ।

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিং-
স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টে-
র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥ ৩৩ ॥

নাগপত্ন্যঃ উচুঃ ;—কৃতকিল্বিষে (কৃতং কিল্বিষম্ অপরাধঃ যেন তস্মিন্) অস্মিন্ (সর্পে) দণ্ডঃ শ্লাঘ্যঃ (যুক্তঃ) হি (এব)। রিপোঃ (শত্রোঃ) সুতানাং (স্বসুতানাম্) অপি (চ বিষয়ে) তুল্যদৃষ্টেঃ (তুল্যা দৃষ্টিঃ যস্য তস্য) তব অবতারঃ খলনিগ্রহায় (খলানাং পরোদ্বেজকানাং নিগ্রহায়)। (ত্বং) ফলং (পুরুষার্থপ্রতিবন্ধকপাপনিবৃত্ত্যাদিরূপম্) এব অনুশংসন্ (আলোচয়ন্) দমং (দণ্ডং) ধৎসে ॥ ৩৩ ॥

নাগপত্নীগণ বলিতে লাগিল ;—এই নাগ অপরাধ করিয়াছে ; অতএব ইহার প্রতি দণ্ড ন্যায্যই হইয়াছে। আপনি কি রিপুতনয় কি নিজতনয় উভয়েরই প্রতি তুল্যদৃষ্টি। আপনার অবতার খল-নিগ্রহার্থ। আপনি পুরুষার্থের প্রতিবন্ধক পাপের নিবৃত্তিরূপ ফল আলোচনা করিয়াই খলের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতা কৃতো হি নো
দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ
ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভবতা নঃ (অস্মাকম্) অয়ং (দণ্ডরূপঃ) অনুগ্রহঃ (এব) কৃতঃ হি (যস্মাৎ) তে (ত্বয়া কৃতঃ) দণ্ডঃ খলু (নিশ্চয়েন) অসতাং (দুষ্টানাং) কল্মষাপহঃ (সর্ব্বদোষনিবারকঃ)। যৎ (যতঃ কল্মষাৎ) অমুষ্য দেহিনঃ (জীবস্য) দন্দশূকত্বং (সর্পযোনিত্বং জাতং) তথা ক্রোধঃ (জাতিস্বভাবঃ) অপি অনুগ্রহে (নিমিত্তে) এব তে (ত্বয়া) সম্মতঃ (অঙ্গীকৃতঃ) ॥ ৩৪ ॥

আপনি আমাদিগের প্রতি এই যে দণ্ড বিধান করিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহই করিয়াছেন ; যেহেতু আপনাকর্ত্তৃক কৃত দণ্ড নিশ্চয় দুষ্ট-গণের সকল দোষ নিবারণ করে। যে দোষবশতঃ এই জীবের সর্পযোনি হইয়াছে, এবং জাতিস্বভাবগত ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহাও অনুগ্রহ নিমিত্তই আপনাকর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্ব্বং
নিরস্তমানেন চ মানদেন।

ধর্ম্মোঽথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া
যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্ব্বজীবঃ ॥ ৩৫ ॥

নিরস্তমানেন (স্বয়ং মানরহিতেন অন্যেভ্যঃ) মানদেন চ অনেন (সর্পেণ) পূর্ব্বং কিং তপঃ সুতপ্তং (সম্যক্ অনুষ্ঠিতম্) অথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া (উপলক্ষিতঃ যঃ) ধর্ম্মঃ (সঃ অনুষ্ঠিতঃ) যতঃ (তপসঃ ধর্ম্মাৎ বা) সর্ব্বজীবঃ (সর্ব্বান্ জীবয়তি ইতি সর্ব্বান্তরাত্মা যদ্বা সর্ব্বে জীবাঃ যস্য সঃ) ভবান্ তুষ্যতি ॥ ৩৫ ॥

এই সর্প স্বয়ং মানরহিত ও অন্যের মানদ হইয়া পূর্ব্বজন্মে কি তপস্যা সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছে, অথবা সর্ব্বভূতানুকম্পী হইয়া কি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, তাদৃশ তপস্যা বা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে সর্ব্বান্তরাত্মা আপনি ইহার প্রতি তুষ্ট হইবেন কেন ? ॥ ৩৫ ॥

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৩৬ ॥

যদ্বাঞ্ছয়া (যস্য ত্বদঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারস্য বাঞ্ছয়া) শ্রীর্ললনা (শ্রীঃ এব ললনা উত্তমা স্ত্রী) সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় ধৃতব্রতা (সতী) সুচিরং তপঃ অচরৎ, অস্য (নীচস্য অপি) তব অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ কস্য (তপআদেঃ সুকৃতস্য) অনুভাবঃ (ফলম্ ইতি বিশেষতঃ) ন বিদ্মহে ॥ ৩৬ ॥

যে চরণরেণুর স্পর্শাধিকারের অভিলাষে লক্ষ্মীরূপা ললনা সকল কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক ধৃতব্রতা হইয়া সুচিরকাল তপস্যাচরণ করেন, এই সর্পরূপ নিকৃষ্ট জীব তোমার সেই চরণরেণুর স্পর্শাধিকার কোন্ সুকৃতের ফলে প্রাপ্ত হইল, তাহা জানি না ॥ ৩৬ ॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৭ ॥

যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ (শরণং গতাঃ ভক্তজনাঃ) ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যং ন যোগসিদ্ধীঃ অপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি ॥ ৩৭ ॥

যে চরণরেণুর শরণাগত হইয়া ভক্তসকল স্বর্গপৃষ্ঠ সার্ব্বভৌম পারমেষ্ঠ্যপদ রসাতলাধিপত্য যোগসিদ্ধি বা নির্বাণমোক্ষ বাঞ্ছা করেন না, এই সর্প সেই চরণরেণুর স্পর্শাধিকার কোন্ সুকৃতের ফলে লাভ করিল, তাহা আমরা জানি না ॥ ৩৭ ॥

তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈ-
স্তমোজনিঃ ক্রোধবশোঽপ্যহীশঃ।
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো
যদিচ্ছতঃ স্যাদ্বিভবঃ সমক্ষঃ ॥ ৩৮ ॥

(হে) নাথ, যৎ ইচ্ছতঃ (প্রার্থয়তঃ) সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণঃ সমক্ষঃ (প্রত্যক্ষঃ) বিভবঃ (অপেক্ষিতা সম্পৎ) স্যাৎ (ভবতি), অন্যৈঃ দুরাপং তৎ এষঃ তমোজনিঃ ক্রোধবশঃ অপি অহীশঃ আপ ॥ ৩৮ ॥

হে প্রভো, যাহা প্রার্থনা করিয়া সংসারচক্রে ভ্রমণকারী জীবের তৎক্ষণাৎ অপেক্ষিত সম্পদের সিদ্ধি হয়, এই তমোগুণপ্রধান ক্রোধনস্বভাব সর্পাধীশ অন্যের দুর্লভ সেই বস্তু লাভ করিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ৩৯ ॥

পুরুষায় মহাত্মনে ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ভগবতে তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৯ ॥

তুমি পুরুষ, মহাত্মা, ভূতাবাস, ভূতাত্মা, পর, পরমাত্মা, ভগবান্, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তেঽপ্রাকৃতায় চ ॥ ৪০ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে অনন্তশক্তয়ে অগুণায় অবিকারায় অপ্রাকৃতায় চ ব্রহ্মণে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৪০ ॥

তুমি জ্ঞানবিজ্ঞাননিধি, অনন্তশক্তি, অগুণ, অবিকার ও অপ্রাকৃত ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪০ ॥

কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে।
বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে॥ ৪১ ॥

কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে ॥ ৪১ ॥

তুমি কাল, কালশক্তির আশ্রয়, কালাবয়ব সকলের সাক্ষী, বিশ্ব, বিশ্বদ্রষ্টা, বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্বের সমস্ত কারণ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪১ ॥

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে।
ত্রিগুণেনাভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে ॥ ৪২ ॥

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে ত্রিগুণেন অভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে ॥ ৪২ ॥

তুমি ভূত ভূতসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি ও চিত্তের আত্মস্বরূপ এবং ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার দ্বারা স্বাংশভূত জীব সকলের তত্ত্বজ্ঞানাবরণকারী, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪২ ॥

নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।
নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে ॥ ৪৩ ॥

অনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে নমঃ ॥ ৪৩ ॥

তুমি অনন্ত, সূক্ষ্ম, কূটস্থ, সর্ব্বজ্ঞ, বিবিধ বাদের প্রবর্ত্তক, বাচ্য-বাচক-শক্তির মূলাশ্রয়, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৩ ॥

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে নমঃ। প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমঃ নমঃ ॥ ৪৪ ॥

তুমি প্রমাণ সকলের মূল, স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, শাস্ত্রযোনি, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রবৃত্ত নিবৃত্ত ও নিগম স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৪ ॥

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ৪৫ ॥

বসুদেবসুতায় কৃষ্ণায় রামায় চ নমঃ। সাত্বতাং পতয়ে প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় নমঃ ॥ ৪৫ ॥

তুমি বসুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভক্তকুলের পতি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৫ ॥

নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে ॥ ৪৬ ॥

গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে চ নমঃ ॥ ৪৬ ॥

তুমি গুণসমূহের প্রকাশক, গুণ দ্বারা আত্মগোপনকারী, গুণ-প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমেয়, গুণদ্রষ্টা ও স্বপ্রকাশস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥

অব্যাকৃতবিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে।
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং মুনয়ে মৌনশীলিনে ॥ ৪৭ ॥

(হে) হৃষীকেশ, অব্যাকৃতবিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে মৌনশীলিনে মুনয়ে তুভ্যং নমঃ ॥ ৪৭ ॥

হে হৃষীকেশ, তুমি প্রপঞ্চাতীত-ধাম-বিহারী, সমস্ত প্রপঞ্চে লীলাকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ, মৌনশীল, আত্মারাম, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৭ ॥

পরাবরগতিজ্ঞায় সর্ব্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ।
অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্ট্রে চাস্য হেতবে ॥ ৪৮ ॥

পরাবরগতিজ্ঞায় সর্ব্বাধ্যক্ষায় অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্ট্রে অস্য হেতবে চ তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৪৮ ॥

তুমি পরাবরগতিজ্ঞ, সর্ব্বাধ্যক্ষ, প্রপঞ্চাতীত ও প্রপঞ্চরূপ, প্রপঞ্চ-স্রষ্টা ও প্রপঞ্চকারণ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৮ ॥

ত্বং হ্যস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো
গুণৈরনীহোঽকৃতকালশক্তিধৃক্।
তত্তৎস্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ
সমীক্ষয়ামোঘবিহার ঈহসে ॥ ৪৯ ॥

(হে) প্রভো, অকৃতকালশক্তিধৃক্ (অকৃতা অনাদিসিদ্ধা যা কালরূপা শক্তিঃ তাং ধারয়তীতি তথা) অমোঘবিহারঃ (অমোঘঃ জীবানাং চতুর্ব্বিধপুরুষার্থহেতুঃ বিহারঃ সৃষ্ট্যাদিলীলা যস্য সঃ) ত্বং হি (স্বয়ম্) অনীহঃ (আপ্তকামত্বাৎ ইচ্ছারহিতঃ অপি) সমীক্ষয়া (ঈক্ষণমাত্রেণ) সতঃ (সংস্কাররূপেণ বিদ্যমানান্ প্রাণিনাং) তত্তৎস্বভাবান্ (ঘোরত্বাদীন্) প্রতিবোধয়ন্ গুণৈঃ (কৃত্বা) অস্য (বিশ্বস্য) জন্মস্থিতিসংযমান্ ঈহসে (করোষি) ॥ ৪৯ ॥

হে প্রভো, তুমি অনাদিসিদ্ধ কালশক্তিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, এবং তোমার সৃষ্ট্যাদিলীলা অব্যর্থ। তুমি স্বয়ং ইচ্ছারহিত হইয়াও ঈক্ষণমাত্র দ্বারা সংস্কাররূপে বিদ্যমান প্রাণীদিগের শান্ত ও ঘোরত্বাদি স্বভাব সকল প্রতিবোধিত করিয়া সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি সম্পাদন করিতেছ ॥ ৪৯ ॥

তস্যৈব তেঽমূস্তনবস্ত্রিলোক্যাং
শান্তা অশান্তা উত মূঢ়যোনয়ঃ।
শান্তাঃ প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং
স্থাতুশ্চ তে ধর্ম্মপরীপ্সয়েহতঃ ॥ ৫০ ॥

তস্য (জগজ্জন্মাদিকর্ত্তুঃ) এব তে (তব) ত্রিলোক্যাম্ অমূঃ শান্তাঃ (সাত্ত্বিকাঃ) অশান্তাঃ (রাজসাঃ) মূঢ়যোনয়ঃ (তামসাঃ) উত (অপি) তনবঃ (তন্যন্তে ক্রীড়ার্থং বিস্তার্য্যন্তে ইতি, দেহাঃ, তথাপি তেষু) শান্তাঃ (এব) অধুনা সতাং ধর্ম্মপরীপ্সয়া (ধর্ম্মপরিপালনেচ্ছয়া) ঈহতঃ (প্রবর্ত্তমানস্য) অবিতুং স্থাতুঃ (স্থিতস্য) চ তে (তব) প্রিয়াঃ হি (নেতরাঃ) ॥ ৫০ ॥

তুমি লীলায় প্রবৃত্ত হইলে, এই ত্রিলোকমধ্যে শান্ত ঘোর ও মূঢ় এই ত্রিবিধ দেহ সৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাপি অধুনা তুমি

সাধুগণের ধর্ম্মপরিপালনের অভিলাষে রক্ষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তন্মধ্যে কেবল শান্ত শরীরই তোমার প্রিয়রূপে প্রতীত হয়, অপর দুইটি তাহা হয় না ॥ ৫০ ॥

অপরাধঃ সকৃদ্‌ভর্ত্রা সোঢব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ ॥ ৫১ ॥

ভর্ত্রা (স্বামিনা) স্বপ্রজাকৃতঃ অপরাধঃ সকৃৎ সোঢ়ব্যঃ। হে শান্তাত্মন্, ত্বাম্ অজানতঃ মূঢ়স্য (অপরাধং) ক্ষন্তুম্ অর্হসি ॥ ৫১ ॥

আপনি আমাদিগের প্রভু। নিজ-ভৃত্য-কৃত অপরাধ আপনাকে একবার সহ্য করিতে হইবে। হে শান্তাত্মন্, এই নাগ অতি মূঢ়, আপনাকে না জানিয়া অপরাধ করিয়াছে, আপনাকে উহা ক্ষমা করিতে হইবে ॥ ৫১ ॥

অনুগৃহ্লীষ্ব ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।
স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ৫২ ॥

(হে) ভগবন্, (অয়ং) পন্নগঃ প্রাণান্ ত্যজতি অনুগৃহ্লীষ্ব। সাধুশোচ্যানাং (সাধুভিঃ শোচ্যানাং) স্ত্রীণাং নঃ (অস্মাকং) পতিঃ (পতিরূপঃ) প্রাণঃ (জীবনহেতুঃ) প্রদীয়তাম্ ॥ ৫২ ॥

হে ভগবন্, এই সর্পের প্রাণ গতপ্রায় হইয়াছে, অনুগ্রহ করুন। আমরা স্ত্রীজাতি, সাধুগণ কর্ত্তৃক শোচ্য। আমাদিগের এই পতিরূপ প্রাণ প্রদান করুন ॥ ৫২ ॥

বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্ব্বতোভয়াৎ ॥ ৫৩ ॥

তে (তব) কিঙ্করীণাম্ (আজ্ঞাকরীণাম্ অস্মাকং যৎ) অনুষ্ঠেয়ং (কর্ত্তব্যং তৎ) বিধেহি (আজ্ঞাপয়)। যৎ (যস্মাৎ) তব আজ্ঞয়া শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠন্ (কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ এব জনঃ) সর্ব্বতোভয়াৎ (সর্ব্বতঃ ভয়ং যস্মিন্ তস্মাৎ সংসারাৎ) মুচ্যতে বৈ ॥ ৫৩ ॥

আমরা আপনার কিঙ্করী। আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা

আদেশ করুন। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধাসহকারে আপনার আদেশ পালন করিলে, লোক এই ভয়সঙ্কুল সংসার হইতে মুক্ত হয়॥ ৫৩॥

বাদরায়ণিরুবাচ।

ইত্থং স নাগপত্নীভির্ভগবান্ সমভিষ্টুতঃ।
মূর্চ্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জ্জাঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ॥ ৫৪॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—নাগপত্নীভিঃ ইত্থং সমভিষ্টুতঃ (সম্যক্ স্তুতিনমস্কারাদি-পূর্ব্বকং প্রার্থিতঃ) সঃ ভগবান্ অঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ (পাদপ্রহারৈঃ) ভগ্নশিরসং (ভগ্নাঃ শিরাংসি যস্য তং) মূর্চ্ছিতং (কালিয়ং) বিসসর্জ্জ (তত্যাজ)॥ ৫৪॥

শুকদেব কহিলেন;—নাগপত্নীগণ কর্তৃক এই প্রকারে স্তুতি-নমস্কারাদি পূর্ব্বক প্রার্থিত হইয়া, ভগবান্ পাদপ্রহারে ভগ্নমস্তক মূর্চ্ছিত কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন॥ ৫৪॥

প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ কালিয়ঃ শনকৈর্হরিম্।
কৃচ্ছ্রাৎ সমুচ্ছ্বসন্ দীনঃ কৃষ্ণং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৫৫॥

শনকৈঃ প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ (প্রতিলব্ধানি ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাঃ চ যেন সঃ) কৃচ্ছ্রাৎ সমুচ্ছ্বসন্ দীনঃ কালিয়ঃ কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) কৃষ্ণং হরিং প্রাহ॥ ৫৫॥

ধীরে ধীরে স্বীয় ইন্দ্রিয়সামর্থ্য ও প্রাণসামর্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অতিকষ্টে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দীন কালিয় অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল॥ ৫৫॥

কালিয় উবাচ।

বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ।
স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ ভূতানাং যদসদ্‌গ্রহঃ॥ ৫৬॥

কালিয়ঃ উবাচ;—(হে) নাথ, তামসাঃ দীর্ঘমন্যবঃ (দীর্ঘঃ মহান্ মন্যুঃ ক্রোধঃ যেষাং তথাভূতাঃ) বয়ম্ উৎপত্ত্যা (জন্মনা) সহ খলাঃ (পরোদ্বেজকাঃ)। স্বভাবঃ (সহজঃ ধর্ম্মঃ) দুস্ত্যজঃ যৎ (যস্মাৎ স্বভাবাৎ) ভূতানাম্ অসদ্‌গ্রহঃ (অসন্ গ্রহঃ আগ্রহঃ ভবতি)॥ ৫৬॥

কালিয় বলিল;—হে নাথ, আমরা তামস দীর্ঘমন্যু ও জন্মাবধি খল। জীবের সহজ ধর্ম্ম দুস্ত্যজ। ঐ স্বভাব হইতেই প্রাণীদিগের অসদাগ্রহ হইয়া থাকে॥ ৫৬॥

ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতর্গুণবিসর্জ্জনম্।
নানাস্বভাববীর্য্যৌজোযোনিবীজাশয়াকৃতি ॥ ৫৭ ॥

(হে) ধাতঃ, ত্বয়া নানাস্বভাববীর্য্যৌজোযোনিবীজাশয়াকৃতি (নানা স্বভাবাদয়ঃ যস্য তৎ) গুণবিসর্জ্জনং (গুণৈঃ বিবিধপ্রকারেণ সৃজ্যতে ইতি) ইদং বিশ্বং সৃষ্টম্ ॥ ৫৭ ॥

হে বিধাতঃ, আপনি বিবিধ স্বভাব বীর্য্য সামর্থ্য যোনি বীজ আশয় ও আকৃতি বিশিষ্ট এবং গুণসমূহ দ্বারা বিবিধ প্রকারে রচিত এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

বয়ঞ্চ তত্র ভগবন্ সর্পা জাত্যুরুমন্যবঃ।
কথং ত্যজামস্ত্বন্মায়াং দুস্ত্যজাং মোহিতাঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥

(হে) ভগবন্, অত্র চ বয়ং সর্পাঃ জাত্যুরুমন্যবঃ (জাত্যা জন্মনা এব উরুঃ মন্যুঃ যেষাং তে)। মোহিতাঃ (বয়ং স্বয়ং কথং দুস্ত্যজাং ত্বন্মায়াং ত্যজামঃ ॥ ৫৮ ॥

হে ভগবন্, এই বিশ্বমধ্যে আমরা সর্প অতএব জন্ম দ্বারাই অতিশয় ক্রোধনস্বভাব। আমরা মোহাচ্ছন্ন, স্বয়ং কিপ্রকারে দুস্ত্যজ তোমার মায়া ত্যাগ করিব ? ॥ ৫৮ ॥

ভবান্ হি কারণং তত্র সর্ব্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ।
অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্বিধেহি নঃ ॥ ৫৯ ॥

সর্ব্বজ্ঞঃ জগদীশ্বরঃ ভবান্ হি তত্র (শান্তত্বাদিস্বভাবে) কারণম্। নঃ (অস্মান্ প্রতি) অনুগ্রহং নিগ্রহং বা (যং) মন্যসে তৎ (তং) বিধেহি (সম্পাদয়) ॥ ৫৯ ॥

সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর আপনিই ঐ শান্তত্বাদি স্বভাবে কারণ। আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ যাহা বিবেচনা করেন, তাহাই করুন ॥ ৫৯ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্য্যমানুষঃ।
নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মাচিরম্।
সজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতে নদী ॥ ৬০ ॥

শুকঃ উবাচ ;—কার্য্যমানুষঃ (কার্য্যার্থং মানুষঃ মানুষত্বয়া প্রতীয়মানঃ) ভগবান্ ইতি বচঃ আকর্ণ্য প্রাহ,—(হে) সর্প, ত্বয়া অত্র ন স্থেয়ম্। স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যঃ (সন্) মাচিরং সমুদ্রং যাহি। গোনৃভিঃ নদী ভুজ্যতে ॥ ৬০ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—কার্য্যার্থ নরশরীরধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে সর্প, তোমার এই স্থানে অবস্থান করা হইবে না। তুমি নিজের জ্ঞাতি অপত্য ও কলত্রের সহিত অচিরে সমুদ্রে গমন কর। গো ও মনুষ্য সকল এই নদী উপভোগ করুক ॥ ৬০ ॥

য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্ত্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যো র্ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৬১ ॥

যঃ মর্ত্ত্যঃ উভয়োঃ সন্ধ্যোঃ তুভ্যম্ এতৎ মদনুশাসনং সংস্মরেৎ কীর্ত্তয়ন্ (চ ভবতি সঃ) যুষ্মৎ (যুষ্মত্তঃ) ভয়ং ন আপ্নুয়াৎ ॥ ৬১ ॥

যে মনুষ্য উভয় সন্ধ্যায় তোমার প্রতি আমার এই অনুশাসন স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবে, সে তোমা হইতে ভয় প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৬১ ॥

যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬২ ॥

যঃ (জনঃ) উপোষ্য অস্মিন্ মদাক্রীড়ে (মম আক্রীড়া যস্মিন্ তস্মিন্) স্নাত্বা মাং স্মরন্ জলৈঃ দেবাদীন্ তর্পয়েৎ অর্চ্চেৎ (চ সঃ) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬২ ॥

যে ব্যক্তি উপবাস পূর্ব্বক আমার এই ক্রীড়াস্থলে স্নানানন্তর আমাকে স্মরণ করিয়া জল দ্বারা দেবাদির তর্পণ ও পূজা করিবে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ।
যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং নাদ্যান্মৎপাদলাঞ্ছিতম্ ॥ ৬৩ ॥

(ত্বং) যদ্ভয়াৎ রমণকং দ্বীপং হিত্বা এতং হ্রদম্ উপাশ্রিতঃ, সঃ সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) মৎপাদলাঞ্ছিতং ত্বাং ন অদ্যাৎ (খাদয়েৎ) ॥ ৬৩ ॥

তুমি যাহার ভয়ে রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই হ্রদ আশ্রয়

করিয়াছিলে, সেই গরুড় তোমাকে মৎপাদলাঞ্ছিত দেখিয়া আর ভক্ষণ করিবে না। ৬৩ ॥

ঋষিরুবাচ।

মুক্তো ভগবতা রাজন্ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
তং পূজয়ামাস মুদা নাগঃ পত্ন্যশ্চ সাদরম্ ॥ ৬৪ ॥

ঋষিঃ উবাচ;—(হে) রাজন্, অদ্ভুতকর্ম্মণা ভগবতা কৃষ্ণেন মুক্তঃ নাগঃ (তস্য) পত্ন্যঃ চ মুদা সাদরং তং পূজয়ামাস ॥ ৬৪ ॥

শুকদেব কহিলেন;—হে রাজন্, অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মুক্ত কালিয় নাগ ও তাহার পত্নী সকল সাদরে তাঁহার পূজা করিল ॥৬৪॥

দিব্যাম্বরস্রঙ্‌মণিভিঃ পরার্দ্ধ্যৈরপি ভূষণৈঃ।
দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালয়া ॥ ৬৫ ॥

দিব্যাম্বরস্রঙ্‌মণিভিঃ পরার্দ্ধ্যৈঃ ভূষণৈঃ অপি দিব্যগন্ধানুলেপৈঃ চ মহত্যা উৎপলমালয়া ॥ ৬৫ ॥

দিব্য বসন মাল্য মণি ও উৎকৃষ্ট ভূষণ সকল দ্বারা এবং দিব্য গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা ও মহতী উৎপলমালা দ্বারা ॥ ৬৫ ॥

পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্।
ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবাদ্য তম্ ॥৬৬॥

গরুড়ধ্বজং জগন্নাথং পূজয়িত্বা প্রসাদ্য (চ) তং পরিক্রম্য অভিবাদ্য (চ) ততঃ (তেন) অভ্যনুজ্ঞাতঃ (স্বয়ং) প্রীতঃ (চ) ॥ ৬৬ ॥

গরুড়ধ্বজ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে পূজা ও প্রসাদিত করিয়া প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি গ্রহণানন্তর স্বয়ংও প্রীত হইয়া ॥ ৬৬ ॥

সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধের্জগাম হ।
তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্ব্বিষাভবৎ।
অনুগ্রহাদ্ ভগবতঃ ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ ॥ ৬৭ ॥

সকলত্রসুহৃৎপুত্রঃ (কালিয়ঃ) অব্ধেঃ দ্বীপং জগাম হ। ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ ভগবতঃ অনুগ্রহাৎ অমৃতজলা সা যমুনা তদা এব নির্ব্বিষা অভবৎ ॥ ৬৭ ॥

কালিয় পুত্র কলত্র ও সুহৃদ্‌বর্গের সহিত সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপে গমন করিল। এদিকে ক্রীড়ার্থ মনুষ্যরূপধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে অমৃতজলা যমুনা তখন বিষরহিত হইলেন ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কালিয়দমনং নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ কালিয়ঃ।
কৃতং কিং বা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্ ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ;—কালিয়ঃ নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ। তেন (কালিয়েন) একেন সুপর্ণস্য (গরুড়স্য) অসমঞ্জসম্ (অপ্রিয়ং) কিং বা কৃতম্ ॥ ১ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়ে নাগালয় হইতে কালিয়ের নির্গমন ও দাবানল হইতে ব্রজবাসিগণের পরিত্রাণ বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন;—কালিয় নাগ কি নিমিত্ত নাগালয় রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং সেই কালিয় একাকী গরুড়ের কি অপ্রিয়ই বা আচরণ করিয়াছিল? ॥ ১ ॥

উপহার্য্যৈঃ সর্পজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ।
বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্‌নিরূপিতঃ ॥ ২ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—(হে) মহাবাহো, উপহার্য্যৈঃ (গরুড়ভক্ষ্যৈঃ) সর্পজনৈঃ মাসি মাসি বানস্পত্যঃ (পুষ্পং বিনা এব যঃ ফলতি সঃ বৃক্ষঃ বনস্পতিঃ অশ্বত্থাদিঃ তস্য মূলে দেয়ঃ) যঃ বলিঃ (ভক্ষ্যবিশেষঃ) নাগানাং (বাধাপরিহারায়) ইহ (রমণকদ্বীপে) প্রাক্ (পূর্ব্বং) নিরূপিতঃ (উপকল্পিতঃ) ॥ ২ ॥

শুকদেব কহিলেন;—হে মহাবাহো, গরুড়ভক্ষ্য সর্পগণ কর্ত্তৃক নাগগণের বাধাপরিহারার্থ পূর্ব্বে রমণকদ্বীপে মাসে মাসে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে দেয় যে গরুড়ের বলি নিদ্ধারিত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
গোপীথায়াত্মনঃ সর্ব্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে ॥ ৩ ॥

সর্ব্বে নাগাঃ স্বং স্বং (দেয়ত্বয়া স্বীকৃতং তং) ভাগম্ আত্মনঃ গোপীথায় (রক্ষণার্থং) পর্ব্বণি পর্ব্বণি (মাসি মাসি প্রত্যেকামাবস্যায়াং) মহাত্মনে সুপর্ণায় প্রযচ্ছন্তি ॥ ৩ ॥

সমস্ত নাগই নিজ নিজ অঙ্গীকৃত সেই ভাগ আত্মরক্ষার্থ প্রতি মাসের প্রতি অমাবস্যাতে মহাত্মা গরুড়কে প্রদান করিত ॥ ৩ ॥

বিষবীর্য্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্তু কালিয়ঃ।
কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বয়ন্তু বুভুজে বলিম্ ॥ ৪ ॥

বিষবীর্য্যমদাবিষ্টঃ (বিষবীর্য্যাভ্যাং যঃ মদঃ তেন আবিষ্টঃ) কাদ্রবেয়ঃ (কদ্রুসুতঃ) কালিয়ঃ তু গরুড়ং কদর্থীকৃত্য (অবিগণয্য) স্বয়ং তং বলিং বুভুজে ॥ ৪ ॥

কিন্তু বিষজনিত ও বীর্য্যজনিত মদে আবিষ্টচিত্ত কদ্রুনন্দন কালিয় গরুড়কে অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং ঐ বলি ভোজন করিত ॥ ৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

(হে) রাজন্, তৎ শ্রুত্বা কুপিতঃ ভগবৎপ্রিয়ঃ ভগবান্ (ভগবদ্দত্ত-সামর্থ্যঃ) মহাবেগঃ (গরুড়ঃ) কালিয়ং বিজিঘাংসুঃ (হন্তুম্ ইচ্ছুঃ) সমুপাদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

হে রাজন্, উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুপিত ভগবৎপ্রিয় ও তদ্দত্তসামর্থ্য মহাবেগশালী গরুড় কালিয়ের প্রাণবধ কামনায় সমুপস্থিত হইলেন ॥ ৫ ॥

তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ
প্রত্যভ্যয়াদুত্থিতনৈকমস্তকঃ।
দদ্ভিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্দদায়ুধঃ
করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ ॥ ৬ ॥

তং (সুপর্ণম্) আপতন্তং বিষায়ুধঃ উত্থিতনৈকমস্তকঃ দদায়ুধঃ করাল-জিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ (কালিয়ঃ অপি) প্রত্যভ্যয়াৎ (যোদ্ধুং সম্মুখং গতবান্) দদ্ভিঃ ব্যদশৎ (চ) ॥ ৬ ॥

গরুড় উপস্থিত হইলে, বিষায়ুধ ও দন্তায়ুধ কালিয় বহুসংখ্যক ফণা উন্নমিত করিয়া করাল জিহ্বা প্রকাশ ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ ও উগ্র নয়নভঙ্গী করিতে করিতে যুদ্ধার্থ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিল ও দন্ত দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

তং তার্ক্ষপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুনা
প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ।
পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা
জঘান কদ্রোঃ সুতমুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৭ ॥

প্রচণ্ডবেগঃ মধুসূদনাসনঃ উগ্রবিক্রমঃ সঃ তার্ক্ষপুত্রঃ (কশ্যপতনয়ঃ গরুড়ঃ) মন্যুনা তং কদ্রোঃ সুতং নিরস্য (তিরস্কৃত্য) হিরণ্যরোচিষা সব্যেন পক্ষেণ জঘান ॥ ৭ ॥

প্রচণ্ডবেগ মধুসূদনবাহন উগ্রবিক্রম গরুড় ক্রোধসহকারে সেই কালিয়কে তিরস্কার করিয়া সুবর্ণসদৃশ দেদীপ্যমান বাম পক্ষ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীববিহ্বলঃ।
হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্ ॥ ৮ ॥

সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ অতীববিহ্বলঃ কালিয়ঃ তদগম্যং (তেন গরুড়েন গন্তুম্ অশক্যং) দুরাসদং (দুষ্প্রবেশং) কালিন্দ্যাঃ হ্রদং বিবেশ ॥ ৮ ॥

গরুড়ের পক্ষ দ্বারা আহত অতীববিহ্বল কালিয় উহাঁর অগম্য ও দুষ্প্রবেশ্য যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিল ॥ ৮ ॥

তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতম্।
নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোঽহরৎ ॥ ৯ ॥

তত্র (যমুনায়াম্) একদা সৌভরিণা (ঋষিণা) নিবারিতঃ (অপি) ক্ষুধিতঃ গরুড়ঃ ঈপ্সিতং (স্বাভীষ্টং) ভক্ষ্যং জলচরং (মৎস্যং) প্রসহ্য (বলাৎ) অহরৎ ॥ ৯ ॥

ঐ স্থানে একদা সৌভরি নামক ঋষি কর্তৃক নিবারিত হইয়াও ক্ষুধার্ত্ত গরুড় বলপূর্ব্বক স্বাভীষ্ট ভক্ষ্য জলচর মৎস্য হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ মীনপতৌ হতে।
কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্ ॥ ১০ ॥

মীনপতৌ হৃতে (সতি) মীনান্ সুদুঃখিতান্ দীনান্ (চ) দৃষ্ট্বা কৃপয়া তত্রত্যক্ষেমং (তত্রত্যানাং ক্ষেমং নির্ভয়ত্বম্) আচরন্ (কুর্ব্বন্) সৌভরিঃ প্রাহ ॥ ১০ ॥

মীনপতি হৃত হইলে, মীন সকলকে দীন ও সুদুঃখিত দর্শনে কৃপাবশতঃ জলচরদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সৌভরি ঋষি বলিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত তথ্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥ ১১ ॥

অত্র (যমুনায়াং) প্রবিশ্য সঃ গরুড়ঃ যদি মৎস্যান্ খাদতি (ভক্ষয়িষ্যতি তদা) সদ্যঃ (এব) প্রাণৈঃ বিযুজ্যেত (ম্রিয়েত) এতৎ তথ্যং (সত্যম্ এব) অহং ব্রবীমি ॥ ১১ ॥

এই যমুনাহ্রদে প্রবেশ পূর্ব্বক গরুড় যদি মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করে, তবে সে সদ্যই শমনভবনে গমন করিবে, আমি এই সত্য কথা বলিলাম ॥ ১১ ॥

তং কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ।
অবাৎসীৎ গরুড়াদ্‌ভীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ ॥ ১২ ॥

তং (সৌভরিশাপং) পরং (কেবলং) কালিয়ঃ (এব) বেদ অন্যঃ কশ্চন (অপি) লেলিহঃ (সর্পঃ) ন (বেদ অতঃ সঃ এব) গরুড়াৎ ভীতঃ (তত্র) অবাৎসীৎ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ (নিষ্কাসিতঃ) ॥ ১২ ॥

ঐ সৌভরি ঋষির শাপ বিবরণ কেবল কালিয়ই জানিত, অপর কোন সর্পই জানিত না; অতএব সেই গরুড় হইতে ভীত হইয়া ঐ স্থানে বাস করিতেছিল এবং পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিষ্কাশিত হইল ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণং হ্রদাদ্বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসম্।
মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বুনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥

দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসং মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতং (জাম্বূনদেন স্বর্ণেন পরিষ্কৃতম্ অলঙ্কৃতং) হ্রদাৎ বিনিষ্ক্রান্তং কৃষ্ণম্ ॥ ১৩ ॥

দিব্য মাল্য গন্ধ ও বসন বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট মণিসমূহে ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণকে ॥ ১৩ ॥

উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্ব্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ।
প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে ॥ ১৪ ॥

উপলভ্য (দৃষ্ট্বা) লব্ধপ্রাণাঃ অসবঃ (ইন্দ্রিয়াণি) ইব প্রমোদনিভৃতাত্মানঃ (প্রমোদেন আনন্দেন নিভৃতাঃ পূর্ণাঃ আত্মানঃ মনাংসি যেষাং তে) সর্ব্বে গোপাঃ উত্থিতাঃ (সন্তঃ) প্রীত্যা অভিরেভিরে (আলিঙ্গিতবন্তঃ) ॥ ১৪ ॥

দর্শন করিয়া লব্ধপ্রাণ ইন্দ্রিয়সমূহের ন্যায় আনন্দপূর্ণমানস হইয়া গোপসকল উত্থিত হইলেন এবং প্রীতিসহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব।
কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসন্ শুষ্কা নগা অপি ॥ ১৫ ॥

(হে) কৌরব, যশোদা রোহিণী নন্দঃ গোপাঃ গোপাঃ চ কৃষ্ণং সমেত্য (সংগত্য) লব্ধেহাঃ (লব্ধচেষ্টাঃ) আসন্। নগাঃ (বৃক্ষাঃ) অপি (পূর্ব্বং) শুষ্কাঃ (সন্তঃ সদ্যঃ এব বিরূঢ়াঃ) ॥ ১৫ ॥

হে কৌরব, যশোদা রোহিণী নন্দ এবং অপরাপর গোপ ও গোপী সকল শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল বৃক্ষ শুষ্ক হইয়াছিল, তাহারাও সদ্যই পল্লবিত হইয়া উঠিল ॥ ১৫ ॥

রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ।
প্রেম্ণা তমঙ্কমারোপ্য পুনঃ পুনরুদৈক্ষত।
গাবো বৃষা বৎসতর্য্যো লেভিরে পরমাং মুদম্ ॥ ১৬ ॥

অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অনুভাববিৎ রামঃ চ অচ্যুতম্ আলিঙ্গ্য জহাস প্রেম্ণা তম্ অঙ্কম্ আরোপ্য পুনঃ পুনঃ উদৈক্ষত (চ)। গাবঃ বৃষাঃ বৎসতর্য্যঃ (চ) পরমাং মুদং লেভিরে ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাববেত্তা বলরাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং স্নেহবশতঃ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ

পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর গো বৃষ ও বৎসতরী সকল পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

নন্দং বিপ্রাঃ সমাগম্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ।
ঊচুস্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ ॥ ১৭ ॥

(যে) সকলত্রকাঃ (স্ত্রীসহিতাঃ) গুরবঃ (পুরোহিতাঃ চ) বিপ্রাঃ তে সমাগত্য নন্দং (প্রতি) ঊচুঃ, কালিয়গ্রস্তঃ তব আত্মজঃ দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন এব) মুক্তঃ ॥ ১৭ ॥

সস্ত্রীক গুরু ও পুরোহিত বিপ্র সকল আসিয়া গোপরাজ নন্দকে বলিতে লাগিলেন, তোমার পুত্র কালিয় সর্প কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াও ভাগ্যক্রমে মুক্ত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

যশোদা চ মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ ॥ ১৮ ॥

মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী যশোদা চ (শ্রীকৃষ্ণং) পরিষ্বজ্য অঙ্কম্ আরোপ্য মুহুঃ অশ্রুকলাং মুমোচ ॥ ১৮ ॥

মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী যশোদাও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া বারংবার অশ্রুকলা মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ।
ঊষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ॥ ১৯ ॥

(হে) রাজেন্দ্র, ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং (কর্ষিতাঃ) শ্রমকর্ষিতাঃ (চ) ব্রজৌকসঃ গাবঃ (চ) তাং রাত্রিং তত্র (এব) কালিন্দ্যাঃ উপকূলতঃ ঊষুঃ ॥ ১৯ ॥

হে রাজেন্দ্র, ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রমপীড়িত ব্রজবাসী গোপ গোপী ও গো সকল সেই রাত্রিতে ঐ কালিন্দীর তটসমীপেই বাস করিল ॥ ১৯ ॥

তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্রজম্।
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে ॥ ২০ ॥

তদা (তস্যাং রাত্রৌ) নিশীথে শুচিবনোদ্ভূতঃ (শুচি গ্রীষ্মসম্বন্ধি যৎ বনং তস্মাৎ উদ্ভূতঃ) দাবাগ্নিঃ সুপ্তং ব্রজং (ব্রজবাসিজনং) সর্ব্বতঃ আবৃত্য প্রদগ্ধুম্ উপচক্রমে

ঐ রাত্রিতে নিশীথ সময়ে গ্রীষ্মসম্বন্ধি শুষ্ক অরণ্য হইতে উদ্ভূত দাবানল নিদ্রিত ব্রজবাসীদিগকে চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল ॥ ২০ ॥

তত উত্থায় সম্ভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্ ॥ ২১ ॥

ততঃ দহ্যমানাঃ তে ব্রজৌকসঃ উত্থায় সম্ভ্রান্তাঃ (সন্তঃ) মায়ামনুজম্ ঈশ্বরং কৃষ্ণং শরণং যযুঃ ॥ ২১ ॥

তখন দহ্যমান ঐ ব্রজবাসী সকল উত্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে মায়ামনুজ-বিগ্রহ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম।
এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ ॥ ২২ ॥

(হে) মহাভাগ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, (হে) অমিতবিক্রম রাম, এষঃ ঘোরতমঃ বহ্নিঃ তাবকান্ নঃ (অস্মান্) গ্রসতে হি ॥ ২২ ॥

হে মহাভাগ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হে অমিতবিক্রম রাম, এই ভয়ঙ্কর দাবানল তোমার আশ্রিত ব্রজবাসীদিগকে গ্রাস করিতেছে ॥ ২২ ॥

সুদুস্তরান্ নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো।
ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সংত্যক্তুমকুতোভয়ম্ ॥ ২৩ ॥

(হে) প্রভো, স্বান্ সুহৃদঃ নঃ (অস্মান্) সুদুস্তরাৎ কালাগ্নেঃ পাহি। অকুতোভয়ং ত্বচ্চরণং সংত্যক্তুং ন শক্নুমঃ ॥ ২৩ ॥

হে প্রভো, আমরা তোমার সুহৃৎ ও আত্মীয়, আমাদিগকে সুদুস্তর কালাগ্নি হইতে রক্ষা কর। আমরা অকুতোভয় তোমার চরণ ত্যাগ করিতে সমর্থ নহি ॥ ২৩ ॥

ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ।
তমগ্নিমপিবৎ তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥ ২৪ ॥

অনন্তঃ অনন্তশক্তিধৃক্ জগদীশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য তীব্রং তম্ অগ্নিম্ অপিবৎ ॥ ২৪ ॥

অনন্ত অনন্তশক্তিধারী জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে আত্মীয়-দিগের কাতরতা নিরীক্ষণ করিয়া সেই ভীষণ দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বৃন্দাবনক্রীড়ায়াং দাবাগ্নি-
মোক্ষণং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো জ্ঞাতিভির্মুদিতাত্মভিঃ।
অনুগীয়মানো ন্যবিশদ্‌ব্রজং গোকুলমণ্ডিতম্‌ ॥ ১ ॥

শুকঃ উবাচ ;—অথ কৃষ্ণঃ মুদিতাত্মভিঃ জ্ঞাতিভিঃ পরিবৃতঃ অনুগীয়মানঃ (চ) গোকুলমণ্ডিতং ব্রজং ন্যবিশৎ ॥ ১ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রলম্বাসুর বধ বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন ;—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টচিত্ত জ্ঞাতিবর্গ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও অনুগীয়মান হইয়া গোকুলমণ্ডিত ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া।
গ্রীষ্মো নামর্ত্তুরভবন্নাতিপ্রেয়ান্‌ শরীরিণাম্‌ ॥ ২ ॥

গোপালচ্ছদ্মমায়য়া এবং ব্রজে বিক্রীড়তোঃ (সতোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ) গ্রীষ্মঃ নাম (গ্রীষ্মাখ্যঃ) ঋতুঃ অভবৎ। (সঃ চ) শরীরিণাং নাতিপ্রেয়ান্‌ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ ও বলরাম নিজ মায়ায় গোপালনচ্ছলে এই প্রকারে ব্রজে ক্রীড়াপরায়ণ হইলে, গ্রীষ্ম নামক ঋতু আবির্ভূত হইল। ঐ ঋতু প্রাণীদিগের বিশেষ প্রিয় হয় না ॥ ২ ॥

স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ।
যত্রাস্তে ভগবান্‌ সাক্ষাদ্‌রামেণ সহ কেশবঃ ॥ ৩ ॥

যত্র ভগবান্‌ কেশবঃ রামেণ সহ সাক্ষাৎ আস্তে (তস্য) বৃন্দাবনগুণৈঃ (বৃন্দাবনস্য গুণৈঃ) সঃ (গ্রীষ্মঃ) চ বসন্তঃ ইব লক্ষিতঃ (দৃষ্টঃ) ॥ ৩ ॥

যে স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ কেশব বলরামের সহিত বাস করিতেছিলেন, সেই শ্রীবৃন্দাবনের গুণে ঐ গ্রীষ্মও বসন্তের ন্যায় লক্ষিত হইত ॥ ৩ ॥

যত্র নির্ঝরনির্হ্রাদনিবৃত্তস্বনঝিল্লিকম্।
শশ্বত্তচ্ছীকরর্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৪ ॥

যত্র (বৃন্দাবনে গ্রীষ্মে অপি) নির্ঝরনির্হ্রাদনিবৃত্তস্বনঝিল্লিকং (নির্ঝরাণাং নির্হ্রাদেন ঘোষেণ নিবৃত্তস্বনাঃ প্রচ্ছন্নধ্বনয়ঃ ঝিল্লিকাঃ যস্মিন্) শশ্বত্তচ্ছীকরর্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতং (শশ্বৎ তেষাং নির্ঝরাণাং শীকরৈঃ অম্বুকণৈঃ ঋর্জীষাঃ স্নিগ্ধাঃ যে দ্রুমাঃ তেষাং মণ্ডলৈঃ সমূহৈঃ মণ্ডিতম্) ॥ ৪ ॥

যে বৃন্দাবনে গ্রীষ্মকালেও নির্ঝরের শব্দ দ্বারা ঝিল্লীকুলের কঠোর ধ্বনি সমাচ্ছন্ন থাকিত এবং যাহা নিরন্তর ঐ নির্ঝরসমূহের জলকণা দ্বারা স্নিগ্ধ দ্রুমমণ্ডলে মণ্ডিত থাকিত ॥ ৪ ॥

সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা
কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা।
ন বিদ্যতে যত্র ব্রজৌকসাং দবো
নিদাঘবহ্ন্যর্কভবোঽতিশাদ্বলে ॥ ৫ ॥

যত্র (বৃন্দাবনে) অতিশাদ্বলে (অতিহরিততৃণাকীর্ণে অতিক্রান্তশাদ্বলে বা স্থানে) কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা (কহ্লারকঞ্জোৎপলানি সন্ধ্যাদি-রাত্রিবিকাশীনি পুষ্পাণি তেষাং রেণুহারিণা) সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা (সরিৎসরঃপ্রস্রবণানাম্ উর্ম্মিসম্বন্ধেন শীতলেন বায়ুনা) নিদাঘবহ্ন্যর্কভবঃ (যঃ) দবঃ (সঃ) ব্রজৌকসাং ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥

যে বৃন্দাবনে অতিশয়-হরিত-তৃণাকীর্ণ স্থানে কহ্লার কঞ্জ ও উৎপল সকলের পরাগহারী এবং সরিৎ সরোবর ও প্রস্রবণের তরঙ্গস্পর্শী বায়ুর সঞ্চরণ বশতঃ ব্রজবাসীদিগের গ্রীষ্মকালীন সূর্য্য-কিরণজনিত বা বহ্নিজনিত সন্তাপ উৎপন্ন হইত না ॥ ৫ ॥

অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্ম্মিভি-
র্দ্রবৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা
ভুবো রসং শাদ্বলিতঞ্চ গৃহ্নতে ॥ ৬ ॥

যত্র (বৃন্দাবনে) বিষোল্বণাঃ চণ্ডাংশুকরাঃ অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্ম্মিভিঃ পুলিনৈঃ (সহ) সমন্ততঃ দ্রবৎপুরীষ্যাঃ (দ্রবৎ পুরীষং পঙ্কঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) ভুবঃ রসং শাদ্বলিতং (শাদ্বলতাং) চ ন গৃহ্নতে (হরন্তি) ॥ ৬ ॥

যে বৃন্দাবনে বিষবৎ তীব্র সূর্য্যকিরণ অগাধতোয়া হ্রদিনীর তটস্পর্শী তরঙ্গসমূহের আঘাতে পুলিন-প্রবাহিত-পঙ্ক পঙ্কিল ব্রজভূমির রস বা তৃণময়তা বিনষ্ট করিতে পারিত না ॥ ৬ ॥

বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজম্।
গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসম্ ॥ ৭ ॥

(বৎ) বনং কুসুমিতং শ্রীমৎ নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজং গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎ-কোকিলসারসং (চ বর্ত্ততে) ॥ ৭ ॥

যে বন সর্ব্বদা কুসুমিত শোভাযুক্ত বিবিধ মৃগ ও বিহঙ্গের শব্দে শব্দিত ময়ুর ও ভ্রমর সমূহের গীতধ্বনিত এবং কোকিল ও সারসের নাদে নিনাদিত থাকিত ॥ ৭ ॥

ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ ॥ ৮ ॥

ক্রীড়িষ্যমাণঃ বলসংযুতঃ গোপৈঃ গোধনৈঃ (চ) সংবৃতঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ বেণুং বিরণয়ন্ (বাদয়ন্) তৎ (বনম্) অবিশৎ ॥ ৮ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোপ ও গোধন সকল দ্বারা পরিবৃত হইয়া ক্রীড়াভিলাষে বেণুবাদন করিতে করিতে ঐ বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮ ॥

প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ।
কৃষ্ণরামাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ ॥ ৯ ॥

প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ কৃষ্ণরামাদয়ঃ গোপাঃ ননৃতুঃ যুযুধুঃ জগুঃ (চ) ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ ও বলরাম প্রভৃতি গোপবালক সকল উক্ত বনে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রবাল ময়ূরপুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ মাল্য ও গৈরিক দ্বারা ভূষণ রচনা করিয়া গীত ও যুদ্ধক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্।
বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ (সতঃ) কেচিৎ (গোপাঃ) জগুঃ; কেচিৎ বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ অবাদয়ন্; অথ অপরে প্রশশংসুঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কোন কোন গোপবালক গান করিতে থাকেন; কোন কোন গোপবালক বেণু করতল ও শৃঙ্গ বাজাইতে থাকেন; আর কেহ কেহ প্রশংসা করিতে থাকেন ॥ ১০ ॥

গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণম্।
ঈড়িরে কৃষ্ণরামঞ্চ নটা ইব নটং নৃপ ॥ ১১ ॥

(হে) নৃপ, নটাঃ নটম্ ইব গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্নাঃ দেবাঃ গোপালরূপিণং কৃষ্ণরামং (কৃষ্ণেন সহ রামঃ তং) চ ঈড়িরে ॥ ১১ ॥

হে রাজন্, নট সকল যেরূপ অপর নটকে স্তব করে, তদ্রূপ গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্ন দেবগণ কৃষ্ণ ও বলরামকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ভ্রামণৈর্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ।
চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

কাকপক্ষধরৌ (কর্ণাগ্রলম্বিবক্রালকাঃ কাকপক্ষাঃ তদ্ধরৌ তৌ) ক্বচিৎ ভ্রামণৈঃ লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈঃ আস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ নিযুদ্ধেন (বাহুযুদ্ধেন চ) চিক্রীড়তুঃ ॥ ১২ ॥

কাকপক্ষধারী কৃষ্ণ ও বলরাম কোথাও ভ্রামণ লঙ্ঘন ক্ষেপণ আস্ফোটন ও বিকর্ষণ প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক সহকারে এবং কোথাও বা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্।
শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতি বাদিনৌ ॥ ১৩ ॥

(হে) মহারাজ, ক্বচিৎ অন্যেষু (গোপেষু) নৃত্যৎসু (সৎসু) স্বয়ং গায়কৌ বাদকৌ চ (ভূত্বা) সাধু সাধু ইতি বাদিনৌ (সন্তৌ) শশংসতুঃ ॥ ১৩ ॥

হে মহারাজ, কোথাও অপর গোপবালক সকল নৃত্য করিতে উদ্যত হইলে আপনারা গায়ক ও বাদক হইয়া সাধুবাদ প্রদান সহকারে তাহাদিগের প্রশংসা করিতে থাকেন ॥ ১৩ ॥

ক্বচিদ্‌বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুম্ভৈঃ ক্বচামলকমুষ্টিভিঃ।
অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ ক্বচিন্মৃগখগেহয়া ॥ ১৪ ॥

ক্বচিৎ বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুম্ভৈঃ (কুম্ভবৃক্ষফলৈঃ) ক্ব চ আমলকমুষ্টিভিঃ ক্বচিৎ অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ (অস্পৃশ্যম্ অস্পৃশ্যত্বং নেত্রবন্ধঃ চ তদাদ্যৈঃ) মৃগখগেহয়া (চ) ॥ ১৪ ॥

কোথাও বিল্বফল দ্বারা, কোথাও কুম্ভফল দ্বারা, কোথাও মুষ্টিপূর্ণ আমলকফল দ্বারা, কোথাও অস্পৃশ্যত্ব ও নেত্রবন্ধন প্রভৃতি কৌতুক দ্বারা এবং কোথাও মৃগ ও পক্ষীর চেষ্টানুকরণ দ্বারা ক্রীড়া করিতে থাকেন ॥ ১৪ ॥

ক্বচিচ্চ দর্দ্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরুপহাসকৈঃ।
কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপলীলয়া ॥ ১৫ ॥

ক্বচিৎ দর্দ্দুরপ্লাবৈঃ বিবিধৈঃ উপহাসকৈঃ চ কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া (দোলালম্বনেন) কর্হিচিৎ নৃপলীলয়া (নৃপাণাম্ ইব লীলয়া) ॥ ১৫ ॥

কোথাও ভেকপ্লবন ও বিবিধ হাস্য পরিহাস, কখন দোলালম্বন এবং কখন নরপতিসদৃশ চেষ্টা সহকারে ক্রীড়া করিতে থাকেন ॥ ১৫ ॥

এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনে।
নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ ॥ ১৬ ॥

এবং লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিঃ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) বনে নদ্যদ্রিদ্রোণি-কুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ চেরতুঃ ॥ ১৬ ॥

এইপ্রকার লোকপ্রসিদ্ধ ক্রীড়াসমূহে প্রবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনে নদী গিরিগহ্বর কুঞ্জ-কানন ও সরোবর সকলে ক্রীড়া করিতে থাকেন ॥ ১৬ ॥

পশূংশ্চারয়তো গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ।
গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥

তদ্বনে (তস্মিন্ বনে) গোপৈঃ (সহ) পশূন্ চারয়তোঃ (সতোঃ) রামকৃষ্ণয়োঃ তজ্জিহীর্ষয়া (তয়োঃ হর্ত্তুম্ ইচ্ছয়া) গোপরূপী (গোপরূপধারী সন্) প্রলম্বঃ অসুরঃ অগাৎ ॥ ১৭ ॥

একদা ঐ বনে কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকদিগের সহিত পশুচারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রলম্ব নামক এক অসুর গোপরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের হরণার্থ ঐ স্থানে আগমন করিল ॥ ১৭ ॥

তদ্বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্ব্বদর্শনঃ।
অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্ ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বদর্শনঃ দাশার্হঃ (দাশার্হকুলোৎপন্নঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ বিদ্বান্ (জানন্) অপি তস্য বধং বিচিন্তয়ন্ তৎসখ্যং (তেন সহ সখ্যম্) অন্বমোদত ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহা জানিয়াও ঐ অসুরের বধ চিন্তা করিয়া উহার সহিত সখ্য অনুমোদন করিলেন ॥ ১৮ ॥

তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ।
হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্ ॥ ১৯ ॥

(ততঃ) বিহারবিৎ কৃষ্ণঃ তত্র গোপালান্ উপাহূয়, হে গোপাঃ, যথাযথং (বয়োবলাদ্যনুরূপং) দ্বন্দ্বীভূয় (বয়ং) বিহরিষ্যামঃ (ইতি) প্রাহ ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর বিহারজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থানে গোপবালকগণকে আহ্বান করিয়া, হে গোপবালক সকল, আমরা বয়স ও বলের অনুরূপ দ্বন্দ্বীভূত হইয়া বিহার করিব, এই কথা বলিলেন ॥ ১৯ ॥

তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢ়ৌ গোপা রামজনার্দ্দনৌ।
কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে ॥ ২০ ॥

তত্র (এবং কৃষ্ণেন উক্তে সতি) গোপাঃ রামজনার্দ্দনৌ (এব) পরিবৃঢ়ৌ (নায়কৌ) চক্রুঃ। কেচিৎ কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ (কৃষ্ণস্য যূথগতাঃ) অপরে চ রামস্য (যূথগতাঃ) আসন্ ॥ ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, গোপবালকগণ কৃষ্ণ ও বলরামকে ক্রীড়ার নায়ক করিলেন। পরে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের দলভুক্ত হইলেন, এবং অপর কেহ কেহ বলরামের দলভুক্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ।
যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ ॥ ২১ ॥

বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ (বাহ্যত্বং বাহকত্বং চ লক্ষণং ফলং যাসু তথাবিধাঃ) বিবিধাঃ ক্রীড়াঃ আচেরুঃ যত্র জেতারঃ আরোহন্তি পরাজিতাঃ বহন্তি চ ॥২১॥

তদনন্তর বাহ্য ও বাহক যাহার ফল এইরূপ বিবিধ ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ঐ ক্রীড়ার নিয়ম এই যে, জেতারা জিতদিগের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন এবং জিত বালকেরা জেতা বালকদিগকে স্কন্ধে বহন করিবেন ॥ ২১ ॥

বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম্।
ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ ॥ ২২ ॥

এবং বহন্তঃ বাহ্যমানাঃ চ গোধনং চারয়ন্তঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ (গোপাঃ) ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ ॥ ২২ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণাদি গোপবালকগণ বাহক ও বাহ্য হইয়া গোচারণ করিতে করিতে ভাণ্ডীরক নামে প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ সমীপে উপনীত হইলেন ॥ ২২ ॥

রামসঙ্ঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ।
ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাং স্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ ॥ ২৩ ॥

(হে) নৃপ, যর্হি ক্রীড়ায়াং রামসঙ্ঘট্টিনঃ শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ জয়িনঃ (জাতাঃ তদা) তান্ তান্ কৃষ্ণাদয়ঃ ঊহুঃ ॥ ২৩ ॥

হে রাজন, যখন ক্রীড়াতে বলরামের পক্ষভুক্ত শ্রীদাম ও বৃষভ প্রভৃতি গোপবালক সকল জয়লাভ করিল, তখন তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপক্ষীয় গোপবালকেরা বহন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ২৪ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরাজিতঃ (সন্) শ্রীদামানং ভদ্রসেনঃ বৃষভং প্রলম্বঃ চ রোহিণীসুতম্ উবাহ ॥ ২৪ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্ব রোহিণীনন্দনকে বহন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ।
বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥

দানবপুঙ্গবঃ (প্রলম্বঃ) কৃষ্ণং (প্রবলত্বেন) অবিষহ্যং মন্যমানঃ (তদ্দৃষ্টি-পথবঞ্চনায় রামং) বহন্ অবরোহণতঃ (অবরোহণং সঃ বটঃ এব ততঃ) পরং (দূরং) দ্রুততরং (শীঘ্রম্ এব) প্রাগাৎ ॥ ২৫ ॥

দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব শ্রীকৃষ্ণকে প্রবল অতএব অসহ্য বিবেচনা করিয়া তদীয় দৃষ্টিপথ অতিক্রমকামনায় বলরামকে বহন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট অবরোহণ স্থান হইতে দূরদেশে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

তমুদ্বহন্ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং
মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ।
স আস্থিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ
তড়িদ্দ্যুমানুড়ুপতিরাড়িবাম্বুদঃ ॥ ২৬ ॥

(ততঃ) পুরটপরিচ্ছদঃ সঃ মহাসুরঃ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং তং (রামম্) উদ্বহন্ (শীঘ্রতয়া গমন্ যদা) বিগতরয়ঃ (বেগরহিতঃ জাতঃ তদা) নিজম্ (আসুরং) বপুঃ আস্থিতঃ সন্ তড়িদ্দ্যুমান্ (বিদ্যুদ্দীপ্তিমান্) উড়ুপতিরাট্ অম্বুদঃ ইব বভৌ ॥ ২৬ ॥

অনন্তর সুবর্ণালঙ্কৃত ঐ মহান অসুর সুমেরু সদৃশ গুরুভার বলরামকে বহন করিতে করিতে যখন বেগরহিত হইল, তখন নিজ আসুর দেহ আশ্রয় পূর্ব্বক বিদ্যুন্মালালঙ্কৃত শশধরশোভিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

নিরীক্ষ্য তদ্বপুরলমম্বরে চরৎ
প্রদীপ্তদৃগ্ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকম্।

জ্বলচ্ছিখং কটককিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষাদ্ভুতং হলধর ঈষদত্রসৎ ॥ ২৭ ॥

হলধরঃ অলম্ (অতিবেগেন) অম্বরে (আকাশে) চরৎ প্রদীপ্তদৃক্ (প্রদীপ্তে দৃশৌ নেত্রে যস্মিন্ তৎ) ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকং (ভ্রুকুটিতটে সংলগ্না উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিন্ তৎ) জ্বলচ্ছিখং (জ্বলন্ত্যঃ শিখাঃ কেশাঃ যস্মিন্ তৎ) কটককিরীটকুণ্ডলত্বিষা অদ্ভুতং তৎ বপুঃ নিরীক্ষ্য ঈষৎ অত্রসৎ ॥ ২৭ ॥

হলধর প্রলম্বাসুরের অতিবেগে আকাশগামী প্রদীপ্তনেত্র ভ্রুকুটি-তটসংলগ্ন ভীষণদন্তযুক্ত জ্বলন্তকেশশালী কটককিরীটজ্যোতিতে জ্বলিত সেই অদ্ভুত শরীর নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ ভীত হইলেন ॥ ২৭ ॥

অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো
বিহায় সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ।
রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা
সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা ॥ ২৮ ॥

অথ আগতস্মৃতিঃ (আগতা স্মৃতিঃ যস্য সঃ) অভয়ঃ (ভয়রহিতঃ) বলঃ রুষা আত্মনঃ সার্থং (সঙ্গিনং গোপসমূহং) বিহায় হরন্তং রিপুং (প্রলম্বং) সুরাধিপঃ (ইন্দ্রঃ) গিরিং বজ্ররংহসা ইব দৃঢ়েন মুষ্টিনা শিরসি অহনৎ (অহন্) ২৮ ॥

পরে স্ববিষয়িণী স্মৃতি লাভ করিয়া নির্ভীক বলরাম রোষে নিজের সহচর গোপগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরণপরায়ণ সেই শত্রু প্রলম্বা-সুরকে, সুরপতি যেরূপ পর্ব্বতকে বজ্রাঘাতে বিদারণ করেন তদ্রূপ, দৃঢ়তর মুষ্টি দ্বারা মস্তকে আঘাত করিলেন ॥ ২৮ ॥

স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো
মুখাদ্বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্
গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ ॥ ২৯ ॥

(এবম্) আহতঃ সপদি (তৎক্ষণাৎ) বিশীর্ণমস্তকঃ অপস্মৃতঃ মুখাৎ রুধিরং বমন্ মহারবং (মহাশব্দম্) ঈরয়ন্ (বিমুঞ্চন্) ব্যসুঃ (প্রাণ-রহিতঃ) সঃ অসুরঃ মঘবতঃ আয়ুধাহতঃ গিরিঃ যথা (তথা) অপতৎ ॥ ২৯ ॥

এই প্রকারে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণমস্তক বিলুপ্তস্মৃতি মুখ দ্বারা রুধির বমনকারী ঘোরতরশব্দকারী বিগতপ্রাণ সেই প্রলম্বাসুর ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্র দ্বারা আহত গিরির ন্যায় পতিত হইল ॥ ২৯ ॥

দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা।
গোপাঃ সুবিস্মিতা আসন্ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ ॥ ৩০ ॥

বলশালিনা বলেন প্রলম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা সাধু (কৃতং) সাধু (কৃতম্) ইতি বাদিনঃ গোপাঃ সুবিস্মিতাঃ আসন্ ॥ ৩০ ॥

বলশালী বলরাম কর্ত্তৃক প্রলম্বকে নিহত দেখিয়া সাধুবাদপরায়ণ গোপবালক সকল অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

আশিষোঽভিগৃণন্তস্তং প্রশশংসুস্তদর্হণম্।
প্রেত্যাগতমিবালিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ ॥ ৩১ ॥

তং (রামং) প্রেত্য (প্রকর্ষেণ এত্য পরলোকং গত্বা) আগতম্ ইব আলিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ (প্রেম্ণা বিহ্বলানি চেতাংসি যেষাং তে) আশিষঃ অভিগৃণন্তঃ (প্রযুঞ্জানাঃ গোপাঃ) তদর্হণং (প্রশংসাযোগ্যং তং) প্রশশংসুঃ ॥ ৩১ ॥

বলরামকে পরলোক হইতে পুনরাগত বোধে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্ত ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগকারী গোপবালক সকল প্রশংসা-যোগ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্বৃতাঃ।
অভ্যবর্ষন্ বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি ॥ ৩২ ॥

পাপে প্রলম্বে নিহতে (সতি) পরমনির্বৃতাঃ দেবাঃ বলং মাল্যৈঃ অভ্যবর্ষন্ সাধু সাধু ইতি শশংসুঃ (চ) ॥ ৩২ ॥

পাপাত্মা প্রলম্বাসুর নিহত হইলে, পরমানন্দিত দেবগণ বলরামকে মাল্যবর্ষণ ও সাধুবাদ পুরঃসর প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রলম্বাসুরবধো
নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্গাবো দূরচারিণীঃ।
স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশুস্তৃণলোভেন গহ্বরম্ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ; গোপেষু ক্রীড়াসক্তেষু (সৎসু) তদ্গাবঃ দূরচারিণীঃ (দূরচারিণ্যঃ) স্বৈরং (যথেষ্টং) চরন্ত্যঃ তৃণলোভেন গহ্বরং (দুষ্প্রবেশং বনং) বিবিশুঃ ॥ ১ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মুঞ্জারণ্যপ্রবিষ্ট গোপ ও গোধন সকলের দাবাগ্নি হইতে সংরক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন; গোপবালকগণ ক্রীড়াসক্ত হইলে, তাহাদিগের গোধন সকল দূরদেশে বিচরণ করিতে করিতে স্বেচ্ছাক্রমে তৃণলোভে দুর্গম বনমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১ ॥

অজা গাবো মহিষ্যশ্চ নির্বিশন্ত্যো বনাদ্বনম্।
ঈষিকাটবীং নির্বিবিশুঃ ক্রন্দন্ত্যো দাবতর্ষিতাঃ ॥ ২ ॥

অজাঃ গাবঃ মহিষ্যঃ চ বনাৎ বনং নির্বিশন্ত্যঃ দাবতর্ষিতাঃ (দাবেন গ্রীষ্মতাপেন তর্ষিতাঃ তৃষিতাঃ) ক্রন্দন্ত্যঃ ঈষিকাটবীম্ (অত্যুচ্ছ্রিতবনতৃণবিশেষাবনীং) নির্বিবিশুঃ ॥ ২ ॥

ছাগ গো ও মহিষ সকল বন হইতে বনান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দাবানলে সন্তপ্ত ও তৃষিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ঈষিকা তৃণাচ্ছাদিত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২ ॥

তেঽপশ্যন্তঃ পশূন্ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়স্তদা।
জাতানুতাপা ন বিদুর্বিচিন্বন্তো গবাং গতিম্ ॥ ৩ ॥

তদা কৃষ্ণরামাদয়ঃ তে গোপাঃ পশূন্ অপশ্যন্তঃ জাতানুতাপাঃ গবাং গতিং (গমনমার্গং) বিচিন্বন্তঃ (অপি) ন বিদুঃ ॥ ৩ ॥

তখন কৃষ্ণরামাদি গোপবালকগণ পশুদিগকে দেখিতে না পাইয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং গোসমূহের পদবী অন্বেষণ করিয়াও জানিতে পারিলেন না ॥ ৩ ॥

তৃণৈস্তৎখুরদচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্গবাম্।
মার্গমন্বগমন্ সর্ব্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ ॥ ৪ ॥

নষ্টাজীব্যাঃ (গতজীবিকাসাধনাঃ) বিচেতসঃ (ব্যাকুলচিত্তাঃ চ তে) সর্ব্বে তৎখুরদচ্ছিন্নৈঃ (তাসাং খুরৈঃ দদ্ভিঃ চ ছিন্নৈঃ) তৃণৈঃ গোষ্পদৈঃ অঙ্কিতৈঃ (চ ভূপ্রদেশৈঃ) গবাং মার্গম্ অন্বগমন্ ॥ ৪ ॥

জীবিকাসাধন পশুদিগের অদর্শনে ব্যাকুলচিত্ত গোপবালক সকল উহাদিগের খুর ও দন্ত দ্বারা ছিন্ন তৃণসমূহ এবং গোষ্পদ দ্বারা অঙ্কিত ভূপ্রদেশ সকল লক্ষ্য করিয়া উহাদিগের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনম্।
সংপ্রাপ্য তৃষিতাঃ শ্রান্তাস্ততস্তে সংন্যবর্ত্তয়ন্ ॥ ৫ ॥

ততঃ মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনং সংপ্রাপ্য শ্রান্তাঃ তৃষিতাঃ (চ) তে সংন্যবর্ত্তয়ন্ (পরাবর্ত্তয়ামাসুঃ) ॥ ৫ ॥

অনন্তর তাঁহারা শরবনের অভ্যন্তরে পথভ্রষ্ট ও ক্রন্দনকারী নিজ গোধন প্রাপ্ত হইলেন এবং পরিশ্রান্ত ও তৃষিত হইয়া ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৫ ॥

তা আহূতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৬ ॥

ভগবতা আহূতাঃ তাঃ (গবাদয়ঃ) স্বনাম্নাং নিনদং (ধ্বনিং) শ্রুত্বা প্রহর্ষিতাঃ (সত্যঃ) প্রতিনেদুঃ ॥ ৬ ॥

তৎকালে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক আহূত গবাদি পশু সকল নিজ নিজ নামের ধ্বনি শ্রবণে আনন্দিত হইয়া প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

ততঃ সমন্তাৎ দবধূমকেতু-
র্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্বনৌকসাম্।

সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈ-
র্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্ ॥ ৭ ॥

ততঃ (যদা তে গাঃ সংনিবর্ত্ত্য নিবৃত্তাঃ তস্মিন্ এব সময়ে) বনৌকসাং ক্ষয়কৃৎ সারথিনা (বায়ুনা) সমীরিতঃ উল্বণোল্মুকৈঃ (তীক্ষ্ণবিস্ফুলিঙ্গৈঃ) স্থিরজঙ্গমান্ বিলেলিহানঃ (গ্রসন্) মহান্ দবধূমকেতুঃ (দাবানলঃ) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) যদৃচ্ছয়া (কেনাপি প্রাণিদুর্ভাগ্যেন) অভূৎ ॥ ৭ ॥

ঐ সময়ে বনবাসীদিগের ক্ষয়কারী অনিলচালিত তীক্ষ্ণ বিস্ফুলিঙ্গ সকল দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম সকল গ্রাসকারী মহান্ দাবানল যদৃচ্ছাক্রমে সর্ব্বদিকে সমুত্থিত হইল ॥ ৭ ॥

তমাপতন্তং পরিতো দবাগ্নিং
গোপাঃ সগাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ।
উচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না
যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দ্দিতা জনাঃ ॥ ৮ ॥

পরিতঃ (সর্ব্বতঃ) আপতন্তম্ (আগচ্ছন্তং) তং দবাগ্নিং প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ সগাবঃ গোপাঃ মৃত্যুভয়ার্দ্দিতাঃ জনাঃ হরিং যথা (তথা) প্রপন্নাঃ (শরণং গতাঃ সন্তঃ) সবলং কৃষ্ণম্ উচুঃ চ ॥ ৮ ॥

চতুর্দ্দিকে আগত ঐ দাবানল দর্শনে ভীত গোধনসহিত গোপ-বালক সকল মৃত্যুভয়পীড়িত মনুষ্যসকল যেরূপ শ্রীহরির শরণাপন্ন হয় তদ্রূপ শরণাপন্ন হইয়া বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য্য হে রামামোঘবিক্রম।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ ॥ ৯ ॥

(হে) মহাবীর্য্য কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, (হে) অমোঘবিক্রম রাম, দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নান্ অস্মান্ ত্রাতুং (রক্ষিতুম্) অর্হথঃ ॥ ৯ ॥

হে মহাবীর্য্য কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে অমোঘবিক্রম রাম, দাবাগ্নি কর্ত্তৃক দহ্যমান ও শরণাগত আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৯ ॥

নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হন্ত্যবসাদিতুম্।
বয়ং হি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥

(হে) কৃষ্ণ, নূনং (নিশ্চিতং) ত্বদ্‌বান্ধবাঃ (ত্বৎসম্বন্ধিনঃ) চ (অপি) অবসাদিতুং (অব সমন্তাৎ সাদঃ যেষাং তে অবসাদাঃ দুঃখিতাঃ তদ্বৎ আচরিতুম্ অপি) ন অর্হন্তি। (হে) সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, বয়ং হি ত্বন্নাথাঃ ত্বৎ-পরায়ণাঃ (চ) ॥ ১০ ॥

হে কৃষ্ণ, নিশ্চয় তোমার বান্ধবদিগের দুঃখ পাওয়া উচিত হয় না। হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, আমরা তোমাকে আমাদিগের প্রভু ও আশ্রয় বলিয়া জানি ॥ ১০ ॥

শুক উবাচ।

বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ।
নিমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত ॥ ১১ ॥

শুকঃ উবাচ ;—ভগবান্ হরিঃ বন্ধূনাং কৃপণং (দীনং) বচঃ নিশম্য (শ্রুত্বা) মা ভৈষ্ট (ভয়ং ন কুরুত) লোচনানি নিমীলয়ত ইতি অভাষত ॥ ১১ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—ভগবান্ হরি বান্ধবদিগের এইরূপ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া "ভয় করিও না ; চক্ষু নিমীলন কর" এই কথা বলিলেন ॥ ১১ ॥

তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্ যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ ॥ ১২ ॥

তথা (অস্তু) ইতি (উক্ত্বা তেষু) মীলিতাক্ষেষু (সৎসু) যোগাধীশঃ ভগবান্ উল্বণম্ অগ্নিং মুখেন পীত্বা তান্ (ভাণ্ডীরং নীত্বা) কৃচ্ছ্রাৎ (অগ্নি-ভয়াৎ) ব্যমোচয়ৎ ॥ ১২ ॥

তাহাই করিতেছি বলিয়া গোপবালকগণ নেত্র নিমীলন করিলে, যোগাধীশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই তীব্র দাবানল আনন দ্বারা পান করিয়া তাঁহাদিগকে ভাণ্ডীর বনে নীত ও অগ্নিভয় হইতে মুক্ত করিলেন ॥ ১২ ॥

ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ।
নিশম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ চ তে (গোপাঃ) পুনঃ ভাণ্ডীরম্ আপিতাঃ অক্ষীণি উন্মীল্য আত্মানং (আত্মানঃ) গাঃ চ মোচিতাঃ নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতাঃ আসন্ ॥ ১৩ ॥

অনন্তর গোপবালক সকল পুনর্ব্বার ভাণ্ডীর বনে আনীত হইয়া নেত্র উন্মীলনানন্তর আপনাদিগকে ও গবাদি পশুদিগকে মোচিত দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তদ্‌যোগমায়ানুভাবিতম্ ।
দাবাগ্নেরাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তং মেনিরেঽমরম্ ॥ ১৪ ॥

দাবাগ্নেঃ (সকাশাৎ) আত্মনঃ ক্ষেমং (মোক্ষণম্ ইতি) কৃষ্ণস্য যোগমায়ানুভাবিতং (যোগমায়য়া স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা অনুভাবিতং বাঞ্ছিতং) তৎ যোগবীর্য্যং বীক্ষ্য তম্ অমরং মেনিরে ॥ ১৪ ॥

দাবাগ্নি হইতে আপনাদিগের পরিত্রাণরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজ স্বাভাবিক অচিন্ত্য যোগমায়াখ্য শক্তি দ্বারা বাঞ্ছিত সেই যোগ-বল দর্শন করিয়া গোপবালকগণ তাহাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিলেন ॥ ১৪ ॥

গাঃ সন্নিবর্ত্ত্য সায়াহ্নে সহরামো জনার্দ্দনঃ ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্‌গোপৈরভিষ্টুতঃ ॥ ১৫ ॥

সহরামঃ গোপৈঃ অভিষ্টুতঃ জনার্দ্দনঃ গাঃ সন্নিবর্ত্ত্য সায়াহ্নে বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠম্ অগাৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইয়া বলরামের সহিত গো সকল প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সায়াহ্নে বেণুধ্বনি করিতে করিতে গোষ্ঠে আগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্ গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ ॥ ১৬ ॥

যাসাং (গোপীনাং) যেন (গোবিন্দেন) বিনা ক্ষণং যুগশতম্ ইব অভবৎ, (তাসাং) গোপীনাং গোবিন্দদর্শনে পরমানন্দঃ আসীৎ ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দ বিনা যাঁহাদিগের ক্ষণকালও শত শত যুগের ন্যায় বোধ হইত, সেই গোপীদিগের শ্রীগোবিন্দদর্শনে পরম আনন্দ জন্মিল ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দাবাগ্নিমোক্ষণং নামৈকোন-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

তয়োস্তদদ্ভুতং কর্ম্ম দাবাগ্নের্মোক্ষমাত্মনঃ।
গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ সমাচখ্যুঃ প্রলম্ববধমেব চ ॥ ১ ॥

শুকঃ উবাচ;—গোপাঃ দাবাগ্নেঃ আত্মনঃ মোক্ষং প্রলম্ববধম্ এব চ তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) তৎ অদ্ভুতং কর্ম্ম স্ত্রীভ্যঃ (স্বস্ব মাতৃভ্যঃ) সমাচখ্যুঃ ॥১॥

বিংশ অধ্যায়ে বর্ষা ও শরৎ এই দুই ঋতুর শোভা বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন;—গোপবালকগণ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দাবাগ্নি হইতে আপনাদিগের পরিত্রাণরূপ এবং প্রলম্বাসুরের বধরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের অদ্ভুত কর্ম্ম নিজ জননীবর্গের নিকট বর্ণন করিলেন ॥ ১ ॥

গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ।
মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ ॥ ২ ॥

গোপবৃদ্ধাঃ চ গোপ্যঃ চ তৎ উপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ (সন্তঃ) কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ দেবপ্রবরৌ মেনিরে ॥ ২ ॥

গোপবৃদ্ধ ও গোপী সকল ঐ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরামকে ব্রজে সমুৎপন্ন দুইটি প্রধান দেবতা বলিয়া বোধ করিলেন ॥ ২ ॥

ততঃ প্রাবর্ত্তত প্রাবৃট্ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা।
বিদ্যোতমানপরিধির্বিস্ফূর্জ্জিতনভস্তলা ॥ ৩ ॥

ততঃ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা বিদ্যোতমানপরিধিঃ বিস্ফূর্জ্জিতনভস্তলা প্রাবৃট্ প্রাবর্ত্তত ॥ ৩ ॥

তদনন্তর যে সময়ে উৎপত্তি ও জীবিকা দ্বারা প্রাণীদিগের সমুদ্ভব দেখা যায়, যে সময়ে দিগন্ত সকল বিদ্যোতিত হইয়া থাকে এবং যে সময়ে নভস্তল সংক্ষুভিত হয়, সেই বর্ষাকাল প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩ ॥

সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোম সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ।
অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ ॥ ৪ ॥

(তদা) সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ (সবিদ্যুদ্ভিঃ স্তনয়িত্নুভিঃ গর্জ্জিতৈঃ চ সহিতৈঃ) সান্দ্রনীলাম্বুদৈঃ (সান্দ্রৈঃ নিবিড়ৈঃ নীলাম্বুদৈঃ) আচ্ছন্নম্ অস্পষ্ট-জ্যোতিঃ (অস্পষ্টং জ্যোতিঃ চন্দ্রসূর্য্যাদিকং যত্র তাদৃশং সৎ) ব্যোম সগুণং (গুণাবৃতস্বরূপং জীবাখ্যং) ব্রহ্ম ইব বভৌ ॥ ৪ ॥

তৎকালে বিদ্যুৎ ও গর্জ্জন সহকৃত নিবিড় নীল জলদজালে সমাচ্ছন্ন অতএব অস্পষ্ট-চন্দ্র-সূর্য্যাদি-বিশিষ্ট নভোমণ্ডল গুণাবৃত-স্বরূপ জীবাখ্য ব্রহ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

অষ্টৌ মাসান্ নিপীতং যদ্ভূম্যা উদময়ং বসু ।
স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জ্জন্যঃ কাল আগতে ॥ ৫ ॥

পর্জ্জন্যঃ (সূর্য্যঃ) স্বগোভিঃ (স্বকিরণৈঃ) অষ্টৌ মাসান্ (কার্ত্তিকমারভ্য জ্যৈষ্ঠপর্য্যন্তং) যৎ ভূম্যাঃ উদময়ং (জলময়ং) বসু (ধনং) নিপীতং (তৎ পুনঃ) কালে (বর্ষাকালে) আগতে (সতি) মোক্তুম্ আরেভে ॥ ৫ ॥

সূর্য্য নিজ কিরণ সমূহ দ্বারা কার্ত্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আট মাস পৃথিবীর যে জলময় ধন আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা পুনর্ব্বার বর্ষাকাল আগত হইলে মোচন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥

তড়িত্বন্তো মহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ ।
প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব ॥ ৬ ॥

চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ (চণ্ডশ্বসনেন বেপিতাঃ কম্পিতাঃ) তড়িত্বন্তঃ মহা-মেঘাঃ করুণাঃ (কৃপালবঃ জনাঃ) ইব অস্য (বিশ্বস্য) প্রীণনম্ (আপ্যায়ন-করং) জীবনম্ (উদকং) মুমুচুঃ হি ॥ ৬ ॥

প্রচণ্ড পবন দ্বারা সঞ্চালিত বিদ্যুদ্‌যুক্ত মহামেঘ সকল কৃপালু সাধুদিগের ন্যায় এই বিশ্বের প্রীতিকর জল মোচন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

তপঃকৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্‌বর্ষীয়সী মহী ।
যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সংপ্রাপ্য তৎফলম্ ॥ ৭ ॥

কাম্যতপসঃ (কাম্যং কাম্যপ্রাপ্ত্যর্থং তপঃ যস্য তস্য তপস্বিনঃ) তনুঃ তৎফলং (তস্য তপসঃ ফলং) সংপ্রাপ্য যথা এব (তথা) তপঃকৃশা

(তপসা গ্রীষ্মতাপেন কৃশা শুষ্কা) দেবমীঢ়া (দেবেন পর্জন্যেন মীঢ়া সিক্তা) মহী বর্ষীয়সী (পুষ্টাঙ্গী) আসীৎ ॥ ৭ ॥

সকাম তপস্বীর শরীর যেমন তাহার তপস্যার ফল সংপ্রাপ্ত হইয়া পুষ্ট হয়, তদ্রূপ গ্রীষ্মতাপে কৃশাঙ্গী জলদসিক্তা মহী পুষ্টাঙ্গী হইলেন ॥ ৭ ॥

নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ।

যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥ ৮ ॥

যথা কলৌ যুগে (বিবেকাবরকাজ্ঞানজনিতেন) পাপেন পাষণ্ডাঃ (বেদবিরুদ্ধপাষণ্ডশাস্ত্রাণি ভান্তি নিত্যসিদ্ধাঃ) বেদাঃ (তু) ন হি (এব ভান্তি তথা) নিশামুখেষু (রাত্রিষু) তমসা (প্রকাশকগ্রহাদ্যাবরকমেঘজনিতেন অন্ধকারেণ) খদ্যোতাঃ ভান্তি (প্রকাশন্তে) গ্রহাঃ (শুক্রাদয়ঃ) ন (ভান্তি) ॥ ৮ ॥

যেমন কলিযুগে পাপবশতঃ পাষণ্ড শাস্ত্র সকল উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়, নিত্যসিদ্ধ বেদ প্রকাশ পান না, তদ্রূপ রাত্রিকালে অন্ধকার বশতঃ খদ্যোত সকলই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু শুক্রাদি গ্রহগণ প্রকাশ পান না ॥ ৮ ॥

শ্রুত্বা পর্জন্যনিনদং মণ্ডূকাঃ সসৃজুর্গিরঃ।

তূষ্ণীং শয়ানা প্রাগ্‌যদ্‌বদ্‌ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে ॥ ৯ ॥

যদ্বৎ (যথা) প্রাক্ (প্রথমং) তূষ্ণীং শয়ানাঃ ব্রাহ্মণাঃ (শিষ্যাঃ) নিয়মাত্যয়ে (গুরোঃ নিত্যকর্ম্মপরিসমাপ্তৌ গিরঃ বিসৃজন্তি তদ্বৎ) মণ্ডূকাঃ পর্জন্যনিনদং (পর্জন্যস্য মেঘস্য নিনদং) শ্রুত্বা গিরঃ সসৃজুঃ ॥ ৯ ॥

যদ্রূপ প্রথমে নিঃশব্দে শয়ান শিষ্যসকল গুরুর নিত্যকর্ম্ম পরিসমাপ্তির পর বাক্যালাপ করে, তদ্রূপ ভেক সকল মেঘধ্বনি শ্রবণ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

আসন্নুৎপথগামিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতীঃ।

পুংসো যথাস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ ॥ ১০ ॥

যথা অস্বতন্ত্রস্য (ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রস্য স্বতন্ত্রেতি পাঠে নিরঙ্কুশস্য) পুংসঃ দেহদ্রবিণসম্পদঃ (দেহসম্পদঃ দ্রবিণসম্পদঃ চ তথা) অনুশুষ্যতীঃ (অনুশুষ্যন্ত্যঃ) ক্ষুদ্রনদ্যঃ উৎপথবাহিন্যঃ আসন ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রিয়পরবশ পুরুষের দেহসম্পৎ ও ধনসম্পৎ যেমন উৎপথ-বর্ত্তিনী হইয়া থাকে, তদ্রূপ শুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল এক্ষণে উৎপথবাহিনী হইয়া উঠিল ॥ ১০ ॥

হরিতা হরিভিঃ শষ্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতাঃ।
উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূরভূৎ ॥ ১১ ॥

হরিভিঃ (হরিতৈঃ) শষ্পৈঃ (তৃণৈঃ) হরিতাঃ ইন্দ্রগোপৈঃ (লোহিত-বর্ণকীটবিশেষৈঃ) লোহিতাঃ উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়াঃ (উচ্ছিলীন্ধ্রৈঃ ছত্রাকারৈঃ উদ্ভিজ্জবিশেষৈঃ কৃতচ্ছায়া শ্বেতবর্ণা) চ ভূঃ নৃণাং (রাজ্ঞাং) শ্রীঃ (সেনা-সম্পৎ) ইব অভূৎ ॥ ১১ ॥

নবীন তৃণসমূহ দ্বারা হরিদ্বর্ণ এবং লোহিত কীটবিশেষ দ্বারা লোহিতবর্ণ ও ছত্রাকার উদ্ভিজ্জবিশেষ দ্বারা ছায়াবিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ ভূতল রাজাদিগের সেনাসম্পদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১১॥

ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ।
মানিনামনুতাপং বৈ দৈবাধীনমজানতাম্ ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ (বৃষ্টেরবিচ্ছেদেন লসন্তীভিঃ শাল্যাদিসম্পদ্ভিঃ সর্ব্বং) দৈবাধীনম্ (ইতি) অজানতাং মানিনাম্ (অভিমানবতাং) কর্ষকাণাং মুদং (তানি বৃষ্টেবিচ্ছেদেন শুষ্যন্তীভিঃ তাভিঃ) অনুতাপং (চ) দদুঃ বৈ ॥১২॥

ক্ষেত্রসকল, সমস্তই দৈবাধীন বলিয়া যাহাদিগের জ্ঞান নাই তাদৃশ অভিমানী কৃষকদিগের পক্ষে নিরন্তর বৃষ্টিপাতে পরিবর্দ্ধিত শস্যসম্পত্তি দ্বারা আনন্দ এবং বৃষ্টির বিচ্ছেদে শুষ্কপ্রায় শস্যসম্পত্তি দ্বারা অনুতাপ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

জলস্থলৌকসঃ সর্ব্বে নববারিনিষেবয়া।
অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া ॥ ১৩ ॥

যথা হরিনিষেবয়া (তথা) নববারিনিষেবয়া জলস্থলৌকসঃ সর্ব্বে রুচিরং রূপম্ অবিভ্রন্ (অবিভরুঃ) ॥ ১৩ ॥

জলচর ও স্থলচর সমস্ত জীব হরিসেবারত জীবগণের ন্যায় নববারিসেবনে মনোহর রূপ ধারণ করিল ॥ ১৩ ॥

সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষোভ শ্বসনোর্ম্মিমান্।
অপক্কযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্‌যথা ॥ ১৪ ॥

কামাক্তং (ভোগবাসনাযুক্তং) গুণযুক্ (গুণৈঃ বিষয়ৈঃ যুজ্যতে যৎ তথাভূতম্) অপক্কযোগিনঃ চিত্তং যথা (তথা) শ্বসনোর্ম্মিমান্ (শ্বসনেন পবনেন জাতাঃ যে ঊর্ম্ময়ঃ তদ্বান্) সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুঃ চুক্ষোভ ॥ ১৪ ॥

ভোগবাসনাযুক্ত বিষয়াভিনিবিষ্ট অপক্কযোগীর চিত্তের ন্যায় পবনান্দোলিততরঙ্গসমাকুল নদীসমূহসঙ্গত সিন্ধু ক্ষুভিত হইয়া উঠিল ॥ ১৪ ॥

গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ।
অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ ॥ ১৫ ॥

ব্যসনৈঃ (তাপত্রয়ৈঃ) অভিভূয়মানাঃ (তিরস্ক্রিয়মাণাঃ) অধোক্ষজচেতসঃ (অধোক্ষজে ভগবতি চেতঃ যেষাং তে) যথা (তথা) বর্ষধারাভিঃ হন্যমানাঃ গিরয়ঃ ন বিব্যথুঃ ॥ ১৫ ॥

ত্রিতাপে অভিভূত ভগবদাসক্তচিত্ত জনগণের ন্যায় বর্ষধারা দ্বারা আহত গিরিসকল ব্যথিত হইল না ॥ ১৫ ॥

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না অসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালেন চাহতাঃ ॥ ১৬ ॥

দ্বিজৈঃ ন অভ্যস্যমানাঃ (অনভ্যস্যমানাঃ লুপ্তসংস্কারাঃ) কালেন চ আহতাঃ (বিস্মৃতাঃ) শ্রুতয়ঃ ইব অসংস্কৃতাঃ তৃণৈঃ ছন্নাঃ (আবৃতাঃ) মার্গাঃ সন্দিগ্ধাঃ বভূবুঃ ॥ ১৬ ॥

দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক অনভ্যস্যমান ও কালধর্ম্মে বিস্মৃত শ্রুতি সকলের ন্যায় অসংস্কৃত ও তৃণাবৃত পথ সকল সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল ॥ ১৬ ॥

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।
স্থৈর্য্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব ॥ ১৭ ॥

চলসৌহৃদাঃ (চলম্ অস্থিরং সৌহৃদং প্রেম যাসাং তাঃ) কামিন্যঃ (পুংশ্চল্যঃ) গুণিষু পুরুষেষু ইব বিদ্যুতঃ লোকবন্ধুষু (জীবনহেতুজলপ্রদানেন সর্ব্বপ্রাণ্যুপকারিষু) মেঘেষু স্থৈর্য্যং (নিয়তদেশে চিরকালং সঙ্গং) ন চক্রুঃ ॥ ১৭ ॥

চঞ্চলপ্রেম পুংশ্চলী সকল যেরূপ গুণবান্ পুরুষেও চিরসঙ্গত থাকে না, তদ্রূপ বিদ্যুৎ সকলও লোকবন্ধু মেঘসকলে স্থিরতা ধারণ করিল না॥ ১৭॥

ধনুর্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণঞ্চ গুণিন্যভাৎ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষো যথা॥ ১৮॥

গুণব্যতিকরে (গুণকার্য্যে) ব্যক্তে (প্রপঞ্চে) অগুণবান্ (মায়াগুণাতীতঃ) পুরুষঃ (ভগবান্) যথা (তথা) গুণিনি (শব্দগুণবতি) বিয়তি (আকাশে) নির্গুণং (জ্যারহিতং) চ মাহেন্দ্রং ধনুঃ অভাৎ॥ ১৮॥

গুণকার্য্যভূত ব্যক্ত প্রপঞ্চে নির্গুণ পুরুষের ন্যায় শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশে গুণরহিত ঐন্দ্র ধনু শোভা পাইতে লাগিল॥ ১৮।

ন ররাজোডুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ।
অহম্মত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা॥ ১৯॥

স্বভাসা (স্বীয়গুণময়চ্ছবিরূপয়া, স্বেনৈব) ভাসিতয়া (প্রকাশিতয়া) অহংমত্যা (অবিদ্যয়া অহঙ্কারেণ বা) পুরুষঃ যথা (তথা) স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈঃ (স্বজ্যোৎস্নয়া রাজিতৈঃ প্রকাশিতৈঃ) ঘনৈঃ (মেঘৈঃ) ছন্নঃ উডুপঃ (চন্দ্রঃ) ন ররাজ॥ ১৯॥

স্বীয় গুণময়চ্ছবিরূপা দীপ্তি দ্বারা প্রকাশিত অহঙ্কার দ্বারা আবৃত পুরুষের ন্যায় স্বীয় তুষারময়ী জ্যোৎস্না দ্বারা প্রকাশিত মেঘসমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন চন্দ্র প্রকাশ প্রাপ্ত হইলেন না॥ ১৯॥

মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ।
গৃহেষু তপ্তা নির্বিণ্ণা যথাচ্যুতসমাগমে॥ ২০॥

গৃহেষু তপ্তাঃ নির্বিণ্ণাঃ (জনাঃ) অচ্যুতসমাগমে (অচ্যুতজনসমাগমে) যথা (তথা) মেঘাগমোৎসবাঃ (মেঘাগমেন উৎসবঃ যেষাং তে) হৃষ্টাঃ শিখণ্ডিনঃ (ময়ূরাঃ) প্রত্যনন্দন্॥ ২০॥

গৃহাশ্রমে সন্তপ্ত বিরক্ত মনুষ্যসকল যেরূপ ভাগবতজনের সমাগমে আনন্দ লাভ করে, তদ্রূপ মেঘাগমে উৎসবান্বিত হৃষ্ট ময়ূর সকল আনন্দ লাভ করিল॥ ২০॥

পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ভিরাসন্নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
প্রাক্ ক্ষামাস্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া ॥ ২১ ॥

প্রাক্ (পূর্ব্বং) তপসা ক্ষামাঃ কৃশাঙ্গাঃ শ্রান্তাঃ চ পুনঃ কামানুসেবয়া যথা তথা পাদপাঃ পদ্ভিঃ অপঃ পীত্বা নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ (নবাঙ্কুরপত্রপুষ্পপল্লব-ফলাদিনানেকরূপদেহাঃ) আসন্ ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বে তপস্যা দ্বারা কৃশাঙ্গ ও শ্রান্ত ব্যক্তি সকল যেরূপ অভি-লষিত বিষয়ের সেবা দ্বারা পরে পানভোজনাদিবিবিধস্বভাবান্বিত বিবিধ শরীর লাভ করে, তদ্রূপ বৃক্ষ সকল স্বস্বমূল দ্বারা রস গ্রহণ করিয়া নবাঙ্কুরাদিবিশিষ্ট বিবিধ মূর্ত্তি সকল প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥২১॥

সরঃস্বশান্তরোধঃসু ন্যূষুরঙ্গাপি সারসাঃ।
গৃহেষ্বশান্তকৃত্যেষু গ্রাম্যা ইব দুরাশয়াঃ ॥ ২২ ॥

অঙ্গ (হে রাজন্), দুরাশয়াঃ বিষয়াবিষ্টচিত্তাঃ গ্রাম্যাঃ (গৃহস্থাঃ) অশান্তকৃত্যেষু (অশান্তানি দুঃখোদর্কাণি কৃত্যানি কর্ম্মাণি যেষু তেষু) গৃহেষু ইব সারসাঃ (চক্রবাকাঃ) অশান্তরোধঃসু (অশান্তানি পঙ্ককণ্টকাদি-যুক্তানি রোধাংসি তটানি যেষাং তেষু) অপি সরঃসু ন্যূষুঃ ॥ ২২ ॥

হে রাজন্, বিষয়াবিষ্টচিত্ত গৃহস্থ সকল যেরূপ অশান্তকর্ম্ম বিশিষ্ট গৃহে বাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ সারস সকল পঙ্ককণ্টকাদিযুক্ত তটসমূহে বাস করিয়া রহিল ॥ ২২ ॥

জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা ॥ ২৩ ॥

কলৌ পাষণ্ডিনাং বেদবিদ্বেষিণাম্ অসদ্বাদৈঃ (কুতর্কৈঃ) বেদমার্গাঃ (বেদপ্রতিপাদিতধর্ম্মাঃ) যথা (তথা) ঈশ্বরে (ইন্দ্রে) বর্ষতি (সতি) জলৌঘৈঃ সেতবঃ নিরভিদ্যন্ত ॥ ২৩ ॥

কলিযুগে পাষণ্ডকুলের কুতর্ক দ্বারা বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম্ম যেরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্র বর্ষণ করিতে থাকিলে জলপ্রবাহ-সমূহ দ্বারা সেতু সকল ভগ্ন হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

ব্যমুঞ্চন্ বায়ুভির্ন্নুন্না ভূতেভ্যশ্চামৃতং ঘনাঃ।
যথাশিষো বিট্‌পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ ॥ ২৪ ॥

কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ (দ্বিজৈঃ ঈরিতাঃ প্রেরিতাঃ) বিট্‌পতয়ঃ (রাজানঃ বণিজাং পতয়ঃ বা) আশিষঃ (কামান্) যথা (তথা) বায়ুভিঃ ঈরিতাঃ (প্রেরিতাঃ) ঘনাঃ চ ভূতেভ্যঃ অমৃতং বামুঞ্চন্ ॥ ২৪ ॥

রাজগণ যেরূপ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কালে কালে কাম্য বিষয় সকল বিতরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বায়ু দ্বারা পরিচালিত মেঘ সকল প্রাণিগণের উদ্দেশে অমৃতস্বরূপ জল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

এবং বনং তদ্বর্ষিষ্ঠং পক্কখর্জ্জূরজম্বুমৎ।
গোগোপালৈর্ব্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ ॥ ২৫ ॥

গোগোপালৈঃ বৃতঃ সবলঃ হরিঃ এবং (প্রাবৃট্‌শ্রিয়া যুক্তং) বর্ষিষ্ঠং (সমৃদ্ধং) পক্কখর্জ্জূরজম্বুমৎ তৎ (প্রসিদ্ধং) বনং (শ্রীবৃন্দাবনং) রন্তুং প্রাবিশৎ ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত গো ও গোপবালক সমূহে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়ার্থ এই প্রকার বর্ষাকালীনশোভাসম্পন্ন সমৃদ্ধ পক্ক খর্জ্জূর ও জম্বু ফল বিশিষ্ট সেই শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৫ ॥

ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা।
যযুর্ভগবতাহূতা দ্রুতং প্রীত্যা স্নুতস্তনাঃ ॥ ২৬ ॥

ভূয়সা (মহতা) উধোভারেণ মন্দগামিন্যঃ ধেনবঃ ভগবতা আহূতাঃ স্নুতস্তনাঃ (সত্যঃ) প্রীত্যা দ্রুতং (শীঘ্রং) যযুঃ ॥ ২৬ ॥

বৃহৎ স্তনভরে মন্দগামিনী ধেনু সকল শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দুগ্ধ ক্ষরণ করিতে করিতে আনন্দে দ্রুত গমন করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজীর্মধুচ্যুতঃ।
জলধারা গিরের্নাদাদাসন্না দদৃশে গুহাঃ ॥ ২৭ ॥

(শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রমুদিতাঃ বনৌকসঃ (পুলিন্দাদীন্) মধুচ্যুতঃ (মধুস্রবঃ) বনরাজীঃ গিরেঃ (সকাশাৎ) জলধারাঃ নাদাৎ (হেতোঃ) আসন্নাঃ (নিকটবর্ত্তিনীঃ) গুহাঃ (চ) দদৃশে (দদর্শ) ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত পুলিন্দ প্রভৃতি বনবাসী সকল মধুক্ষরণশীল বনরাজি গিরিনিঃসৃত জলধারা ও ধ্বনি শ্রবণে নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত গিরিগুহা সকল দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

ক্বচিদ্বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াঞ্চাভিবর্ষতি।
নির্বিশন্ ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ ॥ ২৮ ॥

কন্দমূলফলাশনঃ (কন্দং বর্ত্তুলাকারং চ মূলং দীর্ঘাকারং চ ফলং চ কন্দমূলফলানি তানি অশনং যস্য সঃ) ভগবান্ (দেবে) অভিবর্ষতি (সতি) ক্বচিৎ বনস্পতিক্রোড়ে (কদাচিৎ) গুহায়াং চ নির্বিশন্ রেমে ॥ ২৮ ॥

কন্দমূলফলাহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবতা বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলে কখন বৃক্ষমূলে কখন বা গুহামধ্যে অবস্থিত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

দধ্যোদনমুপানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে।
সংভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥

সঙ্কর্ষণান্বিতঃ (সঙ্কর্ষণেন অন্বিতঃ সহিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সংভোজনীয়ৈঃ (সহভোজনযোগ্যৈঃ সখিভিঃ) গোপৈঃ (সহ) সলিলান্তিকে শিলায়াম্ (উপবিশ্য গৃহাৎ) উপানীতং দধ্যোদনং বুভুজে ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ ও বলরাম সহভোজনযোগ্য সখা গোপবালকগণের সহিত সলিলান্তিকে শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক গৃহ হইতে আনীত দধিযুক্ত অন্ন ভোজন করিলেন ॥ ২৯ ॥

শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্ব্বতো মীলিতেক্ষণান্।
তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ ॥ ৩০ ॥
প্রাবৃট্‌শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষ্য সর্ব্বকালসুখাবহাম্।
ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্ব্বতঃ তৃপ্তান্ মীলিতেক্ষণান্ বৃষান্ বৎসতরান্ স্বোধোভরশ্রমাঃ গাঃ চ সর্ব্বকালসুখাবহাম্ আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাং প্রাবৃট্‌শ্রিয়ং চ বীক্ষ্য তাং পূজয়াঞ্চক্রে ॥ ৩০।৩১ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নবীনতৃণময় ভূমিতলে উপবেশন পূর্ব্বক চর্ব্বণকারী তৃপ্ত মিলিতনেত্র বৃষ ও বৎসতর এবং নিজ স্তনভরে কাতর

গাভি সকল ও সর্ব্বকালসুখাবহ নিজশক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত বর্ষা-শোভা সন্দর্শন করিয়া উহাকে অভিনন্দন করিলেন ॥ ৩০॥৩১ ॥

এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্ব্রজে।
শরৎ সমভবদ্‌ব্যভ্রা স্বচ্ছাম্বুপরুষানিলা ॥ ৩২ ॥

এবং (ক্রীড়াপরত্বেন) তস্মিন্ ব্রজে রামকৃষ্ণয়োঃ নিবসতোঃ (সতোঃ) ব্যভ্রা (বিগতানি অভ্রাণি যস্যাং সা) স্বচ্ছাম্বপরুষানিলা (স্বচ্ছানি অম্বূনি যস্যাং সা স্বচ্ছাম্বুঃ, অপরুষঃ শান্তঃ অনিলঃ যস্যাং সা অপরুষানিলা স্বচ্ছাম্বুশ্চ অপরুষা-নিলা চ) শরৎ সমভবৎ ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ ও বলরাম এইরূপ ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া ব্রজে বাস করি-তেছেন, ইতিমধ্যে বর্ষাপগমে মেঘশূন্য স্বচ্ছ সলিল ও শান্ত অনিল বিশিষ্ট শরৎকাল সমাগত হইল ॥ ৩২ ॥

শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া ॥ ৩৩ ॥

ভ্রষ্টানাং চেতাংসি পুনঃ যোগনিষেবয়া ইব নীরাণি নীরজোৎপত্ত্যা (নীরজানাম্ উৎপত্তিঃ যয়া তয়া) শরদা প্রকৃতিং যযুঃ ॥ ৩৩ ॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্ত যেরূপ পুনর্ব্বার যোগাবলম্বন দ্বারা প্রকৃতিস্থ হয়, তদ্রূপ জল সকল কমলোৎপত্তিহেতু শরৎকালের সমাগমে পুনর্ব্বার নিজ স্বভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৩ ॥

ব্যোম্নোঽভ্রং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাং মলম্।
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্ ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণে ভক্তিঃ আশ্রমিণাম্ অশুভং যথা (তথা) শরৎ ব্যোম্নঃ (আকাশস্য) অভ্রং (মেঘং) ভূতশাবল্যং (ভূতানাং শাবল্যং সাঙ্কর্য্যং) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) পঙ্কম্ অপাং মলং (চ) জহার ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি যেরূপ আশ্রমীদিগের অশুভ হরণ করে, তদ্রূপ শরৎ আকাশের মেঘ ক্ষিত্যাদি ভূত সকলের সাঙ্কর্য্য পৃথিবীর পঙ্ক ও জলের মল হরণ করিল ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চ্চসঃ।
যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ ॥ ৩৫ ॥

মুক্তকিল্বিষাঃ (মুক্তং কিল্বিষং যেষাং তে) ত্যক্তৈষণাঃ (ত্যক্তা এষণা যৈঃ তে) শান্তাঃ মুনয়ঃ যথা (তথা) সর্ব্বস্বং হিত্বা শুভ্রবর্চ্চসঃ (শুভ্রং শুক্লং বর্চ্চঃ কান্তিঃ যেষাং তে) জলদাঃ (মেঘাঃ) বিরেজুঃ॥ ৩৫ ॥

নিষ্পাপ বাসনারহিত শান্ত মুনি সকলের ন্যায় মেঘ সকল সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ্রকান্তি হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥ ৩৬ ॥

যথা জ্ঞানিনঃ জ্ঞানামৃতং কালে দদতে ন বা (তথা) গিরয়ঃ শিবং তোয়ং ক্বচিৎ মুমুচুঃ ন (বা) ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞানিগণ যেরূপ কখন জ্ঞানামৃত প্রদান করেন কখন বা করেন না, তদ্রূপ গিরি সকল কখন নির্ম্মল জল বর্ষণ করিল কখন বা করিল না ॥ ৩৬ ॥

নৈবাবিদন্ ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ।
যথায়ুরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ ॥ ৩৭ ॥

মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ নরাঃ অন্বহং ক্ষয্যং (ক্ষীয়মাণম্) আয়ুঃ যথা (তথা) গাধজলেচরাঃ (ক্ষুদ্রজলে বর্ত্তমানাঃ মৎস্যাদয়ঃ) ক্ষীয়মাণং জলং নৈব অবিদন্ ॥ ৩৭ ॥

কুটুম্বান্বিত মূঢ় পুরুষ সকল যেরূপ দিনে দিনে ক্ষীয়মাণ আয়ু বিদিত হইতে পারে না, তদ্রূপ অল্পজলে বর্ত্তমান মৎস্যাদি জলচর সকল দিনে দিনে ক্ষীয়মাণ জল বিদিত হইল না ॥ ৩৭ ॥

গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দন্ শরদর্কজম্।
যথা দরিদ্রঃ কৃপণঃ কুটুম্ব্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অবিজিতেন্দ্রিয়ঃ কুটুম্বী কৃপণঃ (দীনঃ) দরিদ্রঃ যথা (তথা) গাধবারিচরাঃ শরদর্কজং তাপম্ অবিন্দন্ (লেভিরে) ॥ ৩৮ ॥

অবিজিতেন্দ্রিয় কুটুম্বাসক্ত দীন দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায় অল্পজলচর প্রাণী সকল শরৎকালীন সূর্য্যের তাপে সন্তপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামঞ্চ বীরুধঃ।
যথাহংমমতাং ধীরাঃ শরীরাদিম্বনাত্মসু ॥ ৩৯ ॥

ধীরাঃ (পুরুষাঃ) অনাত্মসু শরীরাদিষু অহংমমতাং যথা (তথা) স্থলানি পঙ্কং বীরুধঃ আমম্ (অপক্কতাং) শনৈঃ শনৈঃ জহুঃ ॥ ৩৯ ॥

ধীর পুরুষ সকল যেমন ক্রমে ক্রমে অনাত্ম শরীরাদিতে অহং-মমতা ত্যাগ করে, তদ্রূপ ভূমি সকল ধীরে ধীরে পঙ্ক এবং লতাসমূহ ধীরে ধীরে অপক্কতা ত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

নিশ্চলাম্বুরভূত্তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে।
আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্মুনির্ব্যুপরতাগমঃ ॥ ৪০ ॥

আত্মনি সম্যক্ উপরতে (ত্যক্তবিষয়ে সতি) ব্যুপরতাগমঃ (নিবৃত্তবেদঘোষঃ) মুনিঃ (ইব) শরদাগমে (সতি) নিশ্চলাম্বুঃ সমুদ্রঃ তূষ্ণীম্ অভূৎ ॥ ৪০ ॥

আত্মা সম্যক্‌প্রকারে বিষয় পরিত্যাগ করিলে মুনি যেরূপ বেদাধ্যয়ন হইতে নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ শরদাগমে নিশ্চলাম্বু সমুদ্র নীরব হইল ॥ ৪০ ॥

কেদারেভ্যস্ত্বপোঽগৃহ্ণন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ।
যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্‌জ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ ॥ ৪১ ॥

প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ দ্বারভূতৈঃ) স্রবজ্‌জ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ যথা (তথা) কেদারেভ্যঃ (শালিক্ষেত্রেভ্যঃ ক্ষরন্তীঃ) অপঃ দৃঢ়সেতুভিঃ (তন্নির্গম-মার্গনিরোধেন) তু কর্ষকাঃ অগৃহ্ণন্ (অরক্ষন্) ॥ ৪১ ॥

যোগিগণ যেরূপ ইন্দ্রিয়বর্গের নিরোধ করিয়া তদ্দ্বারা বিগলিত জ্ঞান গ্রহণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কৃষকগণ দৃঢ়সেতু দ্বারা কেদার হইতে বিগলিত জল সকল রক্ষা করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানামুড়ুপোঽহরৎ।
দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্ ॥ ৪২ ॥

বোধঃ (আত্মজ্ঞানং) দেহাভিমানজং (তাপং যথা) মুকুন্দঃ ব্রজযোষিতাং (তাপং যথা তথা) উড়ুপঃ (চন্দ্রঃ) ভূতানাং শরদর্কাংশুজান্ তাপান্ অহরৎ ॥ ৪২ ॥

আত্মজ্ঞান যেরূপ দেহাভিমানজ তাপ হরণ করিয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্রজগোপীদিগের তাপ হরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ

চন্দ্র প্রাণীদিগের শরৎকালীন সূর্য্যের প্রখরকিরণ বা সন্তাপ হরণ করিলেন ॥ ৪২ ॥

খমশোভত নির্মেঘং শরদ্বিমলতারকম্।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্ ॥ ৪৩ ॥

শব্দব্রহ্মার্থদর্শনং (শব্দব্রহ্মণঃ বেদস্য অর্থান্ পূর্ব্বোত্তরমীমাংসানির্ণীতান্ দর্শয়তি ইতি তথা) সত্ত্বযুক্তং চিত্তং যথা (তথা) নির্মেঘং শরদ্বিমলতারকং (শরদা বিমলাঃ তারকাঃ যস্মিন্ তৎ) খম্ (আকাশম্) অশোভত ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বোত্তরমীমাংসানির্ণীত বেদার্থের দর্শক সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তের ন্যায় মেঘরহিত শরৎকালীন-বিমল-তারকাখচিত নভোমণ্ডল শোভিত হইল ॥ ৪৩ ॥

অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নি ররাজোড়ুগণৈঃ শশী।
যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি ॥ ৪৪ ॥

ভুবি বৃষ্ণিচক্রাবৃতঃ যদুপতিঃ কৃষ্ণঃ যথা (তথা) ব্যোম্নি উড়ুগণৈঃ (বৃতঃ) অখণ্ডমণ্ডলঃ শশী ররাজ ॥ ৪৪ ॥

পৃথিবীতে যদুবংশপরিবৃত যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আকাশে নক্ষত্রগণপরিবৃত অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্র শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্।
জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ ॥ ৪৫ ॥

সমশীতোষ্ণং (সমঃ অনূনাধিকঃ শীতঃ চ উষ্ণঃ চ যঃ তং) প্রসূনবনমারুতং (প্রসূনপরিপূরিতস্য বনস্য মারুতম্) আশ্লিষ্য জনাঃ তাপং জহুঃ কৃষ্ণহৃতচেতসঃ গোপ্যঃ (তু) ন ॥ ৪৫ ॥

সমশীতোষ্ণ পুষ্পবনবাহী বায়ু সেবন করিয়া লোক সকল তাপ-নির্ম্মুক্ত হইল, কিন্তু কৃষ্ণগৃহীতচিত্তা গোপীসকল তাপরহিত হইতে পারিলেন না ॥ ৪৫ ॥

গাবো মৃগাঃ খগা নার্য্যঃ পুষ্পিণ্যঃ শরদাভবন্।
অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ ফলৈরীশক্রিয়া ইব ॥ ৪৬ ॥

ফলৈঃ ঈশক্রিয়াঃ (ঈশ্বরারাধনার্থাঃ ক্রিয়াঃ) ইব স্ববৃষৈঃ অন্বীয়মানাঃ (অনুগম্যমানাঃ) গাবঃ মৃগাঃ খগাঃ নার্য্যঃ (চ) শরদা (নিমিত্তেন) পুষ্পিণ্যঃ (গর্ভিণ্যঃ) অভবন্ ॥ ৪৬ ॥

ফলসমূহ দ্বারা অন্বীয়মানা ঈশ্বরারাধনার্থা ক্রিয়ার ন্যায় স্ববৃষ কর্ত্তৃক অনুগম্যমানা গাভী, মৃগ পক্ষী ও নারী সকল শরদাগমে গর্ভিণী হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

উদহৃষ্যন্ বারিজানি সূর্য্যোত্থানে কুমুদ্বিনা।
রাজ্ঞা তু নির্ভয়া লোকা আসন্ দস্যূন্ বিনা নৃপ ॥ ৪৭ ॥

(হে) নৃপ, (যথা ধর্ম্মাত্মনা) রাজ্ঞা দস্যূন্ বিনা তু (সর্ব্বে) লোকাঃ (জনাঃ) নির্ভয়াঃ আসন্ (তথা) সূর্য্যোত্থানে কুমুদ্বিনা বারিজানি উদহৃষ্যন্ ॥৪৭॥

হে নৃপ, রাজা ধার্ম্মিক হইলে প্রজাগণ যেরূপ দস্যুর অভাবে নির্ভয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ সূর্য্যোদয়ে জলজ সকল কুমুদ ব্যতিরেকে প্রফুল্ল হইতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

পুরগ্রামেষ্বাগ্রয়ণৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈঃ।
বভৌ ভূঃ পক্কশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ ॥ ৪৮ ॥

পুরগ্রামেষু (পুরেষু গ্রামেষু চ) আগ্রয়ণৈঃ (নবান্নপ্রাশনার্থৈঃ বৈদিকৈঃ মন্ত্রৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়ার্থৈঃ লৌকিকৈঃ) চ মহোৎসবৈঃ আভ্যাং (রাম-কৃষ্ণাভ্যাং চ) পক্কশস্যাঢ্যা (পক্কশস্যৈঃ আঢ্যা সম্পন্না) হরেঃ কলা (শক্তিঃ) ভূঃ (পৃথিবী) নিতরাম্ (অতিশয়েন) বভৌ (অশোভত) ॥ ৪৮ ॥

পুর ও গ্রাম সকলে নবান্নভোজনার্থ বৈদিক মন্ত্র সকল ও ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ লৌকিক মহোৎসব সকল এবং কৃষ্ণ ও বলরাম দ্বারা পক্কশস্যাঢ্যা শ্রীহরির কলারূপা পৃথিবী অতিশয় শোভিত হইলেন ॥৪৮॥

বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে।
বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ডান্ কাল আগতে ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধাঃ (ভক্ত্যাদিসিদ্ধাঃ) কালে আগতে স্বপিণ্ডান্ (প্রাপ্তব্যপার্ষদাদিদেহান্) যথা (তথা) বর্ষরুদ্ধাঃ বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতাঃ (বণিজঃ মুনয়ঃ নৃপাঃ স্নাতকাঃ চ) নির্গম্য অর্থান্ (বাণিজ্যস্বাচ্ছন্দ্যাদিগ্বিজয়বিদ্যাদীন্) প্রপেদিরে ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধ পুরুষ সকল যেরূপ কাল আগত হইলে, প্রাপ্তব্য পার্ষদাদি-দেহ লাভ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বর্ষাপ্রযুক্ত গৃহে অবরুদ্ধ বণিক্ মুনি নরপতি ও ব্রহ্মচারিগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, বাণিজ্য স্বাচ্ছন্দ্য দিগ্বিজয় ও বিদ্যাদি লাভ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীবৃন্দাবনক্রীড়ায়াং প্রাবৃট্-শরদ্বর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা।
ন্যবিশদ্‌বায়ুনা বাতং সগোগোপালকো বনম্ ॥ ১ ॥

শুকঃ উবাচ;—সগোগোপালকঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইত্থম্ (এবম্ভূতং) শরৎস্বচ্ছজলং (শরদা স্বচ্ছানি জলানি যস্মিন্ তৎ) পদ্মাকরসুগন্ধিনা বায়ুনা বাতং (ব্যাপ্তং) বনং ন্যবিশৎ ॥ ১ ॥

একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের রম্য শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ ও তদীয় বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপাদিগের গীত বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন;—শ্রীকৃষ্ণ গো ও গোপাল সকলের সহিত এবম্ভূত শরদাগমে নির্ম্মলসলিল এবং পদ্মাকরসম্পৃক্ত সুগন্ধী বায়ু দ্বারা ব্যাপ্ত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-
দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥ ২ ॥

সহপশুপালবলঃ (পশুপালৈঃ বলেন চ সহিতঃ) মধুপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গাঃ চারয়ন্ কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গদ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রং (কুসুমিতাসু বনরাজিষু যে শুষ্মিণঃ মত্তাঃ ভৃঙ্গাঃ দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ চ তেষাং কুলৈঃ ঘুষ্টাঃ নাদিতাঃ সরাংসি সরিতঃ মহীধ্রাঃ পর্ব্বতাঃ চ যস্মিন্ তৎ বনম্) অবগাহ্য (প্রবিশ্য) বেণুং চুকূজ ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও গোপবালকদিগের সহিত গোচারণ করিতে করিতে কুসুমিতবনরাজিস্থিত মদমত্ত ভ্রমরনিকর ও পক্ষিকুল কর্ত্তৃক নাদিত সরিৎ সরোবর ও পর্ব্বত বিশিষ্ট অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বংশীধ্বনি করিলেন ॥ ২ ॥

তদ্ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥ ৩ ॥

স্মরোদয়ং (স্মরস্ত কামস্ত উদয়ঃ যস্মাৎ তৎ) তৎ কৃষ্ণস্ত বেণুগীতম্ আশ্রুত্য কাশ্চিৎ ব্রজস্ত্রিয়ঃ পরোক্ষং (যথা ভবতি তথা) স্বসখীভ্যঃ অন্ববর্ণয়ন্॥ ৩॥

মদনোদ্ভবকারী সেই শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করিয়া কোন কোন ব্রজাঙ্গনা পরোক্ষে নিজ নিজ সখীর নিকট উহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৩॥

তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ॥ ৪॥

(হে) নৃপ, তৎ (বেণুগীতং) বর্ণয়িতুম্ আরব্ধাঃ (অপি) কৃষ্ণচেষ্টিতং স্মরন্ত্যঃ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসঃ (ব্যাকুলিতচিত্তাঃ সত্যঃ বর্ণনং কর্তুং) ন অশকন্॥ ৪॥

হে রাজন্, সেই বেণুগীত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা সকল স্মরণ করিতে করিতে কন্দর্পবেগে ব্যাকুলিতচিত্তা হইয়া তাঁহারা উহা বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন নাই॥ ৪॥

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥ ৫॥

বর্হাপীড়ং (বর্হাণাং ময়ূরপিচ্ছানাম্ আপীড়ং শিরোভূষণং) নটবরবপুঃ (নটবরবৎ বপুঃ) কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং (কর্ণিকারপুষ্পং) কনককপিশং (কনকবৎ কপিশং পীতং) বাসঃ বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং) মালাং চ বিভ্রৎ অধরসুধয়া (মুখবায়ুনা) বেণোঃ রন্ধ্রান্ (ছিদ্রাণি) পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ গীত-কীর্ত্তিঃ (গীতা কীর্ত্তিঃ যস্ত সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বপদরমণং (স্বপদৈঃ রমণং রতিজনকং) বৃন্দারণ্যং প্রাবিশৎ॥ ৫॥

ময়ূরপুচ্ছরচিতশিরোভূষণ নটবরসদৃশশরীর কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার-পুষ্পবিশিষ্ট কনকের ন্যায় পীতবর্ণবসনধারী বৈজয়ন্তীমালাশোভিত ও গোপবৃন্দ কর্তৃক গীতকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ মুখবায়ু দ্বারা বেণুর রন্ধ্রসকল পূরণ করিতে করিতে স্বীয় চরণ দ্বারা রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ

করিতেছেন, এই প্রকার স্মরণ করিয়া, ব্রজাঙ্গনাগণ ক্ষোভিতচিত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরম্।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে ॥ ৬ ॥

(হে) রাজন্, ইতি সর্ব্বভূতমনোহরং বেণুরবং শ্রুত্বা সর্ব্বাঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ (কৃষ্ণচেষ্টিতং) বর্ণয়ন্ত্যঃ (সত্যঃ পদে পদে পরমানন্দমূর্ত্তিং শ্রীকৃষ্ণম্) অভিরেভিরে (মনসা পরিরব্ধবত্যঃ) ॥ ৬ ॥

হে রাজন্, সে যাহা হউক, সেই সর্ব্বভূতমনোহর বেণুরব শ্রবণ করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণচেষ্টিত বর্ণন করিতে করিতে পদে পদে পরমানন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

গোপ্য ঊচুঃ।

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং
যৈ র্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ৭ ॥

গোপ্য ঊচুঃ;—(হে) সখ্যঃ, বয়স্যৈঃ (সখিভিঃ) পশূন্ অনুবিবেশয়তোঃ (বনাং বনান্তরং প্রবেশয়তোঃ) ব্রজেশসুতয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) অনুবেণু (বেণুম্ অনুবর্ত্তমানং, বেণুং বাদয়ং) অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং (স্নিগ্ধকটাক্ষবিসর্গং) বক্ত্রং যৈঃ নিপীতং (তৈঃ যং) জুষ্টং (সেবিতং, প্রাপ্তং) তৎ ইদং বৈ (এব তেষাম্) অক্ষণ্বতাং (চক্ষুষ্মতাং চক্ষুষঃ) ফলং, পরম্ (অন্যৎ) ন বিদামঃ (বিদ্মঃ) ॥ ৭ ॥

গোপীগণ বলিতে লাগিলেন, হে সখীগণ, বয়স্যবর্গের সহিত বন হইতে বনান্তরে গবাদি পশুসমূহ প্রবেশনকারী ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ও বলরামের বেণুবাদনরত স্নিগ্ধকটাক্ষবিক্ষেপযুক্ত বদনসুধাকরের যে সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন, সেই সন্দর্শনই তাঁহাদিগের নয়নপ্রাপ্তির ফল বলিয়া জানি, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের অপর কিছুই চক্ষুর ফল আছে বলিয়া জানি না ॥ ৭ ॥

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জ-
মালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং
রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ ॥ ৮ ॥

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জমালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ (চূতস্য আম্রস্য প্রবালঃ কর্ণয়োঃ বর্হস্তবকাঃ ময়ূরপুচ্ছগুচ্ছানি শিরসি উৎপলাব্জানাং মালা কণ্ঠে তৈঃ অনুপৃক্তে মিলিতে পরিধানে নীলপীতাম্বরে তাভ্যাং বিচিত্রঃ বেশঃ যয়োঃ তৌ) ক্ব চ (কদাচিৎ) পশুপালগোষ্ঠ্যাং মধ্যে গায়মানৌ (রামকৃষ্ণৌ) রঙ্গে নটবরৌ যথা (তথা) অলম্ (অত্যর্থং) বিরেজতুঃ ॥ ৮ ॥

কর্ণযুগলে চূতপল্লববিশিষ্ট মস্তকে ময়ূরপুচ্ছগুচ্ছশোভিত গলদেশে উৎপলাব্জমালাধারী নীলপীতাম্বরপরিহিত বিচিত্রবেশ বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ সময়ে সময়ে পশুপালসভায় গানপরায়ণ হইয়া রঙ্গস্থলে নটবর-যুগলের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ৯ ॥

(হে) গোপ্যঃ, অয়ং বেণুঃ কিং স্ম কুশলং (পুণ্যম্) আচরৎ (কৃতবান্) যৎ (যস্মাৎ) গোপিকানাম্ (অপি দুর্লভাং) দামোদরাধরসুধাং স্বয়ং (স্বাতন্ত্র্যেণ) অবশিষ্টরসং (কেবলং রসমাত্রং যথা ভবতি তথা, যথেষ্টং) ভুঙ্‌ক্তে (যাসাং পয়সা পুষ্টঃ তাঃ মাতৃতুল্যাঃ) হ্রদিন্যঃ হৃষ্যত্ত্বচঃ (বিকসিতকমলবদননিষেণ রোমাঞ্চিতাঃ ইব লক্ষ্যন্তে তথা যেষাং বংশে জাতঃ তে) তরবঃ (অপি মধুধারামিষেণ) আর্য্যাঃ (কুলবৃদ্ধাঃ) যথা (তথা) অশ্রু মুমুচুঃ (আনন্দাশ্রু মুঞ্চন্তঃ ইব দৃশ্যন্তে) ॥ ৯ ॥ *

হে গোপীসকল, এই বেণু কি অনির্বচনীয় পুণ্য আচরণ করিয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু দেখিতেছি, উক্ত গোপিকাদিগেরও দুর্লভ দামোদরের অধরসুধা স্বতন্ত্রভাবে কেবল রসমাত্র

যথেষ্ট পান করিতেছে। আবার দেখ, উহার ঐ পুণ্যের বলে যাহাদের জলে উহা পুষ্ট হইয়াছে সেই মাতৃতুল্য হ্রদিনী সকল বিকসিতকমলবদনচ্ছলে রোমাঞ্চিতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে এবং যাহাদের বংশে উহা জন্মলাভ করিয়াছে সেই কুলবৃদ্ধসদৃশ তরুসকলও মধুধারাচ্ছলে আনন্দাশ্রুমোচনকারীর ন্যায় লক্ষিত হইতেছে ॥ ৯ ॥

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ॥ ১০ ॥

(হে) সখি, বৃন্দাবনং ভুবঃ কীর্ত্তিং (যশঃ) বিতনোতি (বিস্তারয়তি) যৎ (যস্মাৎ) দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি (দেবকীসুতস্য পদাম্বুজৈঃ লব্ধা লক্ষ্মীঃ শোভা যেন তৎ কিঞ্চ) গোবিন্দবেণুম্ অনু (গোবিন্দবেণুনিনদশ্রবণানন্তরং) মত্তময়ূরনৃত্যং (মত্তাঃ যে ময়ূরাঃ তেষাং নৃত্যং) প্রেক্ষ্য অদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ (অদ্রিসানুষু অপরতানি উপরতব্যাপারাণি অন্যানি সমস্তানি সত্ত্বানি জন্তবঃ যস্মিন্ তৎ) ॥ ১০ ॥

হে সখি, যশোদানন্দনের পাদপদ্ম দ্বারা লব্ধশোভা এই শ্রীবৃন্দাবনেই তদীয় বেণুরব শ্রবণানন্তর মত্ত ময়ূরের নৃত্য ও তদ্দর্শনে গিরিগুহাপ্রবিষ্ট অপরাপর প্রাণীদিগের ক্রিয়ার উপরতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব একমাত্র এই শ্রীবৃন্দাবনই পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছেন ॥ ১০ ॥

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ১১ ॥

(হে সখি), মূঢ়মতয়ঃ (তির্য্যগ্‌জাতত্বেন বিবেকহীনাঃ) অপি এতাঃ হরিণ্যঃ ধন্যাঃ (কৃতার্থাঃ) স্ম (এব), যাঃ বেণুরণিতং (বেণুরণিতম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) সহকৃষ্ণসারাঃ (কৃষ্ণসারৈঃ সহ) উপাত্তবিচিত্রবেশম্ (উপাত্তঃ বিচিত্রঃ বেশঃ যেন তং) নন্দনন্দনং (প্রতি) প্রণয়াবলোকৈঃ বিরচিতাং পূজাং দধুঃ (কৃতবত্যঃ) ॥ ১১ ॥

হে সখি, পশুজাতি বলিয়া বিবেকহীন হইলেও এই হরিণীসকল কৃতার্থই, যেহেতু ইহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসারের সহিত বিচিত্রবেশবিশিষ্ট নন্দনন্দনকে লক্ষ্য করিয়া প্রণয়াবলোকন দ্বারা বিরচিত পূজা বিধান করিতেছে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতম্।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥ ১২ ॥

বনিতোৎসবরূপশীলং (বনিতানাম্ উৎসবঃ যস্মাৎ তথাভূতং রূপং শীলং চ যস্য তং) কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতং (তেন ক্বণিতস্য বাদিতস্য বেণোঃ বিবিক্তম্ অসঙ্কীর্ণং গীতং) শ্রুত্বা চ বিমানগতয়ঃ (বিমানৈঃ গচ্ছন্ত্যঃ) স্মরনুন্নসারাঃ (স্মরেণ নুন্নঃ পরিক্ষিপ্তঃ সারঃ ধৈর্য্যং যাসাং তাঃ) ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরাঃ (ভ্রশ্যৎপ্রসূনাঃ কবরাঃ যাসাং তাঃ) বিনীব্যঃ (বিগতাঃ নীব্যঃ বাসাংসি যাসাং তাঃ) দেব্যঃ মুমুহুঃ ॥ ১২ ॥

বনিতাগণের আনন্দদায়ক রূপ ও চরিত্র বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ও তৎকর্তৃক বাদিত বেণুর বিশুদ্ধ গীত শ্রবণ করিয়া বিমান-চারিণী কন্দর্পবিভিন্নধৈর্য্যা পরিভ্রষ্টকুসুমকবরীবিশিষ্টা ও স্খলিত বসনা দেবীসকল মোহ প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১২ ॥

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু-
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ১৩ ॥

গাবঃ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষং (কৃষ্ণমুখাৎ নির্গতং বেণুগীতম্ এব পীযূষম্ অমৃতম্) উত্তভিতকর্ণপুটৈঃ (উত্তভিতৈঃ উন্নমিতৈঃ কর্ণরূপৈঃ পুটৈঃ পানপাত্রৈঃ) পিবন্ত্যঃ (তথা) গোবিন্দং দৃশা (নেত্রমার্গেণ) আত্মনি (মনসি) স্পৃশন্ত্যঃ (আলিঙ্গন্ত্যঃ ইব তথা) শাবাঃ (বৎসাঃ) স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ (স্তনক্ষরিতদুগ্ধগ্রাসমুখাঃ) স্ম (এব) তস্থুঃ ॥ ১৩ ॥

গাভিসকল উন্নমিত কর্ণরূপ পানপাত্র দ্বারা কৃষ্ণমুখনির্গত বেণুগীত-রূপ অমৃত পান করিতে করিতে এবং যেন নেত্রমার্গ দ্বারা মনে মনে শ্রীগোবিন্দকে আলিঙ্গন করিতে করিতে আর বৎস সকল স্তনক্ষরিত দুগ্ধগ্রাস মুখমধ্যে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ১৩ ॥

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ১৪ ॥

(হে) অম্ব, অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ (তে) প্রায়েণ মুনয়ঃ (এব ভবিতুম্ অর্হন্তি, যতঃ তে) কৃষ্ণেক্ষিতং (কৃষ্ণদর্শনং যথা ভবতি তথা) রুচিরপ্রবালান্ (রুচিরাঃ প্রবালাঃ যেষাং তান্) দ্রুমভুজান্ (তরুশাখাঃ) আরুহ্য মীলিত-দৃশঃ (সঙ্কুচিতনেত্রাঃ) বিগতান্যবাচঃ (ত্যক্তান্যবাচঃ সন্তঃ) তদুদিতং (তেন উদিতং প্রকটিতং) কলবেণুগীতং (মধুরবেণুগীতম্ এব) শৃণ্বন্তি ॥ ১৪ ॥

হে সখি, এই বনের বিহঙ্গম সকলও প্রায়ই মুনিগণ, কারণ, তাহারা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনার্থ মনোহরপল্লবান্বিত তরুশাখা আশ্রয় করিয়া নিমীলিতনয়নে নিঃশব্দে তৎকর্ত্তৃক প্রকটিত মধুর বেণুগীতই শ্রবণ করিতেছে ॥ ১৪ ॥

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্ম্মুরারে-
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥ ১৫ ॥

তদা (বেণুনাদসময়ে) তৎ মুকুন্দগীতং (মুকুন্দস্য বেণুগীতম্) উপধার্য্য (শ্রুত্বা) আবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ (আবর্ত্তৈঃ পরিভ্রমৈঃ লক্ষিতেন সূচিতেন মনোভবেন কামেন ভগ্নঃ বেগঃ যাসাং তাঃ) আলিঙ্গনস্থগিতম্ (আলিঙ্গনেন স্থগিতম্ আচ্ছাদিতং যথা ভবতি তথা) ঊর্ম্মিভুজৈঃ (ঊর্ম্ময়ঃ এব ভুজাঃ তৈঃ) কমলোপহারাঃ (কমলানি উপহরন্ত্যঃ) নদ্যঃ মুরারেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদযুগলং গৃহ্ণন্তি (ধারয়ন্তি) ॥ ১৫ ॥

বেণুনাদকালে ঐ মুকুন্দের বেণুগীত শ্রবণানন্তর নদী সকল আবর্ত্ত দ্বারা লক্ষিত কন্দর্প কর্ত্তৃক ভগ্নবেগ হইয়া আলিঙ্গনস্থগিত তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা কমলোপহার লইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ধারণ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্ ॥ ১৬ ॥

আতপে (ঘর্ম্মে) রামগোপৈঃ (রামেণ গোপৈঃ চ) সহ ব্রজপশূন্ সঞ্চারয়ন্তম্ অনু (গবাং পশ্চাদ্ভাগে) বেণুম্ উদীরয়ন্তং (শ্রীকৃষ্ণং) দৃষ্টা (প্রথমং তদুপরি) উদিতঃ (পুনঃ) প্রেমপ্রবৃদ্ধঃ (প্রেম্ণা প্রবৃদ্ধঃ চ) অম্বুদঃ (মেঘঃ) কুসুমাবলীভিঃ (পুষ্পবৃষ্টিভিঃ সহ) সখ্যুঃ (তস্য) বপুষা (স্ববপুষা) আতপত্রং (ছত্রং) ব্যধাৎ (বিহিতবান্) ॥ ১৬ ॥

আতপে বলরাম ও গোপবালকদিগের সহিত ব্রজের পশুসকল সঞ্চারণ করিতে করিতে গাভিদিগের পশ্চাদ্ভাগে বেণুবাদনকারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রথমতঃ তদুপরি উদিত পরে প্রেমবশতঃ প্রবৃদ্ধ জলধর পুষ্পবৃষ্টির সহিত নিজ শরীর দ্বারা সখা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ছত্রের কার্য্য কবিতেছে ॥ ১৬ ॥

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥ ১৭ ॥

দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন (দয়িতানাং প্রিয়াণাং স্তনেষু মণ্ডিতেন অনুলিপ্তেন) উরুগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন (উরুগায়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জয়োঃ রাগেণ আরুণ্যেন শ্রীঃ কান্তিঃ যস্য তেন কুঙ্কুমেন) তৃণরূষিতেন (তৃণেষু রূষিতেন লগ্নেন) আননকুচেষু (আননেষু কুচেষু চ) লিম্পন্ত্যঃ (সত্যঃ) তদ্দর্শনস্মররুজঃ (তস্য তৃণলগ্নস্য কুঙ্কুমস্য দর্শনেন স্মরকৃতা রুক্ পীড়া তাসাং বা যাসাং তাঃ) পুলিন্দ্যঃ (শবরাঙ্গনাঃ) তদাধিং (কামব্যথাং) জহুঃ (তাঃ [illegible] (কৃতার্থাঃ এব) ॥ ১৭ ॥

তৃণলগ্ন কুঙ্কুমের দর্শনে সঞ্জাতকন্দর্পপীড়া যে শবরাঙ্গনা সকল প্রথমতঃ প্রিয়াগণের স্তন সকলে অনুলিপ্ত পরে রতিসময়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদাব্জের অরুণিমা দ্বারা শোভিত এবং অবশেষে বনস্থলী পরিভ্রমণ হেতু তৃণসমূহে সংলগ্ন কুঙ্কুম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদিগের স্তনে ও আননে লেপন করিয়া ঐ কামব্যথা দূর করিতেছে, তাহারা কৃতার্থই হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ১৮ ॥

(হে) অবলাঃ, অয়ম্ অদ্রিঃ (গোবর্দ্ধনঃ) হন্ত (ধ্রুবং) হরিদাসবর্য্যঃ (হরিদাসশ্রেষ্ঠঃ) যৎ (যস্মাৎ) রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ চরণস্পর্শেন প্রমোদঃ যস্য তাদৃশঃ ভবতি, তথা) সহগোগণয়োঃ (গোভিঃ গণেন সখিসমূহেন চ সহ বর্ত্তমানয়োঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ (পানীয়ৈঃ সূযবসৈঃ সুযবসৈঃ শোভনতৃণৈঃ কন্দরৈঃ কন্দৈঃ মূলৈঃ চ যথোচিতং) মানং তনোতি ॥ ১৮ ॥

হে অবলাসকল, এই গোবর্দ্ধনগিরি নিশ্চয় হরিদাসশ্রেষ্ঠ; কারণ, ইনি রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয় উৎকৃষ্ট তৃণ কন্দর কন্দ ও মূল দ্বারা গো ও গোপাল সকলের সহিত কৃষ্ণবলরামের যথোচিত পূজা করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ১৯ ॥

(হে) সখ্যঃ, গোপকৈঃ (সহঃ) অনুবনং (প্রতিবনং) গাঃ নয়তোঃ (চারয়তোঃ) নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োঃ (নির্যোগাঃ দোহনবেলায়াং গবাং পাদবন্ধনার্থাঃ রজ্জবঃ পাশাঃ দুষ্টগবাম্ আকর্ষণার্থাঃ রজ্জবঃ তৈঃ কৃতং লক্ষণং চিহ্নং

যয়োঃ তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ) কলপদৈঃ (কলানি মধুরাণি পদানি যেষু তৈঃ) উদারবেণুস্বনৈঃ (উদারৈঃ শ্রবণানন্দদায়কৈঃ বেণুরবৈঃ যৎ) তনুভৃৎসু (শরীরিষু) গতিমতাম্ অস্পন্দনং (স্থাবরধর্ম্মঃ তথা) তরুণাং পুলকঃ (জঙ্গমধর্ম্মঃ তৎ ইদং) বিচিত্রম্ ॥ ১৯ ॥

হে সখীসকল, গোপবৃন্দের সহিত বনে বনে গোচারণকারী এবং দোহনকালীন গোপাদবন্ধনরজ্জু ও দুষ্ট গোসমূহের বন্ধনরজ্জু চিহ্নে চিহ্নিত কৃষ্ণ ও বলরামের মধুর পদবিশিষ্ট শ্রবণানন্দদায়ক বেণুরব শ্রবণে যে দেহধারীদিগের মধ্যে জঙ্গম দেহীদিগের অস্পন্দনরূপ স্থাবরধর্ম্ম ও স্থাবর দেহীদিগের পুলকরূপ জঙ্গমধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তাহা অতীব বিচিত্র ॥ ১৯ ॥

এবম্বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥ ২০ ॥

বৃন্দাবনচারিণঃ ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) এবম্বিধাঃ যাঃ ক্রীড়াঃ (তাঃ) মিথঃ (পরস্পরং) বর্ণয়ন্ত্যঃ গোপ্যঃ তন্ময়তাং (কৃষ্ণৈকানুসন্ধানপরতাং) যযুঃ ॥ ২০ ॥

বৃন্দাবনচারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ক্রীড়াসকল পরস্পর বর্ণন করিতে করিতে গোপীসকল কৃষ্ণৈকানুসন্ধানপরতা লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীগোপিকাগীতং
নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।

চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানা কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্ ॥ ১ ॥

শুকঃ উবাচ ;—হেমন্তে (ঋতৌ) প্রথমে (মার্গশীর্ষে) মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ (নন্দস্য ব্রজরাজস্য ব্রজাঃ বশবর্ত্তিনঃ গোপাঃ তেষাং কুমারিকাঃ) হবিষ্যং (হবিষ্যান্নং) ভুঞ্জানাঃ (সত্যঃ) কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতং চেরুঃ ॥ ১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়ে গোপকন্যাদিগের বস্ত্রহরণ তাঁহাদিগকে বরদান ও তদনন্তর যজ্ঞশালায় গমন বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন ;—হেমন্ত ঋতুর প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে নন্দব্রজবাসী গোপদিগের কুমারিকা সকল হবিষ্যান্ন ভোজন পূর্ব্বক কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনরূপ ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে।

কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চ্চুর্নৃপ সৈকতীম্ ॥ ২ ॥

(হে) নৃপ, অরুণে উদিতে (অরুণোদয়বেলায়াং) কালিন্দ্যাঃ (শ্রীযমুনায়াঃ) অম্ভসি আপ্লুত্য (স্নাত্বা) জলান্তে (জলস্য অন্তে তীরে) সৈকতীং (বালুকাময়ীং) প্রতিকৃতিং (কাত্যায়নীপ্রতিমাং) কৃত্বা চ (তাং) দেবীম্ আনর্চ্চুঃ (গন্ধাদিভিঃ পূজয়ামাসুঃ) ॥ ২ ॥

হে রাজন্, তাঁহারা অরুণোদয়বেলায় শ্রীযমুনার জলে স্নান ও তত্তীরে বালুকাময়ী কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া গন্ধাদি দ্বারা ঐ দেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

গন্ধমাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ।

উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ ॥ ৩ ॥

সুরভিভিঃ গন্ধমাল্যৈঃ (গন্ধৈঃ মাল্যৈঃ) বলিভিঃ (বস্ত্রভূষণনৈবেদ্যাদ্যুপচারৈঃ) ধূপদীপকৈঃ উচ্চাবচৈঃ (উত্তমমধ্যমৈঃ অন্যৈঃ যথাসম্ভবৈঃ) উপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ (পূজয়ামাসুঃ) ॥ ৩ ॥

সুরভি গন্ধ মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার ধূপ দীপ পত্র ফল তণ্ডুল প্রভৃতি উত্তম মধ্যম ও অন্য যথাসম্ভব উপহার সকল দ্বারা দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥ ৪ ॥

(হে) কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনি অধীশ্বরি দেবি, নন্দগোপসুতং মে (মম) পতিং কুরু, তে (তুভ্যং) নমঃ, ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যঃ তাঃ কুমারিকাঃ পূজাং চক্রুঃ ॥ ৪ ॥

ব্রজকুমারিকা সকল, হে কাত্যায়নি, মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরি, দেবি, নন্দগোপতনয়কে আমার পতি করিয়া দাও, তোমাকে নমস্কার, এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চ্চু র্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ ॥ ৫ ॥

নন্দসুতঃ পতিঃ ভূয়াৎ (ইতি) কৃষ্ণচেতসঃ (কৃষ্ণে চেতাংসি যাসাং তাঃ) কুমার্য্যঃ এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) মাসং (মাসপর্য্যন্তং) ব্রতং চেরুঃ ভদ্রকালীং (কাত্যায়ন্যপরনাম্নীং) সমানর্চ্চুঃ (চ) ॥ ৫ ॥

নন্দসুত আমার পতি হউন এই কামনায় কৃষ্ণচিত্তা কুমারীসকল উক্তপ্রকারে এক মাস পর্য্যন্ত ব্রতাচরণ ও কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ।
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্ ॥ ৬ ॥

অন্বহং (প্রতিদিনম্) উষসি (প্রাতঃকালে) উত্থায় স্বৈঃ গোত্রৈঃ (তত্তন্নামভিঃ অন্যাঃ প্রতিবোধ্য) অন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ (পরস্পরং গৃহীতহস্তাঃ) কালিন্দ্যাং স্নাতুং যান্ত্যঃ (গচ্ছন্ত্যঃ) উচ্চৈঃ কৃষ্ণং জগুঃ ॥ ৬ ॥

তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্ব স্ব নাম উচ্চারণ দ্বারা অপর সকলকে জাগাইয়া পরস্পর হস্তধারণ পূর্ব্বক কালিন্দীতে স্নানার্থ গমন করিতে করিতে উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতেন ॥ ৬ ॥

নদ্যাঃ কদাচিদাগত্য তীরে নিঃক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ।
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা ॥ ৭ ॥

কদাচিৎ পূর্ব্ববৎ নদ্যাম্ আগত্য তীরে বাসাংসি নিঃক্ষিপ্য (সংস্থাপ্য) মুদা (হর্ষেণ) কৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ সলিলে বিজহ্রুঃ ॥ ৭ ॥

একদা পূর্ব্ববৎ যমুনায় আগমন পূর্ব্বক তীরে বস্ত্রসকল রাখিয়া আনন্দে শ্রীকৃষ্ণচরিত গান করিতে করিতে জলকেলি আরম্ভ করিলেন ॥ ৭ ॥

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
বয়স্যৈরাগতস্তত্র বৃতস্তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥ ৮ ॥

যোগেশ্বরেশ্বরঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ তৎ (তাসাং স্বপ্রাপ্ত্যর্থং ব্রতাচরণপূর্ব্বক-দেব্যারাধনম্) অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে (তাসাং কর্ম্মসিদ্ধয়ে স্নান-পূজাদিকর্ম্মফলদানায়) বয়স্যৈঃ (সখিভিঃ) বৃতঃ (সন্) তত্র আগতঃ ॥ ৮ ॥

যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ গোপকুমারিকাদিগের নিজ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রতাচরণ পূর্ব্বক দেবীর আরাধনা জানিতে পারিয়া উক্ত কর্ম্মের সিদ্ধির অর্থাৎ ফলদানের নিমিত্ত বয়স্যবর্গে পরিবৃত হইয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥ ৯ ॥

(তত্র আগত্য চ) তাসাং বাসাংসি উপাদায় (গৃহীত্বা) সত্বরঃ (ত্বরয়া সহিতঃ) নীপং (কদম্বম্) আরুহ্য হসদ্ভিঃ বালৈঃ (সহ স্বয়ম্ অপি) প্রহসন্ পরিহাসং (পরিহাসবচনম্) উবাচ হ ॥ ৯ ॥

এবং আগমনানন্তর তাঁহাদিগের বস্ত্রসকল গ্রহণ ও কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক হাস্যকারী বালকগণের সহিত স্বয়ং হাস্য করিতে করিতে পরিহাস বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্।
সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদ্যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ ॥ ১০ ॥

(হে) অবলাঃ, অত্র আগত্য কামং (যথেষ্টং) স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্য-তাম্। (ইদং) সত্যম্ (এব) ব্রুবাণি, নো নর্ম্ম (পরিহাসং) ; যৎ (যস্মাৎ) যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ (ব্রতেন কর্শিতাঃ শ্রান্তাঃ) ॥ ১০ ॥

হে অবলাগণ, তোমরা এই স্থানে আসিয়া যথেচ্ছ নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর। ইহা সত্যই বলিতেছি, পরিহাস বাক্য নহে; যেহেতু এক্ষণে তোমরা ব্রতশ্রান্ত রহিয়াছ ॥ ১০ ॥

ন ময়োদিতপূর্ব্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ।
একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবেতি সুমধ্যমাঃ ॥ ১১ ॥

(হে) সুমধ্যমাঃ, ময়া অনৃতং ন উদিতপূর্ব্বং (পূর্ব্বম্ উক্তং) বৈ, তৎ ইমে (গোপাঃ) বিদুঃ (জানন্তি)। একৈকশঃ (অত্র আগত্য) উত (অথবা) সহ এব (আগত্য বাসাংসি) প্রতীচ্ছধ্বং (স্বীকুরুত) ॥ ১১ ॥

(হে) সুমধ্যমা কুমারিকাসকল, আমি পূর্ব্বেও কখন মিথ্যা বলি নাই, তাহা এই গোপবালকগণ বিদিত আছে। একে একে এই স্থানে আসিয়া অথবা সকলে মিলিয়াই এই স্থানে আসিয়া তোমাদিগের বস্ত্রসকল গ্রহণ কর ॥ ১১ ॥

তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ ॥ ১২ ॥

তৎ (এবং বস্ত্রহরণাদিরূপং) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ক্ষ্বেলিতং (পরিহাসং) দৃষ্ট্বা প্রেমপরিপ্লুতাঃ (প্রেম্ণা পরিপ্লুতাঃ ব্যাপ্তাঃ) অন্যোন্যং প্রেক্ষ্য ব্রীড়িতাঃ (চ) জাতহাসাঃ (জাতঃ হাসঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ (জলাৎ বহিঃ) ন নির্যযুঃ ॥ ১২ ॥

এই বস্ত্রহরণাদিরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস দর্শনে প্রেমপরিপ্লুতা কুমারিকা সকল পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জিতা ও হাস্যমুখী হইয়া জল হইতে নির্গত হইতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১২ ॥

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্ম্মণাক্ষিপ্তচেতসঃ।
আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্॥ ১৩॥

গোবিন্দে (শ্রীকৃষ্ণে) এবং ব্রুবতি (সতি) নর্ম্মণা (তৎপরিহাসবাক্যেন) আক্ষিপ্তচেতসঃ (আক্ষিপ্তম্ আকৃষ্টং চেতঃ যাসাং তাঃ) শীতোদে (শীতোদকে) আকণ্ঠমগ্নাঃ বেপমানাঃ (সঞ্জাতকম্পাঃ গোপ্যঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) অব্রুবন্॥ ১৩॥

শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকার বলিলে, তদীয় পরিহাসবাক্য দ্বারা আকৃষ্টচিত্তা শীতল সলিলে আকণ্ঠমগ্না ও কম্পমানা গোপীসকল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

মানয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাস্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥ ১৪॥

ভোঃ অঙ্গ, অনয়ম্ (অন্যায্যং) মা কৃথাঃ। ত্বাং তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ং ব্রজশ্লাঘ্যং (চ) জানীমঃ। (বয়ং শীতেন) বেপিতাঃ, বাসাংসি দেহি॥ ১৪॥

হে কৃষ্ণ, অন্যায্য আচরণ করিও না। তোমাকে আমরা নন্দগোপ-তনয় প্রিয় ও ব্রজশ্লাঘ্য বলিয়া জানি। আমরা শীতে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়াছি, বস্ত্রগুলি প্রদান কর॥ ১৪॥

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে॥ ১৫॥

হে শ্যামসুন্দর, (বয়ং) তে (তব) দাস্যঃ, তব উদিতং (ত্বদুক্তং সর্ব্বং) করবাম (করিষ্যামঃ এব। হে) ধর্ম্মজ্ঞ বাসাংসি দেহি। নো চেৎ (যদি বাসাংসি ন দদাসি তর্হি) রাজ্ঞে (ব্রজরাজায় ইদং বৃত্তং) ব্রুবাম (কথয়িষ্যামঃ)॥ ১৫॥

হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। হে ধর্ম্মজ্ঞ, বস্ত্রসকল দাও। যদি না দাও তবে ব্রজরাজকে এই সকল ঘটনা বলিয়া দিব॥ ১৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভবত্যো যদি মে দাস্যো মদুক্তঞ্চ করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ।
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি॥ ১৬॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ;—(হে) শুচিস্মিতাঃ, ভবত্যঃ যদি মে (মম) দাস্যঃ, মদুক্তং (ময়া উক্তং) চ করিষ্যথ, (তর্হি) অত্র আগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত (গৃহ্ণীত); নো চেৎ অহং ন প্রদাস্যে; রাজা ক্রুদ্ধঃ (ভূত্বা) কিং করিষ্যতি ?॥ ১৬॥

শ্রীভগবান বলিলেন,—হে শুচিস্মিতা কুমারিকাসকল, তোমরা যদি আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলিব তাহা কর, তবে এই স্থানে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্রসকল গ্রহণ কর; যদি তাহা না কর আমি দিব না ; রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবেন ?॥ ১৬॥

ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ॥ ১৭॥

ততঃ শীতবেপিতাঃ (শীতেন কম্পিতদেহাঃ অপি) সর্ব্বাঃ দারিকাঃ পাণিভ্যাং যোনিম্ আচ্ছাদ্য (যতঃ) শীতকর্শিতাঃ (অতঃ) জলাশয়াৎ প্রোত্তেরুঃ (নির্জগ্মুঃ)॥ ১৭॥

অনন্তর শীতে কম্পিতকলেবর সেই কুমারিকাসকল নিজ নিজ পাণিদ্বয় দ্বারা যোনি আচ্ছাদন পূর্ব্বক শীতকর্শিত থাকায় জল হইতে উত্থিত হইলেন॥ ১৭॥

ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্॥ ১৮॥

শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ (তাসাং শুদ্ধভাবেন পরময়া ভক্ত্যা প্রসাদিতঃ অতএব তাসু) প্রীতঃ (প্রীতিযুক্তঃ) ভগবান্ আহতাঃ (আগতাঃ শীতপীড়িতাঃ বা কুমারিকাঃ) বীক্ষ্য স্কন্ধে (কদম্বস্কন্ধে) বাসাংসি নিধায় সস্মিতং (যথা ভবতি তথা) প্রোবাচ॥ ১৮॥

তাঁহাদিগের পরমা ভক্তি দ্বারা প্রসাদিত অতএব তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে শীতপীড়িত দর্শন করিয়া কদম্বস্কন্ধে বস্ত্রসকল স্থাপন পূর্ব্বক সহাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন॥ ১৮॥

যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা
ব্যগাহতৈতৎ তদু দেবহেলনম্।

বদ্ধ্বাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ

কৃত্বা নমোঽধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

ধৃতব্রতাঃ (অপি) যূয়ং বিবস্ত্রাঃ (সত্যঃ) যৎ অপঃ ব্যগাহত তৎ এতৎ উ (এব) দেবহেলনম্ (অপরাধঃ)। অংহসঃ (অপরাধস্য) অপনুত্তয়ে (নিবৃত্ত্যর্থং) মূর্দ্ধ্নি অঞ্জলিং বদ্ধ্বা অধঃ নমঃ কৃত্বা বসনং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

তোমরা ধৃতব্রতা হইয়াও যে বিবস্ত্রাবস্থায় জলে অবগাহন করিয়াছ, ইহা দেবতার নিকট অপরাধ করা হইয়াছে। এই অপরাধের নিবৃত্ত্যর্থ মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক অবনত হইয়া প্রণামান্তর নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর ॥ ১৯ ॥

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা

মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্।

তৎপূর্ত্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং

সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ যতঃ ॥ ২০ ॥

ইতি (এবম্) অচ্যুতেন অভিহিতং (কথিতং) শ্রুত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং (নগ্নস্নানং) ব্রতচ্যুতিং (ব্রতস্য চ্যুতিং চ্যুতিহেতুং) মত্বা তৎপূর্ত্তিকামাঃ (তস্য ব্রতস্য পূর্ত্তিকামাঃ) ব্রজাবলাঃ তদশেষকর্ম্মণাং (তস্য ব্রতস্য অশেষাণাম্ অন্যেষাং কর্ম্মণাং চ) সাক্ষাৎকৃতং (ফলভূতং শ্রীকৃষ্ণং) নেমুঃ; যতঃ (যস্মাৎ সঃ এব) অবদ্যমৃক্ (সর্ব্বাপরাধনিবর্ত্তকঃ) ॥ ২০ ॥

অচ্যুতের এইরূপ উক্তি শ্রবণানন্তর নগ্নাবস্থায় স্নান ব্রতভঙ্গের হেতু জানিয়া তৎপূর্ত্তিকামা ব্রজাবলা সকল ঐ ব্রতের এবং অপর সমস্ত কর্ম্মের ফলভূত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন; যেহেতু তিনিই সর্ব্বাপরাধনিবর্ত্তক ॥ ২০ ॥

তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ॥ ২১ ॥

তথা (স্বোক্তপ্রকারেণ) অবনতাঃ তাঃ (কুমারিকাঃ) দৃষ্ট্বা তেন (প্রণামেন) তোষিতঃ করুণঃ ভগবান্ দেবকীসুতঃ (কৃষ্ণঃ) তাভ্যঃ বাসাংসি প্রাযচ্ছৎ (প্রদদৌ) ॥ ২১ ॥

উক্তপ্রকারে কুমারিকা সকলকে অবনত দর্শন করিয়া, ঐ প্রণাম দ্বারা তোষিত করুণাময় ভগবান্ দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণ উহাঁদিগকে বস্ত্রগুলি প্রদান করিলেন ॥ ২১ ॥

দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়াবহাপিতাঃ
প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং
তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ ॥ ২২ ॥

(যদ্যপি) দৃঢ়ম্ (অত্যর্থং) প্রলব্ধাঃ (বঞ্চিতাঃ,অধিক্ষিপ্তাঃ) ত্রপয়া (লজ্জয়া) অবহাপিতাঃ (ত্যাজিতাঃ) প্রস্তোভিতাঃ (উপহসিতাঃ) ক্রীড়নবৎ চ কারিতাঃ বস্ত্রাণি চ অপহৃতানি এব অথাপি (তথাপি) তাঃ (কুমারিকাঃ) অমুং (শ্রীকৃষ্ণং) ন অভ্যসূয়ন্ (উক্তদোষদৃষ্ট্যা অপশ্যান প্রত্যুত) প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ (প্রিয়স্য তস্য সঙ্গেন নির্বৃতাঃ পরমানন্দযুক্তাঃ এব জাতাঃ) ॥ ২২ ॥

যদ্যপি কুমারিকা সকল শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অতিশয় বঞ্চিত লজ্জা ত্যাজিত উপহসিত এবং ক্রীড়নকববৎ কারিত ও অপহৃতবসন হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনরূপ দোষদৃষ্টি করেন নাই, প্রত্যুত প্রিয়সঙ্গে পরমানন্দযুক্তই হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ ॥ ২৩ ॥

প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ (প্রেষ্ঠস্য অতিশয়প্রীতিবিষয়স্য তস্য সঙ্গমেন সজ্জিতাঃ বশীকৃতাঃ) গৃহীতচিত্তাঃ (শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যেণ গৃহীতং বশীকৃতং চিত্তং যাসাং তাঃ) তস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে) লজ্জায়িতেক্ষণাঃ (লজ্জায়িতং লজ্জাবিলসিতম্ ঈক্ষণং যাসাং তাঃ কুমারিকাঃ) স্ববাসাংসি পরিধায় (ততঃ স্থানাৎ) নো চেলুঃ ॥ ২৩ ॥

প্রিয়তমের সঙ্গমে বশীকৃত এবং আকৃষ্টচিত্ত ও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে লজ্জাবিলসিতনয়ন কুমারিকা সকল নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ঐ স্থান হইতে বিচলিত হইতে পারিলেন না ॥ ২৩ ॥

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ ॥ ২৪ ॥

ভগবান্ দামোদরঃ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া (পতিভাবেন স্বপাদস্পর্শেচ্ছয়া) ধৃতব্রতানাং (ধৃতং ব্রতং যাভিঃ তাসাং) তাসাং সঙ্কল্পং (স্বেন সহ সম্ভোগ-বিষয়কং) বিজ্ঞায় (তাঃ) অবলাঃ আহ ॥ ২৪ ॥

ভগবান্ দামোদর পতিভাবে নিজচরণস্পর্শেচ্ছায় ধৃতব্রত সেই অবলাদিগের সঙ্কল্প বুঝিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্ ।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ২৫ ॥

(হে) সাধ্ব্যঃ মদর্চ্চনং (মৎপ্রাপ্ত্যর্থং কাত্যায়ন্যর্চ্চনং তথা) ভবতীনাং সঙ্কল্পঃ (পতিত্বেন ময়া সহ রমণবিষয়কঃ মনোরথঃ চ যুষ্মাভিঃ লজ্জয়া অকথিতঃ অপি) ময়া বিদিতঃ অনুমোদিতঃ (অঙ্গীকৃতঃ চ); (অতঃ) সঃ অসৌ (সঙ্কল্পঃ) সত্যঃ (যথার্থঃ, সফলঃ) ভবিতুম্ অর্হতি ॥ ২৫ ॥

হে সাধ্বী সকল, তোমাদিগের মৎপ্রাপ্ত্যর্থ কাত্যায়ন্যর্চ্চন ও আমাকে পতিরূপে প্রাপ্তিরূপ মনোরথ তোমরা লজ্জাবশতঃ না বলিলেও আমি বিদিত হইয়াছি এবং উহা অঙ্গীকারও করিয়াছি; অতএব তোমাদিগের ঐ সঙ্কল্প সত্য হইবার যোগ্য ॥ ২৫ ॥

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে ।
ভর্জ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥ ২৬ ॥

ময়ি আবেশিতধিয়াম্ (আবেশিতা ধীঃ যৈঃ তেষাং) কামঃ (সঙ্কল্পঃ) কামায় (পুনঃ সংসারবিষয়ভোগায়) ন কল্পতে। ভর্জ্জিতাঃ (দগ্ধাঃ) কথিতাঃ (রন্ধিতাঃ বা) ধানাঃ (যবাদয়ঃ) প্রায়ঃ বীজায় (পুনঃ অঙ্কুরোৎপাদনায়) ন ঈশতে (সমর্থাঃ ভবন্তি) ॥ ২৬ ॥

আমাতে আবেশিতচিত্ত জীবগণের কাম পুনর্ব্বার সংসার-বিষয়-ভোগের নিমিত্ত কল্পিত হয় না। দগ্ধ বা রন্ধিত যবাদি প্রায় পুনশ্চ অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না ॥ ২৬ ॥

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতী ॥ ২৭ ॥

(হে) অবলাঃ, (যূয়ং) ব্রজং যাত (গচ্ছত); যতঃ সিদ্ধাঃ (পূর্ণ-মনোরথাঃ)। (হে) সতীঃ (সত্যঃ), যৎ (ময়া সহ রমণম্) উদ্দিশ্য

(সঙ্কল্প্য) ইদং ব্রতম্ আর্য্যার্চ্চনং (আর্য্যায়াঃ কাত্যায়ন্যাঃ অর্চ্চনং) চেরুঃ (কৃতবত্যঃ তৎ) ইমাঃ (আগামিনীঃ) ক্ষপাঃ (শরদ্রাত্রীঃ) ময়া সহ রংস্যথ (রমণং প্রাপ্স্যথ) ॥ ২৭ ॥

হে অবলা সকল, তোমরা ব্রজে গমন কর; যেহেতু তোমরা পূর্ণমনোরথ হইয়াছ। হে সতী সকল, তোমরা যাহা উদ্দেশ করিয়া এই ব্রত ও কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছ, তোমাদিগের সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে, তোমরা আগামিনী শরৎকালের রাত্রিতে আমার সহিত রমণ করিবে ॥ ২৭ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ।
ধ্যায়ন্ত্যস্তৎপদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্বিবিশুর্ব্রজম্ ॥ ২৮ ॥

শুকঃ উবাচ;—ইতি (এবং) ভগবতা আদিষ্টাঃ (আজ্ঞপ্তাঃ) লব্ধকামাঃ (বরদানেন প্রাপ্তমনোরথাঃ চ) কুমারিকাঃ কৃচ্ছ্রাৎ (মহতা কষ্টেন) তৎ-পদাম্ভোজং ধ্যায়ন্ত্যঃ ব্রজং নির্বিবিশুঃ ॥ ২৮ ॥

শুকদেব কহিলেন;—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট ও বরদান দ্বারা প্রাপ্তমনোরথ কুমারিকা সকল মহৎকষ্টে তদীয় পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে ব্রজে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বৃন্দাবনাদ্গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ ॥ ২৯ ॥

অথ গোপৈঃ পরিবৃতঃ সহাগ্রজঃ (চ) ভগবান্ দেবকীসুতঃ গাঃ চারয়ন্ বৃন্দাবনাৎ দূরং গতঃ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত, গোপগণে পরিবৃত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ।
আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ ৩০ ॥

তিগ্মে (তীক্ষ্ণে) নিদাঘার্কাতপে স্বাভিঃ ছায়াভিঃ আত্মনঃ (স্বস্য) আতপত্রায়িতান্ (ছত্রাকারেণ স্থিতান্) দ্রুমান্ (বৃক্ষান্) বীক্ষ্য ব্রজৌকসঃ (গোপান্) আহ ॥ ৩০ ॥

গ্রীষ্মকালীন তীক্ষ্ণ সূর্য্যাতপে আপনাদিগের ছায়া দ্বারা ছত্রাকারে অবস্থিত বৃক্ষ সকল সন্দর্শন করিয়া ভগবান্ গোপগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জ্জুন।
বিশাল বৃষভৌজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ ॥ ৩১ ॥

হে স্তোককৃষ্ণ, হে অংশো, শ্রীদাম, সুবল, অর্জ্জুন, বিশাল, বৃষভ, ওজস্বিন্, দেবপ্রস্থ, বরূথপ ॥ ৩১ ॥

হে স্তোককৃষ্ণ, হে অংশো, শ্রীদাম, সুবল, অর্জ্জুন, বিশাল, বৃষভ, ওজস্বিন্, দেবপ্রস্থ, বরূথপ ॥ ৩১ ॥

পশ্যতৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥ ৩২ ॥

এতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্ (বৃক্ষান্) পশ্যত। (এতে স্বয়ং) সহন্তঃ (সহমানাঃ অপি) নঃ (অস্মাকং) বাতবর্ষাতপহিমান্ বারয়ন্তি ॥ ৩২ ॥

এই মহাভাগ্যবন্ত পরার্থৈকজীবন বৃক্ষ সকল দর্শন কর। ইহারা স্বয়ং সহ্য করিয়াও আমাদিগের বায়ু বৃষ্টি রৌদ্র ও হিম নিবারণ করিতেছে ॥ ৩২ ॥

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৩৩ ॥

অহো! এষাং সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং জন্ম বরং (শ্রেষ্ঠম্)। সুজনস্য ইব যেষাম্ অর্থিনঃ বিমুখাঃ ন যান্তি বৈ ॥ ৩৩ ॥

অহো! সকল প্রাণীর উপজীবনস্বরূপ ইহাদিগের জন্ম শ্রেষ্ঠ। সুজনের ন্যায় ইহাদিগের নিকট হইতে অর্থিগণ বিমুখ হয় না ॥ ৩৩ ॥

পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥ ৩৪ ॥

(এতে) পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ গন্ধনির্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ (জনানাং) কামান্ (মনোরথান্) বিতন্বতে (পূরয়ন্তি) ॥ ৩৪ ॥

ইহারা পত্র পুষ্প ফল ছায়া মূল বল্কল কাষ্ঠ গন্ধ নির্যাস ভস্ম সারাংশ ও পল্লবাদি দ্বারা জনসমূহের মনোরথ সকল পূরণ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়-আচরণং সদা ॥ ৩৫ ॥

(যৎ) সদা প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া বাচা দেহিষু শ্রেয়-আচরণম্ এতাবৎ (এব) ইহ (সংসারে) দেহিনাং জন্মসাফল্যম্ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বদা প্রাণ অর্থ বুদ্ধি বাক্য দ্বারা যে দেহিগণের মঙ্গলসাধন, ইহাই এই সংসারে দেহীদিগের জন্মের সাফল্য ॥ ৩৫ ॥

ইতি প্রবালস্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ।
তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যতো যমুনাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি (এবং বৃক্ষান্ অভিনন্দন্) প্রবালস্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ নম্রশাখানাং তরূণাং মধ্যতঃ (মধ্যেন, মধ্যবর্ত্তিমার্গেণ) যমুনাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

এই প্রকারে বৃক্ষ সকলকে অভিনন্দন করিতে করিতে প্রবাল স্তবক ফল পুষ্প ও দল সকল দ্বারা নতশাখান্বিত তরুনিকরের মধ্যবর্ত্তী মার্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ।
ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপুর্জলম্ ॥ ৩৭ ॥

(হে) নৃপ, তত্র গোপাঃ গাঃ সুমৃষ্টাঃ (স্বচ্ছাঃ) শীতলাঃ শিবাঃ (আরোগ্যকরাঃ) অপঃ পায়য়িত্বা ততঃ (তদনন্তরং) স্বয়ম্ (অপি) স্বাদু জলং কামং (যথেষ্টং) পপুঃ ॥ ৩৭ ॥

হে রাজন্, সেই স্থানে গোপগণ গাভিদিগকে নির্ম্মল শীতল আরোগ্যকর সলিল পান করাইয়া পরে আপনারাও সুস্বাদু জল যথেষ্ট পান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পশূন্ নৃপ।
কৃষ্ণরামাবুপাগম্য ক্ষুধার্ত্তা ইদমব্রুবন্॥ ৩৮॥

(হে) নৃপ, তস্যাঃ (যমুনায়াঃ) উপবনে কামং (যথেচ্ছং) পশূন্ চারয়ন্তঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ (গোপাঃ) কৃষ্ণরামৌ উপাগম্য ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রুবন্॥ ৩৮॥

হে রাজন্, যমুনার উপবনে যথেচ্ছ পশুদিগকে চরাইতে চরাইতে ক্ষুধার্ত্ত গোপবৃন্দ কৃষ্ণ ও বলরামের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যমুনাগমনং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গোপা উচুঃ।

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্ত্তুমর্হথঃ ॥ ১ ॥

গোপাঃ উচুঃ ;–(হে) মহাবাহো রাম, রাম, (হে) দুষ্টনিবর্হণ কৃষ্ণ, এষা ক্ষুৎ নঃ (অস্মান্) বাধতে (পীড়য়তি অতঃ) তচ্ছান্তিং (তস্যাঃ শান্তিং নিবৃত্তিং) কর্ত্তুং (যুবাম্) অর্হথঃ ॥ ১ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে যাজ্ঞিকগণের নিকট অন্নভিক্ষা ও তৎপত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে।

গোপগণ বলিলেন ;—হে মহাবাহো রাম, রাম, হে দুষ্টবিনাশন কৃষ্ণ, এই ক্ষুধা আমাদিগকে অতিশয় ক্লেশ প্রদান করিতেছে। অতএব তোমরা দুইজনে উহার শান্তিবিধান কর ॥ ১ ॥

শুক উবাচ।

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

শুকঃ উবাচ ;—ইতি (এবং) গোপৈঃ বিজ্ঞাপিতঃ (ক্ষুন্নিবৃত্ত্যর্থং প্রার্থিতঃ) ভগবান্ দেবকীসুতঃ ভক্তায়াঃ বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ ॥ ২ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—গোপগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার বিজ্ঞাপিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত বিপ্রভার্য্যাগণের প্রতি প্রসাদ প্রকাশার্থ এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

প্রযাত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া ॥ ৩ ॥

(হে গোপাঃ), ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদার্থোপদেষ্টারঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্বর্গকাম্যয়া (স্বর্গপ্রাপ্তীচ্ছয়া) আঙ্গিরসং নাম সত্রং (যাগম্) আসতে (অনুতিষ্ঠন্তি) হি, (তৎ) দেবযজনং (যজ্ঞবাটং) প্রযাত (গচ্ছত) ॥ ৩ ॥

হে গোপগণ, বেদার্থোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ সকল স্বর্গকামনায় আঙ্গিরস নামক যজ্ঞ করিতেছেন, অতএব ঐ যজ্ঞস্থলে গমন কর॥ ৩॥

তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তো ভগবত আর্য্যস্য মম চাভিধাম্॥ ৪॥

(হে) গোপাঃ, অস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ (আবাভ্যাং প্রহিতাঃ যূয়ং) তত্র গত্বা ভগবতঃ আর্য্যস্য মম চ অভিধাং (নাম) কীর্ত্তয়ন্তঃ (সন্তঃ তেভ্যঃ) ওদনং যাচত (যাচধ্বম্)॥ ৪॥

হে গোপগণ, আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমরা ঐ স্থানে গমন পূর্ব্বক ভগবান্ আর্য্য বলদেবের ও আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট অন্ন প্রার্থনা কর॥ ৪॥

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বাযাচন্ত তে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি॥ ৫॥

ইতি (এবং) ভগবতা আদিষ্টাঃ (আজ্ঞপ্তাঃ) তে (গোপাঃ তত্র) গত্বা কৃতাঞ্জলিপুটাঃ (ভূত্বা প্রথমং) দণ্ডবৎ ভুবি পতিতাঃ (ততঃ) তথা (ভগবদুক্ত-প্রকারেণ) বিপ্রান্ অযাচন্ত॥ ৫॥

এই প্রকার ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ গোপগণ উক্ত যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রথমে দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন ও পরে ভগবান্ যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন সেইরূপ বিপ্রগণের নিকট যাচ্ঞা করিলেন॥ ৫॥

হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ।
প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্নো রামচোদিতান্॥ ৬॥

হে ভূমিদেবাঃ, (যূয়ং) শৃণুত, বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (কল্যাণং ভবিষ্যতি)। কৃষ্ণস্য আদেশকারিণঃ (আজ্ঞাকারিণঃ) রামচোদিতান্ (যুষ্মৎসন্নিধৌ) প্রাপ্তান্ নঃ (অস্মান্) গোপান্ জানীত॥ ৬॥

হে বিপ্রগণ, শ্রবণ করুন, আপনাদিগের মঙ্গল হইবে। আমরা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাকারী, বলরাম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছি জানিবেন॥ ৬॥

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদন মর্থিনোর্যদি
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্মবিত্তমাঃ ॥ ৭ ॥

(ইতঃ) অবিদূরে (নিকটে এব বর্ত্তমানৌ) গাঃ চারয়ন্তৌ বুভুক্ষিতৌ রামাচ্যুতৌ বঃ (যুষ্মাকম্) ওদনম্ (অন্নং) লষতঃ (অভিলষতঃ)। (হে) ধর্ম্মবিত্তমাঃ দ্বিজাঃ, যদি বঃ (যুষ্মাকম্) ওদনং শ্রদ্ধা চ (অস্তি তর্হি) অর্থিনোঃ (অন্নার্থিনোঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) যচ্ছত ॥ ৭ ॥

অদূরে রাম ও কৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছে। তাঁহারা আপনাদিগের নিকট অন্ন অভিলাষ করিতেছেন। হে ধর্ম্মবিত্তম বিপ্রগণ, যদি আপনাদিগের অন্ন ও শ্রদ্ধা থাকে, তবে অন্নার্থী ঐ রাম ও কৃষ্ণকে তাহা প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ।
অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দুষ্যতি ॥ ৮ ॥

(হে) সত্তমাঃ, দীক্ষায়াং (দীক্ষানন্তরং) পশুসংস্থায়াঃ (অগ্নিষোমীয়-পশ্বালম্ভাৎ পূর্ব্বং সৌত্রামণ্যাম্ ইষ্ট্যাং চ অন্নম্ অশ্নন্ দুষ্যতি)। অন্যত্র (পশুসংস্থানন্তরং) সৌত্রামণ্যাঃ (অন্যদা) চ দীক্ষিতস্য অপি অন্নম্ অশ্নন্ ন দুষ্যতি হি ॥ ৮ ॥

হে সত্তম বিপ্রগণ, দীক্ষানন্তর অগ্নিষোমীয় পশুমারণের পূর্ব্বে ও সৌত্রামণী নামক যজ্ঞে অন্ন ভোজন করিলে দোষ আছে। অন্যত্র অর্থাৎ অগ্নিষোমীয় পশুমারণের পর ও সৌত্রামণী ভিন্ন যাগে দীক্ষিতেরও অন্ন ভোজন করিলে নিশ্চয় দোষ হয় না ॥ ৮ ॥

ইতি তে ভগবদ্যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥ ৯ ॥

ক্ষুদ্রাশাঃ (ক্ষুদ্রে তুচ্ছে স্বর্গাদৌ আশা যেষাং তে) ভূরিকর্ম্মাণঃ (ভূরীণি কর্ম্মাণি যেষাং তে) বালিশাঃ (অজ্ঞাঃ) বৃদ্ধমানিনঃ (জ্ঞানবৃদ্ধাঃ ইত্যভি-মানবন্তঃ) তে (ব্রাহ্মণাঃ) ইতি (এবং গোপমুখেন) ভগবদ্যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তঃ অপি ন শুশ্রুবুঃ ॥ ৯ ॥

ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মা অজ্ঞ বৃদ্ধাভিমানী ঐ ব্রাহ্মণসকল গোপমুখে এইরূপ ভগবদ্‌যাচ্‌ঞা শুনিয়াও শুনিল না ॥ ৯ ॥

দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ১০ ॥

দেশঃ কালঃ পৃথক্ (চরুপুরোডাশাদি বহুবিধং) দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজঃ অগ্নয়ঃ দেবতাঃ যজমানঃ চ ক্রতুঃ ধর্ম্মঃ (অপূর্ব্বং) চ যন্ময়ঃ (যদ্বিভূতিরূপঃ) ॥ ১০ ॥

দেশ কাল চরু প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য মন্ত্র তন্ত্র ঋত্বিক্ অগ্নি দেবতা যজমান এবং যজ্ঞ ও তৎফল যাঁহার বিভূতি ॥ ১০ ॥

তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্‌ভগবন্তমধোক্ষজম্।
মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥ ১১ ॥

তং সাক্ষাৎ পরমং ব্রহ্ম অধোক্ষজং ভগবন্তং দুষ্প্রজ্ঞাঃ মনুষ্যদৃষ্ট্যা (মনুষ্যঃ অয়ম্ ইতি দৃষ্ট্যা) ন মেনিরে (আদৃতবন্তঃ) ॥ ১১ ॥

সেই সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম অধোক্ষজ ভগবানকে দুর্ব্বুদ্ধি দেহাভিমানী ব্রাহ্মণ সকল মনুষ্যদৃষ্টি করিয়া আদর করিল না ॥ ১১ ॥

ন তে যদোমিতি প্রোচু র্ন নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচু রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ১২ ॥

(হে) পরন্তপ, যৎ (যদা) তে (ব্রাহ্মণাঃ) ওং (দাস্যামঃ) ইতি ন (দাস্যামঃ) ইতি চ ন প্রোচুঃ, (তদা) নিরাশাঃ গোপাঃ কৃষ্ণরাময়োঃ প্রত্যেত্য) তথা (যথা তত্র বৃত্তং তৎ) ঊচুঃ ॥ ১২ ॥

হে পরন্তপ, যখন ঐ ব্রাহ্মণেরা অন্ন প্রদান করিব কি না করিব কিছুই বলিল না, তখন গোপগণ নিরাশ হইয়া রাম ও কৃষ্ণের নিকট আগমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ॥ ১২ ॥

তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ন্ লৌকিকীং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

তৎ উপাকর্ণ্য জগদীশ্বরঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রহস্য লৌকিকীং গতিং দর্শয়ন্ গোপান্ পুনঃ ব্যাজহার ॥ ১৩ ॥

উহা শ্রবণ করিয়া জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে লৌকিকী গতি দর্শন করাইয়া পুনর্ব্বার গোপগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতম্।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া ॥ ১৪ ॥

(অত্র) আগতং সসঙ্কর্ষণং (ক্ষুধিতং) মাং পত্নীভ্যঃ (বিপ্রপত্নীভ্যঃ) জ্ঞাপয়ত। ধিয়া ময়ি উষিতাঃ স্নিগ্ধাঃ (তাঃ) বঃ (যুষ্মভ্যং) কামং (যথেষ্টম্) অন্নং দাস্যন্তি ॥ ১৪ ॥

আর্য্য বলদেবের সহিত আমি এই স্থানে আসিয়া ক্ষুধিত হইয়াছি, এই কথা বিপ্রপত্নীদিগকে জানাও। তাঁহাদিগের বুদ্ধি আমাতেই সংস্থিত রহিয়াছে এবং তাঁহারা আমার প্রতি বিশেষ স্নেহ করিয়া থাকেন, অতএব তোমাদিগকে যথেষ্ট অন্ন প্রদান করিবেন ॥ ১৪ ॥

গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্ ॥ ১৫ ॥

অথ (ভগবদাজ্ঞানন্তরং তে) গোপাঃ (পুনঃ যজ্ঞবাটং) গত্বা (তত্র) পত্নীশালায়াম্ আসীনাঃ (উপবিষ্টাঃ) স্বলঙ্কৃতাঃ দ্বিজসতীঃ (ব্রাহ্মণপত্নীঃ) দৃষ্ট্বা নত্বা প্রশ্রিতাঃ (নম্রীভূতাঃ চ সন্তঃ) ইদং (বচনম্) অব্রুবন্ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর গোপগণ পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক পত্নীশালাতে উপবিষ্ট উত্তমরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত দ্বিজসতীদিগকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ।
ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

বিপ্রপত্নীভ্যঃ বঃ (যুষ্মভ্যং) নমঃ। নঃ (অস্মাকং) বচাংসি নিবোধত। ইতঃ অবিদূরে চরতা কৃষ্ণেন বয়ম্ ইহ (যুষ্মৎসমীপে) ইষিতাঃ ॥ ১৬ ॥

হে বিপ্রপত্নীগণ, আপনাদিগকে নমস্কার। আমাদিগের কথা শ্রবণ করুন। অনতিদূরে ভ্রমণকারী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমরা আপনাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭ ॥

সরামঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গোপালৈঃ (সহ) গাঃ চারয়ন্ (গৃহাৎ) দূরম্ (অত্র) আগতঃ (অতঃ) বুভুক্ষিতস্য সানুগস্য তস্য অন্নং প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত ও গোপালগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে গৃহ হইতে দূরদেশে আসিয়াছেন, অতএব ক্ষুধার্ত্ত সেই সানুচর শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন প্রদান করুন ॥ ১৭ ॥

শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভুবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ১৮ ॥

নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ (তস্য দর্শনে উৎসুকম্ উৎসাহঃ যাসাং তাঃ) তৎকথাক্ষিপ্তমনসঃ (তস্য কথয়া কথাশ্রবণেন আক্ষিপ্তম্ আকৃষ্টং মনঃ যাসাং তাঃ) অচ্যুতম্ উপায়াতং (সমীপাগতং) শ্রুত্বা জাতসম্ভ্রমাঃ (অনবস্থিতচিত্তাঃ) বভূবুঃ ॥ ১৮ ॥

নিত্য তদ্দর্শনোৎসুক ও তৎকথাক্ষিপ্তচিত্ত বিপ্রপত্নীগণ সেই অচ্যুতকে সমীপাগত শ্রবণ করিয়া অনবস্থিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮ ॥

চতুর্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ ॥ ১৯ ॥

বহুগুণং চতুর্বিধম্ অন্নম্ ভাজনৈঃ আদায় সর্ব্বাঃ (তাঃ) নিম্নগাঃ সমুদ্রম্ ইব প্রিয়ম্ অভিসস্রুঃ (অভিজগ্মুঃ) ॥ ১৯ ॥

বহুগুণান্বিত চতুর্বিধ অন্ন পাত্রোপরি স্থাপন পূর্ব্বক ঐ বিপ্রপত্নীগণ নদী সকল যেমন সমুদ্রাভিমুখে প্রয়াণ করে তদ্রূপ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ ॥ ২০ ॥

উত্তমশ্লোকে ভগবতি দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ (দীর্ঘং বহুকালং শ্রুতেন যশঃশ্রবণেন ধৃতঃ আশয়ঃ চিত্তং যাভিঃ তাঃ) পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ নিষিধ্যমানাঃ (অপি অভিজগ্মুঃ) ॥ ২০ ॥

বহুকাল শ্রবণে উত্তমশ্লোক ভগবানে ধৃতচিত্ত বিপ্রপত্নীসকল পতি পিতা ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও তদুদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

যমুনোপবনেঽশোকনবপল্লবমণ্ডিতে।
বিচরন্তং বৃতং গোপৈর্দদৃশুঃ সাগ্রজং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২১ ॥

স্ত্রিয়ঃ (বিপ্রপত্ন্যঃ) অশোকনবপল্লবমণ্ডিতে যমুনোপবনে গোপৈঃ বৃতং সাগ্রজং বিচরন্তং (শ্রীকৃষ্ণং) দদৃশুঃ ॥ ২১ ॥

বিপ্রপত্নী সকল অশোক বৃক্ষের নবীন পল্লবে মণ্ডিত যমুনোপবনে গোপগণে পরিবৃত ও অগ্রজের সহিত বিচরণকারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ॥ ২১ ॥

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥ ২২ ॥

শ্যামং (মেঘবৎ শ্যামবর্ণং) হিরণ্যপরিধিং (হিরণ্যবৎ পরিধিঃ পরিধানং যস্য তং পীতাম্বরং) বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেশং (বনমাল্যৈঃ কণ্ঠস্থিতৈঃ পুষ্পমালাভিঃ বর্হৈঃ শিরসি ধারিতৈঃ ময়ূরপুচ্ছৈঃ ধাতুভিঃ গৈরিকাদিভিঃ প্রবালৈঃ শিরসি এব উভয়তো ধারিতৈঃ কোমলপত্রৈঃ চ নটবৎ বেশঃ যস্য তম্) অনুব্রতাংসে (অনুব্রতস্য সখ্যুঃ অংসে স্কন্ধে) বিন্যস্তহস্তং (বিন্যস্তঃ স্থাপিতঃ হস্তঃ যেন তম্) ইতরেণ (হস্তেন লীলয়া) অব্জং ধুনানং (ভ্রাময়ন্তং) কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসং (কর্ণয়োঃ উৎপলে যস্য অলকাঃ কপোলয়োঃ যস্য মুখাব্জে হাসঃ যস্য তঞ্চ তঞ্চ) ॥ ২২ ॥

তাঁহার কলেবর নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পরিধেয় বসন সুবর্ণ তুল্য পীতবর্ণ, তিনি কণ্ঠস্থিত বনমালা মস্তকধৃত ময়ূরপুচ্ছ অঙ্গস্থিত গৈরিকাদি ধাতু ও শীর্ষে উভয়পার্শ্বধৃত কোমল পত্র দ্বারা নটবেশে সজ্জিত। তিনি অনুব্রত গোপবালকের স্কন্ধে এক হস্ত স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন ও অপর হস্ত দ্বারা লীলাকমল ভ্রামণ

করিতেছেন। তাঁহার শ্রবণযুগলে উৎপল কপোলদ্বয়ে অলকাবলী ও মুখপদ্মে হাস্য শোভা পাইতেছে ॥ ২২ ॥

প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈ-
র্যস্মিন্ নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ।
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং
প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র ॥ ২৩ ॥

(হে) নরেন্দ্র, প্রায়ঃ (বহুশঃ) শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈঃ (শ্রুতাঃ যে প্রিয়তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উদয়াঃ উৎকর্ষাঃ তে এব কর্ণপূরাঃ সতাং কর্ণাভরণভূতাঃ তৈঃ) যস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) নিমগ্নমনসঃ (আবিষ্টচিত্তাঃ বিপ্রভার্য্যাঃ) অথ (দর্শনানন্তরং) তম্ অক্ষিরন্ধ্রৈঃ (দ্বারভূতৈঃ লোচনচ্ছিদ্রৈঃ) অন্তঃ (অন্তঃ-করণে) প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য (উপগূহ্য), অভিমতয়ঃ (অভি অভিমুখী মতিঃ যেষাং তে) প্রাজ্ঞং (প্রাপ্য) যথা (তথা) তাপং (তদস্পর্শজং) বিজহুঃ (ত্যক্তবত্যঃ) ॥ ২৩ ॥

হে নরেন্দ্র, বহুবার শ্রুত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষরূপ কর্ণা-ভরণ দ্বারা বিপ্রভার্য্যা সকল যে শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন, দর্শনানন্তর তাঁহাকে লোচনচ্ছিদ্রপথে অন্তঃকরণে প্রবেশিত করিয়া সুচিরকাল আলিঙ্গন পূর্ব্বক, অহঙ্কারের বৃত্তিসকল সুষুপ্তিসাক্ষী প্রাজ্ঞচৈতন্যকে লাভ করিয়া যেরূপ সংসারতাপ পরিত্যাগ করে সেইরূপ, তদস্পর্শনজনিত তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

তাস্তথা ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া।
বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ২৪ ॥

অখিলদৃগ্দ্রষ্টা (অখিলদৃশাং দ্রষ্টা ভগবান্) ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ তাঃ (স্ত্রিয়ঃ) আত্মদিদৃক্ষয়া তথা প্রাপ্তাঃ বিজ্ঞায় প্রহসিতাননঃ (সন্) প্রাহ ॥ ২৪ ॥

সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বিপ্রপত্নীগণ সকল আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই প্রকারে আগমন করিয়াছেন জানিয়া সহাস্যমুখে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগি-লেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—হে মহাভাগাঃ, বঃ (যুষ্মাকং) স্বাগতং (শুভাগমনম্)। যৎ (যস্মাৎ) নঃ (অস্মাকং) দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তাঃ। ইদং (চ) বঃ (যুষ্মাকম্) উপপন্নং (যুক্তং) হি (এব)। আস্যতাং (ক্ষণম্ ইহ বিশ্রাম্যতাম্, অন্যৎ চ যুষ্মাকং) কিং (কার্য্যং বয়ং) করবাম (তৎ উচ্যতাম্) ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ;—হে মহাভাগ্যবতীগণ, তোমাদিগের আগমন শুভ ; যেহেতু তোমরা কোন প্রতিবন্ধক না মানিয়া আমাদিগের দর্শনার্থ এই স্থানে আসিয়াছ। ইহা তোমাদিগের যুক্তই হইয়াছে। ক্ষণকাল এই স্থানে বিশ্রাম কর, এবং অপর কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে বল ॥ ২৫ ॥

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥ ২৬ ॥

ননু (নিশ্চিতং) স্বার্থদর্শিনঃ (স্বার্থং পশ্যন্তি যে তে) কুশলাঃ (নিপুণাঃ) আত্মপ্রিয়ে (আত্মনঃ সকাশাৎ অপি প্রিয়ে) ময়ি অদ্ধা (সাক্ষাৎ) অহৈতুক্যব্যবহিতাম্ (অহৈতুকীঃ ফলাভিসন্ধিরহিতাম্ অব্যবহিতাং নিরন্তরাং চ) ভক্তিং যথা (যথাবৎ) কুর্ব্বন্তি ॥ ২৬ ॥

স্বার্থদর্শী কুশল ব্যক্তি সকল নিশ্চয় আত্মা হইতে প্রিয় আমাতে সাক্ষাৎ ফলাভিসন্ধিরহিতা ও নিরন্তরা ভক্তি যথাবিহিত আচরণ করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো নু পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ২৭ ॥

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ যৎসম্পর্কাৎ (যস্য সম্পর্কাৎ সম্বন্ধাৎ প্রিয়াঃ আসন্ ততঃ (সকাশাৎ) পরঃ কঃ নু প্রিয়ঃ (স্যাৎ) ॥ ২৭ ॥

প্রাণ বুদ্ধি মন দেহ কলত্র পুত্র ও ধন প্রভৃতি যাঁহার সম্পর্কে প্রিয় হয়, তাঁহা হইতে অপর কে প্রিয় হইবে ? ॥ ২৭ ॥

তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ॥ ২৮॥

তৎ (তস্মাৎ কৃতার্থাঃ যূয়ং) দেবযজনং (যজ্ঞবাটং) যাত (গচ্ছত)। বঃ (যুষ্মাকং) পতয়ঃ গৃহমেধিনঃ দ্বিজাতয়ঃ যুষ্মাভিঃ (তত্র গতাভিঃ সহ) স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি (সমাপয়িষ্যন্তি)॥ ২৮॥

অতএব তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ। এক্ষণে যজ্ঞস্থলে গমন কর। তোমাদিগের পতি সকল গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। তোমরা গমন করিলে, তাঁহারা তোমাদিগের সহিত নিজ যজ্ঞ সমাপন করিবেন॥ ২৮॥

পত্ন্যঃ উচুঃ।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসীদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈর্নিবোঢুমতিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্॥ ২৯॥

পত্ন্যঃ উচুঃ;—(হে) বিভো, ভবান্ এবং নৃশংসং (পরুষং বচঃ) গদিতুং নার্হতি (নৈব যোগ্যঃ ভবতি; স্বাজ্ঞারূপং) নিগমং (ন পুনরাবর্ত্ততে ইতি বেদবাক্যং) সত্যং কুরুষ্ব। বয়ং সমস্তবন্ধূন্ (পতিপুত্রাদীন্) অতিলঙ্ঘ্য (তিরস্কৃত্য) পদাবসৃষ্টং (ত্বৎপদাবসৃষ্টং) তুলসীদাম কেশৈঃ (স্বকেশৈঃ) নিবোঢুং তব পাদমূলং প্রাপ্তাঃ॥ ২৯॥

বিপ্রপত্নীগণ বলিলেন;—হে বিভো, আপনি এরূপ কঠোর বাক্য বলিতে যোগ্য হয়েন না; আপনার আজ্ঞারূপ বেদবাক্য সত্য করুন। আমরা পতিপুত্রাদি বন্ধুবর্গকে লঙ্ঘন করিয়া ভবৎপদাবসৃষ্ট তুলসীদাম নিজ কেশ দ্বারা বহন করিবার নিমিত্ত আপনার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি॥ ২৯॥

গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্‌ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্‌গতিররিন্দম তদ্‌বিধেহি॥ ৩০॥

নঃ (অস্মান্) পতয়ঃ পিতরৌ সুতাঃ বা ন গৃহ্নন্তি (গ্রহীষ্যন্তি)। ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ (অপি) ন (গ্রহীষ্যন্তি)। অন্যে চ কুতঃ এব (গৃহ্নীয়ুঃ)। তস্মাৎ ভবৎপ্রপদয়োঃ (ভবতঃ প্রপদয়োঃ পাদাগ্রয়োঃ) পতিতাত্মনাং (পতিতদেহানাং) নঃ (অস্মাকং ত্বত্তঃ) অন্যা গতিঃ ন ভবেৎ (নাস্ত্যেব। অতঃ হে) অরিন্দম, তৎ (স্বদাস্যম্ এব) বিধেহি (সম্পাদয়) ॥ ৩০ ॥

আমাদিগকে পতি সকল বা পিতা মাতা পুত্র সকল গ্রহণ করিবেন না। ভ্রাতৃবন্ধুরাও আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। অন্যে কেনই বা গ্রহণ করিবে। অতএব আপনার পাদাগ্রে পতিতদেহ আমাদিগের আপনি ভিন্ন অন্য গতি নাই। অতএব হে অরিন্দম, আমাদিগকে আপনার দাস্যে নিযুক্ত করুন ॥ ৩০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ;—ময়া উপেতাঃ (ভক্ততয়া অঙ্গীকৃতাঃ) বঃ (যুষ্মান্) পতয়ঃ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ (অন্যে) লোকাঃ (জনাঃ) চ ন অভ্যসূয়েরন্ (দোষদৃষ্ট্যা পশ্যেয়ুঃ)। দেবাঃ (যজ্ঞভাগিনঃ অপি) অনুমন্বতে (নির্দোষতয়া অঙ্গীকরিষ্যন্তি) ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ;—মৎকর্ত্তৃক ভক্তরূপে অঙ্গীকৃত তোমাদিগকে তোমাদিগের পতি ভ্রাতা ও পুত্র সকল এবং অপর লোক সকল দোষদৃষ্টিতে দর্শন করিবে না। যজ্ঞভাগী দেবতা সকলও তোমাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন ॥ ৩১ ॥

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥ ৩২ ॥

হি (যস্মাৎ) ইহ (সংসারে) অঙ্গসঙ্গঃ (দেহানাং নিকটবর্ত্তিত্বং) নৃণাং প্রীতয়ে (সুখায়) অনুরাগায় (স্নেহবৃদ্ধয়ে চ) ন (ভবতি) তৎ (তস্মাৎ) ময়ি মনঃ যুঞ্জানাঃ সত্যঃ) অচিরাৎ মাম্ অবাপ্স্যথ ॥ ৩২ ॥

ইহ সংসারে অঙ্গসঙ্গ মনুষ্যদিগের সুখের বা অনুরাগের নিমিত্ত

হয় না, অতএব আমাতে মনোনিবেশ করিতে থাক, অচিরেই আমাকে লাভ করিবে ॥ ৩২ ॥

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অনুকীর্ত্তনাৎ (চ) ময়ি (যথা) ভাবঃ সন্নিকর্ষেণ তথা ন, ততঃ গৃহান্ প্রতিযাত ॥ ৩৩ ॥

শ্রবণ দর্শন ধ্যান এবং অনুকীর্ত্তনে আমাতে যেরূপ ভাব জন্মে, আমার নিকটে অবস্থানে সেরূপ হয় না, অতএব তোমরা নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর ॥ ৩৩ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ।
তে চানসূয়বস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্ ॥ ৩৪ ॥

শুকঃ উবাচ;—ইতি (এবং ভগবতা) উক্তাঃ তাঃ দ্বিজপত্ন্যঃ পুনঃ যজ্ঞবাটং গতাঃ। তে (ব্রাহ্মণাঃ) চ অনসূয়বঃ (অদোষদৃষ্টয়ঃ সন্তঃ) তাভিঃ স্ত্রীভিঃ (সহ) সত্রম্ অপারয়ন্ ॥ ৩৪ ॥

শুকদেব কহিলেন;—ভগবান্ এই প্রকার উক্তি করিলে, সেই বিপ্রপত্নী সকল পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থলে প্রতিগমন করিলেন। সেই বিপ্রগণও দোষদৃষ্টি না করিয়া ঐ স্ত্রীদিগের সহিত যজ্ঞ সমাপন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্ ॥ ৩৫ ॥

তত্র (যজ্ঞবাটে পূর্ব্বং গমনসময়ে এব) একা (ব্রাহ্মণী) ভর্ত্রা বিধৃতা (গৃহীতা সতী) যথাশ্রুতং ভগবন্তং হৃদা (মনসা) উপগুহ্য কর্ম্মানুবন্ধনং (কর্ম্ম অনু বন্ধনং যস্য তং) দেহং বিজহৌ ॥ ৩৫ ॥

ইতিপূর্ব্বে বিপ্রপত্নী সকল যখন অন্ন লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করেন, তখন এক ব্রাহ্মণী স্বামী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া যথাশ্রুত ভগবানকে মনে মনে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মানুবন্ধন দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্।
চতুর্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ঞ্চ বুভুজে প্রভুঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রভুঃ ভগবান্ গোবিন্দঃ অপি তেন এব চতুর্বিধেন অন্নেন গোপকান্ আশয়িত্বা স্বয়ং চ বুভুজে ॥ ৩৬ ॥

প্রভু ভগবান্ গোবিন্দও ঐ বিপ্রপত্নীগণ কর্ত্তৃক আনীত চতুর্ব্বিধ অন্ন দ্বারা গোপবালকদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ংও ভোজন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

এবং লীলানরবপুর্নৃলোকমনুশীলয়ন্।
রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কৃতৈঃ ॥ ৩৭ ॥

লীলানরবপুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং নৃলোকম্ অনুশীলয়ন্ (অনুকুর্ব্বন্) গোগোপ-গোপীনাং (গোগোপগোপীঃ) রূপবাক্কৃতৈঃ (রূপেণ বাচা চ কৃতৈঃ চরিতৈঃ) রময়ন্ (রময়িতুং) রেমে ॥ ৩৭ ॥

লীলার্থ নরশরীরধারী শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে মনুষ্যব্যবহারের অনুকরণ করিয়া রূপ বাক্য ও আচরিত দ্বারা গো গোপ ও গোপী সকলকে ক্রীড়ানন্দ প্রদান করিবার নিমিত্ত স্বয়ংও বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

অথানুস্মৃত্য তে বিপ্রা অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ।
যদ্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

অথ (অনন্তরং) যৎ (যস্মাৎ) নৃবিড়ম্বয়োঃ (নরানুকরণপরয়োঃ) বিশ্বেশ্বরয়োঃ যাচ্ঞাম্ অহন্ম (হতবন্তঃ অতঃ) কৃতাগসঃ (বয়ম্ ইতি) অনুস্মৃত্য তে বিপ্রাঃ অন্বতপ্যন্ ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর ঐ যাজ্ঞিক বিপ্রগণ, নরানুকরণকারী বিশ্বেশ্বর কৃষ্ণ ও বলরামের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, আমরা অপরাধী হইয়াছি মনে করিয়া, অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্।
আত্মানঞ্চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্ ॥ ৩৯ ॥

স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে অলৌকিকীম্ (অত্যুৎকৃষ্টাং) ভক্তিং দৃষ্ট্বা আত্মানং

চ তয়া (ভক্ত্যা) হীনং (দৃষ্ট্বা) অনুতপ্তাঃ (সন্তঃ আত্মানং) ব্যগর্হয়ন্ (অনিন্দন্) ॥ ৩৯ ॥

এবং স্ত্রীদিগের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অত্যুৎকৃষ্টা ভক্তি দেখিয়া ও আপনাদিগকে তদ্রহিত দেখিয়া অনুতাপ করিতে করিতে আপনাদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

ধিগ্‌জন্ম নস্ত্রিবিদ্‌যত্তদ্‌ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্ ।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥৪০॥

অধোক্ষজে (শ্রীকৃষ্ণে) যে তু (বয়ং) বিমুখাঃ (তেষাং) নঃ (অস্মাকং) যৎ ত্রিবৃৎ (শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যং চ ইতি ত্রিগুণিতং) জন্ম তৎ ধিক্ (অকিঞ্চিৎকরম্। তথা) ব্রতং ধিক্, বহুজ্ঞতাং ধিক্, কুলং ধিক্, ক্রিয়াদাক্ষ্যং (চ) ধিক্ ॥ ৪০ ॥

আর তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ, অতএব আমাদিগের শৌক্র সাবিত্র ও দৈক্ষ্য এই তিনটি জন্ম এবং আমাদিগের ব্রত বহুজ্ঞতা কুল ও ক্রিয়ানৈপুণ্য, এই সকলই অকিঞ্চিৎকর ॥ ৪০ ॥

নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী ।
যদ্বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যাম হে দ্বিজাঃ ॥ ৪১ ॥

হে দ্বিজাঃ, নূনং (নিশ্চিতম্ এতৎ), ভগবতঃ মায়া যোগিনাম্ অপি মোহিনী ; যৎ (যস্মাৎ) বয়ং নৃণাং গুরবঃ (উপদেশকর্ত্তারঃ অপি) স্বার্থে (স্বপ্রয়োজনে) মুহ্যামঃ ॥ ৪১ ॥

হে বিপ্রগণ, নিশ্চয় এই ভগবানের মায়া যোগীদিগেরও মোহনকারিণী ; যেহেতু আমরা মনুষ্যদিগের গুরু হইয়াও স্বার্থ বিষয়ে মোহিত হইতেছি ॥ ৪১ ॥

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥ ৪২ ॥

অহো (আশ্চর্য্যমেতৎ) নারীণাম্ অপি জগদ্‌গুরৌ কৃষ্ণে দুরন্তভাবং (দুরন্তম্ অস্মাভিঃ প্রতিরোধে কৃতে অপি অপ্রতিবদ্ধং ভাবং ভক্তিং) পশ্যত, যঃ (ভাবঃ) গৃহাভিধান্ (গৃহসংজ্ঞান্) মৃত্যুপাশান্ অবিধ্যৎ (অচ্ছিনৎ) ॥ ৪২ ॥

অহো! নারীদিগেরও জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণে অপ্রতিরোধ্য ভাব সন্দর্শন কর। উহাদিগের ঐ ভাব গৃহসংজ্ঞক মৃত্যুপাশ ছেদন করিয়াছে ॥ ৪২ ॥

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥৪৩॥

(যদ্যপি) আসাং দ্বিজাতিসংস্কারঃ ন, গুরৌ নিবাসঃ অপি ন, তপঃ ন, আত্মমীমাংসা ন, শৌচং ন, শুভাঃ ক্রিয়াঃ (চ) ন ॥ ৪৩ ॥

যদিও ইহাদিগের দ্বিজাতিসংস্কার হয় নাই, গুরুকুলে বাসও হয় নাই, তপস্যা নাই, আত্মমীমাংসা হয় নাই, শৌচ নাই ও শুভ কার্য্যও নাই ॥ ৪৩ ॥

তথাপি হ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥ ৪৪ ॥

তথাপি হি উত্তমশ্লোকে যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তিঃ। (সা) চ সংস্কারাদিমতাম্ অপি অস্মাকং ন ॥ ৪৪ ॥

তথাপি উত্তমশ্লোক যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণে উহাদিগের দৃঢ়া ভক্তি দৃষ্ট হইতেছে। আমরা সংস্কারাদিসম্পন্ন হইলেও আমাদিগের তাদৃশী ভক্তি নাই ॥ ৪৪ ॥

নূনং স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥ ৪৫ ॥

অহো নূনং (নিশ্চিতং) স্বার্থবিমূঢ়ানাং গৃহেহয়া প্রমত্তানাং নঃ (অস্মাকং পরমফলভূতমাত্মানং) সতাং গতিঃ (ভগবান্) গোপবাক্যৈঃ স্মারয়ামাস ॥ ৪৫ ॥

অহো! আমরা স্বার্থ বিষয়ে অন্ধ ও গৃহব্যাপারে প্রমত্ত ছিলাম। সাধুদিগের গতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় গোপবাক্য দ্বারা আমাদিগকে আমাদিগের পরমফলভূত আত্মার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ।
ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্যথা (উক্তাস্মৎপ্রয়োজনং বিনা) পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ (মোক্ষাদিচতুর্বিধপুরুষার্থপ্রদস্য তস্য) ঈশিতব্যৈঃ অস্মাভিঃ কিং (প্রয়োজনম্)। ঈশস্য (সর্ব্বথা সমর্থস্য অপি) এতৎ (অন্নযাচ্ঞাপি) বিড়ম্বনম্ (অস্মদনুগ্রহার্থমনুকরণমাত্রমেব) ॥ ৪৬ ॥

অন্যথা ঈশ্বরাধীন আমাদিগের সহিত পূর্ণকাম মোক্ষাদি-চতুর্বিধ-পুরুষার্থ-প্রদাতা শ্রীভগবানের কি প্রয়োজন? ঈশ্বরের এই অন্ন-যাচ্ঞাও আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই নরলীলানু-করণমাত্র ॥ ৪৬ ॥

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াসকৃৎ।
স্বাত্মদোষাপবর্গেণ তদ্যাচ্ঞা জনমোহিনী ॥ ৪৭ ॥

শ্রীঃ অন্যান্ (ব্রহ্মাদীন্) হিত্বা (তথা) স্বাত্মদোষাপবর্গেণ (আত্মনঃ দোষাঃ চাঞ্চল্যাদয়ঃ তেষাম্ অপবর্গেণ ত্যাগেন যস্য) পাদস্পর্শাশয়া (চরণসেবাভিলাষেণ) যম্ অসকৃৎ (নিরন্তরং) ভজতে তদ্যাচ্ঞা (তস্য যা ওদনযাচ্ঞা সা) জনমোহিনী ॥ ৪৭ ॥

স্বয়ং লক্ষ্মী ব্রহ্মাদি অপর দেবতা সকলকে ত্যাগ করিয়া এবং নিজের চাঞ্চল্যাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার চরণসেবাভিলাষে নিরন্তর যাঁহাকে ভজন করেন, তাঁহার অন্নপ্রার্থনা যে জনমোহিনী তাহাতে আর সংশয় কি? ॥ ৪৭ ॥

দেশঃ কালঃ পৃথগ্দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ৪৮ ॥

দেশঃ কালঃ পৃথক্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজঃ অগ্নয়ঃ দেবতাঃ যজমানঃ চ ক্রতুঃ ধর্ম্মঃ চ যন্ময়ঃ ॥ ৪৮ ॥

দেশ কাল চরু প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য মন্ত্র তন্ত্র ঋত্বিক্ অগ্নি দেবতা যজমান এবং যজ্ঞ ও তৎফল যাঁহার বিভূতি ॥ ৪৮ ॥

স এব ভগবান্ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
জাতো যদুষিত্যাশৃণ্ম হ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে ॥ ৪৯ ॥

সঃ এব সাক্ষাৎ ভগবান্ যোগেশ্বরেশ্বরঃ বিষ্ণুঃ যদুষু জাতঃ ইতি আশৃণ্ম

(সর্ব্বত্র শ্রুতবন্তঃ অপি বং) মূঢ়াঃ (মূর্খাঃ বয়ং) ন বিদ্মহে (অনুসন্ধানং কৃতবন্তঃ) ॥ ৪৯ ॥

সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ যোগেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা আমরা সর্ব্বত্র শ্রবণ করিয়াও মূঢ়তা প্রযুক্ত অনুসন্ধান করিলাম না ॥ ৪৯ ॥

অহো বয়ং ধন্যতমা যেষাং নস্তাদৃশীঃ স্ত্রিয়ঃ।
যাসাং ভক্ত্যা হরৌ জাতা চাস্মাকং নিশ্চলা মতিঃ ॥৫০॥

অহো ! বয়ং ধন্যতমাঃ, যেষাং নঃ (অস্মাকং) তাদৃশীঃ (তাদৃশ্যঃ) স্ত্রিয়ঃ, যাসাং ভক্ত্যা অস্মাকং চ হরৌ নিশ্চলা মতিঃ জাতা ॥ ৫০ ॥

অহো ! যাহাদিগের তাদৃশী বনিতা, সেই আমরাও ধন্যতম; কারণ, উহাদিগের ভক্তিবলে আমাদিগেরও শ্রীহরিতে নিশ্চলা মতি জন্মিয়াছে ॥ ৫০ ॥

তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ॥ ৫১ ॥

(বয়ং) যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ (সন্তঃ) কর্ম্মবর্ত্মসু ভ্রমামঃ, তস্মৈ অকুণ্ঠমেধসে ভগবতে কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৫১ ॥

আমরা যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি, সেই অকুণ্ঠবুদ্ধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৫১ ॥

স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্ ॥ ৫২ ॥

সঃ বৈ আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্ অবিজ্ঞাতানুভাবানাং নঃ (অস্মাকম্) অতিক্রমং (স্বাজ্ঞোল্লঙ্ঘনাপরাধং) ক্ষন্তুম্ অর্হতি ॥ ৫২ ॥

সেই আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমায়ায় মোহিতচিত্ত ও অবিজ্ঞাততৎপ্রভাব আমাদিগের নিজ আজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ অপরাধ ক্ষমা করিতে যোগ্য হইতেছেন ॥ ৫২ ॥

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ।
দিদৃক্ষবো ব্রজমথ কংসাদ্ভীতা ন চাচলন্ ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণে কৃতহেলনাঃ (কৃতং হেলনম্ অবজ্ঞানং যৈঃ তে ব্রাহ্মণাঃ) ইতি (এবং) স্বাঘং (স্বাপরাধম্) অনুস্মৃত্য (রামকৃষ্ণৌ) দিদৃক্ষবঃ (দ্রষ্টুম্ ইচ্ছবঃ) অপি কংসাৎ ভীতাঃ (সন্তঃ তয়োঃ দর্শনায়) ন চ অচলন্ (জগ্মুঃ) ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলাকারী বিপ্রগণ এই প্রকার নিজ অপরাধ স্মরণানন্তর কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াও কংসভয়ে উহাঁ-দিগের দর্শনার্থ গমন করিতে পারিলেন না ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যজ্ঞপত্ন্যুপচর্য্যাগ্রহণং
নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ।
অপশ্যন্নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্॥ ১॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—বলদেবেন সংযুতঃ ভগবান্ অপি তত্র (গোকুলে) এব নিবসন্ ইন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ (ইন্দ্রযাগায় কৃতোদ্যমান্) গোপান্ অপশ্যৎ॥ ১॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোবর্দ্ধন মহোৎসবের প্রবর্ত্তন বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন;—এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোকুলে অবস্থান করিতে করিতে ইন্দ্রযাগার্থ কৃতোদ্যম গোপ সকলকে দর্শন করিলেন॥ ১॥

তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ।
প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্বৃদ্ধান্ নন্দপুরোগমান্॥ ২॥

সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তদভিজ্ঞঃ (ইন্দ্রযাগার্থোঽয়মুদ্যমঃ ইতি জানন্) অপি প্রশ্রয়াবনতঃ (প্রশ্রয়েণ বিনয়েন অবনতঃ সন্) নন্দপুরোগমান্ (নন্দাদীন্) বৃদ্ধান্ অপৃচ্ছৎ॥ ২॥

সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযাগার্থ এই উদ্যম জানিয়াও বিনয়াবনত হইয়া নন্দাদি বৃদ্ধ গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২॥

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ।
কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ॥ ৩॥

(হে) পিতঃ, বঃ (যুষ্মাকং) কঃ অয়ং সম্ভ্রমঃ (সম্যক্ ভ্রমঃ যত্র সঃ, উৎসববিশেষঃ) উপাগতঃ, (অস্য) কিং ফলং, কস্য বা উদ্দেশঃ (কং দেববিশেষম্ উদ্দিশ্য এতৎ কর্ম্ম প্রবৃত্তং), কেন (সাধনেন অধিকারিণা) বা (অয়ং) মখঃ সাধ্যতে, (তৎ) মে (মহ্যং) কথ্যতাম॥ ৩॥

হে পিতঃ, আমাদিগের এ কি উৎসব উপস্থিত হইল? ইহার কি ফল? কোন্ দেবতার উদ্দেশে এই কর্ম্ম আরব্ধ হইতেছে? এই যজ্ঞের কি সাধন বা কে অধিকারী? এই গুলি আমাকে বলুন॥ ৩॥

এতদ্ ব্রূহি মহান্ কামো মহ্যং শুশ্রূষবে পিতঃ।
ন হি গোপ্যং হি সাধূনাং কর্ত্তং সর্ব্বাত্মনামিহ॥ ৪॥
অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্।
উদাসীনোঽরিবদ্‌বর্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে॥ ৫॥

(হে) পিতঃ, মহান্ কামঃ (শ্রবণে মহতী ইচ্ছা বর্ত্ততে, অতঃ) শুশ্রূষবে মহ্যম্ এতৎ (মৎপৃষ্টং সর্ব্বং) ব্রূহি; হি (যস্মাৎ) ইহ (ব্যবহারভূমৌ) সর্ব্বাত্মনাং (সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টীনাং) অস্বপরদৃষ্টীনাং (ন বিদ্যতে স্বঃ পরঃ ইতি দৃষ্টিঃ যেষাং তেষাম্) অমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্ (ন বিদ্যতে মিত্রঃ উদাস্তঃ উদাসীনঃ বিদ্বিট্ যেষাং তেষাং) সাধূনাং কর্ত্তং (কৃত্যং, কর্ম্ম) গোপ্যং ন অস্তি। অরিবৎ উদাসীনঃ (অপি মন্ত্রেষু) বর্জ্যঃ। সুহৃৎ (মিত্রং তু) আত্মবৎ (স্বতুল্যঃ এব) উচ্যতে॥ ৪॥৫॥

হে পিতঃ, শ্রবণে মহতী ইচ্ছা হইতেছে, অতএব শ্রবণেচ্ছু আমাকে এই সকল বলুন; যেহেতু এই ব্যবহারভূমিতে যাঁহারা সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি, যাঁহাদিগের আত্মীয় ও পর নাই, যাঁহাদিগের মিত্র উদাসীন ও শত্রু নাই, সেই সাধুগণের কোন কর্ম্মই গোপনীয় হয় না। মন্ত্রণাকার্য্যে শত্রুর ন্যায় উদাসীন ব্যক্তিও বর্জনীয়। মিত্র ব্যক্তি কিন্তু নিজের সদৃশ বলিয়াই উক্ত হয়েন॥ ৪॥৫॥

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি।
বিদুষঃ কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাদ্‌যথা নাবিদুষো ভবেৎ॥ ৬॥

(কিঞ্চ) জ্ঞাত্বা (সুহৃদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য তত্ত্বরহস্যং জ্ঞাত্বা তথা) অজ্ঞাত্বা চ (গতানুগতমাত্রেণ অপি) অয়ং জনঃ কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠতি। তত্র যথা বিদুষঃ কর্ম্মসিদ্ধিঃ (ফলং) স্যাৎ (তথা) অবিদুষঃ (ফলং) ন ভবেৎ॥ ৬॥

আরও সুহৃদ্‌গণের সহিত বিচার পূর্ব্বক তত্ত্বরহস্য জানিয়া বা না জানিয়াই লোক সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি

জানিয়া কর্ম্ম করে, তাহার যেরূপ ফল লাভ হয়, যে ব্যক্তি না জানিয়া কর্ম্ম করে, তাহার তদ্রূপ ফল লাভ হয় না ॥ ৬ ॥

তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ।
অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্ ॥ ৭ ॥

তত্র (এবং সতি) তাবৎ (অয়ং) ক্রিয়াযোগঃ ভবতা কিং (সুহৃদ্ভিঃ সহ শাস্ত্রতঃ) বিচারিতঃ অথবা লৌকিকঃ (লোকব্যবহারতঃ এব প্রাপ্তঃ) তৎ (এতৎ) পৃচ্ছতঃ মে (মম) সাধু (সত্যং, সোপপত্তিকং বা) ভণ্যতাম্ ॥ ৭ ॥

অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনাদিগের এই ক্রিয়াযোগের বিষয় কি আপনারা সুহৃদ্‌গণের সহিত শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়াছেন, অথবা ইহা শাস্ত্রীয় নহে, লোকাচার হইতে প্রাপ্ত ? আমি এই যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা যুক্তি সহকারে বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৭ ॥

নন্দ উবাচ।

পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ ॥ ৮ ॥

নন্দঃ উবাচ ;—ভগবান্ ইন্দ্রঃ পর্জ্জন্যঃ (বর্ষাধিপতিঃ যতঃ) মেঘাঃ তস্য (ইন্দ্রস্য) আত্মমূর্ত্তয়ঃ (প্রিয়মূর্ত্তয়ঃ)। তে (মেঘাঃ) ভূতানাং প্রীণনম্ (আপ্যায়নকরং) জীবনং (জীবনকরং চ) পয়ঃ (জলম্) অভিবর্ষন্তি ॥ ৮ ॥

নন্দ কহিলেন ;—ভগবান্ ইন্দ্র বর্ষণের অধিপতি ; যেহেতু মেঘ সকল তাঁহারই প্রিয় মূর্ত্তি। ঐ মেঘ সকল প্রাণীদিগের তৃপ্তিকর ও জীবনদায়ক জল বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

তং তাত বয়মন্যে চ বার্ম্মুচাং পতিমীশ্বরম্।
দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ ॥ ৯ ॥

(হে) তাত, বয়ং (বৈশ্যাঃ) অন্যে (ব্রাহ্মণাদয়ঃ) চ নরাঃ ঈশ্বরং বার্ম্মুচাং (মেঘানাং) পতিং তম্ (ইন্দ্রং) তদ্রেতসা (তস্য রেতসা জলেন) সিদ্ধৈঃ দ্রব্যৈঃ (অন্নাদিভিঃ সম্পাদিতৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) যজন্তে (আরাধয়ন্তি) ॥৯॥

হে তাত, আমরা বৈশ্য ও ব্রাহ্মণাদি অপর বর্ণত্রয় ঈশ্বর ও মেঘসমূহের অধিপতি সেই ইন্দ্রকে মেঘনির্ম্মুক্ত বারি দ্বারা সিদ্ধ অন্নাদি দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জন্যঃ ফলভাবনঃ ॥ ১০ ॥

(নরাঃ) ত্রিবর্গফলহেতবে (ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধয়ে) তচ্ছেষেণ (ইন্দ্রযাগাবশিষ্টেন অন্নাদিনা) উপজীবন্তি (জীবিকাং কল্পয়ন্তি)। পর্জন্যঃ (ইন্দ্রঃ এব) পুংসাং পুরুষকারাণাং (কৃষ্যাদিব্যাপারাণাং) ফলভাবনঃ (বৃষ্টিদ্বারা ফলসাধকঃ) ॥ ১০ ॥

মনুষ্যেরা ত্রিবর্গফলসিদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রযাগাবশিষ্ট অন্নাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রই তাঁহাদিগের কৃষ্যাদি ব্যাপারের ফলসাধক ॥ ১০ ॥

য এনং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ।
কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াল্লোভাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্ ॥১১॥

যঃ নরঃ কামাৎ দ্বেষাৎ ভয়াৎ লোভাৎ পারম্পর্য্যাগতং (বৃদ্ধাচারপরম্পরয়া আগতম্) এনং ধর্ম্মং (ধর্ম্মরূপং যাগং) বিসৃজেৎ (ত্যজেৎ) সঃ শোভনং (সুখং) ন আপ্নোতি বৈ ॥ ১১ ॥

যে মনুষ্য কাম দ্বেষ ভয় বা লোভ বশতঃ এই পারম্পর্য্যাগত ধর্ম্ম ত্যাগ করে, সে সুখ লাভ করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

বাদরায়ণিরুবাচ।

বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাম্।
ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ কেশবঃ ॥ ১২ ॥

বাদরায়ণি উবাচ ;—নন্দস্য তথা অন্যেষাং ব্রজৌকসাং বচঃ নিশম্য (শ্রুত্বা) কেশবঃ ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ ॥ ১২ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—নন্দের ও অপরাপর ব্রজবাসীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের ক্রোধোৎপাদনার্থ পিতাকে বলিলেন ॥১২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ;—জন্তুঃ (জীবমাত্রং) কর্ম্মণা জায়তে কর্ম্মণা এব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং (চ) কর্ম্মণা এব অভিপদ্যতে ([illegible]) ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ;—জীবমাত্র কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন ও কর্ম্ম দ্বারাই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহাদিগের সুখ দুঃখ ভয় ও ক্ষেম কর্ম্ম দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ॥ ১৪ ॥

(স্বয়ং কর্ম্মভিঃ অলিপ্তঃ অপি) অন্যকর্ম্মণাম্ (অন্যেষাং জীবানাং কর্ম্মণাং) ফলরূপী (ফলং রূপয়তি কল্পয়তি দদাতীতি তথাভূতঃ) কশ্চিৎ ঈশ্বরঃ অস্তি চেৎ সঃ অপি কর্ত্তারম্ (এব) ভজতে হি ; সঃ (ঈশ্বরঃ) অকর্ত্তুঃ (কর্ম্মাকর্ত্তুঃ) প্রভুঃ (ফলদাতা তু) ন হি (এব) ॥ ১৪ ॥

স্বয়ং কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত না হইয়াও অপর জীবের কর্ম্মফলদাতা কোন ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তিনিও কর্ত্তাকেই আশ্রয় করেন ; কারণ, তিনি অকর্ত্তার প্রভু হইতেই পারেন না ॥ ১৪ ॥

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বং স্বং কর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্ ॥ ১৫ ॥

ইহ (লোকে) কর্ম্মানুবর্ত্তিনাং ভূতানাং, নৃণাং স্বং স্বং স্বভাববিহিতং (স্বভাবেন পূর্ব্বসংস্কারেণ বিহিতং কারিতং কর্ম্ম তদধীনং সুখং দুঃখং চ) অন্যথা কর্ত্তুম্ অনীশেন ইন্দ্রেণ কিং (প্রয়োজনং সিধ্যতি) ? ॥ ১৫ ॥

ইহ লোকে কর্ম্মানুবর্ত্তী জীব সকলের পক্ষে মনুষ্যদিগের নিজ নিজ পূর্ব্বসংস্কারবিহিত কর্ম্ম ও তদধীন সুখ দুঃখ অন্যথা করিতে অসমর্থ ইন্দ্র দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে ? ॥ ১৫ ॥

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ১৬ ॥

জনঃ স্বভাবতন্ত্রঃ হি (এব) স্বভাবম্ অনুবর্ত্ততে। সদেবাসুরমানুষম্ ইদং সর্ব্বং স্বভাবস্থম্ ॥ ১৬ ॥

স্বভাবতন্ত্র লোক সকল স্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। দেবতা অসুর ও মানুষ বিশিষ্ট এই নিখিল জগৎ স্বভাবস্থ ॥ ১৬ ॥

দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা।
শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

জন্তুঃ কর্ম্মণা উচ্চাবচান্ (উৎকৃষ্টাপকৃষ্টান্) দেহান্ প্রাপ্য (কর্ম্ম-সমাপ্তৌ তান্) উৎসৃজতি (পরিত্যজতি) কর্ম্ম এব শত্রুঃ মিত্রম্ উদাসীনঃ গুরুঃ ঈশ্বরঃ (চ) ॥ ১৭ ॥

জন্তু কর্ম্ম দ্বারা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট দেহ সকল প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মের সমাপ্তিতে ঐ দেহ সকল পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কর্ম্মই শত্রু মিত্র উদাসীন গুরু ও ঈশ্বর ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্ ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ স্বভাবস্থঃ (স্বভাবাধীনবর্ণাশ্রমাদিস্থঃ) স্বকর্ম্মকৃৎ (স্বানুরূপকর্ম্মকারী চ সন্) কর্ম্ম (এব) সংপূজয়েৎ (সম্মানয়েৎ)। যেন অঞ্জসা (সুখেন) বর্ত্তেত, তৎ এব অস্য দৈবতং হি ॥ ১৮ ॥

অতএব স্বভাবস্থ ও স্বকর্ম্মকারী হইয়া কর্ম্মকেই সম্মান করিবে। যদ্দ্বারা সুখে থাকা যায়, তাহাই জীবের দেবতা ॥ ১৮ ॥

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি।
ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারান্নার্য্যসতী যথা ॥ ১৯ ॥

যঃ (জনঃ) তু একতরং ভাবং (পদার্থম্) আজীব্য (জীবনোপায়ং কৃত্বা) অন্যম্ উপজীবতি (সেবতে), অসতী নারী জারাৎ যথা (তথা সঃ) তস্মাৎ ক্ষেমং (সুখং) ন বিন্দতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি একতর পদার্থকে জীবনোপায় করিয়া অন্য পদার্থের সেবা করে, সে ব্যক্তি, অসতী নারী যেরূপ উপপতি হইতে সুখ পায় না, তদ্রূপ সুখ প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৯ ॥

বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ।
বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া ॥ ২০ ॥

বিপ্রঃ ব্রহ্মণা (বেদাধ্যয়নাদিনা) রাজন্যঃ ভুবঃ রক্ষয়া বৈশ্যঃ তু বার্ত্তয়া বর্ত্তেত (জীবিকাং সম্পাদয়েৎ)। শূদ্রঃ তু দ্বিজসেবয়া জীবেৎ ॥ ২০ ॥

ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষণ দ্বারা ও বৈশ্য বার্ত্তা দ্বারা জীবিকা সম্পাদন করিবেন। শূদ্র কেবল দ্বিজাতির সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ২০ ॥

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা কুশীদং তূর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্ ॥ ২১ ॥

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা (কৃষিবাণিজ্যাভ্যাং সহিতা গোরক্ষা এবং ত্রয়ং) কুশীদং (বৃদ্ধিজীবনং) তূর্য্যং (চতুর্থম্) এবং বার্ত্তা চতুর্বিধা উচ্যতে। তত্র (তাসু) বয়ম্ অনিশং (সর্ব্বদা এব) গোবৃত্তয়ঃ ॥ ২১ ॥

তন্মধ্যে কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষণ ও কুশীদ এই চতুর্বিধা বৃত্তির নাম বার্ত্তা। ঐ চতুর্বিধ বার্ত্তার মধ্যে আমরা আবার কেবল গোরক্ষণ রূপ বার্ত্তা দ্বারা জীবিকা সম্পাদন করিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।
রজসোৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ ॥ ২২ ॥

সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (ত্রয়ঃ গুণাঃ যথাক্রমং জগতঃ) স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ। (তত্র) রজসা (গুণেন হেতুভূতেন) অন্যোন্যং (স্ত্রীপুরুষযোগেন) বিবিধং (দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিরূপং) বিশ্বং (সর্ব্বং) জগৎ উৎপদ্যতে ॥ ২২ ॥

সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ যথাক্রমে জগতের স্থিতি উৎপত্তি ও নাশের কারণ। তন্মধ্যে রজোগুণ দ্বারা স্ত্রীপুরুষ সহযোগে দেবমনুষ্যাদিরূপ বিবিধ জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্ব্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি কিং মহেন্দ্রঃ করিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

রজসা (রজঃস্বভাবেন) চোদিতাঃ (প্রেরিতাঃ) মেঘাঃ সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) অম্বূনি বর্ষন্তি। তৈঃ (অম্বুভিঃ) এব প্রজাঃ সিধ্যন্তি (সম্পাদিতান্নাদি-প্রয়োজনাঃ ভবন্তি। এবং সতি) মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

রজোগুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত মেঘ সকল সর্ব্বত্র জল বর্ষণ করিয়া থাকে। ঐ জল দ্বারাই প্রজা সকলের অন্নাদি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অতএব ইন্দ্র আর কি করিবেন? ॥ ২৩ ॥

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ ॥ ২৪ ॥

(হে) তাত, নঃ (অস্মাকং) পুরঃ (নগরাণি) ন, জনপদাঃ (দেশাঃ) ন, গ্রামাঃ (হট্টাঃ) ন, গৃহাঃ (চ ন সন্তি)। বয়ং বনশৈলনিবাসিনঃ নিত্যং বনৌকসঃ ॥ ২৪ ॥

হে তাত, আমাদিগের দেশ নগর গ্রাম ও গৃহ কিছুই নাই। আমরা বনবাসী, নিত্য বন ও শৈলে বাস করিয়া থাকি ॥ ২৪ ॥

তস্মাদ্গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রমখসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ॥ ২৫ ॥

তস্মাৎ গবাং ব্রাহ্মণানাম্ অদ্রেঃ চ মখঃ আরভ্যতাম্। যে ইন্দ্রমখ-সম্ভারাঃ তৈঃ অয়ং মখঃ সাধ্যতাম্ ॥ ২৫ ॥

অতএব গো ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করুন। ইন্দ্রযজ্ঞার্থ যে সকল দ্রব্যসামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ঐ যজ্ঞ সম্পাদিত হউক ॥ ২৫ ॥

পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ।
সংযাবাপূপশঙ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্ ॥ ২৬ ॥

পায়সাদয়ঃ সূপান্তাঃ বিবিধাঃ পাকাঃ (অন্নব্যঞ্জনাদয়ঃ তথা) সংযাবা-পূপশঙ্কুল্যঃ (সংযাবাঃ গোধূমচূর্ণসারাংশাঃ সিতামিশ্রাঃ দুগ্ধে ঘৃতে বা পক্কাঃ, অপূপাঃ গুড়মিশ্রিতগোধূমচূর্ণনিষ্পাদিতাঃ ঘৃতপক্কাঃ, শঙ্কুল্যঃ নানাকারেণ ভ্রম-বর্ত্তুলাভভক্ষ্যবিশেষাঃ) পচ্যন্তাম্। সর্ব্বদোহঃ (সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং দোহঃ দোহোত্থদুগ্ধদধ্যাদিসঞ্চয়ঃ) চ গৃহ্যতাম্ ॥ ২৬ ॥

পায়সাদি সূপান্ত বিবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি এবং সংযাব অপূপ ও শঙ্কুলী প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য সকল পাক করা হউক। আর সকলের সকল প্রকার দোহন গ্রহণ করা হউক ॥ ২৬ ॥

হূয়ন্তামগ্নয়ঃ সম্যগ্ ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অন্নং বহুগুণং তেভ্যো দেয়ং বো ধেনুদক্ষিণাঃ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মবাদিভিঃ (বেদজ্ঞৈঃ) ব্রাহ্মণৈঃ অগ্নয়ঃ (আহবনীয়াদয়ঃ) সম্যক্ হূয়ন্তাম্। বঃ (যুষ্মাভিঃ) তেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) বহুগুণং (ষড়্রসোপেতম্) অন্নং দেয়ং ধেনুদক্ষিণাঃ (ধেনুসহিতাঃ দক্ষিণাঃ চ দেয়াঃ) ॥ ২৭ ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আহবনীয়াদি অগ্নি সকলে সম্যক্ আহুতি প্রদান করা হউক। আর আপনারা ঐ ব্রাহ্মণদিগকে ষড়্রসযুক্ত অন্ন ও ধেনুসহিত দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ২৭ ॥

অন্যেভ্যশ্চাশ্বচাণ্ডালপতিতেভ্যো যথার্হতঃ।
যবসঞ্চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্যেভ্যঃ চ আশ্বচাণ্ডালপতিতেভ্যঃ যথার্হতঃ (যথাযোগ্যম্ অন্নাদিকং দেয়ম্। তথা) গবাং যবসং (তৃণং) চ দত্ত্বা গিরয়ে (গোবর্দ্ধনায়) বলিঃ (নৈবেদ্যং) দীয়তাম্ ॥ ২৮ ॥

কুক্কুর চণ্ডাল ও পতিত প্রভৃতি অপর সকলকেও যথাযোগ্য অন্নাদি প্রদান করা হউক। আর গো সকলকে তৃণ দান করিয়া গিরি গোবর্দ্ধনকে নৈবেদ্য প্রদান করা হউক ॥ ২৮ ॥

স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্ ॥ ২৯ ॥

(ততঃ) স্বলঙ্কৃতাঃ, স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ ভুক্তবন্তঃ চ (সন্তঃ) গো-বিপ্রানলপর্ব্বতান্ প্রদক্ষিণং কুরুত ॥ ২৯ ॥

অনন্তর উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অনুলেপনে অনুলিপ্ত বসনে আবৃত এবং কৃতাহার হইয়া গো বিপ্র অনল ও পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করা হউক ॥ ২৯ ॥

এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে।
অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যঞ্চ দয়িতো মখঃ ॥ ৩০ ॥

(হে) তাত, এতৎ (এবম্বিধং কর্ম্ম) মম মতং (কর্ত্তব্যত্বেন সম্মতং), যদি (ভবদ্ভ্যঃ) রোচতে (তর্হি) ক্রিয়তাম্। গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যং চ দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) অয়ং মখঃ ॥ ৩০ ॥

হে তাত, এইরূপ কর্ম্ম আমার অভিমত। যদি আপনাদিগের

অভিরুচি হয়, তবে ইহাই করুন। এই যজ্ঞ গো ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের এবং আমার প্রিয় জানিবেন ॥ ৩০ ॥

শুক উবাচ।

কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পজিঘাংসয়া।
প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্নন্ত তদ্বচঃ ॥ ৩১ ॥

শুকঃ উবাচ;—কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পজিঘাংসয়া প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ (গোপাঃ) তদ্বচঃ সাধু (সাদরং যথা ভবতি তথা) অগৃহ্নন্ত (অঙ্গী-কৃতবন্তঃ) ॥ ৩১ ॥

শুকদেব কহিলেন;—কালরূপী ভগবান্ কর্তৃক ইন্দ্রদর্পহরণ-বাসনায় উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দাদি গোপগণ তাঁহার সেই বাক্য সাদরে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

তথা চ ব্যদধুঃ সর্ব্বং যদাহ মধুসূদনঃ।
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ ॥ ৩২ ॥
উপহৃত্য বলীন্ সম্যগাদৃতা যবসং গবাম্।
গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৩ ॥
অনাংস্যনডুদ্‌যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ।
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ ॥ ৩৪ ॥

(ততঃ) চ মধুসূদনঃ (কৃষ্ণঃ) যৎ আহ তথা (এব) সর্ব্বং ব্যদধুঃ (কৃতবন্তঃ)। স্বস্ত্যয়নং (পুণ্যাহং ব্রাহ্মণৈঃ) বাচয়িত্বা তদ্দ্রব্যেণ (ইন্দ্র-যাগার্থসম্পাদিতান্নাদিনা) গিরিদ্বিজান্ (চ প্রতি) বলীন্ (নৈবেদ্যাদি তথা) গবাং যবসং (তৃণং চ) সম্যক্ উপহৃত্য (সমর্প্য) আদৃতাঃ (আদরযুক্তাঃ সন্তঃ) সদ্বিজাশিষঃ (লব্ধব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদাঃ) তে (নন্দাদয়ঃ গোপাঃ তথা) স্বলঙ্কৃতাঃ কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্ত্যঃ গোপ্যঃ চ গোধনানি পুরস্কৃত্য (অগ্রে কৃত্বা) অনডুদ্‌যুক্তানি অনাংসি (শকটানি) আরুহ্য গিরিং প্রদক্ষিণং চক্রুঃ ॥ ৩২-৩৪ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বলিলেন, সেইরূপই সমস্ত আচরণ করা হইল। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পুণ্যাহ বাচন পূর্ব্বক ইন্দ্রযাগার্থ সম্পাদিত অন্নাদি দ্বারা গিরি ও ব্রাহ্মণদিগকে নৈবেদ্যাদি অর্পণ ও গোসমূহকে

তৃণ প্রদান করিয়া সাদরে ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা হইল। পরে নন্দাদি গোপবৃন্দ এবং সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব গানকারিণী গোপীগণ গোধন সকলকে অগ্রে লইয়া বৃষ-যোজিত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন গিরিকে প্রদক্ষিণ করিলেন ॥ ৩২—৩৪ ॥

কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ।
শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্বৃহদ্বপুঃ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণঃ তু গোপবিশ্রম্ভণং (গোপানাং বিশ্রম্ভণং গোবর্দ্ধনদৈবতবিশ্বাসকরম্) অন্যতমং রূপং (রূপান্তরং) গতঃ (প্রাপ্তঃ অতএব) বৃহদ্বপুঃ (চ সন্ গিরেঃ মূর্দ্ধ্নি স্থিতঃ) শৈলঃ (শৈলাভিমানী দেবঃ) অস্মি ইতি ব্রুবন্ (গোপৈঃ অর্পিতং) বলিম্ আদৎ (অভক্ষয়ৎ) ॥ ৩৫ ॥

এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগের বিশ্বাসকর রূপান্তর গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ বৃহৎ শরীর ধারণ পূর্ব্বক গিরির উপরিভাগে অবস্থিত হইয়া "আমি শৈল" এই কথা বলিতে বলিতে গোপগণ কর্ত্তৃক অর্পিত উপহার গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেঽত্মনাত্মনে।
অহো পশ্যত শৈলোঽসৌ রূপী নোঽনুগ্রহং ব্যধাৎ ॥৩৬
এষোঽবজানতো মর্ত্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ।
হন্তি হ্যস্মৈ নমস্যামঃ শর্ম্মণে চাত্মনো গবাম্ ॥ ৩৭ ॥

অহো (আশ্চর্য্যং) পশ্যত, (যুষ্মাভিঃ বহুকালম্ ইন্দ্রপূজা কৃতা, পরন্তু কদাপি প্রত্যক্ষঃ স নাভূৎ)। অসৌ শৈলঃ (তু) রূপী (প্রত্যক্ষস্বরূপঃ সন্) নঃ (অস্মান্) অনুগ্রহং ব্যধাৎ (কৃতবান্)। এষঃ কামরূপী (গিরিঃ) অবজানতঃ (অবজ্ঞাং কুর্ব্বাণান্) বনৌকসঃ মর্ত্ত্যান্ (মনুষ্যান্ ব্যাঘ্রাদি-রূপেণ) হন্তি। হি (যস্মাৎ এবং তস্মাৎ) আত্মনঃ গবাং চ শর্ম্মণে (ক্ষেমায়) অস্মৈ (গিরয়ে দেবায় বয়ং) নমস্যামঃ (ইতি বদন্) ব্রজজনৈঃ সহ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মনা (আত্মনা, স্বয়ম্ এব) তস্মৈ (গৃহীতাত্তিনবস্বরূপায়) আত্মনে নমঃ চক্রে ॥ ৩৬। ৩।

পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য দেখ, তোমরা বহুকাল ইন্দ্রপূজা করিতেছ, কিন্তু ইন্দ্র কখনই প্রত্যক্ষ হইলেন না। ঐ শৈল কিন্তু প্রত্যক্ষস্বরূপ হইয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। এই কামরূপী গিরি অবজ্ঞাকারী বনবাসী মনুষ্যদিগকে ব্যাঘ্রাদিরূপে সংহার করিয়া থাকেন। অতএব আপনাদিগের ও গবাদি পশুদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত এই দেবরূপী গিরিকে নমস্কার করিব। এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজজনের সহিত স্বয়ং গৃহীতাভিনবরূপ আপনাকে নমস্কার করিলেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ।
যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি (এবং) বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ তে (নন্দাদয়ঃ) গোপাঃ অদ্রিগোদ্বিজমখং যথা (যথাবৎ) বিধায় সহকৃষ্ণাঃ (কৃষ্ণেন সহিতাঃ) ব্রজং যযুঃ ॥ ৩৮ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত নন্দাদি গোপগণ অদ্রি গো ও ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে যজ্ঞ যথাবৎ অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ইন্দ্রমখভঙ্গশ্চতু-
র্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ।
গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপ হ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;—(হে) নৃপ, তদা ইন্দ্রঃ আত্মনঃ পূজাং বিহতাং (ত্যক্তাং) বিজ্ঞায় কৃষ্ণনাথেভ্যঃ নন্দাদিভ্যঃ গোপেভ্যঃ চুকোপ হ ॥ ১ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে মখভঙ্গক্রোধে ইন্দ্রকর্তৃক ব্রজবিনাশার্থ বারিবর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গিরিধারণ পূর্ব্বক গোকুলরক্ষা বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন ;—হে রাজন্, তখন ইন্দ্র নিজের পূজা ভঙ্গ হইল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণরক্ষিত নন্দাদি গোপগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ১ ॥

গণং সাম্বর্ত্তকং নাম মেঘানাঞ্চান্তকারিণাম্।
ইন্দ্রঃ প্রাচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাক্যঞ্চাহেশমান্যুত ॥ ২ ॥

ক্রুদ্ধঃ (চ সন্) ইন্দ্রঃ সাম্বর্ত্তকং (সম্বর্ত্তঃ প্রলয়ঃ তৎকর্ত্তারং) নাম (প্রসিদ্ধম্) অন্তকারিণাং মেঘানাং গণং (ব্রজনাশায়) প্রাচোদয়ৎ (প্রেষয়ামাস) বাক্যং (প্রেরণবাক্যং) চ আহ ; উত (যস্মাৎ) ঈশমানী (অহমেবেশ্বর ইতি গর্ব্ববান্) ॥ ২ ॥

ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র প্রলয়কারী সাম্বর্ত্তক নামে প্রসিদ্ধ মেঘগণকে ব্রজনাশার্থ প্রেরণ করিলেন এবং আমিই ঈশ্বর এইরূপ অভিমান বশতঃ বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্ ॥ ৩ ॥

অহো (আশ্চর্য্যং) কাননৌকসাং গোপানাং শ্রীমদমাহাত্ম্যং, যে (গোপাঃ) মর্ত্ত্যং (মরণশীলং) কৃষ্ণম্ উপাশ্রিত্য দেবহেলনং চক্রুঃ ॥ ৩ ॥

বনবাসী গোপদিগের কি আশ্চর্য্য [illegible]! উহারা মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া দেবতার অবজ্ঞা করিয়াছে ॥ ৩ ॥

যথাদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্॥ ৪ ॥

আন্বীক্ষিকীম্ (আত্মানুসন্ধানরূপাং) বিদ্যাং হিত্বা অদৃঢ়ৈঃ (ক্ষয়িষ্ণুফলকৈঃ) কর্ম্মময়ৈঃ (ক্রিয়ানির্বর্ত্যৈঃ, কেবলকর্ম্মপ্রচুরৈঃ) নামনৌনিভৈঃ (নামমাত্রেণ) নৌকাসদৃশৈঃ) ক্রতুভিঃ (এব কেচিৎ) ভবার্ণবং যথা তিতীর্ষন্তি ॥ ৪ ॥

আত্মানুসন্ধানরূপা আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃঢ় কেবল কর্ম্মপ্রচুর নামমাত্র নৌকাসদৃশ যজ্ঞসমূহ দ্বারা যেমন কেহ কেহ ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করে ॥ ৪ ॥

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥ ৫ ॥

বাচালং (বহুভাষিণং) বালিশং (শিশুং) স্তব্ধম্ (অনম্রম্) অজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং (পণ্ডিতম্মন্যং) মর্ত্ত্যং কৃষ্ণম্ উপাশ্রিত্য গোপাঃ মে (মম) অপ্রিয়ম্ (অপমানং) চক্রুঃ ॥ ৫ ॥

বাচাল শিশু অনম্র অজ্ঞ পণ্ডিতম্মন্য মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপমান করিয়াছে ॥ ৫ ॥

এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেন ধ্মাপিতাত্মনাম্।
ধুনুত শ্রীমদস্তম্ভং পশূন্ নয়ত সংক্ষয়ম্॥ ৬ ॥

শ্রিয়া (সম্পদা) অবলিপ্তানাং (গর্ব্বিতানাং) কৃষ্ণেন ধ্মাপিতাত্মনাং (বৃংহিতশরীরাণাম্) এষাং (গোপানাং) শ্রীমদস্তম্ভং (শ্রীমদপ্রযুক্তং স্তম্ভং গর্ব্বং) ধুনুত (অপনয়ত) পশূন্ সংক্ষয়ং নয়ত ॥ ৬ ॥

ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিতশরীর এই গোপদিগের শ্রীমদজন্য গর্ব্ব অপনয়ন কর, ইহাদিগের পশুসমূহ বিনাশ কর ॥ ৬ ॥

অহঞ্চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্।
মরুদ্গণৈর্মহাবেগৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ॥ ৭ ॥

অহং চ ঐরাবতং নাগং (হস্তিনম্) আরুহ্য মহাবেগৈঃ (অলঙ্ঘ্যবেগৈঃ) মরুদ্গণৈঃ (সহ) নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ব্রজম্ অনুব্রজে (অনুপৃষ্ঠত এব আগমিষ্যামি) ॥ ৭ ॥

আমিও ঐরাবত নাগে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগশালী মরুদ্-গণের সহিত নন্দগোষ্ঠবিধ্বংসনার্থ তোমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রজে যাইতেছি ॥ ৭ ॥

শুক উবাচ।

ইত্থং মঘবতাজ্ঞপ্তা মেঘা নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ।
নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা ॥ ৮ ॥

শুকঃ উবাচ ;—ইত্থং মঘবতা (ইন্দ্রেণ) আজ্ঞপ্তাঃ নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ (নির্ম্মুক্তং বন্ধনং যেষাং তথাভূতাঃ) মেঘাঃ নন্দগোকুলম্ (আসাদ্য) আসারৈঃ (জলধারা-সম্পাতৈঃ) ওজসা (বলেন) পীড়য়ামাসুঃ ॥ ৮ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—এইপ্রকার ইন্দ্র কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া নির্ম্মুক্তবন্ধন মেঘ সকল নন্দগোকুলে উপনীত হইল এবং সবলে জলধারাসম্পাত দ্বারা ঐ গোকুলকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৮ ॥

বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ।
তীব্রৈর্মরুদ্গণৈর্নুন্না ববৃষুর্জলশর্করাঃ ॥ ৯ ॥

বিদ্যুদ্ভিঃ বিদ্যোতমানাঃ স্তনয়িত্নুভিঃ (অশনিভিঃ) স্তনন্তঃ (গর্জন্তঃ) তীব্রৈঃ (মহাবেগৈঃ) মরুদ্গণৈঃ নুন্নাঃ (প্রেরিতাঃ সন্তঃ) জলশর্করাঃ (জলোপলান্) ববৃষুঃ ॥ ৯ ॥

এবং বিদ্যুৎসমূহ দ্বারা বিদ্যোতিত হইয়া অশনি দ্বারা গর্জ্জন করিতে করিতে তীব্র মরুদ্গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে লাগিল ও শিলাবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৯ ॥

স্থূণাস্থূলা বর্ষধারা মুঞ্চৎস্বভ্রেষ্বভীক্ষ্ণশঃ।
জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতম্ ॥ ১০ ॥

অভ্রেষু (মেঘেষু) অভীক্ষ্ণশঃ (পুনঃ পুনঃ) স্থূণাস্থূলাঃ (স্থূণাবৎ স্তম্ভবৎ স্থূলাঃ) বর্ষধারাঃ মুঞ্চৎসু (সৎসু) জলৌঘৈঃ (জলপ্রবাহৈঃ) প্লাব্যমানা (সতী) ভূঃ নতোন্নতং (নতম্ উন্নতং চ যথা ভবতি তথা) ন অদৃশ্যত ॥ ১০ ॥

মেঘ সকল পুনঃ পুনঃ স্তম্ভের ন্যায় স্থূল বর্ষধারা মোচন করিতে থাকিলে, জলপ্রবাহ দ্বারা প্লাবিতা ভূমি আর কোথাও নিম্ন কোথাও উচ্চ দেখা গেল না, সমস্ত একাকার হইয়া গেল ॥ ১০ ॥

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ১১॥

পশবঃ গোপ্যঃ গোপাঃ চ অত্যাসারাতিবাতেন শীতার্ত্তাঃ জাতবেপনাঃ (জাতকম্পাঃ সন্তঃ) গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ১১ ॥

গোপ গোপী ও পশু সকল অতিশয় বাতবর্ষণে শীতার্ত্ত ও কম্পান্বিতকলেবর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল ॥ ১১ ॥

শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রাচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ।
বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ ॥ ১২ ॥

শিরঃ (শিরাংসি) সুতান্ চ কায়েন প্রাচ্ছাদ্য আসারপীড়িতাঃ বেপমানাঃ (তাঃ) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদমূলম্ উপাযযুঃ ॥ ১২ ॥

তাহারা মস্তক ও শিশু সন্তান সকল নিজ শরীর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্বয়ং আসারপীড়িত ও কম্পান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল আশ্রয় করিল ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল ॥ ১৩ ॥

(হে) মহাভাগ, প্রভো, ভক্তবৎসল, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, ত্বন্নাথং গোকুলং নঃ (অস্মান্) চ কুপিতাৎ দেবাৎ ত্রাতুম্ অর্হসি ॥ ১৩ ॥

এবং বলিতে লাগিল, হে মহাভাগ, প্রভো, ভক্তবৎসল, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, ত্বদাশ্রিত এই গোকুলকে ও আমাদিগকে কুপিত দেবতা হইতে রক্ষা কর ॥ ১৩ ॥

শিলাবর্ষাতিবাতেন হন্যমানমচেতনম্।
নিরীক্ষ্য ভগবান্ মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ ॥ ১৪ ॥

শিলাবর্ষাতিবাতেন হন্যমানম্ অচেতনং (জড়ীকৃতং গোকুলং) নিরীক্ষ্য ভগবান্ হরিঃ (তদ্বর্ষং) কুপিতেন্দ্রকৃতম্ (উপদ্রবং) মেনে ॥ ১৪ ॥

প্রচুর শিলাবর্ষণ ও বায়ু দ্বারা হন্যমান অতএব জড়ীকৃত গোকুলকে নিরীক্ষণ করিয়া ভগবান্ হরি ঐ বর্ষণ কুপিত ইন্দ্রকর্ত্তৃক কৃত উপদ্রব বলিয়াই মনে করিলেন ॥ ১৪ ॥

অপর্ত্ত্বত্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্।
স্বযাগে বিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি ॥ ১৫ ॥

অস্মাভিঃ স্বযাগে বিহতে (সতি) ইন্দ্রঃ নাশায় (ব্রজনাশায়) অপর্ত্তু (অপগতঃ ঋতুঃ যস্ত তৎ) অত্যুল্বণম্ (অতিভয়ঙ্করম্) অতিবাতম্ (অতিশয়িতঃ বাতঃ যস্মিন্ তৎ) শিলাময়ং (শিলাপ্রচুরং) বর্ষং বর্ষতি ॥ ১৫ ॥

এবং বলিতে লাগিলেন, আমরা যজ্ঞ ভঙ্গ করাতে ইন্দ্র ব্রজনাশার্থ বর্ষা ঋতুর অপগমে এই অতি ভয়ঙ্কর প্রবলবায়ুসহকৃত প্রচুর শিলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে ॥ ১৫ ॥

তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে।
লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তমঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র (এবং সতি) প্রতিবিধিং (বর্ষপ্রযুক্তপীড়াপ্রতীকারম্) আত্মযোগেন (স্বসামর্থ্যেন) সম্যক্ সাধয়ে (সাধয়িষ্যামি। তেনৈব চ) মৌঢ্যাৎ লোকেশমানিনাম্ (ইন্দ্রাদীনাং) শ্রীমদং (শ্রমদরূপং) তমঃ হরিষ্যে (হরিষ্যামি) ॥ ১৬ ॥

যাহা হউক, আমি নিজ সামর্থ্য দ্বারা এই বর্ষণপ্রযুক্ত পীড়ার সম্যক্ প্রতিবিধান করিব এবং তদ্দ্বারা ঐ মূঢ়তাবশতঃ লোকেশাভিমানী ইন্দ্রাদি দেবগণের শ্রীমদরূপ তমঃ হরণ করিব ॥ ১৬ ॥

ন হি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে ॥ ১৭ ॥

সদ্ভাবযুক্তানাং (সত্ত্বযুক্তানাং) সুরাণাম্ ঈশবিস্ময়ঃ (ঈশাঃ বয়ম্ ইতি গর্ব্বঃ) হি (যস্মাৎ) ন (যুক্তঃ, তস্মাৎ) মত্তঃ অসতাম্ (ঈশাভিমানিনাং) মানভঙ্গঃ প্রশমায় উপকল্পতে (সর্ব্বানর্থনিবৃত্তয়ে পর্য্যবস্যতি) ॥ ১৭ ॥

সদ্ভাবযুক্ত দেবতাদিগের ঈশ্বরত্বাভিমান যুক্ত হয় না, অতএব আমা হইতে ঐ ঈশ্বরাভিমানী দেবতাদিগের যে মানভঙ্গ সাধিত হয়, তাহা উহাদিগের সকল অনর্থের নিবৃত্তির নিমিত্তই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥১৮॥

তস্মাৎ ([illegible]ণত্বাবগ্রকত্বাৎ) আত্মযোগেন (স্বসামর্থ্যেন) মচ্ছরণম্ (অহমেব শরণং রক্ষকঃ যস্য তৎ) মন্নাথম্ (অহমেব নাথঃ স্বামী যস্য তৎ) মৎপরিগ্রহম্ (ময়া স্বকীয়ত্বেন পরিগ্রহঃ স্বীকরণং যস্য তৎ) গোষ্ঠং (ব্রজং) গোপায়ে (রক্ষয়েয়ম্)। সঃ অয়ং (ব্রজরক্ষাবিষয়কঃ) ব্রতঃ (সঙ্কল্পঃ) মে (ময়া) আহিতঃ (কৃতঃ) ॥ ১৮ ॥

অতএব আমি নিজ শক্তি দ্বারা মদ্রক্ষিত মদধীন ও মৎকর্ত্তৃক স্বকীয় স্বরূপে অঙ্গীকৃত এই ব্রজকে রক্ষা করিব, ব্রজরক্ষাবিষয়ক এই সঙ্কল্প করিলাম ॥ ১৮ ॥

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া বিষ্ণুশ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি (স্বমনসি) উক্ত্বা কৃষ্ণঃ লীলয়া (অনায়াসেনৈব একেন হস্তেন) গোবর্দ্ধনাচলং কৃত্বা (উৎকৃত্য) বালকঃ ছত্রাকম্ ইব দধার ॥ ১৯ ॥

মনে মনে এই কথা বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ, অনায়াসে একমাত্র হস্ত দ্বারা গোবর্দ্ধন গিরি উত্তোলন পূর্ব্বক, বালক যেমন ছত্রকে ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধারণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব তাত ব্রজৌকসঃ।
যথোপজোষং বিশত গিরিগর্ত্তং সগোধনাঃ ॥ ২০ ॥

অথ (ধারণানন্তরং) ভগবান্ হে অম্ব, (হে) তাত, (হে) ব্রজৌকসঃ, যথোপজোষং (যথাসুখং) সগোধনাঃ (সর্ব্বে যূয়ং) গিরিগর্ত্তং বিশত (ইতি) গোপান্ (প্রতি) আহ ॥ ২০ ॥

অনন্তর ভগবান্ হে মাতঃ, হে পিতঃ, হে ব্রজবাসীসকল, তোমরা যথাসুখে গোধন সহিত সকলে গিরিগর্ত্তে প্রবেশ কর, এই কথা গোপগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

ন ত্রাস ইহ বঃ কার্য্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ।
বাত[illegible]ভয়েনালং তত্ত্রাণং বিহিতং হি বঃ ॥ ২১ ॥

ইহ (গিরিগর্ত্তে স্থিতৈঃ) বঃ (যুষ্মাভিঃ) মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ ত্রাসঃ ন কার্য্যঃ। বাতবর্ষভয়েন অলম্ (বাতবর্ষভয়ম্ অপি ন কর্ত্তব্যম্)। হি (যস্মাৎ) তত্ত্রাণং (তস্মাৎ রক্ষণং) বঃ (যুষ্মাকং ময়া) বিহিতম্ ॥ ২১ ॥

আরও বলিলেন, তোমরা গিরিগর্ত্তে থাকিয়া আমার হস্ত হইতে অদ্রির পতনের ভয় করিও না; বায়ু ও বৃষ্টিরও ভয়ের প্রয়োজন নাই; কারণ আমি ঐ ভয় হইতে রক্ষাবিধান করিয়াছি ॥ ২১ ॥

তথা নির্বিবিশুর্গর্ত্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ।
যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজাঃ সোপজীবিনঃ ॥ ২২ ॥

তথা (উক্তপ্রকারেণ) কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ (কৃষ্ণেন আশ্বাসিতং মানসং যেষাং তে) সধনাঃ (সগোধনাঃ) সব্রজাঃ (শকটারোপিতোপকরণসহিতাঃ) সোপজীবিনঃ (ভৃত্যাদিসহিতাঃ সর্ব্বে ব্রজৌকসঃ) যথাবকাশম্ (অসঙ্কীর্ণং যথা ভবতি তথা) গর্ত্তং (গিরিগর্ত্তং) নির্বিবিশুঃ ॥ ২২ ॥

উক্তপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আশ্বাসিতমানস ব্রজবাসী সকল নিজ নিজ গোধনে উপকরণ ও ভৃত্যাদির সহিত অসঙ্কীর্ণভাবে গিরিগর্ত্তে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২ ॥

ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈ র্ব্রজবাসিভিঃ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ ॥ ২৩ ॥

ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা (বিস্মৃত্য) তৈঃ ব্রজবাসিভিঃ বীক্ষ্যমাণঃ (ভগবান্) সপ্তাহম্ অদ্রিং দধার, পদাৎ (স্থানাৎ) ন অচলৎ ॥ ২৩ ॥

ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট ও সুখাপেক্ষা বিস্মৃত হইয়া অবিচ্ছেদে ব্রজবাসিগণ কর্ত্তৃক বীক্ষ্যমাণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহ কাল গিরি ধারণ করিয়া রহিলেন, স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ ॥ ২৪ ॥

তং কৃষ্ণযোগানুভাবং নিশম্য (শ্রুত্বা) অতিবিস্মিতঃ নিস্তম্ভঃ (গতমদঃ) ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ (ভ্রষ্টঃ ব্রজবিনাশবিষয়কঃ সঙ্কল্পঃ যস্য সঃ) ইন্দ্রঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেই যোগপ্রভাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হতগর্ব্ব ভ্রষ্টসঙ্কল্প ইন্দ্র নিজ মেঘ সকলকে নিবারণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষঞ্চ দারুণম্।
নিশাম্যোপরতং গোপান্ গোবর্দ্ধনধরোঽব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥

দারুণং বাতবর্ষম্ উপরতং (নিবৃত্তং) ব্যভ্রং (বিগতানি অভ্রাণি যস্মাৎ তৎ) উদিতাদিত্যম্ (উদিতঃ প্রকাশমানঃ আদিত্যঃ যস্মিন্ তথাভূতং) খম্ (আকাশং) চ নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) গোবর্দ্ধনধরঃ (ভগবান্) গোপান্ অব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥

দারুণ বাতবর্ষ নিবৃত্ত এবং আকাশ মেঘশূন্য ও সূর্য্যোদয়সম্পন্ন দেখিয়া গোবর্দ্ধনধারী ভগবান্ গোপসকলকে বলিলেন ॥ ২৫ ॥

নির্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ।
উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ ॥ ২৬ ॥

(হে) গোপাঃ, সস্ত্রীধনার্ভকাঃ (স্ত্রীধনাদিসহিতাঃ) নির্যাত (নির্গচ্ছত), ত্রাসং (বর্ষভয়ং) ত্যজত ; (যতঃ) বাতবর্ষম্ উপারতং (নিবৃত্তং), নিম্নগাঃ (নদ্যঃ অপি) ব্যুদপ্রায়াঃ (নিরুদকপ্রায়াঃ) চ ॥ ২৬ ॥

হে গোপ সকল, তোমরা স্ত্রী ও গোধনাদির সহিত গর্ত্ত হইতে নির্গত হও, বর্ষভয় পরিত্যাগ কর ; যেহেতু বাতবর্ষ নিবৃত্ত এবং নদী সকলও স্বল্পজলা হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

ততস্তে নির্যযু র্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনম্।
শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ তে (সর্ব্বে) গোপাঃ স্ত্রীবালস্থবিরাঃ (চ) শকটোঢ়োপকরণং (যথা ভবতি তথা) স্বং স্বং গোধনম্ আদায় শনৈঃ নির্যযুঃ ॥ ২৭ ॥

তদনন্তর সেই গোপগণ এবং স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধ সকল দ্রব্যসামগ্রী শকটোপরি স্থাপন পূর্ব্বক নিজ নিজ গোধন লইয়া ক্রমে ক্রমে গিরিগর্ত্ত হইতে নির্গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রভুঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া ॥ ২৮ ॥

প্রভুঃ ভগবান্ (অপি) সর্ব্বভূতানাং পশ্যতাম্ (এব) লীলয়া (অনায়াসেন) তং শৈলং পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বং যথা আসীৎ তথা এব) স্বস্থানে স্থাপয়ামাস ॥ ২৮ ॥

প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বভূতের সমক্ষেই অনায়াসে ঐ গোবর্দ্ধন গিরিকে পূর্ব্ববৎ স্বস্থানে স্থাপন করিলেন ॥ ২৮ ॥

তং প্রেমবেগান্নিভৃতা ব্রজৌকসো
যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ।

গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্ মুদা
দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ ॥ ২৯ ॥

তং (কৃতরক্ষণং কৃষ্ণং) প্রেমবেগাৎ নির্ভৃতাঃ (পূর্ণাঃ) ব্রজৌকসঃ যথা (যথোচিতং) পরিরম্ভণাদিভিঃ সমীয়ুঃ (সম্যক্ মিলিতাঃ)। গোপ্যঃ চ সস্নেহং মুদা দধ্যক্ষতাদ্ভিঃ অপূজয়ন্। (তথা বৃদ্ধব্রাহ্মণাদয়ঃ) সদাশিষঃ (সতীঃ আশিষঃ আশীর্ব্বাদান্) যুযুজুঃ ॥ ২৯ ॥

প্রেমবেগে পরিপূর্ণ ব্রজবাসী সকল শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনাদি দ্বারা যথোচিত অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। গোপীসকলও সস্নেহে সানন্দে দধি অক্ষত ও জল দ্বারা পূজা করিলেন। আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ।
কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিসঃ স্নেহকাতরাঃ ॥ ৩০ ॥

যশোদা রোহিণী নন্দঃ বলিনাং বরঃ রামঃ চ স্নেহকাতরাঃ (স্নেহেন কাতরাঃ ব্যাকুলচিত্তাঃ সর্ব্বে) কৃষ্ণম্ আলিঙ্গ্য আশিষঃ যুযুজুঃ ॥ ৩০ ॥

যশোদা রোহিনী নন্দ ও মহাবল বলরাম স্নেহব্যাকুলমানসে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রযোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

দিবি দেবগণাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যা গন্ধর্ব্বচারণাঃ।
তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব ॥ ৩১ ॥

(হে) পার্থিব, দিবি (স্বর্গে) দেবগণাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাঃ গন্ধর্ব্বচারণাঃ (চ তুষ্টাঃ (সন্তঃ) তুষ্টুবুঃ পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ (চ) ॥ ৩১ ॥

হে পার্থিব, স্বর্গে দেবতা সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও চারণ সকল তুষ্ট হইয়া স্তব ও পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রচোদিতাঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়স্তুম্বুরুপ্রমুখা নৃপ ॥ ৩২ ॥

(হে) নৃপ, দিবি দেবপ্রচোদিতাঃ শঙ্খদুন্দুভয়ঃ নেদুঃ। তুম্বুরুপ্রমুখাঃ গন্ধর্ব্ব পতয়ঃ জগুঃ ॥ ৩২ ॥

হে রাজন্, স্বর্গে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শঙ্খ ও দুন্দুভি সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং তুম্বুরুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বপতি সকল গান করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

ততোঽনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো
রাজন্ স্বগোষ্ঠং সবলোঽব্রজদ্ধরিঃ।
তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা
গায়ন্ত্য ঈয়ুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ (হে) রাজন্, অনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ (গোপৈঃ) পরিশ্রিতঃ সবলঃ হরিঃ স্বগোষ্ঠম্ অব্রজৎ। মুদিতাঃ গোপিকাঃ (চ) হৃদিস্পৃশঃ অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) তথাবিধানি (গোবর্দ্ধনোদ্ধরণতুল্যানি) অন্যানি (অপি) কৃতানি (কর্ম্মাণি) গায়ন্ত্যঃ (সত্যঃ গোষ্ঠম্) ঈয়ুঃ ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর হে রাজন, অনুরক্ত গোপগণে পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত নিজ গোষ্ঠে প্রতিগমন করিলেন। আনন্দিত গোপীসকলও হৃদয়স্পর্শী এই শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অপরাপর কার্য্য সকল গান করিতে করিতে গোষ্ঠে প্রয়াণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে গোবর্দ্ধনধারণং নাম
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

বাদরায়ণিরুবাচ ।

এবংবিধানি কর্ম্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্থ বীক্ষ্য তে ।
অতদ্বীর্য্যবিদঃ প্রোচুঃ সমভ্যেত্য স্থবিস্মিতাঃ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;—অতদ্বীর্য্যবিদঃ তে গোপাঃ কৃষ্ণস্থ এবম্বিধানি কর্ম্মাণি বীক্ষ্য স্থবিস্মিতাঃ (আশ্চর্য্যযুক্তাঃ সন্তঃ) নন্দং সমভ্যেত্য (সমভিগম্য) প্রোচুঃ ॥ ১ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম সকল দর্শনে বিস্মিত গোপগণের নিকট নন্দকর্ত্তৃক গর্গকথিত তদীয় ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে ॥

শুকদেব কহিলেন ;—তদীয় প্রভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ঐ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার কর্ম্ম সকল সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া গোপরাজ নন্দের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বালকস্য যদেতানি কর্ম্মাণ্যত্যদ্ভুতানি চ ।
কথমর্হত্যসৌ জন্ম গ্রাম্যেষ্বাত্মজুগুপ্সিতম্ ॥ ২ ॥

যৎ (যস্মাৎ) বালকস্থ এতানি অত্যদ্ভুতানি চ কর্ম্মাণি (তস্মাৎ) অসৌ আত্মজুগুপ্সিতম্ (আত্মনঃ স্বস্থ জুগুপ্সিতম্ অযোগ্যং) গ্রাম্যেষু (গোপেষু অস্মাসু) জন্ম কথম্ অর্হতি ? ॥ ২ ॥

এই বালকের যখন এই সকল অত্যদ্ভুত কর্ম্ম, তখন ইনি কিরূপে নিজের অযোগ্য গোকুলে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন ? ॥ ২ ॥

যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া ।
কথং বিভ্রদ্ গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব ॥ ৩ ॥

যঃ সপ্তহায়নঃ (সপ্তবর্ষমাত্রবয়াঃ) বালঃ (সঃ) কথম্ একেন করেণ লীলয়া (অনায়াসেন) গজরাট্ পুষ্করম্ ইব গিরিবরং বিভ্রৎ (স্থিতঃ) ? ॥ ৩ ॥

ইনি সপ্তবর্ষমাত্রবয়স্ক বালক হইয়াও কিরূপে এক হস্ত দ্বারা অনায়াসে গজরাজ যেমন পদ্মকে ধারণ করে, তদ্রূপ গিরিবর গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়াছিলেন ? ॥ ৩ ॥

তোকেনামীলিতাক্ষেণ পূতনায়া মহৌজসঃ।
পীতস্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়স্তনোঃ ॥ ৪ ॥

আমীলিতাক্ষেণ তোকেন (বালেন) মহৌজসঃ (মহাবলায়াঃ) পূতনায়াঃ প্রাণৈঃ সহ স্তনঃ কালেন তনোঃ (শরীরস্য) বয়ঃ (যৌবনম্) ইব (কথং) পীতঃ? ॥ ৪ ॥

নিমীলিতাক্ষ এই বালক কর্তৃক মহাবলা পূতনার স্তন প্রাণের সহিত কাল কর্তৃক শরীরের যৌবনের ন্যায় কিরূপে পীত হইল? ॥ ৪ ॥

হিম্বতোঽধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক্।
অনোঽপতদ্বিপর্য্যস্তং রুদতঃ প্রপদাহতম্ ॥ ৫ ॥

(শকটস্য) অধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য (মাসাঃ ত্রয়ঃ পরিচ্ছেদকাঃ যস্য তস্য) রুদতঃ উদক্ (ঊর্দ্ধং) চরণৌ হিম্বতঃ (প্রক্ষিপতঃ) প্রপদাহতম্ (অতএব) বিপর্য্যস্তং (সৎ) অনঃ (শকটং কথম্) অপতৎ? ॥ ৫ ॥

শকটের অধোভাগে শয়ান মাসত্রয়পরিমিতবয়স্ক রোদনপরায়ণ ও ঊর্দ্ধে চরণপ্রক্ষেপকারী এই বালকের পদাগ্র দ্বারা আহত ও বিপর্য্যস্ত সেই শকট কিরূপে পতিত হইল? ॥ ৫ ॥

একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা।
দৈত্যেন যস্তৃণাবর্ত্তমহন্ কণ্ঠগ্রহাতুরম্ ॥ ৬ ॥

যঃ একহায়নঃ (একবার্ষিকঃ অতএব) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ অতএব) দৈত্যেন (তৃণাবর্ত্তেন) বিহায়সা (আকাশমার্গেণ) হ্রিয়মাণঃ (সঃ কথং) তৃণাবর্ত্তং কণ্ঠগ্রহাতুরং (কণ্ঠগ্রহেণ আতুরং বিবশং) কৃত্বা অহন্? ॥ ৬ ॥

এই বালক এক বৎসর বয়সে বসিয়া থাকিতে থাকিতে দৈত্য তৃণাবর্ত্ত কর্তৃক আকাশপথে অপহৃত অবস্থায় কণ্ঠগ্রহণ দ্বারা বিবশ করিয়া কিরূপে সেই প্রচণ্ড দৈত্যকে বিনাশ করিল? ॥ ৬ ॥

ক্বচিদ্ধৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে মাত্রা বদ্ধ উদূখলে।
গচ্ছন্নর্জ্জুনয়োর্মধ্যে বাহুভ্যাং তাবপাতয়ৎ ॥ ৭ ॥

ক্বচিৎ (কদাচিৎ) হৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে (নবনীতচৌর্য্যে সতি ক্রুদ্ধয়া) মাত্রা উদূখলে বদ্ধঃ অর্জ্জুনয়োঃ মধ্যে গচ্ছন্ বাহুভ্যাম্ তৌ (অর্জ্জুনৌ কথম্) অপাতয়ৎ? ॥ ৭ ॥

কদাচিৎ নবনীত চোরিত হইলে, ক্রুদ্ধ জননী কর্ত্তৃক উদূখলে বদ্ধ হইয়া এই বালক অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে যাইতে যাইতে কিরূপে বাহু দ্বারা ঐ বৃক্ষদ্বয়কে পাতিত করিল ? ॥ ৭ ॥

বনে সঞ্চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।
হন্তুকামং বকং দোর্ভ্যাং মুখতোঽরিমপাটয়ৎ ॥ ৮ ॥

সরামঃ বালকৈঃ (চ) বৃতঃ বনে বৎসান্ সঞ্চারয়ন্ (আত্মানং) হন্তুকামম্ অরিং বকং দোর্ভ্যাং (ভুজাভ্যাং) মুখতঃ (মুখং চঞ্চুং গৃহীত্বা কথম্) অপাটয়ৎ (বিদারিতবান্) ? ॥ ৮ ॥

ইনি বলরামের সহিত গোপবালকগণে পরিবৃত হইয়া বনে বৎসচারণ করিতে করিতে হননাভিলাষী শত্রু বকাসুরকে কিরূপে দুই হস্ত দ্বারা মুখ ধারণ পূর্ব্বক বিদারণ করিয়াছিলেন ? ॥ ৮ ॥

বৎসেষু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া।
হত্বা ন্যপাতয়ৎ তেন কপিত্থানি চ লীলয়া ॥ ৯ ॥

জিঘাংসয়া (হন্তুমিচ্ছয়া) বৎসরূপেণ বৎসেষু প্রবিশন্তং (প্রবিষ্টং বৎসাসুরং) লীলয়া (ভ্রামণরূপয়া) হত্বা তেন (মৃতদৈত্যশরীরেণ) কপিত্থানি চ (কথম্) অপাতয়ৎ ? ॥ ৯ ॥

ইনি সংহারকামনায় বৎসরূপ ধারণপূর্ব্বক বৎসগণের মধ্যে প্রবিষ্ট বৎসাসুরকে ভ্রামণ দ্বারা অবলীলাক্রমে বিনষ্ট করিয়া তাহার মৃত শরীর দ্বারা কিরূপে কপিত্থ বৃক্ষ সকল পাতিত করিলেন ॥ ৯ ॥

হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধূংশ্চ বলান্বিতঃ।
চক্রে তালবনং ক্ষেমং পরিপক্কফলান্বিতম্ ॥ ১০ ॥

বলান্বিতঃ (সঃ) রাসভদৈতেয়ং (ধেনুকাসুরং) তদ্বন্ধূন্ চ হত্বা পরিপক্কফলান্বিতং তালবনং ক্ষেমং (নির্ভয়ং কথং) চক্রে ? ॥ ১০ ॥

ইনি বলদেবের সহিত ধেনুকাসুরকে ও তদীয় বন্ধুবর্গকে বিনাশ করিয়া পরিপক্কফলান্বিত তালবন কিরূপে নির্ভয় করিলেন ? ॥ ১০ ॥

প্রলম্বং ঘাতয়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা।
অমোচয়দ্ব্রজপশূন্ গোপাংশ্চারণ্যবহ্নিতঃ ॥ ১১ ॥

উগ্রম্ (অতিভয়ঙ্করং) প্রলম্বং বলেন ঘাতয়িত্বা (স্বয়ং) ব্রজপশূন্ গোপান্ চ আরণ্যবহ্নিতঃ (কথম্) অমোচয়ৎ ? ॥ ১১ ॥

ইনি অতিভয়ঙ্কর প্রলম্বাসুরকে বলরাম দ্বারা সংহার করিয়া স্বয়ং ব্রজপশু ও গোপ সকলকে দাবানল হইতে কিরূপে রক্ষা করিলেন ? ॥ ১১ ॥

আশীবিষতমাহীন্দ্রং দমিত্বা বিমদং হ্রদাৎ।
প্রসহ্যোদ্বাস্য যমুনাং চক্রেঽসৌ নির্বিষোদকাম্ ॥ ১২ ॥

অসৌ আশীবিষতমাহীন্দ্রম্ (আশীবিষতমঃ অতিক্রূরবিষঃ অহীন্দ্রঃ কালিয়ঃ তং) প্রসহ্য (বলাৎ) দমিত্বা (ততঃ) বিমদং (তং) হ্রদাৎ উদ্বাস্য (নিষ্কাশ্য) যমুনাং নির্বিষোদকাং (কথং) চক্রে ? ॥ ১২ ॥

ইনি অতিশয় তীব্রবিষযুক্ত সর্পশ্রেষ্ঠ কালিয়কে বলপূর্ব্বক দমন ও গর্ব্বরহিত করিয়া কিরূপে হ্রদ হইতে নিষ্কাশন ও যমুনাকে নির্বিষ-সলিলা করিলেন ॥ ১২ ॥

দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যোৎপত্তিকঃ কথম্ ॥ ১৩ ॥

(হে) নন্দ, সর্ব্বেষাং নঃ (অস্মাকং) ব্রজৌকসাম্ অস্মিন্ তে (তব) তনয়ে (কৃষ্ণে) দুস্ত্যজঃ অনুরাগঃ (তথা) অস্মাসু অপি তস্য ঔৎপত্তিকঃ (স্বাভাবিকঃ অনুরাগঃ) কথম্ ? ॥ ১৩ ॥

হে নন্দ, আমাদিগের সকল ব্রজবাসীর তোমার এই তনয়ে দুস্ত্যজ অনুরাগ ও আমাদিগের প্রতি উহার স্বাভাবিক অনুরাগ কিরূপে হইল ? ॥ ১৩ ॥

ক্ক সপ্তহায়নো বালঃ ক্ক মহাদ্রিবিধারণম্।
ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে ॥ ১৪ ॥

(হে) ব্রজনাথ, ক্ক সপ্তহায়নঃ বালঃ, ক্ক (চ) মহাদ্রিবিধারণম্। ততঃ (তস্মাৎ) তব আত্মজে নঃ (অস্মাকং) শঙ্কা জায়তে ॥ ১৪ ॥

কোথায় সাত বৎসরের বালক, আর কোথায় মহাগিরি ধারণ ! অতএব হে ব্রজপতে, তোমার তনয়ে আমাদিগের শঙ্কা জন্মিতেছে ॥ ১৪ ॥

নন্দ উবাচ।

শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোঽর্ভকে।
এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ ॥ ১৫ ॥

নন্দঃ উবাচ;—(হে) গোপাঃ, এনং কুমারম্ উদ্দিশ্য গর্গঃ মে (মহ্যং) যৎ উবাচ (তৎ) মে (মম) বচঃ শ্রূয়তাম্। অর্ভকে বঃ (যুষ্মাকং) শঙ্কা চ ব্যেতু (অপগচ্ছতু) ॥ ১৫ ॥

নন্দ বলিলেন;—হে গোপগণ, এই কুমারকে উদ্দেশ করিয়া গর্গ মুনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমার সেই কথা শ্রবণ কর। আর এই শিশুতে তোমাদিগের শঙ্কাও অপগত হউক ॥ ১৫ ॥

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১৬ ॥

অনুযুগং তনূঃ (অবতারান্) গৃহ্নতঃ (অস্য) শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ (ইতি) ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্ কিল। (অয়ম্) ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১৬ ॥

এই বালক প্রতি যুগে শরীর অর্থাৎ অবতার স্বীকার করেন বলিয়া তিন যুগে ইহাঁর শুক্ল রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইদানীং অর্থাৎ এই দ্বাপর যুগে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সংপ্রচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

অয়ং শ্রীমান্ তব আত্মজঃ প্রাক্ ক্বচিৎ (কদাচিৎ) বসুদেবস্য (সুতঃ) জাতঃ (অতঃ) অভিজ্ঞাঃ (তদভিজ্ঞাঃ) এনং বাসুদেব ইতি সংপ্রচক্ষতে (কথয়ন্তি) ॥ ১৭ ॥

তোমার এই শ্রীমান্ পুত্র পূর্ব্বে কোন সময়ে বসুদেবের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইঁহাকে বাসুদেব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ ১৮ ॥

তে (তব) সুতস্য গুণকর্ম্মানুরূপাণি বহূনি নামানি রূপাণি চ সন্তি, তানি (সর্ব্বাণি) অহম্ (অপি) নো বেদ (জানামি), জনাঃ (অপি ন বিদুঃ) ॥ ১৮ ॥

তোমার পুত্রের গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ বহুসংখ্যক নাম ও রূপ বিদ্যমান আছে, সে সকল আমিও জানি না, অপর লোকও জানেন না ॥ ১৮ ॥

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্‌গোপগোকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥ ১৯ ॥

গোপগোকুলনন্দনঃ এষঃ বঃ (যুষ্মাকং সর্ব্বেষাং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলম্) আধাস্যৎ (আধাস্যতি, তথা) অনেন যূয়ং সর্ব্বদুর্গাণি (সর্ব্বোপদ্রবান্) তরিষ্যথ (অতিক্রমিষ্যথ) ॥ ১৯ ॥

গোপ গোপী ও গোকুলের আনন্দবর্দ্ধক এই বালক তোমাদিগের সকলের মঙ্গল সাধন করিবেন, এবং তোমরা ইহাঁর প্রভাবে সকল উপদ্রব হইতে উত্তীর্ণ হইবে ॥ ১৯ ॥

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥ ২০ ॥

(হে) ব্রজপতে, পুরা অরাজকে দস্যুপীড়িতাঃ সাধবঃ অনেন রক্ষ্যমাণাঃ সমেধিতাঃ (সংবর্দ্ধিতাঃ চ সন্তঃ তান্) দস্যূন্ জিগ্যুঃ (নির্জ্জিতবন্তঃ) ॥ ২০ ॥

হে ব্রজপতে, পূর্ব্বে ইনি অরাজকের সময়ে দস্যুপীড়িত সাধুদিগকে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত করাতে তাঁহারা দস্যুদিগকে নির্জ্জয় করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥ ২১ ॥

যে মানবাঃ এতস্মিন্ মহাভাগে (ত্বৎপুত্রে) প্রীতিং কুর্ব্বন্তি, (তান্) এতান্ অরয়ঃ বিষ্ণুপক্ষান্ অসুরাঃ ইব ন অভিভবন্তি ॥ ২১ ॥

যে সকল মানব তোমার এই মহাভাগ্য পুত্রে প্রীতি করেন, অসুর সকল যেমন বিষ্ণুপক্ষীয় কাহাকেও অভিভব করিতে পারে না, তদ্রূপ তাঁহাদিগকেও শত্রুগণ অভিভব করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২১ ॥

তস্মান্নন্দ কুমারোঽয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ॥ ২২॥

(হে) নন্দ, অয়ং (তব) কুমারঃ গুণৈঃ শ্রিয়া কীর্ত্ত্যা অনুভাবেন (চ) নারায়ণসমঃ। তৎ (তস্মাৎ অস্য) কর্ম্মসু (যুস্মাভিঃ) বিস্ময়ঃ ন কার্য্যঃ॥ ২২॥

হে নন্দ, এই তোমার পুত্র ভক্তবাৎসল্যাদি গুণে ঐশ্বর্য্যে কীর্ত্তিতে ও প্রভাবে নারায়ণসম। অতএব এই বালকের কর্ম্মসমূহে তোমরা বিস্ময় করিও না॥ ২২॥

ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্॥ ২৩॥

ইতি (এবম্) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) মাং (প্রতি) সমাদিশ্য (কৃষ্ণপ্রভাবং নিরূপ্য) গর্গে চ স্বগৃহং গতে (সতি অহম্) অক্লিষ্টকারিণম্ (অক্লিষ্টানি ভক্তজন-ক্লেশনিবর্ত্তকানি কর্ম্মাণি করোতি যঃ তং) কৃষ্ণং নারায়ণস্য অংশং মন্যে॥ ২৩॥

এইরূপ সাক্ষাৎ আমাকে আদেশ করিয়া গর্গমুনি নিজ গৃহে প্রস্থান করিলে আমি অক্লিস্টকারী কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলিয়া মনে করিলাম॥ ২৩॥

দৃষ্টশ্রুতানুভাবাস্তে কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ।
মুদিতা নন্দমানর্চ্চুঃ কৃষ্ণঞ্চ গতবিস্ময়াঃ॥ ২৪॥

অমিততেজসঃ (অচিন্ত্যপ্রভাবস্য) কৃষ্ণস্য দৃষ্টশ্রুতানুভাবাঃ (দৃষ্টাঃ শ্রুতাঃ চ অনুভাবাঃ যৈঃ তে) তে ব্রজৌকসঃ ইতি (এবং) গর্গগীতং নন্দবচঃ শ্রুত্বা গতবিস্ময়াঃ (আশ্চর্য্যরহিতাঃ) মুদিতাঃ (চ সন্তঃ) নন্দং কৃষ্ণং চ আনর্চ্চুঃ॥ ২৪॥

অচিন্ত্যপ্রভাব শ্রীকৃষ্ণের অনুভাব দর্শন ও শ্রবণ পূর্ব্বক ঐ ব্রজবাসী সকল গর্গগীত নন্দবাক্য শ্রবণে বিস্ময়রহিত ও আনন্দিত হইয়া নন্দকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন॥ ২৪॥

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মপরুষানিলৈঃ
সীদৎপালপশুস্ত্রি আত্মশরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রদ্‌গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্॥ ২৫॥

যজ্ঞবিপ্লবরুষা (স্বযজ্ঞস্য বিপ্লবেন প্রতিরোধেন যা রুট্ ক্রোধঃ তয়া) দেবে (ইন্দ্রে নাশায়) বর্ষতি (সতি) বজ্রাশ্মপরুষানিলৈঃ (অশনিজলশর্করাতীব্র-বায়ুভিঃ) আত্মশরণম্ (আত্মা স্বয়ম্ এব শরণং রক্ষকঃ যস্য তৎ) সীদৎপাল-পশুস্ত্রি (সীদন্তঃ পালাঃ পশবঃ স্ত্রিয়ঃ চ যস্মিন্ তথাভূতং) গোষ্ঠং দৃষ্ট্বা অনুকম্পী (জাতকৃপঃ) উৎস্ময়ন্ (প্রহসন্) অবলঃ (বালঃ) লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং (লীলার্থম্ উচ্ছিলীন্ধ্রং ছত্রং) যথা (বিভর্ত্তি তথা) শৈলং (গোবর্দ্ধনম্) উৎপাট্য (উৎকৃত্য) এককরে বিভ্রৎ (দধৎ যঃ গোষ্ঠম্, অপাৎ (পালিতবান্ সঃ) ইন্দ্রমদভিৎ গবাম্ ইন্দ্রঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) (নঃ অস্মান্) প্রীয়াৎ (প্রীয়তাম্) ॥ ২৫ ॥

যজ্ঞপ্রতিরোধজনিত ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র নাশার্থ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, বজ্র শিলা ও প্রবল পবনে নিজরক্ষিত গোষ্ঠের পশু পশুপালক ও স্ত্রী সকলকে অবসন্ন হইতে দেখিয়া যিনি কৃপাপরবশ হইয়াছিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বালক যেমন ক্রীড়ার্থ ছত্র ধারণ করিয়া থাকে তদ্রূপ গোবর্দ্ধনগিরি উৎপাটন পূর্ব্বক এক হস্তে ধারণ করিয়া গোষ্ঠকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রগর্ব্বহারী গোবিন্দ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নন্দগোপসংবাদো নাম
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

গোবৰ্দ্ধনে ধৃতে শৈলে আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে।
গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;—গোবৰ্দ্ধনে শৈলে (কৃষ্ণেন) ধৃতে (সতি তস্য পরিশ্রমম্ আশঙ্ক্য ভয়াৎ তং ক্ষমাপয়িতুং) শক্রঃ আসারাৎ (ধারাসম্পাতাৎ) ব্রজে (গোকুলে) রক্ষিতে (সতি হর্ষাৎ) সুরভিঃ চ গোলোকাৎ কৃষ্ণম্ আব্রজৎ এব ॥ ১ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রভাব অবলোকনে সুরভি ও সুরেন্দ্র কর্ত্তৃক অভিষেকমহোৎসব বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন ;—শ্রীকৃষ্ণ গোবৰ্দ্ধনগিরি ধারণ করিলে, তাঁহার পরিশ্রম আশঙ্কা করিয়া ভয়ে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং ধারাসম্পাত হইতে গোকুল রক্ষিত হইলে, হর্ষান্বিত হইয়া, গোলোক হইতে সুরভিও তাঁহার নিকট আগমন করিলেন ॥ ১ ॥

বিবিক্ত উপসংগম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ।
পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চ্চসা ॥ ২ ॥

কৃতহেলনঃ (বর্ষণাদিনা কৃতাপরাধঃ) ব্রীড়িতঃ (ইন্দ্রঃ) বিবিক্তে (একান্তে) উপসংগম্য (কৃষ্ণসমীপং গত্বা) অর্কবর্চ্চসা (অর্কবৎ বর্চ্চঃ যস্য তেন) কিরীটেন এনং (কৃষ্ণং) পাদয়োঃ পস্পর্শ (নমশ্চকার) ॥ ২ ॥

বর্ষণাদি দ্বারা কৃতাপরাধ অতএব লজ্জিত ইন্দ্র নির্জনে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া অর্ককিরণসদৃশ সমুজ্জ্বল কিরীট দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণে নমস্কার করিলেন ॥ ২ ॥

দৃষ্টশ্রুতানুভাবোঽস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
নষ্টত্রিলোকেশমদ ইদমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩ ॥

(ততঃ) অমিততেজসঃ অস্য কৃষ্ণস্য দৃষ্টশ্রুতানুভাবঃ নষ্টত্রিলোকেশমদঃ (নষ্টঃ ত্রিলোকেশঃ অহম্ ইতি মদঃ যস্য সঃ ইন্দ্রঃ) কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) আহ ॥ ৩ ॥

এবং অমিতবিক্রম ঐ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দর্শনে ও শ্রবণে বিনষ্ট-ত্রৈলোক্যাধিপত্যমদ হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়াময়োঽয়ং গুণসংপ্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রঃ উবাচ;—(হে ভগবন্), তব ধাম (স্বরূপং) বিশুদ্ধসত্ত্বং শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কং (ধ্বস্তে অবিদ্যমানে রজস্তমসী যস্মিন্ তৎ) চ। অগ্রহণানুবন্ধঃ (অগ্রহণেন অজ্ঞানেন অনুবধ্যতে যঃ সঃ) মায়াময়ঃ অয়ং গুণ-সংপ্রবাহঃ (গুণৈঃ সংপ্রোহ্যতে যঃ সঃ, সংসারঃ) তে (তব) ন বিদ্যতে ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র কহিলেন;—হে ভগবন্, তোমার স্বরূপ বিশুদ্ধসত্ত্ব শান্ত তপোময় ও রজস্তমোরহিত। অজ্ঞানজনিত মায়াময় গুণপ্রবাহরূপ সংসার তোমার সম্বন্ধে থাকিতে পারে না ॥ ৪ ॥

কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা
লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবাঃ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্ত্তি
ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায় ॥ ৫ ॥

(হে) ঈশ, তৎকৃতাঃ (দেহসম্বন্ধকৃতাঃ) তদ্ধেতবঃ (পুনরপ্যন্যস্য দেহস্য হেতবঃ) যে লোভাদয়ঃ অবুধলিঙ্গভাবাঃ (অজ্ঞানিনাং গমকাঃ তে) কুতঃ নু। তথাপি ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায় ভগবান্ দণ্ডং বিভর্ত্তি ॥ ৫ ॥

হে ঈশ, দেহসম্বন্ধকৃত এবং পুনশ্চ অন্য দেহের হেতু যে লোভাদি অজ্ঞানীদিগের ব্যঞ্জক, তোমার সে সকলের সম্ভাবনা কোথায়?

তথাপি তুমি ধর্ম্মসংস্থাপন ও খলনিগ্রহের নিমিত্ত দণ্ডধারণ করিয়া থাক ॥ ৫ ॥

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো
দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় চেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥ ৬ ॥

জগতাং (প্রাণিনাং) পিতা (জনকঃ) গুরুঃ (উপদেষ্টা) অধীশঃ (নিয়ন্তা) উপাত্তদণ্ডঃ দুরত্যয়ঃ কালঃ চ ত্বং হিতায় জগদীশমানিনাং মানং বিধুন্বন্ (দূরীকুর্ব্বন্) স্বেচ্ছাতনুভিঃ (লীলাবতারৈঃ) সমীহসে (চেষ্টসে) ॥ ৬ ॥

তুমি প্রাণীদিগের পিতা গুরু নিয়ন্তা ও দণ্ডধারী দুরত্যয় কাল। তুমি হিতার্থ ঈশ্বরাভিমানীদিগের মান দূরীকরণের নিমিত্ত লীলাবতার স্বীকার পূর্ব্বক বিবিধ লীলা সম্পাদন করিয়া থাক ॥ ৬ ॥

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিন-
স্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্।
হিত্বার্য্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্ ॥ ৭ ॥

যে মদ্বিধাজ্ঞাঃ (মদ্বিধাঃ চ তে অজ্ঞাশ্চেতি) জগদীশমানিনঃ (আত্মানং জগদীশং মন্যমানাঃ তে) কালে (ভয়কালে অপি) ত্বাম্ অভয়ং (ভয়রহিতং দণ্ডধরং) বীক্ষ্য তন্মদং (জগদীশাভিমানপ্রযুক্তং মদম্) আশু হিত্বা অপস্ময়াঃ (অপগতগর্ব্বাঃ সন্তঃ) আর্য্যমার্গং (সতাং বর্ত্ম, ত্বদ্ভক্তিং) প্রভজন্তি (অনুবর্ত্তন্তে, অতঃ) তে (তব) ঈহা (লীলা) খলানাম্ অপি অনুশাসনং (শিক্ষা এব) ॥ ৭ ॥

যাহারা আমার ন্যায় অজ্ঞ ও ঈশ্বরাভিমানী, তাহারাও ভয়কালে তোমাকে ভয়রহিত দণ্ডধর দেখিয়া জগদীশাভিমানপ্রযুক্ত গর্ব্বকে আশু পরিত্যাগ পূর্ব্বক গর্ব্বরহিত হইয়া সাধুদিগের পথানুসরণ করিয়া থাকে, অতএব তোমার লীলা যে খল ব্যক্তিদিগেরও শিক্ষাপ্রদ তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৭ ॥

স ত্বং মমৈশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য
কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো
মৈবং পুনর্ভূর্মতিরীশ মেঽসতী॥ ৮॥

(হে) প্রভো, সঃ (সর্ব্বেশ্বরঃ) ত্বম্ ঐশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য তে (তব) প্রভাবম্ অবিদুষঃ কৃতাগসঃ (কৃতাপরাধস্য) মূঢ়চেতসঃ মম (অপরাধং ক্ষন্তুম্ অর্হসি। (হে) ঈশ, অথ (ইতঃ অনন্তরম্ অপি) মে (মম) এবম্ (এবম্ভূতা) অসতী (দুষ্টা) মতিঃ পুনঃ মাভূৎ॥ ৮॥

হে প্রভু, তুমি সর্ব্বেশ্বর। আমি ঐশ্বর্য্যমদমত্ত অতএব তোমার প্রভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ কৃতাপরাধ ও মূঢ়চিত্ত। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। হে ঈশ, অতঃপর আর যেন আমার এরূপ দুষ্ট বুদ্ধি না ঘটে॥ ৮॥

তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ
ভুবো ভরাণামুরুভারজন্মনাম্।
চমূপতীনামভবায় দেব
ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাম্॥ ৯॥

(হে) অধোক্ষজ, দেব, ইহ (ভূমৌ) অয়ং তব অবতারঃ ভুবঃ (স্বয়ং) ভরাণাম্ উরুভারজন্মনাং (বহুভারোৎপত্তিহেতূনাং) চমূপতীনাং (রাজ্ঞাম্) অভবায় (বিনাশায়) যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাং (যুষ্মচ্চরণসেবিনাং) ভবায় (ধর্ম্মাদি-পুরুষার্থলাভায় চ)॥ ৯॥

হে অধোক্ষজ, দেব, এই পৃথিবীতে যে এই তোমার অবতার তাহা স্বয়ং ভারভূত ও অপর বহুতর ভারের উৎপত্তিহেতুস্বরূপ রাজন্যবর্গের বিনাশার্থ ও তোমার চরণসেবাপরায়ণ সাধুগণের ধর্ম্মাদি পুরুষার্থের লাভার্থ॥ ৯॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥ ১০॥

ভগবতে তুভ্যং নমঃ। সাত্বতাং পতয়ে পুরুষায় মহাত্মনে বাসুদেবায় [illegible]ায় নমঃ॥ ১০॥

তুমি ভগবান্ ভক্তকুলের পতি পুরুষরূপী মহাত্মা বসুদেবতনয় কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ১১ ॥

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ১১ ॥

তুমি ভক্তগণের অভিলাষানুরূপ শরীরধারী বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তি সর্ব্বস্বরূপ সকলের বীজভূত ও সর্ব্বভূতের আত্মা, তোমাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ।
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥ ১২ ॥

(হে) ভগবন্, যজ্ঞে বিহতে তীব্রমন্যুনা মানিনা ময়া আসারবায়ুভিঃ গোষ্ঠনাশায় ইদং চেষ্টিতম্ ॥ ১২ ॥

হে ভগবন্, যজ্ঞ বিহত হইলে, আমি অভিমান বশতঃ অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হইয়া বারিবর্ষণ ও বায়ু দ্বারা গোষ্ঠনাশার্থ এই অন্যায়াচরণ করিয়াছি ॥ ১২ ॥

ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১৩ ॥

(হে) ঈশ, বৃথোদ্যমঃ ধ্বস্তস্তম্ভঃ (অহং) ত্বয়া অনুগৃহীতঃ অস্মি (ভবামি)। অহম্ ঈশ্বরং গুরুম্ আত্মানং ত্বাং শরণং গতঃ ॥ ১৩ ॥

হে ঈশ, আমি বিফলোদ্যম ও হতগর্ব্ব হইয়া তোমা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়াছি। আমি ঈশ্বর গুরু ও আত্মস্বরূপ তোমার শরণ লইলাম ॥ ১৩ ॥

শুক উবাচ।

এবং সঙ্কীর্ত্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

শুক উবাচ;—মঘোনা (ইন্দ্রেণ) এবং সঙ্কীর্ত্তিতঃ (সংস্তুতঃ) কৃষ্ণঃ

মেঘগম্ভীরয়া বাচা অমুম্ (ইন্দ্রং হর্ষয়ন্ স্বয়ম্ অপি) প্রহসন্ (সন্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মেঘগম্ভীর স্বরে ইন্দ্রকে আনন্দিত করিয়া স্বয়ংও হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া তেঽকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্নতা।
মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ;—(হে) মঘবন্, ইন্দ্রশ্রিয়া (ইন্দ্রাধিপত্যেন) ভৃশম্ (অত্যন্তং) মত্তস্য (কর্ত্তব্যমদস্যসন্ধানশূন্যস্য) তে (তব) মদনুস্মৃতয়ে অনুগৃহ্নতা ময়া মখভঙ্গঃ অকারি (কৃতঃ) ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ;—হে মঘবন্, তুমি ইন্দ্রাধিপত্য লাভ করিয়া নিত্য অত্যন্ত প্রমত্ত হইয়াছিলে। আমি তোমার যাহাতে পুনর্ব্বার মৎস্মৃতি লাভ হয় তন্নিমিত্ত অনুগ্রহ করিয়া যজ্ঞভঙ্গের বিধান করিয়াছিলাম ॥ ১৫ ॥

মামৈশ্বর্য্যমদান্ধো হি দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য বাঞ্ছাম্যনুগ্রহম্ ॥ ১৬ ॥

ঐশ্বর্য্যমদান্ধঃ (জনঃ) দণ্ডপাণিং মাং ন হি পশ্যতি। (অতঃ অহং) যস্য অনুগ্রহং বাঞ্ছামি (ইচ্ছামি) তং সম্পদ্ভ্যঃ ভ্রংশয়ামি ॥ ১৬ ॥

ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ ব্যক্তি দণ্ডপাণি আমাকে নিশ্চয় দেখে না। অতএব আমি যাহার মঙ্গল বাঞ্ছা করি, তাহাকে সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥

গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ ॥ ১৭ ॥

(হে) শক্র, (স্বর্গং) গম্যতাং (গত্বা চ) মে (মম) অনুশাসনং ক্রিয়তাম্। (তেন) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রম্ (এব ভবিষ্যতি)। স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ (গর্ব্বরহিতৈঃ) যুক্তৈঃ (স্বকর্ত্তব্যে সাবধানৈঃ) বঃ (যুষ্মাভিঃ) স্বাধিকারেষু স্থীয়তাম্ ॥ ১৭ ॥

হে শক্র, স্বর্গে গমন কর এবং আমার আজ্ঞা পালন করিতে থাক। তাহা হইলে তোমাদিগের মঙ্গলই হইবে। তোমরা গর্ব্ব-রহিত ও স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে সাবধান হইয়া নিজ নিজ অধিকারে অবস্থিতি কর ॥ ১৭ ॥

অথাহ স্বরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য মনস্বিনী।
স্বসন্তানৈরুপামন্ত্র্য গোপরূপিণমীশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

অথ (অনন্তরং) স্বসন্তানৈঃ (স্বাপত্যৈঃ গোভিঃ সহ) মনস্বিনী (প্রশান্ত-মনস্কা) সুরভিঃ গোপরূপিণম্ ঈশ্বরং কৃষ্ণম্ উপামন্ত্র্য (সম্বোধ্য) অভিবন্দ্য (চ) আহ ॥ ১৮ ॥

অনন্তর স্বীয় সন্ততিগণের সহিত মনস্বিনী সুরভি গোপরূপী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন ও অভিবন্দন করিয়া বলিতে লাগি-লেন ॥ ১৮ ॥

সুরভিরুবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত ॥ ১৯ ॥

সুরভিঃ উবাচ ;—(হে) মহাযোগিন্, বিশ্বাত্মন্, বিশ্বসম্ভব, অচ্যুত, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, লোকনাথেন ভবতা বয়ং সনাথাঃ (ভবামঃ) ॥ ১৯ ॥

সুরভি বলিলেন ;—হে মহাযোগিন্, বিশ্বাত্মন্, বিশ্বসম্ভব, অচ্যুত, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, আমরা লোকনাথ তোমা কর্ত্তৃক সনাথ হইয়াছি ॥ ১৯ ॥

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে।
ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ ॥ ২০ ॥

(হে) জগৎপতে, ত্বং নঃ (অস্মাকং) পরমকং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) দৈবম্। ত্বং গোবিপ্রদেবানাং যে চ (অন্যে) সাধবঃ (তেষাং) নঃ (অস্মাকং) ভবায় (অভ্যুদয়ায়) ইন্দ্রঃ ভব ॥ ২০ ॥

হে জগৎপতে, তুমি আমাদিগের পরম দেবতা। তুমি গো ব্রাহ্মণ ও দেবতাদিগের এবং অপর সাধুসকলের ও আমাদিগের অভ্যুদয়ার্থ ইন্দ্র হও ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মণা চোদিতাঃ বয়ং ত্বাম্ (এব) নঃ (অস্মাকম্) ইন্দ্রম্ অভিষেক্ষ্যামঃ। (হে) বিশ্বাত্মন্, (ত্বং) ভূমেঃ ভারাপনুত্তয়ে অবতীর্ণঃ অসি ॥ ২১ ॥

তুমিই আমাদিগের ইন্দ্র। আমরা ব্রহ্মার আদেশানুসারে তোমাকে অভিষেক করিব। হে বিশ্বাত্মন্, তুমি পৃথিবীর ভার হরণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ২১ ॥

শুক উবাচ।

এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিঃ পয়সাত্মনঃ।
জলৈশ্চাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ ॥ ২২ ॥
ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং চোদিতো দেবমাতৃভিঃ।
অভ্যসিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ ॥ ২৩ ॥

শুকঃ উবাচ ;—সুরভিঃ এবং কৃষ্ণম্ উপামন্ত্র্য (সংপ্রার্থ্য) আত্মনঃ পয়সা (অভ্যসিঞ্চত)। ইন্দ্রঃ (অপি) দেবমাতৃভিঃ চোদিতঃ (প্রেরিতঃ সন্) সুরর্ষিভিঃ (সুরৈঃ ঋষিভিঃ চ) সাকম্ ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ আকাশগঙ্গায়াঃ জলৈঃ চ দাশার্হং (কৃষ্ণম্ অভ্যসিঞ্চত) গোবিন্দঃ ইতি চ অভ্যধাৎ (অভিধাং চকার) ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—সুরভি এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লইয়া নিজ দুগ্ধ দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিলেন। ইন্দ্রও দেবমাতা সকল কর্তৃক প্রেরিত হইয়া দেবতা ও ঋষি সমূহের সহিত ঐরাবতকরোদ্ধৃত আকাশগঙ্গার জল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করিলেন ও তাঁহার গোবিন্দ এই নাম রাখিলেন ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

তত্রাগতাস্তুম্বুরুনারদাদয়ো
গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ।
জগুর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ
সুরাঙ্গনাঃ সংননৃতুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র আগতাঃ তুম্বুরুনারদাদয়ঃ গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ লোকমলাপহং হরেঃ যশঃ জগুঃ সুরাঙ্গনাঃ (চ) মুদান্বিতাঃ (সত্যঃ) সংননৃতুঃ ॥ ২৪ ॥

সেই স্থানে তুম্বুরু ও নারদ প্রভৃতি এবং গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর সিদ্ধ ও চারণ প্রভৃতি সমাগত হইয়া লোকমলনাশন শ্রীহরির যশ গান করিতে লাগিলেন এবং সুরাঙ্গনা সকল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

তং তুষ্টুবুর্দেবনিকায়কেতবো
হ্যবাকিরংশ্চাদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ।
লোকাঃ পরাং নির্বৃতিমাপ্নুবংস্ত্রয়ো
গাবস্তদা গামনয়ন্ পয়োদ্রুতাম্ ॥ ২৫ ॥

দেবনিকায়কেতবঃ (দেবানাং নিকায়েষু সমূহেষু যে কেতবঃ মুখ্যাঃ তে) তং তুষ্টুবুঃ অদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ হি (প্রসিদ্ধং যথা ভবতি তথা) অবাকিরন্ (আচ্ছাদিতবন্তঃ চ)। ত্রয়ঃ লোকাঃ পরাং নির্বৃতিম্ (আনন্দম্) আপ্নুবন্। তদা গাবঃ গাং (পৃথিবীং) পয়োদ্রুতাং (পয়োভিঃ দ্রুতাম্ অভিষিক্তাম্) অনয়ন্ (চক্রুঃ) ॥ ২৫ ॥

প্রধান প্রধান দেবতা সকল তাঁহাকে স্তব ও তদুপরি অদ্ভুত পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্গাদি লোকত্রয় পরম আনন্দ লাভ করিলেন। আর গাভীগণ নিজ নিজ দুগ্ধ দ্বারা পৃথিবীকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃক্ষা আসন্ মধুস্রবাঃ।
অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো গিরয়োঽবিভ্রন্নুন্মণীন্ ॥ ২৬ ॥

সরিতঃ নানারসৌঘাঃ (ক্ষীরাদিবাহিন্যঃ জাতাঃ)। বৃক্ষাঃ (চ) মধুস্রবাঃ (মধূনি স্রবন্তীতি তথাভূতাঃ) আসন্। ওষধয়ঃ অকৃষ্টপচ্যাঃ (আসন্)। গিরয়ঃ উন্মণীন্ (উদ্গতান্ বহিঃ প্রকটান্ মণীন্) অবিভ্রন্ (অবিভ্রুঃ) ॥ ২৬ ॥

সরিৎ সকল ক্ষীরাদিবিবিধরসবাহিনী হইল। বৃক্ষসমূহ মধুক্ষরণ করিতে লাগিল। ওষধি সকল বর্ষণ ব্যতিরেকে পরিপক্ক হইতে লাগিল। এবং গিরি সকল গর্ব্ভস্থিত মণিসমূহ বাহিরে প্রকটিত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণেঽভিষিক্ত এতানি সর্ব্বাণি কুরুনন্দন।
নির্বৈরাণ্যভবংস্তাত ক্রূরাণ্যপি নিসর্গতঃ॥ ২৭॥

(হে) কুরুনন্দন, তাত, কৃষ্ণে অভিষিক্তে (সতি) নিসর্গতঃ (স্বভাবতঃ) ক্রূরাণি অপি এতানি (সর্পাদীনি) সর্ব্বাণি (ভূতানি) নির্বৈরাণি অভবন্॥ ২৭॥

হে কুরুনন্দন, তাত, শ্রীকৃষ্ণ অভিষিক্ত হইলে, স্বভাবত ক্রূর সর্পাদি ভূত সকল পরস্পর বৈরভাব পরিত্যাগ করিল॥ ২৭॥

ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্॥ ২৮॥

ইতি (এবং) গোকুলপতিং গোবিন্দম্ অভিষিচ্য (তেন) অনুজ্ঞাতঃ সঃ শক্রঃ দেবাদিভিঃ বৃতঃ (সন্) দিবং (স্বর্গং যযৌ)॥ ২৮॥

এইরূপে গো ও গোকুলের পতি শ্রীগোবিন্দকে অভিষেক করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পুরঃসর ইন্দ্র দেবাদি দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণাভিষেকো নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;—নন্দঃ তু (কদাচিৎ) একাদশ্যাং নিরাহারঃ (সন্) জনার্দ্দনং সমভ্যর্চ্চ্য (কলামাত্রাবশিষ্টায়াং) দ্বাদশ্যাং (পারণাভিনিবেশেন) কালিন্দ্যাং স্নাতুং জলম্ আবিশৎ ॥ ১ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে বরুণালয় হইতে নন্দানয়ন ও গোপগণের বৈকুণ্ঠ দর্শন বর্ণিত হইয়াছে ॥

শুকদেব কহিলেন ;—একদা গোপরাজ নন্দ একাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া নারায়ণের অর্চ্চনানন্তর কলামাত্রাবশিষ্ট দ্বাদশীতে পারণাভিনিবেশ বশতঃ রাত্রিশেষে স্নানার্থ যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

তং গৃহীত্বানয়দ্ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্।
অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥ ২ ॥

তম্ আসুরীম্ (অসুরসঞ্চারবিশিষ্টাং) বেলাম্ অবজ্ঞায় (অননুসন্ধায় অরুণোদয়াৎ পূর্ব্বমেব শাস্ত্রবলেন) নিশি উদকং প্রবিষ্টং (নন্দং) গৃহীত্বা ভৃত্যঃ (বরুণভৃত্যঃ) অসুরঃ বরুণস্য অন্তিকম্ অনয়ৎ ॥ ২ ॥

আসুরী বেলাকে অবজ্ঞা করিয়া অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই শাস্ত্রবলে রাত্রিতে জলমধ্যে প্রবিষ্ট সেই গোপরাজ নন্দকে লইয়া বরুণভৃত্য অসুর বরুণের সমীপে গমন করিল ॥ ২ ॥

চুক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণ রামেতি গোপকাঃ।
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ ॥ ৩ ॥

ততঃ (প্রভাতে) তং (নন্দম্) অপশ্যন্তঃ গোপকাঃ (হে) কৃষ্ণ, (হে) রাম, (স্নাতুং গতঃ নন্দঃ ন মিলতি ইতি) চুক্রুশুঃ। (হে) রাজন্, স্বানা-

মভয়দঃ বিভুঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ উপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতং (জ্ঞাত্বা) তদন্তিকং গতঃ ॥ ৩ ॥

তদনন্তর প্রভাতে গোপরাজ নন্দকে না দেখিয়া, গোপগণ, হে কৃষ্ণ, হে রাম, গোপরাজ স্নান করিতে গিয়াছিলেন, আর প্রত্যাগমন করেন নাই, এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে রাজন্, ভক্তগণের অভয়দাতা বিভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ কথা শ্রবণ করিয়া পিতাকে বরুণ কর্ত্তৃক অপহৃত জানিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন ॥ ৩ ॥

প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্য্যয়া।
মহত্যা পূজয়িত্বাহ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ॥ ৪ ॥

হৃষীকেশং প্রাপ্তং বীক্ষ্য তদ্দর্শনমহোৎসবঃ লোকপালঃ (বরুণঃ) মহত্যা সপর্য্যয়া (পূজাসাধনেন তং) পূজয়িত্বা আহ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থিত দেখিয়া তদ্দর্শনে মহোৎসবান্বিত লোকপাল বরুণ প্রচুর পূজোপহার দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥৪॥

বরুণ উবাচ।

অদ্য মে নিভৃতো দেহ অদ্যার্থোঽধিগতঃ প্রভো।
ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ ॥ ৫ ॥

বরুণঃ উবাচ ;—(হে) প্রভো, অদ্য মে (মম) দেহঃ নিভৃতঃ (ধৃতঃ, সফলতাং প্রাপ্তঃ), অদ্য অর্থঃ অধিগতঃ (পরমফলং প্রাপ্তম্)। (হে) ভগবন্, ত্বৎপাদভাজঃ অধ্বনঃ পারং (মোক্ষম্) অবাপুঃ ॥ ৫ ॥

বরুণ বলিলেন ;—হে প্রভো, অদ্য আমার দেহ সফল হইল ; অদ্য আমি পরম ফল প্রাপ্ত হইলাম। হে ভগবন্, যাহারা তোমার শ্রীচরণ সেবা করে, তাহারা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥ ৬ ॥

যত্র লোকসৃষ্টিবিকল্পনা (লোকানাং সৃষ্টিং বিকল্পয়তি যা সা) মায়া ন শ্রূয়তে (তস্মৈ) ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ভগবতে তুভ্যং নমঃ ॥ ৬ ॥

যাঁহাতে লোকসৃষ্টির বৈচিত্র্যকারিণী মায়া শ্রবণ করা যায় না, সেই ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবৎস্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্য্যবেদিনা।
আনীতোঽয়ং তব পিতা তৎ প্রভো ক্ষন্তুমর্হসি।
গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল ॥ ৭ ॥

(হে) প্রভো, অকার্য্যবেদিনা (কার্য্যং কর্ত্তব্যম্ অজানতা) মূঢ়েন অজানতা মামকেন অয়ং তব পিতা আনীতঃ (ইতি যৎ) তৎ (মদপরাধং ত্বং) ক্ষন্তুম্ অর্হসি। (হে) পিতৃবৎসল গোবিন্দ, এষঃ তে (তব) পিতা, নীয়তাম্॥ ৭ ॥

হে প্রভো, কর্ত্তব্য বিষয়ে অজ্ঞ মূঢ় অজ্ঞান মদীয় ভৃত্য যে তোমার পিতাকে এইস্থানে আনয়ন করিয়াছে, তুমি সেই অপরাধ ক্ষমা কর। হে পিতৃবৎসল গোবিন্দ, এই তোমার পিতা, লইয়া যাও ॥ ৭ ॥

শুক উবাচ।

এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানখিলেশ্বরঃ।
আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধূনাঞ্চাবহন্মুদম্ ॥ ৮ ॥

শুকঃ উবাচ ;—এবং (বরুণেন) প্রসাদিতঃ (প্রসন্নীকৃতঃ) অখিলেশ্বরঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্বপিতরং (নন্দম্) আদায় বন্ধূনাং (ব্রজবাসিনাং) মুদং (হর্ষম্) আবহন্ (ব্রজম্) অগাৎ ॥ ৮ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—এই প্রকারে বরুণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া অখিলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতা নন্দকে লইয়া ব্রজবাসীদিগের সন্তোষোৎপাদন পূর্ব্বক ব্রজে উপনীত হইলেন ॥ ৮ ॥

নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥ ৯ ॥

নন্দঃ তু অতীন্দ্রিয়ম্ (অদৃষ্টপূর্ব্বং) লোকপালমহোদয়ং (লোকপালস্য বরুণস্য মহোদয়ম্ ঐশ্বর্য্যং) তেষাং (বরুণাদীনাং) কৃষ্ণে সন্নতিং (নম্রতাং) চ দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ (সন্) জ্ঞাতিভ্যঃ (তৎ) অব্রবীৎ ॥ ৯ ॥

গোপরাজ নন্দ অদৃষ্টপূর্ব্ব লোকপাল বরুণের ঐশ্বর্য্য ও সেই বরুণাদির শ্রীকৃষ্ণে নম্রতা দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঐ বৃত্তান্ত জ্ঞাতি-বর্গের নিকট বর্ণন করিলেন ॥ ৯ ॥

তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্।
অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

(হে) রাজন্, তে চ গোপাঃ তং (কৃষ্ণম্) ঈশ্বরম্ মত্বা ঔৎসুক্যধিয়ঃ (ঔৎসুক্যযুক্তা ধীঃ যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ অয়ম্) অধীশ্বরঃ অপি (কিং) সূক্ষ্মাম্ (অদৃষ্টপূর্ব্বাং) স্বগতিং (স্বস্থানং) নঃ (অস্মাকম্) উপাধাস্যৎ (দর্শয়িষ্যতি ইতি মনোরথং কৃতবন্তঃ)॥ ১০ ॥

হে রাজন্, ঐ গোপগণও শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করিয়া উৎসুক্য-চিত্তে ইনি অধীশ্বর হইয়াও কি আমাদিগকে অদৃষ্টপূর্ব্ব নিজ পদ প্রদর্শন করিবেন, এইরূপ অভিলাষ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্।
সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ ॥ ১১ ॥

অখিলদৃক্ ভগবান্ স্বানাম্ ইতি (এবমভিপ্রায়ং) স্বয়ম্ (এব) বিজ্ঞায় তেষাং সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে কৃপয়া এতৎ অচিন্তয়ৎ॥ ১১ ॥

অখিলদর্শী ভগবান্ জ্ঞাতিগণের এই প্রকার অভিপ্রায় স্বয়ংই বিদিত হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্কল্পসিদ্ধির নিমিত্ত কৃপাবশতঃ এই চিন্তা করিলেন ॥ ১১ ॥

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥ ১২ ॥

এতস্মিন্ লোকে (সংসারে) জনঃ বৈ অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ (অবিদ্যা স্বরূপাজ্ঞানং কামঃ শব্দাদিবিষয়ভোগাভিলাষঃ কর্ম্মাণি চ তৈঃ) উচ্চাবচাসু (উৎকৃষ্টাপকৃষ্টাসু) গতিষু (দেবাদিযোনিষু) ভ্রমন্ স্বাং গতিং ন বেদ॥ ১২ ॥

এই সংসারে লোক নিশ্চয় অবিদ্যা কাম ও কর্ম্ম দ্বারা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট গতি লাভানন্তর দেবাদি যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ গতি জানিতে পারে না ॥ ১২ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥

মহাকারুণিকঃ বিভুঃ ভগবান্ ইতি সঞ্চিন্ত্য গোপানাং তমসঃ পরং স্বং লোকং দর্শয়ামাস॥ ১৩ ॥

মহাকারুণিক বিভু ভগবান্ এই প্রকার চিন্তা করিয়া গোপগণকে প্রকৃতির অতীত নিজ ধাম দর্শন করাইলেন ॥ ১৩ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।

যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ১৪ ॥

সত্যং (পরমার্থভূতং) জ্ঞানং (চৈতন্যরূপম্) অনন্তং (দেশকালাদিপরিচ্ছেদ-রহিতং) জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশং) সনাতনং (শশ্বৎসিদ্ধং) যৎ গুণাপায়ে (গুণানাং নিরাসে সতি) সমাহিতাঃ (সাবধানাঃ) মুনয়ঃ পশ্যন্তি হি যৎ চ (প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম তৎ দর্শয়ামাস ॥ ১৪ ॥

মুনিগণ গুণাপায়ে সমাহিত হইয়া যে সত্য-জ্ঞান-রূপ সনাতন স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তু দর্শন করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে গোপগণকে সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম দর্শন করাইলেন ॥ ১৪ ॥

তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতাঃ মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ।

দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা ॥ ১৫ ॥

তে তু (গোপাঃ) ব্রহ্মহ্রদং নীতাঃ (প্রাপিতাঃ তস্মিন্) মগ্নাঃ (চ পুনঃ) কৃষ্ণেন উদ্ধৃতাঃ (সন্তঃ) ব্রহ্মণঃ লোকং দদৃশুঃ পুরা যত্র অক্রূরঃ অধ্যগাৎ (দৃষ্টবান্) ॥ ১৫ ॥

হে রাজন্, পূর্ব্বে যেস্থানে অক্রূর ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎপূর্ব্বে গোপগণকেও সেই ব্রহ্মহ্রদে লইয়া গিয়া মজ্জন ও পুনরুত্থাপন করাইয়া ব্রহ্মলোক দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।

কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিস্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥ ১৬ ॥

নন্দাদয়ঃ (গোপাঃ তু) তং (লোকং তথা তত্র) ছন্দোভিঃ (মূর্ত্তিমদ্ভিঃ বেদৈঃ) স্তূয়মানং কৃষ্ণং চ দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ (পরমানন্দেন নির্বৃতাঃ পূর্ণাঃ অভবন্ ততঃ) সুবিস্মিতাঃ (বভূবুঃ) ॥ ১৬ ॥

নন্দাদি গোপগণ ঐ লোক ও সেই স্থানে মূর্ত্তিমন্ত বেদ সকল কর্ত্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে পূর্ণ ও সুবিস্মিত হইলেন ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নন্দমোক্ষণং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;—(গোপ্যঃ তু অনুরাগচপলচিত্ততয়া ভগবতা সহ রন্তুং মনঃ কুর্ব্বত্যঃ) এব আসন্। ভগবান্ তু জাতানুরাগত্বেঽপি ধৈর্য্যেণ সময়বিশেষং প্রতীক্ষমাণঃ তৎ ন চক্রে। সম্প্রতি সঃ) ভগবান্ অপি তাঃ (পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতাঃ) শরদা (হেতুনা) উৎফুল্লমল্লিকাঃ (উৎ উচ্চৈঃ ফুল্লাঃ মল্লিকাঃ যাসু তাঃ) রাত্রীঃ বীক্ষ্য (উদ্দীপনত্বেন অনুভূয়) যোগমায়াং (পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তিম্) উপাশ্রিতঃ (উপ সামীপ্যেন আধিক্যেন বা আশ্রিতঃ সন্) রন্তুং মনঃ চক্রে॥ ১॥

["শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" ইতি পাঠে শারদ্যঃ চ তাঃ উৎফুল্লমল্লিকাঃ চ ইতি সমাসঃ।]

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে রাসবিহারার্থ গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তিপ্রত্যুক্তি ও রাসারম্ভে তদীয় অন্তর্দ্ধান বর্ণিত হইয়াছে॥

শুকদেব কহিলেন ;—শ্রীভগবানে অনুরাগিণী গোপী সকল চপল-চিত্ততা প্রযুক্ত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত রমণে অভিলাষিণী ছিলেন। শ্রীভগবান কিন্তু জাতানুরাগ হইয়াও নিজ স্বাভাবিক ধৈর্য্যসহকারে সময়বিশেষপ্রতীক্ষায় এতাবৎকাল তাঁহাদিগের সহিত রমণে অভিলাষ করেন নাই। সম্প্রতি শ্রীভগবানও অষ্টবর্ষ বয়সে শরদাগমে কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় প্রফুল্লমল্লিকান্বিত পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাত্রি সকল সন্দর্শন করিয়া যোগমায়া উপাশ্রয় পূর্ব্বক রমণ করিতে মানস করিলেন॥ ১॥

"শুকদেব কহিলেন" ইত্যাদি।—অনুরাগিণী—পূর্ব্বরাগবিশিষ্টা ; প্রথম মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী যে অনুরাগ তদ্বিশিষ্টা। চপলচিত্ততাপ্রযুক্ত—অনুরাগের স্বভাব হইতে উৎপন্ন যে চিত্তচাঞ্চল্য তদ্বশতঃ। সময়বিশেষপ্রতীক্ষায়—মিলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে আগ্রহাদি তদুৎপাদনের উপযোগী কালবিশেষের অপেক্ষায়। এতাবৎকাল—বস্ত্রহরণের সময় হইতে রাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়। রমণে অভিলাষ করেন নাই—নিজের আত্মারামতাপ্রযুক্ত রমণাভিলাষকে উত্থিত হইতে দেন

নাই। অষ্টবর্ষ বয়সে—অষ্টবর্ষেই আবির্ভূত নিত্যকৈশোরে। শরদাগমে ইত্যাদি—রসোদ্দীপনের উপযুক্ত অবসরে শরৎকালে আশ্বিন বা কার্ত্তিক পূর্ণিমায় শ্রীবৃন্দাবনের গুণে অসময়ে মল্লিকাদি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইলে। পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত—বস্ত্রহরণদিবসে অঙ্গীকৃত। রাত্রি সকল—প্রহরচতুষ্টয়ান্বিত একমাত্র রাত্রির মধ্যে যোগমায়াপ্রভাবে সমানীত অসংখ্য রাত্রি। যোগমায়া—"যোগঃ ঐশ্বর্য্যং তদ্‌যুক্তা মায়া দয়া"—ঐশ্বর্য্য ও কৃপা। এই অর্থে রাসক্রীড়াতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও কৃপার বিস্তার ব্যক্ত হয়। অথবা "যোগঃ আত্মারামতা মায়া কাপট্যং"—আত্মারামতা ও কপটতা। এই অর্থে রাসক্রীড়াতে শ্রীভগবানের স্বাভাবিক আত্মারামতা ও কপটতার অনভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়। অথবা "যোগে সংযোগে মায়া কাপট্যং"—সংযোগবিষয়ে কপটতা। এই অর্থে রাসক্রীড়াতে শ্রীভগবানের সংযোগবিষয়ে কপটতার অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি উভয়ই ব্যক্ত হয়। অথবা "যুনক্তি সংযোগং প্রাপ্নোতীতি যোগা যোগা চাসৌ মা চেতি যোগমা শ্রীলক্ষ্মী-স্তত্তাম্"—বক্ষঃস্থলস্থিতা শ্রীলক্ষ্মীতে। এই অর্থে রাসক্রীড়াতে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অনধিকার ব্যক্ত হয়। অথবা "যোগায় মায়ঃ শব্দো যস্যাঃ সা যোগমায়া"—বংশী। এই অর্থে রাসক্রীড়াতে বংশীর প্রধান সহায়তা ব্যক্ত হয়। অথবা "যোগস্ত মায়ঃ মানং পর্য্যাপ্তিঃ যস্যাং সা যোগমায়া"—হ্লাদিনীশক্তিরূপা শ্রীরাধা। অথবা "যোগস্ত মা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিঃ তাং যাতি প্রাপ্নোতীতি যোগমায়া"—শ্রীরাধিকা। এই দুই অর্থে শ্রীভগবানের রাসক্রীড়ায় শ্রীরাধিকারই সম্পূর্ণ অধিকার ব্যক্ত হয়। অথবা "যোগযুক্তা মায়া যোগমায়া"—পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তি। এই অর্থে পরাখ্য অচিন্ত্য শক্তিবিশেষেরই রাসক্রীড়ায় সাধকতা বা সৌভাগ্য ব্যক্ত হয়। উপাশ্রয়—উপ সমীপে অর্থাৎ গৌণভাবে আশ্রয় অথবা উপ আধিক্যে অর্থাৎ মুখ্যভাবে আশ্রয়। রমণ করিতে মানস করিলেন—এই রাস-লীলার সৃষ্ট্যাদি লীলার ন্যায় বহির্ম্মুখ না হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইলেন। এতদ্দ্বারা রাস-রমণের বাহ্যত্ব না হইয়া আন্তরত্বই ব্যক্ত হইতেছে। ঐ অন্তর্ম্মুখতাও আবার ভক্তানুরোধে নহে, পরন্তু স্বসুখার্থই, এইটি বুঝাইবার নিমিত্ত মূলে "চক্রে" এই আত্মনেপদের ক্রিয়ার প্রয়োগ॥ ১॥

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্ম্মুখং
প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥ ২॥

(যদৈব ভগবান্ রন্তুং মনঃ চক্রে) তদা সঃ (প্রসিদ্ধঃ) উড়ুরাজঃ (উড়ূনাং নক্ষত্রাণাং রাজা চন্দ্রঃ), দীর্ঘদর্শনঃ (দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য সঃ) প্রিয়ঃ (ভর্ত্তা) প্রিয়ায়াঃ (ভার্য্যায়াঃ) ইব, অরুণেন (উদয়রাগেন) প্রাচ্যাঃ ককুভঃ (দিশঃ) মুখং বিলিম্পন্ (তথা) শন্তমৈঃ (সুখতমৈঃ) করৈঃ (কিরণৈঃ) চর্ষণীনাং (স্থাবরজঙ্গমাত্মকপ্রাণিনাং) শুচঃ (তাপগ্লানীঃ) মৃজন্ (অপনয়ন্) উদগাৎ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ যখনই রমণে অভিলাষ করিলেন, তখন নক্ষত্রাধীশ চন্দ্র, দীর্ঘকালের পর সমাগত প্রিয় যেমন নিজ প্রেয়সীর বদনমণ্ডল রাগরঞ্জিত করেন, তদ্রূপ পূর্ব্বদিগ্‌বধূর মুখমণ্ডল উদয়রাগ দ্বারা সুরঞ্জিত ও সুখতম কর দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণীদিগের তাপগ্লানি অপনয়ন করিতে করিতে উদিত হইলেন ॥ ২ ॥

রাগরঞ্জিত—অনুরাগরক্তিম। এই শ্লোকে উদ্দীপনান্তরের প্রাদুর্ভাব উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥ ৩ ॥

কুমুদ্বন্তং (কুমুৎ কুমুদং বিকসনীয়ত্বয়া বিদ্যতে যস্য তং, যদ্বা কৌ পৃথিব্যাং মুৎ অস্য অস্তি ইতি তং, ভূমেঃ আনন্দকরং), অখণ্ডমণ্ডলম্ (অখণ্ডং সম্পূর্ণং মণ্ডলং যস্য তং) রমাননাভং (রমায়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ আননস্য আভা ইব আভা যস্য তং) নবকুঙ্কুমারুণং (নবকুঙ্কুমবৎ অরুণং চন্দ্রং) দৃষ্ট্বা (তথা) তৎকোমলগোভিঃ (তস্য কোমলৈঃ স্বল্পপ্রকাশৈঃ গোভিঃ কিরণৈঃ রঞ্জিতং মণ্ডিতম্ অভিরঞ্জিতম্ ইতি সমাসো বা) বনং চ (দৃষ্ট্বা) বামদৃশাং (বামাঃ বক্রাঃ মনোহরাঃ বা দৃশঃ যাসাং তাসাং) মনোহরং (মনসঃ আকর্ষণং যথা স্যাৎ তথা) কলম্ (অব্যক্তমধুরস্বরং) জগৌ। (অত্র শ্লেষেণ মনোহরং চন্দ্রবিন্দুসহিতং বামদৃশাং বামদৃক্‌সম্বন্ধি যৎ তৎসহিতং চতুর্থস্বরসম্বলিতং কলং ককারলকারং কামবীজং জগৌ ইতি রহস্যম্) ॥ ৩ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুমুদবিকাশশীল বা ধরিত্রীর আনন্দবর্দ্ধনকারী সম্পূর্ণমণ্ডল রমাদেবীর বদনপ্রভার সদৃশ প্রভাশালী নবীনকুঙ্কুমতুল্য

অরুণবর্ণ চন্দ্রকে দর্শন করিয়া ও তদীয় কোমল কিরণসমূহ দ্বারা মণ্ডিত বনভূমিকে দর্শন করিয়া বামলোচনাদিগের মনোহর অব্যক্ত মধুর স্বরে বেণুগীত আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

"জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্" এই চরণের শ্লেষার্থ দ্বারা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বংশীতে স্বস্বরূপভূত পরমাকর্ষক মহামন্মথমন্ত্ররূপ কামবীজ গান করেন, ইহাই ব্যক্ত হয় ॥ ৩ ॥

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪ ॥

অনঙ্গবর্দ্ধনম্ (অনঙ্গস্য কামস্য বর্দ্ধনম্ উদ্দীপকং) তং গীতং নিশম্য (শ্রুত্বা) কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ (কৃষ্ণেন গৃহীতানি মানসানি দেহেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকানি মনাংসি যাসাং তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (ব্রজে স্থিতাঃ স্ত্রিয়ঃ গোপ্যঃ) অন্যোন্যম্ (পরস্পরম্) অলক্ষিতোদ্যমাঃ (অলক্ষিতঃ ন জ্ঞাপিতঃ উদ্যমঃ গমনোদ্যমঃ যাভিঃ তথাভূতাঃ) জবলোলকুণ্ডলাঃ (জবেন গমনবেগেন লোলানি চঞ্চলানি কুণ্ডলানি যাসাং তথাভূতাঃ চ সত্যঃ) যত্র সঃ কান্তঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ অস্তি তত্র) আজগ্মুঃ ॥ ৪ ॥

কামোদ্দীপক সেই বেণুগীত শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গৃহীতমানস ব্রজগোপী সকল পরস্পর অলক্ষিতগমনোদ্যম ও গমনবেগে চলিত কুণ্ডল হইয়া কান্ত শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

কামোদ্দীপক—শ্রীভগবদ্বিষয়ক প্রেমের উদ্দীপক। গৃহীতমানস—আকৃষ্টচিত্ত। পরস্পর অলক্ষিতগমনোদ্যম—সখীগণের মধ্যে কেহ কাহারও গমনোদ্যম বিদিত হইতে পারেন নাই ॥ ৪ ॥

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥ ৫ ॥

সমুৎসুকাঃ (কালবিলম্বসহনাদ্যসমর্থাঃ) কাশ্চিৎ (গোপ্যঃ) দুহন্ত্যঃ (দোহয়ন্ত্যঃ অপি) দোহং (দোহনং) হিত্বা অভিযযুঃ (বেণুগীতাভিমুখং যযুঃ)। কাশ্চিৎ (পাত্রস্থং) পয়ঃ (চুল্ল্যাম্) অধিশ্রিত্য (অধ্যারোপ্য এতৎকাথম্

অপ্রতীক্ষমাণাঃ অভিযযুঃ)। অপরাঃ সংযাবং (গোধূমকণান্নং পক্বম্ অপি) অনুদ্বাস্য (অনবতার্য্য) যযুঃ ॥ ৫ ॥

কালবিলম্বসহনে অসমর্থা কোন কোন গোপী দোহন করাইতে করাইতে দোহন ত্যাগ করিয়া বেণুগীতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কেহ কেহ পাত্রস্থ দুগ্ধ চুল্লীর উপর আরোপিত করিয়া উহার ক্বাথ উত্থিত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই গমন করিলেন। অপর কেহ কেহ পক্বগোধূমকণান্ন চুল্লী হইতে অবতারণ না করিয়াই গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

এই শ্লোকে নিজদেহদৈহিকাদিবিষয়ের উপেক্ষা হেতু স্বজাতিকর্ম্মের পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥ ৬ ॥

কাশ্চিৎ তু পরিবেষয়ন্ত্যঃ তৎ (পরিবেষণং) হিত্বা কাশ্চিৎ শিশূন্ (ভগিনী-ভ্রাতৃপুত্রাদীন্) পয়ঃ (গব্যং) পায়য়ন্ত্যঃ (তৎ হিত্বা) কাশ্চিৎ পতীন্ শুশ্রূষন্ত্যঃ (সেবমানাঃ তাং শুশ্রূষাং হিত্বা) কাশ্চিৎ অশ্নন্ত্যঃ (ভোজনম্ অপাস্য) ॥ ৬ ॥

কেহ কেহ পরিবেষণ করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ ভগিনী প্রভৃতির শিশুদিগকে গোদুগ্ধ পান করাইতে করাইতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ পতির সেবা করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ ভোজন করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া ॥ ৬ ॥

এই শ্লোকে স্ত্রীমাত্রধর্ম্মের পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭ ॥

কাশ্চিৎ লিম্পন্ত্যঃ (শরীরে চন্দনাদিলেপং কুর্ব্বত্যঃ লেপনং হিত্বা) অন্যাঃ প্রমৃজন্ত্যঃ (অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বত্যঃ তৎ হিত্বা) অন্যাঃ কাঃ চ লোচনে অঞ্জন্ত্যঃ (অঞ্জনং হিত্বা) ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ (ব্যত্যস্তানি স্থানতঃ স্বরূপতঃ চ উর্দ্ধাধোধারণেন বিপর্য্যয়ং প্রাপ্তানি, বস্ত্রাণি আভরণানি চ যাসাং তাঃ) কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭ ॥

কেহ কেহ শরীরে চন্দনাদি লেপন করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ অঙ্গাদি মার্জ্জন করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ লোচনে অঞ্জন প্রদান করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া এবং অপর কেহ কেহ বিপর্য্যস্তবস্ত্র ও বিপর্য্যস্তালঙ্কার হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

এই শ্লোকে বেশভূষার পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ৮ ॥

গোবিন্দাপহৃতাত্মানঃ (গোবিন্দেন অপহৃতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যাসাং তাঃ) মোহিতাঃ (গচ্ছন্ত্যঃ) তাঃ (স্ত্রিয়ঃ) পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ বার্য্যমাণাঃ (অপি) ন ন্যবর্ত্তন্ত ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্ত গোপীসকল এতই মোহিত হইয়া গমন করিতেছিলেন যে তৎকালে তাঁহারা পতি পিতা ভ্রাতা ও অপর বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও গমন হইতে নিবৃত্ত হইলেন না ॥ ৮ ॥

এই শ্লোকে লজ্জাদির পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৯ ॥

(সিদ্ধপূর্ণভাবাঃ ন তু সিদ্ধদেহাঃ) অন্তর্গৃহগতাঃ (গৃহমধ্যস্থিতাঃ এব পত্যাদিভিঃ দ্বারপিধানাদিনা নিরোধাৎ) অলব্ধবিনির্গমাঃ (অলব্ধঃ বিনির্গমঃ যাভিঃ তাঃ) তদ্ভাবনাযুক্তাঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবনয়া যুক্তাঃ) কাশ্চিৎ গোপ্যঃ মীলিতলোচনাঃ (মীলিতে লোচনে যাভিঃ তাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণং দধ্যুঃ ॥ ৯ ॥

গৃহমধ্যস্থিত কোন কোন গোপী পতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় বহির্গমনে অসমর্থতা প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের ভাবনাযুক্ত হইয়া নিমীলিত নয়নে তাঁহাকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

"গৃহমধ্যস্থিত কোন কোন গোপী" ইত্যাদি—গোপী দ্বিবিধা ; নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। সাধনসিদ্ধা আবার দ্বিবিধা ; যৌথিকী ও অযৌথিকী। তন্মধ্যে যৌথিকী আবার দ্বিবিধা ; শ্রুতিচরী ও ঋষিচরী। এই ঋষিচরীদিগের মধ্যে যাঁহারা সাধনবশে সিদ্ধপূর্ণভাব হইয়াছিলেন অথচ সিদ্ধদেহ হইতে পারেন

নাই, তাঁহারাই গৃহমধ্যে পত্যাদি কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইলেন, এইরূপ জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের ভাবনাযুক্ত হইয়া—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সমুৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়া। নিমীলিত নয়নে—মুদ্রিতনেত্রে—বিষয়ান্তরে অদত্তদৃষ্টিতে। তাঁহাকেই—নিজচিত্তাকর্ষক সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ॥ ৯ ॥

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ১০ ॥

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ (দুঃসহঃ দুঃখেন অপি সোঢুম্ অশক্যঃ যঃ প্রেষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহরূপঃ অগ্নিঃ তস্য যঃ তীব্রঃ তাপঃ তেন ধুতানি বিনষ্টানি অশুভানি দুরদৃষ্টানি যাসাং তাঃ) ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা (ধ্যানেন প্রাপ্তঃ যঃ অচ্যুতস্য আশ্লেষঃ তেন যা নির্বৃতিঃ আনন্দঃ তয়া) ক্ষীণমঙ্গলাঃ (ক্ষীণানি মঙ্গলানি শুভাদৃষ্টানি যাসাং তাঃ) ॥ ১০ ॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহতাপে তাঁহাদিগের অশুভ সকল বিনষ্ট হইয়া গেল এবং ধ্যানলব্ধ তদীয় আলিঙ্গন হইতে উৎপন্ন আনন্দে তাঁহাদিগের মঙ্গল সকলও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল ॥ ১০ ॥

অশুভ—শ্রীভগবানের সহিত নিত্যসংযোগপ্রাপ্তির পূর্ব্বদশায় দুঃখজনিকা তদ্বিরহস্ফূর্ত্তিরূপ দুরদৃষ্ট। মঙ্গল—তদবস্থাতেই সুখজনিকা প্রাপ্তব্যতৎসংযোগ-স্ফূর্ত্তিরূপ শুভাদৃষ্ট। ক্ষয়প্রাপ্ত হইল—শনৈঃ শনৈঃ ভোগ্য শুভ ও অশুভ সকল সম্প্রতি যুগপৎ ভোগ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইল ॥ ১০ ॥

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১১ ॥

(পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ (তাঃ গোপ্যঃ) জারবুদ্ধ্যা (জারভাবময়রমণত্ববুদ্ধ্যা) অপি পরমাত্মানং তং (শ্রীকৃষ্ণম্) এব সঙ্গতাঃ (মিলিতাঃ সত্যঃ) গুণময়ং দেহং (বিরহভাবময়মাবেশং) জহুঃ ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সদ্য বিমুক্তবন্ধন গোপী সকল জারবুদ্ধি দ্বারাও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গুণময় শরীর পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১১ ॥

জারবুদ্ধি দ্বারাও—উপপতিভাবময় রমণত্ববুদ্ধি দ্বারাও। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের—সর্ব্বাংশিপরমস্বরূপত্ব হেতু সকলের স্বাভাবিক পতিরূপ শ্রীকৃষ্ণের। গুণময় শরীর—অসিদ্ধ দেহাংশ; বিরহভাবময় আবেশ ॥ ১১ ॥

পরীক্ষিদুবাচ।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥ ১২॥

পরীক্ষিৎ উবাচ;—(হে) মুনে, (এতাঃ তু) কৃষ্ণং পরং (কেবলং) কান্তং (কমনীয়ম্ এব) বিদুঃ, ব্রহ্মতয়া (নিগুণতদাবির্ভাববিশেষতয়া) তু ন (বিদুঃ, অতঃ) তাসাং গুণধিয়াং (গুণেষু ধীঃ অন্তঃকরণং যাসাং তাসাং) গুণ-প্রবাহোপরমঃ (গুণপ্রবাহস্য গুণপরম্পরায়াঃ উপরমঃ) কথম্? ॥ ১২ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন;—মুনিবর, গোপী সকল শ্রীকৃষ্ণকে কেবল কান্ত বলিয়াই জানিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হয়েন নাই, অতএব সেই গুণাসক্তমতি গোপীদিগের অসিদ্ধ দেহের উপরতি হইতে পারিলেও তাঁহাদিগের গুণপরম্পরার উপরতি হইল কিরূপে? ॥ ১২ ॥

"রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন" ইত্যাদি।—রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর, শ্রীকৃষ্ণ সকলের অংশী পরমস্বরূপ পতিরূপ পরমাত্মা হইলেও গোপী সকল কিন্তু তাঁহাকে কেবল উপপতিভাবময় রমণবুদ্ধিতেই দর্শন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মবুদ্ধিতে দর্শন করেন নাই; অতএব গুণাসক্তবুদ্ধি গোপী সকল ব্রহ্মবুদ্ধিতে দর্শনের ফল যে গুণপরম্পরার উপরতি, তাহা কিরূপে লাভ করিলেন? অথবা—কান্ত—কমনীয়; সর্ব্বাশ্চর্য্য গুণমনোহরতা বশতঃ পরম শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম বলিয়া—নির্গুণ-তদাবির্ভাববিশেষ বলিয়া। গুণাসক্তমতি—ব্রহ্মনিষ্ঠারও ত্যাজকরূপে প্রসিদ্ধ শ্রীভগবানের গুণসমূহে আসক্তচিত্ত। গুণ-পরম্পরার—শ্রীভগবদ্ গুণৈকসংসর্গি-তৎপ্রেমবৃত্তি গুণহেতু অপ্রাকৃত গুণসমূহের। উক্ত শ্লোকের শ্লেষার্থ যথা—গোপী সকল শ্রীকৃষ্ণকে কেবল কান্ত বলিয়াই জানিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাপক ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হয়েন নাই। অতএব সেই গুণাসক্তচিত্ত গোপীদিগের বিরহের বা গুণপরম্পরার নিবৃত্তি হইল কিরূপে? ॥১২॥

শুক উবাচ।

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥ ১৩॥

শুকঃ উবাচ;—এতৎ তে (তুভ্যং) পুরস্তাৎ (সপ্তমস্কন্ধ এব) উক্তম্। হৃষীকেশম্ (ইন্দ্রিয়াদিনিয়ন্তারং শ্রীকৃষ্ণং) দ্বিষন্ অপি চৈদ্যঃ (শিশুপালঃ)

যথা (যথাবৎ) সিদ্ধিং গতঃ (প্রাপ্তঃ তদা) অধোক্ষজপ্রিয়াঃ (অধোক্ষজস্য তৎকৃপাং বিনা অতীন্দ্রিয়স্য প্রিয়াঃ প্রীতিবিষয়াঃ গোপ্যঃ সিদ্ধিং গতাঃ তত্র) কিম্ উত (আশ্চর্য্যম্)?॥ ১৩॥

শুকদেব কহিলেন;—ইহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও শিশুপাল যখন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তখন অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোপী সকল যে সিদ্ধি পাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে?॥ ১৩॥

"শুকদেব কহিলেন" ইত্যাদি। হৃষীকেশ—ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্তা। দ্বেষ করিয়াও—প্রতিকূল ভাবেও। অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয়। সিদ্ধি পাইবেন—অনুকূলভাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। হৃষীকেশ ও অধোক্ষজ এই দুই বিশেষণ প্রয়োগ দ্বারা অচিন্ত্যানন্তশক্তি শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সকলই সম্ভব, ইহাই পরিব্যক্ত হইতেছে॥ ১৩॥

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তি র্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ১৪॥

(হে) নৃপ, নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় অব্যয়স্য অপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ভগবতঃ ব্যক্তিঃ (প্রাকট্যম্)॥ ১৪॥

হে রাজন্, মনুষ্যদিগের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত অব্যয় অপ্রমেয় নির্গুণ গুণাত্মা ভগবানের প্রাকট্য॥ ১৪॥

পরম মঙ্গলের নিমিত্ত—নিখিল সাধনের ফলসিদ্ধির নিমিত্ত। অব্যয়—অক্ষয়। অপ্রমেয়—অপরিচ্ছিন্ন। নির্গুণ—মায়াগুণাতীত। গুণাত্মা—গুণসমূহের প্রবর্ত্তক; স্বরূপভূতকল্যাণগুণময়। প্রাকট্য—প্রকাশ॥ ১৪॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ১৫॥

(যে) নিত্যং হরৌ কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহম্ ঐক্যং সৌহৃদম্ এব চ বিদধতঃ (কুর্ব্বাণাঃ ভবন্তি) তে হি তন্ময়তাং যান্তি॥ ১৫॥

যাঁহারা নিত্য শ্রীহরিতে কাম ক্রোধ ভয় স্নেহ ঐক্য অথবা সৌহার্দ্দ বিধান করেন, তাঁহারা নিশ্চয় তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৫॥

কাম—গোপ গোপী প্রভৃতির ন্যায় প্রেমময় ও কুব্জাদির ন্যায় রমণেচ্ছাময় অভিলাষ। ক্রোধ—শিশুপালাদির ন্যায় দ্বেষ। ভয়—কংসাদির ন্যায় পরাজয়ের আশঙ্কা। স্নেহ—যাদবপাণ্ডবাদির ন্যায় আত্মীয়তা। ঐক্য—আত্মারামগণের ন্যায় অভেদবুদ্ধি। সৌহার্দ্দ—ক্রথকৌশিকাদির ন্যায় মিত্রতা। তন্ময়তা—ভাবোচিত স্ফূর্ত্তি ॥ ১৫ ॥

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ভবতা অজে যোগেশ্বরেশ্বরে ভগবতি কৃষ্ণে এবং (মোক্ষদানাসম্ভাবনারূপঃ) বিস্ময়ঃ ন চ (এব) কার্য্যঃ, যতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) এতৎ (কৃপাপাত্রং স্থাবরজঙ্গম-প্রাণিমাত্রং) বিমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই স্থাবরজঙ্গম প্রাণিমাত্র মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তুমি সেই অজ যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মোক্ষদানাসম্ভাবনারূপ বিস্ময় করিও না ॥ ১৬ ॥

মোক্ষদানাসম্ভাবনারূপ বিস্ময়—মোক্ষপ্রদানসামর্থ্যবিষয়ে সংশয় ॥ ১৬ ॥

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈ র্বিমোহয়ন্ ॥ ১৭ ॥

তাঃ অন্তিকম্ আয়াতাঃ ব্রজযোষিতঃ দৃষ্ট্বা বাচঃ পেশৈঃ (বাগ্‌বিলাসৈঃ) বিমোহয়ন্ (স্ববিষয়কং ভাবং দৃঢ়ীকর্ত্তুং) বদতাং শ্রেষ্ঠঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অবদৎ ॥ ১৭ ॥

সেই ব্রজরামাগণকে সমীপে আগত দেখিয়া বক্তৃশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বাগ্‌বিলাস দ্বারা বিমোহিত করিবার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

মনোহর বাগ্‌বিলাস দ্বারা বিমোহিত করিবার নিমিত্ত—বংশীরবে মোহিত গোপী সকলকে মনোহরশব্দার্থযুক্ত বচনপারিপাট্য দ্বারা অধিকতর মোহিত করিবার নিমিত্ত ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্‌ব্রূতাগমনকারণম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ;—(হে) মহাভাগাঃ, বঃ (যুষ্মাকং) স্বাগতম্ (আগমনং শোভনম্)। বঃ (যুষ্মাকং) কিং প্রিয়ং করবাণি। কচ্চিৎ ব্রজস্য অনাময়ং (মঙ্গলম্ অস্তি)? আগমনকারণং ব্রূত ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ;—হে মহাভাগ্যবতীগণ, তোমাদিগের আগমন সুন্দর হইয়াছে। তোমাদিগের কি প্রিয়াচরণ করিব? ব্রজের কুশল ত? আগমনের কারণ কি বল ॥ ১৮ ॥

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৯ ॥

(হে) সুমধ্যমাঃ (সুকুমার্য্যঃ), এষা রজনী (রাত্রিঃ) ঘোররূপা (ভয়ঙ্কর-রূপা) ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা (ভয়ঙ্করপ্রাণিভিঃ ব্যাঘ্রসর্পাদিভিঃ নিষেবিতা চ, অতঃ) ইহ (বনে) স্ত্রীভিঃ ন স্থেয়ং, পরন্তু ব্রজং প্রতিযাত। পক্ষান্তরে—(হে) সুমধ্যমাঃ, এষা রজনী অঘোররূপা অঘোরসত্ত্বনিষেবিতা (চ, অতঃ) ইহ স্ত্রীভিঃ স্থেয়ং, ব্রজং প্রতি ন যাত ॥ ১৯ ॥

হে সুকুমারী সকল, এই রাত্রি ভয়ঙ্কররূপ ও ব্যাঘ্রসর্পাদি ভয়ঙ্কর প্রাণি কর্ত্তৃক নিষেবিত, অতএব এই বনে স্ত্রীলোকদিগের থাকা উচিত হয় না, ব্রজে প্রতিগমন কর ॥ পক্ষান্তরে—হে সুকুমারী সকল, এই রাত্রি ভয়ঙ্কর নয় এবং ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত নয়, অতএব এই বনে স্ত্রীলোকদিগের থাকা উচিত, ব্রজে প্রতিগমন করিও না ॥১৯॥

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মাকৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্ ॥ ২০ ॥

(কিঞ্চ) বঃ (যুষ্মাকং) মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়ঃ চ (যুষ্মান্) অপশ্যন্তঃ বিচিন্বন্তি (মৃগয়ন্তে, অতঃ) বন্ধুসাধ্বসং (বন্ধূনাং সাধ্বসম্ অদর্শনজন্যং ভয়ং) মা কৃঢং (মা কুরুধ্বং, নোৎপাদয়ত) ॥ পক্ষান্তরে—বঃ (যুষ্মাকং) মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়ঃ চ (যুষ্মান্) অপশ্যন্তঃ (এব) বিচিন্বন্তি, (অতঃ) বন্ধুসাধ্বসং (বন্ধুভ্যঃ সকাশাৎ সাধ্বসং ভয়ং) মাকৃঢ্বং (মা কুরুধ্বম্) ॥ ২০ ॥

তোমাদিগের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা ও পতি সকল তোমাদিগকে না দেখিয়া অন্বেষণ করিতেছে, অতএব বন্ধুদিগের ভয় উৎপাদন করিও না ॥ পক্ষান্তরে—তোমাদিগের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা ও পতি সকল

তোমাদিগকে অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাইতেছে না, অতএব বন্ধু-দিগের হইতে ভয় করিও না ॥ ২০ ॥

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্ ॥ ২১ ॥

কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতং (রাকেশঃ পূর্ণচন্দ্রঃ তস্য করৈঃ কিরণৈঃ রঞ্জিতং (প্রকাশিতং) যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতং (যমুনায়াঃ যমুনাস্পর্শিনঃ অনিলস্য লীলা মন্দগতিঃ তয়া এজন্তঃ কম্পমানাঃ তরূণাং পল্লবাঃ তৈঃ শোভিতং) বনং দৃষ্টম্ ॥ পক্ষান্তরেঽপি স এবার্থঃ ॥ ২১ ॥

কুসুমিত পূর্ণশশধরকরপ্রকাশিত যমুনাস্পর্শী বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে কম্পমান তরুপল্লব দ্বারা শোভিত বন দর্শন করা হইয়াছে ॥ পক্ষান্তরেও ঐ অর্থই ॥ ২১ ॥

তদ্‌যাত মাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥ ২২ ॥

তৎ (তস্মাৎ বনদর্শনরূপকার্য্যস্য জাতত্বাৎ) ঘোষং (ব্রজং) যাত। মা চিরং (বিলম্বঃ ন কার্য্যঃ)। (হে) সতীঃ (সত্যঃ), পতীন্ শুশ্রূষধ্বম্। বৎসাঃ বালাঃ চ ক্রন্দন্তি। তান্ দুহ্যত (দোহয়ত) পায়য়ত (চ) ॥ পক্ষান্তরে—তৎ (তস্মাৎ) চিরং (সমস্তাম্ অপি রাত্রিং ব্যাপ্য) ঘোষং মা যাত। পতীন্ (মা) শুশ্রূষধ্বম্। বৎসাঃ বালাঃ চ ক্রন্দন্তি তান্ (মা) দুহ্যত (দোহয়ত মা) পায়য়ত (চ) ॥ ২২ ॥

অতএব ব্রজে প্রতিগমন কর, বিলম্ব করিও না। হে সতীসকল, পতি সকলের শুশ্রূষা কর। বৎস ও বৎসপাল সকল ক্রন্দন করি-তেছে। উহাদিগকে দোহন ও পান করাও ॥ পক্ষান্তরে—অতএব সমস্ত রাত্রি ব্রজে গমন করিও না। পতি সকলের শুশ্রূষা করিও না। বৎস ও বালক সকল ক্রন্দন করিতেছে, তাহাদিগকে দোহন ও পান করাইও না ॥ ২২ ॥

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং তৎ প্রীয়ন্তে ময় জন্তবঃ ॥ ২৩ ॥

অথবা মদভিস্নেহাৎ (ময়ি যঃ অভিতঃ সম্যক্ স্নেহঃ তস্মাৎ) যন্ত্রিতাশয়াঃ (যন্ত্রিতঃ বশীকৃতঃ আশয়ঃ অন্তঃকরণং যাসাং তাঃ) ভবত্যঃ আগতাঃ, তৎ উপপন্নং (সিদ্ধং যুক্তং বা যতঃ) মম (মহ্যং) জন্তবঃ (প্রাণিমাত্রাণি) প্রীয়ন্তে (প্রীতি-যুক্তাঃ ভবন্তি)॥ পক্ষান্তরে—অথবা মদভিস্নেহাৎ (ময়ি যঃ অভিস্নেহঃ কান্ত-ভাবময়ঃ প্রেমা তস্মাৎ) যন্ত্রিতাশয়াঃ ভবত্যঃ (যদি) আগতাঃ (তর্হি) তৎ উপপন্নং (যুক্তম্ এব)। জন্তবঃ মম (মৎসম্বন্ধে) প্রীয়ন্তে (প্রীতিযুক্তাঃ ভবন্তি, তাদৃশভাববতীনাং কা বার্ত্তা)॥ ২৩॥

অথবা আমাতে সম্যক্ স্নেহবশতঃ বশীকৃতচিত্ত হইয়া তোমরা এই স্থানে আসিয়াছ, তাহা যুক্তই হইয়াছে, যেহেতু প্রাণিমাত্রই আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকে॥ পক্ষান্তরে—অথবা আমাতে কান্তভাব-ময় প্রেম বশতঃ বশীকৃতচিত্ত হইয়া যদি তোমরা আগমন করিয়া থাক, তবে উহা যুক্তই হইয়াছে। জন্তুরাও যখন মৎসম্বন্ধে প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকে, তখন তাদৃশভাববতী তোমাদিগের কথা কি ! ॥ ২৩॥

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥ ২৪॥

(হে) কল্যাণ্যঃ, অমায়য়া (কাপট্যপরিত্যাগেন) ভর্ত্তুঃ তদ্বন্ধূনাং চ শুশ্রূষণং প্রজানাম্ অনুপোষণং চ স্ত্রীণাং পরঃ ধর্ম্মঃ হি॥ ২৪॥

হে কল্যাণী সকল, কাপট্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতির ও তদীয় বন্ধু-বর্গের শুশ্রূষা এবং পুত্রকন্যাদিগের লালনপালনই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম॥ ২৪॥

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥ ২৫॥

দুঃশীলঃ দুর্ভগঃ বৃদ্ধঃ জড়ঃ রোগী অধনঃ বাপি অপাতকী পতিঃ লোকেপ্সুভিঃ (পুণ্যলোকম্ ইচ্ছন্তীভিঃ) স্ত্রীভিঃ ন হাতব্যঃ॥ ২৫॥

পুণ্যলোকলাভাভিলাষিণী স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক দুশ্চরিত্র দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ জড় রোগী বা নির্ধন হইলেও অপাতকী পতি পরিত্যাজ্য নহেন॥ ২৫॥

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥ ২৬॥

কুলস্ত্রিয়াঃ ঔপপত্যং (পরপুরুষসম্বন্ধজন্যং সুখং, পক্ষে উপ সমীপে পতিঃ যস্যাঃ সা উপপতিঃ তস্যাঃ ভাবঃ ঔপপত্যং পত্যুঃ সামীপ্যম্) অস্বর্গ্যং (স্বর্গপ্রাপ্তি-প্রতিকূলম্) অযশস্যং (যশোনাশকং) চ ফল্গু (তুচ্ছং) কৃচ্ছ্রং (দুঃখসাধ্যং) ভয়াবহং (ভয়প্রদং) সর্ব্বত্র জুগুপ্সিতং (নিন্দ্যং) চ হি ॥ ২৬ ॥

কুলকামিনীর সম্বন্ধে পরপুরুষসম্বন্ধজন্য সুখ (পক্ষান্তরে পতির সামীপ্য) স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল যশোনাশক তুচ্ছ দুঃখসাধ্য ভয়প্রদ ও সর্ব্বত্র নিন্দনীয়ই হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ ২৭॥

শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অনুকীর্ত্তনাৎ (চ যথা) ময়ি ভাবঃ (স্নেহাতিশয়ঃ ভবতি) তথা (তাদৃশঃ) সন্নিকর্ষেণ (অঙ্গসম্বন্ধেন) ন (ভবতি) ততঃ (তস্মাৎ) গৃহান্ প্রতি যাত ॥ পক্ষান্তরে—সন্নিকর্ষেণ (যথা) ময়ি ভাবঃ (ভবতি) শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অনুকীর্ত্তনাৎ (চ) তথা ন, ততঃ গৃহান্ প্রতিযাত (গমনবিরোধবিষয়ান্ কুরুত) ॥ ২৭ ॥

শ্রবণ দর্শন ধ্যান ও অনুকীর্ত্তনে আমাতে যেরূপ স্নেহাতিশয় জন্মে, অঙ্গসম্বন্ধে তদ্রূপ জন্মে না, অতএব গৃহে প্রতিগমন কর ॥ পক্ষান্তরে—সম্বন্ধবিশেষ দ্বারা আমাতে যেরূপ স্নেহাতিশয় লাভ হয়, শ্রবণ দর্শন ধ্যান ও অনুকীর্ত্তন হইতে সেরূপ স্নেহাতিশয় লাভ হয় না, অতএব গৃহে প্রত্যাগমন করিও না ॥ ২৭ ॥

শুক উবাচ।
ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্॥ ২৮॥

শুকঃ উবাচ;—ইতি (এবম্ভূতং) বিপ্রিয়ং গোবিন্দভাষিতম্ আকর্ণ্য বিষণ্ণাঃ ভগ্নসঙ্কল্পাঃ (ভগ্নঃ সঙ্কল্পঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ দুরত্যয়াম্ (অনতিক্রম্যাং) চিন্তাম্ আপুঃ ॥ ২৮ ॥

শুকদেব কহিলেন;—এই প্রকার ভগবদুক্ত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ ও ভগ্নসঙ্কল্প গোপীসকল দুরত্যয় চিন্তাতে পতিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্-
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্ ॥ ২৯ ॥

উরুদুঃখভরাঃ (উরুঃ দুঃখভরঃ যাসাং তাঃ গোপ্যঃ) শুচঃ (শোকাৎ উদ্গতেন) শ্বসনেন (উষ্ণবাতেন) শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি (শুষ্যন্তঃ বিম্বসদৃশাঃ অধরাঃ যেষু তানি) মুখানি অব (অবাঞ্চি) কৃত্বা চরণেন (পাদাঙ্গুষ্ঠেন বিবরং প্রার্থয়ন্ত্যঃ ইব) ভুবং (মহীং লিখন্ত্যঃ উপাত্তমসিভিঃ (গৃহীতকজ্জলৈঃ) অস্রৈঃ (অশ্রুভিঃ) কুচকুঙ্কুমানি (কুচগতানি কুঙ্কুমানি) মৃজন্ত্যঃ (ক্ষালয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) তূষ্ণীং স্ম (এব) তস্থুঃ ॥ ২৯ ॥

গুরুতর দুঃখভারে আক্রান্ত গোপীসকল শোকোত্থ উষ্ণশ্বাস দ্বারা শুষ্ক বিম্বাধর বিশিষ্ট মুখ অবনত করিয়া চরণ দ্বারা ভূমিখনন ও বিগলিত কজ্জলমিশ্রিত নেত্রজল দ্বারা স্তনগত কুঙ্কুম প্রক্ষালন করিতে করিতে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ২৯ ॥

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ
সংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ৩০ ॥

(তস্মিন্ এব) অনুরক্তাঃ (অনুরাগযুক্তাঃ) তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ (তৎপ্রাপ্ত্যর্থম্ এব বিশেষেণ নিশ্চয়েন নিবর্ত্তিতাঃ ত্যক্তাঃ সর্ব্বে কামাঃ বিষয়াঃ যাভিঃ তাঃ) কিঞ্চিৎসংরম্ভগদ্গদগিরঃ (কিঞ্চিৎ সংরম্ভেণ কোপাবেশেন গদ্গদাঃ স্খলিতাক্ষরাঃ গিরঃ যাসাং তাঃ গোপ্যঃ) রুদিতোপহতে (রুদিতেন রোদনেন উপহতে লুপ্তদর্শনে) নেত্রে বিমৃজ্য প্রিয়েতরম্ ইব প্রতিভাষমাণং (প্রত্যাচক্ষাণং) প্রেষ্ঠং কৃষ্ণম্ অব্রুবত স্ম (অব্রুবন্) ॥ ৩০ ॥

তাঁহাতেই অনুরাগযুক্ত এবং তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্তই বিশেষরূপে সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগকারিণী ও কিঞ্চিৎ কোপাবেশ বশতঃ স্খলিতাক্ষর-বচনবিশিষ্টা গোপীগণ রোদন দ্বারা লুপ্তদৃষ্টি নেত্রদ্বয় মার্জ্জনানন্তর অপ্রিয়বৎ আলাপপরায়ণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥৩০॥

গোপ্য উচুঃ।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সংত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥ ৩১ ॥

গোপ্যঃ উচুঃ ;—(হে) দুরবগ্রহ (স্বচ্ছন্দবর্ত্তিন্) বিভো, ভবান্ এবং নৃশংসং (ক্রূরং বচনং) গদিতুং মার্হতি। (বয়ং) সর্ব্ববিষয়ান্ সংত্যজ্য তব পাদমূলং ভক্তাঃ (সেবিতবতীঃ), অস্মান্ মা ত্যজ, (অপি তু) আদিপুরুষঃ দেবঃ (শ্রীনারায়ণঃ) যথা মুমুক্ষূন্ ভজতে (তদভিলষিতাং মুক্তিং সম্পাদয়তি তথা অস্মান্) ভজস্ব ॥ ৩১ ॥

গোপীগণ বলিলেন ;—হে স্বচ্ছবর্ত্তিন্ বিভো, আপনি এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে যোগ্য হয়েন না। আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পাদপদ্ম সেবা করিতেছি, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না, পরন্তু আদিপুরুষ দেব শ্রীনারায়ণ যেরূপ মুমুক্ষুদিগের মোক্ষাভিলাষ সম্পাদন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাদিগের অভিলাষ সম্পাদন করুন ॥ ৩১ ॥

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ ৩২ ॥

অঙ্গ (হে কৃষ্ণ), পত্যপত্যসুহৃদাম্ অনুবৃত্তিঃ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্মঃ ইতি যৎ ধর্ম্মবিদা ত্বয়া উক্তম্ এবং এতৎ উপদেশপদে (উপদেশানাম্ উপদিশ্যমানানাং পদে বিষয়ে) ঈশে ত্বয়ি (এব) অস্তু। ভবান্ কিল তনুভৃতাং প্রেষ্ঠঃ বন্ধুঃ আত্মা ॥ ৩২ ॥

হে কৃষ্ণ, "পতি পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের অনুবৃত্তি স্ত্রীদিগের স্বধর্ম্ম" এই যাহা ধর্ম্মবেত্তা তুমি বলিলে, ইহা উপদেশের বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টা বা শুশ্রূষণীয়রূপে উপদিশ্যমান পতিপুত্রাদির আশ্রয়

ঈশ্বরস্বরূপ তোমাতেই সঙ্গত হউক। কারণ, আপনিই দেহধারী-দিগের আত্মা, প্রিয়তম, বন্ধু ॥ ৩২ ॥

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্ন প্রসীদ বরদেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩৩ ॥

কুশলাঃ (সারাসারবিবেকচতুরাঃ জনাঃ) নিত্যপ্রিয়ে (স্বাভাবিকপ্রেমাস্পদরূপে) স্বে (আত্মন্যপি বিষয়ে) আত্মন্ (আত্মনি পরমাত্মনি) ত্বয়ি রতিং (ভাবং) কুর্ব্বন্তি হি। আর্ত্তিদৈঃ (পীড়াদায়কৈঃ) পতিসুতাদিভিঃ কিং (প্রয়োজনম্) ? তৎ (তস্মাৎ) অরবিন্দনেত্র, প্রসীদ। (হে) বরদেশ্বর, চিরাৎ (চিরকালম্ আরভ্য) নঃ (অস্মাকং) ত্বয়ি ধৃতাং (নিবদ্ধাং) রতিং (রত্যাখ্যং ভাবং) মাস্ম ছিন্দ্যাঃ (বিফলাং কুরু) ॥ ৩৩ ॥

সারাসারবিবেকনিপুণ জ্ঞানিগণ স্বভাবিকপ্রেমাস্পদ আত্মার আত্মা পরমাত্মা তোমাতেই রতি করিয়া থাকেন। পীড়াদায়ক পতিপুত্রাদি দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অতএব পদ্মপলাশ-লোচন, প্রসন্ন হও। হে বরদেশ্বর, আমাদিগের সুচিরকাল হইতে তোমাতে নিবদ্ধ ভাবকে ছেদন করিও না ॥ ৩৩ ॥

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা ॥ ৩৪ ॥

যৎ (অস্মাকং) চিত্তং গৃহেষু নির্ব্বিশতি (তৎ) সুখেন (সুখাত্মকেন) ভবতা অপহৃতম্। উত (অপি তথা স্রৌ) করৌ গৃহ্যকৃত্যে (গৃহকার্য্যে নিবিষ্টৌ তৌ) অপি (ভবতা অপহৃতৌ। তথা) পাদৌ (অপি) তব পাদমূলাৎ পদং (পদমাত্রম্ অপি) ন চলতঃ। অথো (অতঃ) ব্রজং কথং যামঃ ? (কথঞ্চিৎ গত্বাপি) কিং করবাম বা ? ॥ ৩৪ ॥

আমাদিগের যে চিত্ত এতাবৎকাল গৃহে নিবিষ্ট ছিল, তাহা এক্ষণে সুখস্বরূপ তোমাকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। যে করদ্বয়

গৃহকার্য্যে নিবিষ্ট ছিল, তাহাও তোমাকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। আর পাদদ্বয়ও তোমার পাদমূল হইতে পদমাত্রও চলিতে চায় না। অতএব কিরূপে ব্রজে গমন করিব? কোনরূপে যাইয়াও কি বা করিব? ॥ ৩৪ ॥

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩৫ ॥

অঙ্গ (হে কৃষ্ণ), ত্বদধরামৃতপূরকেণ (ত্বদধরামৃতস্য পূরকেণ প্রবাহেণ) নঃ (অস্মাকং) হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং (হাসপূর্ব্বকঃ অবলোকঃ কলগীতং মধুরবেণুনাদঃ তাভ্যাং জাতঃ যঃ হৃচ্ছয়ঃ কামঃ সঃ এব অগ্নিঃ তং) সিঞ্চ (প্রশময়)। নোচেৎ (হে) সখে, (বয়ং) বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ (বিরহজেন অগ্নিনা উপযুক্তদেহাঃ দগ্ধশরীরাঃ সত্যঃ) ধ্যানেন তে (তব) পদয়োঃ পদবীং (সন্নিধানং) যাম (প্রাপ্নুয়াম) ॥ ৩৫ ॥

হে কৃষ্ণ, তোমার অধরামৃতপ্রবাহ দ্বারা ত্বদীয় হাস্যপূর্ব্বক অবলোকন ও মধুর বেণুগান হইতে সঞ্জাত আমাদিগের কামরূপ অনলকে প্রশমিত কর। নচেৎ হে সখে, আমরা বিরহানলে দগ্ধদেহ হইয়া ধ্যানযোগে তোমার চরণসন্নিধানে গমন করিব ॥ ৩৫ ॥

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গঃ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ ॥ ৩৬ ॥

অঙ্গ (হে) অম্বুজাক্ষ, যর্হি (যদা) কচিৎ অরণ্যজনপ্রিয়স্য (অরণ্যজনাঃ ব্রজবাসিনঃ প্রিয়াঃ যস্য তস্য) তব রমায়াঃ (লক্ষ্ম্যাঃ অপি সেবাবশাৎ) দত্তক্ষণং (দত্তঃ ক্ষণঃ ভগবতা সহ রমণাবসরঃ রমণাভিলাষময়ঃ উৎসবঃ বা যেন তথাভূতং) পাদতলম্ অস্প্রাক্ষ্ম (স্পৃষ্টবত্যঃ তত্র) ত্বয়া অভিরমিতাঃ (আনন্দিতাঃ সত্যঃ) তৎপ্রভৃতি (তদারভ্য) অন্যসমক্ষম্ (অন্যস্য পত্যুঃ সমক্ষং সম্মুখম্ অপি) স্থাতুং ন পারয়ামঃ (সমর্থাঃ ভবামঃ) বত ॥ ৩৬ ॥

হে পদ্মপলাশলোচন, এই বৃন্দারণ্যবাসী সকল তোমার প্রিয়জন বলিয়া যদবধি আমরা তোমার পাদতল, যাহা বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীদেবীকেও রমণাভিলাষময় উৎসব প্রদান করিয়া থাকে তাহা, স্পর্শ করিয়াছি, হায়! তোমাকর্ত্তৃক আনন্দিত হইয়া তদবধি অন্যের সম্মুখেও অবস্থান করিতে সমর্থ হই না ॥ ৩৬ ॥

শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৭ ॥

যস্যাঃ (শ্রিয়ঃ) স্ববীক্ষণে (শ্রীঃ আত্মানং বিলোকয়তু ইত্যেতদর্থম্) অন্যসুরপ্রয়াসঃ (অন্যেষাং সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং প্রয়াসঃ তপআদিভিরারাধন-প্রযত্নঃ সা) শ্রীঃ (যথা তান্ অনাদৃত্য) বক্ষসি পদম্ (একান্তস্থানং) লব্ধা অপি তুলস্যা (সপত্ন্যা সহ) ভৃত্যজুষ্টং (ভৃত্যৈঃ সেবিতং) যৎ পদাম্বুজরজঃ চকমে কিল (কাময়তে স্ম) তদ্বৎ বয়ং চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ (তৎপ্রাপ্ত্যর্থ-মাগতাঃ) ॥ ৩৭ ॥

যে লক্ষ্মীর কটাক্ষলাভাভিলাষে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ তপস্যাদি দ্বারা আরাধনার চেষ্টা করেন, সেই লক্ষ্মী যেমন ঐ সকল দেবতাকে অনাদর পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে স্থান লাভ করিয়াও সপত্নী তুলসীর সহিত ভৃত্যসেবিত পাদরেণু কামনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমরাও তোমার চরণরেণুলাভার্থ এই স্থানে সমাগত হইয়াছি ॥ ৩৭ ॥

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥ ৩৮ ॥

(হে) বৃজিনার্দ্দন, ত্বদুপাসনাশাঃ (ত্বদুপাসনায়াং ত্বৎসেবনে এব আশা অভিলাষঃ যাসাং তাঃ বয়ং) বসতীঃ (পতিসুতাদিসহিতান্ গৃহান্) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) তে (তব) অঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তাঃ, তৎ (তস্মাৎ হে) পুরুষভূষণ,

ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং (তব যৎ সুন্দরস্মিতং অভিলসিতং যৎ নিরীক্ষণং তেন জাতঃ যঃ তীব্রঃ দুঃসহবেগঃ কামঃ তেন তপ্তঃ আত্মা অন্তঃকরণং যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং) প্রসীদ (প্রসন্নঃ ভব), দাস্যং দেহি ॥ ৩৮ ॥

হে দুঃখবিনাশিন্, আমরা তোমার সেবায় অভিলাষিণী হইয়া গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চরণোপান্তে সমাগত হইয়াছি, অতএব হে পুরুষভূষণ, ত্বদীয় সুন্দর হাস্যবিলসিত নিরীক্ষণ দ্বারা সঞ্জাত যে তীব্র কাম তদ্দারা তাপিতান্তঃকরণ এই অবলাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, দাস্য প্রদান কর ॥ ৩৮ ॥

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৩৯ ॥

তব অলকাবৃতমুখং (অলকৈঃ কেশৈঃ আবৃতং মুখং তথা) কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং (কুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ শোভা যয়োঃ তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তৎ চ তৎ চ মুখং) হসিতাবলোকং (হসিতেন সহ অবলোকঃ যস্মিন্ তৎ চ মুখং) বীক্ষ্য দত্তাভয়ং (দত্তম্ অভয়ং যেন) ভুজদণ্ডযুগং শ্রিয়ৈকরমণং (শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ একং মুখ্যং রমণং রতিজনকং) বক্ষঃ চ বিলোক্য দাস্যঃ ভবামঃ ॥ ৩৯ ॥

তোমার অলকাবৃত কুণ্ডলসুশোভিতগণ্ডস্থলালঙ্কৃত অধরসুধান্বিত ও সহাস্যনিরীক্ষণযুক্ত বদনমণ্ডল এবং অভয়প্রদ ভুজদণ্ডযুগল ও লক্ষ্মীদেবীর প্রধান রতিজনক বক্ষঃস্থল সন্দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥ ৩৯ ॥

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৪০ ॥

অঙ্গ (হে কৃষ্ণ), তে (তব) কলপদায়তবেণুগীতসম্মোহিতা (কলানি মধুরাণি পদানি যস্মিন্ তৎ চ তৎ আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং চ যৎ বেণুগীতং তেন

সম্মোহিতা আকৃষ্টচিত্তা সতী) ত্রৈলোক্যসৌভগং (ত্রৈলোক্যে লোকত্রয়ে সৌভগং সৌন্দর্য্যাতিশয়যুক্তম্) ইদং রূপং চ নিরীক্ষ্য, যৎ (যাভ্যাং বেণুগীত-শ্রবণরূপদর্শনাভ্যাং) গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকানি অবিভ্রন্ (অবিভরুঃ), কা (সা) স্ত্রী (যা) আর্য্যচরিতাৎ (সদাচারাৎ, স্বধর্ম্মাৎ) ন চলেৎ ? ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ, যাহা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া গো পক্ষী বৃক্ষ ও মৃগ প্রভৃতিও পুলকিত হইয়া থাকে, তোমার মধুরপদযুক্ত দীর্ঘমূর্চ্ছিত সেই বেণুগীত দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ও ত্রিলোকসুন্দর সেই এই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া, ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন্ স্ত্রী আছে, যে স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় ? ॥ ৪০ ॥

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো
দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্ ॥ ৪১ ॥

(হে) আর্ত্তবন্ধো, আদিপুরুষঃ (নারায়ণঃ যথা) সুরলোকগোপ্তা (সুর-লোকরক্ষার্থমুপেন্দ্রাদিরূপেণাবতরতি তথা) ভবান্ (অপি) ব্রজভয়ার্ত্তিহরঃ (ব্রজস্য ভয়ার্ত্তিহরণার্থম্) অভিজাতঃ (অসি ইতি) ব্যক্তং (যস্মাৎ নিশ্চিতম্ এব) তৎ (তস্মাৎ এব) কিঙ্করীণাং নঃ (অস্মাকং) তপ্তস্তনেষু (স্মরতাপ-তপ্তেষু স্তনেষু) শিরঃসু চ করপঙ্কজং নিধেহি (সংস্থাপয়) ॥ ৪১ ॥

হে আর্ত্তবন্ধো, আদিপুরুষ নারায়ণ যেমন সুরলোকরক্ষার্থ বামনাদিরূপে অবতরণ করিয়া থাকেন, তুমিও যখন তদ্রূপ ব্রজের ভয় ও আর্ত্তি নিবারণার্থই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার এই কিঙ্করীদিগের কন্দর্পতাপতপ্ত স্তনসমূহে ও মস্তক সকলে করপঙ্কজ স্থাপন কর ॥ ৪১ ॥

শুক উবাচ।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ৪২ ॥

শুকঃ উবাচ ;—যোগেশ্বরেশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি (এবং) তাসাং বিক্লবিতং

(পারবশ্যবিলপিতং) শ্রুত্বা প্রহস্য, আত্মারামঃ অপি সদয়ং (তাঃ) গোপীঃ অরীরমৎ (রময়ামাস) ॥ ৪২ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ তাঁহাদিগের কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া স্বয়ং আত্মারাম হইলেও করুণাসহকারে সেই গোপীদিগকে ক্রীড়ানন্দ উপভোগ করাইতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতি-
র্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্ব্বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

সমেতাভিঃ (মিলিতাভিঃ) প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিঃ (প্রিয়স্য ঈক্ষণেন কৃপাদৃষ্ট্যা উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ) তাভিঃ (গোপীভিঃ বৃতঃ) উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতিঃ (উদারেণ হাসেন দ্বিজেষু দন্তেষু কুন্দবৎ দীধিতিঃ প্রকাশঃ যস্য সঃ) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) উড়ুভিঃ (তারাভিঃ) বৃতঃ এণাঙ্কঃ (চন্দ্রঃ) ইব ব্যরোচত (অশোভত) ॥ ৪৩ ॥

সমবেত প্রিয়সন্দর্শনে প্রফুল্লবদন সেই গোপীগণে পরিবৃত উদার হাস্য দ্বারা কুন্দকুসুমবৎ প্রকাশিতদন্তকান্তি অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ তারাগণে পরিবেষ্টিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্ বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্ মণ্ডয়ন্ বনম্ ॥ ৪৪ ॥

(তাভিঃ) উপগীয়মানঃ (স্বয়ং চ) উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ (বনিতানাং শতযূথানি পাতি যঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং) মালাং বিভ্রৎ বনং মণ্ডয়ন্ (অলঙ্কুর্ব্বন্) ব্যচরৎ ॥ ৪৪ ॥

বনিতাশতযূথপতি শ্রীকৃষ্ণ কখন ঐ গোপীসকল কর্তৃক উপগীয়মান এবং কখন বা স্বয়ং গানপরায়ণ হইয়া বৈজয়ন্তী নাম্নী পঞ্চবর্ণপুষ্প গ্রথিতা মালা ধারণ পূর্ব্বক বন অলঙ্কৃত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
জুষ্টং তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা॥ ৪৫॥

তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা (তস্যাঃ যমুনায়াঃ তরলৈঃ তরঙ্গৈঃ আনন্দী সুখবিহারী চাসৌ কুমুদামোদযুক্তঃ বায়ুশ্চ তেন) জুষ্টং হিমবালুকং (হিমাঃ শৈত্যযুক্তাঃ বালুকাঃ যস্মিন্ তথাভূতং) নদ্যাঃ পুলিনম্ আবিশ্য গোপীভিঃ (সহ) রেমে॥ ৪৫॥

তিনি যমুনাতরঙ্গসম্পৃক্ত কুমুদামোদযুক্ত বায়ু দ্বারা সেবিত শীতল বালুকাপূর্ণ পুলিনে প্রবেশ পূর্ব্বক গোপীদিগের সহিত ক্রীড়াসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরু-
নীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥ ৪৬॥

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ (বাহুপ্রসারঃ চ পরিরম্ভঃ চ করালকোরুনীবীস্তনানাম্ আলভনং স্পর্শঃ চ নর্ম্মাণি পরিহাস-বচনানি চ নখাগ্রপাতঃ চ তৈঃ) ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈঃ (ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়োক্ত্যা চ অবলোকৈঃ চ হসিতৈঃ চ) ব্রজসুন্দরীণাং রতিপতিং (কামম্) উদ্দীপয়ন্ (তাঃ) রময়াঞ্চকার॥ ৪৬॥

এবং বাহুপ্রসারণ, আলিঙ্গন, কর অলক উরু নীবী ও স্তনদ্বয়ের স্পর্শন, পরিহাসবচন, নখাগ্রপাত, ক্রীড়োক্তি, অবলোকন ও হাস্য দ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমাত্মক কাম উদ্দীপিত করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রীড়ানন্দ উপভোগ করাইতে লাগিলেন॥ ৪৬॥

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যো হ্যধিকং ভুবি॥ ৪৭॥

এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) মহাত্মনঃ (অত্যুদারচরিতাৎ) ভগবতঃ কৃষ্ণাৎ লব্ধমানাঃ (প্রাপ্তমনোরথাঃ গোপ্যঃ) ভুবি (বর্ত্তমানানাং) স্ত্রীণাং (মধ্যে) আত্মানম্ অধিকং মেনিরে (অতঃ) মানিন্যঃ (জাতাঃ) হি॥ ৪৭॥

এই প্রকারে অত্যন্তোদারচরিত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্তমনোরথ গোপীসকল পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিলেন এবং তন্নিমিত্ত মানিনীও হইলেন ॥ ৪৭ ॥

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৮ ॥

কেশবঃ তাসাং (গোপীনাং) তৎসৌভগমদং (সঃ পূর্ব্বোক্তঃ সৌভগমদঃ সৌন্দর্য্যাভিমানঃ তং) মানং (গর্ব্বং) চ বীক্ষ্য (তস্য) প্রশমায় প্রসাদায় তত্র (পুলিনে) এব অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিতবান্) ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সেই সৌন্দর্য্যাভিমান ও গর্ব্ব নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রশমন ও তাঁহাদিগের প্রতি প্রসাদ বিতরণের নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াম্ একোন-
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্ ॥ ১ ॥

শুকঃ উবাচ;—(এবং) সহসা (অকস্মাৎ) এব ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) অন্তর্হিতে (সতি) তম্ অচক্ষাণাঃ (অপশ্যন্ত্যঃ) ব্রজাঙ্গনাঃ যূথপম্ (অপশ্যন্ত্যঃ) করিণ্যঃ ইব অতপ্যন্ ॥ ১ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়ে বিরহসন্তপ্ত গোপীগণ কর্ত্তৃক বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন;—এইরূপে অকস্মাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, তাঁহাকে না দেখিয়া, ব্রজাঙ্গনা সকল যূথপতির অদর্শনে করিণীগণের ন্যায় সন্তপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈ-
র্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে-
স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ২ ॥

গত্যা অনুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ (অনুরাগঃ প্রেম চ স্মিতং চ তাভ্যাং বিভ্রমেক্ষিতানি সবিলাসনিরীক্ষণানি তৈঃ) মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ (মনোরমাঃ আলাপাঃ চ বিহারাঃ চ বিভ্রমাঃ মোহিকাঃ চেষ্টাঃ চ তৈঃ) আক্ষিপ্তচিত্তাঃ (আক্ষিপ্তানি আকৃষ্টানি চিত্তানি যাসাং তাঃ) তদাত্মিকাঃ (প্রাপ্ততদভেদাভিমানাঃ) প্রমদাঃ (গোপ্যঃ) রমাপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) তাঃ তাঃ বিচেষ্টাঃ (বিবিধাঃ চেষ্টাঃ) জগৃহুঃ ॥ ২ ॥

গমন অনুরাগ হাস্য ও সবিলাস নিরীক্ষণ এবং মনোহর আলাপ বিহার ও বিভ্রম দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত ও প্রাপ্ততদভেদাভিমান গোপী সকল শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ প্রসিদ্ধ চেষ্টা সকল অনুকরণ করিয়াছিলেন ॥২॥

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥ ৩॥

প্রিয়স্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ (প্রতিরূঢ়াঃ আবিষ্টাঃ মূর্ত্তয়ঃ চেতাংসি যাসাং তাঃ) প্রিয়াঃ তদাত্মিকাঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ (কৃষ্ণস্য ইব বিহারবিভ্রমাঃ ক্রীড়াবিলাসাঃ যাসাং তাঃ) অবলাঃ অহং তু (এব) অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি (পরস্পরং) ন্যবেদিষুঃ (নিবেদিতবত্যঃ)॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের গতি হাস্য নিরীক্ষণ ও সম্ভাষণ প্রভৃতিতে আবিষ্টচিত্তা তদাত্মিকা এবং তাঁহার সদৃশ ক্রীড়াবিলাসবিশিষ্টা গোপীসকল "আমিই ঐ শ্রীকৃষ্ণ" পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৩॥

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্‌বনাদ্‌বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥ ৪॥

সংহতাঃ (মিলিতাঃ) উচ্চৈঃ গায়ন্ত্যঃ বনাৎ বনং (গচ্ছন্ত্যঃ) অমুং (শ্রীকৃষ্ণম্) এব উন্মত্তকবৎ বিচিক্যুঃ (অনুগয়ন্)। আকাশবৎ ভূতেষু (চরাচরেষু) বহিঃ অন্তরং (চ ব্যাপ্য) সন্তং (বর্ত্তমানম্ অতএব) পুরুষং (পূর্ণমপি শ্রীকৃষ্ণং) বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ॥ ৪॥

তাঁহারা সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে গমন পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন আর তাঁহারা আকাশের ন্যায় চরাচর সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান সেই পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা বৃক্ষ সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন॥ ৪॥

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥ ৫॥

(হে) অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, প্রেমহাসাবলোকনৈঃ নঃ (অস্মাকং) মনঃ হৃত্বা গতঃ নন্দসূনুঃ বঃ (যুষ্মাভিঃ) কচ্চিৎ দৃষ্টঃ ? ॥ ৫ ॥

হে অশ্বত্থ, পাকুড়, বট, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেম হাস্য ও নিরীক্ষণ দ্বারা আমাদিগের মন হরণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ ? ॥ ৫ ॥

কচ্চিৎ কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥ ৬ ॥

(হে) কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ, মানিনীনাং দর্পহরস্মিতঃ (দর্পহরং স্মিতং যস্য সঃ) রামানুজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতঃ (অনেন মার্গেণ গতঃ) কচ্চিৎ ? ॥ ৬ ॥

হে কুরুবক, অশোক, নাগকেশর, পুন্নাগ, চম্পক, তোমরা কি মানিনীদিগের দর্পহরহাস্যবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে এই পথে গমন করিতে দেখিয়াছ ? ॥ ৬ ॥

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৭ ॥

(হে) কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে তুলসি, অলিকুলৈঃ সহ ত্বা (ত্বাং) বিভ্রৎ তে (তব) অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কচ্চিৎ (ত্বয়া) দৃষ্টঃ ? ॥ ৭ ॥

হে কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে তুলসি, তুমি কি তোমাকে সর্ব্বদা ধারণকারী ও তোমার অতিশয় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছ ? ॥ ৭ ॥

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৮ ॥

(হে) মালতি, মল্লিকে, জাতি, যূথিকে, করস্পর্শেন বঃ (যুষ্মাকং) প্রীতিং জনয়ন্ যাতঃ (গতঃ) মাধবঃ বঃ (যুষ্মাভিঃ) কচ্চিৎ অদর্শি ? ॥ ৮ ॥

হে মালতি, মল্লিকে, জাতি, যূথিকে, তোমরা কি করস্পর্শ দ্বারা তোমাদিগের প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক গমনকারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছ ? ॥ ৮ ॥

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৯ ॥

(হে) চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ যে অন্যে (চ) পরার্থভবকাঃ (পরার্থমেব ভবঃ জন্ম যেষাং তে) যমুনোপকূলাঃ (যমুনায়াঃ উপকূলে কূলসমীপে বর্ত্তমানাঃ বৃক্ষাঃ তে ভবন্তঃ), রহিতাত্মনাং (শূন্যচেতসাং) নঃ (অস্মাকং) কৃষ্ণপদবীং (কৃষ্ণপ্রাপ্তিমার্গং) শংসন্তু (কথয়ন্তু) ॥ ৯ ॥

হে চূত, প্রিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ, এবং হে অপরাপর পরার্থৈকজীবন যমুনোপকূলবর্ত্তী বৃক্ষ সকল, তোমরা শূন্যচিত্ত আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পথ বলিয়া দাও ॥ ৯ ॥

কিন্তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি
অপ্যাঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্ বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥ ১০ ॥

(হে) ক্ষিতি (ক্ষিতে), তে (ত্বয়া) কিং তপঃ কৃতং বত! অঙ্গরুহৈঃ (হরিততৃণাদিভিঃ) উৎপুলকিতা (রোমাঞ্চিতা) কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবা (কেশবস্য অঙ্ঘ্রিস্পর্শেন উৎসবঃ যস্যাঃ তথাভূতা) বিভাসি। (কিম্ অয়ম্ উৎসবঃ) অঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ (ইদানীং তবৈকদেশতচ্চরণস্পর্শসম্ভূতঃ) অপি? উরুক্রমবিক্রমাৎ (পূর্ব্বমেব ত্রিবিক্রমস্য পদা সর্ব্বাক্রমণাৎ) বা? আহো (অথবা) বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন? ॥ ১০ ॥

হে ধরিত্রি, হায় তুমি কি তপস্যাই করিয়াছিলে! তুমি সঞ্জাত হরিদ্বর্ণতৃণাদিচ্ছলে পুলক ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শজনিত উৎসবে উৎসবান্বিত হইয়া শোভা পাইতেছ। এই উৎসব কি সম্প্রতি তোমার একদেশে তদীয়চরণস্পর্শসম্ভূত অথবা পূর্ব্বকালীন বামনাবতারের চরণ দ্বারা সর্ব্বাক্রমণসম্ভূত কিম্বা বরাহাবতারের আলিঙ্গনোত্থ? ॥ ১০ ॥

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥ ১১ ॥

(হে) সখি এণপত্নি, প্রিয়য়া সহ (বর্ত্তমানঃ) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গাত্রৈঃ (স্বগাত্রৈঃ মুখবাহ্বাদিভিঃ) বঃ (যুষ্মাকং) দৃশাং সুনির্বৃতিং (সুসুখং) তন্বন্ ইহ উপগতঃ অপি ? ইহ কুলপতেঃ (গোকুলপতেঃ) কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ গন্ধঃ বাতি ॥ ১১ ॥

হে সখি হরিণি, প্রিয়াসমবেত শ্রীকৃষ্ণ নিজ গাত্র দ্বারা তোমা-দিগের নয়নের সুখবর্দ্ধন করিতে করিতে এই স্থানে আগমন করিয়া-ছিলেন কি ? এই প্রদেশে গোকুলপতির কান্তাঙ্গসঙ্গ হেতু, তদীয় কুচকুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত কুসুমদামের গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে ॥ ১১ ॥

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১২ ॥

(হে) তরবঃ, গৃহীতপদ্মঃ (দক্ষিণপাণিধৃতলীলাকমলঃ) মদান্ধৈঃ তুলসি-কালিকুলৈঃ (তুলসিকায়াঃ অলিকুলৈঃ) অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ) রামা-নুজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রিয়াংসে (প্রিয়াস্কন্ধে) বাহুং (বামবাহুম্) উপধায় ইহ চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ বঃ (যুষ্মাকং) প্রণামং কিম্ অভিনন্দতি বা ? ॥ ১২ ॥

হে তরুনিকর, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধৃতলীলাকমল ও মদান্ধ তুলসীস্থ ভ্রমরকুল কর্ত্তৃক অনুগত শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার স্কন্ধে বামবাহু স্থাপনপূর্ব্বক এই প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে প্রণয়নিরীক্ষণ দ্বারা তোমা-দিগের প্রণাম অভিনন্দন করিয়াছিলেন কি ? ॥ ১২ ॥

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো॥ ১৩ ॥

(হে সখ্যঃ), ইমাঃ লতাঃ পৃচ্ছত। বনস্পতেঃ বাহূন্ (স্কন্ধান্) আশ্লিষ্টাঃ অপি (এতাঃ) নূনং (নিশ্চিতং) তৎকরজস্পৃষ্টাঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য করজৈঃ স্পৃষ্টাঃ, যতঃ) উৎপুলকানি বিভ্রতি ॥ ১৩ ॥

হে সখীগণ, এই লতা সকলকে শ্রীকৃষ্ণের পথ জিজ্ঞাসা কর। ইহারা বনস্পতির স্কন্ধ আলিঙ্গন করিয়াও নিশ্চয় তাঁহার নখ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছে, যেহেতু দেখিতেছি, ইহারা পুলক ধারণ করিতেছে ॥১৩॥

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি (এবম্) উন্মত্তবচঃ (উন্মত্তস্যেব বচাংসি যাসাং তাঃ) কৃষ্ণান্বেষণ-কাতরাঃ তদাত্মিকাঃ গোপ্যঃ ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) তাঃ তাঃ লীলাঃ অনুচক্রুঃ হি ॥ ১৪ ॥

এইরূপে উন্মত্তবাক্য কৃষ্ণান্বেষণকাতর তন্মনস্ক গোপী সকল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ লীলা সকল অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদন্ত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণায়ন্তী (কৃষ্ণবদাচরন্তী কাচিৎ) পূতনায়ন্ত্যাঃ (পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ) কস্যাশ্চিৎ স্তনম্ অপিবৎ। তোকায়িত্বা (শিশুবদাত্মানং কৃত্বা) রুদন্তী (সতী) অন্যা (গোপী) শকটায়তীং (শকটবদাচরন্তীং গোপীং) পদা অহন্ (ততাড়) ॥ ১৫ ॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আচরণপরায়ণা হইয়া পূতনার ন্যায় আচরণকারিণী অপর কোন গোপীর স্তন পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আবার কোন গোপী শিশুর ন্যায় আচরণপরায়ণা হইয়া রোদন করিতে করিতে শকটাসুরের ন্যায় আচরণকারিণী অপর কোন গোপীকে চরণ দ্বারা তাড়ন করিলেন ॥ ১৫ ॥

দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষতী ঘোষনিস্বনৈঃ ॥ ১৬ ॥

একা দৈত্যায়িত্বা (তৃণাবর্ত্তদৈত্যবদাত্মানং কৃত্বা) কৃষ্ণার্ভভাবনাং (কৃষ্ণস্য

আর্ভং বাল্যং ভাবয়তি যা তাম্) অন্যাং জহার। ঘোষনিস্বনৈঃ (ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্যঃ তাসাং নিস্বনৈঃ সহিতৌ) অঙ্ঘ্রী কর্ষন্তী কা অপি (গোপী) রিঙ্গয়ামাস ॥ ১৬ ॥

এক গোপী তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের ন্যায় আচরণপরায়ণা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলানুকারিণী অপর কোন গোপীকে হরণ করিলেন। আবার কোন গোপী কিঙ্কিণীধ্বনিযুক্ত চরণদ্বয় কর্ষণ করিতে করিতে রিঙ্গণে প্রবৃত্ত হইলেন অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্ ॥ ১৭ ॥

দ্বে (গোপ্যৌ) তু কৃষ্ণরামায়িতে (কৃষ্ণরামবৎ জাতে)। কাশ্চন (গোপ্যঃ) গোপায়ন্ত্যঃ (গোপবালবৎ জাতাঃ) চ। তত্র (তাসু গোপীষু মধ্যে) বৎসাযতীং (বৎসাসুরবৎ আচরন্তীম্) অন্যা। কৃষ্ণবৎ বর্ত্তমানা) হন্তি। একা (কৃষ্ণরূপা) তু বকায়তীং (বকাসুরবৎ আচরন্তীং হন্তি) চ ॥ ১৭ ॥

দুইজন গোপী কৃষ্ণ ও বলরামের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। অপর কতকগুলি গোপী গোপবালকদিগের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বৎসাসুরের ন্যায় আচরণপরায়ণা গোপীকে শ্রীকৃষ্ণবৎ আচরণকারিণী গোপী বধ করিতে লাগিলেন। আবার কৃষ্ণরূপা গোপী বকাসুররূপিণী গোপীকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

আহুয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্ব্বতীম্।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥ ১৮ ॥

যদ্বৎ (যথা) কৃষ্ণঃ (গাঃ আহ্বয়তি তথা) দূরগাঃ (দূরে) বর্ত্তমানাঃ (গাঃ) আহুয় তং (কৃষ্ণম্) অনুকুর্ব্বতীং বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীম্ অন্যাঃ (গোপবালভাবযুক্তাঃ) সাধু ইতি শংসন্তি (প্রশশংসুঃ) ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যেমন গো সকলকে আহ্বান করেন, তদ্রূপ দূরস্থ গো সকলের আহ্বান সহকারে শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী বংশীবাদনরতা ও ক্রীড়াপরায়ণা গোপীকে গোপবালকভাবযুক্তা গোপী সকল "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা নন্ু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥ ১৯ ॥

তন্মনাঃ (কৃষ্ণাভেদাভিমানযুক্তা) অপরা (কাচিৎ) কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্তী (সতী) নন্ু (হে সখ্যঃ), অহং কৃষ্ণঃ, (মম) ললিতাং গতিং পশ্যত, ইতি আহ ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপিণী অপরা কোন গোপী অপর কোন গোপীর স্কন্ধে নিজ বাহু বিন্যাস পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "হে সখী সকল, আমি শ্রীকৃষ্ণ, তোমরা আমার মনোহর গতি অবলোকন কর" ॥ ১৯ ॥

মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং হি বঃ।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্ ॥ ২০ ॥

কাচিৎ (কৃষ্ণায়ন্তী) বাতবর্ষাভ্যাং মা ভৈষ্ট (ভয়ং মা কার্ষ্ট) হি (যতঃ) বঃ (যুষ্মাকং) তত্ত্রাণং (তাভ্যাং বাতবর্ষাভ্যাং ত্রাণং রক্ষণং ময়া) বিহিতম্ ইতি উক্ত্বা যতন্তী (প্রযত্নং কুর্ব্বতী সতী) একেন হস্তেন অম্বরম্ (উত্তরীয়ং বস্ত্রম্) উন্নিদধে (বিতত্য উর্দ্ধং ধৃতবতী) ॥ ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপিণী কোন গোপী, "বায়ু ও বৃষ্টি হইতে ভয় করিও না, যেহেতু আমি তোমাদিগের উক্ত বায়ু ও বৃষ্টি হইতে রক্ষাবিধান করিতেছি," এই কথা বলিয়া, প্রযত্ন সহকারে এক হস্ত দ্বারা নিজ উত্তরীয় বসন উত্তোলন পূর্ব্বক ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ২০ ॥

আরুহ্যৈকাং পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরা নন্ু।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং নন্ু দণ্ডধৃক্ ॥ ২১ ॥

অপরা (কৃষ্ণবৎ বর্ত্তমানা) পদা শিরসি আক্রম্য আরুহ্য একাং (তাং কালিয়বদ্বর্ত্তমানাং প্রতি) নন্ু (হে) দুষ্ট অহে, গচ্ছ (ইতঃ দূরাৎ অপসর), নন্ু (নিশ্চয়েন) খলানাং (পরোদ্বেজকানাং) দণ্ডধৃক্ অহং জাতঃ (অস্মি ইতি) আহ ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপিণী কোন গোপী কালিয়রূপা অপর কোন এক গোপীর মস্তক আক্রমণ ও তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক "হে দুষ্ট সর্প, এই

হ্রদ হইতে অপসরণ কর, নিশ্চয় আমি খলের দণ্ডদাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি", এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

তত্রৈকা চাহ রে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্।
চক্ষূংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা ॥ ২২ ॥

তত্র (তাসু গোপীষু মধ্যে) একা (কৃষ্ণবদ্বর্ত্তমানা) চ (গোপবদ্বর্ত্তমানাঃ প্রতি) রে গোপাঃ, উল্বণং (ভয়ঙ্করং) দাবাগ্নিং পশ্যত, আশু চক্ষূংষি অপিদধ্বং (নিমীলয়ত), বঃ (যুষ্মাকং) ক্ষেমং (নির্ভয়ত্বম্ অহম্) অঞ্জসা (অনায়াসেনৈব) বিধাস্যে (করিষ্যামি ইতি) আহ ॥ ২২ ॥

তন্মধ্যে কৃষ্ণবৎ আচারযুক্তা একজন গোপী গোপবৎ আচারযুক্ত অপর গোপীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "রে গোপগণ, ভয়ঙ্কর দাবাগ্নি নিরীক্ষণ কর, সত্বর চক্ষু নিমীলন কর, আমি অনায়াসে তোমাদিগের নির্ভয়ত্ব বিধান করিতেছি" ॥ ২২ ॥

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উদূখলে।
বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষস্ত্বিতি।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্ ॥ ২৩ ॥

তত্র (গোপীষু) ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষং তু বধ্নামি ইতি (উক্ত্বা) অন্যয়া (যশোদাবদ্বর্ত্তমানয়া) স্রজা (মালয়া) উদূখলে বদ্ধা (অতএব) ভীতা কাচিৎ তন্বী (কোমলাঙ্গী কৃষ্ণবদ্বর্ত্তমানা গোপী) সুদৃক্ (সু শোভনে দৃশৌ নেত্রে যস্মিন্ তৎ) আস্যং (মুখং) পিধায় (হস্তাভ্যাম্ আচ্ছাদ্য) ভীতিবিড়ম্বনং (ভয়ানুকরণং) ভেজে (চকার) ॥ ২৩ ॥

তন্মধ্যে "ভাণ্ডভগ্নকারী নবনীতচোরকে বন্ধন করি", এই কথা বলিতে বলিতে যশোদানুকারিণী কোন গোপী নিজ মাল্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণানুকারিণী অপর গোপীকে উদূখলে বন্ধনের ন্যায় বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ শ্রীকৃষ্ণাচারপরায়ণা গোপী ভীত হইয়া হস্ত দ্বারা সুন্দর লোচনযুক্ত বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক ভয়ের অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাতরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

এবং (কৃষ্ণলীলানুকুর্ব্বত্যঃ গোপ্যঃ পুনঃ চ) বৃন্দাবনলতাতরূন্ কৃষ্ণং পৃচ্ছমানাঃ (পৃচ্ছন্ত্যঃ) বনোদ্দেশে (বনপ্রদেশে) পরমাত্মনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পদানি (পদচিহ্নানি) ব্যচক্ষত (অপশ্যন্) ॥ ২৪ ॥

এইরূপে কৃষ্ণলীলানুকারিণী গোপী সকল পুনশ্চ শ্রীবৃন্দাবনের তরুলতা সকলের নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বন-প্রদেশে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন ॥ ২৪ ॥

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

(তানি দৃষ্ট্বা চ) এতানি মহাত্মনঃ (উদারচরিতস্য) নন্দসূনোঃ পদানি (পদচিহ্নানি), হি (যতঃ) ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ (প্রসিদ্ধৈঃ চিহ্নৈঃ) ব্যক্তং (স্ফুটম্ এব) লক্ষ্যন্তে (দৃশ্যন্তে ইতি পরস্পরম্ ঊচুঃ) ॥ ২৫ ॥

পদচিহ্ন সকল দর্শন করিয়া "এইগুলি উদারচরিত নন্দনন্দনের পদচিহ্ন, যেহেতু ধ্বজ পদ্ম বজ্র অঙ্কুশ ও যবাদি প্রসিদ্ধ চিহ্ন সকল দ্বারা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে," এই কথা পরস্পর বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥

তৈঃ তৈঃ (ধ্বজাদিশোভিতৈঃ) পদৈঃ তৎপদবীং (তস্য কৃষ্ণস্য পদবীং বর্ত্ম) অন্বিচ্ছন্ত্যঃ (মৃগয়মানাঃ) অবলাঃ অগ্রতঃ বধ্বাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) পদৈঃ সুপৃক্তানি (মিশ্রিতানি পদানি) বিলোক্য আর্ত্তাঃ (সত্যঃ) সমব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥

ধ্বজাদিশোভিত ঐ পদচিহ্নসমূহের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে অবলাগণ সম্মুখে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন-সম্মিলিত তদীয় পদচিহ্ন সকল সন্দর্শনে ব্যথিতহৃদয় হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥ ২৭ ॥

করিণা (সহ গচ্ছন্ত্যাঃ) করেণোঃ যথা (ইব) নন্দসূনুনা (সহ) যাতায়াঃ অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ (তেন অংসে স্কন্ধে ন্যস্তঃ স্থাপিতঃ প্রকোষ্ঠঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) কস্যাঃ চ এতানি পদানি? ॥ ২৭ ॥

করীর সহিত গমনকারিণী করিণীর ন্যায় নন্দনন্দনের সহিত গমনকারিণী ও তৎকর্তৃক স্কন্ধস্থাপিতভুজা কোন্ রমণীর এই পদচিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে ? ॥ ২৭ ॥

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৮ ॥

অনয়া (কৃষ্ণেন সহ আগতয়া) নূনং (নিশ্চয়েন) ঈশ্বরঃ ভগবান্ হরিঃ আরাধিতঃ ; যৎ (যস্মাৎ) নঃ (অস্মান্) বিহায় প্রীতঃ (সন্) গোবিন্দঃ যাং রহঃ (একান্তম্) অনয়ৎ ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমাগত এই রমণী নিশ্চয় ভগবান্ হরির বিশেষ আরাধনা করিয়াছেন ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্তে ইহাঁকে লইয়া আসিয়াছেন ॥২৮॥

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী দধুর্মূর্দ্ধ্নাঘনুত্তয়ে ॥ ২৯ ॥

(হে) আল্যঃ (সখ্যঃ), অমী গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ অহো ধন্যাঃ, যান্ (রেণুন্) অঘনুত্তয়ে (পুরুষার্থপ্রতিবন্ধকদোষনিবৃত্তয়ে) ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী (চ) মূর্দ্ধ্না দধুঃ ॥ ২৯ ॥

হে সখীগণ, এই শ্রীগোবিন্দের পদরেণুসমূহ অতিশয় ধন্য ; ব্রহ্মা মহেশ্বর ও লক্ষ্মীদেবী অপরাধনিবৃত্তির নিমিত্ত ঐ রেণুসমূহ মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥৩০॥

গোপীনাং ধনং (সর্ব্বস্বম্) অচ্যুতাধরং যা একা (এব) অপহৃত্য (রহঃ) ভুঙ্‌ক্তে তস্যাঃ যৎ (যানি) অমূনি পদানি (তানি) নঃ (অস্মাকম্) উচ্চৈঃ (ভৃশং) ক্ষোভং (দুঃখং) কুর্ব্বন্তি ॥ ৩০ ॥

যে গোপী একাকী গোপীদিগের সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণাধরসুধা অপহরণ পূর্ব্বক গোপনে পান করিতেছে, তাহার ঐ পদচিহ্ন সকল আমাদিগের অতিশয় দুঃখ উৎপাদন করিতেছে ॥ ৩০ ॥

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥ ৩১॥

অত্র তস্যাঃ (বধ্বাঃ) পদানি ন লক্ষ্যন্তে (দৃশ্যন্তে অতঃ) নূনং (নিশ্চিতং) প্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৃণাঙ্কুরৈঃ খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলাং (খিদ্যতী সুজাতে সুকুমারে অঙ্ঘ্রিতলে যস্যাঃ তাং) প্রেয়সীম্ উন্নিন্যে (স্কন্ধম্ আরোপিতবান্) ॥ ৩১ ॥

সেই স্থানে সেই রমণীর পদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না, অতএব নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণ, তৃণাঙ্কুর দ্বারা প্রেয়সীর সুকোমল পদতল খিন্ন হইতেছে দেখিয়া, তাহাকে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন॥ ৩১॥

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ॥ ৩২॥

(হে) গোপ্যঃ, কামিনঃ বধূং বহতঃ ভারাক্রান্তস্য কৃষ্ণস্য অধিকমগ্নানি (অধিকং প্রবিষ্টানি) ইমানি পদানি পশ্যত॥ ৩২॥

হে গোপীগণ, কামী বধূবহনকারী ভারাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের অধিক মগ্ন এই পদচিহ্ন সকল দর্শন কর॥ ৩২॥

অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা।
অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে॥ ৩৩॥

মহাত্মনা (কৃষ্ণেন) পুষ্পহেতোঃ (পুষ্পাবচয়ার্থম্) অত্র কান্তা অবরোপিতা। প্রেয়সা (কৃষ্ণেন) প্রিয়ার্থে (প্রিয়ামলঙ্কর্তুম্) অত্র প্রসূনাবচয়ঃ (প্রসূনানাম্ অবচয়ঃ অবতারণং) কৃতঃ। প্রপদাক্রমণে (প্রপদাভ্যাং পাদাগ্রাভ্যাম্ উচ্চ-প্রসূনাবতারণার্থম্ আক্রমণং ক্ষৌণীতলসম্মর্দ্দনং যয়োঃ তে) অসকলে (অর্দ্ধ-লগ্নে) এতে পদে (পাদৌ) পশ্যত॥ ৩৩॥

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পচয়নার্থ এই স্থানে কান্তাকে অবতারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে ভূষিত করিবার নিমিত্ত এই স্থানে পুষ্পচয়ন করিয়াছিলেন। এই স্থানে পদাগ্রের উপর ভর দিয়া উচ্চ পুষ্পের চয়নের নিমিত্ত দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার অসমগ্র পদচিহ্ন পড়িয়াছে দেখ॥ ৩৩॥

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥ ৩৪ ॥

অত্র (তু) কামিনা (কৃষ্ণেন) কামিন্যাঃ (তস্যাঃ) কেশপ্রসাধনং (কেশ-বন্ধনং) কৃতং হি। কান্তাম্ (অধিকৃত্য) তানি (প্রসূনানি) চূড়য়তা (চূড়ানু-করণেন বধ্নতা কৃষ্ণেন) ইহ ধ্রুবং (নিশ্চিতম্) উপবিষ্টম্ ॥ ৩৪ ॥

এই স্থানে কামী শ্রীকৃষ্ণ সেই কামিনীর কেশবন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় প্রিয়ার চূড়াবন্ধনার্থ এই স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্ ॥ ৩৫ ॥

আত্মারামঃ (নিজানন্দে এব রমমাণঃ) অখণ্ডিতঃ (স্ত্রীবিভ্রমাদিভিঃ অনা-কৃষ্টচিত্তঃ) স্বাত্মরতঃ (স্বরূপানন্দলাভেন এব তুষ্টঃ) অপি কামিনাং (বিষয়া-সক্তচিত্তানাং) দৈন্যং (পারবশ্যং) স্ত্রীণাং দুরাত্মতাং (দৌর্জন্যং) চ দর্শয়ন্ (দর্শয়িতুম্) এব তয়া (সহ) রেমে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, নিজানন্দে রমমাণ স্ত্রীলোকের বিভ্রমাদি দ্বারা অনাকৃষ্ট-চিত্ত ও স্বরূপানন্দলাভে পরিতুষ্ট হইয়াও, বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তি-দিগের পরাধীনতা ও স্ত্রীলোকের দৌর্জন্য দেখাইবার নিমিত্ত, সেই রমণীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥ ৩৬॥

ইতি এবং (পদানি) দর্শয়ন্ত্যঃ বিচেতসঃ তা গোপ্যঃ চেরুঃ। অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ বনে বিহায় কৃষ্ণঃ যাং গোপীম্ অনয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

এইপ্রকারে পদচিহ্ন সকল দেখাইতে দেখাইতে বিবেকরহিত হইয়া, সেই গোপী সকল বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অপর গোপী সকলকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া যে গোপীকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

সা চ তদা সর্ব্বযোষিতাং (মধ্যে) আত্মানং বরিষ্ঠং মেনে। কামযানাঃ (কামঃ যানম্ আগমনসাধনং যাসাং তাঃ) গোপীঃ হিত্বা (বিহায়) অসৌ প্রিয়ঃ মাম্ (এব) ভজতে (অনুবর্ত্ততে) ॥ ৩৭ ॥

সেই গোপী তৎকালে আপনাকে সকল নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ঐ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ কামবশে সমাগত অপর সকল গোপীকে ত্যাগ করিয়া আমারই অনুবর্ত্তন করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ৩৮ ॥

ততঃ (এবমভিমানানন্তরং) বনোদ্দেশং গত্বা দৃপ্তা (সা) অহং চলিতুং ন পারয়ে (শক্নোমি অতঃ) মাং (ত্বং) যত্র মনঃ (যত্র জিগমিষসি তত্র) নয় (ইতি) কেশবম্ অব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

এইরূপ অভিমানের পর তিনি বনান্তরে গমনপূর্ব্বক গর্ব্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি আর চলিতে পারি না, অতএব তুমি যে স্থানে গমন করিতে মানস করিয়াছ, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল" ॥ ৩৮ ॥

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ৩৯ ॥

এবম্ উক্তঃ (সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ এবং চেৎ তর্হি ত্বয়া) স্কন্ধম্ আরুহ্যতাম্ ইতি (তাং) প্রিয়াং (প্রতি) আহ। ততঃ (তস্যাং স্কন্ধারোহণোদ্যতায়াং সত্যাং) কৃষ্ণঃ অন্তর্দধে। (ততঃ চ) সা বধূঃ অন্বতপ্যত ॥ ৩৯ ॥

তিনি এইরূপ বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" তদনুসারে তিনি স্কন্ধারোহণে উদ্যত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন সেই গোপী এই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৪০ ॥

হা নাথ, রমণ, প্রেষ্ঠ, মহাভুজ, ক্বাসি ক্বাসি। (হে) সখে, কৃপণায়াঃ (দীনায়াঃ) তে (তব) দাস্যাঃ মে (মম) সন্নিধিং (স্বসন্নিধিং) দর্শয় ॥ ৪০ ॥

হা নাথ, হা রমণ, হা প্রিয়তম, হা মহাভুজ, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? হে সখে, তোমার এই দীন দাসীকে নিজ সন্নিধানে লইয়া যাও ॥ ৪০ ॥

শুক উবাচ।

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যাঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ॥ ৪১ ॥

শুকঃ উবাচ ;—(এবং) প্রিয়বিশ্লেষাৎ মোহিতাং (ব্যাকুলিতাং) দুঃখিতাং সখীম্ অবিদূরতঃ (সমীপে) ভগবতঃ মার্গম্ অন্বিচ্ছন্ত্যঃ (মৃগয়মানাঃ) গোপ্যঃ দদৃশুঃ ॥ ৪১ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—এদিকে শ্রীকৃষ্ণের পদবী অন্বেষণকারিণী পূর্ব্বোক্ত গোপীসকল প্রিয়বিরহে ব্যাকুলিতা ও দুঃখিতা সেই সখীকে নিকটে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪১ ॥

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৪২ ॥

(ততঃ চ) তয়া কথিতং মাধবাৎ মানপ্রাপ্তিং দৌরাত্ম্যাৎ অবমানং চ আকর্ণ্য পরমং বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ৪২ ॥

এবং তৎকর্ত্তৃক কথিত শ্রীকৃষ্ণ হইতে মানপ্রাপ্তি ও নিজের দৌরাত্ম্য হেতু অবমাননা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৪২ ॥

ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে।
তমঃপ্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

(ততঃ চ) যাবৎ বনং (ব্যাপ্য) চন্দ্রজ্যোৎস্না বিভাব্যতে (তাবৎ বনম্) অবিশন্ (প্রবিশ্য কৃষ্ণমন্বেষয়ামাসুঃ)। ততঃ (অগ্রে) তমঃপ্রবিষ্টং (তমসি মহাগহনগর্তে প্রবিষ্টং কৃষ্ণম্) আলক্ষ্য (বিতর্ক্য) স্ত্রিয়ঃ (তদন্বেষণাৎ) নিববৃতুঃ (নিবৃত্তাঃ জাতাঃ) ॥ ৪৩ ॥

তদনন্তর বনের যতদূর পর্য্যন্ত চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে, ততদূর পর্য্যন্ত প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিবিড় বনমধ্যে প্রবিষ্ট বুঝিয়া তাঁহারা তাঁহার অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ৪৪ ॥

• তন্মনস্কাঃ (তস্মিন্ এব মনঃ যাসাং তাঃ) তদালাপাঃ (তস্য এব আলাপঃ ভাষণং যাসাং তাঃ) তদ্বিচেষ্টাঃ (তস্য এব বিবিধাঃ চেষ্টাঃ যাসাং তাঃ) তদাত্মিকাঃ (সঃ এব আত্মা যাসাং তাঃ) তদ্‌গুণান্ এব গায়ন্ত্যঃ (গোপ্যঃ) আত্মাগারাণি ন সস্মরুঃ ॥ ৪৪ ॥

তন্মনস্কা তদালাপনিরতা তৎসদৃশচেষ্টান্বিতা তদাত্মিকা ও তদ্‌গুণ-গানপরায়ণা গোপী সকল দেহ গেহ কিছুই স্মরণ করেন নাই ॥ ৪৪ ॥

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

সমবেতাঃ (সম্মিলিতাঃ) তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ (তদাগমনং কাঙ্ক্ষিতং যাসাং তাঃ) কৃষ্ণভাবনাঃ (কৃষ্ণধ্যানপরাঃ সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ) পুনঃ কালিন্দ্যাঃ পুলিনম্ আগত্য কৃষ্ণং জগুঃ ॥ ৪৫ ॥

সম্মিলিতা তদাগমনকাঙ্ক্ষিতা শ্রীকৃষ্ণধ্যানপরা গোপীসকল পুনর্ব্বার যমুনাপুলিনে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকেই গান করিতে লাগিলেন ॥৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং শ্রীভগবদন্বেষণং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

গোপিকা ঊচুঃ।

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসব স্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥

গোপিকাঃ ঊচুঃ ;—(হে) দয়িত, তে (তব) জন্মনা (নিমিত্তেন) ব্রজঃ অধিকং (যথা স্যাৎ তথা) জয়তি (উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)। ইন্দিরা (লক্ষ্মীঃ) শশ্বৎ (নিত্যম্) অত্র (ব্রজে) শ্রয়তে (বর্ত্ততে) হি। ত্বয়ি ধৃতাসবঃ (ধৃতাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যৈঃ তাঃ) তাবকাঃ (ত্বদীয়াঃ গোপ্যঃ) ত্বাং দিক্ষু বিচিন্বতে (অতঃ ত্বয়া) দৃশ্যতাং (প্রত্যক্ষীভূয়তাম্) ॥ ১ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়ে নিরাশ হইয়া যমুনাপুলিনে সমাগত গোপীগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রার্থনা বর্ণিত হইয়াছে।

গোপীকাগণ বলিতে লাগিলেন ;—হে দয়িত, তোমার জন্ম হেতু এই ব্রজমণ্ডল সমধিক উৎকর্ষশালী হইয়াছে। স্বয়ং লক্ষ্মী এই স্থানে নিত্য বাস করিতেছেন। তোমাতে ধৃতপ্রাণা এই ত্বদীয়া গোপিকা সকল চতুর্দ্দিকে তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে, অতএব দর্শন দাও ॥ ১ ॥

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥

(হে) সুরতনাথ, বরদ, শরদুদাশয়ে (শরৎকালীনঃ যঃ অয়ম্ উদাশয়ঃ পুষ্করিণী তত্র) সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা (সাধু সম্যক্‌প্রকারেণ জাতং যৎ সৎ সুবিকসিতং সুন্দরং সরসিজং কমলং তস্য উদরে যা শ্রীঃ শোভা তাং মুষ্ণাতি হরতি তিরস্করোতীতি তয়া) দৃশা (নেত্রেণ) অশুল্কদাসিকাঃ (অমূল্য-

দাসীঃ অস্মান্) নিঘ্নতঃ (প্রাণাপহারেণ মারয়তঃ) তে (তব ত্বয়া ক্রিয়মাণঃ) ইহ (লোকে) কিং বধঃ ন (ভবতি) ? ॥ ২ ॥

হে সুরতপতে, বরদ, শরৎকালীন জলাশয়ে সমুৎপন্ন সুন্দর সরসিজের গর্ব্ভগতা শোভার তিরস্কারী নিজ নেত্র দ্বারা বিনামূল্যে ক্রীত দাসী আমাদিগের প্রাণসংহারকার্য্য কি তোমার কৃত প্রাণি-হিংসা বলিয়া গণ্য হইতেছে না ? ॥ ২ ॥

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্-
বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্ বিশ্বতোভয়া-
দৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩ ॥

(হে) ঋষভ, বিষজলাপ্যয়াৎ (বিষজলং কালিয়হ্রদজলং তস্মাৎ যঃ অপ্যয়ঃ নাশঃ তস্মাৎ) ব্যালরাক্ষসাৎ (অঘাসুরাৎ) বর্ষমারুতাৎ (ইন্দ্রকৃতাৎ বর্ষাৎ মারুতাৎ) বৈদ্যুতানলাৎ (বিদ্যুৎপাতজাৎ অগ্নেঃ) বৃষময়াত্মজাৎ (বৃষাৎ অরিষ্টাৎ ময়াত্মজাৎ ব্যোমাসুরাৎ চ) বিশ্বতঃ (অন্যস্মাৎ অপি সর্ব্বতঃ) ভয়াৎ মুহুঃ (ত্বয়া) বয়ং রক্ষিতাঃ (স্মঃ) ॥ ৩ ॥

হে ঋষভ, কালিয়হ্রদের বিষজলজনিত বিনাশ হইতে অঘাসুর হইতে ইন্দ্রকৃত বাতবর্ষণ হইতে বিদ্যুৎপাতজনিত অনল হইতে বৃষ-রূপী অরিষ্টাসুর ও ময়পুত্র ব্যোমাসুর হইতে এবং অপর সকল ভয় হইতে তুমি আমাদিগকে বারংবার রক্ষা করিয়াছ ॥ ৩ ॥

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবা-
নখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥

(হে) সখে, ভবান্ গোপিকানন্দনঃ (যশোদাসুতঃ) ন খলু (এব) ভবতি ; (কিন্তু) অখিলদেহিনাং (সর্ব্বপ্রাণিনাম্) অন্তরাত্মদৃক্ (অন্তরাত্মা অন্তঃকরণং তং পশ্যতীতি) বিখনসা (ব্রহ্মণা) অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) বিশ্বগুপ্তয়ে (বিশ্ব-পালনায়) সাত্বতাং (যাদবানাং, ভক্তানাং) কুলে উদেয়িবান্ (স্বেচ্ছয়া অবতীর্ণঃ অসি) ॥ ৪ ॥

হে সখে, তুমি যশোদার পুত্র নহ, কিন্তু সকল প্রাণীর অন্তর্যামী পরমাত্মা। তুমি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিশ্বপালনার্থ যাদবগণের কুলে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৪ ॥

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥ ৫ ॥

(হে) বৃষ্ণিধুর্য্য, কান্ত, সংসৃতেঃ ভয়াৎ চরণম্ ঈয়ুষাং (শরণাগতানাং ভক্তানাং) বিরচিতাভয়ং (বিরচিতং দত্তম্ অভয়ং যেন তৎ) কামদং শ্রীকর-গ্রহং (শ্রিয়াঃ করং গৃহ্লাতি যৎ তৎ) তে (তব) করসরোরুহং নঃ (অস্মাকং) শিরসি ধেহি (স্থাপয়) ॥ ৫ ॥

হে যাদবশ্রেষ্ঠ, কান্ত, সংসারভয়ে ভীত চরণে শরণাগত ভক্ত-কুলের অভয়প্রদ বরদ কমলাকরগ্রহণশীল তোমার করকমল আমা-দিগের মস্তকে স্থাপন কর ॥ ৫ ॥

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬ ॥

(হে) ব্রজজনার্ত্তিহন্, বীর, নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত (নিজজনানাং স্ময়ঃ গর্ব্বঃ তং ধ্বংসয়তি ইতি তথাভূতং স্মিতং যস্য তথাভূত), সখে, স্ম (নিশ্চিতং) ভবৎকিঙ্করীঃ নঃ (অস্মান্) ভজ (আশ্রয়, অনুবর্ত্তস্ব), চারু (মনোহরং) জলরুহাননং (মুখকমলং) যোষিতাম্ (অস্মাকং) দর্শয় ॥ ৬ ॥

হে ব্রজজনার্ত্তিনাশন, বীর, নিজজনগর্ব্বখর্ব্বকরহাস্যযুক্ত সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদিগকে আশ্রয় দাও, আমরা স্ত্রীজাতি, অতএব আমাদিগকে প্রথমে তোমার মনোহর মুখকমল দর্শন করাও ॥ ৬ ॥

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥ ৭ ॥

প্রণতদেহিনাং (শরণাগতজনানাং) পাপকর্ষণং (পাপহন্তৃ) তৃণচরানুগং (তৃণচরান্ গবাদীন্ পশূন্ অনুগচ্ছতি যৎ তৎ) শ্রীনিকেতনং (লক্ষ্যাঃ আশ্রয়-ভূতং) ফণিফণার্পিতং (ফণিনঃ কালিয়স্য ফণাসু অর্পিতং) তে (তব) পদাম্বুজং নঃ (অস্মাকং) কুচেষু কৃণু (স্থাপয়, তেন) হৃচ্ছয়ং (কামং) কৃন্ধি (ছিন্ধি) ॥ ৭ ॥

প্রণত প্রাণিমাত্রের পাপনাশন, তৃণচর গবাদি পশুকুলের অনুগত, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর নিকেতন, কালিয়নাগের ফণায় অর্পিত তোমার চরণকমল আমাদিগের স্তনসমূহে অর্পণ করিয়া আমাদিগের হৃদগত কামতরুকে ছেদন করিয়া ফেল ॥ ৭ ॥

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৮ ॥

(হে) পুষ্করেক্ষণ, বীর, মধুরয়া বুধমনোজ্ঞয়া বল্গুবাক্যয়া (বল্গূনি মনোহরাণি বাক্যানি যস্যাং তয়া) গিরা মুহ্যতীঃ বিধিকরীঃ (কিঙ্করীঃ) ইমাঃ নঃ (অস্মান্) অধরসীধুনা (অধরামৃতেন) আপ্যায়য়স্ব (সঞ্জীবয়স্ব) ॥ ৮ ॥

হে পদ্মপলাশলোচন, বীর, মধুর বুধজনমনোহর মনোহরপদাবলি-সমন্বিত ত্বদীয় বাক্য দ্বারা বিমোহিত এই দাসীদিগকে অধরামৃত দ্বারা সংজীবিত কর ॥ ৮ ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯ ॥

তপ্তজীবনং কবিভিঃ ঈড়িতং (স্তুতং) কল্মষাপহং শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমৎ তব কথামৃতম্ আততং (বিস্তৃতং যথা ভবতি তথা) ভুবি যে গৃণন্তি (নিরূপয়ন্তি তে) জনাঃ ভূরিদাঃ (বহুদাতারঃ) ॥ ৯ ॥

তাপিত জনের জীবনস্বরূপ জ্ঞানিগণ কর্তৃক স্তুত পাপনাশন শ্রবণমঙ্গল শ্রীযুক্ত তোমার কথামৃত এই ভূমণ্ডলে যাঁহারা বিস্তৃত-ভাবে কীর্ত্তন করেন, নিশ্চয় তাঁহারা জন্মান্তরে বহুল দান অর্থাৎ পুণ্য করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সম্বিদো যা হৃদিস্পৃশঃ।
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০ ॥

(হে) প্রিয়, কুহক, তে (তব) প্রহসিতং প্রেমবীক্ষিতং ধ্যানমঙ্গলং বিহরণং চ যাঃ হৃদিস্পৃশঃ রহসি সম্বিদঃ (সঙ্কেতনর্ম্মাণি তাঃ চ) নঃ (অস্মাকং) মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০ ॥

হে প্রিয়, হে কপটাচারিন্, তোমার সুন্দর হাস্য সপ্রেম নিরীক্ষণ স্মরণমঙ্গল বিহার এবং হৃদয়স্পর্শী সঙ্কেতনর্ম্ম সকল আমাদিগের মন ক্ষোভিত করিতেছে ॥ ১০ ॥

চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্।
নলিলসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ।
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

(হে) নাথ, কান্ত, যৎ (যদা) পশূন্ চারয়ন্ ব্রজাৎ চলসি (তদা) নলিনসুন্দরং (নলিনবৎ সুন্দরং কোমলং) তে (তব) পদং শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ (শিলৈঃ কণিশৈঃ তৃণৈঃ অঙ্কুরৈঃ চ) সীদতি (ক্লিশ্যেৎ) ইতি নঃ (অস্মাকং) মনঃ কলিলতাম্ (অস্বাস্থ্যং) গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১১ ॥

হে নাথ, কান্ত, তুমি যখন পশুসমূহ চরাইতে চরাইতে ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, তখন কমলসদৃশ সুকোমল তোমার চরণযুগল

শস্যকণা তৃণ ও অঙ্কুরসমূহ দ্বারা ক্লেশ পায় ভাবিয়া আমাদিগের মন অতিশয় অসুস্থ হয় ॥ ১১ ॥

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥

(হে) বীর, (ত্বং তু) দিনপরিক্ষয়ে (সায়ংকালে) নীলকুন্তলৈঃ আবৃতং ধনরজস্বলং (গোধনরজশ্চুরিতং) বনরুহাননং বিভ্রৎ (তৎ চ) মুহুঃ দর্শয়ন্ নঃ (অস্মাকং) মনসি স্মরং যচ্ছসি (অর্পয়সি) ॥ ১২ ॥

হে বীর, তুমি সায়ংকালে সুনীলকুন্তলাবৃত গোধনখুরোত্থিত ধূলি দ্বারা ধূসরিত বদনকমল ধারণ পূর্ব্বক উহা আমাদিগকে মুহুর্মুহু দর্শন করাইয়া আমাদিগের মনোমধ্যে কাম জন্মাইয়া দাও ॥ ১২ ॥

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩ ॥

(হে) রমণ, আধিহন্, প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণিমণ্ডনম্ আপদি ধ্যেয়ং শন্তমং চ তে (তব) চরণপঙ্কজং নঃ (অস্মাকং) স্তনেষু অর্পয় ॥ ১৩ ॥

হে রমণ, মনঃপীড়োপশমন, প্রণতজনের কামদ ব্রহ্মা কর্তৃক অর্চ্চিত ধরণীর ভূষণ আপৎকালে চিন্তনীয় ও স্মরণমাত্র আপদ নিবারণ তোমার চরণকমল আমাদিগের স্তনসমূহে স্থাপন কর ॥ ১৩ ॥

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১৪ ॥

(হে) বীর, সুরতবর্দ্ধনং (সুরতং সম্ভোগসুখং বর্দ্ধয়তি যৎ তৎ) শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা (স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা) সুষ্ঠু (সম্যক্) চুম্বিতং

নৃণাম্ ইতররাগবিস্মারণম্ (ইতরেষু ধনপুত্রাদিষু যঃ রাগঃ তস্য বিস্মারকং) তে (তব) অধরামৃতং নঃ (অস্মাকং) বিতর (দেহি) ॥ ১৪ ॥

হে বীর, সম্ভোগসুখবর্দ্ধনশীল শোকনাশন বাদিতবেণু কর্ত্তৃক সম্যক্ চুম্বিত মনুষ্যদিগের বিষয়ান্তররাগের বিস্মারক তোমার অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর ॥ ১৪ ॥

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ১৫ ॥

যং (যদা) অহ্নি (দিবসে) ভবান্ কাননং (শ্রীবৃন্দাবনং প্রতি) অটতি (গচ্ছতি তদা) ত্বাম্ অপশ্যতাং (প্রাণিনাং) ত্রুটি (ত্রুটিঃ ক্ষণার্দ্ধম্ অপি) যুগায়তে (যুগবৎ ভবতি)। তে (তব) কুটিলকুন্তলং (কুটিলাঃ কুন্তলাঃ যস্মিন্ তং) শ্রীমুখম্ উদীক্ষতাম্ (উচ্চৈঃ ঈক্ষমাণানাং) চ দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ (ব্রহ্মা) জড়ঃ (এব) ॥ ১৫ ॥

তুমি যখন দিবাভাগে বনে বনে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনে প্রাণীদিগের সম্বন্ধে ক্ষণার্দ্ধও এক একটি যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কুটিলকুন্তলশোভিত তোমার শ্রীমুখ সন্দর্শনকারী ব্যক্তিদিগের নেত্রে যিনি পক্ষ্ম রচনা করিয়াছেন সেই ব্রহ্মা নিশ্চয়ই জড় ॥ ১৫ ॥

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১৬ ॥

(হে) অচ্যুত, গতিবিদঃ তব উদ্গীতমোহিতাঃ (বয়ং) পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য (অনাদৃত্য) তে (তব) অন্তি (সমীপম্) আগতাঃ। (হে) কিতব, যোষিতঃ নিশি কঃ ত্যজেৎ? ॥ ১৬ ॥

হে অচ্যুত, তুমি আমাদিগের আগমনের কারণ বিদিত আছ। আমরা তোমার বেণুগীতে মোহিত হইয়া পতি পুত্র সম্বন্ধী ভ্রাতা ও

বান্ধব সকলের অনাদর পূর্ব্বক তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। হে শঠ, স্ত্রীসকলকে কে রাত্রিকালে ত্যাগ করিয়া থাকে ? ॥ ১৬ ॥

রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥

তে (তব) রহসি (একান্তে) সম্বিদং (সাঙ্কেত্যচেষ্টিতং) হৃচ্ছয়োদয়ং (হৃচ্ছয়স্য কামস্য উদয়ঃ যস্মাৎ তৎ) প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণং শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) ধাম বৃহৎ উরঃ (চ) বীক্ষ্য (ত্বৎসম্বন্ধিনী) অতিস্পৃহা (ভবতি তথা মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) মনঃ মুহ্যতে (মোহং প্রাপ্নোতি) ॥ ১৭ ॥

তোমার নির্জ্জন প্রদেশের সাঙ্কেত্যচেষ্টিত এবং কামোদ্গমের কারণীভূত সহাস্যবদন সপ্রেম নিরীক্ষণ ও লক্ষ্মীর নিকেতন প্রশস্ত বক্ষঃস্থল সন্দর্শন করিয়া ত্বৎসম্বন্ধিনী অতিশয় স্পৃহা জন্মিতেছে এবং মন বারংবার মোহিত হইতেছে ॥ ১৭ ॥

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্ ॥ ১৮ ॥

অঙ্গ (হে কৃষ্ণ), তে (তব) ব্যক্তিঃ (অভিব্যক্তিঃ, অবতারঃ) ব্রজবনৌকসাং (ব্রজস্য ব্রজবাসিজনস্য বনৌকসাং বনবাসিনাং মুনীনাং চ) বৃজিনহন্ত্রী (দুঃখনিরসনী তথা) অলম্ (অতিশয়েন) বিশ্বমঙ্গলং (বিশ্বস্য মঙ্গলং মঙ্গলাবহা চ অতঃ) ত্বৎস্পৃহাত্মনাং (ত্বৎসম্বন্ধস্পৃহারূঢ়মনসাং) নঃ (অস্মাকং) স্বজনহৃদ্রুজাং (স্বজনানাং হৃদ্রুজাং হৃদয়রোগাণাং) যৎ নিসূদনং (বিনাশকং ত্বৎসম্বন্ধরূপম্ ঔষধং তৎ) মনাক্ (ঈষৎ) চ (অপি) ত্যজ (দেহি) ॥ ১৮ ॥

হে কৃষ্ণ, তোমার অবতার ব্রজবাসিজনের ও বনবাসী মুনিদিগের দুঃখনিবারক ও বিশ্বের অতিশয় মঙ্গলকারক, অতএব ত্বৎসম্বন্ধ লাভ বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত এই গোপীদিগকে তোমার নিজজন জানিয়া

ইহাদিগের হৃদ্‌রোগের বিনাশন যে ত্বৎসম্বন্ধরূপ ঔষধ তাহা অন্ততঃ অত্যল্প পরিমাণেও প্রদান কর ॥ ১৮ ॥

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্‌ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৯ ॥

(হে) প্রিয়, তে (তব) যৎ সুজাতচরণাম্বুরুহং (সুজাতং সুকুমারং চরণাম্বুজং) কর্কশেষু (কঠিনেষু) স্তনেষু ভীতাঃ (সম্মর্দ্দনশঙ্কিতাঃ সত্যঃ বয়ং) শনৈঃ দধীমহি (ধারয়েম) তেন (চরণেন) অটবীম্ অটসি (বিচরসি তদা) তৎ (চরণাম্বুজং) কূর্পাদিভিঃ (সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ) কিং স্বিৎ ন ব্যথতে ইতি ভবদায়ুষাং (ভবান্ এব আয়ুঃ জীবনং যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং) ধীঃ ভ্রমতি (চাঞ্চল্যং গচ্ছতি) ॥ ১৯ ॥

হে প্রিয়, তোমার যে সুকুমার চরণকমল আমাদিগের কঠিন স্তনসমূহে সম্মর্দ্দনাশঙ্কায় সভয়ে ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারা বনমধ্যে বিচরণ করিতেছ এবং তাহাতে উহা সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে ভাবিয়া আমাদিগের চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, কারণ তুমিই আমাদিগের জীবন ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং গোপিকা-
গীতমেকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥ ১॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—(হে) রাজন্, কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ (কৃষ্ণস্য দর্শনে লালসা অতিস্পৃহা যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ ইতি (এবম্, উক্তপ্রকারেণ) চিত্রধা (অনেকধা) প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যঃ (বদন্ত্যঃ) চ সুস্বরং (যথা ভবতি তথা উচ্চৈঃ) রুরুদুঃ॥ ১॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে বিরহালাপ শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও প্রেমবিহ্বল গোপীগণের সান্ত্বনা বর্ণিত হইয়াছে॥

শুকদেব কহিলেন;—হে রাজন্, কৃষ্ণদর্শনলালসা গোপী সকল উক্তপ্রকারে বহুবিধ গান ও প্রলাপ সহকারে সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন॥ ১॥

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ২॥

তাসাং (রুদন্তীনাং গোপীনাং মধ্যে) স্ময়মানমুখাম্বুজঃ (স্ময়মানং প্রহসন্ মুখাম্বুজং যস্য সঃ) পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী (মালাধারী) সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ (কামমোহকস্বরূপধরঃ) শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আবিরভূৎ॥ ২॥

সেই রোদনপরায়ণা গোপীগণের মধ্যে সহাস্যবদনকমল পীতাম্বরপরিহিত প্রসূনমালালঙ্কৃত সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন॥ ২॥

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তম্বঃ প্রাণমিবাগতম্॥ ৩॥

আগতং প্রাণং (দৃষ্ট্বা) তন্বঃ (তনবঃ) ইব প্রেষ্ঠং তং (শ্রীকৃষ্ণম্) আগতং বিলোক্য প্রীত্যুৎফুল্লদৃশঃ (প্রীত্যা উৎফুল্লাঃ দৃশঃ নেত্রাণি যাসাং তাঃ) সর্ব্বাঃ অবলাঃ যুগপৎ (এব) উত্তস্থুঃ॥ ৩॥

আগত প্রাণকে দর্শন করিয়া হস্তপদাদি শরীরাবয়ব সমূহের ন্যায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে আগত দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়ন গোপী সকল যুগপৎ উত্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরূষিতম্ ॥ ৪ ॥

কাচিৎ (গোপী)) মুদা (হর্ষেণ) অঞ্জলিনা (সংহতহস্তদ্বয়েন) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) করাম্বুজং জগৃহে (জগ্রাহ)। কাচিৎ চন্দনরূষিতং (চন্দনভূষিতং, চন্দনলিপ্তং) তদ্বাহুম্ (আত্মনঃ) অংসে (স্কন্ধে) দধার ॥ ৪ ॥

কোন গোপী হর্ষভরে অঞ্জলি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের করপদ্ম গ্রহণ করিলেন। কেহ বা চন্দনলিপ্ত তদীয় বাহু নিজ স্কন্ধে ধারণ করিলেন ॥৪॥

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাত্তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ ॥ ৫ ॥

কাচিৎ তন্বী (গোপী) অঞ্জলিনা তাম্বূলচর্ব্বিতম্ অগৃহ্ণাৎ। একা (তু তদ্বিরহেণ) সন্তপ্তা (সতী) তদঙ্ঘ্রিকমলং স্তনয়োঃ ন্যধাৎ ॥ ৫ ॥

কোন গোপী অঞ্জলি দ্বারা তদীয় তাম্বূলচর্ব্বিত গ্রহণ করিলেন। কেহ বা তদ্বিরহে সন্তপ্ত হইয়া তদীয় চরণকমল নিজ স্তনদ্বয়ে স্থাপন করিলেন ॥ ৫ ॥

একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নতীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈর্নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদা ॥ ৬ ॥

প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা (প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বলা অতএব) নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদা (নির্দ্দষ্টঃ দশনচ্ছদঃ অধরোষ্ঠঃ যয়া সা) একা (গোপী) ভ্রুকুটিং (ভ্রুবম্) আবধ্য (কুটিলীকৃত্য) কটাক্ষেপৈঃ (কটাঃ কটাক্ষাঃ তেষাম্ আক্ষেপৈঃ সম্পাতৈঃ) ঘ্নতী (তাড়য়ন্তী) ইব ঐক্ষৎ (ঐক্ষত) ॥ ৬ ॥

প্রণয়কোপাবেশে বিহ্বলচিত্তা অতএব অধরোষ্ঠদংশনপরায়ণা কোন গোপী ভ্রুযুগল কুটিল করিয়া কটাক্ষসম্পাত দ্বারা যেন তাড়ন করিতে করিতেই চাহিয়া রহিলেন ॥ ৬ ॥

অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥ ৭ ॥

তচ্চরণং (পুনঃ পুনঃ সেবমানা অপি) সন্তঃ (যথা তথা) অনিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং (অনিমিষন্তীভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাম্) আপীতম্ (সম্যক্ পীতম্) অপি তন্মুখাম্বুজং জুষাণা (জুষমাণা অপি) অপরা ন অতৃপ্যৎ ॥ ৭ ॥

তদীয় চরণ পুনঃ পুনঃ সেবা করিয়া যেমন সাধু সকল তৃপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ অনিমিষনয়নে সম্যক্ পান করিয়াও তন্মুখপদ্ম সেবাকারিণী অপর কোন গোপী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৭ ॥

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥ ৮ ॥

কাচিৎ নেত্ররন্ধ্রেণ তং (শ্রীকৃষ্ণং) হৃদি কৃত্য (কৃত্বা, নিধায়) উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য নেত্রে) নিমীল্য চ যোগী ইব পুলকাঙ্গী (রোমাঞ্চিতাঙ্গী) আনন্দসংপ্লুতা (আনন্দব্যাপ্তা) আস্তে ॥ ৮ ॥

কোন গোপী নেত্ররন্ধ্রপথে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া যোগীর ন্যায় রোমাঞ্চিতাঙ্গী ও আনন্দব্যাপ্তা হইলেন ॥ ৮ ॥

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥ ৯ ॥

প্রাজ্ঞং প্রাপ্য জনাঃ যথা (তথা) কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ তাঃ সর্ব্বাঃ (গোপ্যঃ) বিরহজং তাপং জহুঃ ॥ ৯ ॥

ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুমুক্ষু ব্যক্তিসকলের ন্যায় অথবা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারী ব্যক্তিসকলের ন্যায় কিম্বা সুষুপ্তিসাক্ষী প্রাজ্ঞ পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বাবস্থ ও তৈজসাবস্থ জীবসকলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনজনিত পরমানন্দে নির্বৃত গোপী সকল বিরহজনিত সন্তাপ নিবারণ করিলেন ॥ ৯ ॥

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥ ১০ ॥

(হে) তাত, শক্তিভিঃ (বৃতঃ) পুরুষঃ যথা (তথা) বিধূতশোকাভিঃ তাভিঃ (গোপীভিঃ) বৃতঃ ভগবান্ অচ্যুতঃ অধিকং ব্যরোচত ॥ ১০ ॥

হে তাত, শক্তিবর্গ দ্বারা পরিবৃত পুরুষের ন্যায় বিধূতশোকা গোপী সকলে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমধিক শোভা ধারণ করিলেন ॥ ১০ ॥

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্পদম্ ॥ ১১ ॥
শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥ ১২ ॥

বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাঃ (গোপীঃ) সমাদায় কালিন্দ্যাঃ বিকসৎকুন্দমন্দার-সুরভ্যনিলষট্পদং (বিকসদ্ভিঃ কুন্দৈঃ মন্দারৈঃ চ সুরভিঃ যঃ অনিলঃ তস্মাৎ ষট্পদাঃ ভ্রমরাঃ যস্মিন্ তৎ) শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ (শরৎকালীনঃ যঃ চন্দ্রঃ তস্য অংশূনাং কিরণানাং সন্দোহৈঃ সমূহৈঃ ধ্বস্তং দোষায়াঃ রাত্রেঃ তমঃ যস্মিন্ তৎ অতএব) শিবং (সুখকরং) কৃষ্ণায়াঃ হস্ততরলাচিতকোমল-বালুকং (হস্তুল্যৈঃ তরলৈঃ তরঙ্গৈঃ আচিতাঃ আবৃতাঃ কোমলবালুকাঃ যস্মিন তৎ) পুলিনম্ আবিশ্য (তাভিঃ পরিবৃতঃ ব্যরোচত) ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

বিভু শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপী সকলকে লইয়া কুন্দ ও মন্দার প্রভৃতি পুষ্প সকলের সৌরভবাহী বায়ুবশে সমাকৃষ্ট ভ্রমরনিকরে সমলঙ্কৃত, শরৎকালীন চন্দ্রকিরণে বিদূরিতনৈশতিমির, সুখকর ও তরঙ্গাস্তৃত-কোমলবালুকাব্যাপ্ত যমুনাপুলিনে প্রবেশ পূর্ব্বক অধিকতর শোভা ধারণ করিলেন ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাচিতৈ-
রচীকৢপন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ ১৩ ॥

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজঃ (তস্য দর্শনেন যঃ আহ্লাদঃ তেন বিধূতাঃ নিরস্তাঃ হৃদ্রুজঃ তদ্বিশ্লেষজাঃ মনঃপীড়াঃ যাসাং তাঃ গোপ্যঃ) শ্রুতয়ঃ যথা (তথা)

মনোরথান্তং যযুঃ। কুচকুঙ্কুমাঞ্চিতৈঃ স্বৈঃ উত্তরীয়ৈঃ আত্মবন্ধবে (তস্মৈ) আসনম্ অচীক্ৢপন্ (রচয়ামাসুঃ) ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনজনিত আনন্দে হৃদ্গতপীড়ারহিত গোপী সকল শ্রুতিসমূহের ন্যায় পূর্ণমনোরথ হইলেন। এবং তাঁহারা কুচকুঙ্কুমলিপ্ত নিজ নিজ উত্তরীয় বসন দ্বারা আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের আসন রচনা করিয়া দিলেন ॥ ১৩ ॥

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাশ গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিত-
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ ॥ ১৪ ॥

যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ (যোগেশ্বরাণাং সিদ্ধযোগানাম অন্তর্হৃদি হৃদয়কমলমধ্যে কল্পিতম্ আসনং যস্য সঃ) ঈশ্বরঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) ভগবান্ ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং (ত্রৈলোক্যে যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যাঃ একম্ এব পদম্ আশ্রয়ভূতং) বপুঃ দধৎ (বিভ্রাণঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্র (আসনে) উপবিষ্টঃ গোপীপরিষদ্গতঃ (গোপীসভাগতঃ তাভিঃ) অর্চ্চিতঃ (সম্মানিতঃ চ সন্) চকাশ (শুশুভে) ॥ ১৪ ॥

যোগেশ্বরদিগের হৃদয়মধ্যে কল্পিতাসন সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিত ত্রৈলোক্যসৌন্দর্য্যের একাধারস্বরূপ শ্রীমূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ সেই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক গোপীমণ্ডলে পরিবৃত ও তাঁহাদিগের কর্তৃক অর্চ্চিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে ॥ ১৫ ॥

ঈষৎকুপিতাঃ (তদন্তর্দ্ধানেন কিঞ্চিৎকোপযুক্তাঃ গোপ্যঃ) সহাসলীলেক্ষণ-বিভ্রমভ্রুবা (সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমঃ বিলাসঃ যস্যাঃ তয়া ভ্রুবা) অনঙ্গদীপনম্ (অনঙ্গবর্দ্ধনং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) সভাজয়িত্বা (অনুরজ্য) অঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ (অঙ্ককৃতৌ ক্রোড়ে স্থাপিতৌ যৌ ভগবতঃ অঙ্ঘ্রিহস্তৌ তয়োঃ) সংস্পর্শনেন

(সম্মর্দ্দনেন) সংস্তুত্য (অহো শৈত্যম্ অহো সৌকুমার্য্যম্ ইত্যাদি স্তুতিং কৃত্বা) বভাষিরে ॥ ১৫ ॥

অন্তর্দ্ধান হেতু ঈষৎ কুপিতা গোপীসকল সহাস্যলীলাবলোকন-বিলসিত ভ্রূযুগল দ্বারা অনঙ্গবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরঞ্জিত করিয়া আপন উরুদ্বয়ের উপর তদীয় হস্ত পদ স্থাপন ও তত্তৎস্পর্শে স্পর্শসুখ অনুভব পূর্ব্বক উক্ত হস্তপদাদির প্রশংসানন্তর বলিতে লাগি-লেন ॥ ১৫ ॥

গোপ্য উচুঃ।

ভজতোঽনুভজন্ত্যেকে এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্য এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥ ১৬ ॥

গোপ্যঃ উচুঃ,—ভোঃ (কৃষ্ণ), একে (জনাঃ) ভজতঃ (অনুবর্ত্তমানান্) অনুভজন্তি (অনুবর্ত্তন্তে); একে (তু) এতদ্বিপর্য্যয়ং (কুর্ব্বন্তি, অভজতঃ অপি ভজন্তি), অন্যে (তু) উভয়ান্ (ভজতঃ অভজতঃ) চ ন ভজন্তি; এতং (ভজতাং গুণদোষফলাদিকং সর্ব্বং) সাধু (সম্যক্ যথা ভবতি তথা) নঃ (অস্মান্) ব্রূহি ॥ ১৬ ॥

গোপীগণ বলিলেন;—হে কৃষ্ণ, কোন কোন লোক ভজনকারী ব্যক্তি সকলকেই অনুভজন করিয়া থাকেন; কেহ কেহ উহার বিপরীত আচরণ অর্থাৎ অভজনকারী ব্যক্তিদিগকেও ভজন করিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ বা তদুভয়কেই অর্থাৎ ভজনকারী ও অভজনকারী উভয়কেই ভজন করেন না; অতএব ভজনকারীর গুণ দোষ ও ফল প্রভৃতি সমস্ত সম্যক্প্রকারে আমাদিগের নিকট বল ॥১৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থানং তদ্ধি নান্যথা ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ;—(হে) সখ্যঃ, যে (জনাঃ) মিথঃ (পরস্পরম্ উপকুর্ব্বন্তঃ) ভজন্তি (অনুবর্ত্তন্তে) তে (জনাঃ) হি (যস্মাৎ) স্বার্থৈকান্তোদ্যমাঃ (স্বার্থে স্বপ্রয়োজনে এব একান্তঃ নিয়তঃ উদ্যমঃ যেষাং তথাভূতাঃ অতঃ

তেষাং) তৎ (ভজনং স্বার্থার্থং) হি (এব) ন অন্যথা (পরার্থম্ অতঃ) তত্র (ভজনে তৎফলং) সৌহৃদং (প্রেম) ধর্ম্মঃ (বা) ন (উৎপদ্যতে) ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ;—হে সখী সকল, যে সকল লোক পরস্পরের উপকারার্থ পরস্পর ভজন করিয়া থাকে, তাহারা যেহেতু নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই সচেষ্টিত থাকে, তন্নিমিত্ত তাহাদিগের সেই ভজন স্বার্থের নিমিত্তই, পরার্থের নিমিত্ত নহে ; অতএব ঐ ভজনে ভজনের ফল যে প্রেম বা ধর্ম্ম, তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৮ ॥

যে বৈ পিতরৌ যথা (ইব) অভজতঃ (জনান্) ভজন্তি তে (জনাঃ) করুণাঃ (কৃপালবঃ। হে) সুমধ্যমাঃ, অত্র (নিরপেক্ষভজনে) নিরপবাদঃ (নির্বাধঃ) ধর্ম্মঃ (ভবতি) সৌহৃদং (প্রেম) চ (উৎপদ্যতে) ॥ ১৮ ॥

যাহারা পিতা মাতার ন্যায় অভজনকারী ব্যক্তি সকলকে ভজন করে, তাহারা কৃপালু। হে সুমধ্যমাগণ, এই নিরপেক্ষ ভজনে অবাধিত ধর্ম্ম ও প্রেম উৎপন্ন হইয়া থাকে। দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তির ধর্ম্মোৎপত্তি ও স্নেহার্দ্রচিত্ত ব্যক্তির প্রেমোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী ॥ ১৮ ॥

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥ ১৯ ॥

কেচিৎ (তু) ভজতঃ অপি (জনান্) ন ভজন্তি, অভজতঃ (তু) কুতঃ (ভজেয়ুঃ। তে) বৈ (চতুর্বিধাঃ) ; আত্মারামাঃ (বহির্দর্শনরহিতাঃ), আপ্তকামাঃ (বিষয়দর্শনে সত্যপি পূর্ণকামত্বেন পরভজনপ্রবৃত্তিরহিতাঃ), অকৃতজ্ঞাঃ (পরকৃতোপকারানুসন্ধানরহিতাঃ), গুরুদ্রুহঃ (অপ্রত্যুপকারেণ পরদ্রোহকারিণঃ চ ইতি) ॥ ১৯ ॥

আবার কেহ কেহ ভজনকারী ব্যক্তিদিগকেও ভজন করে না। তাহারা যে অভজনকারীকে ভজন করে না, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ শ্রেণীর লোক আবার চারি প্রকার দেখা যায় ; যথা—প্রথম,

আত্মারামগণ অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিরহিত ব্যক্তি সকল; দ্বিতীয়, আপ্তকামগণ অর্থাৎ বিষয়দৃষ্টি সত্ত্বেও পূর্ণকামত্ব প্রযুক্ত পরভজনে প্রবৃত্তিরহিত ব্যক্তি সকল; তৃতীয়, অকৃতজ্ঞগণ অর্থাৎ পরকৃত উপকারের অনুসন্ধানরহিত ব্যক্তি সকল; চতুর্থ, গুরুদ্রোহিগণ অর্থাৎ প্রত্যুপকারের পরিবর্ত্তে উপকারী ব্যক্তির প্রতি দ্রোহকারী ব্যক্তিসকল ॥ ১৯ ॥

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ২০ ॥

(হে) সখ্যঃ, অহং তু অমীষাম্ অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে (অনুবৃত্তেঃ অনুবর্ত্তনস্য ধ্যানরূপস্য বৃত্তয়ে অবিচ্ছেদায়) ভজতঃ অপি জন্তূন্ ন ভজামি। যথা অধনঃ (নির্ধনঃ পুমান্ কদাচিৎ) লব্ধধনে বিনষ্টে (সতি) তচ্চিন্তয়া (তস্য ধনস্য চিন্তয়া) নিভৃতঃ (ব্যাপ্তঃ) অন্যং ন বেদ (তথা মদ্ভক্তঃ অপি কদাচিৎ মাং প্রত্যক্ষীকৃত্য পুনর্ময্যন্তর্হিতে সতি মচ্চিন্তয়া ব্যাপ্তঃ অন্যং দেহাদিকম্ অপি ন অনুসন্ধত্তে) ॥ ২০ ॥

হে সখীসকল, আমি কিন্তু ধ্যানের অবিচ্ছেদার্থ ভজনকারী ব্যক্তি সকলকেও ভজন করি না। নির্ধন ব্যক্তি যেমন কদাচিৎ লব্ধধনের বিনাশে তচ্চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া অন্য কিছুই জানে না, তদ্রূপ আমার ভক্তও কদাচিৎ আমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পুনশ্চ আমার অন্তর্ধানে মচ্চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া দেহাদি অপর কিছুরই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না ॥ ২০ ॥

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়াপরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥

(হে) প্রিয়াঃ অবলাঃ, এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং (মদর্থং মৎপ্রাপ্ত্যর্থম্ উজ্ঝিতাঃ ত্যক্তাঃ লোকাঃ বেদাঃ স্বাঃ চ যাভিঃ তাসাং) বঃ

(যুষ্মাকং) ময়ি অনুবৃত্তয়ে পরোক্ষং (যথা ভবতি তথা) ভজতা (উপকুর্ব্বতা) ময়া তিরোহিতং হি। তৎ (তস্মাৎ) প্রিয়ং মা (মাম্) অসূয়িতুং (দোষদৃষ্ট্যা দ্রষ্টুং) ন অর্হথ (যোগ্যাঃ স্থ) ॥ ২১ ॥

হে প্রিয় অবলা সকল, এইপ্রকার মন্নিমিত্ত লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম ও আত্মীয়গণের পরিত্যাগকারিণী তোমাদিগের আমাতে ধ্যান-প্রবৃত্তির জন্য পরোক্ষভাবে উপকার করিবার অভিলাষে আমি অন্তর্ধান করিয়াছিলাম। অতএব তোমরা আমাকে তোমাদিগের প্রিয় জানিয়া আমার প্রতি দোষদর্শন করিতে পার না ॥ ২১ ॥

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২ ॥

নিরবদ্যসংযুজাং (নিরবদ্যা নিষ্কপটা সংযুক্ সংযোগঃ ভজনং যাসাং তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং) স্বসাধুকৃত্যং (স্বীয়ম্ অসাধারণং যৎ সাধুকৃত্যং সাধুকর্ম্ম তৎ) অহং বিবুধায়ুষা (বিবুধানাম্ আয়ুষা, চিরকালেন) অপি ন পারয়ে (শক্নোমি)। যাঃ (ভবত্যঃ) দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ (দুর্জ্জরাঃ যাঃ গেহরূপাঃ শৃঙ্খলাঃ তাঃ) সংবৃশ্চ্য (নিঃশেষং ছিত্ত্বা) মা (মাম্) অভজন্ (তাসাং) বঃ (যুষ্মাকম্ এব) সাধুনা (সাধুকৃত্যেন) তৎ (যুষ্মৎসাধুকৃত্যং) প্রতিযাতু (প্রতিকৃতং ভবতু) ॥২২॥

নিরুপাধিভজনপরায়ণা তোমাদিগের স্বীয় অসাধারণ সাধুকৃত্য আমি সুচিরকালেও সাধন করিতে পারিব না। তোমরা দুর্জ্জর গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমার ভজন করিয়াছ। অতএব তোমাদিগের ঐ নিজ সাধুকৃত্যই ঐ সাধুকর্ম্মের প্রতিকার সাধন করুক। আমি তদ্বিষয়ে তোমাদিগের নিকট ঋণী রহিলাম জানিও ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং ভগবদ্দর্শনং দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;—ইত্থং ভগবতঃ সুপেশলাঃ (মনোহরাঃ) বাচঃ শ্রুত্বা তদঙ্গোপচিতাশিষঃ (তস্য অঙ্গৈঃ স্পৃষ্টৈঃ উপচিতাঃ সমৃদ্ধাঃ আশিষঃ মনোরথাঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ বিরহজং তাপং জহুঃ ॥ ১ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার জলবিহার ও রাসলীলার উপসংহার বর্ণিত হইয়াছে ॥

শুকদেব কহিলেন ;—শ্রীভগবানের এইরূপ মনোহর বাক্যসমূহ শ্রবণানন্তর তাঁহার অঙ্গস্পর্শে পূর্ণমনোরথ গোপীসকল বিরহজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১ ॥

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ ২ ॥

প্রীতৈঃ অন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ অনুব্রতৈঃ স্ত্রীরত্নৈঃ অন্বিতঃ গোবিন্দঃ তত্র (যমুনাপুলিনে) রাসক্রীড়াম্ আরভত ॥ ২ ॥

প্রীত পরস্পর বদ্ধবাহু অনুব্রত স্ত্রীজাতিভূষণ গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ যমুনাপুলিনে রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥
যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্‌বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামত্যোৎসুক্যভৃতাত্মনাম্ ॥ ৪ ॥

তাসাং (মণ্ডলরূপেণ অবস্থিতানাং) দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ মধ্যে (একৈকরূপেণ) প্রবিষ্টেন (অতএব) যং (শ্রীকৃষ্ণং সর্কাঃ) স্ত্রিয়ঃ স্বনিকটং (স্বনিকটস্থং মাম্ এব আশ্লিষ্টবান্) ইতি মন্যেরন্ (তেন) যোগেশ্বরেণ (শ্রীকৃষ্ণেন) কণ্ঠে

গৃহীতানাম্ (আলিঙ্গিতানাং গোপীনাং) গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ (গোপীমণ্ডলৈঃ মণ্ডিতঃ শোভমানঃ) রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ। (এবং যদা রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ) তাবৎ (তৎক্ষণম্ এব) নভঃ (আকাশম্) অতোৎসুক্যভৃতাত্মনাং (দর্শনৌৎসুক্যেন অতিব্যাকুলমনসাং) সদারাণাং (সস্ত্রীকাণাং) দিবৌকসাং (দেবানাং) বিমানশতসঙ্কুলং (বিমানশতৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং সঙ্কীর্ণং বভূব)। ৩।৪ ॥

মণ্ডলরূপে অবস্থিত দুই দুই গোপীর মধ্যে একৈকরূপে প্রবিষ্ট, অতএব সকল গোপীই যাঁহাকে নিজের নিকটস্থ মনে করিতেছিলেন, সেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সমালিঙ্গিত গোপীদিগের মণ্ডলসমূহে সুশোভিত রাসোৎসব আরব্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ আকাশ দর্শনৌৎসুক্য হেতু অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত সস্ত্রীক দেবগণের শত শত বিমানে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। ৩ ॥ ৪ ॥

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলম্ ॥ ৫ ॥

ততঃ দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ, পুষ্পবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ, সস্ত্রীকাঃ গন্ধর্ব্বপতয়ঃ অমলং তদ্যশঃ জগুঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তর দুন্দুভি সকল নাদিত হইতে লাগিল; পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল; এবং প্রধান গন্ধর্ব্ব সকল শ্রীকৃষ্ণের অমল যশ গান করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৬ ॥

রাসমণ্ডলে সপ্রিয়াণাং (শ্রীকৃষ্ণসহিতানাং) যোষিতাং বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাং চ তুমুলঃ শব্দঃ অভূৎ ॥ ৬ ॥

রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারকারিণী গোপীদিগের বলয় নূপুর ও কিঙ্কিণীসমূহের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল ॥ ৬ ॥

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ৭ ॥

তত্র (রাসমণ্ডলে) হৈমানাং (সুবর্ণরচিতানাং) মণীনাং (দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ)

মধ্যে মহামারকতঃ যথা (ইব) তাভিঃ (গোপীভিঃ বৃতঃ) ভগবান্ দেবকীসুতঃ অতিশুশুভে ॥ ৭ ॥

সুবর্ণ দ্বারা রচিত দুইটি দুইটি মণির মধ্যে এক একটি ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ রাসমণ্ডলমধ্যে গোপীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ৮ ॥

পাদন্যাসৈঃ (পাদবিক্ষেপৈঃ) ভুজবিধুতিভিঃ (করচালনৈঃ) সস্মিতৈঃ (স্মিতেন সহিতৈঃ) ভ্রূবিলাসৈঃ (ভ্রূণাং বিলাসৈঃ) ভজ্যন্মধ্যৈঃ (ভজ্যদ্ভিঃ ভঙ্গমানৈঃ মধ্যৈঃ কটিভাগৈঃ) চলকুচপটৈঃ (চলৈঃ কুচৈঃ পটৈশ্চ) গণ্ডলোলৈঃ (গণ্ডেষু লোলৈঃ চঞ্চলৈঃ) কুণ্ডলৈঃ (চ উপলক্ষিতাঃ) স্বিদ্যন্মুখ্যঃ (স্বিদ্যন্তি স্বেদম্ উদ্গিরন্তি মুখানি যাসাং তাঃ) কবররসনাগ্রন্থয়ঃ (কবরেষু বদ্ধেষু রসনায়াঞ্চ দৃঢ়াঃ গ্রন্থয়ঃ যাসাং তাঃ) তং কীর্তয়ন্ত্যঃ গায়ন্ত্যঃ তাঃ কৃষ্ণবধ্বঃ মেঘচক্রে (মেঘসমূহে) তড়িত ইব বিরেজুঃ ॥ ৮ ॥

পাদবিক্ষেপ করচালন সহাস্য ভ্রূবিলাস আভুগ্ন কটিদেশ কম্পিত স্তন ও বসন এবং গণ্ডদেশে দোদুল্যমান কুণ্ডলসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত, স্বেদযুক্তবদনমণ্ডলবিশিষ্ট, কবরী ও রসনাতে গ্রন্থিযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণগুণগানোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণবধূ গোপীসকল মেঘচক্রে সৌদামিনী সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ৯ ॥

যদ্গীতেন (যাসাং গীতেন) ইদং (বিশ্বম্) আবৃতং নৃত্যমানাঃ (নৃত্যন্ত্যঃ) রক্তকণ্ঠ্যঃ (অনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ) রতিপ্রিয়াঃ কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতাঃ (কৃষ্ণস্য অভিমর্ষেণ মুদিতাঃ তাঃ গোপ্যঃ) উচ্চৈঃ জগুঃ ॥ ৯ ॥

যাহাদিগের গীত দ্বারা এই বিশ্ব আবৃত হইয়াছে, নৃত্যপরায়ণা

অনুরঞ্জিতকণ্ঠী রতিপ্রিয়া শ্রীকৃষ্ণসংস্পর্শে আনন্দিতা সেই গোপী সকল উচ্চস্বরে গান করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ ১০ ॥

কাচিৎ (গোপী) মুকুন্দেন (শ্রীকৃষ্ণেন) সমং (সহ) অমিশ্রিতাঃ (অসঙ্কীর্ণাঃ) স্বরজাতীঃ উন্নিন্যে (উন্নীতবতী। তদা) প্রীয়তা (প্রীয়মানেন) তেন (শ্রীকৃষ্ণেন) সাধু সাধু ইতি (বচনেন সা) পূজিতা (সম্মানিতা জাতা। তদা অন্যা কাচিৎ গোপী। তৎ (স্বরজাত্যুন্নয়নম্) এব ধ্রুবং (ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা) উন্নিন্যে। তস্যৈ (গোপ্যৈ পূর্ব্বগোপীতঃ অপি শ্রীকৃষ্ণঃ। মানম্ (আদরং) বহু অদাৎ ॥ ১০ ॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত অমিশ্রিত স্বরসমূহ কেবল রাগময় করিয়া উন্নয়ন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া "সাধু সাধু" বাক্যে তাঁহার সম্মাননা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অন্য কোন গোপী উক্ত স্বরসমূহের রাগময় উন্নয়নকেই ধ্রুবাখ্য তালবিশেষ দ্বারা সংযুক্ত করিয়া উন্নয়ন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণও এই শেষোক্ত গোপীকে পূর্ব্বোক্ত গোপী হইতে অধিকতর সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থাস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১১ ॥

শ্লথদ্বলয়মল্লিকা (শ্লথানি হস্তাভ্যাং বলয়ানি শিরসঃ মল্লিকাঃ মল্লিকাকুসুমানি চ যস্যাঃ সা) রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থা কাচিৎ (গোপী) অস্য গদাভৃতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) স্কন্ধং বাহুনা (স্ববাহুনা) জগ্রাহ ॥ ১১ ॥

হস্তদ্বয় হইতে শিথিলবলয়া ও মস্তক হইতে স্খলিতমল্লিকা রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থা কোন গোপী নিজ বাহু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশ আশ্রয় করিলেন ॥ ১১ ॥

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥ ১২ ॥

তত্র (তাসাং মধ্যে) একা (গোপী) অংসগতং (স্কন্ধনিহিতং) চন্দনালিপ্তম্ উৎপলসৌরভং কৃষ্ণস্য বাহুম্ আঘ্রায় হৃষ্টরোমা (সতী) চুচুম্ব হ ॥ ১২ ॥

তাঁহাদিগের মধ্যে কোন এক গোপী স্কন্ধনিহিত চন্দনলিপ্ত উৎপলসৌরভ শ্রীকৃষ্ণের বাহু আঘ্রাণ পূর্ব্বক রোমাঞ্চিত হইয়া উহাই চুম্বন করিলেন ॥ ১২ ॥

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডে গণ্ডং সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতম্ ॥ ১৩ ॥

নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং (নাট্যেন নর্ত্তনেন বিক্ষিপ্তয়োঃ চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ ত্বিষেণ ত্বিষা মণ্ডিতং শোভমানং) গণ্ডং (স্বকপোলং) গণ্ডে (শ্রীকৃষ্ণগণ্ডে) সংদধত্যাঃ (সংযোজয়ন্ত্যাঃ) কস্যাশ্চিৎ (গোপ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তাম্বূলচর্ব্বিতং প্রাদাৎ ॥ ১৩ ॥

নৃত্য বশতঃ চঞ্চল কুণ্ডলযুগলের কান্তি দ্বারা শোভমান নিজ গণ্ড শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে সংযোগকারিণী কোন গোপীকে শ্রীকৃষ্ণ তাম্বূলচর্ব্বিত প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥

নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥ ১৪ ॥

নৃত্যতী গায়তী কূজন্নূপুরমেখলা (কূজন্তী নূপুরে মেখলা চ যস্যাঃ সা) কাচিৎ (গোপী) শ্রান্তা (সতী) শিবং (সুখকরং) পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং স্তনয়োঃ অধাৎ ॥ ১৪ ॥

নৃত্যকারিণী গানপরায়ণা শব্দিতনূপুরমেখলাশালিনী কোন গোপী পরিশ্রান্ত হইয়া সুখকর পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের করকমল নিজ স্তনযুগলে ধারণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥ ১৫ ॥

শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) একান্তবল্লভম্ (অতিপ্রিয়ম্) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) কান্তং লব্ধ্বা তদ্দোর্ভ্যাং গৃহীতকণ্ঠ্যঃ (গোপ্যঃ) তম্ (এব) গায়ন্ত্যঃ (যথেষ্টং) বিজহ্রিরে ॥ ১৫ ॥

কমলার একান্তবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে লাভ করিয়া তদীয় ভুজযুগল দ্বারা গৃহীতকণ্ঠী গোপীসকল তাঁহারই যশোগান পুরঃসর যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্ম-
বক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-
স্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥ ১৬ ॥

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্মবক্ত্রশ্রিয়ঃ (কর্ণোৎপলৈঃ কর্ণাবতংসৈঃ চ অলকবিটঙ্কৈঃ অলকালঙ্কৃতৈঃ কপোলৈঃ চ ঘর্ম্মৈঃ স্বেদবিন্দুভিঃ চ বক্ত্রে শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ) বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ স্বকেশস্রস্তস্রজঃ (স্বকেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ স্রজঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাং (ভ্রমরাঃ অপি গায়কাঃ যস্যাং তস্যাং রাসগোষ্ঠ্যাং রাসসভায়াং) ভগবতা সমং (সহ) ননৃতুঃ ॥ ১৬ ॥

কর্ণোৎপল অলকালঙ্কৃত কপোল ও স্বেদবিন্দু দ্বারা শোভিতবদন এবং বলয় নূপুর ও বাদ্যের ধ্বনি হেতুক আনন্দভরে কেশ হইতে স্খলিতমালা গোপীসকল গানকারী অলিকুলের মধুর ঝঙ্কারে পরিপূরিত সেই রাসসভায় শ্রীভগবানের সহিত পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্ষ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৭ ॥

এবং রমেশঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ (স্বপ্রতিবিম্বৈঃ বিভ্রমঃ ক্রীড়া যস্য সঃ) অর্ভকঃ (বালকঃ) যথা (তথা) পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্ষস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দাম-বিলাসহাসৈঃ (পরিষ্বঙ্গঃ আলিঙ্গনং করাভিমর্ষঃ করস্পর্শঃ স্নিগ্ধেক্ষণং সানুরাগাবলোকনম্ উদ্দামবিলাসঃ চুম্বনাদয়ঃ হাসঃ চ তৈঃ) ব্রজসুন্দরীভিঃ (সহ) রেমে ॥ ১৭ ॥

এইরূপে রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ন্যায় আলিঙ্গন করস্পর্শ সানুরাগ নিরীক্ষণ চুম্বনাদি উদ্দাম

বিলাস ও হাস্য সহকারে গোপীগণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

গোপীগণের সহিত—হ্লাদিন্যাখ্যস্বরূপশক্তিত্ব হেতু নিজপ্রতিমূর্ত্তিরূপা অতএব প্রতিবিম্বস্থানীয়া গোপীগণের সহিত। রমণ—ক্রীড়ানন্দানুভব।

অনন্তশক্তি শ্রীভগবানের শক্তি সকল প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। উক্ত শ্রেণীত্রয় যথা—স্বরূপশক্তি, তটস্থশক্তি ও মায়াশক্তি। তন্মধ্যে স্বরূপশক্তি আবার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ভেদে ত্রিবিধ। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি যুগপৎ উক্ত শক্তিত্রয়প্রধান। আর এক একটি শক্তিপ্রধান মূর্ত্তিকেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বলা যায়। তন্মধ্যে হ্লাদিনীশক্তিপ্রধান মূর্ত্তিসমূহের নাম কৃষ্ণকান্তা; সন্ধিনীশক্তিপ্রধান মূর্ত্তিসমূহের নাম কৃষ্ণগুরু; এবং সম্বিৎশক্তিপ্রধান মূর্ত্তিসমূহের নাম কৃষ্ণসখা। কান্তাবর্গের প্রধান শ্রীমতী রাধিকা, অপর কান্তা সকল তাঁহারই কায়ব্যূহ; গুরুবর্গের প্রধান শ্রীনন্দ ও শ্রীমতী যশোদা, অপর গুরুগণ তাঁহাদেরই কায়ব্যূহ; আর সখাবর্গের প্রধান শ্রীবলরাম, অপর সখা সকল তাঁহারই কায়ব্যূহ। কান্তাবর্গ আবার যূথেশ্বরী সখী উপসখী মঞ্জরী ও উপমঞ্জরী বা নর্ম্মসখী ভেদে পঞ্চবিধ। শ্রীরাধিকা ও শ্রীচন্দ্রাবলী ইঁহারাই যূথেশ্বরী। ললিতা বিশাখা চম্পকলতা চিত্রা তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা রঙ্গদেবী ও সুদেবী ইঁহারাই সখী। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের অধীনে যে আটটি করিয়া সখী আছেন তাঁহাদিগকেই উপসখী বলা যায়। সখীর ন্যায় মঞ্জরীও প্রধানতঃ আটটি। উক্ত অষ্ট মঞ্জরী যথা—শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী, শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী, শ্রীবিলাসমঞ্জরী, শ্রীমদনমঞ্জরী, শ্রীকেলিমঞ্জরী ও শ্রীভৃঙ্গমঞ্জরী। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী এই অষ্ট মঞ্জরীর প্রধান মঞ্জরী যূথেশ্বরী। উক্ত মঞ্জরীগণের প্রত্যেকের অধীনে যে আটটি করিয়া মঞ্জরী আছেন, তাঁহাদিগকেই উপমঞ্জরী বা নর্ম্মসখী বলা যায়। এতদ্ব্যতীত দূতী বলিয়া যে আর একপ্রকার কান্তাবর্গের কথা শুনা যায়, ঐ কান্তাবর্গকে অপেক্ষাকৃত হীনশক্তি জানিতে হইবে। কান্তাবর্গের ন্যায় গুরুবর্গ পিতা মাতা ও ধাত্রী প্রভৃতি ভেদে এবং সখাবর্গ সুহৃৎ সখা ও প্রিয়সখা প্রভৃতি ভেদে বহুবিধ। এই সকল এবং অপর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত হীনশক্তি ব্রজবাসী পরিকর লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনলীলা ॥ ১৭ ॥

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ
কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।

নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো
বিস্রস্তমাল্যাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৮ ॥

(হে) কুরূদ্বহ, তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ (তস্য অঙ্গসঙ্গেন প্রকৃষ্টা যা মুৎ হর্ষঃ তয়া আকুলানি অবশানি ইন্দ্রিয়াণি যাসাং তাঃ) বিস্রস্তমাল্যাভরণাঃ (বিস্রস্তানি মাল্যানি আভরণানি চ যাসাং তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা অঞ্জঃপ্রতিব্যোঢুম্ (অঞ্জসা অনুসন্ধানপূর্ব্বকং প্রতিব্যোঢুং যথাপূর্ব্বং ধর্ত্তুং) ন অলং (সমর্থাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৮ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তদীয় অঙ্গসঙ্গজনিত উৎকৃষ্ট আনন্দে অবশেন্দ্রিয় স্খলিতমাল্যাভরণ গোপীসকল কেশ বস্ত্র বা কঞ্চুলিকা অনুসন্ধান পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ধারণ করিয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য কামার্দ্দিতাঃ (কামেন অর্দ্দিতাঃ পীড়িতাঃ) খেচরস্ত্রিয়ঃ (খেচরাণাং দেবানাং স্ত্রিয়ঃ অপি) মুমুহুঃ (তথা) সগণঃ শশাঙ্কঃ চ বিস্মিতঃ অভবৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া কামপীড়িত দেবীসকলও মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তারাগণ সহিত শশধরও বিস্মিত হইলেন ॥ ১৯ ॥

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ২০ ॥

যাবতীঃ (যাবত্যঃ) গোপযোষিতঃ লীলয়া আত্মানং তাবন্তং কৃত্বা ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মারামঃ অপি তাভিঃ (সহ) ররাম (রেমে) ॥ ২০ ॥

যতগুলি গোপী, লীলাসহকারে তাবৎসংখ্যক প্রকাশমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও, ঐ গোপীদিগের সহিত পৃথক্ পৃথক্ রমণ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥ ২১ ॥

অঙ্গ (হে রাজন্), করুণঃ সঃ (ভগবান্) রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং তাসাং (গোপীনাং প্রস্বিন্নানি) বদনানি শন্তমেন (নিরতিশয়সুখকরেণ) পাণিনা প্রেম্না প্রামৃজৎ (পরিমৃষ্টবান্)॥ ২১॥

হে রাজন্, করুণাময় ভগবান্ রতিবিহার হেতু শ্রান্ত গোপীদিগের ঘর্ম্মাক্ত বদন নিজ নিরতিশয় সুখকর করকমল দ্বারা প্রেমসহকারে মার্জ্জন করিয়া দিলেন॥ ২১॥

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্-
গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ॥ ২২॥

তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ (তস্য ভগবতঃ কররুহৈঃ স্পর্শেন প্রমোদঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্গণ্ডশ্রিয়া (স্ফুরতাং পুরটস্য সুবর্ণস্য কুণ্ডলানাং কুন্তলানাং চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীঃ তয়া) সুধিতহাসনিরীক্ষণেন (সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাসযুক্তনিরীক্ষণেন চ) ঋষভস্য (ভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) মানং (সম্মানং) দধত্যঃ (কুর্ব্বত্যঃ) পুণ্যানি কৃতানি (তৎকর্ম্মাণি) জগুঃ॥ ২২॥

তদীয় অঙ্গুলি সকলের স্পর্শে আনন্দিত গোপীসকল উজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলের ও চূর্ণকুন্তলের কান্তি দ্বারা সুশোভিতগণ্ডস্থল এবং অমৃততুল্য সহাস নিরীক্ষণ দ্বারা কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সম্মাননা করিতে করিতে তাঁহারই কর্ম্ম সকল গান করিতে লাগিলেন॥ ২২॥

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্ বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥ ২৩॥

অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ (অঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সম্মর্দ্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ) কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ) গন্ধর্ব্বপালিভিঃ (গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয়ঃ ইব গায়ন্তঃ যে অলয়ঃ তৈঃ) অনুদ্রুতঃ (অনুগতঃ বিহারেণ) শ্রান্তঃ তাভিঃ (গোপীভিঃ) যুক্তঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রমম্ অপোহিতুম্ (অপা-

কর্ত্তৃং) ভিন্নসেতুঃ (বিদারিতবপ্রঃ, স্বয়ঞ্চাতিক্রান্তমর্য্যাদঃ) গঞ্জীভিঃ (যুতঃ) ইভরাট্ ইব বাঃ (জলম্) আবিশৎ॥ ২৩॥

অঙ্গসঙ্গ দ্বারা সম্মর্দ্দিত অতএব কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত পুষ্পমালা সম্বন্ধীয় ও গন্ধর্ব্বপতিদিগের ন্যায় গানকারী ভ্রমরসমূহ কর্ত্তৃক অনুগত বিহারশ্রান্ত গোপীমণ্ডলপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ শ্রমাপনোদনার্থ ভিন্নসেতু করিণীপরিবৃত গজরাজের ন্যায় জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ২৩॥

সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্নেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ॥ ২৪॥

অঙ্গ (হে রাজন্), প্রহসতীভিঃ যুবতিভিঃ ইতস্ততঃ (সর্ব্বতঃ) অলম্ (অতিশয়েন) পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্না ঈক্ষিতঃ কুসুমবর্ষিভিঃ বৈমানিকৈঃ ঈড্যমানঃ (স্তূয়মানঃ) স্বয়ং স্বরতিঃ (আত্মারামঃ অপি) গজেন্দ্রলীলঃ (গজেন্দ্রস্য লীলা ইব লীলা যস্য সঃ) সঃ (ভগবান্) অত্র অম্ভসি রেমে॥ ২৪॥

হে রাজন্, হাস্যপরায়ণা যুবতিবৃন্দ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক হইতে অতিশয় সিচ্যমান ও প্রেমসহকারে বিলোকিত এবং কুসুমবর্ষণকারী বিমানস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও গজেন্দ্র সদৃশ লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ জলমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ২৪॥

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল-
প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিকৃতটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো
যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ॥ ২৫॥

ততঃ (জলক্রীড়ানন্তরং) চ জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিকৃতটে (জলস্থল-প্রসূনানাং গন্ধঃ যস্মিন্ তেন অনিলেন জুষ্টানি ব্যাপ্তানি দিশাং তটানি অন্তাঃ যস্মিন্ তস্মিন্) কৃষ্ণোপবনে (কৃষ্ণায়াঃ যমুনায়াঃ উপবনে) ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতঃ (ভৃঙ্গাণাং প্রমদানাং চ গণৈঃ আবৃতঃ কৃষ্ণঃ) মদচ্যুৎ (মদানাং চ্যুৎ চ্যোতনং

ক্ষরণং যস্য সঃ মদস্রাবী) দ্বিরদঃ (মতঙ্গজঃ) যথা করেণুভিঃ (বৃতঃ বনে বিচরেৎ তথা) চচার ॥ ২৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জলজ ও স্থলজ কুসুমসমূহের গন্ধবাহী অনিল দ্বারা ব্যাপ্তদিগন্তর যমুনার উপবনে ভ্রমরনিকর ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া করিণীপরিবৃত মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ২৬ ॥

এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) সত্যকামঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ) অনুরতাবলাগণঃ (অনুরতঃ প্রীতিযুক্তঃ অবলাগণঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ) আত্মনি (অন্তর্মনসি) অবরুদ্ধসৌরতঃ (অবরুদ্ধাঃ সমন্ততঃ স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ সুরতসম্বন্ধিনঃ ভাবহাবাদয়ঃ যেন তাদৃশঃ) সঃ (ভগবান্) শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ (শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানাঃ যে রসাঃ তেষাম্ আশ্রয়ভূতাঃ তাঃ তাঃ) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (শশাঙ্কস্য অংশুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিতাঃ উজ্জ্বলীকৃতাঃ) সর্ব্বাঃ (এব) নিশাঃ সিষেবে ॥ ২৬ ॥

সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুরতসম্বন্ধি ভাবহাবাদি আত্মাতে অবরোধ পূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত অবলাগণের সহিত উক্তপ্রকারে কাব্যে কথ্যমান শরৎকালীন রসসকলের আশ্রয়ভূত ও চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল রাত্রি সকল উপভোগ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

পরীক্ষিদুবাচ।

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥

পরীক্ষিৎ উবাচ ;—ধর্ম্মস্য সংস্থাপনায় ইতরস্য (অধর্ম্মস্য) প্রশমায় (নিরাসায়) চ অংশেন (সহ) জগদীশ্বরঃ ভগবান্ অবতীর্ণঃ হি ॥ ২৭ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন ;—ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের নিরসনের নিমিত্তই জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অংশের সহিত এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন ॥ ২৭ ॥

স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্‌ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ২৮ ॥

(হে) ব্রহ্মন্, ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তা অভিরক্ষিতা (চ) সঃ (ভগবান্) পরদারাভিমর্ষণং (পরস্ত্রীসম্ভোগাত্মকং) প্রতীপং (ধর্ম্মপ্রতিকূলম্ অধর্ম্মং) কথম্ আচরৎ (কৃতবান্)? ॥ ২৮ ॥

হে ব্রহ্মন্, ধর্ম্মসেতু সকলের বক্তা কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেন পরস্ত্রীসম্ভোগরূপ প্রতিকূল আচরণ করিলেন ॥২৮॥

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥ ২৯ ॥

(হে) সুব্রত, আপ্তকামঃ যদুপতিঃ কিমভিপ্রায়ঃ (কেন অভিপ্রায়েণ) এতৎ জুগুপ্সিতং (পরদারসম্ভোগাত্মকং নিন্দিতং কর্ম্ম) কৃতবান্ বৈ (ইতি) নঃ (অস্মাকং) সংশয়ং ছিন্ধি (নিরাকুরু) ॥ ২৯ ॥

হে সুব্রত, আপ্তকাম যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কোন্ অভিপ্রায়ে এই পরস্ত্রীসম্ভোগরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন ॥ ২৯ ॥

শুক উবাচ।

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ৩০ ॥

শুকঃ উবাচ;—ঈশ্বরাণাং (কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতানাং সমর্থানাং) ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ (ধর্ম্মমর্য্যাদোল্লঙ্ঘনং) সাহসং (সহসাপ্রবৃত্তিরূপং) চ দৃষ্টং, (পরন্তু) তেজীয়সাং (জ্ঞানাদিশক্তিমতাং তেষাং) সর্ব্বভুজঃ বহ্নেঃ যথা (তথা) দোষায় ন ভবতি ॥ ৩০ ॥

শুকদেব কহিলেন;—কর্ম্মাদিপারতন্ত্র্যরহিত ঈশ্বরদিগের সময়ে সময়ে ধর্ম্মমর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন ও সহসা প্রবৃত্তিরূপ কর্ম্ম সকল দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানাদিশক্তিতে তেজীয়ান্ সেই সকল পুরুষের সেই সকল কর্ম্ম সর্ব্বভুক্ বহ্নির সর্ব্বভোজনের ন্যায় দোষের নিমিত্ত হয় না ॥ ৩০ ॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥৩১॥

অনীশ্বরঃ (কর্ম্মপরবশঃ অসমর্থঃ) জাতু (কদাচিৎ) এতৎ (শাস্ত্রবিরুদ্ধং) মনসা অপি ন আচরেৎ ; হি (যতঃ) অরুদ্রঃ (রুদ্রব্যতিরিক্তঃ) অব্ধিজং বিষং (ভক্ষয়ন্) যথা (তথা) মৌঢ্যাৎ (অজ্ঞত্বাৎ ঈশ্বরাভিমানমাত্রাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধম্) আচরন্ বিনশ্যতি ॥ ৩১ ॥

কর্ম্মপরবশ ব্যক্তি সকল এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম মনেও আচরণ করিবে না ; যেহেতু রুদ্র ব্যতিরেকে অন্য কেহ সমুদ্রমন্থনোত্থ গরল ভক্ষণে যেরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মূঢ়তা বশতঃ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচরণে অসমর্থ ব্যক্তির বিনাশই ঘটিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥ ৩২ ॥

ঈশ্বরাণাং বচঃ (তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা উক্তম্ আজ্ঞারূপং ন তু পরীক্ষাদ্যর্থমুক্তং) সত্যং (প্রমাণম্। তেষাম্) আচরিতং (তু) ক্বচিৎ এব তথা (প্রমাণম্)। তেষাম্ (ঈশ্বরাণাং) যৎ (আচরিতং) স্ববচোযুক্তং (তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা উপ-দেশাত্মকেন স্ববচনেন এব অবিরুদ্ধং) বুদ্ধিমান্ (জনঃ) তৎ তৎ (এব) আচরেৎ ॥ ৩২ ॥

ঈশ্বরদিগের আজ্ঞারূপ বাক্যই প্রমাণ। তাঁহাদিগের আচরণ কোথাও কোথাও প্রমাণ হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের উপদেশাত্মক স্বীয় বচনের অবিরুদ্ধ আজ্ঞারূপ বাক্যই পালন করিবেন ॥ ৩২ ॥

কুশলাচরিতৈরেষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩৩ ॥

(হে) প্রভো, নিরহঙ্কারিণাম্ এষাম্ (ঈশ্বরাণাং) কুশলাচরিতৈঃ (জন-সংগ্রহার্থং ধর্ম্মানুষ্ঠানেন) ইহ (লোকে পরলোকে) চ অর্থঃ (ফলং, সুখং) ন বিদ্যতে (ভবতি। তথা) বিপর্য্যয়েণ (ঈশ্বরেচ্ছাতঃ প্রারব্ধবশাৎ বা অধর্ম্মানুষ্ঠানেন) অনর্থঃ (দুঃখম্ অপি) বা (ন ভবতি) ॥ ৩৩ ॥

হে প্রভো, নিরহঙ্কার ঈশ্বরদিগের জনসংগ্রহার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ইহলোকে বা পরলোকে সুখরূপ ফল নাই। আবার পরমেশ্বরের

ইচ্ছায় বা প্রারব্ধবশে অধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও দুঃখরূপ অনর্থও ঘটে না ॥ ৩৩ ॥

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

(যদি) ঈশিতব্যানাং (নিয়ম্যানাং নিরহঙ্কারিণাং জীবানাং) কুশলাকুশলান্বয়ঃ (পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ) ন (ভবতি, তদা) তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাং (তির্য্যগাদিরূপেণাবস্থিতানাম্) অখিলসত্ত্বানাম্ ঈশিতুঃ (নিয়ন্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) চ কিম্ উত ॥ ৩৪ ॥

যদি নিয়ম্য নিরহঙ্কার জীবগণেরই পুণ্যপাপসম্বন্ধ না থাকে, তবে তির্য্যক্ মনুষ্য ও দেবতারূপে অবস্থিত অখিল প্রাণীর নিয়ন্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের যে পাপ-পুণ্য-সম্বন্ধ নাই, তাহা বলিতে হয় না ॥ ৩৪ ॥

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥ ৩৫ ॥

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তাঃ (যস্য ভগবতঃ পাদপঙ্কজপরাগস্য নিষেবেণ তৃপ্তাঃ নিবৃত্তশব্দাদিসমস্তবিষয়াভিলাষাঃ) যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ (যোগস্য প্রভাবেণ বিধুতাঃ নিবৃত্তাঃ অখিলাঃ কর্ম্মবন্ধাঃ যেষাং তে) মুনয়ঃ অপি ন নহ্যমানাঃ (বন্ধনমপ্রাপ্নুবন্তঃ) স্বৈরং (যথেচ্ছং) চরন্তি, ইচ্ছয়া আত্তবপুষঃ (স্বীকৃতদেহস্য) তস্য কুতঃ (কস্মাৎ হেতোঃ) এব বন্ধঃ (স্যাৎ) ? ॥ ৩৫ ॥

যাঁহার পাদপদ্মের পরাগ সেবা দ্বারা নিবৃত্তবিষয়াভিলাষ এবং যোগপ্রভাবে নিবৃত্তসমস্তকর্ম্মবন্ধন মুনিগণও বদ্ধ না হইয়া মুক্তভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন, ইচ্ছানুসারে স্বীকৃতদেহ সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কেন বন্ধন হইবে ? ॥ ৩৫ ॥

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্ ॥ ৩৬ ॥

গোপীনাং তৎপতীনাং চ (তথা) সর্ব্বেষাম্ (এব) দেহিনাং চ যঃ অন্তঃ

চরতি (নিয়ন্তৃতয়া বর্ত্ততে) অধ্যক্ষঃ (সর্ব্বসাক্ষী সঃ) এষঃ ক্রীড়নদেহভাক্ (ক্রীড়নার্থং দেহং স্বীকৃতবান্) ॥ ৩৬ ॥

যিনি গোপীদিগের এবং তৎপতিদিগের ও সমস্ত প্রাণীর অন্তরে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত, সেই সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ লীলার্থই দেহধারণ করিয়াছেন, অতএব গোপীদিগের বা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সামান্য দৃষ্টিতেও কোন দোষেরই সম্ভাবনা দেখা যায় না ॥ ৩৬ ॥

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

ভক্তানাম্ অনুগ্রহায় মানুষং দেহম্ আশ্রিতঃ (ভগবান্) তাদৃশীঃ (এব) ক্রীড়াঃ ভজতে (করোতি) যাঃ শ্রুত্বা (জনঃ) তৎপরঃ (ভগবৎপরঃ) ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ভক্তবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই মনুষ্যশরীর ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। ঐ সকল লীলাও আবার বহির্দৃষ্টিতে নিন্দনীয়-রূপে প্রতিভাত হইলেও উহাদিগের শ্রবণে, মুক্ত ও মুমুক্ষুর কথা দূরে থাকুক, বহির্মুখ বিষয়ী পর্য্যন্ত সকলকেই ভগবৎপরায়ণ করিয়া দেয় ॥ ৩৭ ॥

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৮ ॥

তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মায়য়া মোহিতাঃ স্বান্ স্বান্ দারান্ স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ ব্রজৌকসঃ কৃষ্ণায় ন খলু (এব) অসূয়ন্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মায়া দ্বারা মোহিতচিত্ততাবশতঃ নিজ নিজ স্ত্রীদিগকে নিজ নিজ সমীপেই অবস্থিত জানিয়া ব্রজবাসী গোপ সকলই যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই, তখন উক্ত লীলা শ্রবণে বহির্মুখ ব্যক্তিদিগেরও ভগবৎপরতা অবশ্যম্ভাবিনী ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মরাত্রে (ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে) উপাবৃত্তে (প্রাপ্তে সতি) বাসুদেবানুমোদিতাঃ (বাসুদেবেন অনুমোদিতাঃ অনুমোদনপূর্ব্বকম্ আজ্ঞাপিতাঃ) ভগবৎপ্রিয়াঃ গোপ্যঃ অনিচ্ছন্ত্যঃ (অপি) স্বগৃহান্ যযুঃ ॥ ৩৯ ॥

সে যাহা হউক, এইরূপ বিহারে নিশাবসানে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুমোদিতা ভগবৎপ্রিয়া গোপী সকল ইচ্ছা না থাকিলেও নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৪০ ॥

ব্রজবধূভিঃ (সাকম্) ইদম্ (অন্যৎ) চ বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) বিক্রীড়িতং শ্রদ্ধান্বিতঃ যঃ (পুমান্) অনুশৃণুয়াৎ অথ (অথবা) বর্ণয়েৎ (শ্রাবয়েৎ সঃ তস্মিন্) ভগবতি পরাম্ (উৎকৃষ্টাং) ভক্তিং প্রতিলভ্য (প্রাপ্য) অচিরেণ (জীবদ্দশায়াম্ এব) ধীরঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ সন্) হৃদ্রোগম্ আশু অপহিনোতি (নিরস্যতি) ॥ ৪০ ॥

ব্রজবধূবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই যে লীলা এবং তাঁহার অপরাপর লীলা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি তাঁহাতে পরমোৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরেই ধৈর্য্যান্বিত হইয়া হৃদ্গত কামরোগ আশু উন্মূলন করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ।
অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈঃ প্রযযুস্তেঽম্বিকাবনম্‌ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—একদা দেবযাত্রায়াং (দেবস্য মহাদেবস্য পূজার্থং যাত্রা গমনং দেবযাত্রা তস্যাং) জাতকৌতুকাঃ (জাতং কৌতুকম্‌ উৎসাহঃ যেষাং তে) তে গোপালাঃ (নন্দাদয়ঃ) অনডুদ্‌যুক্তৈঃ (অনডুদ্ভিঃ বৃষৈঃ যুক্তৈঃ) অনোভিঃ (শকটৈঃ) অম্বিকাবনং প্রযযুঃ ॥ ১ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ কর্ত্তৃক সর্পগ্রস্ত নন্দের ও অভিশপ্ত সুদর্শন বিদ্যাধরের মোচন এবং শঙ্খচূড় বধ বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন;—একদা দেবযাত্রা উপলক্ষে উৎসাহান্বিত নন্দাদি গোপগণ বৃষযোজিত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক অম্বিকাবনে প্রয়াণ করিলেন ॥ ১ ॥

তত্র স্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং বিভুম্‌।
আনর্চ্চুরর্হণৈর্ভক্ত্যা দেবীঞ্চ নৃপতেঽম্বিকাম্‌ ॥ ২ ॥

(হে) নৃপতে, তত্র (বনে) সরস্বত্যাং স্নাত্বা অর্হণৈঃ (পূজাসাধনৈঃ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ) বিভুং দেবং পশুপতিং দেবীম্‌ অম্বিকাং চ ভক্ত্যা আনর্চ্চুঃ (পূজয়ামাসুঃ) ॥ ২ ॥

হে রাজন্‌, ঐ বনে তাঁহারা সরস্বতীর জলে স্নান করিয়া ভক্তি-সহকারে গন্ধপুষ্পাদি বিবিধ উপহার দ্বারা প্রভু পশুপতি দেবের ও অম্বিকা দেবীর অর্চ্চনা করিলেন ॥ ২ ॥

গাবো হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধ্বন্নমাদৃতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ সর্ব্বে দেবো নঃ প্রীয়তামিতি ॥ ৩ ॥

(ততঃ চ) দেবঃ (মহাদেবঃ) নঃ (অস্মাকং) প্রীয়তাং (প্রীতঃ ভবতু) ইতি (অভিপ্রায়েণ) আদৃতাঃ (আদরযুক্তাঃ) সর্ব্বে (গোপাঃ) ব্রাহ্মণেভ্যঃ

গাবঃ (গাঃ) হিরণ্যং বাসাংসি মধু (মধুরং) মধ্বন্নং (মধুসহিতম্ অন্নং চ) দত্তঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর 'দেব পশুপতি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন' এই অভিপ্রায়ে গোপগণ সাদরে ব্রাহ্মণদিগকে গো সুবর্ণ বস্ত্র ও মধুর মধুযুক্ত অন্ন প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥

ঊষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য যতব্রতাঃ।
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসন্নন্দকাদয়ঃ ॥ ৪ ॥

(ততঃ চ তে) মহাভাগাঃ নন্দসন্নন্দকাদয়ঃ (গোপাঃ) জলং (জলমাত্রং) প্রাশ্য (পীত্বা) যতব্রতাঃ (গৃহীতব্রহ্মচর্য্যাদিনিয়মাঃ) তাং রজনীং (তত্র) সরস্বতীতীরে ঊষুঃ (অবসন্) ॥ ৪ ॥

তদনন্তর ঐ নন্দ ও সন্নন্দ প্রভৃতি মহাভাগ গোপগণ জলমাত্র পান করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত ধারণ পূর্ব্বক ঐ রাত্রি ঐ সরস্বতীতীরেই বাস করিলেন ॥ ৪ ॥

কশ্চিন্মহানহিস্তত্র বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ ॥ ৫ ॥

তত্র (তস্মিন্) বিপিনে যদৃচ্ছয়া (অকস্মাৎ এব) আগতঃ উরগঃ (উরসা গচ্ছন্) অতিবুভুক্ষিতঃ কশ্চিৎ মহান্ অহিঃ শয়ানং নন্দম্ অগ্রসীৎ (জগ্রাস) ॥ ৫ ॥

ঐ বিপিনে অকস্মাৎ বক্ষঃস্থলের উপর ভর দিয়া গমনকারী অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত এক বৃহদাকার সর্প আসিয়া শয়ান নন্দগোপের শরীর গ্রাস করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

স চুক্রোশাহিনা গ্রস্তঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম্।
সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয় ॥ ৬ ॥

সঃ (চ) অহিনা গ্রস্তঃ (নন্দঃ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, তাত, অয়ং মহান্ অহিঃ মাং গ্রসতে (অতঃ) প্রপন্নং (মাং সর্পাৎ ত্বং) পরিমোচয় (ইতি) চুক্রোশ ॥ ৬ ॥

সর্পগ্রস্ত গোপরাজ নন্দও 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, তাত, এই বৃহৎকায় সর্প আমাকে গ্রাস করিতেছে, অতএব আমি তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমাকে ঐ সর্প হইতে মোচন কর', উচ্চস্বরে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসোত্থিতাঃ।
গ্রস্তঞ্চ দৃষ্টা সম্ভ্রান্তাঃ সর্পং বিব্যধুরুল্মুকৈঃ ॥ ৭ ॥

(এবং) তস্য (নন্দস্য) আক্রন্দিতং (দীনবচনং, রোদনং) চ শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসা (আশু) উত্থিতাঃ (নন্দং চ) গ্রস্তং (সর্পগ্রস্তং) দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তাঃ (ব্যাকুলিতাঃ) উল্মুকৈঃ (জ্বলৎকাষ্ঠৈঃ তং) সর্পং বিব্যধুঃ (তাড়য়ামাসুঃ) ॥৭ ॥

এইরূপ গোপরাজ নন্দের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপাল সকল সহসা গাত্রোত্থানানন্তর তাঁহাকে সর্পগ্রস্ত দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা ঐ সর্পকে তাড়না করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

অলাতৈর্দহ্যমানোঽপি নামুঞ্চৎ তমুরঙ্গমঃ।
তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৮ ॥

(এবম্) অলাতৈঃ (উল্মুকৈঃ) দহ্যমানঃ (দহ্যমানঃ) অপি উরঙ্গমঃ (সর্পঃ) তং (নন্দং যদা) ন অমুঞ্চৎ (তত্যাজ তদা) সাত্বতাং পতিঃ (ভক্তানাং পালকঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অভ্যেত্য (আগত্য) তং (সর্পং) পদা অস্পৃশৎ ॥ ৮ ॥

এই প্রকারে জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা তাড়িত হইয়াও ঐ সর্প যখন গোপরাজ নন্দকে ত্যাগ করিল না, তখন ভক্তপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উহাকে নিজ চরণ দ্বারা স্পর্শ করিলেন ॥ ৮ ॥

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥ ৯ ॥

সঃ বৈ (চ সর্পঃ) ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ (শ্রীমতঃ ভক্তমনোরথপূরকসম্পদ্বতঃ পাদস্য স্পর্শেন হতম্ অশুভং সর্পত্বাপাদকং শাপরূপং যস্য তথাভূতঃ সন্) সর্পবপুঃ হিত্বা বিদ্যাধরার্চ্চিতং (বিদ্যাধরৈঃ অর্চ্চিতং সম্মাননীয়ং) রূপং (বিদ্যাধররূপং) ভেজে (প্রাপ) ॥ ৯ ॥

তখন ঐ সর্পও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তমনোরথপূরকসম্পদ্বিশিষ্ট চরণের স্পর্শে বিনষ্টশাপ হইয়া সর্পশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাধরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত বিদ্যাধরশরীর প্রাপ্ত হইল ॥ ৯ ॥

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ প্রণতং সমবস্থিতম্।
দীপ্যমানেন বপুষা পুরুষং হেমমালিনম্ ॥ ১০ ॥

হৃষীকেশঃ প্রণতং (কৃতপ্রণামং) দীপ্যমানেন বপুষা (পুরতঃ) সমবস্থিতং হেমমালিনং তং পুরুষম্ অপৃচ্ছৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রণত, উজ্জ্বল শরীর ধারণ পূর্ব্বক সম্মুখে অবস্থিত, সুবর্ণমালাধারী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১০ ॥

কো ভবান্ পরয়া লক্ষ্ম্যা রোচতে শুভদর্শনঃ।
কথং জুগুপ্সিতামেতাং গতিং বা প্রাপিতোঽবশঃ ॥১১॥

(যঃ ইদানীং) শুভদর্শনঃ পরয়া লক্ষ্ম্যা (শোভয়া) রোচতে (প্রকাশতে সঃ) ভবান্ কঃ ? কথম্ অবশঃ (সন্) এতাং জুগুপ্সিতাং (নিন্দিতাং) গতিং (কেন) বা প্রাপিতঃ (অসি) ? ॥ ১১ ॥

শুভদর্শন ও পরম শোভা দ্বারা প্রকাশিত তুমি কে ? কেনই বা তুমি অবশভাবে এই নিন্দিত গতি কাহা কর্ত্তৃক প্রাপিত হইয়াছ ? ॥১১॥

সর্প উবাচ।

অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ।
শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরন্ দিশঃ ॥ ১২ ॥

সর্পঃ উবাচ ;—অহং সুদর্শনঃ ইতি শ্রুতঃ (প্রসিদ্ধঃ) কশ্চিৎ বিদ্যাধরঃ শ্রিয়া (কান্ত্যা) স্বরূপসম্পত্ত্যা (নিজসৌন্দর্য্যসমৃদ্ধ্যা চ উপলক্ষিতঃ কদাচিৎ) বিমানেন (সর্ব্বাঃ) দিশঃ আচরন্ (আ সমন্তাৎ চরন্) ॥ ১২ ॥

সর্প বলিতে লাগিল ;—আমি সুদর্শন নামে প্রসিদ্ধ কোন বিদ্যাধর। আমি নিজের কান্তি ও সৌন্দর্য্যসমৃদ্ধি সমন্বিত হইয়া কোন সময়ে বিমানারোহণে দিক্ বিদিক্ ভ্রমণ করিতে করিতে ॥ ১২ ॥

ঋষীন্ বিরূপাঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ।
তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধৈঃ স্বেন পাপ্মনা ॥১৩॥

রূপদর্পিতঃ বিরূপাঙ্গিরসঃ (বিরূপান্ আঙ্গিরসঃ অঙ্গিরোগোত্রোৎপন্নান্) ঋষীন্ প্রাহসং (হসিতবান্ অস্মি)। প্রলব্ধৈঃ (উপহসিতৈঃ) তৈঃ (ঋষিভিঃ) ইমাং যোনিং স্বেন পাপ্মনা প্রাপিতঃ (অস্মি) ॥ ১৩ ॥

রূপমদে মত্ত হইয়া বিরূপ অঙ্গিরোগোত্রোৎপন্ন আঙ্গিরস নামক ঋষিগণকে উপহাস করি। এইরূপে অপমানিত ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এই সর্পদেহ প্রাপ্ত করাইলেন। আমি নিজ পাপেই এই নিন্দিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৩ ॥

শাপো মেঽনুগ্রহায়ৈব কৃতস্তৈঃ করুণাত্মভিঃ।
যদহং লোকগুরুণা পদা স্পৃষ্টো হতাশুভঃ ॥ ১৪ ॥

করুণাত্মভিঃ তৈঃ (ঋষিভিঃ) মে (মম) অনুগ্রহায় এব শাপঃ কৃতঃ, যৎ (যস্মাৎ) অহং লোকগুরুণা (ত্বয়া) পদা স্পৃষ্টঃ (তেন) হতাশুভঃ (চ জাতঃ) ॥ ১৪ ॥

করুণস্বভাব ঐ ঋষিগণ আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থই আমাকে শাপ দিয়াছিলেন, যেহেতু সেই শাপ বশতঃই লোকগুরু আপনি আমাকে শ্রীচরণ দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং তাহাতেই আমার শাপেরও অবসান হইল ॥ ১৪ ॥

তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহম্।
আপৃচ্ছে শাপনির্ম্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্ ॥ ১৫ ॥

(হে) অমীবহন্ (সর্ব্বপাপনিবারক), পাদস্পর্শাৎ শাপনির্ম্মুক্তঃ অহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহং তং ত্বা (ত্বাম্) আপৃচ্ছে (স্বলোকগমনায় অনুজ্ঞাং যাচে) ॥ ১৫ ॥

হে সর্ব্বপাপনিবারক, আমি আপনার শ্রীচরণস্পর্শে শাপনির্ম্মুক্ত হইয়াছি। আপনি সংসারভয়ে ভীত শরণাগত জন সকলের সকল ভয়ই নিবারণ করিয়া থাকেন। আমি এক্ষণে স্বলোকগমনার্থ আপনার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৫ ॥

প্রপন্নোঽস্মি মহাযোগিন্ মহাপুরুষ সৎপতে।
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর ॥ ১৬ ॥

(হে) মহাযোগিন্, মহাপুরুষ, সৎপতে, সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর, কৃষ্ণ, (অহং) প্রপন্নঃ (অস্মি), মাম্ অনুজানীহি (স্বলোকগমনায় অনুজ্ঞাং দেহি) ॥ ১৬ ॥

হে মহাযোগিন্, মহাপুরুষ, সৎপতে, সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ,

আমি আপনার শরণাগত, আমাকে নিজলোক গমনে আজ্ঞা প্রদান করুন ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মদণ্ডাদ্ বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুতদর্শনাৎ।
যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥ ১৭ ॥

(হে) অচ্যুত, তে (তব) দর্শনাৎ অহং সদ্যঃ ব্রহ্মদণ্ডাৎ বিমুক্তঃ (জাতঃ তৎ এতৎ ন আশ্চর্য্যম্)। যন্নাম (যস্য তব নাম) গৃহ্ণন্ (উচ্চরন্ পুমান্) অখিলান্ শ্রোতৄন্ আত্মানং চ সদ্যঃ এব পুনাতি তস্য তে (তব) পদা স্পৃষ্টঃ (অহং পূতঃ ইতি) কিং ভূয়ঃ (পুনঃ বক্তব্যং) হি ॥ ১৭ ॥

হে অচ্যুত, তোমার দর্শনে যে আমি সদ্য ব্রহ্মদণ্ড হইতে বিমুক্ত হইলাম, ইহা আশ্চর্য্য নয়। তোমার নাম উচ্চারণমাত্র মনুষ্য নিখিল শ্রোতাকে ও আত্মাকে যখন সদ্য পবিত্র করে, তখন আমি যে তোমার শ্রীচরণস্পর্শে পবিত্র হইব, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ॥ ১৭ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবাদ্য চ।
সুদর্শনো দিবং যাতঃ কৃচ্ছ্রান্নন্দশ্চ মোচিতঃ ॥ ১৮ ॥

শুকঃ উবাচ;—ইতি (এবং) সুদর্শনঃ (বিদ্যাধরঃ) দাশার্হং (শ্রীকৃষ্ণম্) অনুজ্ঞাপ্য (পৃষ্ট্বা) পরিক্রম্য অভিবাদ্য চ দিবং (স্বর্গং) যাতঃ (গতঃ) নন্দঃ (চ) কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টাৎ) মোচিতঃ (বভূব) ॥ ১৮ ॥

শুকদেব কহিলেন;—এইপ্রকারে সুদর্শন বিদ্যাধর শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণানন্তর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে গোপরাজ নন্দও সেই সর্পগ্রাসের ক্লেশ হইতে মোচিত হইলেন ॥ ১৮ ॥

নিশাম্য কৃষ্ণস্য তদাত্মবৈভবং
ব্রজৌকসো বিস্মিতচেতসস্ততঃ।
সমাপ্য তস্মিন্ নিয়মং পুনর্ব্রজং
নৃপাযযুস্তৎ কথয়ন্ত আদৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

(হে) নৃপ, তদাত্মবৈভবং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আত্মবৈভবং স্বকীয়ম্ অসাধারণং প্রভাবং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতচেতসঃ ব্রজৌকসঃ তস্মিন্ (অম্বিকাবনে) নিয়মং সমাপ্য আদৃতাঃ (আদরযুক্তাঃ) তৎ (এব বৈভবং) কথয়ন্তঃ ততঃ (স্থানাৎ) পুনঃ ব্রজম্ আযযুঃ ॥ ১৯ ॥

হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের সেই অসাধারণ প্রভাব অবলোকন করিয়া বিস্মিতচিত্ত ব্রজবাসী সকল ঐ অম্বিকাবনে যে কিছু নিয়ম কর্ত্তব্য তাহা সমাপন পূর্ব্বক সাদরে উক্ত শ্রীকৃষ্ণবৈভব পরস্পর আলোচনা করিতে করিতে ঐ স্থান হইতে পুনর্ব্বার ব্রজে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতু র্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্ ॥ ২০ ॥

অথ কদাচিৎ অদ্ভুতবিক্রমঃ গোবিন্দঃ রামঃ চ বনে রাত্র্যাং ব্রজযোষিতাং মধ্যগৌ (সন্তৌ) বিজহ্রতুঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর কোন এক সময়ে অদ্ভুতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বনে রাত্রিকালে ব্রজরমণীগণে পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন ॥ ২০ ॥

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥ ২১ ॥

বদ্ধসৌহৃদৈঃ (বদ্ধং সৌহৃদং প্রেম যৈঃ তৈঃ) স্ত্রীজনৈঃ ললিতং (যথা স্যাৎ তথা) উপগীয়মানৌ স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ (স্বলঙ্কৃতৌ চ তৌ অনুলিপ্তানি অঙ্গানি যয়োঃ তৌ) স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ (বিরজসী অম্বরে যয়োঃ তৌ রামকৃষ্ণৌ বিজহ্রতুঃ) ॥ ২১ ॥

প্রেমনিবদ্ধ ব্রজরমণীগণ কর্ত্তৃক ললিতস্বরে উপগীয়মান স্বলঙ্কৃত চন্দনালিপ্তদেহ মাল্যধারী নির্ম্মলবসনপরিহিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্।
মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥ ২২ ॥

উদিতোড়ুপতারকম্ (উদিতঃ উড়ুপঃ চন্দ্রঃ তারকাঃ চ যস্মিন্ তৎ) মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং (মল্লিকানাং গন্ধেন মত্তৈঃ অলিভিঃ জুষ্টং সেবিতং)

কুমুদবায়ুনা (কুমুদগন্ধযুক্তেন বায়ুনা চ জুষ্টং) নিশামুখং মানয়ন্তৌ (প্রশংসন্তৌ রামকৃষ্ণৌ বিজহ্রতুঃ) ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব উদিত শশধর ও তারকা বিশিষ্ট মল্লিকা-কুসুমগন্ধে উন্মত্ত ভ্রমরপঙ্‌ক্তিসমন্বিত এবং কুমুদগন্ধযুক্তসমীরণান্বিত প্রদোষ সময়ের প্রশংসা করিতে করিতে বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥

জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্ ॥ ২৩ ॥

স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং (স্বরমণ্ডলস্য স্বরসমূহস্য মূর্চ্ছিতম্ আরোহণাবরোহণ-প্রকারং) যুগপৎ কল্পয়ন্তৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলং (মনঃশ্রবণয়োঃ মঙ্গলং যথা স্যাৎ তথা) জগতুঃ (অগায়তাম্) ॥ ২৩ ॥

তাঁহারা যুগপৎ স্বরমণ্ডলের মূর্চ্ছনা সহকারে সর্ব্বভূতের শ্রবণ-মনোহর ও মনোমোহন গীত আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩ ॥

গোপ্যস্তদ্‌গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্ নৃপ।
স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ ॥ ২৪ ॥

(হে) নৃপ, (তয়োঃ) তৎ গীতম্ আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) মূর্চ্ছিতাঃ (মোহং গতাঃ) গোপ্যঃ ততঃ (তস্মাৎ মোহাৎ) স্রংসদ্দুকূলং (স্রংসৎ ভ্রশ্যৎ দুকূলং যস্মাৎ তথাভূতং) স্রস্তকেশস্রজং (স্রস্তাঃ ভ্রষ্টাঃ কেশেভ্যঃ স্রজঃ যস্য তথাভূতং চ) আত্মানং (দেহং) ন অবিদন্ ॥ ২৪ ॥

হে রাজন্, তাঁহাদিগের সেই গীত শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত গোপী সকল মোহবশতঃ অঙ্গ হইতে স্খলিতবস্ত্র ও কেশ হইতে গলিতমাল্য নিজ দেহকেও জানিতে পারেন নাই ॥ ২৪ ॥

এবং বিক্রীড়তোঃ স্বৈরং গায়তোঃ সংপ্রমত্তবৎ।
শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতো ধনদানুচরোঽভ্যগাৎ ॥ ২৫ ॥

এবং স্বৈরং (যথেষ্টং) সংপ্রমত্তবৎ (রামকৃষ্ণয়োঃ) বিক্রীড়তোঃ গায়তোঃ (চ সতোঃ) শঙ্খচূড় ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ (কথিতঃ) ধনদানুচরঃ অভ্যগাৎ ॥ ২৫ ॥

এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব সম্যক্ প্রমত্তের ন্যায় যথেচ্ছ গান ও বিহার করিতেছেন ইত্যবসরে শঙ্খচূড় নামে প্রসিদ্ধ কুবের-ভৃত্য যক্ষ সেই স্থানে আগমন করিল ॥ ২৫ ॥

তয়োর্নিরীক্ষতো রাজংস্তন্নাথং প্রমদাগণম্।
ক্রোশন্তং কালয়ামাস দিশ্যুদীচ্যামশঙ্কিতঃ ॥ ২৬ ॥

(হে) রাজন্, তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) নিরীক্ষতোঃ (নিরীক্ষমাণয়োঃ এব সতোঃ তৌ অনাদৃত্য) অশঙ্কিতঃ (নির্ভয়ঃ সঃ শঙ্খচূড়ঃ) তন্নাথং (তৌ নাথৌ স্বামিনৌ যস্য তং) ক্রোশন্তং (রোদনপূর্ব্বকমাহ্বয়ন্তং) প্রমদাগণম্ উদীচ্যাং দিশি কালয়ামাস (হঠাৎ প্রেরয়ামাস) ॥ ২৬ ॥

হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সমক্ষেই তাঁহাদিগের দুইজনকে অবজ্ঞা করিয়া ঐ শঙ্খচূড় নির্ভয়ে তাঁহাদিগের রক্ষিতা ও রোদন পূর্ব্বক আহ্বানকারিণী কতিপয় গোপীকে অকস্মাৎ উত্তর দিকে লইয়া যাইতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

ক্রোশন্তং কৃষ্ণ রামেতি বিলোক্য স্বপরিগ্রহম্।
যথা গা দস্যুনা গ্রস্তা ভ্রাতরাবন্বধাবতাম্ ॥ ২৭ ॥

দস্যুনা গ্রস্তাঃ গাঃ যথা (তথা) স্বপরিগ্রহং (স্বকীয়ত্বেন পরিগৃহীতং স্ত্রীজনং কৃষ্ণ রাম ইতি (এবং) ক্রোশন্তং বিলোক্য ভ্রাতরৌ (রামকৃষ্ণৌ) অন্বধাবতাম্ ॥ ২৭ ॥

দস্যু কর্ত্তৃক ধৃত গাভিদিগের ন্যায় স্বকীয়রূপে পরিগৃহীত স্ত্রীগণকে "হে কৃষ্ণ হে রাম" এই বলিয়া চীৎকার করিতে শুনিয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম উক্ত যক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

মা ভৈষ্টেত্যভয়ারাবৌ শালহস্তৌ তরস্বিনৌ।
আসেদতুস্তং বলিনৌ ত্বরিতং গুহ্যকাধমৌ ॥ ২৮ ॥

মা ভৈষ্ট ইতি অভয়ারাবৌ (অভয়ঃ ভয়নিবর্ত্তকঃ আরাবঃ শব্দঃ যয়োঃ তৌ) শালহস্তৌ তরস্বিনৌ (বেগবন্তৌ) বলিনৌ (রামকৃষ্ণৌ) ত্বরিতং (যথা ভবতি তথা) তং গুহ্যকাধমম্ আসেদতুঃ (প্রাপ্তবন্তৌ) ॥ ২৮ ॥

"ভয় নাই, ভয় নাই", এই প্রকার অভয় প্রদান করিতে করিতে শালবৃক্ষহস্ত বেগবন্ত বলশালী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ত্বরিতগতি ঐ যক্ষাধমের নিকটস্থ হইলেন ॥ ২৮ ॥

স বীক্ষ্য তাবনুপ্রাপ্তৌ কালমৃত্যু ইবোদ্বিজন্।
বিসৃজ্য স্ত্রীজনং মূঢ়ঃ প্রাদ্রবৎ জীবিতেচ্ছয়া ॥ ২৯ ॥

মূঢ়ঃ সঃ (শঙ্খচূড়ঃ) কালমৃত্যূ ইব তৌ (রামকৃষ্ণৌ) অনুপ্রাপ্তৌ বীক্ষ্য উদ্বিজন্ (বিভ্যৎ)) জীবিতেচ্ছয়া স্ত্রীজনং বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) প্রাদ্রবৎ (পলায়িতঃ) ॥ ২৯ ॥

মূঢ় শঙ্খচূড় কাল ও মৃত্যুর তুল্য শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সমাগত দেখিয়া ভীত হইয়া স্বীয় প্রাণরক্ষার্থ স্ত্রীদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল ॥ ২৯ ॥

তমন্বধাবদ্ গোবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি।
জিহীর্ষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়োঃ বলঃ ॥ ৩০ ॥

সঃ (শঙ্খচূড়ঃ) যত্র যত্র ধাবতি (তত্র তত্র) গোবিন্দঃ তচ্ছিরোরত্নং জিহীর্ষুঃ (হর্ত্তুম্ ইচ্ছুঃ সন্) তম্ অন্বধাবৎ। বলঃ (তু) স্ত্রিয়ঃ রক্ষন্ (তত্র এব) তস্থৌ ॥ ৩০ ॥

শঙ্খচূড় যে যে দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণও তাহার শিরোরত্নহরণাভিলাষে সেই সেই দিকে তাহার অনুধাবন করিতে লাগিলেন। বলরাম স্ত্রীদিগের রক্ষার্থ সেই স্থানেই রহিলেন ॥ ৩০ ॥

অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ।
জহার মুষ্টিনৈবাঙ্গ সহচূড়ামণিং বিভুঃ ॥ ৩১ ॥

অঙ্গ (হে রাজন্), বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অবিদূর ইব (সমীপ এব) অভ্যেত্য (অভিমুখমাগত্য) সহচূড়ামণিং (চূড়ামণিসহিতং) তস্য দুরাত্মনঃ (শঙ্খ-চূড়স্য) শিরঃ মুষ্টিনা এব জহার ॥ ৩১ ॥

হে রাজন্, বিভু শ্রীকৃষ্ণ অধিক দূর যাইতে না যাইতেই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চূড়ামণির সহিত ঐ দুরাত্মা শঙ্খচূড়ের মস্তক মুষ্টি দ্বারা খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১ ॥

শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্বরম্।
অগ্রজায়াদদাৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥ ৩২ ॥

এবং শঙ্খচূড়ং নিহত্য ভাস্বরং (তেজোযুক্তং) মণিং (তচ্ছিরোমণিম্) আদায় (আগত্য) যোষিতাং চ পশ্যন্তীনাং (সতীনাং) প্রীত্যা অগ্রজায় (রামায়) অদদাৎ (দদৌ) ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শঙ্খচূড়কে নিহত করিয়া তাহার উজ্জ্বল শিরোমণি গ্রহণানন্তর আসিয়া স্ত্রীদিগের সমক্ষেই প্রীতিসহকারে ঐ শিরোমণি বলরামকে অর্পণ করিলেন॥ ৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শঙ্খচূড়বধো নাম
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

বাদরায়ণিরুবাচ ।

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;—কৃষ্ণে বনং যাতে (সতি) তং (কৃষ্ণম্) অনু দ্রুতচেতসঃ (দ্রুতম্ আসক্তং চেতঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যঃ দুঃখেন বাসরান্ নিন্যুঃ ॥ ১ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বনগমনকালে ব্রজরমণীগণ কর্ত্তৃক যুগ্মশ্লোকে তদীয় গুণগান দ্বারা দুঃখে দিনযাপন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ॥•

শুকদেব কহিলেন ;—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করিলে তাঁহার প্রতি আসক্তচিত্ত গোপী সকল তদীয় লীলা গান করিতে করিতে অত্যন্ত দুঃখে দিনযাপন করিতেন ॥ ১ ॥

গোপ্য ঊচুঃ ।

বামবাহুকৃতবামকপোলো বল্গিতভ্রুরধরাপিতবেণুম্ ।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥
ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ ।
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥ ৩ ॥

গোপ্যঃ ঊচুঃ,—(হে) গোপ্যঃ, বামবাহুকৃতবামকপোলঃ বল্গিতভ্রুঃ মুকুন্দঃ কোমলাঙ্গুলিভিঃ আশ্রিতমার্গম্ অধরার্পিতবেণুং যত্র (যদা) ঈরয়তি (বাদয়তি তদা) সিদ্ধৈঃ সহ (বর্ত্তমানাঃ) ব্যোমযানবনিতাঃ তৎ (বেণুগীতম্) উপধার্য্য (শ্রুত্বা প্রথমং) বিস্মিতাঃ (ততঃ) কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ অপস্মৃতনীব্যঃ সলজ্জাঃ (চ সত্যঃ) কশ্মলং (মোহং) যযুঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

গোপীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন ;—হে গোপীগণ, বামবাহুমূলে বিন্যস্তবামকপোল নর্ত্তিতভ্রূযুগল শ্রীকৃষ্ণ সুকোমল অঙ্গুলি সমূহ দ্বারা বেণুর ছিদ্রসকল আশ্রয়ানন্তর যখন উহা স্বাধরে অর্পণ পূর্ব্বক বাদন করিতে থাকেন, তখন নিজ পতি সিদ্ধগণের সহিত

বর্ত্তমান ব্যোমযানস্থিত সুরস্ত্রীসকল ঐ বেণুগীত শ্রবণে বিস্মিত কন্দর্পশরে সমর্পিতমানস স্খলিতকটিবসন ও লজ্জান্বিত হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥

হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ।
নন্দসূনুরয়মার্ত্তজনানাং নর্ম্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥ ৪ ॥
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥ ৫ ॥

(হে) অবলাঃ, ইদম্ (অস্মাভিঃ কথ্যমানং) হন্ত চিত্রম্ (অতিবিচিত্রং) শৃণুত। হারহাসঃ উরসি স্থিরবিদ্যুৎ অয়ং নন্দসূনুঃ আর্ত্তজনানাং নর্ম্মদঃ সন্ যর্হি কূজিতবেণুঃ (ভবতি তদা) ব্রজবৃষাঃ মৃগগাবঃ (চ) আরাৎ (দূরাৎ এব) বেণুবাদ্যহৃতচেতসঃ বৃন্দশঃ দন্তদষ্টকবলাঃ ধৃতকর্ণাঃ নিদ্রিতাঃ (ইব) লিখিতচিত্রম্ ইব আসন্ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

হে অবলাগণ, আমাদিগের কর্ত্তৃক কথ্যমান এই অতিবিচিত্র কথা শ্রবণ কর। হারবৎ বিশদ হাস্যযুক্ত, স্থিরবিদ্যুতের ন্যায় বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীরেখাসমন্বিত, আর্ত্তজনের আনন্দদায়ক, এই নন্দনন্দন যখন বেণুবাদন করিতে থাকেন, তখন ব্রজের গাভী বৃষ ও মৃগ সকল দলে দলে দূর হইতেই বেণুবাদ্য দ্বারা হৃতচিত্ত দন্তসংলগ্নতৃণগ্রাস উদ্ধৃতকর্ণ ও নিদ্রিতের ন্যায় হইয়া চিত্রলিখিতের তুল্য ভাব ধারণ করে ॥ ৪ ॥ ৫॥

বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈর্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈর্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ৬ ॥
তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥৭॥

(হে) আলি (সখি), বর্হিণঃ (ময়ূরস্য) স্তবকধাতুপলাশৈঃ বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ সবলঃ গোপৈঃ (চ সহ বর্ত্তমানঃ) সঃ মুকুন্দঃ কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) যত্র (বেণুনা) গাঃ সমাহ্বয়তি তর্হি (তদা) অনিলনীতং তৎপদাম্বুজরজঃ স্পৃহয়তীঃ (স্পৃহয়ন্ত্যঃ) সরিতঃ বৈ (নিশ্চিতং) বয়ম্ ইব অবহুপুণ্যাঃ (বস্তুতঃ) ভগ্নগতয়ঃ প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ (চ ভবন্তি) ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

হে সখি, ময়ুরের পুচ্ছ গৈরিক ও তরুপল্লব দ্বারা বিরচিত মল্ল-বেশানুকারী শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও অপরাপর গোপগণের সহিত, যখন বেণুবাদন পুরঃসর গাভিদিগকে আহ্বান করেন, তখন সমীরণচালিত তদীয় পাদপদ্মের রজঃ স্পর্শনে অভিলাষান্বিত সরিৎসকল দেখিলে বোধ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই আমাদিগের ন্যায় অল্পপুণ্য, যেহেতু তাহারা তাহাদিগের অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু ভগ্নগতি, প্রেমবশতঃ কম্পিততরঙ্গহস্ত ও নিশ্চলোদকমাত্র হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য্য আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তীর্বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি ॥ ৮ ॥
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৯ ॥

আদিপুরুষঃ ইব অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য্যঃ অচলভূতিঃ বনচরঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গিরিতটেষু চরন্তীঃ গাঃ যদা হি বেণুনা আহ্বয়তি তদা প্রণতভারবিটপাঃ পুষ্পফলাঢ্যাঃ প্রেমহৃষ্টতনবঃ বনলতাঃ তরবঃ (চ) আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ (প্রকাশমানং সূচয়ন্ত্যঃ) ইব মধুধারাঃ ববৃষুঃ স্ম ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণের ন্যায় অনুচরগণ কর্ত্তৃক সমনুবর্ণিতবীর্য্য নিশ্চলৈশ্বর্য্য বনচর সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরিতটসমূহে গাভি সকলকে আহ্বান করিতে থাকেন, তখন ভারাবনতশাখা পুষ্পফলান্বিত প্রেম-হৃষ্টশরীর বনলতা ও তরু সকল আপনাতে বিষ্ণু প্রকাশমান ইহা সূচনা করিতে করিতেই যেন মধুধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

দর্শনীয়তিলকো বনমালাদিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ।
অলিকুলৈরলঘুগীতমভীষ্টমাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ ॥ ১০ ॥
সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১১ ॥

দর্শনীয়তিলকঃ বনমালাদিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ অলিকুলৈঃ অলঘু (উচ্চৈঃ ক্রিয়মাণম্) অভীষ্টম্ (অনুকূলং) গীতম্ আদ্রিয়ন্ (আদরেণ গৃহ্নন্ শ্রীকৃষ্ণঃ) যর্হি (অধরে) সন্ধিতবেণুঃ (ভবতি) হন্ত (তর্হি) সরসি (যে) চারুগীত-

হৃতচেতসঃ যতচিত্তাঃ সারসহংসবিহঙ্গাঃ তে এত্য (আগত্য) ধৃতমৌনাঃ মীলিতদৃশঃ (চ সন্তঃ) হরিম্ উপাসতে ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

সুন্দর তিলকধারী শ্রীকৃষ্ণ বনমালাস্থিত দিব্যগন্ধযুক্ত তুলসীর মধু দ্বারা মত্ত ভ্রমরনিকরের উচ্চ অনুকূল গীত সাদরে গ্রহণ করিতে করিতে যখন নিজ অধরে বেণুসংযোগ পূর্ব্বক গান করিতে আরম্ভ করেন, তখন সরোবরে মনোহর গীতে সমাকৃষ্টচিত্ত সংযতমানস সারস হংস প্রভৃতি বিহঙ্গম সকল সমাগত হইয়া মৌনভাবে নিমীলিত-নেত্রে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্ ॥ ১২ ॥
মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা মন্দমন্দমনুগর্জ্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভিশ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্ ॥ ১৩ ॥

(হে) ব্রজদেব্যঃ, সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ ক্ষিতিভৃতঃ (গোবর্দ্ধনস্য) সানুষু (বর্ত্তমানঃ) জাতহর্ষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যর্হি (যদা) বিশ্বং হর্ষয়ন্ বেণুরবেণ উপরম্ভতি (নিনাদয়তি তদা) মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতাঃ মেঘঃ (বেণুরবম্) অনু মন্দমন্দং গর্জ্জতি ছায়য়া প্রতপত্রং (প্রতপাৎ আতপাৎ ত্রায়তে ইতি প্রতপত্রং ছত্রং) বিদধৎ (কুর্ব্বন্) সুমনোভিঃ সুহৃদম্ অভ্যবর্ষৎ (চ) ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

হে ব্রজদেবীগণ, মাল্যরচিতকর্ণভূষণবিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ যখন বল-রামের সহিত হর্ষান্বিত হইয়া গোবর্দ্ধন গিরির সানুদেশে অবস্থান পূর্ব্বক বিশ্বকে আনন্দিত করিবার নিমিত্ত বেণুধ্বনি দ্বারা নিনাদিত করেন, তখন মহদতিক্রমশঙ্কিতচিত্ত জলধর ঐ বেণুধ্বনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দ মন্দ গর্জ্জন ও ছায়া দ্বারা ছত্রকার্য্যসম্পাদন পূর্ব্বক পুষ্পবর্ষণ করিতে থাকে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

বিবিধগোপরমণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য উরুধানিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥ ১৪ ॥
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রসর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥ ১৫ ॥

(হে) সতি (যশোদে), বিবিধগোপরমণেষু বিদগ্ধঃ তব সুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অধরবিম্বে (বিম্বতুল্যে রক্তে অধরে) দত্তবেণুঃ (দত্তঃ নিহিতঃ বেণুঃ যেন তথাভূতঃ সন্) বেণুবাদ্যে (বেণুবাদ্যবিষয়ে) উরুধানিজশিক্ষাঃ (উরুধা বহুপ্রকারা নিজা এব শিক্ষা যাসু তাঃ) স্বরজাতীঃ (স্বরালাপভেদান্) যদা অনয়ৎ (তদা) তৎ (স্বরজাতীঃ) উপধার্য্য (সম্যক্ আকর্ণ্য) সবনশঃ (মন্দমধ্যতারভেদেন ক্রমশঃ যতঃ গীতধ্বনিঃ আগতঃ ততঃ) আনত-কন্ধরচিত্তাঃ অনিশ্চিততত্ত্বাঃ শক্রসর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ কবয়ঃ সুরেশাঃ কশ্মলং (মোহং) যযুঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

হে সতি যশোদে, বিবিধ গোপক্রীড়ায় নিপুণ তোমার তনয় শ্রীকৃষ্ণ যখন বিম্বসদৃশ রক্তিম অধরে বেণুসংযোগ পূর্ব্বক বেণুবাদ্য বিষয়ে বহুপ্রকার স্বরচিত স্বরালাপ উন্নয়ন করিতে থাকেন, তখন ঐ সকল স্বরালাপ সম্যক্ শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ উক্ত গীতধ্বনির দিকে কন্ধর ও চিত্ত আনত করিয়া ইন্দ্র শঙ্কর ও প্রজাপতি প্রভৃতি জ্ঞানসম্পন্ন সুরেশ্বর সকল স্বরালাপের তত্ত্বনিশ্চয়ে অসামর্থ্য বশতঃ মোহিত হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্রনীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং বর্ষ্মধুর্য্যগতিরীরিতবেণুঃ ॥ ১৬ ॥
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাসবীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ১৭ ॥

ধ্বজবজ্রনীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ নিজপদাব্জদলৈঃ ব্রজভুবঃ খুরতোদং (গোখুরা-ক্রমণব্যথাং শময়ন্ বর্ষ্মধুর্য্যগতিঃ (বর্ষ্মণা শরীরেণ ধুর্য্যঃ গজঃ তদ্বৎ গতিঃ যস্য সঃ) ঈরিতবেণুঃ (বাদিতবেণুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যৎ) ব্রজতি (তেন নিমিত্তেন) সবিলাসবীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ বয়ং কুজগতিং (বৃক্ষগতিং) গমিতাঃ (সত্যঃ) কশ্মলেন (মোহেন) বসনং কবরং বা ন বিদামঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

বৃহৎকায় গজরাজের ন্যায় গতিশালী শ্রীকৃষ্ণ যখন বেণুবাদন পুরঃসর ব্রজভূমির গোখুরাক্রমণজনিত ব্যথা নিরারণ করিতে করিতে ধ্বজ বজ্র পদ্ম ও অঙ্কুশ প্রভৃতি বিচিত্র চিহ্ন সকল অঙ্কন সহকারে গমন করিতে থাকেন, তখন আমরা তাঁহার সবিলাস নিরীক্ষণ দ্বারা

সঞ্জাতকামবেগ ও প্রাপিততরুগতি হইয়া মোহবশতঃ কবরী বা বসন পর্য্যন্তও অনুসন্ধান করিতে পারি না॥ ১৬॥ ১৭॥

মণিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ।
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ॥১৮॥
ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।
গুণগণার্ণমনুগম্য হরিণ্যো গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥১৯॥

মণিধরঃ দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ মালয়া (উপলক্ষিতঃ) ক্বচিৎ (প্রদেশে তৈঃ মণিভিঃ) গাঃ আগণয়ন্ (আ সমন্তাৎ গণয়ন্) প্রণয়িনঃ (প্রিয়স্য) অনুচরস্য (সখ্যুঃ) অংসে (স্কন্ধে) ভুজং প্রক্ষিপন্ (স্থাপয়ন্) যত্র (যদা) কদা (কদাচিৎ) অগায়ত (তদা তত্র) ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ হরিণ্যঃ গুণগণার্ণং (তং) কৃষ্ণম্ অনুগম্য বিমুক্তগৃহাশাঃ গোপিকাঃ ইব অন্বসত (অন্বাসত, সর্ব্বতঃ আবৃত্য স্থিতাঃ)॥ ১৮॥ ১৯॥

মণিধারী প্রিয়গন্ধযুক্তুতুলসীমালাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রদেশে মণিদ্বারা গাভিসকল গণনা করিতে করিতে প্রিয় সখার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক যখন গান করিতে থাকেন, তখন তদীয় বেণুধ্বনি দ্বারা সমাকৃষ্টচিত্ত কৃষ্ণসারপত্নী হরিণী সকল গুণগণসাগর শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন পূর্ব্বক পরিত্যক্তগৃহাশা গোপিকাদিগের ন্যায় তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে॥ ১৮॥ ১৯॥

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেশো গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার॥ ২০॥
মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং মানয়ন্ মলয়জস্পর্শেন।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ॥ ২১॥

(হে) অনঘে, কুন্দদামকৃতকৌতুকবেশঃ গোপগোধনবৃতঃ প্রণয়িনাং নর্ম্মদঃ (হর্ষদঃ) তব বৎসঃ নন্দসূনুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ যদা) যমুনায়াং বিজহার (তদা) মলয়জস্পর্শেন (তং) মানয়ন্ মন্দবায়ুঃ অনুকূলং (যথা ভবতি তথা) উপবাতি (বীজয়তি। কিঞ্চ) বন্দিনঃ (ইব) যে উপদেবগণাঃ (তে) বাদ্যগীতবলিভিঃ তং পরিবব্রুঃ (পরিতঃ উপাসতে)॥ ২০॥ ২১॥

হে অনঘে, গোপীদিগের উৎসবার্থ কুন্দকুসুমরচিতবেশবিশিষ্ট গোপগোধনপরিবৃত সখা গোপবালকগণের আনন্দপ্রদ তোমার তনয় শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাতে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন চন্দন-বনবাহী মন্দবায়ু তাঁহার সম্মানার্থ অনুকূলভাবে বহিয়া তাঁহাকে বীজন করিতে থাকে। আর বন্দীর তুল্য উপদেবতা সকল বাদ্য গীত ও বলি দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার উপাসনা করিতে থাকে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্ত্তিঃ ॥২২॥
উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনামুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ দেবকীজঠরভূরুড়ুরাজঃ ॥ ২৩ ॥

যৎ (যস্মাৎ) অগধ্রঃ (গোবর্দ্ধনোদ্ধরণঃ অতঃ) ব্রজগবাং বৎসলঃ (হিত-কারী) বৃদ্ধৈঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) পথি বন্দ্যমানচরণঃ অনুগেড়িতকীর্ত্তিঃ গীতবেণুঃ দিনান্তে কৃৎস্নগোধনম্ উপোহ্য (একীকৃত্য) শ্রমরুচা (শ্রমযুক্তয়া কান্ত্যা) অপি দৃশীনাম্ (অস্মন্নেত্রাণাম্) উৎসবং (হর্ষম্) উন্নয়ন্ (উচ্চৈঃ প্রাপয়ন্) খুররজশ্ছুরিতস্রক্ দেবকীজঠরভূঃ উড়ুরাজঃ (সঃ) এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সুহৃদাশিষঃ (সুহৃদাম্ অস্মাকম্ আশিষঃ মনোরথস্য) দিৎসয়া এতি (আগচ্ছতি) ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

গোবর্দ্ধনধারণহেতু ব্রজে নিবদ্ধ গাভীদিগের ন্যায় আমাদিগের হিতকারী, পথিমধ্যে ব্রহ্মাদি প্রাচীন দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিতচরণ, অনুচরগণ কর্ত্তৃক স্তুতকীর্ত্তি, বেণুবাদনপরায়ণ, দিনান্তে সমস্ত গোধন একত্র করিয়া শ্রমযুক্ত কান্তি দ্বারাও আমাদিগের নয়নের অতিশয় আনন্দদায়ক, গবাদি পশুগণের খুরোদ্ধৃত ধূলি দ্বারা ভূষিতমাল্য, দেবকীগর্ব্ভসাগরোৎপন্ন গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ অস্মদাদি সুহৃদ্বর্গের মনোরথপূরণার্থ আগমন করিতেছেন ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

মদঘূর্ণিতলোচন ঈষন্মানদঃ সুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা ॥ ২৪ ॥
যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্॥২৫

ঈষৎ মদঘূর্ণিতলোচনঃ সুহৃদাং মানদঃ বনমালী বদরপাণ্ডুবদনঃ কনক-কুণ্ডললক্ষ্ম্যা মৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্ দ্বিরদরাজবিহারঃ মুদিতবক্ত্রঃ এষঃ যদুপতিঃ দিনান্তে ব্রজগবাং দুরন্তং দিনতাপং মোচয়ন্ যামিনীপতিঃ ইব উপযাতি ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

ঈষৎ মদঘূর্ণিতলোচন, সুহৃদ্‌গণের মানদ, বনমালাধারী, বদরীতুল্য-পাণ্ডুবর্ণবদন, কনককুণ্ডলশোভা দ্বারা মৃদুতর গণ্ডস্থলের মণ্ডনকারী, করিরাজগতি, প্রফুল্লবদন, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ দিনান্তে ব্রজবাসী গাভী-দিগের তুল্য অস্মদাদি গোপগোপীদিগের দুরন্ত দিনতাপ মোচনের নিমিত্ত নিশানাথের ন্যায় উত্থিত হইতেছেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

শুক উবাচ।

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥ ২৬ ॥

শুকঃ উবাচ ;—(হে) রাজন্, তচ্চিত্তাঃ তন্মনস্কাঃ মহোদয়াঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ অহঃসু এবং কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ (কৃষ্ণলীলাঃ এব গায়ন্ত্যঃ) রেমিরে ॥ ২৬ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণগতজীবিতা তন্মনস্কা, মহাভাগ্যবতী ব্রজযুবতী সকল তাঁহারই লীলা গান করিতে করিতে দিবসেও ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীবৃন্দাবনলীলায়াং গোপিকা-গীতির্নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ।

মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ খুরবিক্ষতাম্ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—অথ (যদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ পুনঃ রাসার্থমুদ্যতঃ) তর্হি (তদা) মহাককুৎকায়ঃ (মহান্তৌ ককুৎকায়ৌ যস্য সঃ) অরিষ্টঃ (অরিষ্টনামা) বৃষভাসুরঃ (বৃষভাকৃতিরসুরঃ) খুরবিক্ষতাং (স্বখুরৈঃ বিক্ষতাং বিদারিতাং) মহীং কম্পয়ন্ গোষ্ঠং (ব্রজম্) আগতঃ ॥ ১ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে অরিষ্টবধ দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া কংসের মন্ত্রণা ও রামকৃষ্ণের আনয়নার্থ অক্রূরের প্রতি আদেশ বর্ণিত হইয়াছে ॥

শুকদেব কহিলেন;—অনন্তর যৎকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনশ্চ রাসার্থ উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে বৃহদাকার ও প্রকাণ্ড ককুৎ-সম্পন্ন বৃষভাকার অরিষ্টনামক অসুর নিজ খুর দ্বারা বিক্ষত পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে গোষ্ঠে আগমন করিল ॥ ১ ॥

রম্ভমাণঃ খরতরং পদা চ বিলিখন্ মহীম্।

উদ্যম্য পুচ্ছং বপ্রাণি বিষাণাগ্রেণ চোদ্ধরন্।

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শকৃন্মুঞ্চন্ মূত্রয়ন্ স্তব্ধলোচনঃ ॥ ২ ॥

খরতরং (কর্কশং যথা ভবতি তথা) রম্ভমাণঃ (বৃষজাতিশব্দং কুর্ব্বন্) পদা চ মহীং বিলিখন্ (বিদারয়ন্) পুচ্ছম্ উদ্যম্য (উৰ্দ্ধং কৃত্বা) বিষাণাগ্রেণ বপ্রাণি (উন্নতস্থলানি) চ উদ্ধরন্ (উৎক্ষিপন্) কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ (ঈষদীষৎ) শকৃৎ (পুরীষং) মুঞ্চন্ (তথা) মূত্রয়ন্ (মূত্রম্ উৎসৃজন্) স্তব্ধলোচনঃ (স্তব্ধে নিমেষরহিতে লোচনে যস্য সঃ) ॥ ২ ॥

সে বৃষজাতীয় কর্কশ শব্দ করিতে করিতে ও পদ দ্বারা ক্ষিতি-তল বিক্ষত করিতে করিতে পুচ্ছ উত্থাপনানন্তর শৃঙ্গাগ্র দ্বারা উন্নত স্থান সকল উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মলত্যাগ ও মূত্রত্যাগ সহকারে নির্নিমেষ নয়নে গোষ্ঠে আগমন করিল ॥ ২ ॥

যস্য নির্হ্রাদিতেনাঙ্গ নিষ্ঠুরেণ গবাং নৃণাম্।
পতন্ত্যকালতো গর্ভাঃ স্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ।
নির্বিশন্তি ঘনা যস্য ককুদ্যচলশঙ্কয়া॥ ৩॥

অঙ্গ (হে রাজন্), যস্য নিষ্ঠুরেণ (ভয়ঙ্করেণ) নির্হ্রাদিতেন (শব্দেন) গবাং নৃণাং (নারীণাং চ) গর্ভাঃ অকালতঃ (প্রসূতিসময়ং বিনৈব) ভয়েন বৈ (নিশ্চিতং) স্রবন্তি পতন্তি স্ম। যস্য ককুদি (গলপৃষ্ঠমাংসপিণ্ডে) অচল-শঙ্কয়া ঘনাঃ নিবিশন্তি॥ ৩॥

হে রাজন্, যাহার ভয়ঙ্কর শব্দে গাভিদিগের ও নারীদিগের গর্ভ সকল অকালে ভয়ে স্রুত ও পতিত হইয়া থাকে। এবং যাহার গলপৃষ্ঠস্থ মাংসপিণ্ডে মেঘ সকল পর্ব্বতাশঙ্কায় অবস্থিতি করিয়া থাকে॥ ৩॥

তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গমুদ্বীক্ষ্য গোপ্যো গোপাশ্চ তত্রসুঃ।
পশবো দুদ্রুবুর্ভীতা রাজন্ সংত্যজ্য গোকুলম্॥ ৪॥

(হে) রাজন্, তীক্ষ্ণশৃঙ্গং তম্ উদ্বীক্ষ্য গোপ্যঃ গোপাঃ চ তত্রসুঃ। পশবঃ (চ তং বীক্ষ্য) ভীতাঃ (সন্তঃ) গোকুলং সংত্যজ্য দুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ)॥ ৪॥

হে রাজন্, তীক্ষ্ণশৃঙ্গধারী ঐ অরিষ্টকে দেখিয়া গোপী ও গোপ সকল সন্ত্রস্ত হইলেন। এবং পশুগণ উহাকে দেখিয়া ভয়ে গোকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল॥ ৪॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তে সর্ব্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ।
ভগবানথ তদ্বীক্ষ্য গোকুলং ভয়বিহ্বলম্॥ ৫॥
মা ভৈষ্টেতি গিরাশ্বাস্য বৃষাসুরমুপাহ্বয়ৎ।
সপালৈঃ পশুভির্মন্দ ত্রাসিতৈঃ কিমসত্তম।
ময়ি শাস্তরি দুষ্টানাং তদ্বিধানাং দুরাত্মনাম্॥ ৬॥

(হে) কৃষ্ণ, (হে) কৃষ্ণ, (রক্ষ রক্ষ) ইতি (বদন্তঃ) তে (গোপাদয়ঃ) সর্ব্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ। অথ (তেষামার্ত্তবচনশ্রবণানন্তরং) ভয়বিহ্বলং (ভয়ব্যাকুলং) তৎ গোকুলং বীক্ষ্য মা ভৈষ্ট ইতি গিরা আশ্বাস্য ভগবান্ বৃষাসুরম্ উপাহ্বয়ৎ (স্বসমীপমাকারিতবান্)। মন্দ (হে মন্দবুদ্ধে), অসত্তম

(হে দুষ্ট), মদ্বিধানাং দুষ্টানাং (পরোদ্বেজকানাং) দুরাত্মনাং (দুর্ব্বুদ্ধীনাং) শাস্তরি ময়ি (বিদ্যমানে সতি শব্দেনৈব ত্বয়া) ত্রাসিতৈঃ গোপালৈঃ পশুভিঃ (চ তব) কিং (ফলম্) ? ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

গোপগণ "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, রক্ষা কর, রক্ষা কর," এই কথা বলিতে বলিতে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর সমস্ত গোকুলকেই ভয়বিহ্বল দর্শন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "ভয় করিও না, ভয় করিও না" এই প্রকার বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক ঐ বৃষরূপী অরিষ্টকে নিজের সমীপে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন, হে মন্দবুদ্ধে, দুষ্ট, তোমার ন্যায় দুষ্টগণের ও দুর্ব্বুদ্ধিগণের শাসনকর্ত্তা আমি বিদ্যমান থাকিতে কেবলমাত্র শব্দদ্বারা গো ও গোপ সকলকে ভয় দেখাইয়া কি ফল হইতেছে ? ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

ইত্যাস্ফোট্যাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্।
সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসার্য্যাবস্থিতো হরিঃ ॥ ৭ ॥

হরিঃ (ভক্তদুঃখহর্ত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি (এবং বদন্) আস্ফোট্য (করতলেন বাহুমাহত্য তেন) তলশব্দেন (তম্) অরিষ্টং কোপয়ন্ ভুজাভোগং (ভুজা ভুজঃ সঃ এব ভোগঃ সর্পদেহঃ তং সর্পদেহাকারং ভুজং) সখ্যুঃ অংসে (স্কন্ধে) প্রসার্য্য (সংস্থাপ্য) অবস্থিতঃ ॥ ৭ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া করতল দ্বারা বাহু আস্ফোটন এবং ঐ তলশব্দ দ্বারাই অরিষ্টকে কোপিত করিয়া সর্পদেহাকার নিজ হস্ত সখার স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্।
উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥ ৮ ॥

এবম্ (আক্ষেপবচনেন) কোপিতঃ (অতঃ) ক্রুদ্ধঃ উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ (উদ্যতা ঊর্দ্ধং গচ্ছতা পুচ্ছেন ভ্রমন্তঃ মেঘাঃ যস্মিন্ সঃ) সঃ অরিষ্টঃ অপি খুরেণ অবনিম্ উল্লিখন্ (বিদারয়ন্ হস্তং) কৃষ্ণম্ উপাদ্রবৎ (আজগাম) ॥ ৮ ॥

এই প্রকার তিরস্কার বাক্যে কোপিত অতএব ক্রুদ্ধ এবং ঊর্দ্ধগত পুচ্ছ দ্বারা সঞ্চালিতমেঘ অরিষ্টও খুর দ্বারা অবনীতল

বিদারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে হনন করিবার নিমিত্ত আগমন করিল ॥ ৮ ॥

অগ্রণ্যস্তবিষাণাগ্রঃ স্তব্ধাসৃগ্‌লোচনোঽচ্যুতম্।
কটাক্ষিপ্যাদ্রবৎ তূর্ণমিন্দ্রমুক্তোঽশনির্যথা ॥ ৯ ॥

অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ (অগ্রে ন্যস্তে বিষাণাগ্রে যেন সঃ) স্তব্ধাসৃগ্‌লোচনঃ (স্তব্ধে অসৃগ্‌বৎ রক্তে লোচনে যস্য সঃ অসুরঃ) কটাক্ষিপ্য (কটাক্ষেণ তির্য্যক্ নিরীক্ষ্য) ইন্দ্রমুক্তঃ (ইন্দ্রেণ মুক্তঃ) অশনিঃ (বজ্রং) যথা (গচ্ছেৎ তথা) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং প্রতি) তূর্ণং (শীঘ্রম্) আদ্রবৎ ॥ ৯ ॥

সম্মুখভাগে শৃঙ্গদ্বয়ের অগ্রভাগ ন্যস্তকারী স্থির-লোহিত-লোচন অরিষ্ট কটাক্ষ দ্বারা বক্রভাবে দেখিয়া ইন্দ্রকর্ত্তৃক মুক্ত অশনির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দিকে সত্বর ধাবিত হইল ॥ ৯ ॥

গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং বা অষ্টাদশ পদানি সঃ।
প্রত্যপোবাহ ভগবান্ গজঃ প্রতি গজং যথা ॥ ১০ ॥

সঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শৃঙ্গয়োঃ তং গৃহীত্বা গজঃ গজং প্রতি যথা (তথা) অষ্টাদশ পদানি প্রত্যপোবাহ (প্রতিলোমং ব্যনুদৎ) বৈ ॥ ১০ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহাকে শৃঙ্গদ্বয়ে ধারণ করিয়া গজ যেমন প্রতিপক্ষীয় গজকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ অষ্টাদশ পদ অন্তরে তাড়াইয়া লইয়া গেলেন ॥ ১০ ॥

সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরম্।
আপতৎ স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গো নিশ্বসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১১ ॥

(ততঃ চ) সঃ (অরিষ্টঃ) ভগবতা অপবিদ্ধঃ (অপক্ষিপ্তঃ) সত্বরং (শীঘ্রম্) উত্থায় ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ (ক্রোধব্যাপ্তঃ) স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ (স্বিন্নানি স্বেদযুক্তানি সর্ব্বাঙ্গাণি যস্য সঃ) নিশ্বসন্ (শ্বাসান্ মুঞ্চন্ সন্) পুনঃ আপতৎ ॥ ১১ ॥

তদনন্তর অরিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সত্বর উত্থাপনান্তর ক্রোধব্যাপ্ত ও স্বেদযুক্তসর্ব্বশরীর হইয়া শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পুনর্ব্বার আগমন করিল ॥ ১১ ॥

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ
পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে।

নিষ্পাড়য়ামাস যথার্দ্রমম্বরং
কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ ॥ ১২ ॥

সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আপতন্তং তম্ (অরিষ্টং) শৃঙ্গয়োঃ নিগৃহ্য ভূতলে নিপাত্য পদা সমাক্রম্য আর্দ্রম্ অম্বরং (বস্ত্রং) যথা (তথা) নিষ্পীড়য়ামাস। (ততঃ চ তদ্বিষাণং) কৃত্বা (উৎপাট্য তেন) বিষাণেন (তং) জঘান। সঃ অপি (তেন হননেন) অপতৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আসিতে দেখিয়া শৃঙ্গদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূমিতলে নিপাতনানন্তর চরণদ্বারা আক্রমণ করিয়া আর্দ্রবস্ত্রের ন্যায় নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর উহার শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা উহাকে আঘাত করিলেন। সেও সেই আঘাতেই পতিত হইল ॥ ১২ ॥

অসৃগ্‌বমন্ মূত্রশকৃৎ সমুৎসৃজন্
ক্ষিপংশ্চ পাদাননবস্থিতেক্ষণঃ।
জগাম কৃচ্ছ্রং নির্ঋতেরথ ক্ষয়ং
পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরাঃ ॥ ১৩ ॥

(ততঃ চ সঃ মুখতঃ) অসৃক্ (রুধিরং) বমন্ মূত্রশকৃৎ (মূত্রং শকৃৎ চ) সমুৎসৃজন্ (বিমুঞ্চন্) পাদান্ চ ক্ষিপন্ (ইতস্ততঃ চালয়ন্) অনবস্থিতেক্ষণঃ (অনবস্থিতে চলিতে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য সঃ) কৃচ্ছ্রং (কষ্টং যথা ভবতি তথা) নির্ঋতেঃ (মৃত্যোঃ) ক্ষয়ং জগাম। অথ (অনন্তরং) সুরাঃ (দেবাঃ) পুষ্পৈঃ হরিং কিরন্তঃ (আচ্ছাদয়ন্তঃ) ঈড়িরে (তুষ্টুবুঃ) ॥ ১৩ ॥

তদনন্তর সে রুধির বমন এবং মলমূত্র ত্যাগ ও ইতস্ততঃ পাদচালন করিতে করিতে প্রচলিতনেত্রে কষ্টে যমালয়ে গমন করিল। অনন্তর দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ ও তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥ ১৪ ॥

এবং ককুদ্মিনং (বৃষভাসুরং) হত্বা স্বজাতিভিঃ (গোপৈঃ) স্তূয়মানঃ গোপীনাং নয়নোৎসবঃ (নয়নোৎসবো যস্মাৎ সঃ) সবলঃ (বলেন সহিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) গোষ্ঠং বিবেশ ॥ ১৪ ॥

এই প্রকারে ককুদ্বিশিষ্ট বৃষরূপী অসুরকে বিনষ্ট করিয়া নিজ জ্ঞাতিবর্গ কর্ত্তৃক স্তূয়মান গোপীগণের নয়নানন্দদায়ক শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

অরিষ্টে নিহতে গোষ্ঠে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
কংসায়াথাহ ভগবান্নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১৫ ॥

অদ্ভুতকর্ম্মণা কৃষ্ণেন গোষ্ঠে (ব্রজে) অরিষ্টে নিহতে (সতি) অথ (অনন্তরং) দেবদর্শনঃ (দেবেষু দর্শনং কৃপাদৃষ্টিঃ যস্য সঃ) ভগবান্ নারদঃ কংসায় আহ ॥ ১৫ ॥

অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রজে অরিষ্ট নিহত হইলে পর, দেবদর্শন ভগবান্ নারদ মুনি কংসসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥১৫॥

যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ।
রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা।
ন্যস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ ॥ ১৬ ॥

কন্যাং (দেবক্যাঃ অষ্টমগর্ত্ততয়া প্রসিদ্ধাং) যশোদায়াঃ সুতাং কৃষ্ণং চ রোহিণীপুত্রং রামং চ দেবক্যাঃ এব (সুতম্ আহ। তথা স্বতঃ) বিভ্যতা বসুদেবেন স্বমিত্রে নন্দে (তৌ সুতৌ) ন্যস্তৌ (গুপ্ততয়া স্থাপিতৌ) বৈ, যাভ্যাং (সুতাভ্যাং) তে (তব) পুরুষাঃ হতাঃ (ইত্যপি আহ) ॥ ১৬ ॥

"হে রাজন্, দেবকীর অষ্টমগর্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধা যে কন্যা সে দেবকীর কন্যা নহে, যশোদার কন্যা। আর কৃষ্ণ ও রোহিণীনন্দন বলিয়া প্রসিদ্ধ বলরাম দেবকীরই পুত্র। বসুদেব তোমার ভয়ে উহাদিগকে নিজ মিত্র নন্দের নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছে। আরও দেখ, ঐ দুই বালকই তোমার প্রেরিত অনুচর সকলকে বিনাশ করিয়াছে" ॥ ১৬ ॥

নিশম্য তদ্ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ।
নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেবজিঘাংসয়া ॥ ১৭ ॥

তৎ (নারদেন বর্ণিতং) নিশম্য (শ্রুত্বা) কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ (প্রচলিতানি ব্যাকুলানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) ভোজপতিঃ (কংসঃ) বসুদেবজিঘাংসয়া নিশাতম্ অসিম্ আদত্ত (গৃহীতবান্) ॥ ১৭ ॥

দেবর্ষি নারদের কথা শ্রবণ করিয়া কোপে কম্পান্বিতকলেবর ভোজরাজ কংস বসুদেবের সংহারার্থ শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন॥১৭॥

নিবারিতো নারদেন তৎসুতৌ মৃত্যুমাত্মনঃ।
জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈর্ববন্ধ সহ ভার্য্যয়া ॥ ১৮ ॥

নারদেন নিবারিতঃ তৎসুতৌ (বসুদেবস্য সুতৌ) আত্মনঃ (আত্মাশ্রয়-দেহস্য) মৃত্যুং (মৃত্যুরূপৌ) জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈঃ ভার্য্যয়া (দেবক্যা) সহ (বসুদেবং) ববন্ধ ॥ ১৮ ॥

পরে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক নিবারিত হইয়া বসুদেবের পুত্র-দ্বয়কেই নিজের মৃত্যু জানিয়া, তাঁহাকে ভার্য্যা দেবকীর সহিত পুনর্ব্বার লৌহময় পাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন ॥ ১৮ ॥

প্রতিযাতে তু দেবর্ষৌ কংস আভাষ্য কেশিনম্।
প্রেষয়ামাস হন্যেতাং ভবতা রামকেশবৌ ॥ ১৯ ॥

দেবর্ষৌ (নারদে) প্রতিযাতে তু কংসঃ কেশিনম্ আভাষ্য (হে কেশিন ইতি সম্বোধ্য গোকুলং গত্বা) রামকেশবৌ ভবতা হন্যেতাম্ (ইতি আজ্ঞাপ্য তং ব্রজে) প্রেষয়ামাস ॥ ১৯ ॥

অনন্তর দেবর্ষি নারদ প্রতিগমন করিলে, কংস কেশী নামক দৈত্যকে "হে কেশিন্, তুমি গোকুলে গমন পূর্ব্বক কৃষ্ণ ও বলরামকে সংহার কর", এই আজ্ঞা করিয়া ব্রজে প্রেরণ করিল ॥ ১৯ ॥

ততো মুষ্টিকচাণূরশলতোষলকাদিকান্।
অমাত্যান্ হস্তিপাংশ্চৈব সমাহূয়াহ ভোজরাট্ ॥ ২০ ॥
ভো ভো নিশাম্যতামেতদ্বীর চাণূর মুষ্টিক।
নন্দব্রজে কিলাসাতে সুতাবানকদুন্দুভেঃ ॥ ২১ ॥
রামকৃষ্ণৌ ততো মহ্যং মৃত্যুঃ কিল নিদর্শিতঃ।
ভবদ্ভ্যামিহ সংপ্রাপ্তৌ হন্যেতাং মল্ললীলয়া ॥ ২২ ॥
মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ।
পৌরজানপদাঃ সর্ব্বে পশ্যন্তু স্বৈরসংযুগম্ ॥ ২৩ ॥

ততঃ (কেশিপ্রেরণানন্তরং) ভোজরাট্ (কংসঃ) মুষ্টিকচাণূরশলতোষলকাদিকান্ অমাত্যান্ হস্তিপান্ চ এব সমাহুয় আহ ;—ভোঃ ভোঃ বীর চাণূর, মুষ্টিক, এতৎ নিশাম্যতাম্। নন্দব্রজে রামকৃষ্ণৌ আনকদুন্দুভেঃ সুতৌ আসাতে কিল। ততঃ (তাভ্যাং) মহ্যং (মম) মৃত্যুঃ নিদর্শিতঃ কিল। ইহ সংপ্রাপ্তৌ (তৌ) ভবদ্ভ্যাং (চাণূরমুষ্টিকাভ্যাং) মল্ললীলয়া হন্যেতাম্। মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ (মল্লযুদ্ধভূমিং সর্ব্বতঃ সংলগ্নাঃ) বিবিধাঃ মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং (বিরচ্যন্তাম্)। পৌরজানপদাঃ সর্ব্বে স্বৈরসংযুগং (স্বৈরং যথেষ্টং সংযুগং যুদ্ধং) পশ্যন্তু ॥ ২০-২৩ ॥

কেশীকে প্রেরণ করিয়া ভোজরাজ কংস মুষ্টিক চাণূর শল তোষলক প্রভৃতি মন্ত্রী সকল ও প্রধান প্রধান হস্তিপাল সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল ;—অহে চাণূর মুষ্টিক প্রভৃতি বীর সকল, শ্রবণ কর। বসুদেবের দুইটি পুত্র কৃষ্ণ ও বলরাম নন্দের ব্রজে অবস্থান করিতেছে। উহারাই আমার মৃত্যুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখানে আসিলে তোমরা দুইজনে মল্লক্রীড়ায় ঐ দুই বালককে সংহার কর। মল্লভূমির চতুর্দ্দিকে বিচিত্র মঞ্চ সকল সংস্থাপিত হউক। পুরবাসী ও জনপদবাসী লোক সকল নিমন্ত্রিত হইয়া উক্ত অভীষ্ট যুদ্ধ সন্দর্শন করুক ॥ ২০—২৩ ॥

মহামাত্র ত্বয়া ভদ্র রঙ্গদ্বার্য্যুপনীয়তাম্।
দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেন মমাহিতৌ ॥ ২৪ ॥

(হে) ভদ্র মহামাত্র, ত্বয়া রঙ্গদ্বারি কুবলয়াপীড়ঃ দ্বিপঃ (হস্তী) উপনীয়তাম্। তেন (হস্তিনা) মম অহিতৌ (শত্রুভূতৌ রামকৃষ্ণৌ) জহি ॥ ২৪ ॥

হে ভদ্র হস্তিপাল, তুমি রঙ্গদ্বারে কুবলয়াপীড় হস্তিকে লইয়া যাও। এবং ঐ হস্তী দ্বারা আমার শত্রু ঐ কৃষ্ণ ও বলরামকে বিনাশ কর ॥ ২৪ ॥

আরভ্যতাং ধনুর্যাগঃ চতুর্দ্দশ্যাং যথাবিধি।
বিশশন্তু পশূন্ মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢুষে ॥ ২৫ ॥

চতুর্দ্দশ্যাং যথাবিধি ধনুর্যাগঃ আরভ্যতাম্। মীঢুষে (বরদায়) ভূতরাজায় (ভূতেশ্বরায়) মেধ্যান্ (শুদ্ধান্) পশূন্ বিশশন্তু (মারয়ন্তু, ছিত্বা যজন্তু) ॥ ২৫ ॥

চতুর্দ্দশী তিথিতে যথাবিধি ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ করা হউক। এবং তদুপলক্ষে বরদ ভূতেশ্বর নামক মথুরাপালকে পবিত্র পশু সকল বলি দেওয়া হউক ॥ ২৫ ॥

ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতন্ত্রজ্ঞ আহূয় যদুপুঙ্গবম্।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং তত্রাক্রূরমুবাচ হ ॥ ২৬ ॥

ইতি (এবম্ উপায়ান্ কর্ত্তুম্) আজ্ঞাপ্য অর্থতন্ত্রজ্ঞঃ (রহস্যজ্ঞঃ কংসঃ) তত্র যদুপুঙ্গবম্ অক্রূরম্ আহূয় পাণিনা পাণিং গৃহীত্বা উবাচ হ ॥ ২৬ ॥

এইরূপ উপায় সকল অবলম্বনে আজ্ঞা করিয়া অর্থ-সিদ্ধান্ত-বেত্তা কংস যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে নিকটে আনাইয়া তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্রমাদৃতঃ।
নান্যস্ত্বত্তো হিততমো বিদ্যতে ভোজবৃষ্ণিষু ॥ ২৭ ॥

ভো ভো দানপতে, মহ্যং মৈত্রং (মিত্রকৃত্যং) ক্রিয়তাং, (যতঃ) ভোজ-বৃষ্ণিষু ত্বত্তঃ অন্যঃ আদৃতঃ (সাদরঃ) হিততমঃ (চ) ন বিদ্যতে ॥ ২৭ ॥

হে অক্রূর, আমার একটি মিত্রকার্য্য সম্পাদন কর, এই ভোজ ও বৃষ্ণি বংশে তোমা ভিন্ন অপর আদৃত ও হিতকারী দেখিতে পাই না ॥ ২৭ ॥

অতস্ত্বামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্য্যগৌরবসাধনম্।
যথেন্দ্রো বিষ্ণুমাশ্রিত্য স্বার্থমভ্যগমদ্বিভুঃ ॥ ২৮ ॥

অতঃ হে সৌম্য, বিভুঃ ইন্দ্রঃ যথা বিষ্ণুম্ আশ্রিত্য স্বার্থম্ অভ্যগমৎ (তথা অহং) কার্য্যগৌরবসাধনং (কার্য্যগৌরবস্য গুরুতরকার্য্যস্য সাধনং সাধনার্থং) ত্বাম্ আশ্রিতঃ ॥ ২৮ ॥

অতএব, হে সৌম্য, বিভু ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া স্বার্থ লাভ করে, তদ্রূপ আমি গুরুতর কার্য্যের সাধনার্থ তোমাকে আশ্রয় করিয়াছি ॥ ২৮ ॥

গচ্ছ নন্দব্রজং তত্র সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
আসাতে তাবিহানেন রথেনানয় মাচিরম্ ॥ ২৯ ॥

নন্দব্রজং গচ্ছ। তত্র (চ) আনকদুন্দুভেঃ সুতৌ আসাতে। তৌ অনেন (মদীয়েন) রথেন মাচিরম্ ইহ আনয় ॥ ২৯ ॥

নন্দব্রজে গমন কর। ঐ স্থানে বসুদেবের পুত্রদ্বয় অবস্থান করিতেছে। আমার এই রথে আরোহণ করাইয়া উহাদের দুই-জনকে সত্বর মথুরায় আনয়ন কর ॥ ২৯ ॥

নিসৃষ্টঃ কিল মে মৃত্যুর্দেবৈর্বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ।
তাবানয় সমং গোপৈর্নন্দাদ্যৈঃ সাভ্যুপায়নৈঃ ॥ ৩০ ॥

বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ (বৈকুণ্ঠো বিষ্ণুঃ সংশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ যেষাং তৈঃ) দেবৈঃ (তাভ্যাং) মে (মম) মৃত্যুঃ নিসৃষ্টঃ (প্রকল্পিতঃ) কিল, (অতঃ) সাভ্যু-পায়নৈঃ নন্দাদ্যৈঃ গোপৈঃ সমং (সহ) তৌ আনয় ॥ ৩০ ॥

বিষ্ণুর আশ্রিত দেবতারা ঐ দুই বালককেই আমার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, অতএব তুমি গৃহীতোপায়ন নন্দাদি গোপগণের সহিত ঐ দুই বালককে মথুরায় লইয়া আইস ॥ ৩০ ॥

ঘাতয়িষ্য ইহানীতৌ কালকল্পেন হস্তিনা।
যদি মুক্তৌ ততো মল্লৈর্ঘাতয়ে বৈদ্যুতোপমৈঃ ॥ ৩১ ॥

ইহ আনীতৌ (তৌ) কালকল্পেন (মৃত্যুতুল্যেন) হস্তিনা ঘাতয়িষ্যে। যদি (কথঞ্চিৎ) ততঃ (হস্তিতঃ) মুক্তৌ (ভবিষ্যতঃ, তর্হি) বৈদ্যুতোপমৈঃ (অশনিতুল্যৈঃ) মল্লৈঃ (চাণূরাদিভিঃ) ঘাতয়ে (ঘাতয়িষ্যে) ॥ ৩১ ॥

মথুরায় আসিলে উহাদিগকে কালসদৃশ হস্তী দ্বারা সংহার করিব। যদি কোনরূপে হস্তী হইতে মুক্তিলাভ করে, তবে অশনিতুল্য চাণূর প্রভৃতি মল্লগণ দ্বারা বধ করিব ॥ ৩১ ॥

তয়োর্নিহতয়োস্তপ্তান্ বসুদেবপুরোগমান্।
তদ্বন্ধূন্ নিহনিষ্যামি বৃষ্ণিভোজদশার্হজান্ ॥ ৩২ ॥

তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) নিহতয়োঃ (সতোঃ ততঃ) তপ্তান্ বসুদেব-পুরোগমান্ বৃষ্ণিভোজদশার্হজান্ তদ্বন্ধূন্ নিহনিষ্যামি ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ ও বলরাম নিহত হইলে পর, উহাদিগের মৃত্যুতে সন্তপ্ত বসুদেবাদি বৃষ্ণি ভোজ ও দশার্হ কুলোৎপন্ন উহাদের বন্ধু সকলকে সংহার করিব ॥ ৩২ ॥

উগ্রসেনং মৎপিতরং স্থবিরং রাজ্যকামুকম্।
তদ্‌ভ্রাতরং দেবকঞ্চ যে চান্যে বিদ্বিষো মম ॥ ৩৩ ॥

রাজ্যকামুকং স্থবিরং মৎপিতরম্ উগ্রসেনং তদ্‌ভ্রাতরং দেবকং চ অন্যে যে মম বিদ্বিষঃ (তান্) চ (সর্ব্বান্ নিহনিষ্যামি) ॥ ৩৩ ॥

রাজ্যলোলুপ বৃদ্ধ মদীয় পিতা উগ্রসেনকে এবং তাঁহার ভ্রাতা দেবককে ও অপরাপর আমার শত্রু সকলকেও সংহার করিব ॥ ৩৩ ॥

ততশ্চৈষা মহী মিত্র ভবিত্রী নষ্টকণ্টকা।
জরাসন্ধো মম গুরুর্দ্বিবিদো দয়িতঃ সখা ॥ ৩৪ ॥

ততঃ চ (হে) মিত্র, এষা মহী নষ্টকণ্টকা ভবিত্রী (ভবিষ্যতি)। জরাসন্ধঃ মম গুরুঃ (পূজ্যঃ)। দ্বিবিদঃ (মম) দয়িতঃ সখা ॥ ৩৪ ॥

তখনই হে মিত্র, এই পৃথিবী কণ্টকশূন্য হইবে। জরাসন্ধ আমার সম্বন্ধে পূজ্য। দ্বিবিদ বানর আমার প্রিয়সখা ॥ ৩৪ ॥

শম্বরো নরকো বাণো ময্যেব কৃতসৌহৃদাঃ।
তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্ হত্বা ভোক্ষ্যে মহীং নৃপান্ ॥ ৩৫ ॥

শম্বরঃ নরকঃ বাণঃ (এতে) ময়ি এব কৃতসৌহৃদাঃ। অহং তৈঃ সুরপক্ষীয়ান্ নৃপান্ হত্বা মহীং ভোক্ষ্যে ॥ ৩৫ ॥

শম্বর নরক ও বাণ প্রভৃতি রাজগণ আমার সহিত মিত্রভাবাপন্ন। আমি উহাদিগের সহিত ঐ দেবপক্ষীয় নৃপতিগণকে সংহার করিয়া এই পৃথিবী ভোগ করিব ॥ ৩৫ ॥

এতজ্‌জ্ঞাত্বানয় ক্ষিপ্রং রামকৃষ্ণাবিহার্ভকৌ।
ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরঃশ্রিয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

এতৎ (মচ্চিকীর্ষিতং) জ্ঞাত্বা (অপি) ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং (তথা) যদুপুরঃশ্রিয়ং (যদুপুরস্য মথুরায়াঃ শ্রিয়ং শোভাং) দ্রষ্টুং (চ রাজাহূতবান্ ইত্যুক্ত্বা) অর্ভকৌ (বসুদেবসুতৌ) রামকৃষ্ণৌ ইহ ক্ষিপ্রং (শীঘ্রম্) আনয় ॥ ৩৬ ॥

আমার এই অভিপ্রায় নিদিত হইয়াও, ধনুর্যজ্ঞদর্শনার্থ ও মথুরার শোভাসন্দর্শনার্থ রাজা তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন,

এই কথা বলিয়া, বসুদেবতনয় কৃষ্ণ ও বলরামকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর ॥ ৩৬ ॥

অক্রূর উবাচ।

রাজন্ মনীষিতং সধ্রক্ তব স্বাবদ্যমার্জ্জনম্।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্য্যাদ্দৈবং হি ফলসাধনম্ ॥ ৩৭ ॥

অক্রূরঃ উবাচ ;—(হে) রাজন্, তব স্বাবদ্যমার্জ্জনং (স্বাবদ্যস্য স্বমরণস্য মার্জ্জনং পরিহারঃ) সধ্রক্ (সম্যক্) মনীষিতং (বিচারিতং, তথাপি অত্র অভিনিবেশঃ ন কার্য্যঃ, যতঃ) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (চিত্তং) সমং কুর্য্যাৎ, হি (যস্মাৎ) দৈবং ফলসাধনং (পরমেশ্বরাধীনমেব ফলম্) ॥ ৩৭ ॥

অক্রূর কহিলেন ;—হে রাজন্, মৃত্যুপরিহারার্থ তুমি যে বিবেচনা করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে ; তথাপি উহাতে নির্ভর না করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমচিত্ত হওয়াই সঙ্গত হইতেছে, যেহেতু ফল দৈবের অধীন ॥ ৩৭ ॥

মনোরথান্ করোত্যুচ্চৈর্জনো দৈবহতানপি।
যুজ্যতে হর্ষশোকাভ্যাং তথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে ॥ ৩৮ ॥

(অয়ং) জনঃ (প্রাণী) দৈবহতান্ অপি মনোরথান্ উচ্চৈঃ করোতি হর্ষশোকাভ্যাং যুজ্যতে (চ)। তথাপি তে (তব) আজ্ঞাং করোমি (পালয়ামি) ॥ ৩৮

প্রাণী সকল দৈবকর্ত্তৃক প্রতিহত হইলেও বিবিধ বিষয়ের অভিলাষ করিয়া থাকে, এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে হর্ষ ও শোকও প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তথাপি আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছি ॥ ৩৮ ॥

শুক উবাচ।

এবমাদিশ্য চাক্রূরং মন্ত্রিণশ্চ বিসৃজ্য সঃ।
বিবেশ স্বগৃহং কংসস্তথাক্রূরঃ স্বমালয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

শুকঃ উবাচ ;—সঃ কংসঃ অক্রূরম্ এবম্ আদিশ্য মন্ত্রিণঃ বিসৃজ্য চ স্বগৃহং বিবেশ। তথা অক্রূরঃ স্বম্ আলয়ং (বিবেশ) ॥ ৩৯ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—কংস অক্রূরকে এই প্রকার আদেশ পূর্ব্বক মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। এবং অক্রূরও নিজ ভবনে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কংসমন্ত্রণং
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্ম্মহীং
মহাহয়ো নির্জ্জরয়ন্ মনোজবঃ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং
কুর্ব্বন্ নভো হেষিতভীষিতাখিলঃ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—কংসপ্রহিতঃ (কংসেন প্রহিতঃ প্রেষিতঃ) কেশী তু মনোজবঃ (মনসঃ জবঃ ইব জবঃ বেগঃ যস্য সঃ) হেষিতভীষিতাখিলঃ (হেষিতৈঃ অশ্বজাতিশব্দৈঃ ভীষিতম্ অখিলং বিশ্বং যেন সঃ) মহাহয়ঃ (সন্) মহীং খুরৈঃ নির্জ্জরয়ন্ (বিদারয়ন্) সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং (সটাভিঃ স্কন্ধকেশৈঃ অবধূতানি ইতস্ততঃ ক্ষিপ্তানি যানি অভ্রাণি বিমানানি চ তৈঃ সঙ্কুলং সঙ্কীর্ণং) নভঃ কুর্ব্বন্ নন্দব্রজং (জগাম) ॥ ১ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কেশিদানব ও ব্যোমাসুরের বধ বর্ণিত হইয়াছে ॥

শুকদেব কহিলেন;—কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত উক্ত কেশী দানব মনের ন্যায় বেগগামী বৃহৎকায় অশ্বের আকার ধারণ পূর্ব্বক অশ্বজাতির শব্দ দ্বারা অখিল বিশ্বকে ভীত এবং পৃথিবীকে খুর দ্বারা বিদারিত ও সটা দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ মেঘ সকল ও বিমান সকলকে পরিচালিত করিতে করিতে নন্দব্রজে গমন করিল ॥ ১ ॥

তং ত্রাসয়ন্তং ভগবান্ স্বগোকুলং
তদ্ধেষিতৈর্ব্বালবিঘূর্ণিতাম্বুদম্।
আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণী-
রুপাহ্বয়ৎ স ব্যনদন্ মৃগেন্দ্রবৎ ॥ ২ ॥

তদ্ধেষিতৈঃ (তৈঃ অতিনিষ্ঠুরৈঃ হেষিতৈঃ) স্বগোকুলং (স্বকীয়ং গোকুলবাসিজনং) ত্রাসয়ন্তং বালবিঘূর্ণিতাম্বুদং (বালৈঃ পুচ্ছরোমভিঃ বিঘূর্ণিতাঃ

পরিভ্রামিতাঃ অম্বুদাঃ যেন তম্) আজৌ (সংগ্রামার্থম্) আত্মানং (শ্রীকৃষ্ণং) মৃগয়ন্তম্ (অন্বেষয়ন্তং) তং (কেশিনম্) অগ্রণীঃ (পুরোনির্গতঃ সন্) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) উপাহ্বয়ৎ (স্বসমীপমাজুহাব)। সঃ (চ কেশী তৎ নিশম্য) মৃগেন্দ্রবৎ ব্যনদৎ ॥ ২ ॥

অতিনিষ্ঠুর হেষারবে নিজ গোকুলকে ত্রাসিত পুচ্ছ দ্বারা মেঘ সকলকে পরিভ্রামিত ও সংগ্রামার্থ আপনাকে অন্বেষণ করিতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রসর হইয়া ঐ কেশী দৈত্যকে নিজ সমীপে আহ্বান করিলেন। সেও তাঁহার আহ্বান শুনিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

স তং নিশম্যাভিমুখো মুখেন খং
পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষিতঃ।
জঘান পদ্ভ্যামরবিন্দলোচনং
দুরাসদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ ॥ ৩ ॥

(ততঃ চ) সঃ দুরাসদঃ (অন্যৈরভিভবিতুমশক্যঃ) চণ্ডজবঃ (মহাবেগঃ) দুরত্যয়ঃ (অন্যৈরত্যেতুমশক্যঃ কেশী) তং (শ্রীকৃষ্ণং) নিশম্য (দৃষ্ট্বা) অত্যমর্ষণঃ (তদুৎকর্ষমত্যন্তমসহমানঃ) অভিমুখঃ (সন্) মুখেন খম্ (আকাশং) পিবন্ ইব অভ্যদ্রবৎ (আজগাম)। (ততঃ) পদ্ভ্যাম্ অরবিন্দলোচনং (শ্রীকৃষ্ণং) জঘান (তাড়য়ামাস) ॥ ৩ ॥

তদনন্তর দুদ্ধর্ষ প্রচণ্ডবেগ অনভিভবনীয় সেই কেশী দানব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তদুৎকর্ষ সহনে অসমর্থ হইয়া মুখমণ্ডল দ্বারা আকাশকে পান করিতে করিতেই যেন তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। পরে নিকটবর্ত্তী হইয়া পাদ দ্বারা পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করিল ॥ ৩ ॥

তদ্বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা
প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ।
সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে।
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

অধোক্ষজঃ (ইন্দ্রিয়াগোচরঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ (তস্য তাড়নং) বঞ্চয়িত্বা রুষা তং (কেশিনং তাড়নায় প্রসারিতয়োঃ) পাদয়োঃ দোর্ভ্যাং (হস্তাভ্যাং) প্রগৃহ্য পরিবিধ্য (ভ্রাময়িত্বা) তার্ক্ষ্যসুতঃ (গরুড়ঃ) উরগং যথা (তথা) সাবজ্ঞং ধনুঃশতান্তরে (ধনুঃশতপরিমিতে দেশে) উৎসৃজ্য (প্রক্ষিপ্য) ব্যবস্থিতঃ (অবস্থিতো বভূব) ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়াগোচর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহার ঐ তাড়নকে বঞ্চনা করিয়া ক্রোধে উহার উক্ত পাদদ্বয় হস্তদ্বয় দ্বারা ধারণানন্তর ঘুরাইতে ঘুরাইতে গরুড় যেমন সর্পকে নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ অবজ্ঞাসহকারে চারিশত হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

স লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতো রুষা
ব্যাদায় কেশী তরসাপতদ্ধরিম্।
সোঽপ্যস্য বক্ত্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্
প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে ॥ ৫ ॥

সঃ (এবং ভগবতা প্রক্ষিপ্তঃ) কেশী (প্রথমং মূর্চ্ছিতঃ পশ্চাৎ) লব্ধসংজ্ঞঃ (লব্ধা সংজ্ঞা স্মৃতিঃ যেন সঃ) পুনঃ উত্থিতঃ (সন্) রুষা (ক্রোধেন মুখং) ব্যাদায় তরসা (বেগেন) হরিং (ত্রাসয়িতুম্) আপতৎ (আজগাম)। সঃ (হরিঃ) অপি স্ময়ন্ (হসন্ এব) বিলে উরগং যথা (তথা) অস্য বক্ত্রে উত্তরং (বামং) ভুজং প্রবেশয়ামাস ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ কর্তৃক এইরূপে নিক্ষিপ্ত কেশী দানব প্রথমে মূর্চ্ছিত পরে লব্ধচেতন হইয়া পুনশ্চ উত্থান পূর্ব্বক ক্রোধে মুখ ব্যাদান করিয়া সবেগে তাঁহার ভয়োৎপাদনার্থ আগমন করিল। শ্রীভগবানও হাসিতে হাসিতে গর্ত্তমধ্যে সর্পের ন্যায় উহার মুখমধ্যে নিজ বামহস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥ ৫ ॥

দন্তা নিপেতুর্ভগবদ্ভুজস্পৃশ-
স্তে কেশিনস্তপ্তময়ঃস্পৃশো যথা।
বাহুশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো
যথাময়ঃ সংববৃধে হ্যুপেক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥

ততঃ (চর্ব্বণায়) ভগবদ্ভুজস্পৃশঃ তে কেশিনঃ দন্তাঃ তপ্তম্ অয়ঃ স্পৃশঃ যথা (তথা) নিপেতুঃ। তদ্দেহগতঃ মহাত্মনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) বাহুঃ চ উপেক্ষিতঃ আময়ঃ যথা (তথা) সংববৃধে হি ॥ ৬ ॥

অনন্তর কেশীর দন্ত সকল চর্ব্বণার্থ যেমন শ্রীভগবানের হস্ত স্পর্শ করিল, অমনি উতপ্ত-লৌহ-স্পর্শী পদার্থের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। কেশীর মুখমধ্যস্থ শ্রীভগবানের হস্তও উপেক্ষিত রোগের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা
নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ নিক্ষিপন্।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ
পপাত লণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥ ৭ ॥

সমেধমানেন (সম্যক্ এধমানেন) কৃষ্ণবাহুনা নিরুদ্ধবায়ুঃ সঃ কেশী চ চরণান্ নিক্ষিপন্ (ইতস্ততঃ চালয়ন্) প্রস্বিন্নগাত্রঃ (প্রস্বিন্নং প্রস্বেদযুক্তং গাত্রং যস্য সঃ) পরিবৃত্তলোচনঃ (পরিবৃত্তে পরিভ্রমমাণে লোচনে যস্য সঃ) লণ্ডং (পুরীষং) বিসৃজন্ ব্যসুঃ (প্রাণরহিতঃ সন্) ক্ষিতৌ পপাত ॥ ৭ ॥

সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণবাহু দ্বারা নিরুদ্ধবায়ু ঐ কেশী দানবও চরণ ক্ষেপণ করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও ভ্রামিতলোচন হইয়া পুরীষ ত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণরহিত অবস্থায় ভূমিতলে পতিত হইল ॥ ৭ ॥

তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্-
ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ।
অবিস্মিতোঽযত্নহতারিকঃ সুরৈঃ
প্রসূনবর্ষৈর্দিবিষৈজরভিষ্টুতঃ ॥ ৮ ॥

মহাভুজঃ অযত্নহতারিকঃ (অযত্নেনৈব হতঃ অরিঃ যেন সঃ) কর্কটিকা-ফলোপমাৎ ব্যসোঃ (বিগতপ্রাণাৎ) তদ্দেহতঃ (তস্য দেহাৎ) ভুজং (স্বভুজম্) আকৃষ্য অবিস্মিতঃ (গর্ব্বরহিতঃ এব অবস্থিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) দিবিষৈজঃ (দেবৈঃ) প্রসূনবর্ষৈঃ (পুষ্পবৃষ্টিভিঃ সহ) অভিষ্টুতঃ (স্তূয়মানঃ জাতঃ)। ("প্রসূনবর্ষৈর্দিবি-বর্ষদ্ভিরীড়িতঃ" ইতি পাঠান্তরম্) ॥ ৮ ॥

মহাভুজ অযত্নসহকারে নিপাতিতশত্রু শ্রীকৃষ্ণ কর্কটিকা-ফলসদৃশ প্রাণরহিত কেশীর শরীর হইতে নিজ হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক অবিস্মিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবতারা আকাশ হইতে তদুপরি পুষ্পবর্ষণ ও তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥

দেবর্ষিরুপসংগম্য ভাগবতপ্রবরো মুনিঃ।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণং রহস্যেতদভাষত ॥ ৯ ॥

দেবর্ষিঃ ভাগবতপ্রবরঃ মুনিঃ (নারদঃ) রহসি (একান্তে) কৃষ্ণম্ উপসংগম্য এতৎ (বক্ষ্যমাণম্) অভাষত ॥ ৯ ॥

দেবর্ষি ভাগবতপ্রধান নারদ মুনি একান্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর।
বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো ॥ ১০ ॥

(হে) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, অপ্রমেয়াত্মন্, যোগেশ, জগদীশ্বর, বাসুদেব, অখিলাবাস, সাত্বতাং প্রবর, প্রভো ॥ ১০ ॥

হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, অপ্রমেয়াত্মন্, যোগেশ, জগদীশ্বর, বাসুদেব, অখিলাবাস, সাত্বতপ্রধান, প্রভো ॥ ১০ ॥

ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্।
গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

ত্বম্ একঃ এব সর্ব্বভূতানাম্ আত্মা, এধসাং (কাষ্ঠানাম্ অন্তঃ) জ্যোতিঃ ইব গূঢ়ঃ, গুহাশয়ঃ, সাক্ষী, মহাপুরুষঃ, ঈশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

তুমি একমাত্র সর্ব্বভূতের আত্মা, কাষ্ঠমধ্যে অনলের ন্যায় গূঢ়, অন্তঃকরণগুহামধ্যে অবস্থিত, সাক্ষী, মহাপুরুষ, ঈশ্বর ॥ ১১ ॥

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্ব্বং মায়য়া সসৃজে গুণান্।
তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজস্যৎস্যবসীশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

আত্মাশ্রয়ঃ (ত্বম্) আত্মনা (আত্মরূপয়া) মায়য়া (শক্ত্যা) পূর্ব্বং (সত্ত্বাদীন্) গুণান্ সসৃজে। তৈঃ (চ গুণৈঃ) সত্যসঙ্কল্পঃ ঈশ্বরঃ (ত্বম্) ইদং (বিশ্বং) সৃজসি অবসি অৎসি ॥ ১২ ॥

আত্মাশ্রয় তুমি আত্মরূপা মায়াশক্তি দ্বারা পূর্ব্বে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সৃষ্টি কর। পরে ঐ সকল গুণ দ্বারা সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর তুমি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারের সৃষ্টি স্থিতি ও পালন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাক ॥ ১২ ॥

স ত্বং ভূধরভূতানাং দৈত্যপ্রমথরক্ষসাম্।
অবতীর্ণোঽসি নাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ ॥ ১৩ ॥

সঃ (পরমেশ্বরঃ এব) ত্বং ভূধরভূতানাং (ভূধরাঃ রাজানঃ তদ্রূপাণাং) দৈত্যপ্রমথরক্ষসাং নাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ অবতীর্ণঃ অসি ॥ ১৩ ॥

সেই তুমিই রাজবেশধারী দৈত্য প্রমথ ও রাক্ষসদিগের বিনাশার্থ ও সাধুদিগের রক্ষণার্থ এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ১৩ ॥

দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়ায়ং হয়াকৃতিঃ।
যস্য হেষিতসন্ত্রস্তাস্ত্যজন্ত্যনিমিষা দিবম্ ॥ ১৪ ॥

যস্য হেষিতসন্ত্রস্তাঃ (সন্তঃ) অনিমিষাঃ (দেবাঃ) দিবং ত্যজন্তি (সঃ) অয়ং হয়াকৃতিঃ দৈত্যঃ তে (ত্বয়া) লীলয়া নিহতঃ (তৎ) দিষ্ট্যা (তেন সর্ব্বেষাং ভদ্রমেব জাতম্) ॥ ১৪ ॥

যাহার হেষারবে ভীত হইয়া দেবতা সকল স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সেই অশ্বাকৃতি কেশী দৈত্য তোমা কর্ত্তৃক অনায়াসে নিহত হইয়াছে এবং তাহাতে সকলেরই মঙ্গল হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

চাণূরং মুষ্টিকঞ্চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনম্।
কংসঞ্চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোঽহনি তে প্রভো ॥ ১৫ ॥

(হে) প্রভো, (অদ্যৈব অক্রূরঃ এষ্যতি, শ্বঃ মথুরাং গন্তাসি), পরশ্বঃ অহনি তে (ত্বয়া) চাণূরং মুষ্টিকং চ এব অন্যান্ মল্লান্ চ হস্তিনং কংসং চ নিহতং দ্রক্ষ্যে ॥ ১৫ ॥

হে প্রভো, অদ্যই মথুরা হইতে অক্রূর আগমন করিবে, কল্য তুমি মথুরায় গমন করিবে, পরশ্ব দিবস তোমা কর্ত্তৃক চাণূর মুষ্টিক ও অপরাপর মল্ল কুবলয়াপীড় হস্তী ও কংসকে নিহত দর্শন করিব ॥ ১৫ ॥

তস্যানু শঙ্খযবনমুরাণাং নরকস্য চ।
পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ম্ ॥ ১৬ ॥

তস্য অনু (তদনন্তরং) শঙ্খযবনমুরাণাং (বধং) পারিজাতাপহরণম্ ইন্দ্রস্য পরাজয়ং চ (দ্রক্ষ্যে) ॥ ১৬ ॥

তদনন্তর শঙ্খ যবন মুর প্রভৃতি দানবগণের বধ এবং পরিজাত-হরণোপলক্ষে দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয় দর্শন করিব ॥ ১৬ ॥

উদ্বাহং বীরকন্যানাং বীর্য্যশুল্কাদিলক্ষণম্।
নৃগস্য মোক্ষণং পাপাৎ দ্বারকায়াং জগৎপতে ॥ ১৭ ॥

(হে) জগৎপতে, দ্বারকায়াং বীর্য্যশুল্কাদিলক্ষণং (বীর্য্যং পরাক্রমঃ তদেব শুল্কাদি লক্ষণং প্রকারঃ যস্য তং) বীরকন্যানাম্ উদ্বাহং পাপাৎ নৃগস্য মোক্ষণং (দ্রক্ষ্যে) ॥ ১৭ ॥

পরে হে জগৎপতে, দ্বারকাতে বীর্য্যশুল্কাদিলক্ষণ বীরকন্যা-দিগের উদ্বাহ ও নৃগরাজার পাপমোচন দর্শন করিব ॥ ১৭ ॥

স্যমন্তকস্য চ মণেরাদানং সহ ভার্য্যয়া।
মৃতপুত্রপ্রদানঞ্চ ব্রাহ্মণস্য স্বধামতঃ ॥ ১৮ ॥

ভার্য্যয়া (জাম্ববত্যা) সহ স্যমন্তকস্য মণেঃ আদানং চ স্বধামতঃ (মহা-কালপুরাৎ আনীয়) ব্রাহ্মণস্য মৃতপুত্রপ্রদানং চ (দ্রক্ষ্যে) ॥ ১৮ ॥

জাম্ববতীর সহিত স্যমন্তক মণির আদান ও মহাকালপুর হইতে আনয়ন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র প্রদান দর্শন করিব ॥ ১৮ ॥

পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশীপুর্য্যাশ্চ দীপনম্।
দন্তবক্রস্য নিধনং চৈদ্যস্য চ মহাক্রতৌ ॥ ১৯ ॥

পশ্চাৎ পৌণ্ড্রকস্য বধং কাশীপুর্য্যাঃ দীপনং চ দন্তবক্রস্য নিধনং মহাক্রতৌ (রাজসূয়ে) চৈদ্যস্য নিধনং চ (দ্রক্ষ্যে) ॥ ১৯ ॥

পরে পৌণ্ড্রকের বধ কাশীপুরীর দাহন দন্তবক্রের নিধন ও রাজসূয় মহাযজ্ঞে শিশুপালের নিধন দর্শন করিব ॥ ১৯ ॥

যানি চান্যানি বীর্য্যাণি দ্বারকামাবসন্ ভবান্।
কর্ত্তা দ্রক্ষ্যাম্যহং তানি গেয়ানি কবিভির্ভুবি ॥ ২০ ॥

যানি চ ভুবি কবিভিঃ গেয়ানি অন্যানি বীর্য্যাণি ভবান্ দ্বারকায়াম্ আবসন্ কর্ত্তা (করিষ্যতি) তানি অহং দ্রক্ষ্যামি ॥ ২০ ॥

আপনি দ্বারকাপুরীতে অবস্থান পূর্ব্বক অপর যে সকল লীলা করিবেন, এবং যেগুলি এই ভূমণ্ডলে কবি সকল গান করিবেন, আমি আপনার সেই সকল লীলা দর্শন করিব ॥ ২০ ॥

অথ তে কালরূপস্য ক্ষপয়িষ্ণোরমুষ্য চ।
অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যাম্যর্জ্জুনসারথেঃ ॥ ২১ ॥

অথ (অনন্তরং) কালরূপস্য অমুষ্য (বিশ্বস্য) ক্ষপয়িষ্ণোঃ অর্জ্জুনসারথেঃ তে (তব) অক্ষৌহিণীনাং নিধনং (বিনাশরূপং কর্ম্ম) দ্রক্ষ্যামি ॥ ২১ ॥

অনন্তর কালরূপী এই বিশ্বের ক্ষয়কর্ত্তা অর্জ্জুন-সারথি তোমার বহু অক্ষৌহিণী সৈন্যের বিনাশরূপ ভারহরণ কর্ম্ম দর্শন করিব ॥ ২১ ॥

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥ ২২ ॥

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং (কেবলজ্ঞানৈকমূর্ত্তিম্ অতএব) স্বসংস্থয়া (স্বরূপসম্যক্-স্থিত্যা এব নিরতিশয়ানন্দস্বাত্মানুভবরূপয়া) সমাপ্তসর্ব্বার্থং (সম্যক্ আপ্তাঃ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে অর্থাঃ কামাঃ যস্য তম্) অমোঘবাঞ্ছিতম্ (অমোঘং বাঞ্ছিতং যস্য তম্) স্বতেজসা (চিচ্ছক্ত্যা) নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহং (নিত্যনিবৃত্তঃ মায়াকার্য্যরূপঃ গুণপ্রবাহঃ সংসারঃ যস্মাৎ তম্ অতএব) ভগবন্তং (নিরতি-শয়ৈশ্বর্য্যপূর্ণম্) ঈমহি (শরণং ব্রজেম) ॥ ২২ ॥

আপনি কেবল জ্ঞানৈকমূর্ত্তি, আপনি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ স্বীয় অনুভবরূপ নিজের সম্যক্ স্থিতি দ্বারা সমস্ত বিষয়ই প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনি অমোঘবাঞ্ছিত, আপনি নিজ তেজে মায়াগুণ-প্রবাহকে নিরস্ত করিয়া রহিয়াছেন, আপনি নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান; আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২২ ॥

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া
বিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্।

ক্রীড়ার্থমভ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং
নতোঽস্মি ধুর্য্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ॥ ২৩ ॥

স্বাশ্রয়ম্ আত্মমায়য়া বিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনং (বিনির্ম্মিতাঃ যে অশেষাঃ সর্ব্বে বিশেষাঃ মহদাদয়ঃ তৈঃ কল্পনা দেবাদিসৃষ্টিঃ যেন তং) ক্রীড়ার্থম্ অভ্যাত্ত-মনুষ্যবিগ্রহং (স্বীকৃতনরশরীরং) যদুবৃষ্ণিসাত্বতাং ধুর্য্যম্ ঈশ্বরং ত্বাং নতঃ অস্মি ॥ ২৩ ॥

আপনি স্বয়ংই আপনার আশ্রয় ; আপনি আত্মমায়া দ্বারা বিনির্ম্মিত মহদাদি তত্ত্বসমূহ দ্বারা দেবাদিসৃষ্টি সম্পাদন করেন ; আপনি লীলার্থ মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ; আপনি যদু বৃষ্ণি সাত্বত কুলের প্রধান ; আপনি ঈশ্বর ; আপনাকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥

শুক উবাচ।

এবং যদুপতিং কৃষ্ণং ভাগবতপ্রবরো মুনিঃ।
প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ তদ্দর্শনোৎসবঃ ॥ ২৪ ॥

শুকঃ উবাচ ;—তদ্দর্শনোৎসবঃ ভাগবতপ্রবরঃ মুনিঃ (নারদঃ) এবং যদু-পতিং কৃষ্ণং প্রণিপত্য (তেন) অভ্যনুজ্ঞাতঃ যযৌ ॥ ২৪ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—শ্রীভগবানের দর্শনে জাতানন্দ ভাগবত প্রধান দেবর্ষি নারদ এইরূপে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

ভগবানপি গোবিন্দো হত্বা কেশিনমাহবে।
পশূনপালয়ৎ পালৈঃ প্রীতৈর্ব্রজসুখাবহঃ ॥ ২৫ ॥

ব্রজসুখাবহঃ ভগবান্ গোবিন্দঃ অপি আহবে (যুদ্ধে) কেশিনং হত্বা প্রীতৈঃ পালৈঃ (গোপৈঃ সহ) পশূন্ অপালয়ৎ ॥ ২৫ ॥

ব্রজজনের সুখদায়ক ভগবান গোবিন্দও যুদ্ধে কেশী দানবকে সংহার করিয়া প্রীত গোপালগণের সহিত পশুপালন করিতে লাগি-লেন ॥ ২৫ ॥

একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু।
চক্রুর্নিলায়নক্রীড়াঃ চৌরপালাপদেশতঃ ॥ ২৬ ॥

একদা তে (রামকৃষ্ণাদয়ো গোপালাঃ) অদ্রিসানুষু (অদ্রেঃ গোবর্দ্ধনস্য সানুষু তটপ্রদেশেষু) পশূন্ চারয়ন্তঃ চৌরপালাপদেশতঃ (চৌরপালব্যাজেন) নিলায়নক্রীড়াং চক্রুঃ ॥ ২৬ ॥

একদা রামকৃষ্ণাদি গোপবালক সকল গোবর্দ্ধন গিরির তটপ্রদেশে পশুচারণ করিতে করিতে চোর ও তৎপালকচ্ছলে চোরিত বস্তুর গোপনরূপ নিলায়ন নামক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥

তত্রাসন্ কতিচিৎ চৌরাঃ পালাশ্চ কতিচিন্নৃপ।
মেষায়িতাশ্চ তত্রৈকে বিজহ্রুরকুতোভয়াঃ ॥ ২৭ ॥

(হে) নৃপ, অত্র (তেষু গোপেষু) কতিচিৎ চৌরাঃ কতিচিৎ পালাঃ (স্বামিনঃ) চ আসন্। একে চ মেষায়িতাঃ (আসন্)। তত্র (চৌরাঃ মেষায়িতান্ চোরয়ন্তি পালাঃ চ তান্ বিচিন্বতে। 'এবম্) অকুতোভয়াঃ (সন্তঃ সর্ব্বে) বিজহ্রুঃ ॥ ২৭ ॥

হে রাজন্, ঐ গোপালগণের মধ্যে কতকগুলি চোর ও কতকগুলি মেষপালক হইয়াছিলেন। আবার কতকগুলি মেষও হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে চৌরবেশী গোপাল সকল মেষরূপী গোপালসকলকে অপহরণ ও পালকরূপী গোপাল সকল তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতেছিলেন। এইরূপে তাঁহারা নির্ভয়ে উক্ত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ছিলেন ॥ ২৭ ॥

ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেশধৃক্।
মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চৌরায়িতো বহূন্ ॥ ২৮ ॥

(তদা চ) মহামায়ঃ ময়পুত্রঃ ব্যোমঃ (ব্যোমাখ্যঃ অসুরঃ) গোপাল-বেশধৃক্ (গোপালবেশধরঃ স্বয়ং) প্রায়ঃ চৌরায়িতঃ (সন্) মেষায়িতান্ বহূন্ (গোপান্) অপোবাহ (অপকৃষ্য নিনায়) ॥ ২৮ ॥

ঐ সময়ে মহামায়াবী ময়পুত্র ব্যোম নামক অসুর গোপবালকের বেশ ধারণ পূর্ব্বক স্বয়ং প্রায়ই চোর হইয়া মেষরূপী অনেকগুলি গোপবালককে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

গিরিদর্য্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতান্ নীতান্ মহাসুরঃ।
শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

(সঃ) মহাসুরঃ (ব্যোমঃ) (এবং) নীতান্ নীতান্ (গোপান্) গিরি-দর্য্যাং (গিরিগুহায়াং) বিনিক্ষিপ্য (তস্যাঃ) দ্বারং শিলয়া পিদধে (আচ্ছাদিত-বান্)। (ততঃ চ মেষায়িতাঃ গোপাঃ) চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ (চত্বারঃ পঞ্চ বা অবশেষিতাঃ) ॥ ২৯ ॥

ঐ মহাসুর ব্যোম ক্রমে ক্রমে অপহৃত গোপবালকদিগকে গিরিগুহামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক শিলা দ্বারা ঐ গিরিগুহার দ্বার আচ্ছাদন করিয়া রাখিল। এইরূপে ব্যোমাসুর কর্ত্তৃক ক্রমে ক্রমে অপহৃত হওয়ায় মেষরূপী গোপবালকের চারি পাঁচটি অবশিষ্ট রহিল ॥ ২৯ ॥

তস্য তৎ কর্ম্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্।
গোপান্ নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা ॥ ৩০ ॥

তস্য (ব্যোমস্য) তং (গোপপিধানরূপং) কর্ম্ম বিজ্ঞায় সতাং (নিজ-ভক্তানাং গোপানাং) শরণদঃ (আশ্রয়দাতা) কৃষ্ণঃ গোপান্ নয়ন্তং (তং ব্যোমং) হরিঃ (সিংহঃ) বৃকম্ ইব ওজসা জগ্রাহ ॥ ৩০ ॥

ব্যোমাসুরের গোপবালকহরণরূপ কর্ম্ম জানিতে পারিয়া সাধু-গণের আশ্রয়দাতা শ্রীকৃষ্ণ সিংহ যেমন ব্যাঘ্রকে ধারণ করে তদ্রূপ সবলে ঐ গোপালাপহারী ব্যোমাসুরকে ধারণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্রসদৃশং বলী।
ইচ্ছন্ বিমোক্তুমাত্মানং নাশক্নোদ্‌গ্রহণাতুরঃ ॥ ৩১ ॥

(তদা) বলী (বলবান্ অপি) গ্রহণাতুরঃ (গ্রহণেন ব্যাকুলঃ) সঃ (ব্যোমঃ গোপরূপং বিহায়) গিরীন্দ্রসদৃশং (পর্ব্বতশ্রেষ্ঠতুল্যং) নিজং রূপম্ আস্থায় (স্বীকৃত্য) আত্মানং বিমোক্তুং (বিমোচয়িতুম্) ইচ্ছন্ (অপি মোচয়িতুং) ন অশক্নোৎ ॥ ৩১ ॥

তখন বলবান্ হইলেও গ্রহণ বশতঃ ব্যাকুল ঐ ব্যোমাসুর গোপালরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গিরীন্দ্রতুল্য নিজ রূপ ধারণানন্তর আপনাকে বিমোচন করিতে অভিলাষী হইয়াও তদ্বিষয়ে সমর্থ হইল না ॥ ৩১ ॥

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।
পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ ॥ ৩২ ॥

অচ্যুতঃ (বলপ্রভাবচ্যুতিরহিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তং (ব্যোমং) দোর্ভ্যাং (ভুজাভ্যাং) নিগৃহ্য মহীতলে পাতয়িত্বা দিবি (অন্তরিক্ষে স্থিতানাং) দেবানাং পশ্যতাং পশুমারং (যথা ভবতি তথা) অমারয়ৎ॥ ৩২ ॥

অচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহাকে হস্তদ্বয় দ্বারা নিগৃহীত করণানন্তর ভূমিতলে ফেলিয়া অন্তরীক্ষচর দেবগণের সমক্ষেই পশুমারণের ন্যায় মারিয়া ফেলিলেন॥ ৩২ ॥

গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্ নিঃসার্য্য কৃচ্ছ্রতঃ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্দেবৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্॥ ৩৩ ॥

(ততঃ চ ভগবান্) গুহাপিধানং (গুহায়াঃ আচ্ছাদনং) নির্ভিদ্য কৃচ্ছ্রতঃ (তন্নিরোধরূপাৎ কষ্টাৎ) গোপান্ নিঃসার্য্য (ভুবি) অনুগৈঃ (গোপৈঃ উপরি বৈমানিকৈঃ) দেবৈঃ (চ) স্তূয়মানঃ (সন্) স্বগোকুলং প্রবিবেশ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুহার আচ্ছাদন অপসারণ পূর্ব্বক গুহামধ্যে নিরোধজনিত ক্লেশ হইতে গোপবালকদিগকে মুক্ত করিয়া ভূতলে অনুচর গোপবালকগণ কর্তৃক এবং নভস্তলে বিমানচর দেবগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া নিজ গোকুলে পুনঃ প্রবেশ করিলেন॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কেশিব্যোমবধো নাম
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

অক্রূরোঽপি চ তাং রাত্রিং মধুপুর্য্যাং মহামতিঃ।
উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ১ ॥

শুক উবাচ;—মহামতিঃ (মহতী সূক্ষ্মা পরমার্থগ্রহণসমর্থা মতিঃ বুদ্ধিঃ যস্য সঃ) অক্রূরঃ অপি তাং রাত্রিং মধুপুর্য্যাম্ (এব) উষিত্বা (প্রাতঃকালে) রথম্ আস্থায় নন্দগোকুলং প্রযযৌ ॥ ১ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে অক্রূরের গোকুলাগমন ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহার সম্মাননা বর্ণিত হইয়াছে ॥

শুকদেব কহিলেন;—মহামতি অক্রূরও সেই রাত্রি মধুপুরীতেই অবস্থান করিয়া প্রাতঃকালে রথারোহণ পূর্ব্বক গোকুলে যাত্রা করিলেন ॥ ১ ॥

গচ্ছন্ পথি মহাভাগো ভগবত্যম্বুজেক্ষণে।
ভক্তিং পরামুপগত এবমেতদচিন্তয়ৎ ॥ ২ ॥

পথি গচ্ছন্ অম্বুজেক্ষণে (অম্বুজবৎ শোভমানে ঈক্ষণে যস্য তস্মিন্) ভগবতি পরাং ভক্তিম্ উপগতঃ (অতএব) মহাভাগঃ (অক্রূরঃ) এবং (বক্ষ্যমাণ-প্রকারেণ) এতৎ (বক্ষ্যমাণম্) অচিন্তয়ৎ ॥ ২ ॥

পথে গমন করিতে করিতে পঙ্কজলোচন শ্রীভগবানে লব্ধভক্তি মহাভাগ অক্রূর এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

কিং ময়াচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ।
কিং বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্ ॥ ৩ ॥

ভদ্রং (যজ্ঞাদি) ময়া কিম্ আচরিতং, কিং (বা) পরমং তপঃ (ব্রতোপবাসাদি) তপ্তং কৃতম্, অথবা কিম্ অপি অর্হতে (পূজার পাত্রায়) দত্তং, যৎ (যস্মাৎ) অদ্য (ব্রহ্মরুদ্রাদিপূজ্যং) কেশবং দ্রক্ষ্যামি ॥ ৩ ॥

আমি যজ্ঞাদি কি শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, কি বা কঠোর তপস্যা করিয়াছি, অথবা যোগ্য পাত্রে কি দান করিয়াছি, যাহার ফলে অদ্য ব্রহ্মরুদ্রাদিপূজ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব ? ॥ ৩ ॥

মমৈতদ্দুর্লভং মন্যে উত্তমঃশ্লোকদর্শনম্ ।
বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্মকীর্ত্তনং শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৪ ॥

শূদ্রজন্মনঃ (শূদ্রাৎ জন্ম যস্য তস্য) ব্রহ্মকীর্ত্তনং (ব্রহ্মণঃ বেদস্য কীর্ত্তনম্ অধ্যয়নং) যথা (তথা) বিষয়াত্মনঃ (বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য) মম এতৎ উত্তমঃশ্লোক-দর্শনং দুর্লভং মন্যে ॥ ৪ ॥

শূদ্রসন্তানের বেদাধ্যয়নের ন্যায় বিষয়াবিষ্টচিত্ত আমার এই ভগবদ্দর্শন দুর্লভ মনে করি ॥ ৪ ॥

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্ ।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিত্তরতি কশ্চন ॥ ৫ ॥

মৈবম্। অধমস্য (নীচস্য) অপি মম অচ্যুতদর্শনং স্যাৎ এব। (যতঃ) কালনদ্যা হ্রিয়মাণঃ কশ্চন কচিৎ তরতি ॥ ৫ ॥

না—শ্রীভগবদ্দর্শন আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। কালরূপ নদীর স্রোতে প্রবাহিত হইতে হইতে কেহ কখন উত্তীর্ণও হইয়া থাকে, অতএব আমি অধম হইলেও আমার শ্রীভগবদ্দর্শন হইবেই হইবে ॥ ৫ ॥

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥ ৬ ॥

(কিঞ্চ) অদ্য মম অমঙ্গলং নষ্টম্। (অয়ং) চ মে (মম) ভবঃ (জন্ম) ফলবান্ এব। যৎ (যস্মাৎ) ভগবতঃ যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজং নমস্যে ॥ ৬ ॥

আরও অদ্য আমার অমঙ্গল নষ্ট হইল; আমার এই জন্ম সফল হইল; যেহেতু শ্রীভগবানের যোগিধ্যেয় পাদপদ্মে সাক্ষাৎ প্রণাম করিব ॥ ৬ ॥

কংসো বতাদ্যাকৃত মেঽত্যনুগ্রহং
দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ ।
কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ
পূর্ব্বেঽতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা ॥ ৭ ॥

বত (আশ্চর্য্যং ভগবদ্ভক্তদ্রোহী অপি) কংসঃ অদ্য মে (মম) অত্যনুগ্রহম্ অকৃত (কৃতবান্, যস্মাৎ) যন্নখমণ্ডলত্বিষা (যস্য নখমণ্ডলত্বিষা নখসমূহকান্ত্যা হৃদি ধ্যায়মানয়া) পূর্ব্বে (ধ্যাতারঃ) দুরত্যয়ং (দুস্তরং) তমঃ (সংসারম্) অতরন্, কৃতাবতারস্য (তস্য) হরেঃ অঙ্ঘ্রিপদ্মম্ অমুনা (কংসেন) প্রহিতঃ (প্রস্থাপিতঃ অহং) দ্রক্ষ্যে ॥ ৭ ॥

কি আশ্চর্য্য! কংস স্বয়ং ভগবদ্‌ভক্তদ্রোহী হইয়াও অদ্য আমার প্রতি প্রচুর অনুগ্রহ করিয়াছে, যেহেতু যাঁহার নখসমূহের কান্তি হৃদয়ে চিন্তা করিয়া পূর্ব্বতন ধ্যানকর্ত্তা সকল দুস্তর সংসার উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আজ আমি ঐ কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দর্শন করিব ॥ ৭ ॥

যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ
শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্‌বনে
যদ্‌গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্ ॥ ৮ ॥

যৎ (চরণকমলং) ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া দেব্যা সসাত্বতৈঃ মুনিভিঃ চ অর্চ্চিতং, যৎ গোচারণায় অনুচরৈঃ সহ বনে চরৎ, যৎ (চ) গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতং (তৎ অহং দ্রক্ষ্যে) ॥ ৮ ॥

যে চরণকমল শিবব্রহ্মাদি দেবগণ লক্ষ্মীদেবী ও ভক্তবৃন্দের সহিত মুনিগণ অর্চ্চনা করেন, যে চরণকমল গোচারণার্থ অনুচরবর্গের সহিত বনে বনে পরিভ্রমণ করেন, এবং যে চরণকমল গোপীদিগের কুচকুঙ্কুম দ্বারা অঙ্কিত হয়েন, আমি সেই চরণকমল দর্শন করিব ॥ ৮ ॥

দ্রক্ষ্যামি নূনং সুকপোলনাসিকং
স্মিতাবলোকারুণকঞ্জলোচনম্।
মুখং মুকুন্দস্য গুড়ালকাবৃতং
প্রদক্ষিণং মে প্রচরন্তি বৈ মৃগাঃ ॥ ৯ ॥

(যতঃ) মৃগাঃ মে (মম) প্রদক্ষিণং (যথা ভবতি তথা) প্রচরন্তি (গচ্ছন্তি, ততঃনূ) নং (নিশ্চিতং) সুকপোলনাসিকং (সু শোভনৌ কপোলৌ তথাভূতা

নাসিকা চ যস্মিন্ তৎ) স্মিতাবলোকারুণকঞ্জলোচনং (স্মিতসহিতঃ অবলোকঃ যস্মিন্ অরুণে কঞ্জবৎ লোচনে যস্মিন্ তৎ চ তৎ চ) গুড়ালকাবৃতং (গুড়ালকৈঃ বক্রকেশৈঃ আবৃতং) মুকুন্দস্য মুখং দ্রক্ষ্যামি ॥ ৯ ॥

মৃগ সকল আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চরিতেছে, অতএব নিশ্চয় আমি সুন্দর কপোল ও নাসিকা সমন্বিত, সহাস্য নিরীক্ষণ ও অরুণ-বর্ণ কমলসদৃশ নয়নযুক্ত এবং কুটিলকুন্তলাবৃত শ্রীকৃষ্ণের বদন দর্শন করিব ॥ ৯ ॥

অপ্যদ্য বিষ্ণোর্মনুজত্বমীয়ুষো
ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া।
লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং
মহ্যং ন ন স্যাৎ ফলমঞ্জসা দৃশঃ ॥ ১০ ॥

ভুবঃ ভারাবতারায় নিজেচ্ছয়া মনুজত্বম্ (মনুষ্যনাট্যম্) ঈয়ুষঃ (স্বীকৃতবতঃ) লাবণ্যধাম্নঃ (লাবণ্যস্য সৌন্দর্য্যাতিশয়স্য ধাম্নঃ আশ্রয়স্য) বিষ্ণোঃ অপি (যদি) অদ্য উপলম্ভনং (দর্শনং) ভবিতা (ভবিষ্যতি, তর্হি) মহ্যং (মম) দৃশঃ (লোচনস্য) ফলং ন স্যাৎ (ইতি) ন ॥ ১০ ॥

পৃথিবীর ভারাবতারণার্থ স্বেচ্ছাক্রমে মনুষ্যশরীর গ্রহণকারী সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধারভূত শ্রীবিষ্ণুর যদি অদ্য দর্শন লাভ হয়, তবে আমার চক্ষু সফল হয় না এমন নয় ॥ ১০ ॥

য ঈক্ষিতাহংরহিতোঽপ্যসৎসতোঃ
স্বতেজসাপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ।
স্বমায়য়াত্মন্ রচিতৈস্তদীক্ষয়া
প্রাণাক্ষধীভিঃ সদনেষ্বভীয়তে ॥ ১১ ॥

(যঃ) অসৎসতোঃ (সদসতোঃ কার্য্যকারণয়োঃ) ঈক্ষিতা (ঈক্ষণমাত্রেণ কর্ত্তা) অপি অহংরহিতঃ (অহংমমাভিমানরহিতঃ) স্বতেজসা (সচ্চিদানন্দ-স্বরূপপ্রকাশেন এব) অপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ (অপাস্তাঃ তমঃ স্বরূপাজ্ঞানং চ ভিদা ভেদঃ চ ভ্রমঃ অনাত্মনি আত্মবুদ্ধিঃ চ তমোভিদাভ্রমাঃ যেন যস্মিন্ বা সঃ অপি) সদনেষু (গোপীগৃহবৃন্দাবনাদিষু বিহরন্) তদীক্ষয়া (তেষাং জীবানাং দৃষ্ট্যা) স্বমায়য়া (স্বেচ্ছয়া) আত্মন্ (আত্মনি) রচিতৈঃ (প্রকাশিতৈঃ) প্রাণাক্ষধীভিঃ (যুক্তঃ অস্মদাদিবৎ) অভীয়তে (প্রতীয়তে) ॥ ১১ ॥

যিনি কার্য্য ও কারণের ঈক্ষণমাত্র কর্ত্তা হইয়াও অহংমমাভিমান-রহিত, যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপের প্রকাশ দ্বারাই অজ্ঞান ভেদ ও ভ্রম দূর করিয়াও, গোপীগৃহ ও বৃন্দাবনাদিতে বিহারকালে, জীবগণের দৃষ্টিতে নিজ মায়া দ্বারা আপনাতে প্রকাশিত প্রাণ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি যুক্ত অস্মদাদি জীবের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন॥ ১১॥

যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈ-
র্বাচো বিমিশ্রা গুণকর্ম্মজন্মভিঃ।
প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগৎ
যাস্তদ্বিরিক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ॥ ১২॥

যস্য (ভগবতঃ) অখিলামীবহভিঃ (অখিলানি যানি অমীবানি বক্ত্রাদীনাং পাপানি তানি ঘ্নন্তি যানি তৈঃ) সুমঙ্গলৈঃ গুণকর্ম্মজন্মভিঃ (গুণাঃ কৃপালুত্বাদয়ঃ কর্ম্মাণি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি জন্মানি রামকৃষ্ণাদীনি তৈঃ) বিমিশ্রাঃ (যুক্তাঃ তৎপ্রতিপাদিকাঃ) বাচঃ জগৎ (বক্তৃশ্রোত্রাদিপ্রাণিমাত্রং) প্রাণন্তি (জীবয়ন্তি) শুম্ভন্তি (শোভয়ন্তি) পুনন্তি (পবিত্রয়ন্তি) বৈ। যাঃ (বাচঃ) তদ্বিরিক্তাঃ (তৈঃ ভগবদ্‌গুণাদিভিঃ বিরিক্তাঃ তৎপ্রতিপাদনরহিতাঃ তাঃ তু স্বলঙ্কৃতাঃ অপি) শবশোভনাঃ (শববৎ শোভনাঃ) মতাঃ (সম্মতাঃ)॥ ১২॥

শ্রীভগবানের গুণ কর্ম্ম ও জন্ম প্রতিপাদক বাক্য সকল অখিল পাপের নাশক সর্ব্বমঙ্গলকর এবং জগতের জীবনদায়ক শোভাজনক ও পবিত্রীকারক। কিন্তু যে কথায় শ্রীভগবানের গুণকর্ম্মাদি প্রতিপাদিত হয় না, তাহা অলঙ্কারযুক্ত হইলেও সুন্দর মৃতশরীরের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর॥ ১২॥

স চাবতীর্ণঃ কিল সাত্বতান্বয়ে
স্বসেতুপালামরবর্য্যশর্ম্মকৃৎ।
যশো বিতন্বন্ ব্রজ আস্ত ঈশ্বরো
গায়ন্তি দেবা যদশেষমঙ্গলম্॥ ১৩॥

অশেষমঙ্গলম্ (অশেষাণাং সর্ব্বেষাং শ্রোত্রাদীনাং মঙ্গলং বাঞ্ছিতং ফলং যস্মাৎ তৎ) যৎ (যদ্‌যশঃ) দেবাঃ গায়ন্তি, স্বসেতুপালামরবর্য্যশর্ম্মকৃৎ (স্বং

রচিতান্ সেতূন্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ পালয়তাম্ অমরবর্য্যাণাং শর্ম্মকৃৎ দৈত্যাদিবধেন সুখকর্ত্তা) সঃ ঈশ্বরঃ (ভগবান্) যশঃ বিতন্বন্ (বিস্তারয়ন্) সাত্বতান্বয়ে (যাদবকুলে শ্রীকৃষ্ণরূপেণ) অবতীর্ণঃ (সন্) ব্রজে আস্তে ॥ ১৩ ॥

যাঁহার অশেষমঙ্গলকর যশ দেবতারা গান করিয়া থাকেন, যিনি নিজকৃত মর্য্যাদারূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিপালক দেবতাদিগের সুখ-কারী, সেই শ্রীভগবান্ স্বীয় যশোরাশি বিস্তার পূর্ব্বক যাদবকুলে অবতরণ করিয়া সম্প্রতি ব্রজে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

তং ত্বদ্য নূনং মহতাং গতিং গুরুং
ত্রৈলোক্যকান্তং দৃশিমন্মহোৎসবম্।
রূপং দধানং শ্রিয় ঈপ্সিতাস্পদং
দ্রক্ষ্যে মমাসন্নুষসঃ সুদর্শনাঃ ॥ ১৪ ॥

(যতঃ) উষসঃ (প্রভাতসময়াঃ) মম সুদর্শনাঃ (শুভসূচকাঃ) আসন্ (বভূবুঃ, অতঃ) অদ্য মহতাং (সাধূনাং) গতিং (প্রাপ্যং) গুরুং ত্রৈলোক্য-কান্তং (ত্রৈলোক্যে একম্ এব কান্তং) দৃশিমন্মহোৎসবং (দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং মহান্ উৎসবঃ হর্ষঃ যস্মাৎ তং) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) ঈপ্সিতাস্পদম্ (আশ্রয়ভূতং) রূপং (স্বরূপং) দধানং তং (শ্রীকৃষ্ণং) তু অদ্য নূনম্ (অহং) দ্রক্ষ্যামি ॥ ১৪ ॥

অদ্য আমার প্রভাতসময় শুভসূচক হইয়াছিল, অতএব আমি অদ্য নিশ্চয় সাধুদিগের গতি গুরু ত্রিলোককান্ত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি-দিগের মহোৎসবদায়ক লক্ষ্মীর অভিলষিত আশ্রয়ভূত শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব ॥ ১৪ ॥

অথাবরূঢ়ঃ সপদীশয়ো রথাৎ
প্রধানপুংসোশ্চরণং স্বলব্ধয়ে।
ধিয়া ধৃতং যোগিভিরপ্যহং ধ্রুবং
নমস্য আভ্যাঞ্চ সখীন্ বনৌকসঃ ॥ ১৫ ॥

অথ (অস্য দর্শনানন্তরং) সপদি (ঝটিতি) রথাৎ অবরূঢ়ঃ (অবতীর্ণঃ সন্) অহং স্বলব্ধয়ে (অনাত্মবিদ্যাচ্ছাদিতস্বপরমার্থরূপপ্রকাশায় স্বস্য ভগবতঃ প্রাপ্তয়ে বা) যোগিভিঃ অপি (কেবলং) ধিয়া ধৃতং (চিন্তিতম্) ঈশয়োঃ প্রধানপুংসোঃ (পুরুষোত্তময়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ) চরণং (তথা) আভ্যাম্

(অনয়োঃ) সখীন্ বনৌকসঃ (বনবাসিনঃ) চ নমস্যে (ইতি) ধ্রুবং (নিশ্চিতম্) ॥ ১৫ ॥

দর্শনের পর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আমি, যোগীরা যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কেবল মনে মনে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বর পুরুষোত্তম রামকৃষ্ণের চরণে ও তাঁহাদিগের সখা বৃন্দারণ্যবাসী গোপবালকদিগের চরণে নিশ্চয় পতিত হইব ॥ ১৫ ॥

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে বিভুঃ
শিরস্যধাস্যন্নিজহস্তপঙ্কজম্।
দত্তাভয়ং কালভুজঙ্গরংহসা
প্রোদ্বেজিতানাং শরণৈষিণাং নৃণাম্ ॥ ১৬ ॥

কালভুজঙ্গরংহসা (কালঃ এব ভুজঙ্গঃ তস্য রংহসা বেগেন) প্রোদ্বেজিতানাম্ (অত্যন্তভীতানাম্ অতএব) শরণৈষিণাং (স্বরক্ষকত্বেনাঙ্গীকৃতানাং) নৃণাং দত্তাভয়ং (দত্তম্ অভয়ং যেন তৎ) নিজহস্তপঙ্কজম্ অঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে (মম) শিরসি বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অধাস্যৎ (আধাস্যতি অপি) ॥ ১৬ ॥

তখন বিভু শ্রীকৃষ্ণ, কালভুজঙ্গবেগে অতিশয় উদ্বিগ্ন শরণাগত ব্যক্তিদিগের অভয়প্রদ নিজ করকমল, আমি চরণতলে নিপতিত হইলে, আমার মস্তকে অর্পণ করিবেন ॥ ১৬ ॥

সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিক-
স্তথা বলিশ্চাপ জগত্রয়েন্দ্রতাম্।
যদ্বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং
স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যপানুদৎ ॥ ১৭ ॥

যত্র (যস্মিন্ হস্তপঙ্কজে) সমর্হণং নিধায় কৌশিকঃ (ইন্দ্রঃ) তথা বলিঃ চ জগত্রয়েন্দ্রতাম্ আপ, সৌগন্ধিকগন্ধি (সৌগন্ধিকস্য স্থলকমলবিশেষস্য গন্ধঃ ইব গন্ধঃ যস্য তথাভূতং) যৎ বা বিহারে (রাসক্রীড়ায়াং) ব্রজযোষিতাং (বিহারজং) শ্রমং স্পর্শেন অপানুদৎ (দূরীচকার) ॥ ১৭ ॥

যে করকমলে পূজোপহার অর্পণ করিয়া ইন্দ্র ও বলি ত্রিজগতের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং সৌগন্ধিক নামক স্থলপদ্মবিশেষের

ন্যায় গন্ধযুক্ত যে করকমল স্পর্শমাত্র রাসবিহারে ব্রজগোপীদিগের শ্রমাপনোদন করিয়াছিল ॥ ১৭ ॥

ন ময্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুতঃ
কংসস্য দূতঃ প্রহিতোঽপি বিশ্বদৃক্।
যোঽন্তর্বহিশ্চেতস এতদীহিতং
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈক্ষত্যমলেন চক্ষুষা ॥ ১৮ ॥

অহং কংসেন প্রহিতঃ (প্রেষিতঃ) অপি বিশ্বদৃক্ (সর্ব্বসাক্ষী) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ময়ি (অয়ং) কংসস্য দূতঃ (কার্য্যসাধকঃ ইতি) অরিবুদ্ধিং ন উপৈষ্যতি (করিষ্যতি)। যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ অমলেন (যথার্থগ্রহণসমর্থেন) চক্ষুষা (চিচ্ছক্ত্যা মম) চেতসঃ অন্তঃ বহিঃ (চ যৎ) ঈহিতং (চেষ্টিতম্) এতৎ ঈক্ষতি (ঈক্ষতে) ॥ ১৮ ॥

আমি কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেও সর্ব্বসাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কংসের দূত জানিয়া আমার প্রতি শত্রুবুদ্ধি করিবেন না। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, নির্ম্মল জ্ঞানশক্তিদ্বারা আমার চিত্তের অন্তরে ও বাহিরে যে কিছু চেষ্টা তাহা দর্শন করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলে পতিতং কৃতাঞ্জলিং
মামীক্ষিতা সস্মিতমার্দ্রয়া দৃশা।
সপদ্যপধ্বস্তসমস্তকিল্বিষো
বোঢ়া মুদং বীতবিশঙ্ক ঊর্জ্জিতাম্ ॥ ১৯ ॥

(অতঃ) অপি (যদি) অঙ্ঘ্রিমূলে (চরণোপান্তে) পতিতং কৃতাঞ্জলিং মাং সস্মিতং (যথা ভবতি তথা কৃপামৃতেন) আর্দ্রয়া দৃশা (দৃষ্ট্যা) ঈক্ষিতা (দ্রক্ষ্যতি তর্হি) সপদি (তৎক্ষণ এব) অপধ্বস্তসমস্তকিল্বিষঃ (বিনষ্টাখিল-কল্মষঃ) বীতবিশঙ্কঃ (বীতা নিবৃত্তা বিশঙ্কা পুনর্জ্জন্মাদিশঙ্কা যস্য তথাভূতঃ চ সন্ অহম্) ঊর্জ্জিতাং (প্রবৃদ্ধাং) মুদং বোঢ়া (প্রাপ্স্যামি) ॥ ১৯ ॥

অতএব কৃতাঞ্জলি হইয়া চরণোপান্তে পতিত হইলে, যদি তিনি কৃপার্দ্রদৃষ্টিতে আমার প্রতি সহাস্য দৃষ্টিপাত করেন, তবে তৎক্ষণাৎ আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট ও সকল শঙ্কা নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করি ॥ ১৯ ॥

সুহৃত্তমং জ্ঞাতিমনন্যদৈবতং
দোর্ভ্যাং বৃহদ্ভ্যাং পরিরপ্স্যতেঽথ মাম্।
আত্মা হি তীর্থীক্রিয়তে তদৈব মে
বন্ধশ্চ কর্ম্মাত্মক উচ্ছ্বসিত্যতঃ ॥ ২০ ॥

অথ (যদি) সুহৃত্তমং (সুষ্ঠু হৃৎ যস্য সঃ সুহৃৎ অতিশয়েন সুহৃৎ সুহৃত্তমঃ তং) জ্ঞাতিং (পিতৃব্যম্) অনন্যদৈবতং (ন বিদ্যতে যস্মাৎ অন্যৎ অনন্যৎ অনন্যৎ দৈবতং যস্য তং) মাং বৃহদ্ভ্যাং দোর্ভ্যাং পরিরপ্স্যতে (আলিঙ্গয়িষ্যতি) তদা এব মে (মম) আত্মা তীর্থীক্রিয়তে (পবিত্রীকরিষ্যতে) হি (যতঃ) অতঃ (অস্মাৎ তদালিঙ্গনাৎ) কর্ম্মাত্মকঃ বন্ধঃ চ উচ্ছ্বসিতি (শিথিলীভবিষ্যতি) ॥ ২০ ॥

যদি তিনি আমাকে সুহৃত্তম জ্ঞাতি ও অনন্যদৈবত জানিয়া স্বীয় বিশাল ভুজযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করেন, তবে আমার আত্মা পবিত্র ও কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া যায় ॥ ২০ ॥

লব্ধাঙ্গসঙ্গং প্রণতং কৃতাঞ্জলিং
মাং বক্ষ্যতেঽক্রূর ততেত্যুরুশ্রবাঃ।
তদা বয়ং জন্মভৃতো মহীয়সা
নৈবাদৃতো যো ধিগমুষ্য জন্ম তৎ ॥ ২১ ॥

উরুশ্রবাঃ (মহাযশাঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) লব্ধাঙ্গসঙ্গং (লব্ধঃ অঙ্গসঙ্গঃ পরিরম্ভঃ যেন তং) প্রণতং কৃতাঞ্জলিং (চ) মাং হে অক্রূর, হে তত (তাত), ইতি (চ) বক্ষ্যতে (প্রেম্না সম্বোধয়িষ্যতি) তদা বয়ং জন্মভৃতঃ (সফলজন্মানঃ ভবিষ্যামঃ)। যঃ (তু পুমান্) মহীয়সা (সর্ব্বপূজ্যেন ভগবতা) ন এব আদৃতঃ (স্বকীয়ত্বেন গৃহীতঃ) অমুষ্য (পুংসঃ) তৎ জন্ম ধিক্ (নিন্দ্যম্) ॥ ২১ ॥

আলিঙ্গন লাভের পর প্রণত ও কৃতাঞ্জলি হইলে, মহাযশাঃ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে হে অক্রূর, হে তাত, বলিয়া প্রেমসহকারে সম্বোধন করিবেন, তখন আমার জন্ম সফল হইবে। যে পুরুষ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক আদৃত না হয়, তাহার জন্মকে ধিক্ ॥ ২১ ॥

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো
ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।

তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥ ২২ ॥

যদ্যপি তস্য কশ্চিৎ দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) সুহৃত্তমঃ মিত্রং ন অপ্রিয়ঃ দ্বেষ্যঃ চ ন বা (অথবা) উপেক্ষ্যঃ (চ) ন এব তথাপি সুরদ্রুমঃ (কল্পতরুঃ) যদ্বৎ (যথা) উপাশ্রিতঃ (সন্ তেষাম্ অর্থদঃ ভবতি তথা ভক্তাঃ তং) যথা ভজন্তে তথা (তান্) ভক্তান্ (সঃ অপি ভজতে) ॥ ২২ ॥

যদিও তাঁহার কোন প্রিয় সুহৃৎ মিত্র অপ্রিয় দ্বেষ্য বা উপেক্ষ্য নাই, তথাপি কল্পতরু যেমন আশ্রিত ব্যক্তিকে ফল প্রদান করে, তদ্রূপ ভক্ত তাঁহাকে যেমন ভজন করেন, তিনিও তাঁহাদিগকে তদ্রূপ ভজন করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

কিঞ্চাগ্রজো মাবনতং যদূত্তমঃ
স্ময়ন্ পরিষ্বজ্য গৃহীতমঞ্জলৌ।
গৃহং প্রবেশ্যাপ্তসমস্তসৎকৃতং
সংপ্রক্ষ্যতে কংসকৃতং স্ববন্ধুষু ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ যদূত্তমঃ অগ্রজঃ (রামঃ) স্ময়ন্ (হসন্) অবনতং (কৃতপ্রণামং) মা (মাং) পরিষ্বজ্য অঞ্জলৌ (মদ্রচিতে এব) গৃহীতং (মাং) গৃহং প্রবেশ্য (তত্র) আপ্তসমস্তসৎকৃতং (আপ্তানি লব্ধানি সমস্তানি সৎকৃতানি অর্ঘ্যাদীনি যেন তং মাং প্রতি) স্ববন্ধুষু কংসকৃতম্ (অপকারাদিকং) সংপ্রক্ষ্যতে ॥ ২৩ ॥

আরও আমি চরণে প্রণত হইলে, অগ্রজ বলরাম হাসিতে হাসিতে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া মদ্রচিত অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে লইয়া যাইয়া অর্ঘ্যাদি সৎকার সকল প্রদানানন্তর স্বীয় বন্ধু বর্গের প্রতি কংসের আচরণ সকল জিজ্ঞাসা করিবেন ॥ ২৩ ॥

শুক উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্বফল্কতনয়োঽধ্বনি।
রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্য্যশ্চাস্তগিরিং নৃপ ॥ ২৪ ॥

শুকঃ উবাচ ;—(হে) নৃপ, ইতি (এবং) শ্বফল্কতনয়ঃ (অক্রূরঃ) অধ্বনি (মার্গে) কৃষ্ণম্ (এব) সঞ্চিন্তয়ন্ রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্য্যঃ চ অস্তগিরিং (গতঃ) ॥ ২৪ ॥

শুকদেব কহিলেন;—হে রাজন্, এইরূপ অক্রূর সমস্ত পথ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে রথযোগে গোকুলে উপনীত হইলেন, এদিকে দিবাকরও অস্তাচলে গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

পদানি তস্যাখিললোকপাল-
কিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ।
দদর্শ গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি
বিলক্ষিতান্যব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ ॥ ২৫ ॥

(তত্র চ) গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি (ক্ষিতেঃ কৌতুকানি অলঙ্কাররূপাণি) অব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ বিলক্ষিতানি অখিললোকপালকিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ (অখিলৈঃ লোকপালৈঃ কিরীটেষু জুষ্টাঃ সেবিতাঃ অমলাঃ পাদরেণবঃ যস্য তস্য) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) পদানি দদর্শ ॥ ২৫ ॥

এবং গোষ্ঠে অখিল লোকপাল নিজ নিজ কিরীটে যাঁহার অমল চরণরেণু ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম যব ও অঙ্কুশ প্রভৃতি দ্বারা সুলক্ষিত ও পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ চরণচিহ্ন সকল দর্শন করিলেন ॥ ২৫ ॥

তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ
প্রেম্ণোর্দ্ধলোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত
প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি ॥ ২৬ ॥

তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ (তেষাং পাদানাং দর্শনেন যঃ আহ্লাদঃ তেন বিবৃদ্ধঃ সম্ভ্রমঃ ব্যাকুলত্বং যস্য সঃ) প্রেম্ণা ঊর্দ্ধলোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ (ঊর্দ্ধানি উদঞ্চিতানি লোমানি যস্য সঃ তথা অশ্রূণাং কলাভিঃ লেশৈঃ আকুলে ঈক্ষণে যস্য সঃ) সঃ (অক্রূরঃ) অহো অমূনি প্রভোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিরজাংসি ইতি (বিভাবয়ন্) রথাৎ অবস্কন্দ্য (অবপ্লুত্য) তেষু (অঙ্ঘ্রিরজঃসু) অচেষ্টত (ব্যলুঠৎ) ॥ ২৬ ॥

উক্ত পদচিহ্ন সকল সন্দর্শনে বর্দ্ধিতসম্ভ্রম এবং প্রেমহেতু উদ্গত-রোমাঞ্চ ও অশ্রুকলাকুলেক্ষণ অক্রূর, "অহো! এইগুলি প্রভুর

চরণরেণু" এইরূপ চিন্তা করিয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ঐ চরণরেণুসমূহে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

দেহংভৃতামিয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচম্।
সন্দেশাদ্‌যো হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ ॥ ২৭ ॥

সন্দেশাৎ (কংসাদেশাৎ আরভ্য) যঃ (ভক্তিবিশেষঃ অক্রূরস্য জাতঃ সঃ) অর্থঃ (সন্দেশাৎ গুরূপদেশাৎ) দম্ভং ভিয়ং শুচং হিত্বা হরেঃ লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ দেহংভৃতাং (প্রাণিনাম্) ইয়ান্ (এতাবান্ এব) ॥ ২৭ ॥

কংসের আদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানের চরণরেণুতে বিলুণ্ঠন পর্য্যন্ত অক্রূরের যে কিছু অর্থলাভ হইল, গুরূপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দম্ভ ভয় শোক প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির মূর্ত্তির দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা প্রাণীদিগের সেই পর্য্যন্তই লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ ॥ ২৮ ॥
কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ।
সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ ॥ ২৯ ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্।
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ ॥ ৩০ ॥
উদাররুচিরক্রীড়ৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ।
পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ ॥ ৩১ ॥
প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতূ জগৎপতী।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ ॥ ৩২ ॥
দিশো বিতিমিরা রাজন্ কুর্ব্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া।
যথা মারকতঃ শৈলো রৌপ্যশ্চ কনকাচিতৌ ॥ ৩৩ ॥

(ততঃ চ হে) রাজন্, (সঃ) ব্রজে কৃষ্ণং রামং চ দদর্শ। গোদোহনং (গোদোহনস্থানং) গতৌ পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ ধ্বজ-

বজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈঃ চিহ্নিতৈঃ অঙ্ঘ্রিভিঃ ব্রজং শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশ-স্মিতেক্ষণৌ উদাররুচিরক্রীড়ৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ প্রধানপুরুষৌ আদ্যৌ জগদ্ধেতূ জগৎপতী জগত্যর্থে স্বাংশেন (মূর্ত্তিভেদেন) অবতীর্ণৌ বলকেশবৌ (তৌ) কনকাচিতৌ মারকতঃ রৌপ্যঃ চ শৈলঃ (তৌ) যথা (তথা) স্বয়া প্রভয়া দিশঃ বিতিমিরাঃ কুর্ব্বাণৌ ॥ ২৮—৩৩॥

তদনন্তর হে রাজন্, অক্রূর ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করিলেন। পীতনীলাম্বরধারী, শরৎকালীন পদ্মপত্রের সদৃশ লোচন-যুগলবিশিষ্ট, কিশোরবয়স্ক, কৃষ্ণশ্বেতবর্ণ, শ্রীনিকেতন, বৃহদ্ভুজ, সুমুখ, সুন্দরবর, বালগজেন্দ্রবিক্রম, ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ পদ্ম প্রভৃতি চিহ্নিত চরণ দ্বারা ব্রজধামের অলঙ্কারকারী, মহাত্মা, অনুকম্পাবিলসিত ঈষদ্ধাস্য দ্বারা শোভিতনয়ন, উদাররুচিরক্রীড়াপরায়ণ, রত্নমালাধারী, বনমালাবিভূষিত, পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গ, স্নাত, নির্ম্মলবসন, প্রধান-পুরুষ, আদিপুরুষ, জগৎকারণ, জগতের জন্য মূর্ত্তিভেদে অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোদোহনস্থানে মারকত ও রৌপ্য শৈলের ন্যায় স্বীয় প্রভা দ্বারা দিক্ সকল আলোকিত করিতেছিলেন॥ ২৮-৩৩॥

রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ স্নেহবিহ্বলঃ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৩৪ ॥

(তদা) স্নেহবিহ্বলঃ সঃ অক্রূরঃ তূর্ণং রথাৎ অবপ্লুত্য রামকৃষ্ণয়োঃ চরণোপান্তে দণ্ডবৎ পপাত ॥ ৩৪ ॥

তখন প্রেমবিহ্বল সেই অক্রূর সত্বর রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রাম ও কৃষ্ণের চরণতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাস্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানেঽপি হি নাশকৎ ॥৩৫॥

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাস্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ পুলকাচিতাঙ্গঃ (সঃ) ঔৎকণ্ঠ্যাৎ (বাস্পেন কণ্ঠনিরোধাৎ) স্বাখ্যানে (অক্রূরোঽহং নমস্করোমি ইতি কথনে) অপি ন অশকৎ (প্রবভূব) হি ॥ ৩৫ ॥

ভগবদ্দর্শনজনিত আনন্দবাস্পে পর্য্যাকুলনয়ন রোমাঞ্চিতকলেবর

অক্রূর বাষ্প দ্বারা কণ্ঠরোধ হেতু আত্মপরিচয় প্রদানেও সমর্থ হইলেন না ॥ ৩৫ ॥

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য রথাঙ্গাঙ্কিতপাণিনা।
পরিরেভেঽভ্যুপাকৃষ্য প্রীতঃ প্রণতবৎসলঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রণতবৎসলঃ ভগবান্ তং অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) প্রীতঃ (সন্) রথাঙ্গাঙ্কিত-পাণিনা (তম্) অভ্যুপাকৃষ্য (স্বসমীপম্ আকৃষ্য) পরিরেভে (আলিলিঙ্গ) ॥৩৬॥

প্রণতবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া প্রীতমনে চক্রাঙ্কিত পাণি দ্বারা তাঁহাকে সমীপে আকর্ষণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

সঙ্কর্ষণশ্চ প্রণতমুপগুহ্য মহামনাঃ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণী আনয়ৎ সানুজো গৃহম্ ॥ ৩৭ ॥

সঙ্কর্ষণঃ চ প্রণতং (তম্) উপগুহ্য (আশ্লিষ্য) মহামনাঃ (হৃষ্টমনাঃ সন্) পাণিনা (স্বপাণিনা তস্য) পাণী (অঞ্জলিরূপেণ সংহতৌ হস্তৌ) গৃহীত্বা সানুজঃ (কৃষ্ণেন সহিতঃ) গৃহম্ আনয়ৎ ॥ ৩৭ ॥

সঙ্কর্ষণও প্রণত অক্রূরকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দমনে নিজ পাণি দ্বারা তদীয় পাণিদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

স্পৃষ্ট্বাথ স্বাগতং তস্মৈ নিবেদ্য চ বরাসনম্।
প্রক্ষাল্য বিধিবৎ পাদৌ মধুপর্কার্হণমাহরৎ ॥ ৩৮ ॥

অথ (অনন্তরং) স্বাগতং পৃষ্ট্বা তস্মৈ (অক্রূরায়) বরাসনং (শ্রেষ্ঠম্ আসনং) নিবেদ্য (সমর্প্য) বিধিবৎ পাদৌ প্রক্ষাল্য চ মধুপর্কার্হণম্ আহরৎ (আনীয় সমর্পিতবান্) ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট আসন প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধি পাদপ্রক্ষালনানন্তর মধুপর্কাদি পূজোপহার সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

নিবেদ্য গাঞ্চাতিথয়ে সংবাহ্য শ্রান্তমাদৃতঃ।
অন্নং বহুগুণং মেধ্যং শ্রদ্ধয়োপাহরদ্বিভুঃ ॥ ৩৯ ॥

(ততঃ) চ আদৃতঃ (আদরযুক্তঃ) বিভুঃ (রামঃ) অতিথয়ে (তস্মৈ অক্রূরায়) গাং নিবেদ্য (সমর্প্য) শ্রান্তং (তং) সংবাহ্য (পাদসম্বাহনাদিনা তচ্ছ্রমম্ অপনীয়) মেধ্যং (বিশুদ্ধং) বহুগুণং (ষড়্রসোপেতম্) অন্নং শ্রদ্ধয়া উপাহরৎ (সমর্পয়ামাস) ॥ ৩৯ ॥

তদনন্তর বিভু বলরাম সাদরে সেই অতিথি অক্রূরকে গাভি নিবেদন করিয়া পাদসম্বাহনাদি দ্বারা তাঁহার পথশ্রম অপনোদন পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে পবিত্র ষড়্রসযুক্ত অন্ন প্রদান করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তস্মৈ ভুক্তবতে প্রীত্যা রামঃ পরমধর্ম্মবিৎ।
মুখবাসৈর্গন্ধমাল্যৈঃ পরাং প্রীতিং ব্যধাৎ পুনঃ ॥ ৪০ ॥

পরমধর্ম্মবিৎ রামঃ প্রীত্যা ভুক্তবতে তস্মৈ (অক্রূরায়) মুখবাসৈঃ (কর্পূর-তাম্বূলাদিভিঃ) গন্ধমাল্যৈঃ (চ) পুনঃ পরাং প্রীতিং ব্যধাৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৪০ ॥

ভোজন সমাপ্ত হইলে, পরমধর্ম্মজ্ঞ বলরাম প্রীতিসহকারে তাম্বূলাদি মুখবাস ও গন্ধমাল্যাদি প্রদান করিয়া তাঁহার পরম প্রীতি উৎপাদন করিলেন ॥ ৪০ ॥

পপ্রচ্ছ সৎকৃতং নন্দঃ কথং স্থ নিরনুগ্রহে।
কংসে জীবতি দাশার্হ সৌনপালা ইবাবয়ঃ ॥ ৪১ ॥

সৎকৃতং তম্ (অক্রূরং) নন্দঃ পপ্রচ্ছ, (হে) দাশার্হ, নিরনুগ্রহে (অতি-ক্রূরে) কংসে জীবতি (সতি) সৌনপালাঃ (সূনা হিংসা তৎপরঃ সৌনঃ পশুঘাতী সঃ এব পালঃ যেষাং তে) অবয়ঃ (মেষাঃ) ইব (যূয়ং) কথং (কেন প্রকারেণ) স্থ (জীবথ) ॥ ৪১ ॥

এইরূপে প্রাপ্তসৎকার অক্রূরকে নন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দাশার্হ, অতিশয় ক্রূরস্বভাব কংস জীবিত থাকিতে পশুঘাতীদিগের পালিত মেষ সকলের ন্যায় তোমরা কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছ ? ॥ ৪১ ॥

যোঽবধীৎ স্বস্বসুস্তোকান্ ক্রোশন্ত্যা অসুতৃপ্ খলঃ।
কিন্নু স্বিৎ তৎপ্রজানাং বঃ কুশলং বিমৃশামহে ॥ ৪২ ॥

নু (ভোঃ) অসুতৃপ্ (অসূন্ প্রাণান্ এব তর্পয়তি যঃ সঃ) খলঃ (পরো-দ্বেজকঃ) যঃ (কংসঃ) ক্রোশন্ত্যাঃ (রুদন্ত্যাঃ) স্বস্বসুঃ তোকান্ অবধীৎ তৎপ্রজানাং বঃ (যুষ্মাকং) কুশলং কিং স্বিৎ বিমৃশামহে (বিচারয়ামঃ) ॥ ৪২ ॥

অহে ! যে দুরাত্মা নিজের প্রাণই পরিতৃপ্ত করিতে ভাল জানে, পরকে উদ্বেগ দেওয়াই যাহার স্বভাব, যে রোদনপরায়ণা স্বীয় ভগিনীর পুত্রদিগকে সংহার করিতে পারে, সেই দুরাত্মা কংসের তোমরা প্রজা, তোমাদিগের কি কুশল জিজ্ঞাসা করিব ? ॥ ৪২ ॥

ইত্থং সূনৃতয়া বাচা নন্দেন সুসভাজিতঃ।
অক্রূরঃ পরিপৃষ্টেন জহাবধ্বপরিশ্রমম্ ॥ ৪৩ ॥

(প্রথমং কুশলং) পরিপৃষ্টেন নন্দেন ইত্থং সূনৃতয়া (মধুরয়া) বাচা (পৃষ্টঃ) সুসভাজিতঃ (সৎকৃতঃ চ) অক্রূরঃ অধ্বপরিশ্রমং জহৌ ॥ ৪৩ ॥

প্রথমে অক্রূর নন্দের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে গোপরাজ নন্দ কর্তৃক এই প্রকার মধুর বাক্যে কৃতপ্রশ্ন ও সুসংকৃত হইয়াই অক্রূর পথশ্রম হইতে মুক্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অক্রূরাগমনং
নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

সুখোপবিষ্টঃ পর্য্যঙ্কে রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ।
লেভে মনোরথান্ সর্ব্বান্ পথি যান্ স চকার হ॥ ১॥

শুকঃ উবাচ;—(এবং পৃষ্ট্বা নন্দেন গতে সতি) রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ পর্য্যঙ্কে সুখোপবিষ্টঃ সঃ (অক্রূরঃ) যান্ মনোরথান্ পথি চকার (তান্) সর্ব্বান্ লেভে হ॥ ১॥

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ে অক্রূরের সহিত কৃষ্ণবলরামের মথুরাযাত্রা গোপী-দিগের খেদোক্তি ও যমুনাজলমধ্যে অক্রূরের বিষ্ণুলোক দর্শন বর্ণিত হইয়াছে॥

শুকদেব কহিলেন;—এইরূপ কথাবার্ত্তার পর গোপরাজ নন্দ গমন করিলে, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব কর্ত্তৃক সম্মানিত ও পর্য্যঙ্কো-পরি সুখাসীন হইয়া পথে যে কিছু অভিলাষ করিয়াছিলেন, সে সকলই লাভ করিলেন॥ ১॥

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্নাভিবাঞ্ছন্তি কিঞ্চন॥ ২॥

(হে) রাজন্, শ্রীনিকেতনে (লক্ষ্মীপতৌ) ভগবতি প্রসন্নে (সতি) কিম্ অলভ্যম্? তথাপি তৎপরাঃ (ভগবদ্ভক্তাঃ) কিঞ্চন ন অভিবাঞ্ছন্তি॥ ২॥

হে রাজন্, লক্ষ্মীপতি শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে? তথাপি ভগবদ্ভক্ত সকল কিছুই বাঞ্ছা করেন না॥ ২॥

সায়ন্তনাশনং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
সুহৃৎসু বৃত্তিং কংসস্য পপ্রচ্ছান্যচ্চিকীর্ষিতম্॥ ৩॥

দেবকীসুতঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সায়ন্তনাশনং (সায়ংকালোচিতং ভোজনং) কৃত্বা সুহৃৎসু (বসুদেবাদিষু) কংসস্য বৃত্তিং (বৃত্তং, বর্ত্তনপ্রকারম্) অন্যৎ (চ যৎ) চিকীর্ষিতং (তৎ) পপ্রচ্ছ॥ ৩॥

দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালোচিত ভোজন সমাপন করিয়া সুহৃদবর্গের প্রতি কংসের আচরণ ও তাহার অপর যে কিছু অভিপ্রায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্তু তে।
অপি স্বজ্ঞাতিবন্ধূনামনমীবমনাময়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ;—(হে) তাত, সৌম্য, স্বাগতং (নির্ব্বিঘ্নমাগমনং যথা ভবতি তথা ত্বম্) আগতঃ কচ্চিৎ? তে (তব) ভদ্রম্ অস্তু (কুশলম্ এব ভূয়াৎ)। স্বজ্ঞাতিবন্ধূনাং (স্বীয়ানামাত্মীয়ানাং জ্ঞাতীনাং সপিণ্ডানাং বন্ধূনামসপিণ্ডানাং চ) অপি (কিম্) অনমীবং (পাপাচরণরাহিত্যং তথা) অনাময়ম্ (আরোগ্যম্ অস্তি)? ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন;—তাত, সৌম্য, আপনি নির্বিঘ্নে আসিয়াছেন ত? আপনার কুশল হউক। আত্মীয় জ্ঞাতি ও বন্ধু সকল ত নিষ্পাপ ও নীরোগ আছেন? ॥ ৪ ॥

কিং নু নঃ কুশলং পৃচ্ছে এধমানে কুলাময়ে।
কংসে মাতুলনাম্ন্যঙ্গ স্বানাং বস্তৎপ্রজাসু চ ॥ ৫ ॥

অঙ্গ, মাতুলনাম্নি (নামমাত্রেণ মাতুলে) কুলাময়ে (কুলস্য আময়তুল্যে) কংসে এধমানে (সতি) নঃ (অস্মাকং) স্বানাং বঃ (যুষ্মাকং) তৎপ্রজাসু চ কিং নু কুশলং পৃচ্ছে? ॥ ৫ ॥

তাত, নামমাত্র মাতুল ও কুলের আময়স্বরূপ সেই কংস বৃদ্ধিশীল থাকিতে আমাদিগের আত্মীয় তোমাদিগের ও তৎপ্রজাবর্গের কি আর কুশল জিজ্ঞাসা করিব? ॥ ৫ ॥

অহো অস্মদভূদ্ভূরি পিত্রোর্বৃজিনমার্য্যয়োঃ।
যদ্ধেতোঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতোর্বন্ধনং তয়োঃ ॥ ৬ ॥

অহো! অস্মৎ (অস্মত্তঃ নিমিত্তাৎ) আর্য্যয়োঃ (পূজ্যয়োঃ) পিত্রোঃ (মাতাপিত্রোঃ) ভূরি বৃজিনং (দুঃখম্), অভূৎ। যদ্ধেতোঃ (যস্মাৎ অস্মতো নিমিত্তাৎ) তয়োঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতোঃ (তয়োঃ) বন্ধনং (চ) ॥ ৬ ॥

অহো! আমাদের নিমিত্ত পূজ্য জনক জননীকে বহুতর দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। আমাদের নিমিত্তই তাঁহাদিগের পুত্রমরণ এবং আমাদের নিমিত্তই তাঁহাদের বন্ধন ॥ ৬ ॥

দিষ্ট্যাদ্য দর্শনং স্বানাং মহ্যং বঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতম্।
সংজাতং বর্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণম্ ॥ ৭ ॥

(হে) সৌম্য, তাত, মহ্যং (মম) স্বানাং (স্বকীয়ানাং) বঃ (যুষ্মাকং) কাঙ্ক্ষিতং দর্শনং (যৎ) অদ্য সংজাতং (তৎ) দিষ্ট্যা। তব আগমনকারণং বর্ণ্যতাম্ ॥ ৭ ॥

হে তাত, সৌম্য, তোমরা আমাদিগের আত্মীয়। অদ্য যে তোমাদিগের অভিলষিত দর্শন লাভ হইল, তাহা বহু ভাগ্যেই বলিতে হইবে। যাহা হউক, তোমার আগমনের কারণ কি বল ॥ ৭ ॥

শুক উবাচ।

পৃষ্টো ভগবতে সর্ব্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ।
বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমম্ ॥ ৮ ॥

শুকঃ উবাচ ;—(এবং ভগবতা) পৃষ্টঃ মাধবঃ (মধুবংশপ্রভবঃ অক্রূরঃ) যদুষু (বিষয়ভূতেষু কংসস্য) বৈরানুবন্ধং (বৈরম্ অনুবধ্যতে ইতি বৈরানুবন্ধঃ বৈরকার্য্যং তং তথা) বসুদেববধোদ্যমং সর্ব্বং ভগবতে (শ্রীকৃষ্ণায়) বর্ণয়ামাস ॥ ৮ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—এইপ্রকার শ্রীভগবান্ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অক্রূর যাদবগণের প্রতি কংসের শত্রুতাচরণ ও বসুদেবের বধোদ্যম প্রভৃতি সমস্তই বর্ণনা করিলেন ॥ ৮ ॥

যৎসন্দেশো যদর্থং বা দূতঃ সংপ্রেষিতঃ স্বয়ম্।
যদুক্তং নারদেনাস্য স্বজন্মানকদুন্দুভেঃ ॥ ৯ ॥

যৎসন্দেশঃ (যঃ ধনুর্যাগচ্ছলা সন্দেশঃ যস্য সঃ), যদর্থং (চাণূরাদিভির্ঘাতনার্থং) বা স্বয়ম্ (আত্মনা অক্রূরঃ) দূতঃ (দূতীকৃতঃ কংসেন ব্রজে) সংপ্রেষিতঃ (তৎসন্দেশং তম্ অর্থং চ) নারদেন আনকদুন্দুভেঃ (সকাশাৎ) স্বজন্ম (স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য জন্ম) যৎ উক্তং (চ তৎ সর্ব্বম্) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য অগ্রে বর্ণয়ামাস) ॥ ৯ ॥

ধনুর্যাগচ্ছলে আনয়ন বা চাণূরাদি দ্বারা সংহারের নিমিত্ত কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজের দৌত্যাচরণ এবং নারদ কর্তৃক বসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কথন প্রভৃতি যে কিছু সমস্তই তৎসমীপে বর্ণন করিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো রামশ্চ পরবীরহা।
প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞাদিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ ॥ ১০ ॥

(ইতি) অক্রূরবচঃ শ্রুত্বা পরবীরহা (পরান্ শত্রুভূতান্ বীরান্ হন্তি যঃ সঃ) কৃষ্ণঃ রামঃ চ প্রহস্য রাজ্ঞা আদিষ্টং পিতরং নন্দং বিজজ্ঞতুঃ (বিজ্ঞাপয়ামাসতুঃ) ॥ ১০ ॥

অক্রূরের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরাক্রান্ত শত্রুসকলের সংহারকারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম হাসিতে হাসিতে পিতা নন্দের নিকট কংসরাজার আদেশ নিবেদন করিলেন ॥ ১০ ॥

গোপান্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং সর্ব্বগোরসঃ।
উপায়নানি গৃহ্ণীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ ॥ ১১ ॥

সঃ (নন্দঃ) অপি সর্ব্বগোরসঃ গৃহ্যতাম্ উপায়নানি গৃহ্ণীধ্বং শকটানি চ (বৃষভৈঃ) যুজ্যন্তাম্ (ইতি) গোপান্ সমাদিশৎ ॥ ১১ ॥

তদনুসারে গোপরাজ নন্দও গোপ সকলকে আহ্বান করিয়া সমস্ত গোরস গ্রহণ বিবিধ উপহার সংগ্রহ ও শকট সকল যোজনা করিতে আদেশ করিলেন ॥ ১১ ॥

যাস্যামঃ শ্বো মধুপুরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্।
দ্রক্ষ্যামঃ সুমহৎ পর্ব্ব যান্তি জানপদাঃ কিল।
এবমাঘোষয়ৎ ক্ষত্রা নন্দগোপশ্চ গোকুলে ॥ ১২ ॥

শ্বঃ (সমনন্তরদিনে) মধুপুরীং যাস্যামঃ ; নৃপতেঃ (কংসস্য রসান্ (গোরসান্) দাস্যামঃ ; সুমহৎ পর্ব্ব দ্রক্ষ্যামঃ ; জানপদাঃ (জনপদনিবাসিনঃ নিমন্ত্রিতাঃ) যান্তি (গচ্ছন্তি) কিল (নাত্র সন্দেহঃ)। এবং নন্দগোপঃ চ ক্ষত্রা (ব্রজরক্ষাধিকৃতেন) গোকুলে আঘোষয়ৎ (আঘোষিতবান্) ॥ ১২ ॥

"কল্য আমরা মধুপুরীতে গমন করিব ; কংস রাজাকে বিবিধ গোরস সকল প্রদান করিব ; সুমহৎ পর্ব্ব দর্শন করিব ; জনপদবাসী

সকল নিশ্চয়ই নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছেন।" এই কথা গোপরাজ নন্দ ব্রজরক্ষকদিগের দ্বারা সমস্ত গোকুলে ঘোষণা করিয়া দিলেন ॥ ১২ ॥

গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্।
রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্ ॥ ১৩ ॥

তৎ (তদা) তাঃ (কৃষ্ণৈকজীবনাঃ) গোপ্যঃ রামকৃষ্ণৌ পুরীং (মধুপুরীং প্রতি) নেতুম্ অক্রূরং ব্রজম্ আগতম্ উপশ্রুত্য ভৃশম্ (অত্যন্তং) ব্যথিতাঃ বভূবুঃ ॥ ১৩ ॥

তখন কৃষ্ণৈকজীবনা গোপীসকল শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে মধুপুরীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অক্রূর ব্রজে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

কাশ্চিত্তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ।
স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশগ্রন্থ্যশ্চ কাশ্চন ॥ ১৪ ॥

কাশ্চিৎ (গোপ্যঃ) তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ (তেন শ্রবণেন কৃতঃ যঃ হৃত্তাপঃ তেন যঃ শ্বাসঃ তেন ম্লানা মুখশ্রীঃ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ বভূবুঃ)। কাশ্চন (গোপ্যঃ) স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশগ্রন্থ্যঃ (স্রংসন্তঃ দুকূলাদয়ঃ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৪ ॥

তৎকথাশ্রবণে কোন কোন গোপীর হৃদ্‌গততাপোত্থিত উষ্ণশ্বাসে মুখশ্রী ম্লান হইয়া গেল এবং কোন কোন গোপীর বসন ভূষণ ও কেশগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়িল ॥ ১৪ ॥

অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥ ১৫ ॥

অন্যাঃ (গোপ্যঃ) চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অনুধ্যানেন নিবৃত্তাঃ অশেষাঃ বৃত্তয়ঃ চক্ষুরাদিবৃত্তয়ঃ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) আত্মলোকম্ (আত্মা এব লোকঃ তং) গতাঃ (মুক্তাঃ) ইব ইমং লোকং (স্বদেহম্ অপি) ন অভ্যজানন্ ॥ ১৫ ॥

কোন কোন গোপীর শ্রীকৃষ্ণচিন্তা দ্বারা অখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তির

নিরোধ বশতঃ মুক্ত পুরুষের সদৃশী অবস্থা লাভ হওয়ায় তাঁহারা নিজ দেহকেও বিস্মৃত হইলেন ॥ ১৫ ॥

স্মরন্ত্যশ্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ।
হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অপরাঃ স্ত্রিয়ঃ চ শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অনুরাগস্মিতেরিতাঃ (অনুরাগেণ যৎ স্মিতং তেন ঈরিতাঃ) হৃদিস্পৃশঃ (মনোজ্ঞাঃ) চিত্রপদাঃ (চিত্রাণি পদানি যাসু তাঃ) গিরঃ স্মরন্ত্যঃ সংমুমুহুঃ ॥ ১৬ ॥

অপর কোন কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগজন্য হাস্যসহকারে উচ্চারিত হৃদয়স্পর্শী মনোহর বিচিত্রপদযুক্ত বাক্য সকল স্মরণ করিয়া সম্মোহিত হইলেন ॥ ১৬ ॥

গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোকনম্।
শোকাপহানি নর্ম্মাণি প্রোদ্দামচরিতানি চ ॥ ১৭ ॥
চিন্তয়ন্ত্যো মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ।
সমেতাঃ সঙ্ঘশঃ প্রোচুরশ্রুমুখ্যোঽচ্যুতাশয়াঃ ॥ ১৮ ॥

মুকুন্দস্য সুললিতাং (সুন্দরতরাং) গতিং চেষ্টাং (রাসক্রীড়াদাত্মিকাং) স্নিগ্ধহাসাবলোকনং (স্নিগ্ধঃ যঃ হাসঃ তদ্যুক্তম্ অবলোকনং) শোকাপহানি (শোকমপঘ্নন্তীতি তথাভূতানি) নর্ম্মাণি (পরিহাসবাক্যানি) প্রোদ্দাম-চরিতানি (প্রোদ্দামানি অত্যুন্নতানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি চরিতানি) চ চিন্তয়ন্ত্যঃ ভীতাঃ বিরহকাতরাঃ অশ্রুমুখ্যঃ (অশ্রূণি মুখেষু যাসাং তাঃ) অচ্যুতাশয়াঃ (অচ্যুতে আশয়ঃ যাসাং তাঃ গোপ্যঃ) সঙ্ঘশঃ সমেতাঃ (মিলিতাঃ সত্যঃ) প্রোচুঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সুললিত গমন রাসক্রীড়াদি চেষ্টা স্নিগ্ধহাসসংযুক্ত অবলোকন শোকনাশন পরিহাস বাক্য সকল ও গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি অত্যুন্নত চরিত্রসমূহ স্মরণ করিতে করিতে ভীতা বিরহকাতরা অশ্রুমুখী ও অচ্যুতচিত্তা গোপী সকল দলে দলে মিলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

গোপ্য ঊচুঃ।

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্‌ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥ ১৯॥

গোপ্যঃ ঊচুঃ;—অহো বিধাতঃ, তব ক্বচিৎ (ক্বাপি অংশে) দয়া ন (অস্তি) মৈত্র্যা (হিতাচরণেন) প্রণয়েন (স্নেহেন) দেহিনঃ (জনান্) সংযোজ্য অকৃতার্থান্ (অপূর্ণমনোরথান্) চ (এব) তান্ বিযুনঙ্‌ক্ষি (বিয়োজয়সি)। অর্ভকচেষ্টিতং যথা (তথা) তে (তব) বিচেষ্টিতম্ অপার্থকং (প্রয়োজন-শূন্যম্ এব)॥ ১৯॥

গোপীগণ বলিতে লাগিলেন;—হে বিধাতঃ, তোমার কোন অংশে দয়া নাই, তুমি মৈত্রী ও প্রণয় দ্বারা লোক সকলের পরস্পর সঙ্গ ঘটনা করিয়া পুনশ্চ মনোরথ পূর্ণ না হইতে হইতেই তাহাদিগের বিয়োগ ঘটাইয়া থাক। বালকের চেষ্টার ন্যায় তোমার চেষ্টাও নিরর্থকই॥ ১৯॥

যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং
মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্।
শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং
করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্॥ ২০॥

যঃ ত্বম্ অসিতকুন্তলাবৃতম্ (অসিতৈঃ নীলৈঃ কুন্তলৈঃ আবৃতং) সুকপোলম্ (সু শোভনৌ কপোলৌ যস্মিন্ তৎ) উন্নসম্ (উন্নতা নাসিকা যস্মিন্ তৎ) শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং (শোকম্ অপনুদতি ইতি শোকাপনুদঃ তথাভূতঃ যঃ স্মিতলেশঃ গূঢ়হাসঃ তেন সুন্দরং) মুকুন্দবক্ত্রম্ (অস্মাকং) প্রদর্শ্য (পুনঃ তস্য) পারোক্ষ্যম্ (অদৃশ্যতাং) করোষি (তস্য) তে (তব) কৃতং (কর্ম্ম) অসাধু (নিন্দ্যম্)॥ ২০॥

তুমি আমাদিগকে নীলকুন্তলাবৃত সুন্দরকপোলালঙ্কৃত উন্নত-নাসিকাবিশিষ্ট শোকনাশন-গূঢ়হাস্য-শোভিত শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শন করাইয়া

পুনর্ব্বার তাহা অদৃশ্য করাইতেছ, অতএব তোমার কর্ম্ম অতিশয় নিন্দনীয় ॥ ২০ ॥

ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম ন-
শ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং
ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ ॥ ২১ ॥

হি (যস্মাৎ স্বেনৈব) দত্তং নঃ (অস্মাকং) চক্ষুঃ (ত্বম্) অজ্ঞবৎ হরসে, যেন (ত্বদ্দত্তেন চক্ষুষা) মধুদ্বিষঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) একদেশে (নেত্রবক্ত্রাদৌ) ত্বদীয়ম্ অখিলসর্গসৌষ্ঠবং (সর্ব্বসৃষ্টিনৈপুণ্যং) বয়ম্ অদ্রাক্ষ্ম, (তস্মাৎ) ত্বম্ অক্রূরসমাখ্যয়া ক্রূরঃ স্ম (এব) বত ॥ ২১ ॥

হায়! তুমি নিজে আমাদিগকে যে চক্ষু দান করিয়াছিলে, যে চক্ষু দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণের মুখনয়নাদিতে তোমার সমস্ত সৃষ্টি-কৌশল দর্শন করিয়াছিলাম, সেই চক্ষু আবার যখন তুমিই হরণ করিতেছ, তখন নিশ্চয়ই তুমি ক্রূর, অক্রূর নাম ধরিয়া এখানে আসিয়াছ ॥ ২১ ॥

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ
সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত।
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীং-
স্তদ্দাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ (ক্ষণভঙ্গম্ অস্থিরং সৌহৃদং প্রেম যস্য সঃ) নবপ্রিয়ঃ (নবঃ নবস্ত্রীজনঃ প্রিয়ঃ যস্য সঃ) নন্দসূনুঃ স্বকৃতাতুরাঃ (স্ববিয়োগেনৈব ব্যাকুলাঃ) গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীন্ বিহায় অদ্ধা (সাক্ষাৎ) তদ্দাস্যম্ উপগতাঃ নঃ (অস্মান্) ন সমীক্ষতে বত ॥ ২২ ॥

হায়! চঞ্চলসৌহৃদ্য ও নবপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিরহে কাতর এবং গৃহ স্বজন পুত্র ও পতি প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় দাস্যে নিযুক্ত এই গোপীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না ॥ ২২ ॥

সুখংপ্রভাতা রজনীয়মাশিষঃ
সত্যা বভূবুঃ পুরযোষিতাং ধ্রুবম্।

যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ
পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্ ॥ ২৩ ॥

যাঃ (পুরযোষিতঃ পূর্য্যাং) সংপ্রবিষ্টস্য ব্রজস্পতেঃ (ব্রজপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) অপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্ (অপাঙ্গেন নেত্রপ্রান্তেন উৎকলিতম্ উজ্জৃম্ভিতং স্মিতম্ এব আসবঃ মাদকত্বাৎ রসবিশেষঃ যস্মিন্ তৎ) মুখং পাস্যন্তি (তাসাং) পুরযোষিতাং (মথুরাপুরস্ত্রীণাম্) ইয়ং রজনী সুখংপ্রভাতা (সুখসূচকানি শকুনানি প্রভাতকালে যস্যাঃ তথাভূতা বভূব। তথা তাসাম্) আশিষঃ (মনোরথাঃ) সত্যাঃ বভূবুঃ (ইতি) ধ্রুবং (নিশ্চিতম্) ॥ ২৩ ॥

যে মথুরাপুরস্ত্রী সকল পুরপ্রবিষ্ট ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণের নেত্রপ্রান্তে পরিবর্দ্ধিত হাস্যরূপ সুধা বিশিষ্ট বদনকমল পান করিবে, তাহাদিগের এই রজনী সুপ্রভাত হইয়াছে এবং তাহাদিগের মনোরথ সকলও নিশ্চয় সত্য হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

তাসাং মুকুন্দো মধুমঞ্জুভাষিতৈ-
র্গৃহীতচিত্তঃ পরবান্ মনস্ব্যপি।
কথং পুন র্ন প্রতিযাস্যতেঽবলা
গ্রাম্যাঃ সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈর্ভ্রমন্ ॥ ২৪ ॥

(স্বতঃ) মনস্বী (ধীরঃ) পরবান্ (পরবশঃ) অপি মুকুন্দঃ তাসাং (পুরস্ত্রীণাং) মধুমঞ্জুভাষিতৈঃ (মধুবৎ মঞ্জুভিঃ মধুরৈঃ ভাষিতৈঃ) গৃহীতচিত্তঃ (বশীকৃতচিত্তঃ তথা তাসাং) সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈঃ (সলজ্জস্মিতৈঃ বিভ্রমৈঃ রম্যৈঃ বিলাসৈঃ) ভ্রমন্ (তাস্বেবাসক্তিং কুর্ব্বন্) গ্রাম্যাঃ (অবিদগ্ধাঃ) নঃ (অস্মান্) কথং পুনঃ প্রতিযাস্যতে ? ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধীর ও পরবশ হইলেও পুরস্ত্রীদিগের মধুমধুর আলাপ দ্বারা বশীকৃতচিত্ত এবং তাহাদিগের সলজ্জ হাস্য ও রমণীয় বিলাস সমূহ দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া এই অবিদগ্ধ গোপীদিগের নিকট আর কেন আগমন করিবেন ? ॥ ২৪ ।

অদ্য ধ্রুবং তত্র দৃশো র্ভবিষ্যতে
দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ।

মহোৎসবঃ শ্রীরমণং গুণাস্পদং
দ্রক্ষ্যন্তি যে চাধ্বনি দেবকীসুতম্ ॥ ২৫ ॥

অদ্য তত্র (পুরে) শ্রীরমণং (লক্ষ্মীকান্তং) গুণাস্পদং (গুণানাং সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদীনাম্ আশ্রয়ভূতং) দেবকীসুতং (যে) দ্রক্ষ্যন্তি যে চ অধ্বনি (গচ্ছন্তং তং দ্রক্ষ্যন্তি তেষাং) দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং দৃশোঃ মহোৎসবঃ ভবিষ্যতে (ভবিষ্যতি ইতি) ধ্রুবং (নিশ্চিতম্) ॥ ২৫ ॥

আজ সেই মধুপুরে লক্ষ্মীকান্ত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি গুণসমূহের আশ্রয়ভূত শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন করিবেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে পথে গমন করিতে দেখিবেন, সেই দাশার্হ ভোজ অন্ধক ও বৃষ্ণি প্রভৃতি যাদবগণের নিশ্চয় নয়নের মহোৎসব হইবে ॥ ২৫ ॥

মৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নাম ভূ-
দক্রূর ইত্যেতদতীবদারুণঃ।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং
প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ ॥ ২৬ ॥

অতীবদারুণঃ (অতিভয়ঙ্করঃ) যঃ অসৌ সুদুঃখিতং জনম্ (অস্মৎসম্প্রদায়াত্মকম্) অনাশ্বাস্য (অনাশ্বাস্য) প্রিয়াৎ (প্রাণাৎ অপি) প্রিয়ং (শ্রীকৃষ্ণম্) অধ্বনঃ পারম্ (অস্মদ্‌গোচরমতিদূরদেশং প্রতি) নেষ্যতি এতদ্বিধস্য (এষা দুষ্টা বিধা বিধানং কর্ম্ম যস্য তস্য) অকরুণস্য (কৃপারহিতস্য) অক্রূরঃ ইতি এতৎ (শোভনং) নাম মাভূৎ (ন যুক্তম্) ॥ ২৬ ॥

যে অতিদারুণ ব্যক্তি সুদুঃখিত গোপাজনকে সান্ত্বনা না করিয়া প্রাণ হইতেও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে অতি দূরদেশে লইয়া যাইতেছে, ঈদৃশ নির্দ্দয় ব্যক্তির অক্রূর এই শোভন নাম শোভা পায় না ॥ ২৬ ॥

অনার্দ্রধীরেষ সমাশ্রিতো রথং
তমন্বমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্ম্মদাঃ।
গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং
দৈবঞ্চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে ॥ ২৭ ॥

অনার্দ্রধীঃ (অনার্দ্রা স্নেহরহিতা ধীঃ যস্য সঃ) এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ গন্তা) রথম্ সমাশ্রিতঃ (অধিরূঢ়ঃ)। তম অনু (অনুসৃত্য) অমী অনোভিঃ (শকটৈঃ উপ-

লক্ষিতাঃ) দুর্ম্মদাঃ (উৎসাহিতচিত্তাঃ) গোপাঃ ত্বরয়ন্তি (শীঘ্রং গন্তব্যমিতি বদন্তি)। স্থবিরৈঃ উপেক্ষিতং (গমননিবারণং ন কৃতম্)। দৈবং চ অদ্য নঃ (অস্মাকং) প্রতিকূলং (যথা স্যাৎ তথা) ঈহতে (চেষ্টতে)॥ ২৭॥

শ্রীকৃষ্ণ স্নেহশূন্যবুদ্ধি হইয়া রথে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ উৎসাহান্বিত গোপসকলও শকট লইয়া ত্বরা করিতেছে। বৃদ্ধেরাও উপেক্ষা করিতেছেন। অদ্য দৈব আমাদিগের প্রতিকূলেই চেষ্টা করিতেছেন॥ ২৭॥

নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং
কিং নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ।
মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাদ্-
দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্॥ ২৮॥

মাধবং (লক্ষ্মীপতিং শ্রীকৃষ্ণং) সমুপেত্য (সম্যক্ বিনয়পূর্ব্বকম্ উপেত্য গমনাৎ) নিবারয়ামঃ। নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাৎ মুকুন্দসঙ্গাৎ বিধ্বংসিতদীনচেতসাং (বিধ্বংসিতানি বিয়োজিতানি অতএব দীনানি চেতাংসি যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং) কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ কিম্ অকরিষ্যন্?॥ ২৮॥

আমরা মাধবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গমন হইতে নিবৃত্ত করি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ অর্দ্ধ নিমেষের নিমিত্তও দুস্ত্যজ। সেই সঙ্গই যখন আমাদিগের বিনষ্ট হইতেছে এবং তন্নিমিত্ত আমাদিগকে দীন হইতে দীনতর করিয়া তুলিতেছে, তখন কুলের বৃদ্ধ ও বান্ধবেরা আর আমাদিগের কি করিবেন?॥ ২৮॥

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্॥ ২৯॥

যস্য অনুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্রলীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাং (ললিতং সুন্দরং স্মিতং চ বল্গুমন্ত্রঃ মনোহররহঃসংলাপঃ চ লীলাবলোকঃ কটাক্ষনিরীক্ষণং চ পরিরম্ভণং চ তানি যস্যাং তস্যাং রাসগোষ্ঠ্যাং রাসক্রীড়াসভায়াং) নঃ

(অস্মাভিঃ) ক্ষণদাঃ (বহ্ব্যঃ রাত্রয়ঃ) ক্ষণম্ ইব নীতাঃ (ক্রমিতাঃ) তম্ (অমুং শ্রীকৃষ্ণং) বিনা গোপ্যঃ (বয়ং) দুরন্তং (দুঃসহং) তমঃ (বিরহদুঃখং) কথং নু অতিতরেম ? ॥ ২৯ ॥

যাঁহার সুন্দর হাস্য মনোহর রহস্যালাপ লীলাবলোকন ও আলিঙ্গনে বিভূষিত রাসমণ্ডলে আমরা বহু বহু রাত্রি মুহূর্ত্তবৎ অতিবাহিত করিয়াছিলাম, সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে গোপীসকল কিরূপে দুরন্ত বিরহদুঃখ অতিক্রম করিবে ? ॥ ২৯ ॥

যোঽহ্নঃ ক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখঃ পরীতো
গোপৈর্বিশন্ খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্ ।
বেণুং ক্বণন্ স্মিতকটাক্ষনিরীক্ষণেন
চিত্তং ক্ষিণোত্যমুমৃতে নু কথং ভবেম ॥ ৩০ ॥

অনন্তসখঃ (অনন্তঃ বলদেবঃ সখা সহচরঃ যস্য সঃ) গোপৈঃ (চ) পরীতঃ (পরিবৃতঃ) খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্ (গবাং খুররজোভিঃ ছুরিতাঃ ধূসরাঃ অলকাঃ স্রজশ্চ যস্য সঃ) যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অহ্নঃ ক্ষয়ে (দিবসাবসানে) ব্রজং বিশন্ বেণুং ক্বণন্ (বাদয়ন্ সন্) স্মিতকটাক্ষনিরীক্ষণেন (স্মিতপূর্ব্বককটাক্ষদৃষ্ট্যা অস্মাকং) চিত্তং ক্ষিণোতি (অপহরতি তম্) অমুং (শ্রীকৃষ্ণম্) ঋতে (বিনা) কথং নু ভবেম (জীবেম) ? ॥ ৩০ ॥

অনন্ত যাঁহার সহচর, যিনি দিবসাবসানে গোপগণে পরিবৃত ও গোখুরোত্থিত ধূলি দ্বারা ধূসরিতকুন্তলমাল্য হইয়া বেণুবাদন করিতে করিতে সহাসকটাক্ষনিরীক্ষণ দ্বারা আমাদিগের চিত্ত হরণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিব ? ॥ ৩০ ॥

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি চ ॥ ৩১ ॥

এবং (পরস্পরং) ব্রুবাণাঃ ভৃশম্ (অত্যন্তং) কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ (কৃষ্ণে বিষক্তানি মানসানি যাসাং তাঃ) বিরহাতুরাঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ লজ্জাং বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা)

সুস্বরম্ (উচ্চৈঃ হে) গোবিন্দ (হে) দামোদর (হে) মাধব ইতি চ (সম্বোধয়ন্ত্যঃ) রুরুদুঃ স্ম ॥ ৩১ ॥

এই প্রকার পরস্পর বলিতে বলিতে অতিশয় শ্রীকৃষ্ণাকৃষ্টচিত্তা বিরহকাতরা ব্রজগোপী সকল লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সুস্বরে "হে গোবিন্দ দামোদর মাধব" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্য্যথ।
অক্রূরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথম্ ॥ ৩২ ॥

এবং স্ত্রীণাং রুদন্তীনাং (সতীনাং তাঃ অনাদৃত্য) কৃতমৈত্রাদিকঃ (কৃতং মৈত্রং মিত্রদেবতাকং সন্ধ্যোপাসনাদিকং কর্ম্ম যেন সঃ) অক্রূরঃ সবিতরি উদিতে (সতি) অথ (অনন্তরং) রথং চোদয়ামাস ॥ ৩২ ॥

স্ত্রীগণ এইরূপ রোদন করিতে লাগিলেও অক্রূর সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপনানন্তর সূর্য্য উদিত হইবামাত্র রথ চালাইয়া দিলেন ॥ ৩২ ॥

গোপাস্তমন্বসজ্জন্ত নন্দাদ্যাঃ শকটৈস্ততঃ।
আদায়োপায়নং ভূরি কুম্ভান্ গোরসসম্ভৃতান্ ॥ ৩৩ ॥

(তদনন্তরং) ভূরি উপায়নং (দেয়বস্তুসং বস্তু তথা) গোরসসম্ভৃতান্ কুম্ভান্ চ আদায় নন্দাদ্যাঃ গোপাঃ শকটৈঃ তং (কৃষ্ণরথম্) অন্বসজ্জন্ত (পৃষ্ঠতঃ যযুঃ) ॥৩৩॥

তদনন্তর প্রভূত উপায়ন ও গোরসপূর্ণ কলস সকল গ্রহণ পূর্ব্বক নন্দাদি গোপগণ শকটে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে ॥ ৩৪ ॥

(তদা) গোপ্যঃ চ দয়িতং (প্রিয়ং) কৃষ্ণম্ অনুব্রজ্য (তেন) অনুরঞ্জিতাঃ (কিঞ্চিদানন্দিতাঃ) ভগবতঃ প্রত্যাদেশং কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ চ (এব) অবতস্থিরে ॥ ৩৪ ॥

গোপীগণও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক নিরীক্ষণাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ আনন্দিত হইয়া তাঁহার প্রত্যাদেশের আকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

(তদা) যদূত্তমঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বপ্রস্থানে (নিমিত্তে) তাঃ (গোপীঃ) তথা তপ্যতীঃ (তপ্যমানাঃ) বীক্ষ্য সপ্রেমৈঃ (প্রেমসহিতৈঃ) আয়াস্যে (শীঘ্রম্ আগমিষ্যামি) ইতি দৌত্যকৈঃ (দূতবাক্যৈঃ) সান্ত্বয়ামাস ॥ ৩৫ ॥

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজ গমনে গোপীদিগকে তাদৃশ সন্তাপিত দেখিয়া প্রেমসহকৃত "সত্বর আসিব" ইত্যাদি দূতবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন ॥ ৩৫ ॥

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণূ রথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

(তদা চ শ্রীকৃষ্ণম্) অনুপ্রস্থাপিতাত্মানঃ (অনুপ্রস্থাপিতাঃ আত্মানঃ চিত্তানি যাভিঃ তাঃ গোপ্যঃ) যাবৎ রথস্য কেতুঃ আলক্ষ্যতে যাবৎ চ রেণুঃ (আলক্ষ্যতে তাবৎ কালং) লেখ্যানি ইব (চিত্রলিখিতপ্রতিমাঃ ইব) উপলক্ষিতাঃ (তত্রৈব অবতস্থিরে) ॥ ৩৬ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরিতচিত্তা গোপী সকল যে পর্য্যন্ত রথের ধ্বজ ও ধূলি দৃষ্ট হইতে লাগিল, সেই পর্য্যন্ত চিত্র-লিখিতের ন্যায় সেই স্থানেই দাড়াইয়া রহিলেন ॥ ৩৬ ॥

তা নিরাশা নিববৃতু র্গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে।
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্ ॥ ৩৭ ॥

(ততঃ দূরগমনে সতি) গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে (গোবিন্দস্য বিনিবর্ত্তনে) নিরাশাঃ (সত্যঃ) তাঃ (গোপ্যঃ) নিববৃতুঃ (ন্যবর্ত্তন্ত) প্রিয়চেষ্টিতং গায়ন্ত্যঃ বিশোকাঃ (বিগতশোকাঃ সত্যঃ) অহনী (রাত্র্যহনী) নিন্যুঃ (অতি-ক্রমিতবত্যঃ চ) ॥ ৩৭ ॥

রথ ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনে হতাশ হইয়া, গোপীগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র গান করতঃ বিগতশোক হইয়া দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

ভগবানপি সংপ্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ।
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্ ॥ ৩৮ ॥

(হে) নৃপ, রামাক্রূরযুতঃ ভগবান্ অপি বায়ুবেগেন (বায়োরিব বেগঃ যস্য তেন) রথেন অঘনাশিনীং (পাপনাশিনীং) কালিন্দীং সংপ্রাপ্তঃ ॥ ৩৮ ॥

হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলরাম ও অক্রূরের সহিত বায়ুতুল্য-বেগযুক্ত-রথযোগে পাপনাশিনী কালিন্দীর সমীপবর্ত্তী হইলেন ॥ ৩৮ ॥

তত্রোপস্পৃশ্য সলিলং পীত্বা মৃষ্টমণিপ্রভম্।
বৃক্ষষণ্ডমুপব্রজ্য সরামো রথমাবিশৎ॥ ৩৯॥

তত্র (কালিন্দ্যাং) মৃষ্টমণিপ্রভং (মৃষ্টং নির্ম্মলং মণিপ্রভম্ ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্যামং) সলিলম্ উপস্পৃশ্য পীত্বা (চ) বৃক্ষষণ্ডং (বৃক্ষসমূহম্) উপব্রজ্য সরামঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রথম্ আবিশৎ॥ ৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত সেই কালিন্দীর নির্ম্মল মণির ন্যায় শ্যামবর্ণ সলিল আচমন ও পান করিয়া একবার তরুরাজির তলে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইলেন॥ ৩৯॥

অক্রূরস্তাবুপামন্ত্র্য নিবেশ্য চ রথোপরি।
কালিন্দ্যা হ্রদমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ॥ ৪০॥

অক্রূরঃ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) রথোপরি নিবেশ্য উপামন্ত্র্য (পৃষ্ট্বা) চ কালিন্দ্যাঃ হ্রদম্ আগত্য (তত্র) বিধিবৎ স্নানম্ আচরৎ॥ ৪০॥

অক্রূরও শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে রথোপরি স্থাপনানন্তর তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কালিন্দীর হ্রদে আসিয়া যথাবিধি স্নান করিতে লাগিলেন॥ ৪০॥

নিমজ্জ্য তস্মিন্ সলিলে জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
তাবেব দদৃশেঽক্রূরো রামকৃষ্ণৌ সমন্বিতৌ॥ ৪১॥

অক্রূরঃ সলিলে নিমজ্জ্য সনাতনং ব্রহ্ম (প্রণবং) জপন্ সমন্বিতৌ (মিলিতৌ) তৌ রামকৃষ্ণৌ এব দদৃশে॥ ৪১॥

অক্রূর জলে অবগাহন পূর্ব্বক প্রণব জপ করিতে করিতে জলমধ্যে সম্মিলিত সেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকেই দেখিলেন॥ ৪১॥

তৌ রথস্থৌ কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
তর্হি স্বিৎ স্যন্দনে ন স্ত ইত্যুন্মজ্জ্য ব্যচষ্ট সঃ॥ ৪২॥

(এবং দৃষ্ট্বা চ) সঃ (অক্রূরঃ) রথস্থৌ আনকদুন্দুভেঃ সুতৌ ইহ কথং (স্তঃ যদি অত্রাগতৌ) তর্হি স্যন্দনে ন স্তঃ ইতি (বিতর্ক্য) উন্মজ্জ্য ব্যচষ্ট॥ ৪২॥

এই প্রকার দর্শন করিয়া অক্রূর রথস্থ বসুদেবতনয়দ্বয় কিরূপে এই জলমধ্যে আসিলেন ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন এবং যদি তাঁহারা

রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আসিয়া থাকেন তবে রথে নাই মনে করিয়া জল হইতে উত্থিত হইয়া রথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৪২ ॥

তত্রাপি চ যথাপূর্ব্বমাসীনৌ পুনরেব সঃ।
ন্যমজ্জদ্দর্শনং যন্মে মৃষা কিং সলিলে তয়োঃ ॥ ৪৩ ॥

তত্র (রথে) অপি চ যথাপূর্ব্বম্ আসীনৌ (দদর্শ। দৃষ্ট্বা চ) সলিলে যৎ তয়োঃ মে (মৎকর্ত্তৃকং) দর্শনং (তৎ) কিং মৃষা (এবং চেৎ তর্হি অত্র দর্শনং ন স্যাৎ ইত্যাশয়েন) সঃ (অক্রূরঃ) পুনঃ এব (সলিলে) ন্যমজ্জৎ ॥ ৪৩ ॥

এবং রথের উপরও তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ আসীন দর্শন করিলেন। তখন জলমধ্যে যে ভ্রাতৃযুগল দর্শন করিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা কি না এবং তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে আর দেখা যাইবে না ভাবিয়া অক্রূর পুনশ্চ জলে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৪৩ ॥

ভূয়স্তত্রাপি সোঽদ্রাক্ষীৎ স্তূয়মানমহীশ্বরম্।
সিদ্ধৈর্ভুজঙ্গপতিভিরসুরৈর্নতকন্ধরৈঃ ॥ ৪৪ ॥

তত্র (জলে) অপি ভূয়ঃ (পুনঃ) সঃ (অক্রূরঃ) নতকন্ধরৈঃ অসুরৈঃ সিদ্ধৈঃ ভুজঙ্গপতিভিঃ (চ) স্তূয়মানম্ অহীশ্বরম্ (অদ্রাক্ষীৎ) ॥ ৪৪ ॥

জলমধ্যেও পুনশ্চ তিনি অবনতমস্তক অসুর সিদ্ধ ও ভুজঙ্গপতি সকল কর্ত্তৃক স্তূয়মান অহীশ্বর অনন্তকে দর্শন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনম্।
নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম্ ॥ ৪৫ ॥

শৃঙ্গৈঃ (হিরণ্ময়ৈঃ শিখরৈঃ) শ্বেতং (কৈলাসম্) ইব স্থিতং নীলাম্বরং বিসশ্বেতং (পদ্মকন্দবৎ শ্বেতং) দেবং (দেদীপ্যমানং) সহস্রশিরসং (সহস্রং শিরাংসি ফণাঃ যস্য তং) সহস্রফণমৌলিনম্ (অহীশ্বরম্ অদ্রাক্ষীৎ) ॥ ৪৫ ॥

অক্রূর দেখিলেন, সেই সহস্রফণাবিশিষ্ট এবং ঐ সকল ফণাতে মণিময়মুকুটধারী পদ্মকন্দতুল্য শ্বেতবর্ণ দীপ্তিমান নীলাম্বরশোভিত অনন্তদেব হিরণ্ময় শৃঙ্গসমূহে শোভমান তুষারধবল কৈলাসগিরির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্। পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্ ॥ চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাস-

নিরীক্ষণম্। সুভ্রূন্নসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরম্ ॥ প্রলম্বপীবরভুজং তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ম্। কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎপল্লবোদরম্ ॥ বৃহৎকটিতটশ্রোণিকরভোরুদ্বয়ান্বিতম্। চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতম্ ॥ তুঙ্গগুল্ফারুণনখ-ব্রাতদীধিতিভির্নৃপ। নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈর্বিলসৎপাদপঙ্কজম্ ॥ সুমহার্হমণিব্রাতকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ। কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রহার-নূপুরকুণ্ডলৈঃ ॥ ভ্রাজমানং পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরম্। শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ ॥ সুনন্দনন্দ-প্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ। সুরেশৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈর্নবভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ প্রহ্লাদনারদবসুপ্রমুখৈর্ভাগবতোত্তমৈঃ। স্তূয়-মানং পৃথগ্‌ভাবৈর্বচোভিরমলাত্মভিঃ ॥ শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥ ৪৬-৫৫ ॥

(হে) নৃপ, তস্য (অহীশ্বরস্য) উৎসঙ্গে (কুণ্ডলীকৃতদেহার্দ্ধে) ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণং চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাস-নিরীক্ষণং সুভ্রূন্নসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরং প্রলম্বপীবরভুজং তুঙ্গাংসোরঃ-স্থলাশ্রয়ং কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎপল্লবোদরং বৃহৎকটিতটশ্রোণিকরভোরু-দ্বয়ান্বিতং চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতং তুঙ্গগুল্ফারুণনখব্রাতদীধিতিভিঃ নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈঃ বিলসৎপাদপঙ্কজং সুমহার্হমণিব্রাতকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ কটিসূত্র-ব্রহ্মসূত্রহারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ভ্রাজমানং পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরং শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ অমলাত্মভিঃ সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈঃ সুরেশৈঃ মরীচ্যাদিভিঃ নবভিঃ দ্বিজোত্তমৈঃ ভাগবতোত্তমৈঃ প্রহ্লাদনারদবসুপ্রমুখৈঃ চ পৃথগ্‌ভাবৈঃ (পৃথক্ ভাবঃ অভিপ্রায়ঃ যেষাং তৈঃ) বচোভিঃ স্তূয়মানং শ্রিয়া (সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্র্যা) পুষ্ট্যা গিরা (সরস্বত্যা) কান্ত্যা (প্রভয়া) কীর্ত্ত্যা (যশসা) তুষ্ট্যা (সন্তোষরূপয়া) ইলয়া (ভুবা) ঊর্জয়া (সর্ব্বসামর্থ্যরূপয়া) বিদ্যয়া (মোক্ষকারিণ্যা) অবিদ্যয়া (বন্ধকারিণ্যা) শক্ত্যা (ইচ্ছারূপয়া) মায়য়া চ (শক্ত্যা) নিষেবিতং পুরুষম্ (অদ্রাক্ষীৎ) ॥ ৪৬-৫৫ ॥

পুনশ্চ দেখিলেন, তাঁহার ক্রোড়ে নবনীরদনীলবর্ণ, পীতকৌশেয় বসনধারী, চতুর্ভুজ, শান্ত, পদ্মপলাশারুণনয়ন, চারুপ্রসন্নবদন, চারুহাস্যনিরীক্ষণ, শোভনভ্রূদ্বয়ালঙ্কৃত, সুন্দরনাসাশোভিত, চারুকর্ণ,

সুকপোল, অরুণাধর, প্রলম্বপীনভুজযুগল, উন্নতস্কন্ধ, লক্ষ্মীরাজিতোরঃস্থল, কম্বুকণ্ঠ, গভীরনাভি, বলিমৎপল্লবোদর, বৃহৎকটিতট, বৃহন্নিতম্ব, করভোরুদ্বয়, চারুজানুযুগল, সুচারুজঙ্ঘাদ্বয়, তুঙ্গগুল্ফ ও অরুণনখকান্তি বিশিষ্ট এবং নবপল্লবসদৃশ অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সুশোভিত পাদপদ্মযুক্ত, মহার্হ-মণিসমূহ-খচিত কিরীট কটক অঙ্গদ কটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র হার নূপুর ও কুণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত, পদ্মকর, শঙ্খচক্রগদাধর, শ্রীবৎসশোভিতবক্ষঃস্থল, কৌস্তুভালঙ্কৃত, বনমালাধারী, সুনন্দনন্দপ্রমুখ পার্ষদবর্গ সনকাদি ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ ব্রহ্মরুদ্রাদি সুরেশ্বর সমূহ মরীচ্যাদি নব দ্বিজোত্তম এবং প্রহ্লাদনারদাদি ভাগবতপ্রধান সকল কর্তৃক পৃথগভিপ্রায়যুক্ত বাক্যাবলি দ্বারা স্তূয়মান, শ্রী পুষ্টি বাণী কান্তি কীর্ত্তি তুষ্টি ইলা ঊর্জ্জা বিদ্যা ও অবিদ্যা ইচ্ছা ও মায়া প্রভৃতি শক্তিবর্গ কর্তৃক পরিষেবিত একটি পুরুষ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪৬ ৫৫ ॥

বিলোক্য সুভৃশং প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
হৃষ্যত্তনূরুহো ভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ ॥ ৫৬ ॥
গিরা গদ্গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য ভারত।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥ ৫৭ ॥

(হে) ভারত, বিলোক্য (চ) সুভৃশম্ (অত্যন্তং) প্রীতঃ পরময়া (উৎকৃষ্টয়া চ) ভক্ত্যা যুতঃ হৃষ্যত্তনূরুহঃ (হৃষ্যন্তঃ উদঞ্চিতাঃ তনূরুহাঃ লোমানি যস্য সঃ) ভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ (ভাবেন প্রীত্যতিশয়েন পরিক্লিন্নঃ আর্দ্রঃ আত্মা চিত্তং লোচনে চ যস্য সঃ অক্রূরঃ) শনৈঃ সত্ত্বং (ধৈর্য্যম্) আলম্ব্য মূর্দ্ধ্না প্রণম্য কৃতাঞ্জলিপুটঃ (সংযোজিতাঞ্জলিপুটঃ) অবহিতঃ (সাবধানঃ চ সন্) গদ্গদয়া (স্খলিতাক্ষরয়া) গিরা (বাণ্যা) অস্তৌষীৎ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

হে ভারত, তদ্দর্শনে অতিশয় প্রীত, পরমভক্তিযুক্ত, রোমাঞ্চিতকলেবর, প্রেমার্দ্রচিত্ত ও প্রেমার্দ্রলোচন অক্রূর ক্রমশঃ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবনতমস্তকে প্রণামপুরঃসর বদ্ধাঞ্জলি এবং অবহিত হইয়া গদ্গদবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অক্রূরপ্রতিযানং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অক্রূর উবাচ।

নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং
নারায়ণং পূরুষমাদ্যমব্যয়ম্।
যন্নাভিজাতাদরবিন্দকোষাদ্-
ব্রহ্মাবিরাসীদ্ যত এষ লোকঃ॥ ১॥

অক্রূরঃ উবাচ ;—অহম্ অখিলহেতুহেতুম্ (অখিলস্য প্রপঞ্চস্য যে হেতবঃ মহদাদয়ঃ তেষামপি হেতুং কারণম্) আদ্যম্ অব্যয়ং পূরুষং নারায়ণং ত্বা (ত্বাং) নতঃ অস্মি। যন্নাভিজাতাৎ অরবিন্দকোষাৎ ব্রহ্মা আবিরাসীৎ, যতঃ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) এষঃ (পরিদৃশ্যমানঃ) লোকঃ॥ ১॥

চত্বারিংশ অধ্যায়ে অক্রূর কর্তৃক শ্রীভগবানের স্তব বর্ণিত হইয়াছে॥

অক্রূর বলিতে লাগিলেন ;—যে ব্রহ্মা হইতে এই পরিদৃশ্যমান লোক সৃষ্ট হইয়াছে, সেই ব্রহ্মা যাঁহার নাভিজাত পদ্মকোষ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি অখিলকারণকারণ আদি অব্যয় পুরুষ সেই শ্রীনারায়ণস্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি॥ ১॥

ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদি-
র্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব্বে
যে হেতব স্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ॥ ২॥

ভূঃ তোয়ম্ অগ্নিঃ পবনঃ খম্ (এতেষাম্) আদিঃ (কারণম্ অহঙ্কারঃ) মহান্ (মহত্তত্ত্বম্) অজা (মূলপ্রকৃতিঃ তস্যাঃ) আদিঃ (পুরুষঃ) মনঃ ইন্দ্রিয়াণি (দশ) সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থাঃ (শব্দাদয়ঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ) বিবুধাঃ (দেবাঃ) চ (এতে) যে সর্ব্বে জগতঃ হেতবঃ তে (তব) অঙ্গভূতাঃ (অঙ্গাৎ ভূতাঃ জাতাঃ)॥ ২॥

পৃথিবী, জল, অনল, আকাশ, ইহাদের কারণভূত অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, মূলপ্রকৃতি, উহার আদি পুরুষ, মন, দশ ইন্দ্রিয়, শব্দাদি

বিষয় সকল, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা সকল, যাঁহারা সকলে এই জগতের কারণ, তাঁহারাও তোমারই অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন ॥ ২ ॥

নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মন স্তে
অজাদয়োঽনাত্মতয়া গৃহীতাঃ।
অজোঽনুবদ্ধঃ সগুণৈরজায়া
গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্ ॥ ৩ ॥

অনাত্মতয়া (জড়ত্বেন) গৃহীতাঃ (প্রত্যক্ষাদিভিঃ দৃষ্টাঃ) এতে অজাদয়ঃ (অজা প্রকৃতিঃ আদিঃ যেষাং তে) আত্মনঃ তে (তব) স্বরূপং ন বিদুঃ। সঃ অজঃ (ব্রহ্মা অপি) অজায়াঃ গুণৈঃ (রজ-আদিভিঃ) অনুবদ্ধঃ (আবৃতঃ অতঃ) গুণাৎ পরং (গুণাতীতং) তে (তব) স্বরূপং ন বেদ ॥ ৩ ॥

জড়ত্ববশতঃ প্রত্যক্ষাদিগ্রাহ্য প্রকৃতি প্রভৃতি চিৎস্বরূপ তোমার স্বরূপ বিদিত হইতে পারে না। স্বয়ং ব্রহ্মাও প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা আবৃত বলিয়া গুণাতীত ত্বদীয় স্বরূপ অবগত নহেন ॥ ৩ ॥

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্।
সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ ॥ ৪ ॥

যোগিনঃ ত্বাং মহাপুরুষম্ ঈশ্বরম অদ্ধা (সাক্ষাৎ এব) যজন্তি (ধ্যায়ন্তি। অন্যে) চ সাধবঃ (সদাচারনিষ্ঠাঃ কেচিৎ) সাধ্যাত্মম্ (আত্মনি শরীরে ভবমধ্যাত্মং তেন সহিতং) সাধিভূতং (সর্ব্বভূতস্থং সকাশনীবকং) সাধিদৈবং (আদিত্যাদিদেবাস্তঃস্থং) চ (ত্বাং যজন্তি) ॥ ৪ ॥

যোগিগণ তোমাকে সাক্ষাৎ মহাপুরুষ ঈশ্বর বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন। আর অপর সাধু সকল তোমাকে সাধ্যাত্ম সাধিভূত ও সাধিদৈব স্বরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ।
যজন্তে বিততৈ র্যজ্ঞৈর্নানারূপামরাখ্যয়া ॥ ৫ ॥

কেচিৎ বৈতানিকাঃ (কর্ম্মযোগিনঃ) দ্বিজাঃ ত্রয্যা (ঋগ্‌যজুঃসামাত্মক-বেদত্রয়রূপয়া) বিদ্যয়া চ (বোধিতৈঃ) বিততৈঃ যজ্ঞৈঃ ত্বাং বৈ (এব) নানা-রূপামরাখ্যয়া (নানা বজ্রহস্তাদীনি রূপাণি যেষাং তে যে অমরাঃ তেষাম্ আখ্যয়া নাম্না) যজন্তে (আরাধয়ন্তে) ॥ ৫ ॥

কোন কোন কর্ম্মযোগী দ্বিজাতি সকল তোমাকে ত্রয়ী* বিদ্যা দ্বারা শোধিত বিস্তৃত যজ্ঞ দ্বারা নানা নাম ও নানা রূপ বিশিষ্ট দেবতাস্বরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

একে ত্বাখিলকর্ম্মাণি সংন্যস্যোপশমং গতাঃ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্ ॥ ৬ ॥

একে (মুখ্যাঃ) জ্ঞানিনঃ উপশমং (বিষয়বৈতৃষ্ণ্যং) গতাঃ (অতএব) অখিলকর্ম্মাণি (লৌকিকবৈদিকব্যাপারান্) সংন্যস্য (ত্যক্ত্বা) জ্ঞানযজ্ঞেন (সমাধিলক্ষণেন) জ্ঞানবিগ্রহং (সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিং) ত্বা (ত্বাং) যজন্তি (ধ্যায়ন্তি) ॥ ৬ ॥

বিষয়তৃষ্ণারহিত জ্ঞানিগণ নিখিল কর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক সমাধি-লক্ষণ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তোমার ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ ৭ ॥

অন্যে চ তে (ত্বয়া) অভিহিতেন বিধিনা (পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তপ্রকারেণ) সংস্কৃতাত্মানঃ (সংস্কৃতঃ আত্মা দেহঃ যেষাং তে) ত্বন্ময়াঃ (ত্বন্ময়ত্বেন আত্মানং চিন্তয়ন্তঃ) বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং (বাসুদেবাদিমূর্ত্তিভেদেন বহুমূর্ত্তিকং নারায়ণরূপেণ একমূর্ত্তিকং চ) ত্বাং বৈ (এব) যজন্তি ॥ ৭ ॥

অপর কেহ কেহ ত্বদুক্ত-পঞ্চরাত্রাদি-বিধানে সংস্কৃত হইয়া আপনাকে ত্বন্ময় চিন্তা করিতে করিতে বাসুদেবাদিমূর্ত্তি তোমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্।
বহ্বাচার্য্যবিভেদেন ভগবন্তমুপাসতে ॥ ৮ ॥

অন্যে (চ) শিবোক্তেন মার্গেণ বহ্বাচার্য্যবিভেদেন (বহ্বাচার্য্যোক্তাবান্তর-প্রকারভেদেন) শিবরূপিণং ত্বাম্ এব ভগবন্তম্ উপাসতে ॥ ৮ ॥

আবার কেহ কেহ শিবোক্তমার্গানুসারে বহ্বাচার্য্যোক্ত অবান্তর-প্রকারভেদে শিবরূপী ভগবান তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥ ৯ ॥

(হে) প্রভো, যে অপি অন্যদেবতাভক্তাঃ (তে) যদ্যপি অন্যধিয়ঃ (অন্যদেবতাবিষয়কপরমেশ্বরবুদ্ধিমন্তঃ তথাপি তে) সর্ব্বে সর্ব্বদেবময়েশ্বরং ত্বাম্ এব যজন্তি ॥ ৯ ॥

হে প্রভো, যাহারা অন্যদেবতার ভক্ত, তাহারা বিভিন্নবুদ্ধি হইলেও, সকলেই সর্ব্বদেবময় সর্ব্বেশ্বর তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

যদাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥ ১০ ॥

(হে) প্রভো, অদ্রিপ্রভবাঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ নদ্যঃ যথা সর্ব্বতঃ সিন্ধুং বিশন্তি তদ্বৎ গতয়ঃ (ভজনমার্গাঃ অপি) অন্ততঃ ত্বাম্ (এব বিষয়ীকুর্ব্বন্তি) ॥ ১০ ॥

হে প্রভো, পর্ব্বতোৎপন্ন ও জলদজলে আপূরিত নদী সকল যেমন সকল দিক্ হইতে আসিয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, তদ্রূপ উপাসনামার্গ সকলও পর্য্যবসানে তোমাকেই বিষয় করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ।
তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ ॥ ১১ ॥

সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি ভবতঃ (শক্তিরূপায়াঃ) প্রকৃতেঃ গুণাঃ। তেষু হি প্রাকৃতাঃ (প্রকৃতিপরিণামদেহাদ্যুপাধয়ঃ) আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ (ব্রহ্মপর্য্যন্তাঃ স্থাবরাদয়ঃ জীবাঃ স্বোপাধিদ্বারা) প্রোতাঃ (প্রবিষ্টাঃ) ॥ ১১ ॥

সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি তোমারই শক্তিরূপা প্রকৃতির গুণ। ঐ সকল গুণেই আব্রহ্মস্থাবরান্ত প্রাকৃত জীব সকল প্রবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ১১ ॥

তুভ্যং নমস্তে ত্ববিষক্তদৃষ্টয়ে
সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বধিয়াঞ্চ সাক্ষিণে।
গুণপ্রবাহোঽয়মবিদ্যয়া কৃতঃ
প্রবর্ত্ততে দেবনৃতির্য্যগাত্মসু ॥ ১২ ॥

তে (ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থম্) অবিষক্তদৃষ্টয়ে (অলিপ্তদৃষ্টয়ে) সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বধিয়াং চ সাক্ষিণে তুভ্যং নমঃ অস্তু। অবিদ্যয়া কৃতঃ অয়ং গুণপ্রবাহঃ দেবনৃতির্য্যগাত্মসু (দেবাদিশরীরাভিমানিষু) প্রবর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

ত্বৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত অলিপ্তদৃষ্টি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষী তোমাকে নমস্কার। অবিদ্যারচিত এই গুণপ্রবাহ দেবাদিশরীরাভিমানী জীবসমূহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং
সূর্য্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোঽর্ণবাঃ
কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলঞ্চ কল্পিতম্ ॥ ১৩ ॥

অগ্নিঃ তে (তব) মুখম্ অবনিঃ অঙ্ঘ্রিঃ সূর্য্যঃ ঈক্ষণং নভঃ নাভিঃ অথো (অথ) দিশঃ শ্রুতিঃ দ্যৌঃ কং (মূর্দ্ধা) সুরেন্দ্রাঃ তব বাহবঃ অর্ণবাঃ কুক্ষিঃ মরুৎ প্রাণবলং (প্রাণঃ বলং চ তৎ) চ (উপাসকৈঃ ধ্যানার্থং) কল্পিতম্ ॥ ১৩ ॥

উপাসকগণ ধ্যানার্থ অগ্নিকে তোমার মুখ অবনিকে তোমার চরণ সূর্য্যকে তোমার নেত্র আকাশকে তোমার নাভি দিক্ সকলকে তোমার কর্ণ স্বর্গকে তোমার মস্তক দেবেন্দ্র সকলকে তোমার ভুজসমূহ অর্ণব সকলকে তোমার কুক্ষি এবং মরুৎকে তোমার প্রাণ ও বল কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা
মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তেঽদ্রয়ঃ।
নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতি-
র্মেঢ্রস্তু বৃষ্টিস্তব বীর্য্যমীষ্যতে ॥ ১৪ ॥

বৃক্ষৌষধয়ঃ পরস্য (পরমেশ্বরস্য) তে (তব) রোমাণি মেঘাঃ শিরোরুহাঃ অদ্রয়ঃ অস্থিনখানি রাত্র্যহনী নিমেষণং প্রজাপতিঃ তু মেঢ্রঃ বৃষ্টিঃ তব বীর্য্যম্ ঈষ্যতে ॥ ১৪ ॥

বৃক্ষ ও ওষধি সকল তোমার রোমরূপে মেঘ সকল তোমার কেশরূপে পর্ব্বত সকল তোমার অস্থিরূপে ও নখরূপে রাত্রি ও

দিবা তোমার নিমেষরূপে প্রজাপতি তোমার মেঢ্রূরূপে এবং বৃষ্টি তোমার বীর্য্যরূপে কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ত্বয্যব্যয়াত্মন্ পুরুষে প্রকল্পিতা
লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ।
যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসোঽ-
প্যুড়ুম্বরে বা মশকা মনোময়ে ॥ ১৫ ॥

যথা জলে জলৌকসঃ সঞ্জিহতে (প্রচরন্তি) অপি বা উড়ুম্বরে মশকাঃ (তিষ্ঠন্তি এবম্ একস্মিন্ এব) মনোময়ে (বিশুদ্ধমনোগ্রাহ্যে) ত্বয়ি পুরুষে বহুজীবসঙ্কুলাঃ সপালাঃ লোকাঃ প্রকল্পিতাঃ ॥ ১৫ ॥

যেমন জলে জলচর প্রাণী সকল বিচরণ করে বা উড়ুম্বরে মশক সকল অবস্থান করে, তদ্রূপ একমাত্র বিশুদ্ধমনোগ্রাহ্য পুরুষরূপী তোমাতে বহুজীবসঙ্কুল লোক সকল কল্পিত হয় ॥ ১৫ ॥

যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি।
তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ ॥ ১৬ ॥

(ত্বম্) ইহ ক্রীড়নার্থং যানি যানি রূপাণি বিভর্ষি তৈঃ আমৃষ্টশুচঃ লোকাঃ মুদা তে (তব) যশঃ গায়ন্তি ॥ ১৬ ॥

তুমি ক্রীড়নার্থ যে যে রূপ ধারণ করিয়া থাক, লোক সকল তদ্দ্বারা শোক বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সানন্দে তোমার যশ গান করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে ॥ ১৭ ॥

প্রলয়াব্ধিচরায় কারণমৎস্যায় নমঃ। মধুকৈটভমৃত্যবে হয়শীর্ষ্ণে চ তুভ্যং নমঃ ॥ ১৭ ॥

প্রলয়পয়োধিচারী কারণমৎস্যকে নমস্কার। মধুকৈটভহন্তা হয়শীর্ষা তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে ॥ ১৮ ॥

মন্দরধারিণে বৃহতে অকূপারায় (কূর্ম্মায় তুভ্যং) নমঃ। ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় (ক্ষিত্যুদ্ধারঃ বিহারঃ যস্য তস্মৈ) শূকরমূর্ত্তয়ে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৮ ॥

মন্দরগিরিধারী বৃহৎ কূর্ম্মরূপী তোমাকে নমস্কার। ধরণীর উদ্ধারার্থ গৃহীতবরাহমূর্ত্তি তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ।
বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ ॥ ১৯ ॥

(হে) সাধুলোকভয়াপহ, অদ্ভুতসিংহায় তে (তুভ্যং) নমঃ। ক্রান্ত-ত্রিভুবনায় (ক্রান্তং ত্রিভুবনং যেন তস্মৈ) বামনায় চ তুভ্যং নমঃ ॥ ১৯ ॥

হে সাধুজনভয়হারিন্, অদ্ভুতনরসিংহরূপী তোমাকে নমস্কার। ত্রিভুবন আক্রমণকারী বামনরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে।
নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ ॥ ২০ ॥

দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে ভৃগূণাং পতয়ে নমঃ। রাবণান্তকরায় রঘুবর্য্যায় চ তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২০ ॥

গর্ব্বিতক্ষত্রিয়বনচ্ছেদী ভৃগুপতিকে নমস্কার। রাবণান্তকারী রঘুপতি তোমাকে নমস্কার ॥ ২০ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ২১ ॥

বাসুদেবায় তে (তুভ্যং) নমঃ। সঙ্কর্ষণায় প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় চ তে (তুভ্যং) নমঃ। সাত্বতাং পতয়ে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২১ ॥

বাসুদেব তোমাকে নমস্কার। সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তোমাকে নমস্কার। সাত্বতগণের পতি তোমাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে।
ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে ॥ ২২ ॥

দৈত্যদানবমোহিনে শুদ্ধায় বুদ্ধায় নমঃ। ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে কল্কিরূপিণে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২২ ॥

দৈত্যদানবমোহনকারী শুদ্ধ বুদ্ধদেবকে নমস্কার। ম্লেচ্ছপ্রায় ক্ষত্রিয়বর্গের নিধনকারী কল্কিরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ২২ ॥

ভগবন্ সর্ব্বলোকোঽয়ং মোহিতস্তব মায়য়া।
অহং মমেত্যসদ্গ্রাহো ভ্রাম্যতে কর্ম্মবর্ত্মসু ॥ ২৩ ॥

(হে) ভগবন্, অয়ং সর্ব্বলোকঃ (সর্ব্বঃ লোকঃ) তব মায়য়া মোহিতঃ (অতঃ) অহং মম ইতি অসদ্গ্রাহঃ (অসতি তুচ্ছে দেহে তদনুবন্ধিধনপুত্রাদৌ চ গ্রাহঃ অভিমানঃ যস্য সঃ) কর্ম্মবর্ত্মসু (শব্দাদিবিষয়প্রাপ্ত্যুপায়েষু) ভ্রাম্যতে ॥২৩

হে ভগবন্, এই সমস্ত জীবলোক তোমার মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া তুচ্ছ দেহগেহাদিতে অভিমান করিতে করিতে কর্ম্মমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

অহঞ্চাত্মাত্মজাগারদারার্থস্বজনাদিষু।
ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া প্রভো ॥ ২৪ ॥

(হে) প্রভো, মূঢ়ঃ অহং চ স্বপ্নকল্পেষু আত্মাত্মজাগারদারার্থস্বজনাদিষু সত্যধিয়া (সত্যত্ববুদ্ধ্যা) ভ্রমামি (আসক্তিং করোমি) ॥ ২৪ ॥

হে প্রভো, আমি মূর্খ, স্বপ্নতুল্য দেহ পুত্র গৃহ দারা অর্থ ও স্বজনাদিতে নিত্যত্ববুদ্ধি দ্বারা আসক্ত হইতেছি ॥ ২৪ ॥

অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্য্যয়মতির্হ্যহম্।
দ্বন্দ্বারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অনিত্যানাত্মদুঃখেষু (অনিত্যে কর্ম্মফলে অনাত্মনি দেহে দুঃখে দুঃখরূপে গৃহাদৌ চ) বিপর্য্যয়মতিঃ (বিপরীতবুদ্ধিঃ) দ্বন্দ্বারামঃ তমোবিষ্টঃ (অবিদ্যা-ব্যাপ্তঃ) অহং হি আত্মনঃ প্রিয়ং ত্বা ন জানে ॥ ২৫ ॥

আমি অনিত্য কর্ম্মফলে জড় দেহে ও দুঃখময় গৃহাদিতে বিপরীতমতি দ্বন্দ্বারাম ও অবিদ্যাব্যাপ্ত হইয়া আত্মার প্রিয় পরমাত্মা তোমাকে জানিতে পারিতেছি না ॥ ২৫ ॥

যথাবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ।
অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ হিত্বাহং ত্বাং পরাঙ্মুখঃ ॥ ২৬ ॥

অবুধঃ (অজ্ঞঃ জনঃ) যথা তদুদ্ভবৈঃ (জলোদ্ভবৈঃ তৃণাদিভিঃ) প্রতিচ্ছন্নং জলং হিত্বা মৃগতৃষ্ণাং (জলবদাভাসমানাং মরীচিকাম্) অভ্যেতি (অনুধাবতি তদ্বৎ) ত্বাম্ অহং হিত্বা পরাঙ্মুখঃ (দেহাত্মভিমুখঃ বর্ত্তে) বৈ ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন জলোদ্ভব তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত জলকে পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকায় ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া দেহাদির অভিমুখে ধাবিত হইতেছি ॥ ২৬ ॥

নোৎসহেঽহং কৃপণধীঃ কামকর্ম্মহতং মনঃ।
রোদ্ধুং প্রমাথিভিশ্চাক্ষৈর্হ্রিয়মাণমিতস্ততঃ ॥ ২৭ ॥

কৃপণধীঃ (কৃপণা বিবেকাসমর্থা ধীঃ যস্য সঃ) অহং প্রমাথিভিঃ (প্রবলৈঃ) অক্ষৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ইতস্ততঃ হ্রিয়মাণং (বিষয়ং প্রতি আকৃষ্যমাণং) কামকর্ম্মহতং (কামকর্ম্মাভ্যাং হতং ক্ষুভিতং) মনঃ রোদ্ধুং (বশীকর্ত্তুং) ন উৎসহে (শক্নোমি) ॥ ২৭ ॥

আমার বুদ্ধি বিবেকে অসমর্থা বলিয়া আমি প্রবল ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ত্তৃক বিষয়সকলে সমাকৃষ্ট ও কাম্যকর্ম্ম দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে নিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ২৭ ॥

সোঽহং তবাঙ্ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে।
পুংসো ভবেদ্ যর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥ ২৮ ॥

সঃ (ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রঃ) অহম্ অসতাং (বিষয়াকৃষ্টমনসাং) দুরাপং (দুর্লভং) তব অঙ্ঘ্রি (অঙ্ঘ্রিম্) উপগতঃ (শরণং প্রাপ্তঃ। হে) ঈশ, তৎ (অঙ্ঘ্র্যুপগমনং) চ অপি অহং ভবদনুগ্রহঃ (ভবদনুগ্রহমূলকং) মন্যে। (হে) অব্জনাভ, যর্হি পুংসঃ (সংসারিণঃ) সংসরণাপবর্গঃ (সংসরণস্য অপবর্গঃ সমাপ্তিঃ সম্ভাবিতা) ভবেৎ (তদা) সদুপাসনয়া (সতাং ত্বদ্ভক্তানাম্ উপাসনয়া তস্য ত্বদ্বিষয়িকা) মতিঃ স্যাৎ ॥ ২৮ ॥

আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়াও বিষয়াকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে দুর্লভ তোমার চরণে শরণাগত হইলাম। হে ঈশ, ঐ শরণাপত্তিকেও আমি তোমার অনুগ্রহমূলক বলিয়া মনে করিতেছি। হে পদ্মনাভ, যখন কোন পুরুষের সংসারক্ষয়ের সম্ভাবনা হয়, তখনই সাধুসেবা দ্বারা ঐ ব্যক্তির তোমাতে মতি জন্মে ॥ ২৮ ॥

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে।
পুরুষেশপ্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ॥ ২৯ ॥

বিজ্ঞানমাত্রায় (বিজ্ঞানং চৈতন্যম্ এব মাত্রা মূর্ত্তিঃ যস্য তস্মৈ) সর্ব্বপ্রত্যয়-হেতবে (সমস্তজ্ঞানকারণায়) পুরুষেশপ্রধানায় (পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ ঈশঃ কালঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ এতত্রিতয়াত্মনে) অনন্তশক্তয়ে ব্রহ্মণে (তুভ্যং) নমঃ ॥২৯॥

বিজ্ঞানশরীর নিখিলজ্ঞানকারণ প্রকৃতি-পুরুষ-কালরূপী অনন্ত-শক্তি ব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো ॥ ৩০ ॥

(হে) প্রভো, বাসুদেবায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় (সর্ব্বভূতনিবাসায়) চ তে (তুভ্যং) নমঃ। (হে) হৃষীকেশ, তুভ্যং নমঃ। প্রপন্নং মাং পাহি ॥ ৩০ ॥

হে প্রভো, সর্ব্বভূতনিবাস বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ, তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার শরণাগত, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে মহাপুরুষস্তবো নাম
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত।

প্রথম সর্গ।

"শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দসন্দোহানন্দমন্দিরম্।
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গনন্দিতম্" ॥ ১ ॥
"যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং কৃপালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে" ॥ ২ ॥
"শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনু চরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি" ॥ ৩ ॥
"কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্ণে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ" ॥ ৪ ॥

শ্রীগোবিন্দ ব্রজানন্দ, আনন্দমন্দিরকন্দ, শ্রীরাধিকাসঙ্গানন্দময়। বন্দ বৃন্দাবনাধীশ, বাঞ্ছাকল্পতরু ঈশ, সর্ব্বানন্দ যাঁহার আশ্রয়। অজ্ঞানমত্ততা ক্ষিতি, দেখি কৃপা কৈল অতি, নিজ প্রেমসুধা অদভুত। দিয়া মাতাইল যেই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই, তাঁর পদে প্রণতি বহুত॥ শ্রীরাধিকাপ্রাণবন্ধু, পাদপদ্মনখইন্দু ব্রহ্মাশিবশেষ-অগোচর। প্রেমসেবা সাধ্য যেই, গাঢ় লোভে মিলে সেই, ব্রজ বাসিচরিততৎপর। রাগপথে পথি হৈয়া, ব্রজভাবে প্রবেশিয়া, যে লভিল নৈত্যিক সেবন। মানসের সেবা সেই, বিস্তার করিয়া এই, প্রণমিয়া তাঁহার চরণ॥ নিশা অন্তে কুঞ্জ হৈতে, প্রবেশয়ে

গোষ্ঠ নিতে, গোদোহনভোজনাদিলীলা। প্রাতঃকালে সায়ংকালে খেলে সব সখা মিলে, গোচারণ সঙ্গবের বেলা॥ মধ্যাহ্নে রজনী-কালে, রাধাসঙ্গে সুবিহারে, বৃন্দাবনে সেই মহানন্দে। অপরাহ্নে গোষ্ঠে যান, প্রদোষে সুহৃদ স্থান, সেই কৃষ্ণ রাখ রসকন্দে॥ আমি যে অপটু অতি, তটস্থ বুদ্ধের গতি, অতি অপাত্র আমা হাঁড়ি যেন। কৃষ্ণলীলারসসার, তাহে চাহি রাখিবার, বৈষ্ণবের হাস্যসুবর্দ্ধন॥ কৃষ্ণলীলামৃতার্ণবে, বিহরে বৈষ্ণব সবে, নিরবধি হিতদাতাগণ। অদোষদরশি চিত, সদা করে পরহিত, শুনি ইহা হরষিত মন॥ শ্রীরূপ সন্নটরাজ, কৈল যে নাটক কাজ, কৃষ্ণ-লীলামৃতরসময়। ব্রজের বৈষ্ণবগণ, তাহে আছে নিমগন, সবে হয় রসের আলয়॥ তাঁর আগে মোর বাণী, হাস্যপ্রকাশন মানি, ভণ্ডপ্রায় বচন আমার। যদি মন্দবাক্য অতি, তথাপি বৈষ্ণব তথি, হইবেন হরিষ বিস্তার॥ ভাগবতাদি শাস্ত্রে কহে, কৃষ্ণকথা উক্তি যাহে, তাতে সর্ব্বপাপ বিনাশয়। বর্ণনে গোবিন্দলীলা, মন্দবাক্য আর্য্যশীলা, সাধুগণ সদা আদরয়॥ মোর মুখ মরুস্থল, বাণী খিন্নরূপ চল, গোকুল-উন্মুখী বাক্যগণ। বৈষ্ণবের কর্ণনদী, প্রবেশ করয়ে যদি, পুষ্ট স্নিগ্ধ হইবে তখন॥ না জানি শ্লোকার্থগণ, গৌছে তৈছে সঙ্ঘটন, করি গুরু বৈষ্ণব বন্দিয়া। গোবিন্দলীলামৃতসার, নিগূঢ়ার্থগণ তার, পণ্ডিতেতো না ইহা বুঝিয়া॥ আমি অতি তুচ্ছমতি, না জানিয়ে স্থান স্থিতি, ভাল মন্দ বিচার উদ্দেশে। শুনি কৃষ্ণগুণ তথি, বিহ্বল হইল মতি, গায় যদুনন্দন হরিষে॥

এবে কহি গুরুবর্গ বৈষ্ণব বন্দনা। যাতে সর্ব্বসুখোদয় মঙ্গল ঘটনা॥ বন্দনা করিব মাত্র এই মোর সাধ। ক্রমবিপর্য্যয় না লইবে অপরাধ॥

বন্দ গুরুপদতল, চিন্তামণিময় স্থল, সর্ব্বগুণখনি দয়ানিধি। আচার্য্যপ্রভুর সুতা, নাম শ্রীল হেমলতা, তাঁহার স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি। অজ্ঞান-অন্ধকারে, পতন দেখিয়া মোরে, জ্ঞানাঞ্জন দিল দয়া করি। তাঁহার করুণা হৈতে, নেত্র হৈল প্রকাশিতে, দূরে গেল অন্ধকারা-

বলি॥ বন্দ শ্রীআচার্য্যপ্রভু, আমার প্রভুর প্রভু, তাঁর পদে কোটি পরণাম। বন্দ গোপালভট্ট নাম, রাধাকৃষ্ণপ্রেমধাম, পরাপরগুরু কৃপাধাম॥ বন্দ প্রভু গৌরচন্দ্র, সকল আনন্দকন্দ, পরমেষ্ঠি গুরু তিঁহ হয়। যিঁহ কৃষ্ণপ্রেমবন্যা, দিয়া কৈল ক্ষিতি ধন্যা, অনন্ত প্রণতি তাঁর পায়॥ বন্দ তাঁর ভক্তগণ, তাঁর গুণ অনুক্ষণ, রোদন মিশালে যেই গায়। না জানয়ে নিশি দিশি, গৌরপ্রেমরসে ভাসি, কল্পতরুসম কৃপাময়॥ বন্দ নিত্যানন্দ রায়, গৌর প্রেম যাঁর গায়, অনেক প্রণাম করি তাঁরে॥ বন্দ তাঁর ভক্ত ততি, সদয় হৃদয় অতি, প্রেমের সাগরে যিঁহ ডারে॥ আচার্য্য অদ্বৈত পায়, প্রণাম করিয়ে তায়, গৌরচন্দ্র বিনা স্মৃতি নাই। বন্দ তাঁর ভক্ত যত, যে লয় আচার্য্যমত, যাতে হৈতে গৌরচন্দ্র পাই। বন্দ রূপ সনাতন, সর্ব্বদা বিহ্বল মন, রাধাকৃষ্ণলীলারসরঙ্গে। বহু শাস্ত্রগণ আনি, প্রকাশিল সার জানি, রাধাকৃষ্ণপ্রেমের তরঙ্গে॥ বন্দ ভট্ট রঘুনাথ, বন্দ দাস রঘুনাথ, বন্দ আর শ্রীজীব গোসাঞি। বন্দ রায় রামানন্দ, গদাধর প্রেমকন্দ, বন্দ আর স্বরূপ গোসাঞি॥ বন্দ শ্রীমুকুন্দ দাস, বন্দ নরহরি দাস, বন্দ আর শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীখণ্ডেতে যাঁর বাস, গৌরপ্রেমসুখোল্লাস, যার শীল ভুবনবন্দন। ঠাকুর পণ্ডিত পায়, বন্দনা করহোঁ তায়, সদা রহে প্রেমানন্দপূর। গৌরাঙ্গ জীবন যার, কে কহিবে গুণ তার, যার নামে পাপ হয় দূর॥ বর্ণিতে বিলম্ব হয়, গ্রন্থ বাড়ে অতিশয়, না জানিয়ে বন্দনার ক্রম। আপন পবিত্র কাজে, নাম গাই গ্রন্থমাঝে, নাশাইতে মনের বিভ্রম॥ সকল বৈষ্ণবগণ, দৃশ্যাদৃশ্য যত জন, সবার চরণ-ধূলী যত। আপন মস্তকে করি, হরষিত হৈয়া ধরি, প্রত্যেকে বন্দিব আর কত॥ আচার্য্য প্রভুর গণ, পরিবার যত জন, প্রণমহ সবার চরণে। আমি অতি দুরাচার, মোরে কৃপাদৃষ্টি কর, দন্তে তৃণ করোঁ নিবেদনে॥ পতিততারণ কাজে, সবে আইল ক্ষিতি-মাঝে, সবে হয় দয়ার সাগর। সংসারসাগরানলে, পড়িয়া কাকুতি করে, এ যদুনন্দনে বর পাব॥

শ্রীগুরু শ্রীপদদ্বয় করিয়া বন্দন। সংক্ষেপে কহিব কিছু কৃষ্ণ-লীলাক্রম॥ বুদ্ধিহীন মূর্খ শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য বড়। ভাল মন্দ বিচারের না জানিয়ে দড়॥ তথাপিহ চিত্ত মোর করে ধক্‌ধকি। মনের প্রবোধ লাগি যত্নমতে লিখি॥ বৈষ্ণব গোসাঞি পায় কোটি নমস্কার। অদোষদরশি চিত্ত সদাই যাঁহার। যদি মুঞি অতিশয় জড় অতি ছার। না জানিয়ে শুদ্ধ বর্ণদ্বয়ের বিচার॥ তথাপিহ অন্য নহে লিখি কৃষ্ণগুণ। আস্বাদনে বাড়ে সুখ পাপ হয় ন্যূন॥ নিজ দোষ কত মুঞি লিখিব বিস্তার। চলিতে না পারোঁ এত পাতকের ভার॥ কৃষ্ণলীলা এজন লিখিতে সাধ করে। বিচার করিতে পড়োঁ লজ্জার সাগরে॥ অনন্ত সহস্র মুখে বর্ণিতে না পারে। ব্রহ্মাশিবসনকাদি চিন্তয়ে অন্তরে॥ নারদ প্রহ্লাদ আদি অনন্ত ভকত। ব্যাস শ্রীউদ্ধব আদি আর কত শত॥ ইহারা না পায় অন্ত হেন লীলা যার। মুঞি ক্ষুদ্র কীট হৈয়া কি পাইব পার॥ শুকদেব ঠাকুর সেই লীলারসময়। কিছু প্রকাশিলা তিঁহ ভাগবতে কয়॥ সর্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ এই সবার জ্ঞান। ব্রজবাসিজনের প্রেমভক্তি অনুপাম॥ কে কহিতে পারে তাহা বিনা ব্রজবাসী। অহর্নিশি রহে যেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥ সর্ব-সুখস্থল কৃষ্ণের বৃন্দাবন ধাম। সুখময় সঙ্গে সব তাহারি সমান॥ ইচ্ছা লীলা করে কৃষ্ণ মায়াসম্বন্ধহীন। পিতা মাতা দাস সখা ভাবেতে প্রবীণ॥ প্রেয়সী সহিতে সুখ বিলাস অপার। গোবিন্দ লীলামৃতে এই লীলার বিস্তার॥ উপপতি ভাব কৃষ্ণের রাধিকাদি গণে। পরপত্নী ভাব ইহা সর্বজন জানে॥ পরকীয়া বিলাস কৃষ্ণের রাধিকাদি লৈয়া। রসিকশেখর খেলে রসলোভী হৈয়া। কৃষ্ণের প্রেয়সী সবে কেহ নহে পর। রসের কারণে হয় লীলা স্বতন্তর॥ সাধন জানিতে ইহা জানিবে সর্বথা। কিন্তু ব্রজবাসি জনে পরকীয়া যথা॥ এইমত নিত্যলীলা যার নাহি নাশ। রসিক ভকত যাহা পাইতে করে আশ॥ কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি ইহার নিত্যতা। অদ্ভুত ইহাতে নাহি দুর্ভাবনা ব্যথা॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজের

কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতি। অতএব ব্যক্ত কৈল সে সব চরিতি॥ তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার। প্রকাশিল যিঁহ কৃষ্ণলীলার ভাণ্ডার॥ প্রাকৃতে লিখিয়া বুঝি এই মোর সাধ। এ সব সম্পূর্ণ হয় বৈষ্ণব প্রসাদ॥ উজ্জ্বল কৃষ্ণভক্তি যিঁহ তাঁর প্রাণধন॥ প্রেমময় লীলা এই সর্ব্বোত্তমোত্তম। অত্যন্ত নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিতে। আনন্দ বিষাদ ভয় পূর্ণ হৈলে চিতে॥ অথবা কৃষ্ণের লীলা অনন্ত অপার। কে আছে এমন যেই কহে অন্ত তার॥ একদিনের লীলাক্রম সংক্ষেপ করিয়া। লিখি মন বুঝাইব এই মোর হিয়া॥ কিন্তু এই পরিবার সঙ্গে অনুক্ষণ। প্রকটাপ্রকট লীলা নাহি বিশ্রমণ॥ প্রকটেও পরকীয়া অপ্রকটেও সেই। পরিবার ভিন্ন নহে নিত্যরূপ সেই॥ গুহ্যাতিগুহ্য এই পরকীয়া রস। সদা কৃষ্ণ আস্বাদয় হৈয়া যার বশ॥ পাষণ্ড লাগিয়া সদা ভয় লাগে চিতে। পাষণ্ড না রহে যথা গোবিন্দচরিতে॥ তবে যদি তর্কে কেহ করে উপহাস। সর্ব্বথায় গলে সে বান্ধিল যমপাশ॥ কৃষ্ণভক্তগণের যে করয়ে বিদ্বেষ। নিন্দা আদি পিতৃ সঙ্গে পায় ঘোর ক্লেশ॥ বহু জন্ম নরক ভোগয়ে সেই পাপী। ঐ কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত পরম প্রতাপী॥ এই কথা শাস্ত্রে শুনি বাড়িল আহ্লাদ। আরম্ভ করিনু গ্রন্থ ভাঙ্গিল বিবাদ॥ দোষ না লইহ প্রভু বৈষ্ণব গোসাঞি। তোমা সবা বিনে মোর অন্য গতি নাই॥ শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম এইমাত্র জানি। যেই উঠে মনে সেই সত্য করি মানি॥ তাঁর পদে বিশ্বাস লব নাহিক আমার। তথাপিহ লোভ বাড়ে চরিতে তাহার॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ করিয়া বন্দন। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু কৃষ্ণলীলাক্রম॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান। ইহাতে জড়িত চিত্ত নাহি সমাধান॥ ইহা সমাধান বিনু নহে কৃষ্ণভক্তি। ভক্তিহীন জনের লীলা বর্ণনে কি শক্তি॥ চিত্তপ্রবোধ মাত্র যে তে মতে করি। যাতে সুখী হয় মন সেই অনুসারি॥ যেই লীলা ব্রহ্মা-শিবশেষঅগোচর। ব্রজবাসিজনে মাত্র সম্বন্ধগোচর॥ বিধিভক্তে না মিলয়ে এই কৃষ্ণলীলা। রাগাত্মিকা জনে মাত্র করে নানা খেলা॥

কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান কভু নাহি করে। দেখিলে সে জীয়ে সব না দেখিলে মরে॥ আত্মসুখদুঃখে কারো নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখ লাগি সবে করয়ে আচার॥ আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহিলে কি হয়। যার মনে উপজয়ে সেই সে বুঝয়। বড় রসময় কথা লোক অগোচর। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পর॥ পরম লালসা মূল্যে সেই প্রেম মিলে। লোক অগোচর কথা মহাজনে বলে॥ দন্তে তৃণ করি মুঞি কহি বার বার। যত্ন করি এই গ্রন্থ করিবে বিচার॥ পয়ার বলিয়া মনে না করিবে হেলা। শ্লোক প্রবন্ধে কহে এই মত খেলা॥ শ্লোকের অর্থের কথা কিছুই না জানো। যেই উঠে মনে সেই সত্য করি মানো॥ অত্যন্ত নিগূঢ় কথা বহির্ম্মুখ স্থানে॥ যত্ন করি রাখিবে ইহা করিয়া গোপনে॥ আপন সংপ্রদা বিনে অন্যে না কহিবে। এই মোর নিবেদন বিচার করিবে॥ বৈষ্ণব চরণে মোর একান্ত শরণ। এই সে ভরসা সবে সংসার-তারণ॥ আমি লিখি কহি মাত্র অভিমান করি। যেই কহান কৃষ্ণ তাহা উঠয়ে উচ্চারি॥ রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দবিলাসে॥

"রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিতবহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী-
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্খটীগীঃসশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি" ॥ ৫ ॥

রাত্রিশেষে শুক শারী আদি পক্ষিগণ। বৃন্দার নিদেশে শব্দ করে বিলক্ষণ॥ রাধাকৃষ্ণ জাগিলেন সে ধ্বনি শুনিয়া। রসের আবেশে তবু রহিলা শুইয়া॥ নানা পদ্য হৃদ্য আর অহৃদ্য বচন। কহি শুক শারী জাগাইল দুই জন॥ শয্যায় উঠিল বসি কিশোর কিশোরী। আনন্দে মগন দোঁহে দোঁহা মুখ হেরি॥ এই কালে সখীগণ করিল প্রবেশ। দরশনে বাড়ি গেল আনন্দ বিশেষ॥ নানা পরিহাস কথা নানান চাতুরী। নিমগন হৈলা দেখি সে রস মাধুরী॥ কক্খটী কহিলা তবে জটিলা আইলা। তার বাক্যে

রাধাকৃষ্ণসখী চমকিলা॥ তবে দোঁহে গেলা নিজ নিজ গৃহমাঝে। তৃষিত অন্তরে দোঁহে শুতে নিজ শেজে॥ রসের অলসে দুহুঁ সুখে নিদ্রা যায়। হেম মণি মরকত জনু এক ঠাঁই॥ সেবাপরা যেই সেই সময় জানিয়া। যার যেই সেবা হয় করে হর্ষ হৈয়া॥

নিশা অবসানে পক্ষী জাগিল সকলে। মূক হৈয়া আছে সব নিজ নিজ স্থলে॥ রাধাকৃষ্ণ জাগাইতে উৎকণ্ঠা অন্তরে। বৃন্দা আজ্ঞা বিনে শব্দ করিতে না পারে॥ তবে বৃন্দাদেবী যবে আজ্ঞা দিল তারে। ক্রীড়ার নিকুঞ্জে বেড়ি সবে শব্দ করে॥ দ্রাক্ষা বৃক্ষে শারী আর দাড়িম্ব বৃক্ষে কীর। কোকিলা কোকিলী ডাকে আম্রবৃক্ষে স্থির॥ পিলুবৃক্ষে কপোত আর পিয়রে ময়ূর। লতাতে ভ্রমরী গুঞ্জে ভূবি তাম্রচূড়॥ ভ্রমরার শব্দ যেন মদনের শঙ্খ। ভ্রমর ঝঙ্কতি রতি ঝল্লরী প্রবন্ধ॥ কুসুমিত কুঞ্জে শয্যা কুসুম-রচিতে। মকরন্দ লুব্ধ অলি ফিরে চারি ভিতে॥ পিকশ্রেণী গান যেন মন্মথের বীণা। ভাবস্বরে শব্দ মধুরসপরবীণা॥ কোকিলীর গান যেন বিপঞ্চীর ধ্বনি। কোকিলের কাছে গান মন মোহে শুনি॥ আম্রের মুকুল খায়া কণ্ঠ তুষ্ট হৈয়া। গান করে রাধাকৃষ্ণ প্রবোধ লাগিয়া॥ কন্দর্প ব্যাঘরাজ কপোত ঘুৎকার। মানমৃগী লাজবৃক ভাঙ্গে গোপিকার॥ গোপীগণ ধৈর্য্যাধর্ম্মচর্য্যা দূর করে। ঐছন মধুর ধ্বনি কপোত আচরে॥ ময়ূর ময়ূরী কথা কহে রসময়। রাধা-ধৈর্য্য-ধরাধর 'কে' আছে চালয়॥ কৃষ্ণ বিনে অন্য কেহ নারে চালিবারে। কৃষ্ণমত্তহস্তী বশ করে প্রেমডোরে॥ রাধা বিনু কৃষ্ণ আর 'কা'রো বশ নয়। কেকা কেকা শব্দ তারা এই কথা কয়॥ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত উচ্চারে বেদধ্বনি পারা। কৃ কৃ কৃ শব্দচ্ছলে কহে তাম্রচূড়া॥ এই মত পক্ষিগণের কোলাহল হৈতে। জাগিলেন রাধাকৃষ্ণ দুঁহু অবিদিতে॥ দৃঢ় আলিঙ্গন ভঙ্গে কাতর হইয়া। কপট নিদ্রার ছলে রহিলা শুইয়া॥ সুবর্ণ পিঞ্জরে আছে গৃহের সারিকা। অতি সুপণ্ডিত সেই দয়িত রাধিকা॥ নিশাকেলি সাক্ষী সেই সব লীলা জানে। কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচনে॥ জয়

জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোলোকের বন্ধু। জয় বৃন্দাবন নাথ জয় রসসিন্ধু॥ রসভরে শ্রান্ত কান্তা জাগিয়া জাগাও। শশিকল্প শয্যা ছাড়ি নিজ গৃহে যাও॥ উদয় হইল পূর্ব্বে তৎকাল অরুণ। তরুণী নিচয়ে যেই বেকত অকরুণ॥ অতএব যমুনার তটশয্যা হৈতে। নিভৃতে উচিত হয় নিজ গৃহে যাইতে॥ কমলবদনী তুয়া কিছু দোষ নাই। নিশান্তে শয়ন অঙ্গ অলস ঘুচে নাই॥ তোমার সুখের বৈরি অরুণ উদয়। চন্দ্রাবলী-সখীপ্রায় মোর মনে লয়॥ রজনী গমন কৈল প্রভাত হইল। সূর্য্যের মণ্ডল শীঘ্র উদয় করিল। শীতল পল্লবশয্যা শয়ন ছাড়িয়া। স্বগৃহে শয়ন কর তৎকাল যাইয়া॥ তবে কীররাজ কহে কৃষ্ণ জাগাইতে। প্রগাঢ় গরিমা প্রেম লাগিল কহিতে॥ বিচক্ষণ নাম তার বাক্য পটু বড়। দীপ্ত প্রসন্ন কথা পদ্যকথা দড়॥ কৃষ্ণপ্রবোধনদক্ষ উদ্ভট বচনে। অতি হৃষ্ট হয় কৃষ্ণ সে কথা শ্রবণে॥ জয় জয় গোকুলমঙ্গল সর্ব্বমূল। জয় ব্রজরমণীর প্রাণসমতুল॥ জয় ব্রজাঙ্গনা অলি কমল বিরাজ। জয় জয় অচ্যুতানন্দ জয় ব্রজরাজ॥ জয় জয় লতাগণ সকল আনন্দ। জয় বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বরসকন্দ॥ প্রাতঃকাল হৈল জানি সব ব্রজবাসী। তৃষিত-নয়নে তোমা দেখিবারে আসি॥ সকল গোষ্ঠের তুমি জীবনে জীবন। তোমা না দেখিলে প্রাণ না যায় ধরণ॥ দেখ পূর্ব্বদিগে কৃষ্ণ নায়িকা সমানে॥ সূর্য্যের মণ্ডল যেন নায়ক সমানে॥ দেখিয়া পাইল লজ্জা আপন অন্তর। তৎ কাল উত্থান কৈল অরুণ অম্বর॥ অতএব কুঞ্জশয্যা নিদ্রা তেয়াগিয়া। গৃহেতে গমন কর প্রিয়ারে লইয়া॥ সূর্য্যের উদয় মনে চমৎকার পায়া। চন্দ্রের মণ্ডপ গেল বনিতা লইয়া॥ রজনী চলিয়া গেল আপন আলয়। বিহঙ্গ বনিতা সঙ্গে নদীতটাশ্রয়॥ চক্রবাকী একনেত্রে চক্রবাকে ধরে। আর এক নেত্র ধরে অরুণ উপরে॥ সূর্য্যের কিরণে পেঁচা তরুর কোটরে। প্রবিষ্ট হইল করি অনুবন্ধ করে॥ অতএব কৃষ্ণ কুঞ্জে নিদ্রা তেয়াগিয়া। ঘরেতে গমন কর কান্তারে লইয়া॥ বৃন্দা পড়ায়াছে সারী পদ্যকথা সার। রাধি-

কাতে স্নেহ বড় কহে বারবার॥ কলবাক্ সূক্ষ্মধীনাম প্রেমোৎফুল্ল তনু। পটুবাক্য কহে অতি বেদধ্বনি জনু॥ জিহ্বা রঙ্গ ভূলে বাণী নৃত্য করাইতে। স্নেহ মধু মত্ত হৈয়া লাগিলা কহিতে॥ নিজ নিজ ঘরে দোঁহে করহ গমন। এই মনে করি কহে মধুর বচন॥ ব্রজপথে ব্রজবাসী যাবৎ না যায়। তাবৎ রাধিকা শীঘ্র যাহ নিজালয়॥ সুন্দরবদনী ত্যজ ত্বরিত শয়ন। তৎকাল গমন কর আপন ভবন॥ উদয় পর্ব্বতে সূর্য্য গমন করিল। ত্বরিতে কিরণ তাঁর উদয় হইল॥ অলস নিকুঞ্জে ছাড়ি নিজ গৃহে যাহ। প্রাতঃ-কালোচিত কৃত্য করিবারে চাহ॥ কৃষ্ণকে জাগাই রতি অলথল অঙ্গ। অতি শীঘ্র ত্যজ ধনী নিদ্রা সুখ রঙ্গ॥ রাধাকৃষ্ণ জাগিয়াছেন দুঁহো অগোচর। দুহুঁ দুঁহা ত্যাগ ইচ্ছা না হয় অন্তর॥ কৃষ্ণজানূপরি রাই নিতম্ব আলম্ব। বক্ষঃস্থল কুচযুগ মুখে মুখালম্ব॥ কণ্ঠে ধরি ভুজলতা কৃষ্ণ ভুজে ধীর। রহিয়াছে যেন মেঘে বিদ্যুল্লতা স্থির॥ গোষ্ঠগমনমনা কৃষ্ণ উৎকণ্ঠা অন্তরে। রাই অঙ্গ সঙ্গ গাঢ় আলিঙ্গন করে॥ সঙ্গ ভঙ্গ কাতর হন বিশৃঙ্খল মন। কপট নিদ্রার ছলে করেন শয়ন॥ দক্ষ নামে কীর কৃষ্ণ লীলা যে রচয়। লক্ষ লক্ষ শ্লোক পড়ে পণ্ডিত সে হয়॥ প্রস্ফুরিত পাখা কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দে। কহিতে লাগিল তিঁহো নানা পদ্য ছন্দে॥ যাবৎ জননী তোমার গৃহেতে যাইয়া। এই সব কর্ম্ম করে সচকিত হৈয়া॥ তোমার নিদ্রা-ভঙ্গভয় দধির মন্থনে। দাসীকে নিষেধ করে করিয়া যতনে॥ তাবৎ নিভৃতে তুমি যাহ নিজ ঘরে। সেখানে শয়ন কর আনন্দ অন্তরে॥ কালিন্দী ইত্যাদি করি যত গাভীগণ। সবেই করিছে তব পথ নিরীক্ষণ॥ স্তব্ধকর্ণ উৰ্দ্ধমুখে স্তনদুগ্ধভরে। পীড়া পায় তবু বৎস আহ্বান না করে॥ তুমি গেলে তা সবার দুঃখ যায় দূর। তৃষার্ত্ত বাছুরে পিয়ে তবে দুগ্ধপূর॥ প্রাতঃকৃত্য করি পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী। যাবৎ মিলিতে না যায় তোমার জননী॥ তোমাকে দেখিতে যাবৎ তোমার মন্দিরে। প্রবিষ্ট না হয় তাবৎ যাহ নিজ ঘরে॥ কীরবাক্য শুনি গোষ্ঠ গমনে সত্বর। উঠিলেন শয্যা হৈতে

শ্যামল সুন্দর॥ অঙ্গে অঙ্গে প্রিয়া অঙ্গ হৈতে অঙ্গ লৈয়া। প্রিয়া অঙ্গ শোভা দেখে শয্যাতে বসিয়া॥ পূর্ব্বেই জাগিয়াছেন সব সখীগণ। বৃন্দা সঙ্গে দেখে কুঞ্জ-ছিদ্রেতে আনন॥ প্রাতঃকাল হৈল দেখি সশঙ্ক হইয়া। দেখয়ে দোঁহার শোভা নয়ন ভরিয়া॥ রাধিকার রতিভরে উদ্ধত কলাপিনী। সুন্দরী সে নাম তার ময়ূর-রমণী॥ ময়ূরের সঙ্গ ছাড়ি শীঘ্র তাঁহা আইলা। রতিমতি অঙ্গনে সে আসিয়া রহিলা॥ কদম্বের বৃক্ষ হৈতে ময়ূর নামিল। তাণ্ডবিক নাম তার নাচিতে লাগিল॥ কৃষ্ণেতে তাহার প্রেম কহনে না যায়। কৃষ্ণবর্ণ দেখি নাচে আনন্দ হিয়ায়॥ রঙ্গিণী হরিণী নাম রাধার সহচরী। কুঞ্জদ্বারে আইলা নিজ পতি পরিহরি॥ চঞ্চল নয়নে দেখে দুহুঁ মুখশোভা। মাধুর্য্য দেখিয়া বাড়ে হৃদয়ের লোভা॥ সুরঙ্গ হরিণী আইলা কৃষ্ণপ্রাণ যার। কুঞ্জদ্বারে দেখে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের সার॥ তবে সখীগণে দেখি দুহুঁকা সুষমা। অন্যান্য কহে কথা মাধুরী ঘটনা॥

তবে কৃষ্ণ উঠি বৈসে, মৃদু মৃদু মন্দ হাসে, করি নিজ বাহু প্রসারণ। রাইকে আনিয়া কোলে, আঁখিভরে হর্ষ জলে, মাধুরী দেখিয়ে দুনয়ন॥ সখী হে দেখ রাধামাধব-পিরীতি। সব রাত্রি বিহরিলা, তথাপি তৃষিত ভেলা, প্রতিক্ষণ নবীন আরতি॥ ধ্রু॥ ছলে রাই নিদ্রা যায়, চক্ষু নাহি প্রকাশয়, জাগিয়া আছয়ে অনুমানি। কৃষ্ণ নিরীক্ষয়ে শোভা, সঘন নয়নলোভা, ধনী চক্ষু প্রকাশে তখনি॥ প্রভাতে কমল পারা, মুখপদ্ম মনোহরা, তাতে চক্ষু খঞ্জনযুগল। তাহাতে ঘূর্ণায়মান, রসের অলস কাম, অলিকে অলকা ভৃঙ্গচল॥ কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখি, দিয়া আপনার আঁখি, ভ্রমরযুগল মত্তরাজ। পান করে মুখশোভা, মকরন্দ মনোলোভা, অতিশয় সতৃষ্ণায় কাজ॥ তবে রাই উঠি বৈসে, বাহু দুই পরকাশে, অঙ্গুলী মোড়িয়া অঙ্গ মোড়ে। বদনে উঠিয়ে হাই, দশন কিরণ ধাই, দেখি কৃষ্ণ হরিষ বিহ্বলে॥ তবে পুনঃ কৃষ্ণচন্দ্র, হাসে মৃদু মন্দ মন্দ, রাই লঞা আপনার কোলে। উত্তান নয়নে রাখি, দেখে শোভা - দিয়ে আঁখি, নিমগন আনন্দ

হিল্লোলে॥ রাই মিথ্যা করি কান্দে, হাসে মৃদু মন্দ ছান্দে, কেশ অর্দ্ধ খসে অগ্রভাগে। বিমর্দ্দিত পুষ্পমালা, চন্দন কুঙ্কুম ধূলা, মণিহার ছিণ্ডি রহে অঙ্গে॥ অলসে ঘূর্ণিত আঁখি, মিলি ক্ষণে মৃদু দেখি, এইমত বদন সুষমা। একে কেলিশ্রান্ত অঙ্গ, তাহাতে লাবণি ভঙ্গ, দেখি কৃষ্ণ আঁখি নাহি ক্ষমা॥ স্বর্ণপদ্ম জিনি অঙ্গ, আছে কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ, সুরত অলস ভেল তায়। নবীন তমাল জিনি, কৃষ্ণ অঙ্গ সুসাজনি, তাহে রাই স্বর্ণলতা প্রায়॥ দামিনী জলদে যদি, স্থির রহে নিরবধি, তবে রাধাকৃষ্ণের সুষমা। ব্যগ্রতা কহিয়া কহি, দিতে আর স্থান নাহি, তবে সে কহিয়ে সেই সমা॥ মকর-কুণ্ডল দোলে, কৃষ্ণের শ্রবণমূলে, ঢর ঢর গণ্ডের লাবণি। মুখে মৃদুমন্দ হাসি, উগরে অমিয় রাশি, মদালসে নয়ন সোহানি॥ ললাটে অলকা লোল, যেন ভৃঙ্গ পাঁতি ভোল, মুখপদ্ম শোভা মধুপানে। মুখ দশনেতে ক্ষত, অঞ্জনে মলিন মত, ওষ্ঠাধর ভৈগেল রঞ্জনে॥ এইরূপে কৃষ্ণের মুখ, দেখি ধনী পাইল সুখ, পুনঃ উনমনা বিলসিতে। নয়নে নয়নে দুহুঁ, অবলোক লহু লহু, লজ্জা পাঞা করিল কুঞ্চিতে॥ তাহাতে ঈষৎ হাসি, দেখি রাই মুখশশী, গোবিন্দের অতি তৃষ্ণা হৈল। পুনঃ বিলাসের লাগি, মনে মনমথ জাগি, তাহে তাহা আরম্ভ করিল॥ নিজ বামহস্ততলে, ধরে রাই বেণুমূলে, চিবুক ধরয়ে অন্য করে। রাই হাস্যগণ্ডশোভা, দেখি কৃষ্ণ হঞা লোভা, হাসি হাসি চুম্বয়ে কপোলে॥ কৃষ্ণাধর সুপরশ, কেবল অমিয়া রস, পাইয়া আনন্দ সিন্ধু মাঝে। মগন হইল ধনী, ঢুলায় সঘন পাণি, অলস কুঞ্চিত চক্ষু লাজে॥ নহি নহি কহে ধনী, আনন্দে গদগদা বাণী, মুচকি মুচকি হাসে তায়। দেখিয়া সখীর আঁখি, হইল পরম সুখী, এ যদুনন্দন দাসে গায়॥

প্রাতঃকাল হৈল দেখি শঙ্কা সখীগণে। প্রবিষ্ট হইলা কুঞ্জে সহাস্য বদনে॥ কেহ কেহ আগে চলে কেহ কেহ মাঝে। এইরূপে হরিষে সখী হাসাবার কাজে॥ একত্রে আছয়ে দোঁহে নিগূঢ় বিলাসে। হেনই সময়ে তাঁহা সবেই প্রবেশে॥ সখীগণের হাস্য দেখি রাধা

সুবদনী। চঞ্চল নয়ন ভেল কৃষ্ণ ইহা জানি॥ দ্বিগুণ ধরিল তারে ভুজলতা দিয়া। কৃষ্ণবক্ষঃস্থলে রাই রহিল লাগিয়া॥ ত্বরাতে উঠিল ধনী পীতবস্ত্র লঞা। আচ্ছাদন কৈল বপু সেই বস্ত্র দিয়া॥ কৃষ্ণবামপার্শ্বে রাই রহে লজ্জা পাইয়া। সখীমুখ নিরখয় চঞ্চল হইয়া॥ তবে সব সখী দেখি দুহুঁক সুষমা। সে সব শোভার মাত্র তাঁরাই উপমা॥ দুহুঁক অধরে শোভে দশনের চিহ্ন। বিলাসে অলস দৃষ্টি দুহুঁ পরবীণ॥ নখাঙ্কুশ শোভে ভাল দুহুঁ কলেবর। পত্রাবলি বিগলিত কৈল শ্রম জল॥ শ্লথ বস্ত্র কুন্তল টুটল দুহুঁ-কার। পুষ্পমালা ছিঁড়িয়াছে যত রত্নমাল॥ এই শোভা দেখি সবে হরিষ পাইল। সেই সে সুখের সাক্ষা যে তাহা দেখিল॥ তবেত শয্যার শোভা দেখি সখীগণ। বিপরীত কেলি কথা কহিল তখন॥ মধ্যে কৃষ্ণঅঙ্গ তাতে কুঙ্কুম লাগয়। দুই পার্শ্বে রাধাপদ যাবক শোভয়॥ সিন্দূরে চন্দনকণা কাজলের বিন্দু। নানা চিত্র কৈল যেন তমপূর্ণ ইন্দু। পুষ্প সব ম্লান আর তাম্বূলের রাগ। অঞ্জন শোভয়ে আর কুঙ্কুমের দাগ॥ শ্রীরাধিকার অঙ্গে যেন কৃষ্ণ অঙ্গ চিহ্ন। এইমত পুষ্প শয্যা বিলাসের সীম॥ অল্পাক্ষরে সখী কাছে কহয়ে গোবিন্দ। শুনিয়া মগন ধনী লজ্জার আনন্দ॥ আপনার বক্ষ কৃষ্ণ ইঙ্গিতে দেখায়। রাইভাব শবলতা দেখিবারে চায়॥ অন্য উপদেশ কহে চাতুরী বচন। দেখ দেখ সখীগণে আর বিলক্ষণ॥ চন্দ্র যদি দিবা ছাড়ি করিল গমনে। ভয়ে শত চন্দ্র রেখা দেখয়ে গগনে॥ সখী আগে কৃষ্ণকথা শুনি বিনোদিনী। কুঞ্চিত চঞ্চল চক্ষু হর্ষিত বয়ানী॥ বিকসিত গণ্ডস্থল ভ্রূভঙ্গী করিয়া। হানিল কটাক্ষ বাণ কৃষ্ণে নিরীক্ষিয়া॥ হইয়া উল্লাস আর বাষ্প মুকুলিত। স্বেদ আর্দ্র অরুণাম্বু লজ্জায় পূরিত॥ শঙ্কা চাপলা আর চকিত ভঙ্গুর। ঈর্ষা স্মের আদি সব ভাবের অঙ্কুর॥ এইমত রাধা দৃষ্টি ক্ষণেকে হইল। দেখিয়া গোবিন্দ মনে আনন্দ বাড়িল॥ প্রাতঃকালে ঐছে দুহুঁ অঙ্গের মাধুরী। নানা রঙ্গ ভঙ্গী কত বচন চাতুরী॥ সখীগণ সঙ্গে মগ্ন সুখাব্ধি তরঙ্গে। বিস্মৃত হইল গোষ্ঠগমন প্রসঙ্গে। তবে

বৃন্দাদেবী চিত্তে সঙ্কোচ পাইলা। শুভাখ্যা সারীকে দৃষ্টে ইঙ্গিত করিলা॥ ইঙ্গিতজ্ঞা বড় সেই সারী সুপণ্ডিতা। কহে শুরু পতি হাস্য নিবারণ কথা॥ গোষ্ঠ হৈতে তুয়া পতি ক্ষীরভাণ্ড লৈয়া। আইলেন উঠ রাধে বাস্ত পূজ গিয়া॥ এই কথা যাবৎ তোমার পতির জননী। নাহি কহে তাবৎ হও ত্বরিত গমনী॥ কুঞ্জশয্যা ছাড়ি যাও আপন আলয়। কালোচিত কর্ম্ম কর যেই যাহা হয়॥ তারা নিজ পতি লএগ রজনী বিলাস। করি লুকাইলা গিয়া সম্প্রতি আকাশ॥ চন্দ্র-পথ অরুণ কৈল রবির কিরণে। রাজপথ হৈল এবে জনের গমনে॥ কুঞ্জপথ ছাড়ি এবে শুনহ সরলা। ঘরপথে যাইতে দেখি এই ভাল বেলা॥ শুন শুন ওহে কৃষ্ণ কি তুয়া চরিত। লোক লজ্জা ধর্ম্ম কর্ম্মে নাহি মান ভীত॥ পতি কটুমতি অতি শাশুড়ী দুর্জ্জনা। শঙ্কাপঙ্কে থাকে ধনী সঘন মগনা॥ ননদী কণ্টকী আর দুর্জ্জনের বাণী। প্রাতে নাহি ছাড় রাধা কি বিচার জানি। সারিকা বচন শুনি রাধা বিনোদিনী। সঙ্কোচ হইল মনে প্রাতঃকাল জানি॥ মন্দরপর্ব্বত ক্ষীর সমুদ্র পতনে। ক্ষুব্ধ হয় তাতে ইচ্ছে মহামীনগণে॥ ঐছন রাধিকা মন নয়ন ঘূরয়। বিচ্ছেদ দুঃখিত শয্যা হইতে উঠয়॥ চঞ্চল নয়নযুগ দেখিয়া রাধার। তৎকাল উঠিলা কৃষ্ণ জানিয়া বিচার॥ অতি সূক্ষ্ম নীলবস্ত্র অঙ্গেতে ধরিয়া। চলিলেন নিজ গৃহে বিমনা হইয়া॥ দুহুঁ বস্ত্র পরিবর্ত্ত দোঁহার হইলা। হস্ত অবলম্বি কৃষ্ণ বাহিরে আইলা॥ বামহস্তপদ্মে রাধার হস্তপদ্ম ধরি। দক্ষিণ হস্তেতে বেণু ধরয়ে মুরারি॥ এই মত চলে দুহুঁ উপমা কি হয়। বিদ্যুৎমালা সঙ্গে যেন মেঘের উদয়॥ সুবর্ণ ভৃঙ্গার কেহ হাতেতে ধরিল। স্বর্ণদণ্ড বীজন অন্য কোন সখী নিল॥ দর্পণ লইল কেহ মলয়জপাত্র। কুঙ্কুমের পাত্র কেহ তাম্বূলের পাত্র॥ পিঞ্জরস্থ সারিকা লইল কোন সখী। হরষিত হএগ সবে চলে গৃহমুখী॥ সিন্দূরের পাত্র তবে লয় অন্য জন। অদ্ভুত গঠন তার শুন বিবরণ॥ কাঞ্চনের তলা তার ঢাকনি নীলমণি। কুচযুগ শোভে যেন প্রথম গুর্ব্বিণী। আলিঙ্গনে ভিন্ন যেই মুক্তার হার। কুড়ায়ে অঞ্চলে বান্ধে কোন সখী আর॥

বিহারেতে খসিয়াছে তাড়ঙ্ক শয্যায়। লঞা রাই কর্ণে রতি মঞ্জরী পরায়॥ শয্যামধ্যে কঞ্চুলিকা লইয়া ত্বরিত। প্রিয়নর্ম্মসখীগণে করিয়া গোপিত॥ শ্রীরূপমঞ্জরী দিল রাধিকারে করে। তাহা পাঞা রাই সুখী তার মুখ হেরে॥ চর্ব্বিত তাম্বূল ছিল শয্যার সমীপে। গুণমঞ্জরিকা সখী লইল নিভৃতে॥ ভক্ষণ করিলা সবে আনন্দিত হঞা। এইরূপে সুখে মগ্ন হৈল তার হিয়া॥ কুঙ্কুম চন্দন পঙ্ক আর পুষ্পমালা। শয্যাতে পড়িল যেই লইল মঞ্জুলা॥ তাহা আনি দিল সেই প্রতি সখী অঙ্গে। এই মত কুঞ্জদ্বারে সবে আইলা রঙ্গে॥ মেঘাম্বর দেখে সবে কৃষ্ণের শরীরে। পীতাম্বর দেখে রাধা বিনোদিনী ধরে॥ অন্যান্যে হাসে হস্তে আচ্ছাদিয়া মুখ। চঞ্চল চক্ষের ভঙ্গী কথা-রস-সুখ॥ সখী-পরিহাস-ভঙ্গী দেখি রাধাকৃষ্ণ। অন্যান্য প্রফুল্ল মুখ দেখি নেত্রতৃষ্ণ॥ উছলিল প্রেমসুখ সমুদ্র তরঙ্গ। নিমগন ভেল দুহুঁ হর্ষ স্তব্ধ অঙ্গ॥ ঘনশ্যাম বর্ণ কৃষ্ণের সূক্ষ্ম নীলবাস। লেখা নাহি যায় অঙ্গ বস্ত্র এক ভাষ॥ গৌর অঙ্গ রাধিকার পীতবস্ত্র চীর। পরিচয় নহে অঙ্গ বস্ত্র ভেল মিল। শঙ্খ মধ্যে দুগ্ধ যৈছে নহে ভিন্ন জ্ঞান। ঐছন দুহুঁক অঙ্গে বস্ত্র সন্নিধান॥ রাধাকৃষ্ণলীলামৃত আস্বাদ করিতে। বিঘ্ন কৈল প্রাতঃকাল অরুণ উদিতে॥ জানিয়া ললিতা সখী নিন্দয়ে অরুণা। না জানয়ে রস-কথা না জানে করুণা॥ পতি সঙ্গে প্রাতে লীলা করে শ্রেষ্ঠ নারী। ভঙ্গ পাপে হৈল পাদ গলিত তাহারি॥ তথাপিও প্রতিদিন করে রস ভঙ্গ। জানিল দুস্ত্যজ্য নিজ স্বভাব তরঙ্গ॥ শুনিয়া ললিতা দেবীর উপহাস বাণী। কহিতে লাগিলা তবে রাধা বিনোদিনী॥ অরুণে অরুণ দৃষ্টি আকাশে করিয়া। মৃদু মন্দ বাক্য কহে ঈষৎ হাসিয়া॥ পদহীন তথাপিহ আকাশ লঙ্ঘিয়া। উদয় করয়ে অতি প্রভাতে আসিয়া॥ দুই উরু অরুণের থাকিত বা যবে। রজনী বলিয়া নাম না থাকিত তবে। মনোরম প্রাতঃকালের শোভা দেখি হরি। পান কৈল রাধিকার বচন মাধুরী॥ হর্ষ উন্মাদে গোষ্ঠ গমন পাসরি। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ রাধা-মুখ হেরি। দেখ রাধে প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিক্ রাগ। অন্য কান্তা সঙ্গে

কান্ত কান্তা অনুরাগ॥ দেখিয়া যেমন হয় অরুণ বয়ান॥ এইমত পূর্ব্বদিক্ অরুণ সন্ধান॥ অন্য দিক্ সঙ্গ করি সূর্য্য আইলা প্রাতে। দেখিয়া করায় ঈর্ষা পূর্ব্বদিক্ তাতে॥ নলিনীর উপহাসে লাজে কুমুদিনী। সঙ্কোচ হইল পত্র ম্লান অনুমানি॥ কহয়ে নলিনী শুন ওহে কুমুদিনী। চন্দ্র তুয়া কান্ত এবে খাইল বারুণী॥ পড়িয়া রহিল গিয়া সেই অস্তাচলে। তমোহস্তা শ্রান্ত হৈয়া কাছে ঐছে করে॥ তমঃক্ষয় চন্দ্র দেখি কোকিল চকিত। পুনঃ দেখে পূর্ব্বদিকে অরুণ উদিত॥ কুহু শব্দে অমাবস্যা ফুকরয়ে নীত। নিজ বর্ণ অন্ধকার কুহু এক মিত॥ রাহু সঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য গ্রাসের কারণে। ডাকে পিক কুহু কুহু তেঞি সেকারণে॥ আর দেখ* বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত হৈল। ইহার কারণ শুন মনে যে লইল॥ নিজ কান্ত বসন্তকাল সঙ্গ হৈল যবে। আনন্দ পাইল সব তরুলতা তবে॥ কপোত ঘূৎকার সহ বনের শীৎকার। কহিতে বাঢ়য়ে সুখ কৃষ্ণের অপার॥ কুমুদিনী সঙ্গে অলি রজনী বঞ্চিয়া। প্রভাতে বিলাসচিহ্ন অঙ্গেতে করিয়া॥ আসিয়া করয়ে নতি নলিনীর কোষে। অন্য কান্তা ভুক্ত কান্ত যেন কৈল দোষে॥ অরুণের ছটা লাগে অরুণ অনলে। দ্বিগুণ অরুণ ভেল দেখ মনোহরে॥ দেখ চক্রবাকী মনে আনন্দ পাইয়া। চঞ্চুতে চুম্বয়ে চক্রবাক অনুমিয়া॥ কলম্বন নাম হংস নিজ হংসী ত্যজি। শব্দ করি যায় নদীতটে যাই ভজি॥ তুণ্ডিকেরী নাম হংসী স্বামিভুক্তশেষ। মৃণাল ভক্ষয়ে শব্দ করয়ে বিশেষ॥ তুয়া মুখপদ্মে দৃষ্টি করিয়া একান্ত। যাইতে উৎকণ্ঠা করে যথা নিজ কান্ত॥ মলয় পবন বহে পদ্মগন্ধ লঞা॥ লতিকা কুমারী নৃত্য শিখায় গুরু হঞা॥ শীতল জলের সঙ্গে করয়ে বিহারে। রমণীর মনঃস্বেদ আয়াস বিদারে॥ এই মত রাধাকৃষ্ণ বাক্যের বিলাস। সহচরী সঙ্গে মগ্ন বিস্মরল বাস॥ বনেশ্বরী চিত্তে প্রাতে হৈল চমৎকার। কক্খটীকে কহে দৃষ্টি ইঙ্গিত আকার॥ বৃন্দার ইঙ্গিত কথা কক্খটী ভাল জানে। কক্খটী বানরী কহে সুপদ্য বন্ধনে॥ রক্তবস্ত্র ধরি এই জটিলা আইলা। প্রাতঃসন্ধ্যা তপস্বিনী সতাং বন্দ্যা হৈলা॥ ঊৰ্দ্ধ প্রসর্পণে যেন সূর্য্যের

কিরণ। এই মত ক্রোধরূপে ত্বরিত গমন॥ জটিলা কুটিলা দুহুঁ নাম শুনাইতে। পড়িলেন রাধাকৃষ্ণ শঙ্কার পঙ্কেতে॥ বস্ত্র শ্লথ কেশ শ্লথ মালা ছিন্ন গলে। ভয় পাঞা সখীগণ ইতস্ততঃ চলে॥ বামে চন্দ্রাবলীগণে করি একদৃষ্টি। ডাহিনে সভয় কান্তা নিরীক্ষিয়ে ইষ্টি॥ সম্মুখে বৃদ্ধগণ আর পশ্চাতে জটিলা। সশঙ্ক হইয়া কৃষ্ণ এমত চলিলা॥ রাই সনে জটিলার হৈল আগমন। দ্রুতগতি ইচ্ছা হয় সঙ্কোচিত মন। উন্নত নিতম্ব আর পীন স্তন ভার॥ হৃদয় সঙ্কোচ তাহে স্তম্ভের সঞ্চার॥ তৎকাল চলিতে নারে আকুল পাথারে। কেশ বস্ত্র শ্লথ তাহা ধরে নিজ করে॥ ভয়ে অনুরাগে ধূম্র চঞ্চল-লোচনে। আগে রূপমঞ্জরী চলে লোক নিবারণে॥ তার আগে যায় রতিমঞ্জরী সহায়। ভয়ে দৃষ্টি চঞ্চল চক্ষু সৈন্য আগে যায়॥ ইতস্ততঃ ক্ষেপে নেত্র সেনাপতি রাজ। এইরূপে গেলা নিজ নিকেতন মাঝ॥ নিজ নিজাঙ্গনে সবে চকিত হইয়া। পাদবিক্ষেপণ করে মন্থর করিয়া॥ গুরুজন গৃহদ্বারে সভয় চঞ্চল। নয়নে নিরখে আর গমন মন্থর॥ এইরূপে গেলা সবে না জানিল পরে॥ নির্ভয়ে প্রবেশ কৈল নিজ নিজ ঘরে॥ নিজ নিজ শয্যাতে রাধাকৃষ্ণের শয়ন। অন্যান্য তৃষ্ণা পুনঃ মিলনের মন॥ সখীগণের শয়ন হৈল নিজ নিজ ঘরে। অলসে আকুল হৈঞা সতৃষ্ণ অন্তরে॥ প্রতি কল্পে যেন হরি করেন শয়ন। সেখানে শয়ন করে যেন দেবগণ॥ গোবিন্দচরিতামৃত কথা অনুপাম। অপূর্ব্ব রহস্য শুনি জুড়ায় মনস্কাম॥ বিশ্বাস করিয়া যেই করয়ে শ্রবণ। ইহাতেই মিলে রাধাকৃষ্ণের চরণ। নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু যদুনাথ দাস॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথম সর্গ॥ ১॥

দ্বিতীয় সর্গ।

"রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে
তদ্‌গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাময়। পতিতপাবন প্রভু সদয়হৃদয়॥ জয় জয় ব্রজবাসী কৃষ্ণভক্তবৃন্দ। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ নিত্যসুখানন্দ॥ শুন সব লোক এই অদ্ভুতের কথা। রাধাকৃষ্ণবিলাসের সুধাময় গাঁথা॥

রাধা স্নাত বিভূষণ, নানা চিত্র বিলেপন, ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞার পালন। সঙ্গে করি সখীগণ, গেলা তাঁহার ভবন, প্রাতে কৈল কৃষ্ণের রন্ধন॥ কৃষ্ণচন্দ্র জাগি তথা, গেলা ধেনুশালা যথা, কৈলা তাঁহা গোদোহন কাজে। সব সখাগণ মেলা, নানান কৌতুক কলা, পুনঃ আইলা স্নানবেদী মাঝে॥ তাঁহা কৈল স্নান কাম, সঙ্গে নর্ম্ম সখা যান, ভোজন করয়ে রসময়। শয়ন হইল তবে, দাসগণ পদ সেবে, নানান কৌতুক ভাব হয়॥ রাই নিজ সখী সনে, কৃষ্ণের শেষান্নাশনে, ভোজন করিলা বহু রঙ্গে। তাহাতে বিশেষ যত, বিস্তারি কহিব কত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ছন্দে॥

প্রাতঃকালে নিত্যকৃত্য করি পৌর্ণমাসী। অচ্যুত-জননী-স্থানে মিলিলেন আসি॥ আসি দেখে নন্দালয় অতি মনোহর। প্রেমচন্দ্রে পূর্ণ পৌর্ণমাসী কলেবর॥ গোবৎস পূরিত স্থল নানা রত্নময়। গব্যের মন্থন বিন্দু লাগিয়াছে গায়॥ দুগ্ধফেণ সম শয্যা কোমল নির্ম্মল। তাতে শুইয়াছেন কৃষ্ণ শ্যামলসুন্দর॥ শ্বেতদ্বীপ প্রায় সেই আলয় দেখিয়া। রহিয়াছেন পৌর্ণমাসী হরষিত হঞা॥ ব্রজেশ্বরী দেখি পৌর্ণমাসী আগমন। অভ্যুত্থান করি তথা করিল গমন॥ ব্রজেশ্বরী যায়ে তাঁরে প্রণাম করিল। কৃষ্ণের মাতাকে তেঁহো আলিঙ্গন কৈল॥ আশীর্ব্বাদ করি তাঁরে পৌর্ণমাসী বলে। পতি পুত্র ধেনুগণের পুছয়ে

কুশলে॥ তেঁহো কহেন কুশল সব তোমার প্রসাদে। চল পুত্র দেখি ভাঙ্গি মনের বিষাদে॥ এত বলি দোঁহে অতি উৎকণ্ঠিত হয়ে। কৃষ্ণ-শয্যালয় গেলা দর্শন লাগিয়ে॥ হেনই সময়ে সব কৃষ্ণ-সখাগণে। আসিয়া ডাকয়ে কৃষ্ণে রহিয়া অঙ্গনে॥ গোভট ভদ্রসেন সুবল স্তোককৃষ্ণ। অর্জ্জুন শ্রীদাম আর উজ্জ্বল সতৃষ্ণ॥ দাম কিঙ্কিণী আর সুদামাদি সখা। সবেই আইল তার কে করিবে লেখা॥ বলরাম অঙ্গনে তোমার এখনও শয়ন। প্রভাত হইল তবু না হয় চেতন॥ সখাগণ বাক্যে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হৈল। জানিলেন সব সখা অঙ্গনে আইল॥ হিহি হিহি শব্দে মধুমঙ্গল উঠিলা। গমন স্খলনে কৃষ্ণ নিকটে আইলা॥ নিকটে যাইয়া বটু উচ্চ করি ডাকে। উঠ উঠ উঠ কৃষ্ণ চলহ গোষ্ঠকে॥ তার বাক্যে গত নিদ্রা কৃষ্ণের হইল। ঘূর্ণ পূর্ণ চক্ষে তবু উঠিতে নারিল॥ ক্ষীরোদকশায়ী যেন রতন মন্দিরে। অনন্ত রতনশয্যায় যোগনিদ্রা ছলে॥ প্রলয়কাল অবসানে বেদমাতা যায়ে। চেতন করায় তাঁরে স্তবন করিয়ে॥ এইমত ইহঃ এই ব্রজেশ্বরী মাতা। জাগায়েন কৃষ্ণচন্দ্র সুস্নেহ মমতা॥ পর্য্যঙ্ক উপরে দিল নিজ বামকর। অঙ্গভার দিল সেই হস্তের উপর॥ অন্য হস্ত পদ্মনালে কৃষ্ণ প্রতি অঙ্গ। ও মুখ দর্শনে বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ॥ নয়নে আনন্দজল বহে অবিরাম। স্তনদুগ্ধধারায় সেই শয্যা কৈল স্নান॥ বাৎসল্যে ব্যাকুলা হয়ে গদগদ বাণী। উঠ পুত্র মুখপদ্ম দেখুন জননী॥ তোমার নিদ্রার ভঙ্গ ভয়ে তুয়া পিতা। আপনেই গোষ্ঠে গেলা গাভী বৎস যথা॥ উঠ পুন কর নিজ মুখ প্রক্ষালন। সখা সঙ্গে যায়ে কর গাভীর দোহন॥ বলরামের নীলবস্ত্র কেনে তোমার অঙ্গে। এত বলি সেই বস্ত্র নিরখয়ে রঙ্গে॥ অঙ্গে হৈতে নীলবস্ত্র ধনিষ্ঠাকে দিলা। নখক্ষত অঙ্গ দেখি কহিতে লাগিলা॥ দেখ পৌর্ণমাসী অঙ্গ অতি সুকোমল। তুলনা না করি নীল নলিনীর দল॥ ঝামুর হয়েছে অঙ্গ কণ্টকের চিন। চঞ্চল বালক সনে খেলে রাত্রদিন॥ নানা ধাতু রাগ চিহ্ন অঙ্গে লাগিয়াছে। হাহা কি করিব ইহার উপায় কি আছে॥ স্নেহভরে জননীর চিত্রপদবাণী। লজ্জা

সচকিত তবে কৃষ্ণ তাহা শুনি॥ কৃষ্ণের সঙ্কোচ দেখি শ্রীমধুমঙ্গল। কহিতে লাগিলা কিছু মাতার গোচর॥ সত্য মাতা কত কেলি চঞ্চল হইয়া। বনে বনে ভ্রমেণ কৃষ্ণ ফুল উঠাইয়া॥ কুঞ্জের ভিতরে কত করে নানা খেলা। আমার নিষেধ কথায় হাসে করি হেলা॥ এমন বচন কৃষ্ণ শুনিয়া সকল। মাতার আগে করে বাল্য প্রকাশের ছল॥ ঈষৎ হাসিয়া যত্নে চক্ষু প্রকাশয়। পুনঃ চক্ষু মেলে পুনঃ নিদ্রালস হয়॥ তবে পৌর্ণমাসী শুনি ব্রজেশ্বরী বাণী। দেখি কৃষ্ণে বাল্য চেষ্টা মনে অনুমানি॥ ব্রজেশ্বরীর ভাবান্তরাচ্ছাদন করিতে। হাসি পৌর্ণমাসী কিছু লাগিলা কহিতে॥ নিরন্তর সখা সঙ্গে বিহার করিতে। শ্রান্ত হয়ে শুয়ে আছ এই ত প্রভাতে॥ তাহাতে তোমার আর কিবা দিব দোষ। কিন্তু তোমার দরশনে সবার সন্তোষ॥ ধেনুগণ দুগ্ধভরে স্তনে পায় পীড়া। তৃষিত আছয়ে বৎস ত্যজি নিজ ক্রীড়া॥ সঙ্কষণ অঙ্গনেতে সখাগণ লএগ্র। আছয়ে তোমার সবে মুখ নিরখিয়া॥ অতএব উঠ কৃষ্ণ গোদোহন কাল। জাগিয়া করহ যত প্রাতঃকৃত্য আর॥ এইমত কত কব প্রণয় বচনে। জাগাইল কৃষ্ণচন্দ্রে উঠিলা তখনে॥ দুইহস্তে মুষ্টি বান্ধি অঙ্গ বিমোড়ন। বসালস অঙ্গ করে জৃম্ভা বিসর্পণ॥ দশনাংশু যেন চন্দ্র চন্দ্রিকামোহন। নূতন তমাল তনু মদনমোহন॥ পালঙ্কের একদিকে বসিলেন আসি। পদাব্জ-যুগল তবু পৃথিবী পরশি॥ জৃম্ভা বিসর্পণ করে গদগদবচন। যোড়-হস্তে কৈল পৌর্ণমাসীকে বন্দন॥ এলাইল কেশ মঞ্জু অঞ্জনের পুঞ্জ। খসিল কুসুমাবলি সব মনোরঞ্জ॥ স্নেহভরে ব্রজেশ্বরী সেইত কুন্তল। সম্বরণ করি বান্ধে ঝুটি মনোহর॥ নিকটে স্বর্ণের ঝারি জল সুশীতল। মুখ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর॥ মাতা নিজ পটাঞ্চলে বদন মুছিল। অলসে ঘূর্ণিত চক্ষু দেখি সুখ পাইল॥ মধুমঙ্গলের কর ধরি বামকরে। ডাহিনে ধরিল বংশী অতি মনোহরে॥ মাতা পৌর্ণমাসী সঙ্গে শয্যালয় হৈতে। অঙ্গনে আইল কৃষ্ণ অতি হরষিতে॥ দেখি সখাগণ সব আইল ধাইয়া। কৃষ্ণাঙ্গ পরশ কৈল হরষিত হৈয়া॥ কেহ আসি কর স্পর্শে কেহ বা পটান্ত। কেহ অঙ্গ স্পর্শে কেহ দর্শনে

সুশান্ত ॥ প্রেমোৎসাহ সবাকার প্রফুল্ল বয়ান। এইমত বেঢ়িল সখা কমল বয়ান ॥ ব্রজেশ্বরী কহে কৃষ্ণ গোষ্ঠকে যাইয়া। তৎকাল আইস ঘরে গাভী দোহাইয়া ॥ কৃষ্ণ বলে শীঘ্র মাতা আসিতেছি ঘরে। এই কহি সখা সঙ্গে নানা লীলা করে ॥ এত বলি ব্রজেশ্বরী গেলা নিজ ঘর। পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ লঞা গেলা নিজ স্থল ॥ তবে যত সখা সঙ্গে গাভী দোহাইতে। গোষ্ঠকে চলিলা কৃষ্ণ অত্যন্ত ত্বরাতে ॥ কহিতে লাগিল কিছু মধুমঙ্গল সে বটু। পরিহাস করে সেই বাক্যে অতি পটু ॥ গগনে ঘটনা কৈল নয়নযুগল। কহে কৃষ্ণ দেখ কিবা অদ্ভুত সকল ॥ আকাশ দীর্ঘীতে সব তারা মৎস্যগণ। আদিত্য কৈবর্ত্ত তার করিতে বন্ধন ॥ কিরণের জাল যবে প্রসারণ কৈল। সঙ্কোচ পাইয়া তার মৎস্য লুকাইল ॥ আর দেখ সূর্য্য ব্যাধ মৃগের কারণে। জাল ফেলাইল সেই আপন কিরণে ॥ তাহা দেখি চন্দ্র নিজ মৃগতারা হৈতে। প্রবিষ্ট হইল গিয়া পর্ব্বত গুহাতে ॥ আর এক আশ্চর্য্য দেখি চমৎকার হৈল। আকাশ রমণীগর্ভে চন্দ্র নিকসিল ॥ অঙ্গের ভূষণ তারা ত্যজিল এখন। কপোত ঘূৎকৃতি* ছলে করয়ে ক্রন্দন ॥ শুন চন্দ্রমুখ তোমার চন্দ্রমুখ হেরি। আকাশ ত্যজিয়া চন্দ্র গেলা গিরিদরী ॥ চন্দ্র তুচ্ছ কৈল এই তোমার বদন। দেখিয়া হাসয়ে সব নলিনীর গণ ॥ যদ্যপি চন্দ্র পদ্ম অঙ্কিতের স্থল। তথাপিও মুখচন্দ্র পদ্মাশ্রিত স্থল ॥ গোপালপাল যে পশুপালের বালক। গোশাল মালাতে তারা ভেল প্রবেশক ॥ এইমত মধুমঙ্গল করে পরিহাস। হাসে কৃষ্ণ সব সখা পরম উল্লাস ॥ রাম মধুমঙ্গল আর সকল গোপাল। মধ্যে করি যায় কৃষ্ণ আনন্দ বিশাল ॥ কৈলাস গণ্ড শৈল যেন মণ্ডলীর মাঝে। মহা ঐরাবত যেন কৃষ্ণচন্দ্র সাজে ॥ ধবল ধবলী মধ্যে কৃষ্ণ প্রবেশিলা। তাহাতে সুন্দর শোভা অতিশয় হৈলা ॥ শ্বেতপদ্মবনে যেন মত্ত ভৃঙ্গ ঘুরে। হিহি গম্ভীর শব্দে প্রিয় গোপ ফুকারে ॥ গঙ্গা গোদাবরী নাম ধবলী শ্যামলী। কালিন্দী ধূম্রাতঙ্গী যমুনা কমলী ॥ হংসী ভ্রমরী নাম হরিণী করিণী। রম্ভা চম্পা করি কৃষ্ণ করে হিহি ধ্বনি ॥ দুই জানুমধ্যে কৃষ্ণ ধরয়ে

দোহানি। পাদপদ্ম অগ্রে ভর করিয়া আপনি ॥ দোহয়ে গাভীর দুগ্ধ দোহায় সখারে। বাছুরে পিয়ায় স্তন হরিষ অন্তরে ॥ লালন করয়ে যত ধেনু বৎসগণে। অঙ্গ মুছে করে কৃষ্ণ অঙ্গ কণ্ডূয়নে ॥ এইরূপে করে কৃষ্ণ গোদোহন লীলা। বৎসচারণ আর সখা সঙ্গে খেলা ॥ তবে ওথা শ্রীরাধিকা করিয়া শয়ন। রসাল সে নিদ্রা আর কুঞ্জ পথশ্রম ॥ মুখরা জাগিয়া যায় নাত্নী জাগাইতে। জটিলা আইসে তথা দেখা হইল পথে ॥ স্বভাবকুটিলা অভিমন্যুর জননী। পুত্রের সম্পত্তি বাঞ্ছে দিবস রজনী ॥ মুখরাকে কহে যত পৌর্ণমাসী আজ্ঞা। নিত্যকর্ম্মে পৌর্ণমাসী অতি বড় বিজ্ঞা ॥ ব্রজেশ্বরী আজ্ঞা তুমি সদাই পালিবে। অগ্রে বধূ প্রাতঃকালে স্নান করাইবে ॥ বস্ত্র আভরণ তার অঙ্গে পরাইবে। গোকোটি বৃদ্ধির লাগি সূর্য্য পূজাইবে ॥ এই সব আজ্ঞা তাঁর তোমার নাতিনী। শয়নেই রহিয়াছে প্রভাত রজনী ॥ অতএব যাঞা তারে জাগাও আপনি। করাও মঙ্গল যাতে পুত্র হয় ধনী ॥ তাহাকে কহিয়া তবে বধূ প্রতি কহে। উঠ বাছা স্নান কর যেন দিন নহে ॥ বাস্তুপূজা কর সূর্য্যপূজা উপহার। করিয়া তৎকাল যাও পূজা করিবার ॥ এত কহি গেলা তেঁহো আপন নিলয়। মুখরা আইলা নাত্নী শয়ন আলয় ॥ আসি কহে উঠ পুত্রি প্রভাত হইল। দেখ তোমার গুরুকুল সবাই জাগিল ॥ মুখরার দৃষ্টে রাধা অমৃতপ্রদীপ। অতি স্নেহ মানে কোটি আপনার জীব ॥ অমৃত আস্বাদি কথা কহে ধীরে ধীরে। উঠ পুত্রি পাসরিলে আজি রবিবারে ॥ স্নান মঙ্গল করি পূজার দ্রব্য লঞা। পূজ গিয়া সূর্য্য নিজ অভীষ্ট লাগিঞা ॥

রতন মন্দিরে, রসালসভরে, শয়নে আছয়ে রাই। মুখরা বচনে, জাগিয়া বিশাখা, জাগায়ে তাহারে যাই ॥ অতি ত্বরা ডাকি, কহে উঠ সখি, ঘুচাই অলস কাজ। তার বাণী শুনি, মুগধী সুধনী, জাগে ঘুমে দিঠিরাজ ॥ রাজহংসী যেন, নদীতে শয়ন, তরঙ্গে চালয়ে ঘন। রতন পালঙ্কে, রাই এই রঙ্গে, হিল্লোল এ দুই নয়ন ॥ হেনকালে রতিমঞ্জরী সুমতি, জানে অবসর কাল ॥ বৃন্দাবনেশ্বরী, পদযুগ ধরি, সেবন করয়ে

ভাল ॥ কতেক প্রকার, করি বারেবার, জাগায় সকল সখী। উঠি ত্বরা করি, বসিলা সুন্দরী, ক্ষিতিতলে পদ রাখি ॥ হেনই সময়ে, মুখরা দেখয়ে, উড়নি পিঙ্গল বাস। বিশাখাকে কহে, কিবা দেখি ওহে, দেখিয়া লাগয়ে ত্রাস ॥ হাহা পরমাদ, করিয়া বিষাদ, একি পরমাদ হায়। দেখি হেমকান্তি, বসনের ভাতি, তোমার সখীর গায় ॥ সন্ধ্যাকালে কালি, উরে বনমালী, দেখিয়াছি পীতবাস। সতীকুল হঞা, সে রূপে ভুলিয়া, ধরম করিল নাশ ॥ মুখরা বচন, করিয়া শ্রবণ, বিশাখা চকিত হঞা। দেখি পীতবাস, আছে রাই পাশ, একি কহে ধীর হঞা ॥ মুখরাকে তবে, কহে শুন এবে, স্বভাব অন্ধতা তুয়া। একে আর দেখ, আনে আন লেখ, নাহি কহ বিচারিয়া ॥ রাইর বরণ দ্রবহেম সম, পিন্ধন এ নীল বাস। তাহাতে বিহানে, রবির কিরণে, সে যেন পিঙ্গল বাস ॥ গবাক্ষ জালেতে, দেখহ নিদিতে, রবির কিরণ লাগে। ইহার কারণে, তোমার মরমে, শঙ্কা উঠি কেন জাগে ॥ শুদ্ধমতি জনে, হেন কহ কেনে, অবোধ জরতিমতি। এ যদুনন্দন, কহয়ে বিভ্রম, বড়ই প্রমাদ অতি ॥

শুনিয়া বিশাখা বাক্য মুখরা লজ্জিতা। নিজালয়ে গেল গৃহকর্ম্ম আকুলিতা ॥ ললিতা প্রভৃতি আর যত সখীচয়। রাধিকা নিকটে আইলা হৈতে নিজালয় ॥ স্নানবেদী কাছে আইল যত সখীগণ। স্নানদ্রব্য লঞা করে পথ নিরীক্ষণ ॥ রতন আসন আগে ধরিয়াছে যথা। উঠিয়া রাধিকা আসি বসিলেন তথা ॥ খসাইল অঙ্গভূষা ললিতা আসিয়া। ভরিম পাইল অঙ্গ সুষমা দেখিয়া ॥ সুবর্ণ লতার পুষ্প পল্লব তোটন। প্রণয়ে করয়ে তেন রাধাঙ্গ ভূষণ ॥ মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী নাম রজকের কন্যা। বস্ত্র লঞা রাধা আগে ধরে অতি ধন্যা ॥ তবে মুখ প্রক্ষালন কৈল সুবদনী। দন্তধাবন কৈল আম্রপত্র আনি ॥ গন্ধ চূর্ণে পরিপূর্ণ মাজিল দশন। পদ্মরাগ স্ফটিক মণি নিন্দি মনো-রম ॥ স্বর্ণজিহ্বাশোধনী নিজ করে ধরি। শোধন করিল জিহ্বা কৃষ্ণসুখকারী ॥ সুবর্ণ ভৃঙ্গার জল দাসীগণে দিল। গণ্ডূষে গণ্ডূষে মুখ প্রক্ষালন কৈল ॥ সূক্ষ্মজলবাসে মুখ মার্জ্জন করিল। স্নান-

যোগ্য বস্ত্র তবে পরিধান কৈল॥ স্বর্ণ কুম্ভ পূর্ণ জল সুগন্ধি শীতল। স্নানবেদী বেঢ়ি তাঁহা আছে বহুতর॥ মণিবেদী উপরে মৃদু কাঞ্চন আসন। তাহার উপরে সূক্ষ্ম মঞ্জুল বসন॥ তাহাতে বসিলা গিয়া রাধা সুবদনী। স্নানযোগ্য দ্রব্য ধরে পরিজনে আনি॥ সুগন্ধা নলিনী নাম নাপিতের কন্যা। মর্দ্দন উদ্বর্ত্তন কেশ সংস্কারে ধন্যা॥ নারায়ণ তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিল। অতি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল উদ্বর্ত্তন দিল॥ আমলকী সুগন্ধে কৈল* কেশের সংস্কার। ক্ষালন করিতে পুনঃ দিল জলধার॥ সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়া জল ঘুচাইল তার। এইরূপে উজ্জ্বল কৈল কেশের সংস্কার॥ মন্দ গন্ধ সুবাসিত জলকুম্ভ শ্রেণী। জলপূর্ণ স্বর্ণঘটা সখীগণে আনি॥ সেই জল লঞা সবে স্নান করাইল। প্রত্যঙ্গ গামছা দিয়া অঙ্গ মোছাইল॥ অতি সূক্ষ্ম জলবাসে কেশ সম্মার্জ্জিল। সূক্ষ্ম শুষ্ক বস্ত্র তবে পরিধান কৈল॥ ভূষণবেদিকোপরি আসিয়া বসিলা। প্রভাতকালের যোগ্য ভূষা সখী কৈলা॥ তরুণ বয়স অঙ্গ অনঙ্গমোহন। ভাব হাব অলঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ শোভন॥ স্বস্তিদাখ্য নাম রত্ন কাঁকই লইয়া। ললিতা করয়ে বেশ কেশ বিনাইয়া॥ ধূপধুনা দিয়া সেই কেশ শুকাইল। স্নিগ্ধ সুকুঞ্চিত কেশ সুগন্ধিত কৈল॥ সহজে সুগন্ধি কেশ অগুরের গন্ধ। তাহাতে দিলেন আর অনেক সুগন্ধ॥ বেণী বিনাইয়া দিল শঙ্খচূড়মণি। কালসর্প ফণে যেন শোভে দিব্যমণি॥ বকুলের দিব্য মালা মুকুতার মালা। তাতে দিল যেন ভেল ত্রিবেণীর মেলা॥ সমষ্টি করিয়া পুনঃ স্বর্ণসূত্র দিয়া। মূলেতে বান্ধিল পট্টজাত সূত্র দিয়া॥ সূক্ষ্ম রক্তবস্ত্র ধনী ভিতরে পরিল। তাহার উপরে নীলবসন ধরিল॥ ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র অতি সূক্ষ্মতর। মেঘাম্বর নাম তার অতি মনোহর॥ আশ্চর্য্য কোঁচার শোভা নাহিক উপমা। যে শোভা দেখিতে লাজ পায় ব্রজরামা॥ সম্মুষ্টি করিয়া স্বর্ণসূত্র দিয়া। রক্তপট্টসূত্র দিল সুছান্দ করিয়া॥ স্বর্ণসূত্রে করি মণি কিঙ্কিণীর জাল। রত্নবন্ধ জাল তাতে শোভয়ে বিশাল॥ নিতম্ব দেশেতে কাঞ্চী করিল যোজনা। যে শোভা হইল তার নাহিক উপমা॥ চন্দন কর্পূর আর অগুরু

কাশ্মীর। পঙ্ক করি লঞা আইলা বিশাখা সুধীর॥ পৃষ্ঠে বক্ষে বাহু আর কুচযুগ দেশে। লেপন করিল সেই পরম হরিষে॥ উরোজের দুই পাশে মৃগমদ চিত্র। লিখিয়া দেখেন শোভা পরম বিচিত্র॥ কস্তূরীর পত্রাবলি লিখন কপোলে। সুন্দর সিন্দূর বিন্দু রচিলেক ভালে॥ তার তলে চন্দনের বিন্দু যে রচিল। তার মধ্যে পুনঃ কস্তূরীর বিন্দু দিল॥ কামযন্ত্র নাম সেই ললাটে তিলক। তাহা দেখি কৃষ্ণ হয় সর্ব্বাঙ্গে পুলক॥ সিঁথির উপরে দিল সিন্দূরের রেখা। মদন কাঁপনি কিবা নবঘন লেখা॥ তবে চিত্রা ঠাকুরাণী রাই বক্ষঃস্থলে। লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র বক্ষের উপরে॥ পুষ্প গুচ্ছ ইন্দুরেখা নবীন পল্লব। লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র পদ্ম আদি সব॥ মীন পুষ্প পল্লব আর নবচন্দ্ররেখা। কন্দর্পের বাণ গুণ ধনুকের দেখা॥ রাধিকার ভ্রূধনুভঙ্গির তরাসে। কাম নিজ বাণ থুইল ধনী কুচকোণে॥ রক্তবস্ত্র মুক্তা রচিত অনেক রতন। দিব্য চুণী দিল কুচে করিয়া যতন॥ ইন্দ্রধনু প্রায় সেই সুবর্ণ পর্ব্বতে। রক্তসন্ধ্যা আসি যেন করিল উদিতে॥ সুবর্ণের তালপত্র বলয় করিয়া। কর্ণে দিল নীলমণি পুষ্প তাতে দিয়া॥ আশ্চর্য্য তাড়ঙ্ক তার কি কহিব শোভা। স্বর্ণপদ্ম কলিতে যেন মধুকর লোভা॥ সুবর্ণের চক্রী উর্দ্ধ শ্রবণেতে দিল। প্রভাতের সূর্য্য যেন উদয় করিল॥ চতুর্দ্দিকে মুক্তা তার মধ্যে নীলমণি। রত্নমণি উপরে শোভে হীরার সাজনী॥ আশ্চর্য্য শলাকা শোভে কহন না হয়। যাহা দরশনে কৃষ্ণের মন উল্লাসয়॥ তবেত বিশাখা আনি মৃগমদ বিন্দু। চিবুকেতে দিয়া হেরে রাই মুখ ইন্দু॥ কি কহিব সেই শোভা অতি মনোহর। স্বর্ণ পদ্মদল আগে যৈছে মধুকর॥ সুবর্ণ বেসরে শোভে মুকুতার ফল। নাসা অগ্র-ভাগে সেই করে ঝলমল॥ বোট সঙ্গে শুকমুখে নোয়ালের ফল। ঐছন যেমন তেন নাসার উপর॥ সুদীর্ঘ নয়নে দিল দলিত অঞ্জন। কি কহিব সেই শোভা অতি মনোরম॥ কৃষ্ণমুখচন্দ্রসুধা পানের লালসা। চকোরী রহিল যেন করি বহু আশা॥ নির্ম্মল স্বর্ণের পাঁতি বিশাখা আনিয়া। রাধিকার কণ্ঠে দিল শ্রীকণ্ঠ ঢাকিয়া॥ হরিকরে আছে

শঙ্খচিহ্ন মনোহর। আচ্ছাদিল কম্বুকণ্ঠ পাঞা কৃষ্ণ ডর॥ স্বর্ণহংস দিল রাধা কণ্ঠের উপরে। যে শোভা হইল তাহা কে কহিতে পারে॥ মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম আগে নীলরত্নমণি। স্বর্ণসূত্র ছিল তাহে হীরার খেচনি॥ অতি সূক্ষ্ম মুক্তফলে গুচ্ছ নিরমিয়া। হিয়ার উপরে দিল হরষিত হইয়া॥ দুই গুচ্ছের মধ্যে মধ্যে দিল স্বর্ণকাঁঠি। স্বর্ণকাঁঠির দুই পার্শ্বে দিল মণিকাঁঠি॥ তবে রত্নমালা দিল হিয়ার উপরে। গোলকাঁঠি সব সেই অতি মনোহরে॥ ইন্দ্রনীল মণি আর পদ্মরাগ মণি। হেমমনি স্থূল মুক্তা প্রবাল গাঁথনি॥ তবেত হৃদয়ে দিল মুক্তাগুচ্ছ মাল। মধ্যে স্বর্ণকাঁঠি পার্শ্বে যুগল প্রবাল॥ রাসে নৃত্য গান কৈল রাধা বিনোদিনী। সুখী হইয়া কৃষ্ণ দিল গুঞ্জামালা আনি॥ গুঞ্জামালা নহে সেই হৃদয়ের রাগে। সমর্পণ কৈল কৃষ্ণ অতি অনু-রাগে॥ সেই মালা আনি ধনী ধরিল হিয়ায়। তাহার পরশে কৃষ্ণ পরশ জাগায়॥ তবে একাবলি হার নায়ক সহিতে। স্থূল তারাবলি যেন অম্বর উদিতে॥ চতুষ্কি আনিয়া তার হৃদয়েতে দিল। সুবর্ণ শিকলি দিয়া চতুষ্কি গাঁথিল॥ ইন্দ্রনীল রত্নে সেই চতুষ্কি রচিল। পদ্মরাগ হীরামণি কনকে খচিল॥ পট্টথোপ পৃষ্ঠদেশে ক্রমে নাম্বি-য়াছে। আকণ্ঠ হইতে শোভে নিতম্বের কাছে॥ নিতম্ব পর্ব্বত হৈতে বেণী ভুজঙ্গিণী। মস্তকে উঠিতে কৈল সোপান সাজনি॥ স্বর্ণাঙ্গদ ভুজে দিল বিশাখা আনিয়া। কাল পট্টডোর রত্নমালাতে রচিয়া॥ তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহা সুখ পায়। হেন সে অঙ্গদ শোভা কহনে না যায়॥ নীলরত্ন বলয়া তবে দিল দুই করে। যে শোভা হইল তাহা কে কহিতে পারে॥ রক্তপদ্মমৃণালে যেন মধু বিগলিত। তাহাতে রচিল যেন ভ্রমর-বেষ্টিত॥ সুবর্ণ কঙ্কণ দিল তাহার উপরে। মুক্তাবলি শোভে তাহে অতি মনোহরে॥ সূর্য্যের মণ্ডলে যেন চন্দ্র-বিম্বগণ। উদয় সময়ে যেন শোভা এই মন॥ সুবর্ণ মাদুলি অতি শোভিয়াছে করে। পট্টথোপ নাম্বিয়াছে তাহার অন্তরে॥ অনেক রতনে কৈল থোপের সাজনি। এইরূপে হস্তে মণিবন্ধের বন্ধনি॥ অদ্ভুত রত্নমুদ্রিকা অঙ্গুলিতে দিল। বিপক্ষমর্দ্দন নাম তাহাতে

লিখিল ॥ আশ্চর্য্য কটক দিল চরণযুগলে। নানা রত্ন অংশ তাতে করে ঝলমলে ॥ তার ধ্বনি যেন মত্তহংস ধ্বনি করে। শুনি কৃষ্ণ হংস মতি শ্রুতি ধৃতি হরে ॥ মৃদু পাদপদ্মে দিল রতন মঞ্জীর। কালিন্দীর হংস পাঠে যার ধ্বনি ধীর ॥ পায়ের অঙ্গুলে রত্ন উজ্ঝটিকা দিল। তাহা দেখি বিশাখার বিস্ময় জন্মিল ॥ নর্ম্মদা মালীর কন্যা দিল নীলপদ্ম। কৃষ্ণ মনোহরে যাহা হেরি শোভা সদ্ম ॥ সেই পদ্ম হস্তে দিল বিশাখা আনিয়া। পদ্মদৃশা পদ্মহস্তে সঁপিলা আসিয়া ॥ নর্ম্মদা মালীর কন্যা দিল পুষ্পমালা। হাসিয়া বিশাখা তাহা ধনী গলে দিলা ॥ নাপিতের কন্যা সে সুগন্ধা নাম তার। মণি দরপণ দিল আগেতে তাহার ॥ দর্পণে আপন অঙ্গ দেখি বিনোদিনী। কৃষ্ণ সুখ যোগ্য বেশ মনে অনুমানি ॥ কৃষ্ণের মিলন লাগি হইলা চঞ্চল। নারী বেশ কান্তি প্রাপ্তি এই তার ফল ॥ সংক্ষেপে কহিল এই রাধিকার বেশ। অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিশেষ ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত শুধু সুধাময়। শুনিতে মধুর ধার তাপ বিনাশয় ॥ শুদ্ধ প্রেমভক্তিগণ করয়ে উদয়। রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা সে মিলয় ॥ পাষণ্ড না শুনে যেন করিবে সে কাজ। এই ভিক্ষা মাগো মুঞি বৈষ্ণবসমাজ ॥ রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাষ। গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথ দাস ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে স্নান ভূষাদি বিলাস নামক দ্বিতীয় সর্গ ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

তাবদ্গোষ্ঠেশ্বরী গোষ্ঠং গতে গোকুলনন্দনে।
সর্ব্বান্ গৃহজনানাহ তদ্ভক্ষ্যোৎপাদনাকুলা॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি। তোমার চরণ বিনু আর গতি নাই॥ অতঃপর কহি কিছু রন্ধনের কথা। অত্যন্ত আশ্চর্য্য এই রসময় গাথা॥ তথা ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণভোজন লাগিয়া। করেন সামগ্রী চেষ্টা উৎকণ্ঠিত হইয়া॥ যদ্যপিহ নিজ নিজ কার্য্যে দাস দাসী। ব্যগ্র আছে তথাপিহ ব্রজেশ্বরী আসি॥ কহিতে লাগিলা দাসী আহ্বান করিয়া। কৃষ্ণস্নেহ পরিপাকে স্নপিতা হইয়া॥ রন্ধন সামগ্রী কর শীঘ্র হয় যাতে। এখনি আসিবে কৃষ্ণ গোঠেতে হইতে॥ প্রাতঃকালে দেখিয়াছি বড় কৃশ অঙ্গ। অতএব শীঘ্র কর রন্ধন প্রবন্ধ॥ শাক মূল ফুল ফল আদ্রকাদি করি। আম্র চূর্ণ ছাকাশুঠি হরিদ্রাদি করি॥ মরিচ কর্পূর চিনি জিরা ক্ষীর সার। তন্তিড়ী হিঙ্গু ত্রিজাত সুমথিত আর॥ সৈন্ধব বটিকা আর নারিকেল শস্য। তৈল গোধুম চূর্ণ লইবে অবশ্য॥ ঘৃত দধি আর তুলসী ধান্যের তণ্ডুল। সকল লইয়া যাহ রন্ধনের পুর॥ বক্না গাভীর দুধ আছয়ে প্রচুর। ব্রজেন্দ্র পাঠান যাহা পায়সানুকূল॥ এই সব দ্রব্য লইয়া যাও পাকস্থলে। সেই সেই কার্য্য তারা যত্ন করি করে॥ বাৎসল্যে প্রেষিত চিত্ত সদা নেত্র ঝরে। রোহিণীকে ডাকি তবে ব্রজেশ্বরী বলে॥ রামকৃষ্ণ পৃষ্ঠে হায় উদর লাগিল। দেখিয়াছি প্রাতঃকালে বড়ই দুর্ব্বল॥ বলিষ্ঠ বালক সঙ্গে বাহুযুদ্ধ খেলা। নানা পরিশ্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈয়া গেলা॥ তাতে কালি রাত্রে কিছু না কৈল ভোজন। দুর্ব্বল ভ্রময়ে লয়ে সব সখাগণ॥ ক্ষীণ মূর্ত্তি দেখি মনে লাগিয়াছে ডর। ভালমতে কর পাক যাতে মিষ্টতর॥ অতি শীঘ্র গিয়া তুমি করহ রন্ধন। অপূর্ব্ব পিষ্টক আদি উত্তম ব্যঞ্জন॥ হেন সে করিবে পাক যেন রামকৃষ্ণ। পরম রুচিতে ভুঞ্জে হইয়া সতৃষ্ণ॥ এত কহি

দাসীগণ দিল তাঁর সঙ্গে। রন্ধন সামগ্রী লৈয়া গেলা তেঁহো রঙ্গে॥ কৃষ্ণ রুচি দ্রব্য লাগি ব্যগ্র ব্রজেশ্বরী। মিষ্টান্ন করিতে আনি রাধিকা সুন্দরী॥ উপনন্দের পুত্র হয় সুভদ্র আখ্যান। তার পত্নী কুন্দলতা আইলা তাঁর স্থান॥ ব্রজেশ্বরী পাদপদ্মে করেন প্রণাম। তিহোঁ কহে আইস বাছা বাড়ুক কল্যাণ॥ তারে কহে ব্রজেশ্বরী আইস কুন্দলতা। তুমি যাও আন গিয়া বৃষভানুসুতা॥ অমৃত মধুর তার হস্তের রন্ধন। রুচি জন্মাইয়া কৃষ্ণ করিবে ভোজন॥ দুর্ব্বাসা মুনির বর পূর্ব্বে আছে তারে। সুধা সম হয় সেই যেই পাক করে॥ যে তাহা ভুঞ্জয়ে তার আয়ু বৃদ্ধি হয়। এত সব লাভ আর কার পাকে নয়॥ শাশুড়ীকে বল তার আমার সম্বাদ। আনহ ত্বরিতে রাই ঘুচুক বিবাদ॥ এইমত প্রতিদিন কুন্দলতা দ্বারে। আনয়ে রাধিকা তেঁহো রন্ধনের তরে॥ ব্রজেশ্বরীর বাক্যে আনন্দিত কুন্দলতা। পরম আনন্দে ভেল তনু প্রফুল্লিতা॥ রাধিকা ভ্রমরী মধুসূদনের সঙ্গ। করিতে বাড়িল তায় উৎকণ্ঠা তরঙ্গ॥ তৎকাল আইলা তেঁহো জটিলার স্থানে। যশোদা সন্দেশ কথা কহিল যতনে॥ ব্রজেশ্বরী আজ্ঞা শুনি জটিলা চিন্তিত। কৃষ্ণকে মধুর শঙ্কা করে বিপরীত॥ কহিতে লাগিল তেঁহো কুন্দলতা প্রতি। ছিদ্রান্বেষী লোক দেখি শঙ্কা পাই অতি॥ বধূ মোর সাধ্বী গুণ গরিমা প্রচুরা। সৌন্দর্য্য নবীন বয়া মাধুর্য্য মধুরা॥ বড়ই চঞ্চল সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন। লঙ্ঘিতে না পারি ব্রজেশ্বরীর বচন॥ এই ত কারণে চিত্ত না চলে আমার। নিশ্চয় করিতে নারি হৃদয় বিচার॥ এত শুনি কহে কুন্দলতা তাঁরে বাণী। যে কহিলু সেই সত্য শুনহ জননী॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন ধর্ম্মস্বরূপ সর্ব্বথা। খল লোকে তোমারে ত কহে এই কথা॥ সূর্য্যের উদয় যেন কৃষ্ণের চরিত্র। ধর্ম্মপদ্মগণ সদা করে প্রফুল্লিত॥ অধর্ম্ম তিমিরগণ সব নাশ করে। খল লোক ঘূক যায় বৃক্ষের কোটরে॥ ব্রজবাসী চক্রবাকী আনন্দ বাড়য়। এইমত কৃষ্ণ অঙ্গ হয় মাধুর্য্যময়॥ কিন্তু কৃষ্ণ অঙ্গ হয় মাধুর্য্য আলয়। জগত যুবতী চিত্ত সদা আকর্ষয়॥ তোমার নবীন বধূ পালন উচিত। কৃষ্ণ প্রতি তুমি কিছু না করিহ

ভীত ॥ রাধিকার ছায়া কৃষ্ণ না দেখে যেমনে। এই মত লৈয়া যাব ব্রজেশ্বরী স্থানে ॥ পুনর্ব্বার আনি তোমায় করি সমর্পণ। তবে নিজ গৃহে আমি করিব গমন ॥ এত শুনি সুখী হঞা জটিলা কহয়। সাধ্বী প্রগল্‌ভা তুমি সবে ইহা কয় ॥ অবলা আমার বধূ সমর্পিনু তোরে। চঞ্চল কৃষ্ণের নেত্র যেন নাহি পড়ে ॥ এত কহি বধূ প্রতি কহিতে লাগিলা। যাও ব্রজেশ্বরী স্থানে তোমা বোলাইলা ॥ তৎকাল আসিহ পুনঃ কুন্দলতা সঙ্গে। সূর্য্য পূজিবারে যাবে যে আছে নির্ব্বন্ধে ॥ শুনিয়া রাধিকা মনে উল্লাস হইয়া। অনিচ্ছার প্রায় হৈয়া কহিতে লাগিলা ॥ যাইতে নারিব গৃহে আছে প্রয়োজন। ঘরে ঘরে ফিরে কেবা কুলাঙ্গনাগণ ॥ জটিলাহ পুনঃ কহে আগ্রহ করিয়া। যাও বাছা ব্রজেশ্বরী আজ্ঞা পাল গিয়া ॥ তবে কুন্দলতা তারে আগ্রহ করিয়া। কহিতে লাগিলা রাই হস্ত আকর্ষিয়া ॥ আমি তুয়া সঙ্গে যাব কেন কর ডর। চল ধাঞা যাব ব্রজেশ্বরীর গোচর ॥ শুনিয়া উঠিলা রাই আনন্দ অন্তর। প্রফুল্ল হইল তনু অতি মনোহর ॥ কৃষ্ণের ভক্ষণ দ্রব্য লড্ডুকাদিগণ। রাধা লইল ললিতা দ্বারা করিয়া যতন ॥ আউলায়ে অঙ্গ যে আনন্দ আবেশে। মন্থর গমনে চলে অত্যন্ত হরিষে ॥ রজনী বিলাস চিহ্ন অঙ্গেতে দেখিয়া। উপহাস করে কুন্দলতা যে হাসিয়া ॥

দেখিয়া রাধিকা বুক, কুন্দলতা পায় সুখ, পরিহাস করিতে লাগিলা। চিরদিন তুয়া প্রতি, গোষ্ঠেতে গমন সতী, নখচিহ্ন কেবা বুকে দিলা ॥ তুহু ধনী সতী কুলনারী। অন্তর সহিত হাস, সদা গদ গদ ভাষ, সব তনু ভোগচিহ্নধারী ॥ অধর হইয়াছে ক্ষত, সাধ্বী হইয়া এ চরিত, দেখি মনে লাগয়ে তরাস। শুনি কুন্দলতা বাণী, হরষিত হইয়া ধনী, কুঞ্চিতনয়ন মৃদুহাস ॥ ললিতা কহয়ে শুন, কারণ আছয়ে পুনঃ, কাহে কহ সন্দেহ বিচারি। করক ফলের ভ্রমে, রাধিকা যুগলস্তনে, বৈসে কীর নখাঙ্ক তাহারি ॥ অধর বান্ধুলী শোভা, দেখি কীর হৈল লোভা, বিম্ব ভ্রমে দশনে দংশিল। তাহার আছয়ে চিহ্ন, সন্দেহ না করে ভিন্ন, সেই সে কারণে ক্ষত হৈল ॥

শুনি রাধার দুহুঁ বাণী, কৃষ্ণলীলা মনে জানি, কম্প হৈল সুখময় অঙ্গে। পুনঃ কুন্দলতা হাসে, রসময় পরকাশে, কহে বাক্য আনন্দ তরঙ্গে॥ কুন্দলতার দেবর, মধুসূদন নাম ধর, শুন পদমিনী মধু পিল। পুনঃ আসিবেন এথা, শুনহ আমার কথা, বৃথা কম্প তোহে কেন ভেল॥ পদ্মা কহে পদ্মছলে, এমতি রাইরে বোলে, শুনি চিত্তে আনন্দ বাড়য়। কহয়ে ললিতা তবে, শুন কুন্দলতা এবে, এ লাগি পদ্মিনী কম্প নয়॥ সৎপদ্মিনী মৃদু অতি, ভ্রমরা উন্মত্ত মতি, চঞ্চল দেখিয়া তনু কাঁপে। নেত্রে অনুরাগ সদা, জানিয়া তাহাতে রাধা, এ যদুনন্দন মন জপে॥

এই মত নর্ম্ম ভঙ্গী করি চলে যায়। চলিতে পারে না রাই উলাসন গায়॥ ভাবের উদ্ভাবে ভেল বিভাবিতচিত। গাঢ় অনুরাগ ভেল হৃদয়ে উদিত॥ কৃষ্ণ দরশনে ভেল লালসা অন্তর। তরলিত চিত্তে আইল ব্রজেশ্বরী ঘর॥ আসিয়া করিল ব্রজেশ্বরীকে প্রণতি। উঠাইয়া কোলে কৈল মাতা শুদ্ধমতি॥ মস্তকে আঘ্রাণ লঞা চুম্ব দেই মুখে। মাতাধিক স্নিগ্ধ স্নেহ অশ্রু বহে সুখে॥ চিবুক ধরিয়া মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ। মুখ শোভা দেখি অতি বাড়িল দ্বিগুণ॥ নয়ন পুতলি মাঝে রাখে হেন সাধ। নয়নের জলে করে দরশন বাদ॥ এই মত রাধা সঙ্গে যত সখীগণ। কুশল শুধাঞা সব কৈল আলিঙ্গন॥ কৃষ্ণের ভোজন কার্য্যে সদা ব্যগ্র মাতা। কহিতে লাগিল পুনঃ সস্নেহ মমতা॥ সবেই কহেন রাধে তুয়া মিষ্টপাকে। আশ্চর্য্য করিয়া কর কৃষ্ণ স্পৃহা যাকে॥ লবণ সংযোগ যেই তাহা যাঞা কর। ঘৃত পাক যেবা হয় তাহা ভিন্ন ধর॥ শর্করা মিশ্রিতে যেবা তাহা কর আর। সকল রন্ধন কার্য্যে যে জান প্রকার॥ রোহিণী দেবীকে লঞা পাক কর তুমি। আপনে যে কর আর যে কহিয়ে আমি॥ অমৃত কেলি কর্পূর কটক প্রমাণ। নির্ম্মাণ করহ স্বাদু নাহি যাহা সম॥ পীযূষ গ্রন্থি কর্পূর এলাচি মিশ্রিত। অপূর্ব্ব করিয়া পানা কর মনোনীত॥ এই সব তোমা বিনু কেহ বেত্তা নয়। অতএব সজ্জা কর যাতে ভাল হয়॥ ললিতা রসালা তুমি করহ যতনে।

শিখরিণী কর বিশাখা নিরমাণে॥ শশিরেখা বাছা আর চম্পক লতিকা। ছেনা কর যাতে যোগ পাকের অধিকা॥ তুঙ্গবিদ্যা চিত্রা কর দোঁহে মিশ্রি-পানা। রঙ্গদেবী বাছা কর খণ্ডের মণ্ডনা॥ ক্ষীরসা করহ তুমি সুদেবী জননী। বাসন্তী করহ শুভ্র অতি মৃদুফেণী। মঙ্গলা করহ তুমি জিলেবি বিধান। কাদম্বরী কর চন্দ্রকান্তি নিরমাণ॥ নাগরী করহ পিঠা চালু চূর্ণ করি। কৌমুদিনী কর তুমি সুমিষ্ট শস্কুলি॥ চন্দ্রমুখী কর বহু প্রকার বটক। ইন্দুলেখা মদালসা করহ পিষ্টক॥ দধি বড়া যত্নে কর মাধুর্য্যের সার। সুমুখী রচনা কর শর্করা পটি আর॥ মিষ্টপুয়া সজ্জা কর সুভদ্রা মালতী। কাঞ্চন লতিকা ঝরি কর মিস্ট অতি॥ মনোরমা কর তুমি লাড্ডু মনোহরা। মৌক্তিকাখ্য লাড্‌ডু কর বাছা রত্নমালা॥ মাধবী তিলের লাড্‌ডু সজ্জ কর তুমি। তিল খণ্ড পাটি কর অমৃতের খনি॥ তিলের কদম্ব লাড্‌ডু কর ভাল মতে। চিকণ করিয়া কৃষ্ণ রুচি হয় যাতে॥ ঘৃতে ভাজা চিড়া আর ঘৃত ভ্রস্ট যব। চিনিপাকে বৃন্দা কর মোদকা-সুভব॥ রম্ভা মনোজ্ঞা দোঁহে দধি ছাতু লঞা। সুবর্ণ কুণ্ডিতে তাহা একত্র করিয়া॥ অনুপাম কদলক আর আম্ররস। সিতা ঘন দুগ্ধ দিয়া করহ সুরস॥ সুগন্ধা গাভীর দুধে দধি উপাপিত। আমি মথিয়াছি প্রাতে সেই নবনীত॥ কিলিম্বা যাইয়া তুমি ঘৃত কর তার। পরম সুগন্ধ হবে তেমন প্রকার॥ অম্বিকা করহ তুমি দুধ আবর্ত্তন। ধবলীর দুধ সেই অতি মিষ্টতম॥ দুধশালা যাও যাঁহা চুলার সমাজ। হাতা কড়া বহু আছে যার যেই কাজ॥ মৃত্তিকার কুম্ভ কুণ্ডী অনেক আছয়। সবে যাঞা কর কার্য্য যার যেই হয়॥ আম্রাতক আম্র আর জাম্বির আচার। আমলকী টেঁঠি আর বিবিধ প্রকার॥ রুচ-কাদি ফল তৈল লবণ সহিতে। আদ্রকাদি আছে কৃষ্ণ রুচির নিমিত্তে॥ ধনিষ্ঠা আনিয়া দেহ তুলসীর স্থানে। রঙ্গণমালিকা সহ পাত্রে করি আনে॥ আনি আনি দাসী করে কর সমর্পণে। এ সব আচার কৃষ্ণ রুচির কারণে॥ তিন্তিড়িকারস মিশ্রি সহিতে আছয়। রসাল বদরী ধাত্রী পূর্ণ কুম্ভ হয়॥ ইন্দুলেখা কর তাহা

কাঞ্চন ভাজনে। আনি আনি দিবে কৃষ্ণ বসিলে ভোজনে॥ সন্দেশ তিয়ান লাগি শুভা মিষ্টহস্তা। অতি শীঘ্র যাও তুমি দুগ্ধশালা যথা॥ ভারিগণে দুগ্ধ আনি ধরিয়াছে তাতে। দুগ্ধ আবর্ত্তন কর ভাল হয় যাতে॥ ওথা শ্রীরাধিকা যাঞা রন্ধন মন্দিরে। প্রবিষ্ট হইতে পাদ প্রক্ষালন করে॥ হেমঝারি জল ভরি ধনিষ্ঠা আনিলা। রন্ধন করিতে গৃহে প্রবেশ করিলা॥ রোহিণীর পদে যাই কৈলা নমস্কারে। তেঁহো নববধূ প্রায় আলিঙ্গন করে॥ রন্ধনে প্রবেশ তবে কৈলা সুবদনী। অধিষ্ঠাত্রী রহে মাত্র রামের জননী॥ তবে ব্রজেশ্বরী কৈলা সবা নিয়োজনে। যার যেই কার্য্য সেই করয়ে যতনে॥ তবে দাসগণে কহে কৃষ্ণের জননী। সন্ধ্যাকালে কালি যেই জল ভার আনি॥ ভারিগণ রাখিয়াছে চন্দ্রের কিরণে। শীতল হইয়াছে জল সুগন্ধ পবনে॥ পয়োদ যাইয়া তাহা সংস্কার কর। কর্পূর কুকুমা-গুরুচন্দন তাতে ধর॥ চন্দ্রকান্তশিলামণিবেদীর উপরে। আনিয়া আনিয়া তাহা রাখ থরে থরে॥ বারিদ করহ তুমি জল সুবাসিত। কৃষ্ণ পান করে যাহা তাতে করে হিত॥ ঘটগণে অগুরু ধূম বাসিত করিয়া। মল্লিকা কর্পূর লঙ্গ রাখ তাতে দিয়া॥ নারায়ণ তৈল কৈল কল্যাণদ বৈদ্য। অশেষ দোষ নাশে বপু পুষ্টি হয় সদ্য॥ সুগন্ধ নাপিত পুত্র তৈল আন এথা। মর্দ্দন করাবে কৃষ্ণে সুখ হয় যথা॥ সুগন্ধ কর্পূর দুই নাপিত তনয়। আমলকী কল্কে কেশ উদ্বর্ত্তন হয়॥ তৎকাল আনত দোঁহে কৃষ্ণ অঙ্গ বেশ। সংস্কার কহিতে চাও করিয়া বিশেষ॥ সারঙ্গ রাখহ তুমি বস্ত্র কোচাইয়া। সূক্ষ্ম শুক্ল বাস স্নান করিবে পরিয়া॥ হেমকান্তি কোষে হয় যুগ্ম পট্টবাস। স্নানোত্তর পরি করে ভোজন বিলাস॥ পাগজামা নিমা আর নবীন পটুকা। রক্ত হেমারুণ চিত্র বর্ণে যে অধিকা॥ চারি রূপ বস্ত্র এই ব্রজযোগ্য হয়। তৎকাল কোচাহ তাহা যাতে শোভা-ময়॥ নটবর বেশ বস্ত্র খণ্ড বিখণ্ডিত। অত্যন্ত সুসূক্ষ্ম বস্ত্র ভুবন-মোহিত॥ সিয়া বস্ত্র সজ্জ কর রৌচিক সৌচিক। যার শোভা ঝলমল করে অলৌকিক॥ সেই বস্ত্র সুকুঞ্চিত করহ বকুল। কৃষ্ণবেশ

করিবারে যেহো অনুকূল॥ কুঙ্কুম চন্দন আর অগুরু কস্তূরী। কর্পূরের সঙ্গে তাহা রাখ এক করি॥ সুবাস বিলাস দোঁহে করিয়ো যতন। স্নান কৈলে কৃষ্ণ অঙ্গে করিবে লেপন॥ চতুঃসম আর এই বড়ই সুগন্ধ। সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয় যার অনুবন্ধ॥ পুষ্পহাস সহ মম মধুগন্ধ বাছা। পুষ্পমালা কর কৃষ্ণে সদা যাতে ইচ্ছা॥ চাম্পেয় মাধবী লতা কাঞ্চন যূথিকা। কালাগুরু দ্রবে কর বাসিত অধিকা॥ রত্নাবলী খচিত হেম ভূষা সব আন। যত্নে গড়াইল যাহা রঙ্গণ টঙ্কন॥ সৌরী মালিন আর মকরন্দ ভৃঙ্গী। কোষালয় হৈতে আন আভরণ বৃন্দ॥ পুষ্যা নক্ষত্র আজি শুভ রবিবার। ভাল দিন আজি কৃষ্ণ ভূষা করিবার॥ শালিক আনহ তুমি নীলকণ্ঠ পাখা। গুঞ্জাহার আন মণি সিতারুণ গাঁথা॥ তাম্বূল রচহ তুমি হেমবর্ণ পাণ। সূক্ষ্মবস্ত্রে মাজি রাখ মিষ্ট অনুপান॥ কাতারিতে ত্যাগ কর ত্যাজ্য ভাগ যত। সুবর্ণ সম্পুটে তাহা কর শুদ্ধমত॥ বহুক্ষণ দুধে ভিজা আছয়ে কর্পূর। জাতি দিয়া কাট তাহা ধাত্রী পত্র তুল॥ কর্পূরে বাসিত করি রাখহ ত্বরিত। সুবিলাস এই কার্য্য করহ ললিত॥ রসাল বিলাস করি বিবাট প্রবন্ধ। বস্ত্রে ছানা চূর্ণ তাতে খদির লবঙ্গ॥ এই সব কার্য্যে মাতা সভা নিয়োজিয়া; কৃষ্ণ আগমন পথে রহে দৃষ্টি দিয়া॥ এই কালে ভারি আইলা দুগ্ধ ভার লঞা। তারে পুছে কৃষ্ণ কোথা যতন করিঞা॥ কেহ কহে বৃষে বৃষে যুদ্ধ করাইলা। কেহ কহে সখা সঙ্গে করে নানা খেলা॥ ইহা শুনি ব্রজেশ্বরী নিজ দাসে বলে। রক্তক তৎকাল যাঞা আনহ কৃষ্ণেরে॥ তারে পাঠাইয়া মাতা পাকশালে গেলা। যতেক ব্যঞ্জন তাহা দেখিতে লাগিলা॥ রোহিণীকে কহে কহ কোন্ কোন্ ব্যঞ্জন। উত্তম করিয়া কৈলা দেখাহ এখন॥ শুনিয়া রোহিণী কহে রাধা প্রশংসিয়া। অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন সব দেখহ আসিয়া॥ চিক্কণ পায়স দেখ বেদীর উপরি। কলসেতে ভরা এই দেখ সারি সারি॥ রাধিকা হস্তের পাক মধুমিষ্ট গুণ। অত্যন্ত সুগন্ধি রস পুষ্টির কারণ॥ রম্ভাপীঠা ক্ষীরাপীঠা বিবিধ প্রকার। শস্কুলিকা আদি করি যত দেখ আর॥ পীযূষ গ্রন্থি

কেলি অমৃতকেলি আর। রাধিকা করিলা সজ্জ অদৃশ্য আমার॥ মাষবড়া দুধবড়া এই দুই প্রকার। সিতা লবণ যোগে চারি পরকার॥ চুক্রাম্র আম্রাতক তিন্তিড়ী যোগ করি। হইলা অনেক অম্ল দেখি ব্রজেশ্বরী॥ ঈষদম্ল মধুরাম্ল বড়াম্ল আর। দ্বাদশ প্রকার হৈল অম্লরস ভাল॥ বদ্ধ কলার থোড় নবীন মুকুল। মানকচু আলু আদি নাহি যায় তুল॥ জালি কুষ্মাণ্ডের চাকি ছোলা পক দিয়া। ঘৃতে ভাজা ধরা আছে পৃথক্ করিয়া॥ বটিকা সংযোগ আর ফল ফুল দিয়া। ত্রিজাত মরিচ তাতে সুপক্ব করিয়া॥ অলাবু কাকুড়ি আর ফলাদি যতেক। রাইদধি যোগে হৈল সংস্কার যতেক॥ পুষ্পের কলিকাগণ আনি কত কত। ঘৃতে ভাজা দধিক্রিয়া কৃষ্ণ অভিমত॥ ফুলবড়ি ঘৃতে ভাজা দধির সংযোগে। দ্বিবিধ হইলা এই কৃষ্ণযোগ্য ভোগে॥ পটোলের ফল কত ঘৃতে ভাজা গেল। পৃথক্ পৃথক্ তাহা পাত্রেতে রাখিল॥ মান আলু কচু আর কুষ্মাণ্ড বটিকা। তাহাতে সুকুতা চূর্ণ আছয়ে অধিকা॥ অপূর্ব্ব সূক্তানি দেখ সুধা বিনিন্দিতা। তাতে হস্ত পরশিলা বৃষভানুসুতা॥ দুগ্ধ তুম্বি হৈলা সিতা মরিচাদি দিয়া। এই যোগে কুষ্মাণ্ড দুগ্ধ দেখহ আসিয়া॥ দধিওল ধাত্রিওল অপূর্ব্ব করিলা। ঘৃতে ভাজা দধিযোগে দ্বিবিধ হইলা॥ মৃদুরম্ভা গর্ব্বখণ্ড কুষ্মাণ্ডের খণ্ড। সিতা দধি যোগে অম্ল মাধুর্য্যের খণ্ড॥ নালিতা সুলপা আর মেথি সুমঞ্জরি। পটোল বাস্তুক শাক প্রকারান্য করি॥ নটিয়া সুশনি শাক যোগ ভেদ দিয়া। পালঙ্ক পিড়িঙ্গ শাক পৃথক্ করিয়া॥ কাঁচা আম্র তিন্তিড়ী দিয়া কলম্বী নালিতা। যোগ-ভেদ স্বাদুভেদ অমৃত বঞ্চিতা॥ মোট মুদ্গ মাষ সূপ বিবিধ প্রকার। অমৃতকূপ নিন্দে সে মিষ্টিত ইহার॥ গোধূমের রুটি হৈল পূর্ণচন্দ্রা-কার। অতি মৃদু অতি শুভ্র মাধুর্য্যের সার॥ সূক্ষ্ম শাল্য সুতণ্ডুল সূক্ষ্ম বাসে করি। জালে জাল দিতে আছে কৃষ্ণমুখ হেরি॥ শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন সব প্রস্তুত হইল। যেবা নাই হয় সেই জানিতে হইল॥ এরূপে রোহিণী ক্রমে সব দেখাইলা। দেখি শুনি ব্রজেশ্বরী বহু সুখ পাইলা॥ সৌরভ্য সম্বর্ণ দেখি ব্রজেশ্বরী মাতা। জিজ্ঞাসে কেমনে

হৈল হইয়া বিস্মিতা॥ কহেন রোহিণী দেবী সবিস্ময় চিত্ত। কি কহিব রাধিকারে কৌশল রচিত॥ সেই সব সামগ্রী মাত্র অন্য কিছু নয়। গন্ধর্ব্বা পরশে সব সুধাময় হয়॥ তবে ব্রজেশ্বরী স্নেহে রাধিকা দেখিলা। গায়ে ঘর্ম্ম শ্রান্তি দেখি ব্যথা বড় পাইলা॥ দাসীগণে কহে শীঘ্র ব্যজন করিতে। অবনতমুখী রাই হৈলা লজ্জাতে॥ তবে ব্রজেশ্বরী মাতা গেলা দুগ্ধ ঘরে। তাহা দেখি আইলা মাতা লঘু বহির্দ্বারে॥ ব্যগ্রা হঞা ফিরে মাতা কৃষ্ণ স্নেহভরে। এমত স্নেহের কথা কে কহিতে পারে॥ এইত কহিল কৃষ্ণ রন্ধনের কর্ম্ম। যাহা শুনি তৃপ্ত হয় শ্রবণের মর্ম্ম॥ সংক্ষেপে লিখিল ইহা কে করে বিস্তার। গোবিন্দলীলামৃতে আছে এসব প্রচার॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ব্রজেতে বসতি। সাক্ষাতে দেখিয়া তেঁহো বিস্তারিল অতি॥ তাঁহার চরণে করি প্রণতি অপার। যাহা হৈতে হৈল গোবিন্দলীলার প্রচার॥ তাঁহার শ্লোকের অর্থ কিছু নাহি জান। যেই উঠে মনে তাহা সত্য করি মান॥ অপটু তটস্থ বুদ্ধি অশুদ্ধ হৃদয়। হেন জনার মনে কিবা করিবেক উদয়॥ গোবিন্দচরিতামৃত কথা সুধাময়। ভাগ্যবান জন যেই সেই আস্বাদয়॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে রন্ধন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে রন্ধন বিলাস
নামক তৃতীয় সর্গ॥ ৩॥

চতুর্থ সর্গ।

"অথ ব্রজেন্দ্রেণ কৃতাগ্রহোৎকরৈঃ কৃষ্ণঃ স্বগোষ্ঠাৎ প্রহিতো নিজোন্মুখীম্।
স্তন্যাশ্রুবিক্লিন্নপয়োধরাম্বরামম্বাং নিরন্তীং পুরতো দদর্শ সঃ॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌররায়। কৃপা করি প্রেমভক্তি দেহ নিজ পায়॥ কর্ম্মদোষে পড়িয়াছো এ ভব সংসারে। তোমা বিনু মোরে কেহ উদ্ধারিতে নারে॥ অধমের অধম মুঞি তোমা জ্ঞান-বলে। তোমা পাসরিয়া পোড়ে সংসার অনলে॥ হাহা কৃপাময় প্রভু কৃপা কর মোরে। যেখানে সেখানে রহো না পাসরি তোরে॥ স্নেহে অশ্রু পড়ে মাতার স্তনে দুগ্ধ ঝরে। বসন ভিজিল তাহে কৃষ্ণ স্নেহ ভরে॥ বিলম্ব দেখিয়া তথা ব্রজেন্দ্র ঠাকুর। পাঠাইলা আনিতে কৃষ্ণ আগ্রহ প্রচুর॥ মাতা আগে কৃষ্ণ যবে দিলা দরশন। দুঃখ গেল মাতা হৈল আনন্দিত মন॥ আইস আইস বাছা ব্যাজ কেন এত। শীতল হইল অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা পীড়া পাও আইসহ সকাল। মোরে দুঃখ দিতে কর এই ব্যবহার॥ এত কহি কৃষ্ণ অঙ্গ করে সম্মার্জ্জয়। বাৎসল্যে ব্যাকুল হঞা অনেক লালয়॥ তবে সব সখাগণে কহে ব্রজেশ্বরী। এথাই ভোজন আজি আইস স্নান করি॥ তোমা সবা বিনু কৃষ্ণ না করে ভোজন। বড়ই চঞ্চল সদা খেলাইতে মন॥ এই লাগি শীঘ্র করি আইস এই ঘরে। কহিয়া বিদায় দিল বলাই বটুরে॥ তারা তবে নিজ গৃহে সবে চলি গেলা। গোবিন্দ লইয়া মাতা নিজ গৃহে আইলা॥ বল্লবীগণের নেত্র তৃষিত চাতকী। কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী ধারে কৈল তারে সুখী॥ গোবিন্দ নয়ন যেন তৃষিত চকোর। বল্লবী মুখেন্দু সুধা পানে হৈলা ভোর॥ ইহা আচরিয়া কৃষ্ণ আইলা নিজ ঘরে। আসিয়া বসিলা স্নানবেদীর উপরে॥ ভৃত্যগণ আসি অঙ্গভূষণ খসায়। সারঙ্গ আসিয়া স্নান-বসন যোগায়॥ সে সব পরিয়া কৃষ্ণ বসিলা আসনে। পত্রী আসি

কৈল পাদপদ্ম প্রক্ষালনে॥ পত্রক আনিয়া দেন ভৃঙ্গারের পানী। পাখলে বাসিত জলে কৃষ্ণ পদ পাণি॥ সূক্ষ্ম জলবাসে কৈল পাদ সম্মার্জ্জন। সুগন্ধ নাপিত পুত্র আইলা তখন॥ নারায়ণ তৈল অঙ্গে করায় মর্দ্দন। নানান প্রবন্ধ করি অতি বিচক্ষণ॥ সুগন্ধ আসিয়া দিলা অঙ্গে উদ্বর্ত্তন। শীতল নির্ম্মল তনু হৈলা মনোরম॥ ধাত্রীফল কলকে কৈলা কেশের সংস্কার। কর্পূর সেবক তাহা রচিয়াছে ভাল॥ শীতল সুগন্ধি জলে পুনঃ পাখালিলা। পয়োদ সেবক সূক্ষ্ম বসনে মাজিলা॥ সুবাসিত জল স্বর্ণ ঘটাতে ঢালিয়া। স্নান করাইয়া কৃষ্ণে আনন্দ পাইয়া॥ মৃদু জলবাসে অঙ্গ কেশ সম্মার্জ্জিলা। কাঞ্চনের দ্যুতি গন্ধ বস্ত্র পরাইলা॥ দাসগণ এই সেবা করে এইখানে। তবে আসি বৈসে কৃষ্ণ রতন আসনে॥ অগুরুর ধূমে তবে কেশ শুকাইলা। কঙ্কতি শোধিয়া কেশ জুট বনাইলা॥ রোচনা তিলক ভালে শ্রীকরে ভূষণ। কঙ্কণ অঙ্গদ আদি মানস মোহন॥ কর্ণে দুই দিলা স্বর্ণ মকর কুণ্ডল। চরণে মঞ্জীর দিলা অতি সুনির্ম্মল॥ সুবর্ণ নূপুর সেই হংসধ্বনি করে। তারামণিহার দিল হিয়ার উপরে॥ প্রেমকন্দ ভৃত্য এই ভূষণ পরায়। স্নেহেতে ব্যাকুলা মাতা তাহা নিরীক্ষয়॥ অতি ত্বরা কর মাতা কহে দাস-গণে। বটুসখা সঙ্গে রাম আইলা সেইক্ষণে॥ স্নান লেপন তারা করিয়া আইলা। সখা সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভোজনে বসিলা॥ কাঞ্চনের বেদী সেই সৌরভ্য পূরিতে। কাঞ্চন আসন পাতি আছয়ে তাহাতে॥ আসন উপরে কৃষ্ণ বসিলেন রঙ্গে। ভোজন করেন তথা সখাগণ সঙ্গে॥ শ্রীদাম সুবল দোঁহে বৈসে কৃষ্ণ বামে। শ্রীমধুমঙ্গল রাম বসিলা দক্ষিণে॥ এইরূপে কৃষ্ণে বেড়ি বৈসে সখাগণ। অনেক বসিলা তার কে করে গণন॥ স্বর্ণপাত্রে পানা আনি ব্রজেশ্বরী মাতা। পরিবেশন করেন কৃষ্ণে অধিক মমতা॥ কৃষ্ণ সঙ্গে বসিয়াছে যত সখাগণ। তার তার মাতা আনে পকান্নাদিগণ॥ ব্রজেশ্বরী লঞা তাহা ক্রমে পরিবেশে। ভোজন করেন কৃষ্ণ পরম হরিষে॥ রাধিকা নির্ম্মিত লাড়ু রঙ্গদেবী আনে। যত্ন করি দিলা লয়ে ব্রজেশ্বরী স্থানে॥

বড় স্বর্ণপাত্রে তাহা ব্রজেশ্বরী লঞা। সবাকে দিলেন নিজে বণ্টন করিয়া॥ তাহা আস্বাদনে কৃষ্ণ পরম হরিষে। কত ব্যাখ্যা করে তার হাস পরিহাসে॥ নয়ন অঞ্চলে কৃষ্ণ দেখে রাই মুখ। তাহা দেখি সখীগণ পায় বহু সুখ॥ তর্জ্জনী অঙ্গুলী দিয়া ব্রজেশ্বরী মাতা। দেখাঞা দেখাঞা ভুঞ্জান অধিক মমতা॥ এই দ্রব্য ভাল ইহা কর আস্বাদন। এই দ্রব্যখানি দেখ বড় বিলক্ষণ॥ এই দ্রব্যখানি হয় অতি সুশীতল। এই দ্রব্যে আছে দেখ মিষ্টতা বিস্তর॥ এইখানি সকল খাও মনের মতন। এইরূপে প্রতি দ্রব্য করান ভক্ষণ॥ যে সখার যে যে দ্রব্য বড় রুচি জানে। কৃষ্ণ তাহা তারে দেন নিজ পাত্র হনে॥ কৃষ্ণ মন্দরুচি দেখি যত্ন করে মাতা। তাহা দেখি বটু কহে পরিহাস কথা॥ বিস্তর না দিহ কৃষ্ণে শুনহ জননি। আমাকে সকল দেও ভুঞ্জি সব আমি॥ ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণে করিব আলিঙ্গন। সর্ব্বাঙ্গ পুষ্টতা কৃষ্ণের হইবে তখন॥ মন্দরুচি হয় কৃষ্ণের পক্বান্ন ভোজনে। লঘুপাক অন্ন তারে করাহ ভোজনে॥ শুনি হাসি কৃষ্ণ নিজ পাত্রেতে হইতে। বটুর পাত্রে পক্বান্ন দিলা অঞ্জলি সহিতে॥ পূর্ণ পাত্র দেখি বটু আনন্দ পাইলা। আপনার বামকক্ষ বহু বাজাইলা॥ সকল খাবার তরে অনুবন্ধ কৈলা। এত কহি গ্রাস দুই ত্রস্ত ত্রস্ত খাইলা॥ মাতাকে কহয়ে মিস্ট দধি দেহ মোরে। মাতা গৃহে গেলা দধি আনিবার তরে॥ ছল কথা উঠাইয়া কহে সখাগণে। দেখ দেখ সখাগণ আর বিলক্ষণে॥ দধিচোর বানর আইল পক্বান্ন খাইতে। শুনি সব সখা ফিরি লাগিলা দেখিতে॥ হেনকালে নিজ পাত্রের পক্বান্ন লইয়া। সখাপাত্রে দিলা আনি খাইল কহিয়া॥ এই কালে মাতা যদি দধি লঞা আইলা। তাঁরে বটু কহে মাতা পাত্র শূন্য হৈলা॥ বিনা দধি সব মুঞি করিনু ভক্ষণ। পরমান্ন আনি মাতা দেহত এখন॥ হেমপাত্রে নবরম্ভাদলের মারুতে। শীতল করিয়া শীঘ্র অতি মনোনীতে॥ অন্ন পরমান্ন আদি রাধিকা লইয়া। রোহিণীর হাতে দিল যতন করিয়া॥ তবেত রোহিণী দেবী পরিবেশে কত। শাক আদি অন্ন শেষ করেছিলা যত॥ গোধূম-

রোটিকা আনি পরিবেশে সকল। রম্ভার উদ্গতপত্র হৈতেও কোমল॥ ঘৃতসিক্ত সুগন্ধিত বড়ই চিকণ। অতি হৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ॥ প্রাতঃকালে রসালাদি ললিতা আনিল। মাতাকে আনিয়া তাহা ধনিষ্ঠিকা দিল॥ মাতা তাহা দিল ক্রমে সবাকে বাঁটিয়া। ভোজন করেন কৃষ্ণ আনন্দ পাইয়া॥ কৃষ্ণমুখ মাধুরিমা দেখি সুবদনী। হরিষে ব্যাকুল চিত্ত কিছুই না জানি॥ অমৃত উদ্ভব লাড়ু চারি মত হয়। ভুঞ্জে কৃষ্ণ সখা সনে আনন্দ হৃদয়॥ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করিলা। কত মর্ম্ম ভঙ্গী হাস্য তাহাতে মাখিলা॥ রাধিকার হস্তস্পর্শে সর্ব্বান্ন ব্যঞ্জনে। ভোজন করেন কৃষ্ণ অমৃতাস্বাদনে॥ স্বাদু পায়ে নিজে নেত্রভৃঙ্গ পাঠাইয়া। রাইমুখপদ্মমধু পিয়ে হৃষ্ট হৈয়া॥ নিগূঢ়ে করেন কৃষ্ণ মনের সঞ্চার। দেখি ব্রজেশ্বরী মনে আনন্দ অপার॥ রাধিকায় নিজ নেত্র কটাক্ষ প্রণালী। পাঠাইয়া পিয়ে কৃষ্ণ লাবণ্য সকলি॥ লাবণ্য অমৃতে তাহা কৈলা অতি পুষ্ট। আচ্ছাদনে ভাবোল্লাস হয়ে বড় তুষ্ট॥ রোহিণী দেবীকে ধনী অন্তঃপট করি। নাচান খঞ্জন আঁখি কৃষ্ণ মুখ হেরি॥ রোহিণীকে সমর্পয়ে মিষ্ট মধুরান্নে। দেখি মন্দ রুচি ভেল কৃষ্ণের পক্কান্নে॥ অর্দ্ধ অর্দ্ধ ছাড়ি কৃষ্ণ ভোজন করয়। দেখি তার মন্দ রুচি মাতা ব্যগ্র হয়॥ যত্ন করি আনাইনু বৃষভানুসুতা। শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন হৈলা অমৃত নিন্দিতা॥ যতনে নির্ম্মাণ কৈলা সামগ্রী সকল। ক্ষুধার্ত্ত না খাও প্রাণ করিছে বিকল॥ মোর দিব্য লাগে বাছা করহ ভোজন। ঘুচাও জননী দুঃখ আর যত জন॥ কৃষ্ণ কহে যথেষ্ট ভোজন কৈনু মাতা। ক্ষুধা গেল এবে হৈল উদর পূর্ণিতা॥ অনেক শপথ মাতা তবু দেন তারে। শুনি পুনঃ মন্দ মন্দ ভোজন আচরে॥ রসাল পক্কান্ন দ্রব্য আর শিখরিণী। দধি ছাতু আর যত সব দ্রব্য আনি॥ ব্যঞ্জনাদি যত আর দধি দুগ্ধ ফল। পুয়া বড়া আদি যত দিলেন সকল॥ অশ্রুযুক্ত নেত্র ব্রজেশ্বরী স্নেহ রূপা। ভোজন করান কৃষ্ণে অমৃত স্বরূপা॥ ভোজন করিলা কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে। সুবাসিত জল পান কৈল বহু রঙ্গে॥ আচমন লাগি স্বর্ণ ডাবর আনিলা। সুবাস মৃত্তিকা আর খড়িকাদি

দিলা ॥ দিব্য সুবাসিত জলে আচমন কৈলা। মুখ মুছি হস্তে কৃষ্ণ উদর শোধিলা ॥ এলাচি লবঙ্গ চূর্ণ কর্পূর মিশ্রিত। বীড়া তাম্বূল দিলা খদির সহিত ॥ অত্যন্ত সুপক্ক পাণ স্বর্ণ বর্ণ সম। ভক্ষণ করেন কৃষ্ণ আনন্দিত মন ॥ শত পদান্তরে আছে শয়ন আলয়। রতন পালঙ্কে কৃষ্ণ বিশ্রাম করয় ॥ ব্যজন করেন তথা দাসগণ আসি। ও মুখ দরশে সুখ সিন্ধু মাঝে ভাসি ॥ ময়ূর পাখায় বায়ু কোন দাস করে। তাম্বূল যোগান কেহ আনন্দ অন্তরে ॥ কেহ কেহ পাদপদ্ম করে সম্বাহন। কেহ সুখে করে কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণ ॥ হর্ষজলে কৈল কেহ সর্ব্বাঙ্গস্নপন। কেহ আনন্দিত করে মধুর আলাপন ॥ হেথা শ্রীরাধিকা পাক আলয় হইতে। পাদপ্রক্ষালন করি গেলা প্রকোষ্ঠেতে ॥ গবাক্ষ দ্বারেতে কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণ। হর্ষগন্ধ জলে কৈলা সর্ব্বাঙ্গ স্নপন ॥ দাসীগণ করে অতি শীতল বাতাস। এইকালে ব্রজেশ্বরী আইলা তার পাশ ॥ ব্রজেশ্বরী মনে রাই রন্ধন করিতে। শ্রমজলে হঞাছেন সর্ব্বাঙ্গ পূরিতে ॥ রোহিণীকে কহে দেবী ত্বরিত হইয়া। ভোজন করাহ শীঘ্র রাধিকা লইয়া ॥ তবে ধনিষ্ঠিকা দ্বারে রামের জননী। অন্ন ব্যঞ্জন পাঠায় করিয়া সাজনি ॥ ধনিষ্ঠা গোপনে আনে কৃষ্ণের শেষান্ন। একত্রে করিয়া দিল মিষ্টান্ন পক্কান্ন ॥ লজ্জাতে রাধিকা তাহা না করে ভোজন। পটাঞ্চলে ঝাঁপি ধনী রহিলা বদন ॥ দেখি স্নেহে ব্যাকুলিতা কৃষ্ণের জননী। অধিক বাৎসল্যে কহে অতি মিষ্ট বাণী ॥ আমাকে এতেক লজ্জা কর কেন তুমি। এমতি জানহ আমি তোমার জননী ॥ কৃষ্ণকে দেখিতে যত সুখ পাই আমি। তত সুখ তোমা দেখি জুড়ায় পরাণী ॥ আমার সাক্ষাতে আজি করহ ভোজন। দেখিয়া জুড়ায় যেন আমার নয়ন ॥ নিছনি যাইয়ে তোমার রূপ গুণ কাজে। আমার শপথ যদি আর কর লাজে ॥ ললিতা বিশাখা বাছা চম্পকলতিকা। তোমা সবা প্রতি মোর বাৎসল্য অধিকা ॥ লজ্জা ছাড়ি সবে মেলি করহ ভোজন। তোমরা ভোজন কৈলে স্থির হয় মন ॥ ভোজন করিয়া তারা আচমন কৈল। তাম্বূল কর্পূর মাল্য সবাকারে দিল ॥ কৃষ্ণের

বিবাহ দিতে বাঞ্ছা ব্রজেশ্বরী। নববধূ লাগি রত্ন অলঙ্কার করি॥ রাখিছিলা তাহা এবে ব্রজেশ্বরী মাতা। আনায় ধনিষ্ঠা দ্বারে অতি হরষিতা॥ তাম্বূল চন্দন পান নূতন অম্বর। হেমপাত্রে করি দেন রাইর গোচর॥ নবীন বধূর প্রায় করেন লালন। ব্রজেশ্বরী স্নেহ কথা না যায় কথন॥ তবে রাত্রে পরিবর্ত্তে যে বস্ত্র হইল। নীল বস্ত্র বিশাখারে ধনিষ্ঠিকা দিল॥ বিশাখা সে পীতবাস সুবলেরে দিল। এইরূপে হাস্যরসে কতক্ষণ গেল॥ ওথা কৃষ্ণে গন্ধমাল্য অম্বর ভূষণ। পরাইল দাসগণ আনন্দিত মন॥ বরিহা মুকুট ধাতু বিচিত্র কুণ্ডল। গুঞ্জাহার রত্নমালা মুদ্রিকা ধরল॥ কৌস্তুভ ধরিল আর নূপুর কিঙ্কিণী। বিবিধ বিচিত্র ভূষা অঙ্গের সাজনি॥ স্থূল মুক্তাহার গলে দিল যত্ন করি। রাই অঙ্গ প্রতিবিম্ব যাতে দেখে হরি॥ বামোদরে শৃঙ্গ বংশী দক্ষিণে সরল। বিচিত্র লগুড় বামে দক্ষিণে কমল॥ বংশী বিষাণ আর দল যষ্টি ধরি। সখার সঙ্গেতে আছে মর্ম্ম ভঙ্গী করি॥ বনেতে যাইতে ভেল উৎকণ্ঠা অপার। ধেনুবৎস ক্ষুধার্ত্ত মহিষাদি আর॥ এই যে কহিল কৃষ্ণ ভোজন বিলাস। বেদগুহ্য কথা এই রসময় ভাষ॥ মুহৃদ্ভ গোবিন্দলীলা সমুদ্র গম্ভীর। কে বুঝিতে পারে তাহা বিনা ভক্ত ধীর॥ গোবিন্দচরিতামৃতপরামৃতরসে। সদাই বিহরে কৃষ্ণভকতি পিয়াসে॥ বহির্ম্মুখগণে যেন ইহা নাহি শুনে। এ লাগি বিনয় করি বৈষ্ণব চরণে॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। গোবিন্দচরিত কহে যদুনন্দন দাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ভোজন বিলাস
নামক চতুর্থ সর্গ॥ ৪॥

পঞ্চম সর্গ।

"পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং,
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ,
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখীবর্ত্মনেত্রাং স্মরামি॥"

জয় জয় রাধাকান্ত ভকত একান্ত। জয় জয় ব্রজবাসী সর্ব্বরস-প্রাপ্ত॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপানিধি। জয় জয় গৌরভক্ত সুখের অবধি॥ সবে কৃপা কর মোরে মো বড় অধম। যে উঠয়ে লিখি মনে নাহিক নিয়ম॥ শুনহ অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণের বিহার। বনের গমন রঙ্গ করিয়া বিস্তার॥ শৃঙ্গধ্বনিগণে ঘোষ সন্তোষ করিয়া। ব্রজসুন্দরীর প্রেম অন্তরে ভাবিয়া॥ বাহিরে আইলা কৃষ্ণ সঙ্গে সব সখা। কতেক হইল তার কে করিবে লেখা॥ গোময় উপলাপুঞ্জ পর্ব্বত আকার। দেখিতে পর্ব্বত জ্ঞান হয় সবাকার॥ ঋতুগামী লাগি ষণ্ড ষণ্ডেতে সংগ্রাম। কোনখানে এইরূপ অতি অনুপাম॥ গোপদাসী শত শত গোময় কুড়ায়। সহাস্য বদনে তারা কৃষ্ণলীলা গায়॥ শত শত গোপ করে বৎস আবরণ। গাভি সনে বনে বৎস যায় তেকারণ॥ বৃদ্ধ গোপীগণ করে গোময় উপলা। সবে কৃষ্ণকথা কহে হঞা এক মেলা॥ ধেনুগণ রহে সেই স্থল মনোরম। চৌদিগে আবৃত অতি সুন্দর গঠন॥ অনেক বৃক্ষের তলে বৎসের আবাস। ঘসি চূর্ণ মৃদু স্থান দেখিতে উল্লাস॥ ব্রজ ধন জন পূর্ণে হৈলা সেই স্থলে। দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হইল আনন্দ অন্তরে॥ গবালয় দেখে যেন দেব নদী প্রায়। গোদুগ্ধে পিচ্ছল স্থল সেই জল প্রায়॥ দুধভাণ্ডশ্রেণী যেন কচ্ছপ ভাসয়। গোপীমুখ যেন সব পদ্মষণ্ডময়॥ শ্বেতারুণ বৎস সব যেন হংস কোক। জলজন্তু প্রায় সব আবরণ লোক॥ ধবলার পাঁতি যেন স্রোত বহি যায়। গোধনের পুচ্ছ সব শৈবলের প্রায়॥ এইমত স্থান দেখি কৃষ্ণ সুখী হইলা।

ব্রজেন্দ্র ঠাকুর কৃষ্ণ অনুব্রজী আইলা॥ কৃষ্ণ সঙ্গে চলে সব ব্রজবাসী যত। ধেনুগণ হৈলা কৃষ্ণ অঙ্গ অনুগত॥ গোরজে ভরিল সব এ ভূমি আকাশ। ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র চিত্তে বিস্ময় বিকাশ॥ মহিষের পাঁতি দেখি কহয়ে যমুনা। ধবলার পংক্তি কহে গঙ্গার ঘটনা॥ গোবৃষ দেখিয়া কহে এই সরস্বতী। সব দেবগণ মনে ত্রিবেণীর গতি॥ যেখানে যেখানে কৃষ্ণপাদপদ্ম পড়ে। সেখানে সেখানে ব্রজভূমি সেবা করে॥ হৃদয় কমল নিজ করে পরকাশে। তাতে পদ ধরি কৃষ্ণ চলেন হরিষে॥ কৃষ্ণপাদস্পর্শে ভূমি আনন্দ পাইলা। পরম হরিষে অঙ্গে রোমাঞ্চ হইলা॥ তৃণ আদি রোম সব নবীন হইলা। খুরে ক্ষত অঙ্গ ভূমি সোসর ভৈগেলা॥ বৃদ্ধ যুবা বালকাদি যত ব্রজবাসী। ব্রজাচল হইতে কৃষ্ণ সিন্ধুমধ্যে আসি॥ প্রতিরূপ জলে শোভে নেত্র পদ্মগণ। পরম সংভ্রম গতি সেই স্রোত সম॥ তবে ব্রজেশ্বরী স্তন নয়নাশ্রু বয়। অম্বা কিলিম্বা সঙ্গে ধাত্রী যত হয়॥ রোহিণী ঠাকুরাণী আইলা সেই সঙ্গে। সবার নয়নে বহে অশ্রুর তরঙ্গে॥ মঙ্গলা শ্যামলা ভদ্রা পালী চন্দ্রাবলী। নিজ সখী সঙ্গে সব আইলা যূথেশ্বরী। ব্রজের বসতি স্থল শূন্য হৈল সব। পতি দূরে গেল যেন নারী অনুভব॥ শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে শূন্য স্পন্দন আলাপ। গোরজে মলিন অঙ্গ বিরহের তাপ॥ গ্রীবা ফিরি দেখি কৃষ্ণ রহিলেন যবে। সকল গোধন স্থির হঞা রহে তবে॥ দেখে কৃষ্ণ মাতা পিতা আইসে ধাইয়া। জড়াকার তারা পাছে অভদ্র লাগিয়া॥ অনস্ত শঙ্কাতে ভীত নন্দ যশোমতি। অশ্রুজলে পূর্ণ নেত্র চলে শীঘ্রগতি॥ দেখি মাতা পিতা কৃষ্ণ মহাদুঃখী হৈলা। তা সবারে দেখি কৃষ্ণ চলিতে নারিলা॥ ব্রজাঙ্গনার নেত্রগণ ভ্রমরীর পাঁতি। কৃষ্ণমুখপদ্মে আসি পড়ে মধু মাতি॥ লজ্জা রূপ মহাবায়ু লঙ্ঘন করিয়া। কৃষ্ণমুখ মধু পিয়ে হরষিত হৈয়া॥ যৈছন ভ্রমরী মধু তৃষার্ত্ত হইয়া। পান করে পদ্মমধু বাতাস লঙ্ঘিয়া॥ রাইমুখপদ্মে নাচে নয়ন খঞ্জন। দেখি কৃষ্ণ মনে কহে যাত্রা বিলক্ষণ॥ অতি সুমঙ্গল মানি আনন্দ হইলা। যাহা লাগি যাত্রা কৈল সে ফল পাইলা॥ কৃষ্ণের সখার মাতা সবেই আইলা। অশ্রুনেত্রে দেখি কৃষ্ণ

স্নেহেতে বিহ্বলা॥ নিজ নিজ পুত্র সব কেহ নাহি দেখে। সবে নিমগন হৈলা কৃষ্ণস্নেহ সুখে॥ এরূপে বেষ্টিত সব ব্রজবাসিগণ। তবে ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণ করেন লালন॥ অত্যন্ত স্নেহেতে যদি হস্তাদি অবশে। তথাপিহ লালে হস্তে শ্রীঅঙ্গ পরশে॥ মাতা কহে শত শত আছে গোপগণে। বড়ই নিপুণ তারা গোধন চারণে॥ তথাপিহ বাছা তুমি আগ্রহ করিয়া। গোধন পালন কর বনে প্রবেশিয়া॥ অতি মৃদু তনু তাতে এ বাল্য বয়সে। নিচ্ছত্র পাদুকা তাতে হয় মহাক্লেশে॥ সমস্ত দিবস বনে করহ ভ্রমণ। কৈছে রহে তুয়া মাতা পিতার জীবন॥ এই ছত্র পাদুকা পুত্র কর অঙ্গীকার। এরূপ আগ্রহ মাতা করে বার বার॥ শুনি কৃষ্ণ কহে তারে সব নীতকর্ম্ম। সচ্ছত্র পাদুকা নহে গোচারণ ধর্ম্ম॥ গোগতি যেমন তেন আপনার গতি। গো-রক্ষণ-ক্রিয়া এই অতি শুদ্ধমতি॥ ধর্ম্ম হৈতে আয়ু বৃদ্ধি ধনাদি বাড়য়। ধর্ম্মকে রাখিলে ধর্ম্ম রক্ষাও করয়॥ তবে যদি বোল বনে শঙ্কা বড় দেখি। ধর্ম্মেই রাখিবে আমা তারে যদি রাখি॥ এই মত কৃষ্ণকথা সাদগুণা শুনিঞা। কহে পিতা মাতা মনে হরষিত হঞা॥ অনিষ্ট আশঙ্কা তবু না যায় দোঁহার। গোপগণে কহে মাতা রক্ষা করিবার॥ সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র বাছারে বলাই। কৃষ্ণ সমর্পিনু আমি তোমা সবা ঠাঞি॥ বালক চঞ্চলমতি অতি সুকোমল। নিরন্তর নীতশিক্ষা করাবে সকল॥ একা যেন কোন বনে না করে গমন। স্বতন্ত্র করয়ে মোরে কহিও তখন॥ খড়গধনুর্দ্ধর বাছা বিজয়াদিগণ। প্রমত্ত হইবে কৃষ্ণ রক্ষার কারণ॥ তবে মাতা কৃষ্ণ অঙ্গ হস্তে পরশিয়া। ঈশ্বরের নাম মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া॥ নৃসিংহ রাজের তবে রক্ষা বন্ধমণি। বান্ধিলা কৃষ্ণের করে অতি যত্নে আনি॥ তবে কৃষ্ণ পিতা মাতার আজ্ঞা লাগিয়া। প্রণতি করিলা তাঁর চরণে ধরিয়া॥ তাঁরা দোঁহে উঠাইয়া কৃষ্ণে কৈলা কোলে। স্নান করাইলা তাঁরে নয়নের জলে॥ স্তনে দুগ্ধ ঝরে মাতা বাৎসল্যের ভরে। কত চুম্ব দেন কৃষ্ণ বদনকমলে॥ পৃথিবী আকাশ আর দশদিগ পথে। নরসিংহ রক্ষা তোমা করু ভালমতে॥ সর্ব্বত্র মঙ্গল হঞা পুনঃ

আইস গৃহে। এত কহি হস্ত দেন দোঁহে কৃষ্ণ দেহে॥ যেমতে বাৎসল্যে স্নেহ কৈল ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বর এইমত কৈলা বহু বেরি॥ অম্বা কিলিম্বা উপমাতাও এমতি। বহুত লালন কৈলা রোহিণী সুমতী॥ গোপ গোপী শ্রেণী কৃষ্ণ এমতি লাগিলা। যৈছে কৃষ্ণে কৈলা তৈছে রামে স্নেহ কৈলা॥ তবে কৃষ্ণ দেখে সব ব্রজাঙ্গনা যত। তৃষিত বদন যেন চাতকের মত॥ কটাক্ষ অমৃত ধারে তাহারে সিঞ্চিলা। বনে যাইতে নেত্রদ্বারে আদেশ মাগিলা॥ তারাও কাতর দৃষ্টে দিলা অনু-মতি। এই মতে কৈলা কৃষ্ণ তাঁ সবা পীরিতি॥ গোপাঙ্গনা-মনোদীন-হরিণী সকল। সঙ্গে নিয়া দিল নিজ রুচি সুপল্লব॥ কটাক্ষ শৃঙ্খল দিয়া সে সব বান্ধিলা। চারণ লাগিয়া কৃষ্ণ নিজ সঙ্গে নিলা॥ রাধিকার অনুমতি শ্রীকৃষ্ণ লইতে। তাঁরে কহে আপনার নয়নের পথে॥ দণ্ড দুই তিন নেত্র মুদিত হইয়া। রহিয়ে সুমুখি চিত্তে দুঃখ তেয়াগিয়া॥ আপনার কুঞ্জে তুমি আসিবে সর্ব্বথা। তথাই হইবে দোঁহা মিলনের কথা॥ এমত কাতর কৃষ্ণ করে অনুনয়। রাধিকা কাতর নেত্রে তাহানুমোদয়॥ কটাক্ষবাণেতে কৃষ্ণ বিন্ধিল রাধিকা। রাধিকা কটাক্ষে কৃষ্ণে বিন্ধিলা অধিকা॥ শূন্যে শূন্যে যায় বাণ অতি বিচক্ষণ। অলক্ষিতে যাঞা বিন্ধে দোঁহার মরম॥ আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহনে না যায়। বাণে বাণে ঠেকিলেও ছেদন না হয়॥ রাধাচিত্তমীন কৃষ্ণ নিজ কান্তিজালে। বন্ধ করি নিলা সঙ্গে গমনের কালে॥ কৃষ্ণ চিত্তহংস তথা রাধা সুবদনী। কটাক্ষ পিঞ্জর মাঝে রাখিলেন আনি॥ ধেনুগণ আগে চলে পাছে ব্রজবাসী। সব মিত্র সঙ্গে কৃষ্ণ বনেতে প্রবেশি॥ পুনর্ব্বার ফিরি কৃষ্ণ সুস্থির হইলা। পিতা মাতা ব্রজবাসী প্রবোধ করিলা॥ অতঃপর স্থির হঞা সবে যাহ ব্রজে। যাইয়া করহ গৃহে নিজ নিজ কাজে॥ মাতা যাইয়া রসালাদি শীঘ্র পাঠাইবে। বনশ্রমে সবাকার ক্ষুধা তৃষ্ণা হবে॥ পিতা গৃহে যাইয়া গেড়ুয়া সজ্জা করি। পাঠাইবে মোর ঠাঞি ব্যাজ পরিহরি॥ গো সকল আছে মোর অপেক্ষা করিয়া। দেখ মাতা ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাকুল হইয়া॥ তবে মাতা কহে শুন পুত্র মহামতি। ভক্ষ্যসজ্জ পাঠাব করিহ তাকে

প্রীতি॥ মধ্যাহ্নে ভক্ষণ করি অপরাহ্ণ কালে। আসিহ তৎকাল গৃহে সব সঙ্গী মিলে॥ কৃষ্ণ কহে তোমরা স্নান ভোজন করিয়া। সুখে থাক শুনি যদি দুঃখ তেয়াগিয়া॥ তবে সে ভক্ষণ আমি স্বচ্ছন্দে করিব। তবে সে সখাকে আমি গৃহেতে আনিব॥ ইহা না শুনিলে মাতা যে পাঠাবে তুমি। না খাইব না আসিব গৃহে তবে আমি॥ কায়মনোবাক্যে পিতা মাতা দুই জনে। কৃষ্ণের কল্যাণ লাগি করেন যতনে॥ অশ্রুজলে স্তনদুগ্ধে করাইল স্নান। পুনঃ পুনঃ চুম্বে মুখ দেখেন বয়ান॥ বিয়োগ উদয় উষ্ণ রবির প্রতাপে। ব্রজাঙ্গনা দুঃখ দেখি নিজ দৃষ্টি আপে॥ কটাক্ষ শীতল ধারা পান করাইলা। বিমনা হইয়া কৃষ্ণ বনেতে চলিলা॥ কৃষ্ণ দরশনে যত ব্রজবাসিগণ। সর্ব্বে-ন্দ্রিয় ইচ্ছা হয়ে হইতে নয়ন॥ কৃষ্ণ বনে গেলে এবে সে সব নয়ান। অন্ধ প্রায় হৈলা সবে মলিন বয়ান॥ জড় প্রায় হৈলা সবে চলিতে না পারে। এ সব বিচার সবে করেন অন্তরে॥ জঙ্গম হইতে বৃক্ষ জন্ম দেখি ভাল। জঙ্গম ছাড়িয়া কৃষ্ণ বনে প্রবেশিল॥ এইত লাগিয়া সবে বৃক্ষের আকার। স্তব্ধ হঞা রহে কারো নাহিক সঞ্চার॥ আভিরীর গণ হৈলা শুষ্ক নদী প্রায়। কৃষ্ণের বিরহানলে সকল শুকায়॥ মন মীন কৃষ্ণ ভুরু চিলে লঞা গেল। মুখপদ্ম ম্লান নেত্র অলি দুঃখ হৈল॥ তনুহংস বিচ্ছেদের পঙ্কেতে পড়িলা। এইমত ব্রজাঙ্গনা সবেই রহিলা॥ অভ্যাস কারণে সবে গৃহেতে আইলা। দেহ মন হীন সবে চেষ্টা হীন হৈলা॥ মূর্চ্ছা প্রায় যূথেশ্বরীগণ সখী সঙ্গে। প্রতিমায় প্রতিমা চলে হেন গতি রঙ্গে॥ রাই সখীগণ সনে কুন্দলতা লঞা। গৃহেতে আইলা অতি বিমনা হইয়া॥ না দেখিয়া কৃষ্ণ যদি ব্রজবাসিগণ। জ্ঞান শূন্য হইয়া আছে নাহিক চেতন॥ তথাপিহ ঘরে আছে যার যে যে কর্ম্ম। জীবন্মুক্ত যৈছে দেহ সংস্কা-রের ধর্ম্ম॥ ওথা পথে জটিলা করে উপলা নির্ম্মাণ। রাধিকার পথে রাখি আপন নয়ান॥ কৃষ্ণ অদর্শনে রাই অচেতন হইয়া। ললিতার অঙ্গে অঙ্গ হেলন করিয়া॥ চলিয়া আইসে রাই দেখি কুন্দলতা। রাইকে চেতন কৈল কহি নানা কথা॥ হেনকালে কুন্দলতা দেখিল

জটিলা। কুন্দলতা জটিলাকে কহিতে লাগিলা॥ তোমার বধূকে লও শুন বৃদ্ধমাতা। তোমার বধূর গুণ কি কহিব কথা॥ রাধিকার ছায়া কৃষ্ণ নয়ন গোচরে। নাহি হয় হেন রূপে সমর্পিল তোরে॥ সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে সপ্ত সমুদ্রেতে। ইহার যতেক রত্ন মূল্য যদি ধরে॥ এক অলঙ্কারের মূল্য তবু নাহি হয়। এত অলঙ্কার দিলা নাহি সমুচ্চয়॥ রন্ধনে নিপুণা দেখি বধূ যে তোমার। ব্রজেশ্বরী দিলা রত্ন মণি অলঙ্কার॥ ধর্ম্ম অর্থ লাভ পাইলা জটিলা আনন্দ। আশীর্ব্বাদ করে কুন্দলতাকে স্বচ্ছন্দ॥ পুত্রবতী হও বাছা সর্ব্বত্র কুশল। নিছনী যাই মা তোমার সুশীল সকল॥ সাধ্বী প্রগল্‌ভা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম জান। তোমাকে প্রতীত মোর নিজ মন যেন॥ পৌর্ণমাসী করিয়াছে সর্ব্ব ধর্ম্ম মর্ম্ম। পতির ধন বাড়ে যদি পত্নী পালে ধর্ম্ম॥ ধর্ম্ম হৈতে অর্থ হয় মহাজনে বলে। সত্য করি আজি তাহা জানিল কমলে॥ পৌর্ণমাসী আজ্ঞা ধর্ম্ম বধূ যে পালিলা। তেকারণে এত অর্থ প্রত্যক্ষ পাইলা॥ অতএব বধূ কৈল তোহে সমর্পণে। সূর্য্যপূজা করাইয়া আনিবে এথানে॥ এক পুত্র হয় মোর অকলঙ্ক কুল। কলঙ্ক না হয় যাতে সেই কার্য্য মূল॥ তবে কহে শুন রাধে আমার বচন। পূজার সামগ্রী কর করিয়া যতন॥ অরুণ কপিলা ঘৃত দধি দুগ্ধ আর। পক্কান্ন করহ যাঞা বিবিধ প্রকার॥ অক্ষত কর্পূর লও সুরক্ত চন্দন। পদ্মমালা জবাপুষ্প করহ রচন॥ সখীগণ সঙ্গে করি নিজ কুণ্ডতীরে। অতি শীঘ্র যাহ সূর্য্য পূজা করিবারে॥ গর্গ কন্যা পাও কিবা বিপ্র পূজ্য বটু। তারে লঞা যাও শীঘ্র যেই কার্য্যে পটু॥ এত কহি ললিতাকে কহেন জটিলা। সাধ্বী প্রগল্‌ভা তুমি হঞা এক মেলা॥ কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ তুমি যে দিকে পাইবা। যত্ন করি সেই দিকে তৃণাঞ্জলি দিবা॥ বধূর রক্ষার ভার দিল দুই জনে। উপলা করিতে এবে করিয়ে গমনে॥ এক রাশি গোময় আছে তিন বহু কৈলা। তাহা শুনি কুন্দলতা ললিতা কহিলা॥ গৃহকর্ম্ম কর তুমি আনন্দে যাইয়া। আমরা আছি যে রাই রক্ষার লাগিয়া॥ নয়নতারার রক্ষা পক্ষ যেন করে। এমতি আমরা দোঁহে রাখিব

রাধারে॥ জটিলার বাক্য মধু সবে পান করি। আনন্দে আইলা গৃহে মনে ধৈর্য্য ধরি॥ রাধিকা আসিয়া রত্ন পালঙ্ক উপরে। বসিলেন দাসীগণ ব্যজনাদি করে॥ কেহ পাদ প্রক্ষালয় কেহত মার্জ্জয়। বিশ্রাম শয়নে কেহ পাদ সম্বাহয়॥ তাম্বূল যোগায় কেহ আনন্দ অন্তরে। নানা সেবা করি সব শ্রম কৈলা দূরে॥ নর্ম্মদা মালীর কন্যা বৃন্দা হস্তে দিয়া। পাঠাইলা বহু পুষ্প রাইর লাগিয়া॥ মল্লিকা রঙ্গণ পুষ্প আর কর্ণিকার। জাতি যূথি আর নবমল্লিকা অপার॥ বকুল চম্পক আর পুন্নাগ কেশর। অম্বুজ লবঙ্গ আদি সৌরভ উৎকর॥ ভ্রমরের অপরশ নানা পুষ্পচয়। আনিয়া ধরিলা সেই রাধিকা আলয়॥ আপনার হস্তে তবে রাধা গুণমণি। বৈজয়ন্তী মালা কৈলা সুগুণ গাঁথনি॥ কৃষ্ণ অঙ্গ কামালয়ে জয়ের কারণে। নিজ নিপুণতা রাই প্রকাশে তখনে॥ স্বর্ণবর্ণ পাকা পানে বীঁড়া যে বান্ধিল। এলাচ কর্পূর জাতি ফল তাতে দিল॥ খদির গোলিকা চূর্ণ কর্পূর সহিতে। সুবর্ণ সংপুট আনি ভরিলা তাহাতে॥ তুলসী কস্তুরী প্রতি কহে তবে ধনী। পাণ বীঁড়া লঞা যাহ যথা ব্রজমণি॥ সুবল বৃন্দার সনে বিচার করিয়া। তৎকাল আসিহ স্থল সঙ্কেত জানিয়া॥ তাহারে বিদায় দিয়া তবে সুবদনী। পক্বান্নাদি সজ্জা করে সুধা নির্ম্মঞ্ছনি॥ কৃষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিয় তৃপ্ত করে যাহা হৈতে। আশ্চর্য্য পক্বান্ন করে সহচরী সাথে॥ কর্পূরকেলি আর অমৃতকেলি নাম। অদ্ভুত লড্ডুকা কৈলা অমৃত সমান॥ পাঠাইলা নিজ সখী কৃষ্ণ অন্বেষণে। আপনে আছেন কৃষ্ণ কর্ম্মে নিমগনে॥ তথাপিহ কৃষ্ণচন্দ্র মুখ দরশন। লাগি রাধা চকোরিণী চিত্ত উচাটন॥ কৃষ্ণ অদর্শনে ক্ষণ কোটি যুগ মানে। এ সব প্রেমের কথা কে কহিতে জানে॥ এইত কহিল কৃষ্ণের বনেতে গমন। যাহা হৈতে পাবে রাধা কৃষ্ণ প্রেমধন॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা মনোরম। শুনিলে জুড়ায় মন কর্ণের মরম॥ পঞ্চসর্গে বৃন্দাবন গমন বিহার। এ যদুনন্দনে কহে অমৃতের সার॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে বনগমন নামক পঞ্চম সর্গ॥ ৫॥

ষষ্ঠ সর্গ।

"প্রবিষ্টোঽপ বনং পশ্চাৎ পশ্যন্ ললিতকন্দরম্।
উদ্ভিজ্জৃম্ভে হরির্বীক্ষ্য নিরুত্থান্ ব্রজবাসিনঃ॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রসধাম। তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥ শুন শুন সাধুলোক গোবিন্দচরিত। চৈতন্য থাকিতে কেন এ রসে বঞ্চিত॥ এক্ষণে কহি যে কৃষ্ণের বনের বিহার। অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা লাগে চমৎকার॥ বনে কৃষ্ণচন্দ্র তবে প্রবিষ্ট হইলা। ফিরি দেখে ব্রজবাসী সব গৃহে গেলা॥ দেখিয়া আনন্দ অতি পাই-লেন হরি। পাদ বন্ধ ত্যাগে যেন সুখী মত্ত করী॥ ব্রজবাসিবৃন্দ যেন শৃঙ্খল হইতে। মুক্ত হঞা গেলা বনে সখার সহিতে॥ ব্রজবাসী লোকে কৃষ্ণ চিত্রপট ছিলা। সে বন্ধন ছিঁড়িয়া কৃষ্ণ বনে প্রবেশিলা॥ অনেক প্রকার করে বিহার মাধুরী। সখাগণ সনে কত বচন চাতুরী॥ কোন সখা নৃত্য করে কোন সখা গায়। কেহ হাসে কুঁদে কেহ গড়াগড়ি যায়॥ কেহ নম্র বিচরয়ে কেহ হম ভরে। বন্ধন ঘুচিলে যেন মত্ত করিবরে॥ মাতার নিকটে কৃষ্ণ রহেন যে রূপে। কোন সখা রহে সখা কাছে সেই রূপে॥ কেহত হইলা যেন অঙ্গনার প্রায়। চঞ্চল নয়ন করি কৃষ্ণ মুখ চায়॥ কার বাক্যে অন্যথা করয়ে কেহ আর। কেহ লঞা আড়ে রহে ব্রজস্ত্রী আকার॥ বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিয়া কিঞ্চিৎ প্রকাশে। চঞ্চল নয়ন করি অল্প অল্প হাসে॥ কোন সখা হৈলা যেন গোধন আকারে। উর্দ্ধমুখ উর্দ্ধ কর্ণ মহী ধরে করে॥ বিনত হইয়া কেহ পড়েন তথাই। কেহ শব্দ পড়ে কেহ সে সব খণ্ডাই॥ দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধ করে কেহ ভুজে ভুজে। লগুড় ফিরাণ কেহ দেখি মনোরঙ্গে॥ কেহ নৃত্য করে কেহ হাসয়ে অপার। এই রূপে করে কৃষ্ণ সন্তোষ বিস্তার॥ বৃন্দাবনে যবে কৃষ্ণ প্রবেশ করিলা। দেখি বৃন্দাদেবী চিত্তে আনন্দ হইলা॥ বিষণ্ণ আছয়ে বন কৃষ্ণের বিচ্ছেদে। অচেতন প্রায় সবে শ্রীকৃষ্ণের খেদে॥ স্থাবর

জঙ্গম সব অচেতন প্রায়। বৃন্দাদেবী সবাকারে চেতন করায়॥ ওহে বনসখী এবে করহ শ্রবণ। মাধব আইলা বনে ঘুচাও ঘূর্ণন॥ বড়ই উল্লাস পাঞা নিজ নিজ গুণ। প্রকাশ করহ সবে করিয়া দ্বিগুণ॥ রাধিকার স্মরণ যাতে কৃষ্ণ চিত্তে হয়। যেমতে দেখেন কৃষ্ণ সব রাধাময়॥ যদি রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে এই বনে। তবে সে তোমার শোভা সাফল্য কারণে॥ নিদ্রা ত্যজ লতা বৃক্ষ বিকসিত হও। কুজন করহ মৃগী পিক ভৃঙ্গ গাও॥ শিখী সব নৃত্য কর শুক পড় পাঠ। স্থিরচরানন্দ কর যার যেই ঠাট॥ তোমা সবা সুখ দিতে কৃষ্ণ আইলা এথা। তোমা সবা প্রিয় কৃষ্ণ জানহ সর্ব্বথা॥ তবে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যবে প্রবেশিলা। অচেতন বৃক্ষ লতা বিচ্ছেদ জানিলা॥ নিজ প্রিয়াটবী নিজ বিরহ আগুণি। পোড়া দেখি কৃষ্ণ তবে করে বংশীধ্বনি॥ সে ধ্বনি অমৃত বৃষ্টি যবে বনে হৈলা। কৃষ্ণ মেঘ আগমন ধ্বনিতে কহিলা॥ বংশীধ্বনি সুধাবৃষ্টি বায়ু কৃষ্ণ অঙ্গে। পাইয়া চেতন হৈল বৃন্দাবন রঙ্গে॥ প্রাণিমাত্র ধর্ম্ম সব হৈলা বিপর্য্যয়। সাত্ত্বিক বিকার সব স্থির চরে হয়॥ স্থাবরের অঙ্গে হৈল কম্পের উদয়। জঙ্গমে হইল স্তব্ধ জড় মত হয়॥ পাষাণ হইল জল স্বেদের আশ্রয়। সুশ্বেত কুসুম বন বিবর্ণতা হয়॥ পুষ্পে মধু পড়ে সেই অশ্রু বরিষয়। পশুপক্ষী শব্দ করে স্বরভঙ্গময়॥ লতাতে অঙ্কুর সেই পুলকে পূরিত। এই সব সাত্ত্বিক বনে হইল ব্যাপিত॥ আনন্দে চেতন হৈল প্রণয়ের কাজ। সর্ব্বত্র জানিবে ইহা বিস্তারে কি কাজ॥ কৃষ্ণ আগমন বন জানিয়া নিশ্চয়। কৃষ্ণ সুখ লাগি বেশ সর্ব্বাঙ্গের চয়॥ প্রফুল্ল নলিনী আর হাসে লতাগণ। নাচে পুনঃ লতা বায়ু শিখায় নর্ত্তন॥ শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ বাতাস। সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদক সর্ব্ব শ্রম নাশ॥ ভৃঙ্গ পশু শব্দ ছলে করে বহু গান। পাকি পাকি পড়ে ফল রসের নিধান॥ পুষ্প হাসে ভৃঙ্গ সব করেন গায়ন। পত্র সব নাচে মধু পানের কারণ॥ বৃক্ষ সব ফল দেন কৃষ্ণ ভক্ষ্য লাগি। অভ্যাগত কৃষ্ণে মান করে অনুরাগী॥ লতাগণ কৃষ্ণদাসী আপনাকে মানে। কৃষ্ণ দেখি নৃত্য হাস্য করে লজ্জা গানে॥ ভৃঙ্গ সব পুষ্প মুখে করেন চুম্বন। পত্র পট্ট-

বাস দিয়া হাসে লতাগণ॥ কুরঙ্গিণী রহে নিজ কুরঙ্গ সহিতে। তৃণের কবল মুখে শুনে বেণু গীতে। চঞ্চল নয়নে কৃষ্ণ বয়ান দেখয়। দেখি কৃষ্ণ মনে রাই কটাক্ষ উদয়॥ রাধার কটাক্ষ স্মৃতি কৃষ্ণে হৈল যবে। রাধা ভাবে কৃষ্ণ মন বিদ্ধ হৈল তবে॥ কৃষ্ণ দেখি নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী। পিচ্ছ প্রসারিয়া নাচে করিয়া মণ্ডলী॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে উৎকণ্ঠা বাড়িল। রতি মুক্ত রাই কেশ মনে স্মৃতি হৈল॥ হংস সারস আর চটকের ধ্বনি। শুনি কৃষ্ণ সবিস্ময় চিত্তে অনুমানি॥ রাধিকা বলয় কাঞ্চী নূপুর বাজয়। রাই আগমন ভ্রমে চিত্ত চমকয়॥ নদীমাঝে স্বর্ণপদ্ম অল্প বিকসিল। অত্যন্ত সুগন্ধি তাতে ভ্রমর বসিল॥ দেখি কৃষ্ণ রাইমুখপদ্ম স্মৃতি হৈল। সহাস্য কটাক্ষ গন্ধে প্রিয়া ভ্রম হৈল॥ ছোলঙ্গ নারঙ্গ বিল্ব দাড়িম্বাদি যত। সুপক্ক হইয়া তাহা আছে কত কত॥ দেখি কৃষ্ণ প্রিয়া কুচযুগ স্মৃতি হৈল। বৃন্দাবনময় সব রাধিকা মানিল॥ যেখানে যেখানে পড়ে কৃষ্ণের লোচন। সেখানে সেখানে দেখে রাধা অঙ্গ সম॥ এ কিছু আশ্চর্য্য নহে শুনহ কারণ। কৃষ্ণ সুখ রাধালতা হৈলা বৃন্দাবন॥ রাধাভাবাবেশে কৃষ্ণ চিত্ত উড়াইলা। কাশিয়ার ফুল যেন বাতাসে চালিলা॥ যত তত করেন কৃষ্ণ চিত্ত স্থির নয়। যেখানে সেখানে দেখে সব রাধাময়॥ তবে কৃষ্ণ দেখে যত স্থিরচরগণ। বিহ্বল হইয়া মহাপ্রেমে অচেতন॥ তাহা সবাকারে কৃষ্ণ কহে মিষ্টকথা। বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ইষ্ট প্রশ্ন বার্ত্তা॥ ওহে বৃক্ষলতাগণ কুশল সবার। মৃগ মৃগী পক্ষিণী পক্ষ মঙ্গল তোমার॥ ভ্রমরভ্রমরীগণ স্থিরচর যত। সবেত কুশলে আছ নিজ অভিমত॥ এইমত অতিশয় প্রেমের বিহ্বলে। স্থিরচরে পুছে কৃষ্ণ আনন্দ মহলে॥ তবে কৃষ্ণ নিজ মন স্থির করাইতে। গোবর্দ্ধন তটে গেলা সখার সহিতে॥ সখাগণ অন্যোন্য মল্লযুদ্ধ করি। গোধন চারণে শ্রম হইয়াছে ভারি॥ তার ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র তবে। ভক্ষ্য লাগি মনে কিছু করে অনুভবে॥ আপন কল্পিত খেলা সখাগণ লঞা। মন স্থির লাগি খেলে যতন করিঞা॥ রাই ভাবে কৃষ্ণ চিত্ত অতি উচাটন। করিতে নারিল যত্নে ধৈর্য্য এককক্ষণ॥ হেনকালে ধনিষ্ঠিকা

গোকুল হইতে। আইলেন তেঁহো ব্রজেশ্বরীর প্রেরিতে॥ প্রাতঃকালে কৃষ্ণ কহে ললিতাদি যাঞা। রসালাদি সজ্জ কৈল যতন করিঞা॥ সেই সব দ্রব্য লঞা দাসীগণ সঙ্গে। আইলা কৃষ্ণের কাছে অতি বড় রঙ্গে॥ তারে দেখি কৃষ্ণ পুছে হরষিত মনে। কহ পিতা মাতা স্নান করিলা ভোজনে॥ তেহো কহে তাঁরা তুয়া মঙ্গল লাগিয়া। দ্বিজে অর্থ দিল বহু ভোজন করায়া॥ আপনারা স্নান পান ভোজন করিলা। তোমার কারণে এই দ্রব্য পাঠাইলা॥ শুনি কৃষ্ণ সুখী হঞা মনে বিচারয়। নিজ চিত্ত লতা বৃক্ষ রাধিকা আশ্রয়॥ কহিতে ধনিষ্ঠা হৈল পরম সহায়। ধনিষ্ঠা সর্ব্বত্র গম্য কায় ভিন্ন নয়॥ এত অনুমানি কৃষ্ণ রহিলেন চিতে। বেণুধ্বনি কৈলা ধেনু একত্র করিতে॥ সখাসনে কৃষ্ণ আইলা মানস গঙ্গাতে। জল পিয়াইলা ধেনু সুখী হৈলা তাতে॥ সখা লঞা কৃষ্ণ বহু খেলাইল জলে। শুষ্কবাস পরে সবে আসিয়া উপরে॥ মিষ্টান্ন পক্কান্ন আর রসালাদি যত। সখাগণ সনে ভোজন করিলা বহুত॥ ভোজন করিয়া কৃষ্ণ কহে সখাগণে। গোধন পালহ সবে অগ্রজের সনে॥ সুবল বটুকে কহে দেখ বন শোভা। বসন্ত সময়ে বন হয় মনোলোভা॥ বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ সখাগণ দিলা। বন বিহরণ লাগি আপনে চলিলা॥ তবে ধনিষ্ঠিকা দেবী কহে দাসীগণে। ভাজন লইয়া গৃহে যাহ সর্ব্বজনে॥ নারায়ণ সেবা লাগি কুসুম লাগিয়া। আসিতেছি পাছে তুমি যাহ ত্বরা হঞা॥ এইকালে বৃন্দা দুই চম্পক লইয়া। আনি দিলা কৃষ্ণ করে হরষিত হঞা॥ চম্পক দেখিয়া কৃষ্ণে রাই স্মৃতি হৈলা। কাঁপিতে লাগিল হস্ত বটু তাহা নিলা॥ সেই দুই পুষ্প লঞা কৃষ্ণ কর্ণে দিলা। মনে কৃষ্ণচন্দ্র তবে বিচার করিলা॥ বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা মধুমঙ্গল সুবল। সবেই সদ্গুণ মিত্র জানে বড় ছল॥ রাধিকার অঙ্গরাজ্য লভিবার তরে। এ সব সহায় ভাব হঞা গেল মোরে॥ এত চিন্তি বটু কর ধরি বাম করে। বৃন্দা ধনিষ্ঠা সুবল সহ কৃষ্ণ চলে॥ সুমন সরোবর তটে মিলিল আসিয়া। রাই আগমন চর্চ্চা করেন বসিয়া॥ কুসুমিত তরুলতা দুই দিকে কুঞ্জ। মধ্যে পথ স্থল জল বিহগালি-

পুঞ্জ ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের চিত্তে উৎকণ্ঠা বাড়িলা। সবার সহিত যুক্তি করিতে লাগিলা ॥ বৃন্দাকে পাঠাই কিবা সুবলে পাঠাই। রাধিকা নিকটে কিবা বটুকে পাঠাই ॥ জটিলা দেখিয়া শঙ্ক করিবে অত্যন্ত। কলহ করিবে সেই বড়ই দুরন্ত ॥ অথবা বধূরে নিজ গৃহে রুদ্ধ করে। ইহা সবা পাঠাইলে এই ফল ধরে ॥ মুরলীর গান করি করি আকর্ষণ। সবেই আসিবে সব গোপাঙ্গনাগণ ॥ অন্যোন্যে ঈর্ষা তবে হইবে কন্দল। ইস্ট সিদ্ধ না হইবে হইবে বিকল ॥ অতএব ধনিষ্ঠা যাও কুন্দলতা ঠাঞি। আমার বৃত্তান্ত তারে কহ সব যাই ॥ জটিলা বঞ্চনা রীত তেঁহো ভাল জানে। জটিলা প্রতীত তাঁরে করে কায়মনে ॥ আমরা দোঁহাকে তার স্নেহ আচরণ। এই সে বিচার দেখি অতি বিলক্ষণ ॥ শুনি কহে বৃন্দাদেবী সত্য এই হয়। আর এক সুবিচার মোর মনে লয় ॥ রাধিকার সখী যদি পুষ্প তুলিবারে। কেহ বা আসিয়া থাকে বনের ভিতরে ॥ তাহার বিশেষ তত্ত্ব জানি ভাল মতে। তবে সে যাইব তেঁহো রাই অন্বেষিতে ॥ তুলসী আইলা তথা তেনই সময়। স্বপ্নে যে না ছাড়ে রাই সঙ্গ সুখময় ॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ হৈলা অতি হরষিত। রাধিকা আইলা হেন করে অনুমিত ॥ রাই লাগি কৃষ্ণ রহে পথে নেত্র দিয়া। দরশন লাগি অতি উৎকণ্ঠিত হিয়া ॥ তুলসী আসিয়া স্বর্ণ সংপুট খুলিয়া। বৈজয়ন্তী মালা মধুমঙ্গলেরে দিলা ॥ তাম্বূলের বীড়া দিলা সুবলের হাতে। বটু আনি মালা দিলা কৃষ্ণের গলাতে ॥ সুবল আনিয়া বীড়া দিল কৃষ্ণ করে। পরশিতে ভার তার পুলক শরীরে ॥ রাধিকার হস্ত গন্ধ লাগিয়াছে তায়। মালার পরশে রাই পরশ জাগায় ॥ কৃষ্ণ মনে জানে রাই আসিয়াছে হেথা। পরিহাস করি কুঞ্জে আছেন সর্ব্বথা ॥ তাঁহার দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত হঞা। কহেন সংলাপ কথা শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া ॥ তুলসীকে কহে তব সখীর কুশল। তেঁহো কহে সখী হয় সকল মঙ্গল ॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে তেঁহো আছেন কোথায়। তেঁহো কহে বসিয়াছে আপন আলয় ॥ কৃষ্ণচন্দ্র কহে কেন বনে না আইলা। তেঁহো কহে গুরুজন স্বকক্ষে রাখিলা ॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে আছে কিরূপ চেষ্টিত। তেঁহো কহে

জলঘট করেন মথিত ॥ কৃষ্ণ কহে তার পর আর কিবা হৈল। তেঁহো কহে বৃদ্ধা গৃহে ভৎর্সিয়া রাখিল ॥ কৃষ্ণ কহে বৃন্দা সনে যুক্তি করি আন। তেঁহো কহে বৃদ্ধা বঞ্চ না যায় কখন ॥ শুনি কৃষ্ণ কহে ধিক্ বিবিধ ঘটনা। প্রণয়ী মিলনে এত করয়ে বঞ্চনা ॥ এত কহি কৃষ্ণ হৈল বিরস বয়ান। সদাই দুর্লভা রাই স্ফুরে এই জ্ঞান ॥ হাস্য কথা তুলসীর এইত কারণে। সেই কথা সত্য করি কৃষ্ণ মনে জানে ॥ কৃষ্ণকে বিষণ্ণ দেখি তুলসী ব্যাকুল। বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা নেত্রে ভৎর্সিতে লাগিল ॥ তবেত তুলসী কহে শুন ব্রজানন্দ। নির্ম্মঞ্ছন যাও চিত্তে করহ আনন্দ ॥ পরিহাস করি কথা কহিল তোমারে। সত্য কথা কহি এবে শুন সমাচারে ॥ রাধিকা আইলা হেন সর্ব্বথা জানিবে। তাহার কারণে অতি উৎকণ্ঠ নহিবে ॥ কৃষ্ণ যদি শুনিলা রাধিকা আগমন। পরম ঔৎসুক্যে দেখে তুলসী বদন ॥ চম্পক কুসুম দুই শ্রবণ হইতে। খসাইয়া দিল কৃষ্ণ তুলসীর হাতে ॥ তাহা দিয়া তারে পুছে কোথা শ্রীরাধিকা। আমা প্রতি ক্রোধ কিবা হঞাছে অধিকা ॥ মোর অপরাধ কিছু নাই তার স্থানে। কিম্বা লুকাইয়া আছে পরিহাস মনে ॥ দুঃখী জনে পরিহাসে কিবা আছে ফল। প্রিয়া আনি ঘুচাও শীঘ্র মনের বিকল ॥ তুলসী চতুরা বড় কৃষ্ণ মন জানে। কহয়ে নিশ্চয় কথা রাধা আগমনে ॥ তোমারে দেখিতে রাধা উৎকণ্ঠিত চিতে। জটিলা পাঠান তাঁরে সূর্য্য পূজাইতে ॥ কুন্দলতা হাতে তারে সমর্পণ কৈলা। তবে রাই মোরে ডাকি কহিতে কহিলা ॥ কৃষ্ণ পাশে যাঞা তুমি সঙ্কেত জানিয়া। শীঘ্র আসিবে এথা বিলম্ব ত্যজিয়া ॥ এইত কারণ আমি আসিয়াছি এথা। কহত সঙ্কেত কুঞ্জে রাই আনি তথা ॥ শুনি কৃষ্ণ চিত্তে অতি উল্লাস হইলা। গলা হতে গুঞ্জামালা তুলসীকে দিলা ॥ সঙ্কেত কুঞ্জের লাগি বৃন্দাকে কহিলা। তবে বৃন্দাদেবী তারে সঙ্কেত বলিলা ॥ রাই কুঞ্জে যাঞা তুমি আনহ রাধিকা। কামকেলী সুখদা কুঞ্জ সেই সর্ব্বাধিকা ॥ চলহ তোমার সঙ্গে আমিহ যাইব। যে কুঞ্জে যাইয়া কেলী সামগ্রী করিব ॥ এইত সময়ে শৈব্যা তথায় আইলা। চন্দ্রাবলী সঙ্গে পদ্মা সঙ্কেত রাখিলা ॥ আসিয়া দেখয়ে শৈব্যা শিখী

গুঞ্জামালা। তুলসীর করে তাঁর সখী দিয়াছিলা॥ বৃন্দার সহিতে আছে তুলসী দেখিয়া। অতি দুঃখী হৈলা মনে রাধিকা মানিয়া॥ ছলে কিছু কহিবারে মনে যুক্তি করে। চন্দ্রাবলী পাঠাইল নিমন্ত্রিতে তোরে॥ ভদ্রকালী ব্রত আজি মহোৎসব তাঁর। কহিতে তুলসী দেখি ফিরায় আকার॥ ভাল হৈল তুলসী হে তোমায় দেখিল। গৃহে বনে রাধিকাকে বহু অন্বেষিল॥ কোথাও না পাই তারে কহ সমাচার। জানিলা তুলসী কূট শৈব্যা ব্যবহার॥ শঠেতে শঠতা করি এইত নিয়ম। বুঝিয়া তাহারে কহে সচ্ছল বচন॥ শ্যামা সখী নিমন্ত্রিলা রাধা সুবদনী। সর্ব্ব ভার দিল তারে সখী সনে আনি॥ অম্বিকার পূজা আজি করিলেন শ্যামা। তেকারণে রাধিকাকে নিমন্ত্রিলা রামা॥ ললিতা পাঠায় মোরে বৃন্দার আলয়। পুষ্প ফল লয়ে আমি যাই যে নিলয়॥ এইত কথাতে শৈব্যা প্রতারে তুলসী। বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা সঙ্গে চলিলা হরিষি॥ কৃষ্ণের নিকটে যেন কেহু আইসে নাই। শীঘ্রগতি চলে যেন শৈব্যা জানে নাই॥ শৈব্যা কিছু কহিবার উদ্যম করিতে। কৃষ্ণ তারে নিবারিলা নয়ন ইঙ্গিতে॥ আপন ঔদাস্য কৃষ্ণ তারে জানাইলা। চন্দ্রাবলী সমাচার পুছিতে কহিলা॥ কহ শৈব্যা চন্দ্রাবলী কেমন আছয়। কিবা করে কোন খানে করিয়া নিশ্চয়॥ শুনি শৈব্যা হৃষ্ট হৈয়া কহিতে লাগিলা। তাহার শাশুড়ী তারে ধরিয়া রাখিলা॥ আমি দুর্গাব্রত ছদ্ম করি তারে লৈয়া। আইলাম সঙ্কেত কুঞ্জে পদ্মাকে রাখিয়া॥ অতি শীঘ্র আইনু এথা তোমা অন্বেষিতে। অতএব কি করিব কহত ত্বরিতে॥ শুনি কৃষ্ণ মনে চিন্তা বাহ্যে সুখী হঞা। কহিতে লাগিলা তারে বঞ্চনা করিয়া॥ চন্দ্রাবলী লাগি মোর উৎকণ্ঠিত মন। ভাল হৈল আইল তেঁহো সঙ্কেত কানন॥ তাঁরে লয়ে যাহ তুমি গৌরী তীর্থ দেশে। দূর স্থলে যাহ যেন গুরুজন না আইসে॥ গোধন সন্তোষ করি যাবৎ আসি আমি। তাবৎ তথাই যাও লঞা তারে তুমি॥ এই কালে বটু আসি কহেন তাহারে। ধনিষ্ঠা কহিলা যাহা করহ সত্বরে॥ কৃষ্ণ কহে বটু ভাল স্মৃতি করাইলে। গোচোর পাঠাবে কংস চুরি করিবারে॥ তাহা শুনি বসুদেব মথুরা হইতে।

কহি পাঠাইলা তাহা মোর নিজ তাতে॥ পিতা কহি পাঠাইলা সে সব আমারে। ধনিষ্ঠা আসিয়াছিলা তাহা কহিবারে। অতএব সেই বিঘ্নে ব্যাজ যদি হয়। চন্দ্রাবলী তাতে যেন দুঃখ না ভাবয়॥ এইরূপে শৈব্যাকেত প্রতারণা করি। ত্বরাতে চলিলা সঙ্গে বটু যায় চলি॥ শৈব্যাও ত্বরাতে গেলা চন্দ্রাবলী স্থানে। এইত কহিলা কৃষ্ণের বনেতে পয়ানে॥ সহস্র মুখ থাকিলেও অন্ত নাহি হয়। দিগ দরশন কৈল জানিতে নির্ণয়॥ গোবিন্দলীলামৃতে সব আছে সংস্কৃতে। আপনা বুঝাই ইহা লিখিয়া প্রাকৃতে॥ তাহার শ্লোকের অর্থ কিছুই না জানি। লজ্জা খাঞা মূঢ় তাতে করি টানাটানি॥ সকল বৈষ্ণব পদে প্রণাম আমার। রাধাকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রাণধন যার॥ আমি অতি তুচ্ছ বুদ্ধি দোষ না লইবে। নিগূঢ় কথাতে সব বিচার করিবে॥ আস্বাদন না করিলে কোন সুখ নয়। এইমত কহে সব প্রেমভাণ্ডার-ময়॥ আপন সংপ্রদা বিনে অন্যে না কহিবে। বহির্ম্মুখ স্থানে কথা গোপন করিবে॥ কথার লালিত্য নাই না জানি ঘটনা। যৈছে তৈছে লিখি মাত্র অক্ষর যোটনা॥ গোবিন্দচরিতামৃত রসের কল্লোলে। বিহরয়ে ব্রজবাসী ভকত চকোরে॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। গোবিন্দচরিত কহে যদুনন্দন দাসে॥

ইতি গোবিন্দলীলামৃতে বনবিহরণে রাধাকৃষ্ণ মিলন পরামর্শ নামক ষষ্ঠ সর্গ॥ ৬॥

সপ্তম সর্গ।

"কিয়দ্দূরং ততো গত্বা নিবৃত্তোঽব্বর্ত্মনা হরিঃ।
রাধাকুণ্ডং সমায়াতঃ প্রিয়াসঙ্গোৎসুকঃ প্রিয়ম্॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনপ্রাণ। তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥ জয় জয় শুদ্ধ হেম প্রকাণ্ড শরীর। জয় জয় চন্দ্রমুখ অন্তর গম্ভীর॥ জয় রাধাভাবানন্দময় কলেবর। কি লাগি কি কর প্রভু কে জানে অন্তর॥ আপনাকে যবে তুমি জানাও আপনি। তবে তোমা জানা যায় যেবা রূপ তুমি॥ যেন অন্ধ কূপে অতি তৃণাদি দেখিয়া। লোভী পশু তাহে যেন রহয়ে পড়িয়া॥ তেমতি গৃহান্ধকূপে বিষয় ভুঞ্জিতে। পড়িয়াছ ওহে প্রভু না পার উঠিতে॥ কৃপাডোরে অবলম্ব দেহ দয়া করি। পতিতপাবন নাম রহু ক্ষিতি ভরি॥ এবে কহ শ্রীরাধিকা কুণ্ডের বর্ণন। যাহা শুনি সুখী হয় ব্রজবাসিগণ॥ এইমতে কৃষ্ণচন্দ্র কত দূর যাএগ। নিবৃত্ত হইয়া শীঘ্র আইলা ফিরিয়া॥ রাধিকার সঙ্গ লাগি উৎকণ্ঠিত মন। তার কুণ্ড তটে কৃষ্ণ কৈলা আগমন॥ আসি দেখে কুণ্ড শোভা অতি বিলক্ষণ। দেখিয়া হইলা তাঁর আনন্দিত মন॥ চারিদিগে চারি ঘাট মণি রত্ন নানা। সর্ব্ব দিকে রত্নবন্ধ আশ্চর্য্য ঘটনা॥ প্রতি ঘাটে দিব্য রত্নমণ্ডপ শোভয়। সব রত্নময় সেই মণ্ডপ আলয়॥ ঘাটের দুই পাশে আছে মণির কুট্টিমা। অতি মনোহর শোভা নাহিক উপমা॥ মণ্ডপের পার্শ্বে আছে তরুশাখাগণ। নানা পুষ্প নানা বস্ত্র হিন্দোলা সাজন॥ দক্ষিণে চাঁপার বৃক্ষে রত্ন হিন্দোলিকা। পূর্ব্বেতে কদম্বে দোলা নানা রত্নাধিকা॥ পশ্চিমে রসালে রত্ন হিন্দোলার সাজে। উত্তরে বকুলে রত্ন হিন্দোলা বিরাজে॥ পূর্ব্ব অগ্নিদিকে মধ্যে শ্যামকুণ্ড সঙ্গে। রত্নস্তম্ভে অবলম্বে বড় সেতু বান্ধে॥ রাধাকুণ্ড বেড়ি যত আছে বৃক্ষবৃন্দ। প্রতি বৃক্ষমূলে নানা রত্নে কৈল বন্ধ॥ চারা সব আছে সেই বৃক্ষের নিকটে। আশ্চর্য্য তাহার শোভা

হয় নীর তটে॥ রত্ন বেদী আছে রাধাকৃষ্ণ বসিবারে। সখীগণ লঞা সুখে যেখানে বিহারে॥ কুট্টিমা মণিতে বান্ধা প্রতি বৃক্ষতলে। তথা বসি রাধাকৃষ্ণ চৌদিগে নেহালে॥ গলা সম উচ্চ কাহোঁ কাহোঁ বৃক্ষ সম। কাহোঁ নাভি সম কাহোঁ হয় জানু সম॥ কাহোঁ উরু সম বেদী আর যে কুট্টিমা। চতুর্দ্দিগে আছে রত্ন সোপান ঘটনা॥ সে সব বৃক্ষের তল অতি মনোহর। যেখানে বিহরে রাই শ্যামল সুন্দর॥ শ্বেত রত্ন চারি ঘাটে রত্নবেদী আর। বিচিত্র কুট্টিমা শোভা কে কহিতে পার॥ এইত কহিল কিছু শুন এবে আর। যাহা শুনি লাগে চিত্তে অতি চমৎকার॥ কুণ্ড চারি কোণে আছে মাধবীর কুঞ্জ। বাসন্তীর চতুঃশালা অতি মনোরঞ্জ॥ সেই চতুঃ-শালা বেড়ি কুঞ্জ বহুতর। কাঞ্চন কেশর আর অশোক বিস্তর॥ তার বাহে কুণ্ড বেড়ি কদলীর বৃক্ষ। পক্ক অপক্ক ফল পুষ্প সহ লক্ষ॥ তাহার বাহিরে পুনঃ সে কুণ্ড বেড়িয়া। উপবন পুষ্পবন একত্র মিলিয়া॥ কুণ্ড মধ্যে অতি শোভা জলের উপরি। রতন মন্দির আছে সেতু বন্ধ করি॥ ঋতুরাজ আদি করি যত ঋতুগণ। শ্রীকুণ্ডকাননে সেবা করে অনুক্ষণ॥ বৃন্দাদেবী সেবা করে শ্রীকুণ্ড আলয়। সুগন্ধি সলিলে সাজে অঙ্গনের চয়॥ হিন্দোলিকা কুঞ্জ পথ মণ্ডলাদি যত। চান্দোয়া পতাকা পুষ্প গুচ্ছ আছে কত॥ লীলা কুঞ্জে আছে শয্যা কমলে রচিত। বোঁটশূন্য নানা পুষ্প অতি সুগন্ধিত॥ পুষ্প চন্দ্র-উপাধান আছয়ে কমলে। মধুপাত্র তাম্বূল-পাত্র আছে মনোহরে॥ কুঞ্জদাসী শত শত আছেন তথাই। পুষ্প তোলা সেবা যোগ্য সামগ্রী বানাই॥ কুঞ্জ বেড়ি পুষ্পবাটী উপবন মাঝে। সেবার সামগ্রী ঘর অনেক বিরাজে॥ বৃন্দাদেবী সেই খানে নিজগণ লঞা। রাধাকৃষ্ণ সেবা করে আনন্দ পাইঞা॥ কহ্লার রক্তোৎপল পুণ্ডরীক করি। পঙ্কেরুহ ইন্দীবর কৈরবাদি ভরি॥ আছয়ে কুণ্ডের জল সৌরভ্য করিয়া। মকরন্দ পরাগচয় আছয়ে ভরিয়া॥ কলহংস হংসী চক্রবাকী চক্রবাক। সারস সারসী কোক ডাহুকী ডাহুক॥ শ্রবণের প্রিয় যাতে সে শব্দ করয়। কত কত

আছে তাহা কথিত না হয়॥ শুক শারী অন্যোন্য আশঙ্কা করিয়া। কৃষ্ণলীলা রস কাব্য গায় সুখ পাঞা॥ নাচে সখীগণ যাঁহা দেখে কৃষ্ণকান্তি। কুণ্ডতট অঙ্গনাদি করি কত ভাঁতি॥ পারাবত হরিতাল চাতকাদি যত। কৃষ্ণ দেখি কর্ণামৃত ধ্বনি করে কত॥ কৃষ্ণ মুখ শোভা কোটি চন্দ্র বিনিন্দিত। দেখিয়া চকোরগণ অতি হরষিত॥ অবজ্ঞা করিয়া সব চন্দ্র তেয়াগিয়া। কৃষ্ণ মুখচন্দ্র রশ্মি পিয়ে সুখ পাঞা॥ লতা বৃক্ষ সব পুষ্প ফলে পূর্ণ হৈলা। পক্কাপক্ক ফল ডালি ভরে নম্র কৈলা॥ অনেক নদীর তীর নীর চারি পাশে। শ্রীকৃষ্ণ বিলাস যোগ্য শোভা কুঞ্জে ভাসে॥ নানা পদ্মকান্তিগণে করে ঝলমল। গুণেতে জিনিল ক্ষীর সমুদ্র সকল॥ যেমন কহিল এই রাধিকার কুণ্ড। শ্যামকুণ্ড এইমত গুণে অতি চণ্ড॥ রাধাকৃষ্ণ পাশে সেই আছয়ে বিরাজ। তীর নীর সম সর্ব্ব রত্নের সমাজ॥ কুণ্ড তীরে অষ্টদিকে অষ্ট কুণ্ড আর। অষ্ট সখী নামে আছে অন্যান্য প্রকার॥ নিজ নিজ হস্তে তাহা করেন সংস্কার। যাতে রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া সুখময়াগার॥ সেই সেই সীমাতে আছে যত উপবন। তাহার নিকটে আছে শিল্পশালাগণ॥ সেই সেই সীমাতে বৃক্ষগণ আছে কত। দুই দিকে বন মধ্যে আছে রত্নযুত॥ পরিসর পথগণ মরকত মণি। ভিতরে রচিয়া বহু করিয়া সাজনি॥ পথের দুই পাশে মণি স্ফটিকের ভিত। উপরে স্ফটিক মণি তাহাতে রচিত॥ ছোট ছোট তরঙ্গ যেন নদীতে বহয়। এমতি স্ফটিক মণি চিত্র তাতে হয়॥ অন্য লোক প্রবেশ যদি করয়ে তাহাতে। ভিতে পথ জ্ঞান হয় পথ হয় ভিতে॥ এইমত দ্বারবৃন্দ উপবন মাঝে। কত কত রত্নবৃন্দ কল্পিয়াছে সাজে॥ কুণ্ডের উত্তরদিকে ললিতার কুঞ্জ। অনঙ্গ অম্বুজ নাম চতুর সুহৃদ॥ অষ্টদল পদ্ম তুল্য তাহার ঘটনা। হেম রত্নাবলি তার কেশর সুষমা॥ অষ্টদলে অষ্ট কুঞ্জ আছে বিলক্ষণ। পশ্চাৎ বিস্তার তার করিব লক্ষণ॥ আগে কহি কর্ণিকার যে কুঞ্জ ঘটনা। আশ্চর্য্য কুট্টিমা সেই সর্ব্ব মনোরমা॥ কর্ণিকাতে সুবর্ণের কুট্টিমা বিরাজে। সহস্রপত্র পদ্ম তুল্য তাহা ভাল সাজে॥ রাধাকৃষ্ণ যে

সময়ে যে লীলা করয়। তখনি তেমতি লঘু বিস্তারিত হয়॥ ললিতা দেবীর শিষ্য নাম কলাবতী। সংস্কার করয়ে তেঁহো সেই কুঞ্জ নিতি॥ ছয় ঋতু সম্পূর্ণ তাহা সর্ব্ব কেলি মূল। রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে সখী অনুকূল॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জ রাজপট্ট নাম। যত শোভা আছে তার সেই মূল স্থান॥ সুবর্ণ কর্ণিকা তার মাণিক কেশর। ক্রমে ক্রমে কুণ্ডলিকা দ্বিগুণ অন্তর॥ এক বর্ণ রত্নে তার সম পত্র কৈলা। পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদ তুল্য পঞ্চ গুণ লৈলা॥ অতি সুশীতল মৃদু সৌরভ্য পূরিত। পরম নির্ম্মল আর মাধুর্য্যতা নিত॥ তাহার বাহিরে বন্ধ সুবর্ণ মণ্ডলী। তাহার বাহিরে বান্ধা প্রবাল মণ্ডলী॥ তাহার বাহিরে শোভে মণি পদ্মরাগ। তাহার বাহিরে মণি স্ফটিকের ভাগ॥ তাহার বাহিরে বান্ধা ইন্দ্রনীল মণি। পঞ্চরত্ন মণ্ডলীতে ভিতর সাজনি॥ তাহার ভিতরে নানা রত্নে বিনির্ম্মিত। দেবতা মনুষ্য পক্ষী মৃগাদি চিত্রিত॥ স্ত্রী পুরুষ বিনির্ম্মিত দোঁহে এক ভাব। রস উদ্দীপনা করে যার যেই ভাব॥ জাম্বুদম্ব তুল্য সেই কুট্টিমা ভিতর। সহস্র পত্র কর্ণিকার রসের আকার॥ বায়বী দিশাতে তার অষ্ট কুঞ্জ আর। অষ্টদল শ্বেত পদ্ম পুষ্পের আকার॥ অশোক লতার পুষ্প আমূল হইতে। শ্বেতারুণ হরিত পীত শ্যাম পুষ্প যাতে॥ প্রবীণ অশোক বৃক্ষ পুষ্প মনোরম। মধ্যে এক কুঞ্জ হয় কর্ণিকার সম॥ বসন্ত সুখদা নাম অতি অনুপাম। এই ত কহিল নয় কুঞ্জের বিধান॥ ভ্রমর গুঞ্জরে তথা কোকিলের ধ্বনি। অতি সুখ পান রাধা কৃষ্ণ যাহা শুনি॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জের নৈঋত কোণেতে। শ্রীপদ্ম মন্দির আছে অপূর্ব্ব নির্ম্মিতে॥ ষোল পত্র পদ্ম তুল্য তাহার রচনা। কহিতে না জানি আমি মাধুর্য্য ঘটনা॥ নানা মণি বিরচিত তাহার চারি ভিত। বিচিত্র রচনা চতুর্দ্বার বিনির্ম্মিত॥ চারি দ্বার পাশে তার আছে বাতায়ন। সেই দ্বারে গূঢ় লীলা দেখে সখীগণ॥ পূর্ব্ব-রাগ চেষ্টা হয় মন্দির ভিতর। রাস কুঞ্জবিলাসাদি বিচিত্র প্রকার॥ পূতনাদি বৈরিগণ বধ আদি যত। এইমত ভিতরে বিচিত্র নানা মত॥ নানা রত্নে বান্ধে তার কেশর সমান। মধ্যে যে মন্দির সেই কর্ণিকার

ভান॥ ষোল রত্ন কোঠা তাতে শোভে ষোল পত্র। এই মত অপূর্ব্ব শোভা না শুনি অন্যত্র॥ দুই দুই কোঠার সেই উপর বিভাগে। ষোল রত্ন কোঠা আছে দৃষ্ট্যাশ্চর্য্য লাগে॥ রত্ন অট্টালিকা আছে অতি উচ্চতর। রত্ন স্তম্ভ পাঁতি তাতে ভিত হীন ঘর॥ স্ফটিক মণির স্তম্ভ প্রবালাদি করি। চিত্র রত্ন চাল শোভে তাহার উপরি॥ রত্ন-কুম্ভ শোভে তার শিখর উপরে। তাতে থাকি রাধাকৃষ্ণ দূর বন হেরে॥ অতি উচ্চ অট্টালিকা তিন তলা যার। তিন পার্শ্বে মুক্ত গেহ অনেক বিস্তার॥ তলে উপরে কুট্টিমাতে চৌদিক বেষ্টিত। নানা রত্নে ভেল সেই অতি সুচিত্রিত॥ কণ্ঠ সম উচ্চ সেই কুট্টিমার গণ। চারিদিকে শোভে রত্ন সোপান সুষম॥ তাহা বেড়ি উচ্চ বৃক্ষ অট্টালি সমান। ফল পুষ্প যুক্ত সেই অতি অনুপাম॥ রাধা-কৃষ্ণ কেলি করে তাহার উপর। বর্ণন না হয় স্থল অতি মনোহর॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জের অগ্নিকোণ দিগে। হিন্দোল কুট্টিমা রত্ন আছে সেই ভাগে॥ বকুলের বৃক্ষ আছে পূর্ব্বেতে পশ্চিমে। তাহার ঘটনা এবে কহি কিছু ক্রমে॥ উচ্চ বৃক্ষ পুষ্প পূর্ণ বক্র গতি হৈয়া। শাখা শাখা মিলিয়াছে সুষমা করিয়া॥ রত্ন মণ্ডপের প্রায় দেখি আচ্ছা-দিত। তার মাঝে হিন্দোলিকা আছে মনোনীত॥ শাখা মূল বদ্ধ পট্ট রজ্জু চারি দিয়া। হিন্দোলিকা চারি কোণে আছে বদ্ধ হৈয়া॥ নাভি মাত্র উচ্চ স্থল অতি মনোহরে। তাহার বর্ণনা কেবা করিবারে পারে॥ পদ্মরাগ মণি আট পাটির হিন্দোলা। প্রবাল মণির পাটি আট তাতে দিলা॥ এক হস্ত উচ্চ পাটি পদ্মরাগ মণি। কেশর বেষ্টিত সেই সুন্দর শোভনি॥ ষোল পত্র পদ্ম প্রায় রচনা তাহার। রত্নের সমূহ চিত্র কর্ণিকা যাহার॥ দুই দুই খুরার কাছে একেক দল তার। বাহিরে আছয়ে অষ্ট দলের আকার॥ রত্ন পট্টি কেশর চারি পাশে শোভা করে। অষ্ট দিকে শোভা তার করে অষ্ট দ্বারে॥ দক্ষিণ দলের পার্শ্বে আছে দুই দ্বার। আরোহণ লাগি দ্বার অতি মনোহর॥ লঘু স্তম্ভ আছে দুই পৃষ্ঠাবলম্বন। মধ্যে পট্ট তুলী তাতে বসিতে আসন॥ পার্শ্বেতে বালিশ তাহে আছে বিলক্ষণ।

ঊর্দ্ধে স্বর্ণ সূত্র তাতে চান্দোয়া গঠন ॥ নানা চিত্র শোভে তাতে চন্দ্রাবলী ছান্দে। মুক্তাদাম গুচ্ছ তাতে কতেক প্রবন্ধে ॥ অষ্টসখী অষ্টদলে রাধাকৃষ্ণ মাঝে। তলে গায় সখীবৃন্দ দোলাবার কাজে ॥ সেখানে আশ্চর্য্য আর এক দোলা হয়। সবে জানে রাধাকৃষ্ণ সম্মুখে আছয় ॥ মদনান্দোলনা নাম সেইত হিন্দোলা। রাধাকৃষ্ণ ইহাতেই করে দোল লীলা ॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জের ঈশান কোণেতে। মাধবীর কুঞ্জশালা আছয়ে সুমতে ॥ অষ্ট পত্র পদ্ম প্রায় তাহার গঠন। অষ্ট পত্রে অষ্ট কুঞ্জে আছে মনোরম ॥ মধ্যেতে কর্ণিকা তাতে আর এক কুঞ্জ। নব কুঞ্জ আছে রাধাকৃষ্ণ মনোরঞ্জ ॥ আমূল হইতে পুষ্প ধরিলা তাহার। মাধবানন্দদা নাম ধরিয়াছে ভাল ॥ এই কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ নানা লীলা করে। সব সখী সঙ্গে লীলা অতি মনোহরে ॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জের উত্তর দিশাতে। শ্বেতপদ্ম অষ্ট কুঞ্জ আছয়ে তাহাতে ॥ অষ্টদলে অষ্টকুঞ্জ কর্ণিকার এক। আশ্চর্য্য কুঞ্জের শোভা নয় পরতেক ॥ কর্ণিকার কুঞ্জ সেই স্বর্ণবর্ণ সম। তাহা বেড়ি অষ্ট শ্বেত অতি অনুপম ॥ শ্বেতবর্ণ পুন্নাগ বৃক্ষে শ্বেত মল্লীলতা। শ্বেতবর্ণ যুক্ত শাখা হইল পূর্ণিতা ॥ চন্দ্রকান্ত মণি শোভে তাহার ভিতর। কিঞ্জল্ক রচিত মণি শোভা মনোহর ॥ সুগন্ধি কুসুমে পূর্ণ গন্ধে আমোদিত। রাধাকৃষ্ণ লীলা করে সখী সঙ্গে নিত ॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জের পশ্চিম দিশাতে। মেদাম্বুজ নাম কুঞ্জ সদা বিরাজিতে ॥ অষ্টদল স্বর্ণ পদ্মে অষ্ট উপকুঞ্জ। মধ্যে আছে কর্ণিকাতে আর এক কুঞ্জ ॥ চম্পক তরুতে শোভে হেম লতাগণ। হেমবর্ণ পুষ্প তাতে অতি বিলক্ষণ ॥ বাহির অন্তর তার সুবর্ণে রচিত। রাধাকৃষ্ণ লীলা যাতে করে হরষিত ॥ এই কহিলাম রাধাকুণ্ডের বর্ণন। ললিতানন্দদা কুঞ্জ অতি বিলক্ষণ ॥ কুঞ্জের ঈশান কোণে বিশাখার কুঞ্জ। অতি মনোহর সেই রাধাকৃষ্ণ রঞ্জ ॥ ষোল পত্র পদ্ম হেন তাহার রচনা। চারি কোণে চম্পকের বৃক্ষের ঘটনা ॥ চারি বর্ণ পুষ্প তাতে শ্যাম পীত ধরে। অরুণ হরিত বর্ণ অতি মনোহরে ॥ মাধবী মল্লিকা লতা প্রফুল্ল হইয়া। অষ্টদিকে বেড়ি আছে

ভীত মন হৈয়া॥ প্রতি বৃক্ষে সব শাখা একত্র হইয়া। মণ্ডপ হইয়া আছে উপরে মিলিয়া॥ শুক পিক ভ্রমরাদি তাতে শব্দ করে। আশ্চর্য্য মধুর ধ্বনি যাতে কর্ণ হরে॥ তাহার ভিতরে দিব্য শয্যার ঘটনা। স্থলপুষ্পে জলপুষ্পে করিয়া যোজনা॥ নানা বর্ণে চিত্র সেই চান্দোয়া উপরে। শ্বেতারুণ শ্যাম পীত পদ্মের আকারে॥ চারি-দ্বারে সেই কুঞ্জে কপাট সহিতে। পুষ্প পত্র শলাকা সব চিত্রিত তাহাতে॥ চপল ভ্রমরাগণ সেনাপতি-সঙ্গে। সে দ্বারে পালন করে দ্বারী হঞা রঙ্গে॥ চারি দিগে ভিত তার মণির সাজনি। চারি পিড়া আছে বৃক্ষশাখা আচ্ছাদনি॥ বিশাখার শিষ্যা মঞ্জুমুখী তাঁর নাম। সংস্কার করয়ে তেঁহো সেই কুঞ্জধাম॥ রাধাকৃষ্ণলীলা রস বন্যায় প্লাবিত। মদনসুখদা নাম নয়ন রঞ্জিত॥ বিশাখানন্দদা নাম কুঞ্জ বিলক্ষণ। রাধাকৃষ্ণলীলা ইহাঁ হয় সর্ব্বক্ষণ॥ কুঞ্জ পূর্ব্বে চিত্রাদেবীর মনোহর কুঞ্জ। কি কহিব সেই শোভা সর্ব্ব চিত্ত রঞ্জ॥ চিত্র বৃক্ষ চিত্র লতা চিত্র পুষ্পগণ। অন্তরে বাহিরে তার বিচিত্র রতন॥ চিত্র বর্ণ পক্ষী ভৃঙ্গ কুট্টিমা অঙ্গন। বিচিত্র মণ্ডপ চিত্র হিন্দোলিকা-গণ॥ কুণ্ড অগ্নিকোণে আছে ইন্দুরেখা কুঞ্জ। অপূর্ব্ব তাহার শোভা সর্ব্ব শুভ পুঞ্জ॥ চন্দ্রকান্ত মণি আর স্ফটিকাদি মণি। কুট্টিমা চন্দ্রের স্থল বিচিত্র সাজনি॥ শ্বেতপদ্ম মল্লিকাদি কৈরবাদি যত। শ্বেত বৃক্ষ শ্বেত লতা পুষ্প পত্র যত॥ শুক পিক ভ্রমরাদি শ্বেতবর্ণ সব। যে যে পক্ষী জানা যায় শব্দ অনুভব॥ পৌর্ণমাসী রাত্রে রাধাকৃষ্ণ সখী সনে। শুভ্র বেশ করি করে নানা লীলাগণে॥ ক্রীড়াকালে কেহ যদি যায় সেই স্থানে। চিনিতে না পারে সেই অত্যন্ত যতনে॥ শুভ্র কেলি শয্যা তাতে অতি মনোহর। পূর্ণচন্দ্র কুঞ্জনাম ইন্দুলেখা ঘর॥ চম্পকলতার কুঞ্জ কুণ্ডের দক্ষিণে। হেম বর্ণময় সেই অতি মনোরমে॥ হেম বৃক্ষ হেম লতা পুষ্প হেম বর্ণ। হেমবর্ণ শুক পিক ভ্রমরাদি পূর্ণ॥ স্বর্ণের মণ্ডপ আর কুট্টিমা প্রাঙ্গণ। স্বর্ণ নীল পরিচ্ছন্ন হিন্দোলাদিগণ॥ হেমবর্ণ বস্ত্র আর সুবর্ণ ভূষণ। হেমবর্ণ কুঙ্কুমাদি করিয়া লেপন॥ গৌরাঙ্গ বেশ কৃষ্ণ

করিয়া গোপনে। প্রেম আলাপন শুনে সখীগণ সনে॥ ঈর্ষা করি পদ্মা যাঞা জটিলা পাঠায়। একাসনে রাধাকৃষ্ণ দেখিতে না পায়॥ চম্পকানন্দদা নাম কুঞ্জ রসময়। চাঁপার কুঞ্জেতে মাত্র পাকশালা হয়॥ ভোজন বেদিকা তাঁহা আছে মনোহরে। নিজ সখী সঙ্গে তেঁহো পাক কার্য্য করে॥ কদাচিত কোন দিন কুঞ্জেতে ভোজন। করে কৃষ্ণ রাধা সহ সঙ্গে সখীগণ॥ রঙ্গদেবী কুঞ্জ আছে কুণ্ডের নৈঋর্তে। শ্যামবর্ণ কুঞ্জ রাধাকৃষ্ণ মনোনীতে॥ তমাল তরুতে শ্যাম লতার সাজনি। কুট্টিমা চত্বর ভূমি ইন্দ্রনীল মণি॥ মুখরাদি যান যদি কভু সেই খানে। চিনিতে না পারে রাধাকৃষ্ণ একাসনে॥ রঙ্গদেবী সুখপ্রদ নাম হয় তার। সর্ব্ব শ্যামময় কুঞ্জ নীলাম্বুজাকার॥ তুঙ্গবিদ্যা কুঞ্জ আছে কুণ্ডের পশ্চিমে। রক্তবর্ণময় সব অতি মনোরমে॥ রক্ত বর্ণ বৃক্ষ লতা পুষ্পাকাদি যত। মণ্ডপ কুট্টিমা রক্ত হিন্দোলাদি যত॥ বাহিরে ভিতরে যত অঙ্গনাদি করি। রক্ত মণি রত্নে সব স্থল আছে ভরি॥ তুঙ্গবিদ্যানন্দদাখ্যা কুঞ্জ বিলক্ষণ। রাধাকৃষ্ণ লীলা বেশ অরুণ বরণ॥ সুদেবীর কুঞ্জ হয় বায়ব্যদিকেতে। হরিদ্বর্ণ সর্ব্ব কুঞ্জ অতি সুশোভিতে॥ হরিদ্বল্লী বৃক্ষগণ পুষ্প পত্র যত। হরিদ্বর্ণ পক্ষী আর ভ্রমরাদি কত॥ হরিন্মণি ভূমি বাহ্য অন্তর চত্বর। রাধাকৃষ্ণ পাশা খেলা সে কুঞ্জ ভিতর॥ সুদেবীসুখদা নাম কুঞ্জ মনোহর। সব হয় হরিদ্বর্ণ পরম সুন্দর॥ কুঞ্জ মধ্যে পদ্মরাগ চন্দ্রকান্ত মণি। আশ্চর্য্য মন্দির আছে মোহন গঠনি॥ নীলবর্ণ সে মন্দির উৰ্দ্ধে চিত্র সঙ্গ। তাহা দেখি মনে হয় নদীর তরঙ্গ॥ মন্দির ভিতর সব মরকতময়। মণি হংস পদ্ম চিত্র উপরে আছয়॥ ষোল পত্র পদ্ম প্রায় সেইত আলয়। রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া করি তাতে সুখী হয়॥ উত্তর দিশাতে তার সেতুবন্ধ হয়। তাহা জল স্নান হয় ঐছে স্বচ্ছময়॥ যৈছে হয় রাধাকৃষ্ণের পরম প্রেয়সী। তৈছন মানেন কৃষ্ণ তাঁহার সরসী॥ রাত্রি দিনে প্রেমে কৃষ্ণ তাতে ক্রীড়া করে। এ কুণ্ড মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে॥ সে কুণ্ডে সকৃৎ স্নান করে যেই জন। তার কৃষ্ণপ্রেম হয় রাধিকার সম॥ অতএব

কহিবারে কে পারে মহিমা। সহস্র যুগেতে যার দিতে নারে সীমা॥ কবে সুপ্রভাত হবে পোহাইবে রাতি। নয়নে দেখিবে কুণ্ড শোভা এই ভাতি॥ এইরূপে রাধাকুণ্ড দেখিয়া গোবিন্দ। বহু উদ্দীপনা তৃষ্ণা বাড়য়ে আনন্দ॥ রাধিকার প্রাপ্তি লাগি উৎকণ্ঠা বাড়িলা। ভ্রমেতে উৎপ্রেক্ষা বহু দেখিতে লাগিলা॥ চক্রবাক চক্রবাকী মধ্য কুণ্ডে খেলে। রাই কুচযুগ স্মৃতি তাতে করাইলে॥ কুণ্ড মধ্যে ফেন মানে রাই মুক্তা হার। তরঙ্গ দেখেন যেন রসের বিস্তার॥ প্রিয়া বক্ষ সম কুণ্ড হৈলা কৃষ্ণ জ্ঞান। পদ্ম দেখি রাধিকার মুখপদ্ম ভান॥ ভৃঙ্গ দেখি মনে করে অলকার পাঁতি। খঞ্জন দেখিতে নেত্র খঞ্জনের ভাতি॥ হংস শব্দ মানে প্রিয়া নূপুরের ধ্বনি। প্রিয়া কুণ্ড দেখি কৃষ্ণ প্রিয়া অনুমানি॥ শ্যাম কুণ্ড কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ সে কুণ্ডের কাছে। রক্তপদ্মগণ তাতে বহু ফুটিয়াছে॥ যেন কৃষ্ণ বাহু মেলি প্রিয়া আলিঙ্গিতে। হস্তপদ্ম তোলে রাই নিষেধ করিতে॥ হেমপদ্মগণ যেই সমীরে চালায়। নীলপদ্ম তাহা সনে আসিয়া মিশায়॥ হেন পদ্ম উলটিতে পড়ে অলি যোড়ে। তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে হইলা বিভোরে॥ যেন কৃষ্ণ রাই মুখে বলে চুম্ব দিতে। কটাক্ষ বক্রতা মুখ তেন কৃষ্ণ চিত্তে॥ ভৃঙ্গার ঝঙ্কার যেন রাধিকা শীৎকার। গদ্গদিকা কুট্টমিত যতেক প্রকার॥ এ সব দেখিয়া কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বাড়য়। মনে বিচারয় রাই সঙ্গে কৈছে হয়॥ দুই কুণ্ড দেখি কৃষ্ণ মনে বিচারয়। কুণ্ড নহে গোবর্দ্ধনের দুই নেত্র হয়॥ নীলপদ্মগণ সদা পবনে ঘুরায়। নেত্র তারাগণ সদা যেন উলটায়॥ আমাকে দেখিয়া গিরির প্রেম উথলিল। কুণ্ড জল ছল এই অশ্রুপাত হৈল॥ সর্ব্বাঙ্গ প্রণতি কিবা করিয়াছে মোরে। উদ্ঘূর্ণা বৈবশ্য চেষ্টা দেখিয়ে ইহারে॥ এই সব অনুমান করে কুণ্ড দেখি। রাধিকা প্রত্যক্ষ বিনু নাই দেখি আঁখি॥ তবে কৃষ্ণ এইরূপ দেখে নিজ কুণ্ড। তাহা বেড়ি আছে ঐছে নর্ম্ম সখা কুঞ্জ॥ সুবল মধুমঙ্গল উজ্জ্বল অর্জ্জুন। গন্ধর্ব্ব কোকিল আর বিদগ্ধাদিগণ॥ দক্ষ সনন্দন আদি যত সখাচয়। নিজ নিজ নাম নর্ম্ম সখা কুঞ্জ হয়॥ রাধিকা ললিতা আদি যত সখীগণে।

সব কুঞ্জ দিয়াছেন করিয়া বণ্টনে॥ শ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে সুবলের কুঞ্জ॥ মানস পাবন নাম ঘাট মনোরঞ্জ॥ সে কুঞ্জ লইয়া বাঁটি রাধা সুবদনী। প্রত্যহ আগ্রহে স্নান করেন আপনি॥ কৃষ্ণপদে জন্ম কুণ্ডের সে তুল্য মাধুরী। কৃষ্ণ স্পর্শ সুখ পায় তাতে স্নান করি॥ মধুমঙ্গলের কুঞ্জ কুণ্ডের উত্তরে। পরম সুন্দর কুঞ্জ ললিতাঙ্গী করে॥ উজ্জ্বলানন্দদা কুঞ্জ কুণ্ডের ঈশানে। বিশাখাঙ্গীকৃত কৈলা সে কুঞ্জ আপনে॥ এই ক্রমে কুণ্ডের যত কুঞ্জগণ। সব সখী লৈলা তাহা বিভাগ কারণ॥ শ্যামকুণ্ড পূর্ব্ব রাধাকুণ্ডের পশ্চিমে। দুই ঘাটে নর পশু করে স্নান দানে॥ লীলা অনুকূল জন সাধকাদিগণে। যেরূপ কহিল ঐছে পায় দরশনে॥ অন্য লোকে স্ফুরে এই সাধকের সম। এইত কহিল দুই কুণ্ডের বর্ণন॥ অতঃপর বৃন্দাদেবী দেখি কৃষ্ণচন্দ্র। দুই পুষ্প আনি দিলা পাইঞা আনন্দ॥ তবে বৃন্দাদেবী নিজ কৌশলাদি যত। কৃষ্ণকে দেখায় কুঞ্জ সামগ্র্যাদি কত॥ সামগ্রী দেখিয়া রাই স্মৃতি করাইল। কুণ্ডের ঈশান কুঞ্জে কৃষ্ণ লঞা গেল॥ মদনানন্দদা নাম বিশাখার কুঞ্জ। পুষ্পময় সব স্থল ভ্রমরাদি গুঞ্জ॥ কৃষ্ণ মন হৃষ্ট হৈলা সে কুঞ্জ দেখিয়া। রহিলা কর্ত্তব্য লীলা সঙ্কল্প করিয়া॥ বিশাখার শিষ্যা মঞ্জুমুখী বৃন্দা সনে। করিয়াছে বহুবিধ সামগ্রী সাধনে॥ তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র উৎকণ্ঠিত হৈলা। বৃন্দাদেবী প্রতি কিছু কহিতে লাগিলা॥ ভাগ্যে যদি প্রিয়া এথা আইসে বিঘ্ন বিনে। তবে সে সাফল্য কুঞ্জ সামগ্র্যাদিগণে॥ তুলসী দেখিয়া গেলা শৈব্যা মোর কাছে। শুনিয়া রাধিকা এথা না আইসে পাছে॥ অতএব কেহ যাইয়া কহয়ে তাঁহারে। শৈব্যা এথা নাই আমি আছি একেশ্বরে॥ ধনিষ্ঠা তৎকাল তুমি করহ গমনে। আমার অবস্থা এই কহ তাঁর স্থানে॥ যাতে হৈতে কন্দর্পের উদ্দীপন হয়। যাতে হৈতে মনে অতি লালসা বাড়য়॥ প্রণয়ে ব্যাকুল করি তৃষ্ণা বাড়াইয়া। শীঘ্র এথা আন রাই বিলম্ব ত্যজিয়া॥ বৃন্দা তুমি এক সখী রাখ গোষ্ঠ পথে। কোন সখা আইসে পাছে মোরে অন্বেষিতে॥ তবে তারে প্রতারণা করিয়া ফিরায়। এই কার্য্য কর তুমি বড়ই ত্বরায়॥

গৌরীকুণ্ড পথে রাখ সখী এক আর। শৈব্যা আদি আইলে করে বঞ্চনা প্রকার॥ পক্করম্ভা ফলে মধুমঙ্গলের আঁখি। বৃন্দাকে কহেন কৃষ্ণ তার লোভ দেখি॥ বটুর উদর ভর পক্করম্ভা ফলে। এত শুনি বটু কিছু হাসি কৃষ্ণে বলে॥ বৃন্দার কি দায় তোমার আজ্ঞা প্রমাণ। এত কহি খায় রম্ভা যত মনোমান॥ যথাযথ কহে কৃষ্ণ সখী নিয়োজিতে। তবে তথা বৃন্দাদেবী লাগে পাঠাইতে॥ তা সবা পাঠাঞা কৃষ্ণ রহে উৎকণ্ঠাতে। নেত্র আরোপিয়া রহে রাধিকার পথে॥ হাস্য সহ মুখপদ্ম দেখিতে তাহার। কৃষ্ণচিত্ত উৎকণ্ঠাতে ভরিল অপার॥ শতেক জলধি প্রায় গভীরতা যার। সে কৃষ্ণ অধৈর্য্য ক্ষণে লক্ষ যুগাকার॥ এইত বিচিত্র নহে প্রণয় স্বভাব। সহজেই এইমত অন্যোন্যেতে ভাব॥ এইত কহিল রাধাকুণ্ডের বর্ণন। সংক্ষেপ করিয়া কৈল দিগ্ দরশন॥ গোবিন্দলীলামৃতে আছে এসব বর্ণন। প্রাকৃত বুঝিতে কিছু কহিল কথন॥ এই কথা যেই শুনে সেই তাহা পায়। চিত্তে বৈসে রাধাকৃষ্ণ পাবার উপায়॥ এই ত পূর্ব্বাহ্নলীলা কৃষ্ণের কহিল। মহাজন মুখে কথা যেমত শুনিল॥ গোবিন্দচরিতামৃত সদা যেই শুনে। তাহার চরণ ধূলা মুই কর পানে॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে পূর্ব্বাহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীরাধাকুণ্ড বর্ণন
নামক সপ্তম সর্গ॥ ৭॥

অষ্টম সর্গ।

"মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধবিকারাদিভূষা প্রমুগ্ধৌ
ব্যামোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥"

জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু করুণা সাগর। জয় রূপ সনাতন এ দীন বৎসল ॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট রঘুনাথ দাস। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট কৃষ্ণ প্রেমোল্লাস ॥ জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামী দয়াল। জয় জয় ব্রজবাসী ভকত রসাল ॥ এবে কহি কৃষ্ণের মধ্যাহ্নলীলাগণ। যাহা শুনি সুখী হয় প্রেমী ভক্তগণ ॥ মধ্যাহ্ন লীলার কথা বাহুল্য বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়া বুঝি আপন অন্তর ॥ তথা শ্রীরাধিকা চিত্ত কৃষ্ণের বিচ্ছেদে। উৎকণ্ঠাতে সর্ব্বেন্দ্রিয় করে বহু খেদে ॥ বিশাখাকে কহে ধনী সেই সব কথা। প্রথম ইন্দ্রিয় চেষ্টা কএঙা আছে যথা ॥

সৌন্দর্য্য অমৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু, তরুণীর চিত্তাদি ডুবায়। কৃষ্ণ রম্য নর্ম্ম কথা, সুধু সুধাময় গাথা, তরুণীর কর্ণানন্দময় ॥ সখী হে কহ এবে কি করি উপায়। কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী ছান্দে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ বান্ধে, বলে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষয় ॥ কোটিচন্দ্র সুশীতল, অঙ্গ ক্ষিতি তাপ হর, গন্ধ সুধা জগত প্লাবিত। অধর অমৃত সার, কি কহিব সখী আর, বিচারিতে সব বিপরীত ॥ নবীন জলদ দ্যুতি, বসন বিজুলি ভাঁতি, ত্রিভঙ্গিম বনাবেশ তায়। মুখপদ্ম জিনি চান্দ, নয়ন কমল ছান্দ, মোর নেত্র সেই আকর্ষয় ॥ মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি, নূপুর কিঙ্কিণী মণি, মুরলী মধুর ধ্বনি তায়। সনর্ম্ম বচন ভাতি, রমাদির মোহে মাতি, কর্ণ স্পৃহা তাহাতে বাড়ায় ॥ কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ, মৃগমদ করে অন্ধ, কুঙ্কুম চন্দন দিল তায়। অগুরু কর্পূর তাতে, যাহাতে যুবতী মাতে, মোর নাসা সেই আকর্ষয় ॥ বক্ষঃস্থল পরিসর, ইন্দ্র-

নীলমণিবর, কপাট জিনিয়া তার শোভা। সুবাহু অর্গল ছন্দ, কোটীন্দু শীতল অঙ্গ, আকর্ষয়ে সেই বক্ষ লোভা॥ কৃষ্ণরাধামৃতময়, যার হয় ভাগ্যোদয়, তার সঙ্গ যেই জন পায়। কৃষ্ণ চর্ব্য পান শেষ, জিনিয়া অমৃত দেশ, জিহ্বা মোর সেই আকর্ষয়॥ রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, বিশাখিকা তাহা শুনি, কৃষ্ণ সঙ্গ উপায় চিন্তিতে। হেনকালে শুন কথা, তুলসী আইলা তথা, গন্ধ পুষ্প গুঞ্জার সহিতে॥ কৃষ্ণ মাল্য পুষ্প লঞা, তুলসী আনন্দ পাঞা, আইলা অতি ত্বরিত গমনে। তারে প্রফুল্লিত দেখি, রাই মনে হৈলা সুখী, কহে দাস এ যদুনন্দন॥

তুলসী আসিয়া কহে সব বিবরণ। শুনিতেই রাই হৈলা মহা হৃষ্ট মন॥ ললিতার হাতে দিলা পুষ্প গুঞ্জাহার। তাহা পায়ে তেঁহো হৈলা প্রফুল্ল অপার॥ ধনী কণ্ঠে গুঞ্জামালা সমর্পি ললিতা। চম্পক যুগল দুই কর্ণাবতংসিতা॥ কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভগণ লাগিয়াছে তাতে। তার স্পর্শে রাধিকাঙ্গ ভেল পুলকিতে॥ প্রফুল্ল সরোজ নেত্র সরস হইলা। যেন কৃষ্ণ সর্ব্ব অঙ্গ পরশ পাইলা॥ সর্ব্বাঙ্গ কাঁপয়ে ধনী আনন্দ হিল্লোলে। গন্তুকামা হয়ে রাই রহে নিজ স্থলে॥ ধীরতা বামতা সখী সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিলা। তেঁই সে কারণে ধৈর্য্য হইয়া রহিলা॥ তবেত তুলসী আসি কহে ভঙ্গী কথা। শৈব্যা বাক্য জালে বদ্ধ কৃষ্ণ সার তথা॥ চন্দ্রাবলী সখী বন্ধু বদ্ধ কৃষ্ণ করী। উদ্ধার করিতে যুক্ত ব্যাজ পরিহরি॥ তথাপি হঠাৎ কর্ম্ম কভু না করিবে। তবে যদি কর তবে অনর্থ হইবে॥ পণ্ডিত যে হয় কর্ম্মে বিচার করয়। তবে সে সেবক কর্ম্মে ভাল ফল হয়॥ ললিতা কহেন ভাল কহিলা তুলসী। কৃষ্ণের নিকটে যবে শৈব্যা থাকে আসি॥ সঙ্কেত ভবনে কৃষ্ণ না থাকয়ে যবে। আমার ঘরের মান্য নাহি হবে তবে॥ ইহা শুনি নিতম্বিনী উৎকণ্ঠিতা মূর্ত্তি। অন্তরে হইলা কৃষ্ণ দুর্ল্লভতা স্ফূর্ত্তি॥ শাশুড়ী ননদী আদি সদা দ্বেষ করে। পতি কটু বাণী কহে অত্যন্ত প্রখরে॥ পদ্মা আদি বৈরিগণ অতি বলবান। গোধন সখাতে ব্যাপ্ত সব বৃন্দাবন॥ বহু বিঘ্নে কৈছে কৃষ্ণ মিলন দিবসে। এত অনুমানি ধনী ছাড়েন নিশ্বাসে॥ হা হা দুষ্ট বিধি আর কি বলিব

তোরে। দুর্লভ করিলে কৃষ্ণ দুঃখ দিতে মোরে॥ এরূপ রাধিকা চেষ্টা ব্যাকুল মানসে। এই কালে সুকুশল দেখিয়া হরিষে॥ বাহিরে দৈবজ্ঞ কহে বৃষাদি সুলভ। কেহু প্রতি কহে রাই সুখ অনুভব॥ বাম স্তন উরু বাহু নয়ন নাচয়। দেখি সুধামুখী মনে আনন্দ বাড়য়॥ যদ্যপি আপন অঙ্গে মঙ্গল দেখিল। বাহিরে মঙ্গল কথা সকল শুনিল॥ তথাপিহ নহে কৃষ্ণ প্রাপ্তির প্রতীতে। প্রণয়ে অনিষ্ট চিন্তা হইয়াছে চিতে॥ কৃষ্ণবার্ত্তা প্রাপ্তি তৃষ্ণা যবে হৈল তারে। ধনিষ্ঠিকা সেই স্থানে আইলা সেই কালে॥ কৃষ্ণের প্রেষিত ইহোঁ জানিল রাধিকা। হর্ষ আদি ভাবে অঙ্গ ভরিল অধিকা॥ কৃষ্ণবার্ত্তা শুনিবারে ব্যাকুল আছয়। ছল করি পুছে তারে হর্ষানন্দময়॥ রাধিকা পুছেন সখী আইলা কোথা হতে। ধনিষ্ঠিকা কহেন শ্রীবৃন্দাবন হইতে॥ সুধা-মুখী কহে গিয়া মাধব সুষমা। কেমনে দেখিলা তার কহত মহিমা॥ গোত্রশ্রেষ্ঠ ধরাধর কেমন দেখিলা। যাহা হৈতে ব্রজজন ধন রক্ষা পাইলা॥ দুই প্রশ্ন কৈলা যবে রাধা সুবদনী। ধনিষ্ঠিকা কহে তারে তৈছে ছল বাণী॥ বনমালা গন্ধে সব অলিবৃন্দ ধায়। তিলক কপালে শোভা মনোহর তায়॥ যুবতী জনের মনে কাম বৃদ্ধি করে। এইমত পূর্ণ উৎকণ্ঠাতেই ভরে॥ মাধবের শোভাগণ এইমত হয়। বর্ণনা করয়ে তাহা হেন কে আছয়॥ ধরাধর ধাতুচয় রচিয়াছে ভাল। চিত্ত আকর্ষয় বেণুধ্বনি সুবিশাল॥ যেন হৈতে ধেনু ভয় সব দূর কৈল। সখা ধেনু শৃঙ্গ সঙ্গ একত্র মিলিল॥ এই মত গোবর্দ্ধনধরের সুষমা। কে কহিতে পারে যেই তাহার উপমা॥ ধনিষ্ঠার বাক্য ভঙ্গী মধুপান হৈতে। রাধিকার চিত্ত বিত্ত হৈল উনমতে॥ ব্যক্ত কথা শুনিবারে উৎকণ্ঠা বাড়িল। তবে ক্রমে ব্যক্ত কথা পুছিতে লাগিল॥ সুধামুখী কহে কোথা করিবে গমন। ধনিষ্ঠা কহয়ে প্রায় এথা আগমন॥ রাই কহে কি কারণে কহ সুনিশ্চয়। তেঁহো কহে সমাচার কোন এক হয়॥ রাই কহে সমাচার কহ বা কাহার। তেঁহো কহে করিয়াছে ব্রজেন্দ্রকুমার॥ রাই কহে কি কহিলা কহত নিশ্চয়। তেঁহো কহে কাম বৈরী বাণ বরিষয়॥ কৃষ্ণের সহায়হীন সঙ্গে মাত্র

ছায়া। ধনুর্ব্বাণ নাই তাতে মুক্ত সব কায়া॥ তাহার সহিত বহু সামন্ত আইলা। ফুলধনু নিজ করে আপন ধরিলা॥ কৃষ্ণ রূপ মদনের কৈলা পরাজয়। তেকারণে ক্রোধ তার হৈল অতিশয়॥ সঙ্গে ভৃঙ্গ পিক আর বসন্ত বাতাস। তোমার কুঞ্জের বন বেড়িল চৌপাশ॥ এই সব সেনা লয়ে কৃষ্ণ বিদ্ধ করে। তাহা লাগি তুয়া সঙ্গে সদা বাঞ্ছা ধরে॥ তোমা সবা রক্ষা তেঁহো অনেক করিলা। দৈব বলে এইবার সঙ্কটে পড়িলা॥ তোমার সঙ্গতি মাত্র তারণ তাহার। অতএব তারণ কর তৎকাল তাঁহার॥ না করিলে কৃতঘ্নতা তোমার হইবে। পুনর্ব্বার সে সঙ্কটে আপনে পড়িবে॥ মদনমোহন করি যদি বল তাঁরে। তোমা বিনা মদনেরে জিনিবারে নারে॥ কৃষ্ণরূপে জগমন মোহন করয়। আপনে মদন স্থানে বিমোহন হয়॥ তোমার সহিতে যবে সঙ্গ হবে তাঁর। তবে সে মদনে মূচ্ছা পারে করিবার॥ প্রফুল্ল কুসুম কুঞ্জে বসিয়া আছয়ে। ভৃঙ্গ পিক সব তারা সুধ্বনি করয়ে॥ হৃদয়ে সঙ্কল্প মাত্র নানা লীলা করে। বসিয়াছে পদ্ম অল্প সুগন্ধি উপরে॥ কহয়ে তোমার কথা কৃষ্ণ বলবান। কন্দর্প মদনে তাঁর ধৈর্য্য কৈল আন॥ নবীন জলদ দ্যুতি কনক বসন। মকর কুণ্ডল কাণে কমল বয়ান॥ চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ শ্রীপদ্ম নয়ন। স্বর্ণযূথী মালা গলে ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥ চূড়ার উপরে শিখিপুচ্ছ ভাল সাজে। এই রূপে বসিয়াছে কৃষ্ণ কুঞ্জ মাঝে॥ শ্রীঅঙ্গ তারুণ্য লক্ষ্মী অমৃত সাগর। সে অঙ্গ সৌন্দর্য্য জল অতি মনোহর॥ অঙ্গের লাবণ্য হেন সমুদ্র তরঙ্গ। কন্দর্প ভাবের ভূমি আছে কত ভঙ্গ॥ বংশীধ্বনি বায়ু তাতে অত্যন্ত প্রবল। যুবতীর চিত্ত বিত্ত করয়ে তরল॥ তরুণীর চিত্ত নেত্র তৃণ ডুবাইল। ডুবিয়া রহিল তাতে উঠিতে নারিল॥ হেন কৃষ্ণ মনমথ বাণে বিদ্ধ করে। তুয়া পথ নিরীখয়ে কাতর অন্তরে॥ বিদগ্ধ শেখর কৃষ্ণ তুমি বৈদগধী। কৃষ্ণ নব যুবা তুমি তরুণ অবধি॥ তোমার লাগিয়া কৃষ্ণ তৃষিত অন্তরে। কৃষ্ণ লাগি তুয়া তৃষ্ণা বুঝি যে বিচারে॥ কৃষ্ণের সুবেশ অঙ্গ মাধুর্য্যের সীমা। তুমিহ সুবেশ ভঙ্গী রূপ অনুপমা॥ অতএব তাব

স্থানে তৎকাল চলহ। তারে সমর্পিয়া বেশ সাফল্য করহ॥ প্রেমোদ্‌ভ্রান্ত কৃষ্ণ স্মরশরক্রান্ত মন। মূর্চ্ছান্ত করিল চিত্ত তোহে সমর্পণ॥ নিজ চিত্ত রাখে তেঁহো তোমার আশ্রয়ে। নিবেদন এই তার যত দশা হয়ে॥ ধনিষ্ঠাতে বচনামৃত রাই কৈল পান। ঔৎসুক্য জড়তা ভেল চিত্তের পয়ান॥ সর্ব্ব ভাব প্রকট হইল প্রতি অঙ্গে। ভাব স্বরূপিণী ধনী বিভাব তরঙ্গে॥ গমন ত্বরিতা ভেল যবে নিতম্বিনী। কুন্দলতা আসি তারে কহে মধুবাণী॥ সূর্য্যপূজা ছলে বহু ত্বরা প্রকাশিয়া। উঠাইলা রাই করে যতনে ধরিয়া॥ কুন্দলতা হস্ত রাই বাম হস্তে ধরে। দক্ষিণ হস্তেতে লীলা কমল যে করে॥ তুলসী ধনিষ্ঠা আগে বিশাখিকা পাশে। ললিতান্যপাশে আর সখী চারি পাশে॥ চলিলা সুন্দরী কৃষ্ণ দরশন আশে। নিজ সব সখী সঙ্গে গমন হরিষে॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন কারণে। দাসীগণ লয়ে বহু সেবোপকরণে॥ শ্রীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে বহু দাসীগণ। তা সবার হাতে সূর্য্যপূজোপকরণ॥ ব্রজের বাহির হৈতে মঙ্গল দেখিলা। কৃষ্ণ পাব করি মনে আনন্দ বাড়িলা॥ দধি পাত্র লয়ে এক সুন্দরী যুবতী। ধেনু বৎস এক ঠাঞি দেখে শুদ্ধমতি॥ চাষপক্ষী দ্বিজ আর নকুলাদিগণ। মৃগাবলি বৃষ দেখি আনন্দিত মন॥ নদী মধ্যে পদ্ম তাতে ভ্রমরার পাঁতি। খঞ্জন যুগল নাচে তাতে মদে মাতি॥ দেখিতে কৃষ্ণের মুখপদ্ম স্মৃতি হৈল। মুখ নেত্র অলকাদি করিয়া মানিল॥ মঙ্গল শকুনগণ এমতি দেখিয়া। বিবিধ কুটিল হাস্য উল্লাসিত হৈলা॥ সহচরী সঙ্গে চলে গজেন্দ্রগমনী। কানন নিকটে গেলা সুচন্দ্রবদনী॥ সখীগণ কহে দেখ বনের মাধুরী। মাধবীর শোভা আছে পরবেশ করি॥ বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সৌরভ পূরিত। চটকের ধ্বনি অলি পিক গায় গীত॥ শ্যামলতোজ্জ্বল আর তিলক বিকাশ। বিশাল অর্জ্জুন ফলিপ্রিয় পরকাশ॥ শিখিদলশ্রেণীভুক্ত চম্পক কেশর। কাঞ্চন বিক্রম মালা অতি মনোহর॥ তমালের কান্তিগণ দেখিতে সুন্দর। গুঞ্জাপুঞ্জ বিরাজিত ছায়া শ্রম হর॥ বেণুধ্বনি মনোহর চন্দনাদিগণ। মন্মথ সঙ্কুল নব বয়স লক্ষণ॥

দেখ সখী বন নহে কৃষ্ণ তনু সম। অতএব কহি নহে অতি অনুপম॥ যেখানে যেখানে দেখে সুচন্দ্রবদনী। সেখানে সেখানে সব কৃষ্ণ অনুমানি॥ সেখানে সেখানে হৃদি বিন্ধে মনোরথ। সে বাণে বিহ্বল হয়ে চলে সেই পথ॥ রাই সখীগণ সহ ঐছন বেষ্টিত। তৈছন দেখিয়ে বন শোভায়ে রচিত॥ প্রফুল্ল সহচরী সহ অলি বনমালা। বিশাখাদি করে ছায়া মদন আকুলা॥ প্রফুল্ল মঞ্জুল সব স্বরূপ শোভিতা। সুশীতল কুঞ্জ কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় তর্পিতা॥ সুবয় সুষমা পূর্ণ বৈকল্য বারকা। সব বন শোভা যেন সসখী রাধিকা॥ বন দেখি রাই মনে সন্দেহ জন্মিলা। বিচার করিতে অতি চিন্তিত হইলা॥ যূথেশ্বরী বৃন্দ সখী সঙ্গে ত করিয়া। কৃষ্ণের উদ্দেশ করে বনে প্রবেশিয়া॥ সবেই নিপুণা কেন কৃষ্ণ না পাইবে। রসলোভী কৃষ্ণ পাইলে কেন বা ছাড়িবে॥ এইকালে পথে দেখে মৃগ আর শিখী। কৃষ্ণমৃগী শিখী বুদ্ধি হৈলা তাহা দেখি॥ তমাল বৃক্ষের মূলে সুবর্ণের চারা। হেম যূথী লতা তাহে বেড়িয়া উঠিলা॥ শাখা অগ্রভাগে নাচে বহু শিখিগণ। দেখি বিচিকিৎসা হৈলা রাধিকার মন॥ প্রেম ঈর্ষা সর্পে আসি করিলা দংশন। নষ্ট হৈল যত যত বুদ্ধি বিচক্ষণ॥ ভ্রূভঙ্গী করিয়া দেখে অতি রোষ চিত্তে। ধনিষ্ঠাকে নিতম্বিনী লাগিলা কহিতে॥ কি দেখিয়ে ধনিষ্ঠিকা সম্মুখে আমার। তেঁহো কহে কোথা কিবা দেখ তুমি আর॥ রাই কহে দেখ আগে কি কহিব আমি। তেঁহো কহে বন মাত্র এই সত্য জানি॥ রাই কহে তবে এই সম্মুখে কি হয়। তেঁহো কহে বন বিনু অন্য কিছু নয়॥ রাই কহে ধূর্ত্তে নেত্র মিলিয়া না চাও। অপূর্ব্ব শঠেন্দ্র নৃত্য দেখিতে না পাও॥ ললিতা প্রভৃতিগণে কহে তবে রাধা। বিরস বদনে কহে পাঞা যেন বাধা॥ কৃষ্ণ নট নটী সঙ্গে দেখ সখীগণ। ধনিষ্ঠা আনিলা যাহা দর্শন কারণ॥ রতি চোর কৃষ্ণ তার দূতী ধনিষ্ঠিকা। এই সব দেখাইয়া সুখী কৈলাধিকা॥ কৃষ্ণের সুরঙ্গ দেখ রঙ্গিণী ছাড়িয়া। বিলাস করিছে অন্য হরিণী লইয়া॥ আমারে দেখিয়া তারে ত্যাগ নাহি করে। শঠ সঙ্গে সঙ্গী হঞা শঠতা আচরে॥ কৃষ্ণের ময়ূর

দেখ তাণ্ডবী ধৃষ্টতা। আমার সঙ্গিনী সখী ত্যজিয়া সর্ব্বথা॥ অন্য ময়ূরার সনে বিলাস করয়ে। আমারে দেখিতে তবু তারে না ছাড়য়ে॥ এই সব কথা শুনি হাসে ধনিষ্ঠিকা। কহয়ে তোমার নাট দেখিল অধিকা॥ সে সব শুনিলে এই তুয়া নাট কথা। শুনি সব সখী সুখ পাইলা সর্ব্বথা॥ কৃষ্ণের নিকটে সব কহিব যাইয়া। অতি সুখী হবে তেঁহো এ নাট শুনিয়া॥ গুণজ্ঞ নাটকে যদি গুণ কথা হয়। শুনিতেই তার চিত্তে সুখ উপজয়॥ যেখানে অত্যন্ত রাগ তার এই রীতি। সুলভ হইলে কৃষ্ণ দুল্লভতা স্ফূর্ত্তি॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি সদা রাই দুর্ল্লভ মানয়ে। নানাবিধ বিঘ্ন শঙ্কা মনে উপজয়ে॥ সখীবৃন্দ মুখে হাস্য দেখি সুবদনী। সবিস্ময় হঞা মনে তবে অনুমানি॥ পুনর্ব্বার দেখে ধনী তরু সঙ্গে লতা। তাহাতে হইলা রাই অতি সলজ্জিতা॥ এইরূপে কৃষ্ণ সঙ্গ রঙ্গ লাগি ধনী। প্রেমে ত উন্মত্তা মনে নানা*ভ্রম মানি॥ বৃন্দাবন দেখি কৃষ্ণ মাধুর্য্য লালসা। উদ্দীপনাগণ বহু বাড়াইল আশা॥ এই রূপে গেলা রাই সূর্য্যের ভবন। কামরণ বাটী নাম কুঞ্জ বিলক্ষণ॥ পুষ্পময় কুঞ্জ হয় তাতে সূর্য্য মূর্ত্তি। তথা যাই কৈলা ধনী তাহাকে প্রণতি॥ বদ্ধাঞ্জলি হঞা বর মাগেন তাহারে। নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গ হউক মোরে॥ প্রতিমা দেখিল অতি প্রফুল্ল বদন। তাহা দেখি হৈলা রাই প্রফুল্লিত মন॥ পুনঃ তাঁরে প্রণাম করিয়া চলে ধনা। পূজার সামগ্রী সঙ্গে রাখে কতোজনি॥ ললিতার আজ্ঞা পাঞা দাসীরা রহিলা। তবে সব সখী সঙ্গে কুঞ্জে প্রবেশিলা॥ কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভে পূর্ণ হৈল সব স্থল। মৃগমদ সহ যৈছে সুনীল উৎপল॥ সে গন্ধ পাইয়া রাই আপনা পাসরে। উনমত্ত ভৃঙ্গ প্রায় ইতস্তত চলে॥ ওথা কৃষ্ণ রাধিকাঙ্গ সৌরভ্য পাইলা। কাশ্মীর অম্বুজ লিপ্ত সুগন্ধি ভরিলা॥ সর্ব্ব বনময় গন্ধে ব্যাপ্ত হঞা রহে। গোবিন্দ নাসার ঘ্রাণ তাতে শীঘ্র হয়ে॥ পুলকে ভরিলা অঙ্গ জড়তা হইলা। রাই আগমন জানি বৃন্দা পাঠাইলা॥ বৃন্দাদেবী আইলা যদি রাইর নিকটে। নবাখ্যকা কুঞ্জরাজ ধাম নবতটে॥ বৃন্দাকে দেখিয়া রাই মহোৎসুকা হৈলা। স্ব অভীষ্ট সিদ্ধি মূর্ত্তি তাহারে দেখিলা॥ কাসোাদ্‌ংস ইন্দী

বর যুগল আনিয়া। রাই হস্তে দিলা বৃন্দা আনন্দ পাইয়া॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ গন্ধ তাহাতে লাগিলা। তাহার পরশে কৃষ্ণ পরশ জানিলা॥ তাহাতে উদ্ভব হৈল যত ভাবগণ। যত্ন করি রাই তাহা কৈলা আবরণ॥ বৃন্দাদেবী দেখি পুছে তবে সুনয়নী। সংলাপ আখ্যান এই শাস্ত্রের বাখানি॥ রাই কহে বৃন্দা তুমি আইলা কোথা হতে। বৃন্দা কহে কৃষ্ণ পাদ নিকট হইতে॥ সুধামুখী কহে তেঁহো আছে কোন স্থানে। তেঁহো কহে বসিয়াছে তুয়া কুঞ্জবনে॥ নিতম্বিনী কহে তেঁহো কি কর্ম্ম করয়। তেঁহো কহে নৃত্য শিক্ষা আবেশে রহয়॥ রাই কহে গুরু কেবা করাইছে শিক্ষা। তেঁহো কহে দশ দিকে তুয়া মূর্ত্তি দীক্ষা॥ তরুলতা আগে আগে নটী হঞা নাচে। কৃষ্ণচন্দ্র নাচি ফিরে তার পাছে পাছে॥ রাই কহে বৃন্দা তুমি না জান বিশেষ। চন্দ্রাবলী লাগি তাঁর এতেক আবেশ॥ শৈব্যা বায়ু পদ্মাসখী গন্ধ আনি দিল। সেই গন্ধে কৃষ্ণ ভৃঙ্গ উন্মত্ত হইল॥ বৃন্দা কহে সত্য রাধে যে কহিলা তুমি। তাহার বিশেষ গুণ যে কহিয়ে আমি॥ কৃষ্ণ বাণী বঞ্চনা বায়ু শৈব্যা উড়াইলা। চন্দ্রাবলী সহ গৌরী তীর্থে লঞা গেলা॥ তবে সুধামুখী কহে কি কাজ সে কথা। স্নানার্থ যাইব শ্যামকুণ্ড আছে যথা॥ পাতাল গঙ্গাজলে স্নানাদি করিয়া। বৃন্দা আজ্ঞা মিত্র পূজা করিব যাইয়া॥ পূজা করি শীঘ্র নিজ গৃহে যাইতে চাই। তবে বৃন্দাদেবী প্রতি পুনঃ পুছে রাই॥ বৃন্দা তুমি কোথা যাবে বল সুনিশ্চয়। বৃন্দা কহে তুয়া পাদপদ্ম সে আশ্রয়॥ নিতম্বিনী কহে কিবা আছে প্রয়োজন। বৃন্দা কহে কহি তুয়া রাজ্য বিবরণ॥ রাই কহে কহ শুনি কেমন বৃত্তান্ত। বৃন্দা কহে শ্রীরাধার শোভাতে নিতান্ত॥ বৃন্দাবন বাঞ্ছে তুয়া কৃপাবলোকন। এই সব সমাচার কৈনু নিবেদন॥ শুনি কহে কুন্দলতা প্রগল্ভচরিতা। নিজ কূট দৌত্য বৃন্দা ঘুচাহ সর্ব্বথা॥ জটিলা আমাকে রাই কৈলা সমর্পণ। সূর্য্য পূজিবারে যাব সূর্য্যের ভবন॥ পাতাল গঙ্গার জলে স্নান করাইয়া। সূর্য্যবেদী যাব ইহা নিভৃতে লইয়া॥ কৃষ্ণগন্ধ যাঁহ আছে তাহা না যাইব। জটিলার আজ্ঞা আমি যতনে পালিব॥

মানস গঙ্গাতে আজি না যাব সর্ব্বথা। সখা সঙ্গে ধেনু লয়ে কৃষ্ণ আছে তথা॥ বৃন্দা কহে শুন কুন্দলতা নাই ভয়। কৃষ্ণ চিত্ত গঙ্গায় কভু নহেত নিশ্চয়॥ উপায় সুন্দর কহি শুন মন দিয়া। কৃষ্ণ নাই দেখে আর স্নান কর গিয়া॥ রাই কুণ্ডে আছে কৃষ্ণ মদন কদনে। উদ্ঘূর্ণ মানসে বসি মুদ্রিত নয়নে॥ বাসন্তীর বনপথে তোমরা যাইয়া। পরম পবিত্র তীর্থে স্নান কর গিয়া॥ সর্ব্বথায় তথা কৃষ্ণ দেখিতে না পাবে। স্নান করি সবে সূর্য্য বেদীকে আসিবে॥ শুনিয়া ললিতা কহে শুন কুন্দলতা। তোমার দেবর কৃষ্ণে নাহি কর চিন্তা॥ প্রগল্ভা হইয়া তুমি অপ্রগল্ভ প্রায়। প্রৌঢ়া হয়ে কেন কর মুগ্ধ ব্যবসায়॥ আপনার কুণ্ডে যায়ে স্নানাদি করিব। মাধবীর বন শোভা সমস্ত দেখিব॥ কি করিতে পারে কৃষ্ণ আমা সবাকারে। পূজা আদি করি যাব আপনার ঘরে॥ নারী ক্রীড়া স্থান পুরুষ দেখিতে না পায়। সেখানে যে তাঁর স্থিতি অযোগ্যের প্রায়॥ বৃন্দা তুমি আগে যাঞা তারে নিষেধহ। সেখানে হইতে শীঘ্র বাহির করহ॥ গোপ তেঁহ গোপ সঙ্গে করুন বসতি। তৎকাল যাইয়া তুমি কহিবে এমতি॥ বৃন্দা কহে আমি মৃদু কৃষ্ণ মহাচণ্ড। আমি কি কহিতে পারি দুর্জ্জনের দণ্ড॥ তুমি অতি চণ্ডী তুমি যাও তার পাশ। যাইয়া শিখণ্ডী প্রতি কহ সেই ভাষ॥ কুন্দলতা কহে বৃন্দা ভ্রান্ত হৈলা তুমি। বিচারিয়া মনে বুঝ যে কহিয়ে আমি॥ চণ্ডিকা ছাড়য়ে কভু শঙ্করের সঙ্গ। ব্যাপ্ত আছে হয়ে তাঁর অর্দ্ধ অঙ্গ সঙ্গ॥ এই রূপে সখীগণ হাস্য মুখী দেখি। সুধামুখী উৎকণ্ঠিতা অবনতমুখী॥ ভাবেন গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য করি নিজ অঙ্গে। কৃষ্ণ তৃষ্ণা নিবেদন করে বাক্য ভঙ্গে॥ রাই কহে ললিতাদি শুন সব সখী। এক প্রশ্ন কথা মোর কহ সবে দেখি॥ চতুর্দ্দিকে নবাম্বুদ বৃন্দের উদয়। তৃষ্ণার্ত্ত চাতকেশ্বর তথায় বিরয়॥ প্রতিপাক বায়ু যদি তাতে দূর করে। তবে সে চাতকেশ্বর কৈছন আচরে॥ বৃন্দা কহে শুন কহি ইহার বিশেষ। যাহাতে চাতকেশ্বর নাহি পায় ক্লেশ॥ রাত্রি দিন রহে মেঘ সঙ্গিগণ লয়ে। নব নব রস বৃষ্টি সেবন করিয়ে॥ অপেক্ষা না করে কার শঙ্কা নাহি মনে।

চাতকেশ্বরের তৃপ্তি করে অনুক্ষণে॥ এক নিষ্ঠা দেখি হর্ষ পায় মেঘগণ। পূর্ণ দৃষ্টি দিয়া তৃপ্তি করে তার মন॥ অত্যন্ত নীরস মেঘগণ যবে আইসে। দেখিয়া চাতকেশ্বর সুখ নাহি বাসে॥ অতএব শ্যামকুণ্ডে সবে স্নান কর। সখী লয়ে মিত্র পূজা স্বচ্ছন্দ আচর॥ এথাই রহিব আমি আছে প্রয়োজন। এইরূপে তারা সর্ব করিলা গমন॥ এথা বৃন্দাদেবী শারী পাঠায় ত্বরাতে। জটিলাদি বৃদ্ধাগণ আইসে যে পথে॥ কীর পাঠাইলা যথা চন্দ্রাবলীগণ। গৌরীতীর্থ পথে কীরী করিলা গমন॥ তবে বৃন্দাদেবী সব সামগ্রী দেখিতে। সে গৃহে সামগ্রী দেখি হৈলা হরষিতে॥ মধুকেলী সামগ্র্যাদি অনেক দেখিলা। হিন্দোলার সাজ যত প্রত্যক্ষ দেখিলা॥ মধুপান বনলীলা রতিলীলা করি। জললীলা দুহু বেশ সামগ্র্যাদি ধরি॥ সুন্দর আসন শয্যা শুক পাঠ লীলা। পাশাখেলা আদি যত সামগ্রী দেখিলা॥ সেই সেই স্থানে সব সামগ্রী পাঠায়। রাধাকৃষ্ণ আগমন সবারে জানায়॥ লীলা পরিকর আর স্থাবর জঙ্গমে। স্থিরানন্দ কৈলা কহি দোঁহা আগমনে॥ তবে বৃন্দাদেবী কুঞ্জে লুকাইয়া রহে। রাধাকৃষ্ণ সুমিলন আনন্দে দেখহে॥ নান্দীমুখী তাহা আসি হৈলা উপনীত। লুকায়ে রহিলা বৃন্দাদেবীর সহিত॥ দোঁহা দরশনে সুখ সমুদ্র উথলে। ভাবচন্দ্র দেখি বহে প্রেমের কল্লোলে॥ তাহা দেখিবারে বৃন্দা আর নান্দীমুখী। লুকাইয়ে রহে কুঞ্জে হয়ে মহাসুখী॥ দুই পার্শ্বে বকুলের বনপথ মাঝে। তার অন্তে সখী সঙ্গে রাধিকা বিরাজে॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ চিত্তে বদন বিকার। উদয় হইলা নহে নিশ্চয় বিচার॥ কৃষ্ণ মনে কহে রাই স্ফূর্ত্তি বহুবার। হইয়া বঞ্চনা বহু হঞাছে আমার॥ রাধিকাহো কৃষ্ণ দেখা পাইলা আচম্বিতে। স্ফূর্ত্তি ভয়ে তেঁহো নারে নির্ণয় করিতে॥ তমাল দেখিয়া পূর্ব্বে কৃষ্ণ জ্ঞান হৈল। সখীগণ হাস্তে তাতে লজ্জা বহু পাইল॥ এইমত দুহু গুণে দুহুঁ আক্রমিলা। দর্শনে আনন্দে দুহুঁ বিতর্ক করিলা॥

যথা রাগ। কৃষ্ণ কহে রাই দেখি, হইয়া বিস্ময় আঁখি, কি কান্তি কুলের দেবী আইলা। তারুণ্য লক্ষ্মী কিবা, মাধুরী মুরতি কিবা,

লাবণ্যের জল কি আইলা॥ ধ্রু॥ আনন্দে তরল মোর আঁখি। হেন বুঝি এই ধনী, রসময় স্বরূপিণী, মোর মন করে যাতে সুখী॥ আনন্দাব্ধি নদী কিবা, অমৃত বাহিনী কিবা, আইলা রাধা চন্দ্রমুখী। আমার ইন্দ্রিয়গণ, করিবারে আহ্লাদন, সঙ্গে লয়ে আইলা সব সখী॥ চকোর আমার আঁখি, যার মধুপানে সুখী, আইলা সেই সুচন্দ্রবদনী। মোর নাসা ভৃঙ্গরাজ, মধু পিয়ে সে সমাজ, সে পদ্মিনী আইলা প্রাণ-ধনী॥ মোর জিহ্বা সুকোকিলা, রসাল পল্লবধারা, কর্ণ হরে যার ভূষা ধ্বনি। অনঙ্গ দাহন তনু, দেখি করুণার জনু, সুধানদী আইলা আপনি॥ ভাগ্য কল্পবৃক্ষ মোর, সফল নয়ন জোর, রাই আইলা নিকটে আমার। এবে সে সাফল্য হৈল, মনে মনে বিচারিল, এ যদুনন্দন কহে ভাল॥

পুনর্যথা রাগ। রাই কহে শুন সখী, সাক্ষাতে কি রূপ দেখি, সত্য কৃষ্ণ কহ সব মোরে। নবীন তমাল কিবা, নবীন জলদ কিবা, কিবা ইন্দ্র নীলমণিবর॥ ধ্রু॥ সখী হে দরশনে যুড়ায় নয়ন। রূপ নহে রসসিন্ধু, ইহার তরঙ্গবিন্দু, ডুবায়ে ভুবন নারী প্রাণ॥ অঞ্জন শিখর কিবা, মদ ভৃঙ্গ পুঞ্জ কিবা, যমুনা হইলা মূর্ত্তিমতী। ইন্দীবর পুঞ্জ কিবা, ব্রজস্ত্রী অপাঙ্গ কিবা, কিবা দেখি মোর প্রাণপতি॥ কিবা এ মন্মথরাজ, তাহার অনুজ সাজ, কিবা এই রসরাজ রাজ। সেহো হয় তনু হীন, এহো রহে পরবীণ, বুঝিতে না পারি কোন কাজ॥ কিবা সেই সুধানিধি, সব রসসুখাবধি, তার হয়ে বিচার অপারে। কিবা প্রেমময় তরু, প্রতি অঙ্গে প্রেম ঝরু, সেহো ধীর চলিবারে নারে॥ মোর নেত্র ভৃঙ্গ পদ্ম, কি কান্ত আনন্দ সদ্ম, কিবা স্ফূর্ত্তি কহত নিশ্চয়। পুছিতে গদগদ বাণী, পুলকিতা অঙ্গ ধনী, এ যদুনন্দন দাস গায়॥

এই কথা শুনি কহে সব সখীগণ। নিশ্চয় জানিহ এই কমল নয়ন॥ ললাটে কস্তূরী লিখে কুচে চিত্র করে। নয়নে অঞ্জন যেন শ্রুতি ইন্দীবরে॥ মৃগমদ বিন্দু যেন চিবুক উপরে। পুষ্প অবতংসে যেহোঁ তোমার কুন্তলে॥ তুয়া প্রাণকান্ত কৃষ্ণ দেখ পরতেক। ভাগ্য

রাশি পুনঃ তুয়া ফলিল এতেক॥ এইরূপে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবে। হর্ষভাব বৃন্দে চিত্ত কৈলা অতি ক্ষোভে॥ অন্যান্য স্তব্ধ প্রায় অনেক রহিলা। কর্ত্তব্য যজনে দুহুঁ প্রস্তুত হইলা॥ এইত কহিল রাধাকৃষ্ণ দরশন। সংক্ষেপে কহিল করি দিগ্ দরশন॥ গোবিন্দচরিতামৃত নবীন সর্ব্বদা। সর্ব্ব রসময় কথা সর্ব্ব অভীষ্টদা॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে রাধাকৃষ্ণ মিলন

নাম অষ্টম সর্গ॥ ৮॥

নবম সর্গ।

"অথানয়োর্মানসনর্ত্তকৌ তৌ প্রেম্না স্বশিষ্যৌ তনু নর্ত্তকীভ্যাম্।
শিক্ষাগুরুর্নর্ত্তয়িতুং প্রবৃত্তো বৃন্দাসখীবৃন্দসভাসদগ্রে॥"

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাধাম। জয় জয় শ্রীরূপ সনাতন নাম॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট দাস রঘুনাথ। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট জীব জীবনাথ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অমৃতের গাথা। মন দিয়া শুন এই রসময় কথা॥ এবে কহ রাধাকৃষ্ণ লীলা রসময়। মধ্যাহ্ন সময়ে মহা মহাসুখ হয়॥ এইমতে রাধাকৃষ্ণ দরশন হৈলা। দুহুঁ দোঁহা দরশনে আনন্দ বাঢ়িলা॥ দুহুঁ দোঁহা প্রেম গুরু শিষ্য তনু মন। শিখায়ে অপূর্ব্ব নৃত্য অতি মনোরম॥ চাপল্য ঔৎসুক্য হর্ষ ভাব অলঙ্কারে। দুহুঁ মন শিষ্য এই সব ভূষা পরে॥ উদ্ভাস্বর জৃম্ভা আর সূদ্দীপ্ত সাত্বিক। এই সব ভাব ভূষা রাইর অধিক॥ অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার। স্বভাবজ বিলাসাদি একাদশ প্রকার॥ ভাবাদি অঙ্গজ তিন মৌগ্ধ্যার চকিত। দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত॥ ভাব হাব শোভা আর অযত্নাদি যত। স্বভাবত আর সপ্ত সাত্বিক সূদ্দীপ্ত॥ উদ্ভাস্বর জৃম্ভা আদি আর কত কত। কৃষ্ণ তনু হৈলা এই ভাব বিভূষিত॥ গোবিন্দের অঙ্গ নট এই অলঙ্কার। পরি নৃত্য করে দেখে সখী পরিবার॥ দুজনার অঙ্গ লক্ষ্মী রঙ্গস্থলে নৃত্য। করিতে প্রবৃত্ত হৈলা হর্ষ সখী চিত্ত॥ ক্রমে দুহুঁ কলা নাট্য কৌশল করিয়া। তৃপ্ত দৃপ্ত নিজ নিজ জয়াকাঙ্ক্ষী হৈয়া॥ পরম বিস্তার নৃত্য যবে দুহুঁ কৈলা। তনু মন রত্ন সব সখী হর্ষে দিলা॥ নিতম্বিনী অঙ্গনট রঙ্গস্থলে হেরি। নিজাক্ষি নর্ত্তক দুই পাঠায়ে মুরারি॥ তাঁর নৃত্য দেখি রাই মান্য বহু কৈলা। কটাক্ষাবলোকোৎপল দুই তারে দিলা॥ সখীগণ হর্ষ পায়ে নেত্রোৎপল দিলা। এইরূপে মহা মহা আনন্দ বাঢ়িলা॥ আগে কৃষ্ণ দেখি রাই অতি সুখী হয়ে। হইল গমন হীন কুটিল হইয়ে॥ বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন বক্রতা করিয়া। আধেক ঝাপিয়া মুখ ঈষৎ

হাসিয়া॥ চঞ্চল নয়নতারা কিছু বক্রগতি। বিলাসাখ্য অলঙ্কার পরিলা এমতি॥ এরূপ রাধিকা দেখি কৃষ্ণ পাইলা সুখ। পুনঃ টানে আগে পাছে লজ্জার উৎসুক॥ কৃষ্ণের পরশ লাগি আগে উৎসা হৈলা। সখী আগে আছে করি পাছে লজ্জা হৈলা॥ প্রণয় বামতা আসি প্রাখর্য্য দেখায়। বাম দিকে নিজ গৃহ পথ নিরীক্ষয়॥ ডাহিনে কুসুম বনে সঙ্গোপন আশে। এই ভাব কৃষ্ণ সুখ লাগি পরকাশে॥ শ্যাম আগে গৌরাঙ্গীর ভাব বলবান। মনোবৃত্তি সখী স্থিতি গতি নাহি আন॥ কৃষ্ণ প্রেমোল্লাসে রাই উল্লাস পাইয়া। শ্যাম আগে রহে রাই গ্রীবা ফিরাইয়া॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী কোটি চরণ মাধুরী। কামধেনু জিনি ভুরু নর্ত্তন চাতুরী॥ ললিতা ললিত তনু মাধুরী রাধার। তাহাতে পূরিতা হৈল ললিতালঙ্কার॥ দেখিয়া কৃষ্ণের বাঁঢ়ে আনন্দ অন্তরে। সে আনন্দ হইল যার নাহি পারাবারে॥ কৃষ্ণ চিত্ত নটরাজশ্রেষ্ঠ বিচক্ষণে। রাই তনু নটী তোষে আলিঙ্গন করে॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে শীঘ্র আগমন হৈতে। বেশ বিপর্য্যয় সব হোয়েছে তনুতে॥ তোমার চাঞ্চল্য বেশ দেখি মোর মন। পুনঃ বেশ করিবারে করয়ে যতন॥ আগে আইস অঙ্গ বেশ ভালমতে করি। পরশ ইচ্ছায় যবে ঐছে কহে হরি॥ সম্ভ্রমে হইলা রাই চঞ্চল নয়নে। দেখি সুখী হৈলা কৃষ্ণ বঙ্কিম বয়ানে॥ লজ্জা শঙ্কা সাম্য রাই কৈল আকর্ষণ। লুকাইলা বামে ছলে কুসুম ত্রোটন॥ দেখি কৃষ্ণ শীঘ্র আসি পথ রুদ্ধ কৈলা। ঈর্ষা ক্রোধ আসি রাই মনে উপজিলা॥ অধরে চাপল্য স্মের ভ্রূভঙ্গী করয়। কিলকিঞ্চিতাদি ভাব করিলা উদয়॥ এইরূপ রাই নেত্র বদন দেখিলা। সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ কৃষ্ণ যে পাইলা॥ কেশর কুসুম বৃক্ষ নিকটে আছিলা। সম্ভ্রমে তাহার ডাল রাধিকা ধরিলা॥ কুসুম ত্রোটন ছলে ভাবের বিকারে। অবশ হইল দেহ আচ্ছাদন করে॥ প্রফুল্ল হইল বৃক্ষ কৃষ্ণ প্রফুল্লিত। বৃক্ষ স্পর্শ হৈল কৃষ্ণ সুবাহু বিদিত॥ তরুণ বয়স কাম গুরু পড়াইল। স্বতীর্থে বিবাদ এরে করিতে লাগিল॥ ইহাতে নাহিক দোষ শুনহ বিশেষে। নৈয়ায়িক গুরু সঙ্গে ন্যায় উপদেশে॥

কৃষ্ণ কহে মোর পুষ্প তোলে কোন জন। কেহ নহে কহে রাই আমি সে কারণ ॥ কৃষ্ণ কহে তুমি কে বা কহ সবিশেষ। রাধিকা কহেন আমি না জানি উদ্দেশ ॥ কৃষ্ণ কহে আমি নাহি জানিয়ে তোমায়। রাই কহে তবে শুভ কর সর্ব্বথায় ॥ কৃষ্ণ কহে ভৃঙ্গ আমি যাব কোন স্থানে। রাধিকা কহেন যথা ভ্রমরিকাগণে ॥ কৃষ্ণ কহে তুমি সেই পুষ্প লোভী দেখি। এত কহি কাছে আসি কহে হয়ে সুখী ॥ মুগধী সৎকুল বধূ পুষ্প চুরি কর ॥ সাধ্বী হোয়ে পুরুষেতো লজ্জা নাহি ধর ॥ আশ্চর্য্য দেখিল আজি কিম্বা দোষ নাই। স্বতন্ত্র সে জন বুলে লজ্জা কোন ঠাঞি ॥ রাই কহে সাধারণ বনে কিবা কাজ। মিত্র পূজা ফুল নিব মালতী সমাজ ॥ বিকচ পুন্নাগ এই মালতী দেখিয়া। সঙ্গ নাই কৈল সেই রহে একা হৈয়া ॥ কৃষ্ণ কহে মুগ্ধা তুমি কিছুই না জান। আমি যে কহিয়ে তাহা অবধানে শুন ॥ মালতী বেষ্টিত এই পুন্নাগ উত্তম। করিতে উচিত হয় ইহার সঙ্গম ॥ প্রতিকূল বায়ু যদি করে আগমন। অন্যত্র লইয়া যাবে হবে ব্যতিক্রম ॥ এই মত ছলে কথা অন্যান্যেতে কহে। মালতী যুবতী বৃক্ষ পুরুষ যোজয়ে ॥ কৃষ্ণ কহে এই বন অনঙ্গ রাজার। আমাকে রাখিতে বন আজ্ঞা হৈল তার ॥ গর্ব্ব করি মোর আগে পুষ্প লুঠ কর। তারুণ্য রত্ন কুম্ভ নিলে কি করিতে পার ॥ তবে যদি বল তোমা প্রার্থনা করিয়া। পুষ্প তুলি তাহা এবে শুন মন দিয়া ॥ যুবতী না দেখি আমি আলাপে কাজ কিবা। যদি বল নারী দেখি ধৈর্য্য রাখে কেবা ॥ হেন কেন বল সবা সঙ্গে মোর স্থিতি। সেখানে কেমনে দেখা হইবে যুবতী ॥ কাননেতে নিতি আসি আপন সমান। লক্ষ চোর সঙ্গে করি কর চৌর্য্যকাম ॥ অতএব রাজদণ্ডী আজি হৈলা তুমি। সব দ্রব্য লয়ে তথা লয়ে যাব আমি ॥ নিতম্বিনী বলে নিত্য এই বনমাঝে। পুষ্প তুলি সখীসনে মিত্র পূজা কাজে ॥ কভু তোমা না দেখিয়ে রক্ষক বিধান। স্বপ্নে নাহি শুনি কাম চক্রবর্ত্তী নাম ॥ অসত্য প্রলাপ তুমি কর কেনে এথা। তবে কৃষ্ণ কহে তারে শুনি তার কথা ॥ গোপনে আছিলাম আজি তোমা ধরিবারে। ভাগ্যে সে পাইল লাগি সব

পরিবারে ॥ সবাকে লইয়া যাব রাজ বিদ্যমান। দণ্ড করি দেখাইব রাজ ঘর নাব ॥ তবে যদি কহ এই সামান্য কানন। রক্ষক আছয়ে এথা না জানি কারণ ॥ পুষ্প তুলিয়াছি তুমি ক্ষম একবার। করুণা সাগর তুমি বিদিত সংসার ॥ ইহাতে নারিব আমি শুনহ বিশেষ। রাজ প্রজাগণ বনে আছয়ে অশেষ ॥ স্থিরচর আদি যদি কহে রাজ স্থানে। তোমা ছাড়ি দিলে রাজা রুষ্ট হবে মনে ॥ তোমা লাগি না পাইয়া দণ্ডিবে আমারে। অতএব ছাড়িবারে নারিব তোমারে ॥ এত শুনি নিতম্বিনী কহে মধু বাণী। ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥ এই রাজ্য বিত্ত তাতে সব তৃণগণ। প্রজা বা কেমন তার কহ বিবরণ ॥ ইহা শুনি ব্রজমণি হাসি কহে ভাষ। প্রজা যত আছে তার শুনহ বিশ্বাস ॥ কিশলয় দল আদি মত্ত হংস করি। করভ কনক রম্ভা আছে বন ভরি ॥ মকর সম্বেদী সিংহ সুধার হ্রদিনী। তাহাতে আছয়ে কত কাল ভুজঙ্গিনী ॥ কনক মুকুল তার বিম্ব কুম্ভ করী। মৃণাল মদন পাশ অশোক বল্লরী ॥ চম্পক বিজুরি অলি মুক্তা হেম যত। শুক পিক শিখী ভৃঙ্গী আদি করি কত ॥ শফরী চকোরী মৃগী খঞ্জনেন্দীবর। জবা বন্ধুজীব আর রকত উৎপল ॥ শফর চমরী শঙ্খ যমুনালহরী। কন্দর্পের শর ধনু আছে বন ভরি ॥ আর কত কত আছে গণনা কে করে। তোমার তনুতে এই সব ধন হরে ॥ নির্দ্ধন হইলা সব ব্যাকুল হইলা। তোমা অন্বেষিয়া তারা ফিরয়ে আকুলা ॥ এই নর্ম্ম ভঙ্গী শুনি রাই সুনয়নী। অঙ্গের বিকার যত্নে করে আবরণী ॥ কহে কামী মিছা কথা স্বকর্ণে কে ধরে। এত কহি নিতম্বিনী দ্রুতগতি চলে ॥ অবজ্ঞা গমন নেত্র দেখিয়া মুরারি। কহে কোথা যাবে তুমি আমা অনাদরি ॥ মুগ্ধ বিব্বোক দিগ্ধ ধনী অঙ্গে হৈলা। এই কালে নাগরেন্দ্র বসনে ধরিলা ॥ গোবিন্দ পরশে অঙ্গে আনন্দ উছলে। নানা ভাবে পুনঃ হএগ তেরছে নেহালে ॥ কৃষ্ণ হাস্য মুখপদ্ম দেখি নিতম্বিনী। পদ্মমধু পানে যত তৃষিত অলিনী ॥ নয়নে চঞ্চল তারা অবজ্ঞার প্রায়। অস্তে ভ্রূকৌটিল্য বাষ্প পূর্ণ হৈল তায় ॥ অরুণিকা দৃষ্টে হৈল দেখিয়া

রাধার। আনন্দ সমুদ্রে কৃষ্ণ করেন বিহার॥ তবেত সুমুখী তাঁর করেতে হইতে। বসন অঞ্চল কাড়ি নিলা নিজ হাতে॥ সচঞ্চল বক্র নেত্র পুষ্পবাণ কৈলা। তবে বিদ্ধ হয়ে রাই বহু সুখ পাইলা॥ তবে হাসি কহে কিছু সুপদ্মবদনী। পরদ্রব্য লয়ে সাধু আপনাকে মানি॥ যতেক মাধুরী আর রম্য বস্তু যত। প্রাকৃতাপ্রাকৃতে তাহা কে গণিবে কত॥ যার যত শোভা আছে সব চুরি করি। অন্য চোর পরিবাদে দেও মিছা বলি॥ সাধুত্ব ধার্ম্মিকত্বাদি যতেক তোমার। নগ্ন কুমারিকা সব সাক্ষী আছে তার॥ চুরি করি নিলা যার বসন ভূষণ। মস্তকে অঞ্জলি যারা করিলা স্তবন॥ অভিনব যুবা তুমি সর্ব্ব গুণবানে। কতেক যুবতী আছে বরজভুবনে॥ তার পিতাগণে কন্যা না দেয় তোমারে। এই সব গুণ শুনি সবে ভয় করে॥ সেই তাপে হেন বুঝি ব্রহ্মচারী কৈলা। তুরঙ্গম ব্রহ্মচর্য্যা এবে আরম্ভিলা॥ মিথ্যা বটু আপনাকে যদি জানাইলে। বটু হঞা পরপত্নী লোভ কেনে কৈলে॥ বংশী দ্বারে চুরি করি হর পরনারী। এ কার্য্য বটুর নয় বুঝিতে না পারি॥ হেন বুঝি বটু ছলে বসিয়াছে এথা। সতী কন্যাগণ ধর্ম্ম ধ্বংসনে সর্ব্বথা॥ বৃন্দাবনে বৃক্ষাঙ্কুর কভু রোপ নাই। বনাধীপ আমি কহি করহ বড়াই॥ গোচারণে সব তরু মূল কৈল নাশ। মোর বলি ধার্ষ্ট কর্ম্ম করহ প্রকাশ॥ বৃন্দাবন নিজ সখী বৃন্দার বর্দ্ধিত। অভিষেক করি মোরে কৈলা নিবেদিত॥ অনঙ্গ এ বনের রাজা মিথ্যা তুমি কহ। এ কথা কহিতে চিত্তে লজ্জা না করহ॥ নিজ কুঞ্জারণ্য এই কেবল আমার। সুখদায়ী সিংহাসন সব কুঞ্জাগার॥ পুরুষের গম্যাগম্য এই কুঞ্জে নাই। সখী সঙ্গে রহি এথা আনন্দাবগাই॥ কুসুম তুলিব এথা মিত্র পূজিবারে। নিষেধ করয়ে হেন গর্ব্ব কেবা ধরে॥ পর রাজ্যে আসি নিজ রাজ্য করি বল। লজ্জা ভগবতী বুঝি তোমারে ত্যজিল॥ বটু হঞা ঐছে কর্ম্ম না হয় উচিত। অবলার পুষ্প বনে স্বচ্ছন্দাচরিত॥ পশুপাল সঙ্গে তুমি পশুর চারণে। পশুপাল সঙ্গে করি যাও অন্য বনে॥ রাই মুখপদ্ম হৈতে সুধাসম শাভ্রন। চঞ্চল কুরঙ্গ আঁখি জ্ঞানে ভ্রম

জল ॥ নর্ম্ম সুধা পান কৈল শ্রীকৃষ্ণ চকোর। সখী দৃষ্টে চকোরিণী অতৃপ্তি বিভোর ॥ কৃষ্ণ স্পর্শে ভয় পাঞা রাধা কমলিনী। কটাক্ষ উৎপল মালা কৃষ্ণে দিল আনি ॥ অব্যক্ত ভর্ৎসন উক্তি করিয়া করিয়া। দুই তিন পদ চলে অবজ্ঞা করিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ শ্রীরাধার অঙ্গের নর্ত্তন। দেখিবারে করে বাঞ্ছা কঞ্চুক আকর্ষণ ॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকার ভ্রূকামধনু। শোন চক্ষু কোণ বাণে বিন্ধে কৃষ্ণ তনু ॥ কৃষ্ণ হস্ত দূরে করি কঞ্চুক লইল। নীলপদ্ম দিয়া ধনী শ্রীকৃষ্ণ তাড়িল ॥ সে তাড়ন পাঞা কৃষ্ণ আনন্দিত ভেলা। স্বেদ বাষ্প পুলকাদি কৃষ্ণ দেহে হৈলা ॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ হস্ত পরশ পাইয়া। প্রফুল্ল হইল তনু দ্বিগুণিত হঞা ॥ কঞ্চুক আপনি পড়ে বন্ধন চিঁড়িয়া। নাভি শ্লথ বস্ত্র রহে নিতম্বে লাগিয়া ॥ অতি সূক্ষ্ম রক্তবাস অস্থ পীতস্তনে। লাগিয়া রহিল অঙ্গে স্বেদের কারণে ॥ কৃষ্ণ হস্ত ধরে ধনী এক হস্ত দিয়া। আর হস্তে নীবিবন্ধ রাখেন ধরিয়া ॥ সখীগণ লোল চক্ষু হাস্যানন দেখি। নীবিবন্ধে দক্ষ হস্ত বিহস্তে নিরখি ॥ আনন্দ আবেশ যত্নে বান্ধে নীবিবন্ধ। কৃষ্ণ এই অবসরে লুটে কুচ কুম্ভ ॥ শ্রীরাধিকা নীবিবন্ধ কিছু বন্ধ করে। অন্য হস্তে কৃষ্ণ হস্ত পদ্ম ধরিবারে ॥ এক চক্ষে সখী মুখ ধনী নিরীক্ষয়। আর চক্ষে রক্তোৎপলে কৃষ্ণ মুখ চায় ॥ রোদনের সঙ্গে হাস্য গদগদ বাণী। তর্জ্জন করয়ে কৃষ্ণে ভর্ৎসে হস মানি ॥ প্রণয়ের সুখ হৈতে বাম্য উপজিল। কৃষ্ণ করে নিজ কর তাড়ন করিল ॥ দুই হস্ত পদ্মে শব্দ করয়ে কঙ্কণ। অনিলে চঞ্চল পদ্ম শব্দ অলি যেন ॥ ললিতা আসিয়া মধ্যে কৃষ্ণ নিবারিলা। পঞ্চদেব পূজা কৃষ্ণ কুন্দলতা বৈলা ॥ কৃষ্ণ কহে কন্দর্পের যজ্ঞ আচরণে। কুন্দলতা হও তুমি পূজা অধিষ্ঠানে ॥ কুন্দলতা কহে আমি পূজা নাহি জানি। নান্দীমুখী মুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি ॥ অত্যন্ত গোপন কথা শুন দিয়া মন। আমার দেবর তুমি কহি তেকারণ ॥ রাই বাম কুচকুম্ভে হস্তপদ্ম দিয়া। মন্ত্র পাঠ কর নমঃ গণেশায় বলিয়া ॥ অন্য কুচে তবে নিজ হস্ত পদ্ম ধর। নমঃ শিবায় বলি মন্ত্র উচ্চারণ কর ॥ কুটিলাক্ষ শিবা তার পূজা ক॰

দৃঢ়। চণ্ডীকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্র পাঠ কর॥ এক করে বেণীমূলে চিবুক অন্য কর। ধনী মুখপদ্মে নিজ মুখপদ্ম ধর॥ নমো বিষ্ণবে বলি মন্ত্র উচ্চারহ। অরুণ অধর তবে অর্চ্চন করহ॥ অধর বান্ধুলি নিজ দন্ত কুন্দ দিয়া। পুনঃ মন্ত্র পড় নমঃ সবিত্রে বলিয়া॥ তবে কৃষ্ণ পূজা বিধি আরম্ভ করিতে। শ্রীরাধিকা লাগে কুন্দলতাকে ভর্ৎসিতে॥ কর্ণের উৎপল নিয়া তাড়ে কুন্দলতা। তাহা দেখি সখীগণে কহে কৃষ্ণ কথা॥ কন্দর্পের যজ্ঞারম্ভে বিঘ্ন শান্তাইতে। পঞ্চদেব পূজা আমি লাগিনু করিতে॥ দেখ তোমার সখী অতি ক্রোধাবিষ্ট হঞা। ভর্ৎসন করয়ে কারে না জানিল ইহা॥ সখী সব হাস্যাননে মিথ্যাটোপ কথা। কুন্দলতা প্রতি কহে হঞা দৃগিঙ্গিতা॥ পতি পত্নী বস্ত্রাঞ্চল যজ্ঞের বিধান। তাহা বিনু যজ্ঞারম্ভে নহে ভাল কান॥ ধর্ম্ম নিষ্ঠা সখী মোর এইত কারণে। কহয়ে আবিষ্ট হয়ে সক্রোধ বচনে॥ শুনি বিশাখার বাক্য রাধা সুনয়নী। ভ্রুভঙ্গী করিয়া হেরে সক্রোধ বয়ানী॥ এথা কুন্দলতা দুই বস্ত্রাঞ্চল লঞা। বন্ধন করিল অতি হরষিত হঞা॥ অলক্ষিতে কুন্দলতা সম্মুখে আসিয়া। কহয়ে প্রার্থ্য্য কথা বড় হৃষ্ট হঞা॥ সুমঙ্গল যজ্ঞ অন্য চর্চ্চা কিবা কায। নবগ্রহ পূজা কর হইয়া অব্যাজ॥ কৃষ্ণ কহে পূজা বিধি কৈছে কহ মোরে। তেঁহ রাই অঙ্গে দেখায় দৃগিঙ্গিত দ্বারে॥ রাধিকা অধর আর নয়ন যুগলে। দুই গণ্ড কুচ যুগ মুখচন্দ্র ভালে॥ নয় স্থান নবগ্রহ পূজন করহ। অধর বাঁধুলি নিজ সর্ব্বত্র ধরহ॥ শ্রীরাধিকা কহে তুমি আচার্য্য ইহার। নিজ অঙ্গ গ্রহ পূজা করহ সবার॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে। পলাইতে গ্রন্থি বন্ধ রোদন করয়ে॥ গ্রীবা ফিরি দেখে দুই অঞ্চলে বন্ধন। অন্তর্ব্বাঞ্ছা পূর্ণ ফুল্ল হইলা আনন॥ কৃষ্ণ আর সখীগণ কুন্দলতা প্রতি। ঈর্ষা করি কহে গ্রন্থি খোল শীঘ্রগতি॥ কৃষ্ণ ধৃষ্ট নট ধার্ষ্ট্য নটী বিশাখিকা। কুন্দলতা ললিতাদি সব বিদূষিকা॥ পত্নীর দরিদ্র অন্য পত্নীর অঞ্চলে। অঞ্চল বান্ধিয়া বাঞ্ছা করিল সকলে॥ নির্লজ্জ হইল বহু লাভের কারণে। বহু লাভ লজ্জা মল কৈল অন্তর্দ্ধানে॥

এত কহি বস্ত্রাঞ্চল অগ্রেতে খসায়। শ্রীকৃষ্ণ বারণ করি মুখে চুম্ব খায়॥ এইরূপে হস্তে হস্ত রোদন করিতে। ব্যস্ত প্রায় হৈলা ধনী নারে খসাইতে॥ এইকালে শ্রীললিতা মিথ্যা ঈর্ষা করি। খসাইলা বন্ধন চিত্তানন্দ ভরি॥ কহে যদি অঞ্চল বান্ধিতে সাধ যায়। ব্রজেত দুর্লভা কন্যা বিভা নাহি হয়॥ ভ্রাতৃজায়া কুন্দলতা আছে বিদ্যমান। তাহার অঞ্চলে বান্ধ চঞ্চল বিধান॥ শ্রীরাধিকা মুক্ত পাইলা পট্টজ হইতে। চঞ্চলভ্রূ রঙ্গভঙ্গী সহাস মুখেতে॥ কুন্দলতা প্রতি দৃষ্টে ইঙ্গিত করিয়া। কহিতে লাগিল ধনী ঈষৎ হাসিয়া॥ উপদেষ্টা অজ্ঞ আর যজ্ঞ কর্ম্ম কর্ত্তা। ছাড়িয়া দিক্‌পাল গ্রহ পূজার ব্যবস্থা॥ এইত কারণে যজ্ঞ কর্ম্মে ছিদ্র হৈল। এতেক শুনিয়া তবে কুন্দলতা কৈল॥ আমি ভ্রান্তা নহি তুমি অজ্ঞা না জানহ। কাম যজ্ঞে আগে গ্রহ পূজা যে জানিহ॥ পশ্চাৎ করিবে দিক্‌পালের পূজন। এত শুনি তাঁরে পুছে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ কোন স্থান দিক্‌পালের কোন কোন নাম। বিশেষ করিয়া তার কহত বিধান॥ তবে কুন্দলতা হাসি কহয়ে তাঁহারে। বিদ্যমান সব তোমার পূজা লইবারে॥ পূজার আরম্ভ দেখি সবাই আইলা। অভীষ্টসিদ্ধার্থ লাগি উন্মুখ হইলা॥ পূর্ব্বেতে ললিতা বিশাখিকা যে ঈশানে। সুদেব্যাগ্নি কোণে তুঙ্গবিদ্যা যে দক্ষিণে॥ নৈঋর্তে আছয়ে চিত্রা পশ্চিমে রঙ্গ-দেবী। ইন্দুলেখা আছে এই বায়ুকোণে সেবি॥ চম্পক লতিকা এই উত্তরেতে হয়। শ্রীরূপমঞ্জরী এই উর্দ্ধেতে আছয়ে॥ অনঙ্গমঞ্জরী এই পাতাল নিবাসী। রসের উল্লাসময়ী যাতে রস বাসি॥ এই সব দিক্‌পাল দশ দিকে রহে। পূজা পাইলে তুয়াভীষ্ট সিদ্ধি যে করয়ে॥ শুনি সব সখী এই কুন্দলতা বাণী। ক্রোধ করি ভর্ৎসে তবে সুস্মেরবদনী॥ ধৃষ্টা পামরী তুমি আপন পূজা লও। পূজা লয়ে দেবরের অভীষ্ট পূরাও॥ এত কহি কৃষ্ণ প্রতি সশঙ্কিতা হঞা। আত্ম রক্ষা লাগি রহে সাবধানে যাঞা॥ দুই দুই সখীতে রহে একত্র হইয়া। কৃষ্ণের চাঞ্চল্য নর্ম্ম বারণ লাগিয়া॥ যে যে দিকে চায় কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নে। তাঁহা হৈতে ধাঞা যায় অন্য সখী স্থানে॥

কারো অঙ্গ পূজা করে কাহাকে পরশে। এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র ফিরয়ে হরিষে॥ কোন সখী বিনয় করে কেহত তর্জ্জনে। করে বস্ত্র ধরি কৃষ্ণ করে আকর্ষণে॥ এইরূপে হাস্যমুখে রোদন বিশাল। নয়ন উৎফুল্ল ভগ্ন অরুণ চঞ্চল॥ এইমত সখীগণের বদন নয়ন। দেখিয়া পাইল সুখ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ আশ্চর্য্য যজ্ঞের কথা কহনে না যায়। বিঘ্ন হৈলে যদি কর্ম্মে তভু ফল পায়॥ সখী পলাইয়া কৈল রাধিকা আশ্রয়। দুর্গস্থলে যাঞা সবে হইলা নির্ভয়॥ সেখানে থাকিয়া নিজ নয়ন চকোরী। পাঠাইয়া পিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুরী॥ বৃষভানু-জাকে সবে আশ্রয় করিল। মুখ পদ্ম প্রফুল্লিত সবার হইল॥ দেখিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হৈল শ্রীমধুসূদন। রাই দুর্গ যাইতে পরে কৈল তবে মন॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা হুঙ্কার করয়ে। ভীত প্রায় হয়ে কৃষ্ণ স্তব্ধ হঞা রয়ে॥ কুন্দলতা মুখ কৃষ্ণ স্তব্ধ হঞা হেরে। সে আনন্দ হৈল তাহা কে কহিতে পারে॥ এই রূপে রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। নানান বিলাস করে নানা রস রঙ্গে॥ গুহ্যাতিগুহ্য কথা প্রেম সুধাময়। ইহা যেই শুনে তারে এ প্রেম মিলয়॥ মধ্যাহ্নকালের লীলা রসময় কথা। কর্ণ মন তৃপ্ত হয় শুনি এই গাথা॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সদা কর পান। যাহা হতে পাবে সব বাঞ্ছিত বিধান॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ। গোবিন্দচরিত কহে যদু-নন্দন দাস॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নকালে রাধাকৃষ্ণ
নবকৌতুকাদি বর্ণন নামক
নবম সর্গ॥ ৯॥

দশম সর্গ।

"অপেক্ষিতজ্ঞা কিল কুন্দবল্লী, সন্দেহদানক্ষমথক্রিয়ায়াম্।
নন্দীশ্বরাদ্রীশ্বরমাপ্নুবত্যা, স্বয়ং বিষণ্ণেব জগাদ কৃষ্ণম্॥"

জয় জয় গৌরচন্দ্র সকল রসধাম। জয় জয় দীনবন্ধু গদাধরপ্রাণ॥ জয় রূপ সনাতন এ দীনবৎসল। তোমা দোঁহা নামে প্রেম উপজে অন্তর॥ জয় জয় রঘুনাথ শ্রীভট্ট গোপাল। শ্রীজীব গোসাঞি জয় দীন দয়াল॥ জয় রঘুনাথ দাস জয় ব্রজবাসী। জয় গৌরভক্তবৃন্দ সর্ব্ব গুণরাশি॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ ভকত একান্ত। সবে পদরজ দেহ মোর শিরোপান্ত॥ কহিব অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণের বিহারে। শ্রবণ পরশ মাত্র সরস চিত হবে॥ কুন্দলতা জানে সব কৃষ্ণের ইঙ্গিত। কৃষ্ণকে বিষণ্ণ দেখি হৈলা বিস্মিত॥ আপনে বিষণ্ণ প্রায় হইয়া চিন্ময়। সর্ব্বেশের যজ্ঞে কেন বিঘ্ন উপজয়॥ কৃষ্ণকে কহয়ে তুমি হও পশুপতি। লীলায় কন্দর্প নাশ হৈল যজ্ঞ অতি॥ দেবতার কর্ম্ম নাশে ফল ভাল নয়। অতএব তুমি ধর্ম্ম ত্যজহ নিশ্চয়॥ প্রণয়েতে পরবশ যে ধর্ম্ম তোমার। সেই ধর্ম্মে মন দেহ এই সে বিচার॥ কৃষ্ণ কহে ভাল কুন্দলতা যে কহিলে। প্রাচীন লোকেতে শিব করি মোরে বলে॥ আপন স্ত্রীকে তেঁহ নিজ অঙ্গ দিল। সেই ধর্ম্ম এবে আমি অঙ্গীকার কৈল॥ কিন্তু তিঁহো দিল তারে অর্দ্ধেক শরীর। সর্ব্ব অঙ্গ দিব আমি মন করি স্থির॥ দাতা প্রেমবশ আর বৈদগ্ধ্য আমার। এই সব কীর্ত্তি যেন ঘোষয়ে সংসার॥ ইহা শুনি সাবধান শ্রীরাধিকা হৈলা। রাই আলিঙ্গিতে কৃষ্ণ অলক্ষিতে আইলা॥ আইস আইস গৌরী লও আমার শরীর। শ্রীচন্দ্রশেখর আমি অত্যন্ত সুধীর॥ শুনি রাই পলায়ন উদ্যম করিতে। হঠাৎ আসিয়া কৃষ্ণ ধরিলা হস্তেতে॥ গদগদ বচনে ভর্ৎসে সুমুখী তাঁহারে। অল্প হাস্য করে ধনী রোদন মিশালে॥ এইরূপে ঈর্ষা করি কৃষ্ণেতে হৈলা। [illegible] হৈয়া রহে কৃষ্ণের অগ্রেতে॥ রাধিকার মুখপদ্ম

পরিমলে মাতি। ঝঙ্কৃতি শবদে আসি পড়ে ভৃঙ্গ তথি॥ চকিত ভাবের তবে উদয় হইল। ধৈর্য্য ছাড়ি ত্রাসে কৃষ্ণ আলিঙ্গন কৈল॥ কৃষ্ণ তাঁরে পায়ে করে দৃঢ় আলিঙ্গন। সখীগণে হৈলা সবে সহাস্য বদন॥ তবেত পাইলা লজ্জা রাধা সুবদনী। পলাইতে চাহে কৃষ্ণ ধরিলা আপনি॥ ঈর্ষা লজ্জা হর্ষ আর বামতাদি গুণ। কায়মনোবাক্য ধনী হৈল উপসন্ন॥ কভু দিবা দেই কৃষ্ণে কভু করে নিন্দা। তর্জ্জন আক্ষেপ কত কভু করে বন্দা॥ সহাস্য বদনে কহে এই সব কথা। ভুজ বন্ধ ছাড়াইতে করে বহু চিন্তা॥ রাধিকার চেষ্টা দেখি কৃষ্ণ সুখী হৈলা। সখীগণ তাহা দেখি মহোৎসব পাইলা॥ কৃষ্ণ যবে রাধিকাকে আলিঙ্গন কৈল। সখীগণ অঙ্গে তবে কম্পাদি হইল॥ তাহা দেখি বৃন্দা পুছে নান্দীমুখী স্থানে। অপরশে সখী অঙ্গে স্পর্শ ভাব কেনে॥ বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণ রাধা আলিঙ্গনে। বিনা স্পর্শে মহা সুখ পাইলা সখীগণে॥ না দেখিলে দরশনে উৎকণ্ঠা বাড়ায়। দরশনে স্পর্শ লাগি লালসাদি হয়॥ কৃষ্ণ যবে স্পর্শে তবে ঈর্ষা বাম্য হয়। বিচিত্র চেষ্টার কিছু কহত নিশ্চয়॥ তাহা শুনি নান্দীমুখী কহয়ে তাহারে। ব্রজাঙ্গনাগণ রীতি কে বুঝিতে পারে॥ লোকোত্তর চেষ্টা সব কৃষ্ণের সুখার্থ। কায়মনোবাক্যে করে হয়ে মহা আর্ত্ত॥ কৃষ্ণ আহ্লাদিনী শক্তি রাধা ঠাকুরাণী। সার অংশ প্রেমলতা তাহারে বাখানি॥ সখীগণ হয় তার পুষ্প পত্র সম। কি কহিব এই কথা অতি অনুপম॥ কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যে কোটি সুখ হয়॥ এইত কারণে সখী বহু সুখ পায়। ইহাতে অধিক কিছু বিচিত্র না হয়॥ রাধাকৃষ্ণ ব্যাপক রতি সুখের স্বরূপ। প্রতিক্ষণ নানা রস প্রকাশ স্বরূপ॥ তথাপিহ সখী বিনু সুখ নাহি হয়। হেন সখী পদ সেবা করেন আশ্রয়॥ কৃষ্ণরসে রসজ্ঞ যে সেই সে করয়। অরসজ্ঞ জন ইহার অন্ত না জানয়॥ প্রলয় কালেতে যেন সর্ব্বনাশ হয়। অনেক বাসনা তাতে ঈশ্বর করয়॥ এই মত রাধাকৃষ্ণ সখী ভিন্ন নয়। রস আস্বাদন লাগি ভিন্ন ভিন্ন হয়॥ কৃষ্ণ উৎফুল্ল তমাল তরু মনোরম। রাধা সুধা প্রেমলতা

হইল মিলন॥ সচেতন লোকগণ যতেক আছয়। দোঁহার দর্শনে চিত্তে কার সুখ নয়॥ রাধাকৃষ্ণ সুখ লাগি সখীর তাৎপর্য্য। কি কহিব এই কথা অত্যন্ত আশ্চর্য্য॥ ইহার বামতা দেখি কৃষ্ণ সুখ পায়। অতএব কৃষ্ণ সঙ্গে বাম্য উপজয়॥ এথা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ ভুজে বন্ধ হয়। বক্ষস্থল স্পর্শে বহু আনন্দ বাড়য়॥ অত্যন্ত আনন্দে হৈল বাম্যের উদয়। ললিতাদি ভর্ৎসে ধনী বৈমত্য বিষয়॥ ধৃষ্টা কুন্দলতা কৃষ্ণ দূতীর সহিতে। মিলিয়াছে কপটিনী বুঝিয়া ললিতে॥ নানা ছল করি আমা এখানে আনিলা। শঠকুল গুরু হাতে আনিয়া ডারিলা॥ খল ভর্ত্তার ধার্ষ্ট্য নৃত্য তটস্থ হইয়া। দেখিতে আছহ নেত্র ভঙ্গিম করিয়া॥ কৃষ্ণ আলিঙ্গন তুয়া প্রাথর্য্য নহিল। আত্ম মৃদুগুণ নব তোমাকেত দিল॥ ইহাতে নাহিক দোষ জানিহ এক্ষণে। নিজ গুণ পরিবর্ত্ত কৈল দুই জনে॥ শুনিয়া ললিতা দেবী অল্প হাস্য করি। রুষ্ট প্রায় তুষ্ট গর্ব্ব ভঞ্জন আচরি॥ কহে কৃষ্ণ সত্যব্রত ধ্বংসে ধৃষ্টরাজ। কি আরম্ভ কৈলা এই সতীর সমাজ॥ কৃষ্ণ কহে পুছ তুমি তোমার সখীরে। বলে কেন আসি এই ধরিল আমারে॥ তবেত ললিতা কহে পুন্নাগ তরুতে। মাধবী লতিকা বেড়ে এইত উচিতে॥ বৃক্ষে বল্লী বেড়ে ইহা কভু নাহি শুনি। সখী তোমা বেড়িতে পারে বেড় কেন তুমি॥ কৃষ্ণ কহে নিজ অঙ্গ দিল প্রিয়া ঠাঞি। প্রিয়া আত্মসাত কৈল মহাহর্ষ পাই॥ আত্ম অঙ্গ দিয়া পুনঃ কেমতে লইব। দত্ত বাল দিয়া পুনঃ লইতে নারিব॥ ললিতা কহয়ে শঠ ছাড়হ শঠতা। ললিতার শোণা ক্রোশা জানহ সর্ব্বথা॥ নিজা-ভীষ্ট সিদ্ধি যদি বাসনা আছয়। কুন্দলতা সনে কর যৈছে ইচ্ছা হয়॥ ললিতার আগে বায়ু না পরশে রাধা। অতএব ছাড় বস্ত্র ছাড়হ দুঃসাধা॥ এত কহি রোষ করি সখীগণ লঞা। চলিলা কৃষ্ণের কাছে সংগ্রামে সাজিয়া॥ সে শোভা দেখিতে কৃষ্ণের আনন্দ হ[illegible]। পুলকাশ্রু কম্প ভাবে বিবশ হইল॥ এইত সময়ে ধনী হস্ত শ্লথ পাঞা। বাহির হইল রাই মুরলী লইয়া॥ পরম আনন্দে কৃষ্ণ অবশ হইলা। সবে জানে ললিতার ভয়েতে ছাড়িলা॥ হস্তাবশ হৈল তাতে

রাধার। মন বপু বাক্যেন্দ্রিয় কৃষ্ণময়ী যার॥ সফরী কুরঙ্গী আর চকোর খঞ্জন। অম্ভোজ ভ্রমর আর নীলোৎপলগণ॥ মদন বিশিখ আদি কতেক প্রকারে। কৃষ্ণ চিত্ত ধৈর্য্য যত এই সব হরে॥ রাধিকার সাহজিক নয়ন নর্ত্তনে। হরে কৃষ্ণ চিত্ত আর এই সব জিনে॥ চকোর চাতক আর সরোজিনী গর্ব্ব। সদা এক তনু আত্মা এই অতি খর্ব্ব॥ শুন রাধে গোবিন্দে যে তুয়া একতান। দেখি লুপ্ত হৈল তার যত গর্ব্ব মান॥ শ্রীশক্তি ভূশক্তি লীলাশক্তি আর। সকল যুবতী শ্রেষ্ঠা সদ্গুণের সার॥ তিন হইতে শ্রীশক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা জানি। তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠা গোপাঙ্গনা মানি॥ তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠা বুদ্ধি সর্ব্ব যূথনাথা। তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী সর্ব্বমতা॥ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠা রাধা সুবদনী। কৃষ্ণ তৃষ্ণা করে যারে দিবস রজনী॥ চন্দ্রাবলী নিজ রূপ গুণ আদি যত। যত্নে প্রকটয়ে কৃষ্ণ বশের নিমিত্ত॥ রাধিকার সাহজিক প্রাকট্য দেখিয়া। কৃষ্ণ আত্ম স্মৃতি হীন অন্য কেবা ইহা॥ সর্ব্বগুণ খনি রাই দোষাদি বিহীন। এ কথা অসত্য মনে দেখি লাগে চিন॥ কেশে সুকৌটিল্য লোল নয়ন যুগল। কুচযুগে কঠিনতা আছে যে বিস্তার॥ রাই নেত্র চকোরিণী কৃষ্ণ মুখ চন্দ্র। হাস্য সুধাপান করে পাইয়া আনন্দ॥ কৃষ্ণের নয়ন ভৃঙ্গ সতৃষ্ণ হইয়া। রাই মুখপদ্মে গিয়া রহয়ে পড়িয়া॥ কৃষ্ণ কাছে রাই যদি বিনাবেশে রয়। আনন্দ উৎফুল্ল ভাব অলঙ্কারময়॥ দেখি সব সখীগণ বহু সুখ পায়। কি কহিব সে আনন্দ কহিলে না হয়॥ রাধিকার আগে কৃষ্ণ পাছে কৃষ্ণচন্দ্র। দুই পাশে কৃষ্ণ আর মুখে কৃষ্ণানন্দ॥ রাধা দুই দৃশে কৃষ্ণ দুই গণ্ডে কৃষ্ণ। কুচে কৃষ্ণ কণ্ঠে কৃষ্ণ বস্ত্রান্তরে কৃষ্ণ॥ তেঞি রাধা কৃষ্ণময়ী সর্ব্বত্র বিদিতা। কৃষ্ণ প্রাণময়ী রাই বেদে গায় কথা॥ কৃষ্ণাঙ্গ সৌন্দর্য্য কাম জিনিলা সকলে। দেখিয়া কন্দর্প মনে হইলা বিহ্বলে॥ অতএব কাম কিছু করিবারে নারে। তেঞি কাম রাই তনু আরাধনা করে॥ প্রীতি মতি স্থানে রহে কৃষ্ণ জিনিবারে। জিনিয়া আপন মন সাফল্যতা করে॥ রাধিকার অঙ্গ যবে কৃষ্ণ পরশয়। দেখি স্বেদ অশ্রু কম্প রোমাঞ্চাদি হয়॥ কৃষ্ণ যবে রাধাধর

মধু পান করে। সখীগণ নিজ মনে মত্ততা আচরে॥ বরীয়ান পুরুষ কৃষ্ণ সদগুণের সার। নারী বরীয়সী রাই গুণে নাহি পার॥ অন্যোন্য সঙ্গ বিধি করিলা যতনে। নিজ গুণজ্ঞতা যশঃ করিতে কীর্ত্তনে॥ কৃষ্ণ হৃদিমালা ধনী করিয়াছে গলে। কৃষ্ণে দিলা রাই নিজ রুচি মণিহারে॥ রাধাধর মধু কৃষ্ণ সুখে কৈলা পান। কৃষ্ণাধর পিয়া রাই দন্ত কৈলা দান॥ সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধিগণ বাঢ়ে কৃষ্ণ সঙ্গে। নানা ভঙ্গী রঙ্গে অঙ্গ দৃশের তরঙ্গে॥ চিত্তে উল্লাস কত বাড়িল রাধার। রাই অন্য প্রায় হয় নবীন আচার॥ সৌরভে পূরিত দিগ বিদিগ সকল। কৌমল্য সৌন্দর্য্য মধুপূর্ণ নিরমল॥ হেন রাধা কমলিনী ছাড়ি কৃষ্ণ অলি। কণ্টক কেতকী বনে কেন ধায় চলি॥ মাধবে মাধবী ফুল্ল হরিষ বিলাস। মাধবী মাধব সহ করে হর্ষবাস॥ নিজ বৈদগধি বিধি প্রকট করিয়া। যোগ কৈল দুহুঁ দুহুঁ উল্লাস লাগিয়া॥ রাই শোভা দেখি বিধি বিস্মৃত হইলা। নিজ সৃষ্টি নহে জানি লজ্জা বহু পাইলা॥ সব সার বস্তু লৈয়া রাইর সমান। যুবতী গঢ়ার নহে সম নিরমাণ॥ পূর্ব্ব সৃষ্টি সারগণ নিরর্থক হৈল। পুনর্ব্বার তাতে বিধি অতি লজ্জা পাইল॥ রাই মুখ দেখি বিধি গঢ়ে পদ্মচন্দ্র। বহু দোষ পূর্ণচন্দ্র পান অতি মন্দ॥ চন্দ্রে অঙ্ক মসী দিয়া লেপন করিলা। পদ্ম অলি মসী দিয়া সর্ব্বাঙ্গ লেপিলা॥ রাধিকার গুণ বৃন্দ গান করিবারে। অন্য কেবা যাতে হয় বাণী অগোচরে॥ এইরূপ সখীগণ রাধাঙ্গ বর্ণিলা। সহাস্য বদনে সালঙ্কার কাব্য কৈলা॥ নয়ন সঙ্কোচ বহু সঙ্কোচিত হৈলা। শুনি কৃষ্ণ তনু মন তৃপ্তি হৈয়া গেলা॥ এইত কহিল রাধা শ্রীঅঙ্গ বর্ণন। ইহা যেই শুনে পায় গন্ধর্ব্বাচরণ॥ মধ্যাহ্নের লীলা কথা অমৃতের সার। কর্ণ মন তৃপ্ত করে এক বিন্দু যার॥ গোবিন্দ চরিতামৃত নিত্যই নূতন। বিচারিতে মিলে প্রেম মহা মহাধন॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীরাধাঙ্গবর্ণন নামক

একাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ সর্গ।

"অথাহ বৃন্দা ব্রজকাননেশৌ, পদাম্বুজে বায় ভুকারমুখ্যোঃ।
নিবেদিতং ষড্‌ভিরিহাস্তি যত্তৎ সাদ্বং সমাকর্ণয়তং সখীভিঃ॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি। শক্তি দেহ যেন প্রভু তুয়া গুণ গাই॥ জয় জয় শ্রীরূপ গোস্বামীর চরণ। যেঁহো প্রকাশিল ব্রজলীলা রস ধন॥ জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামী জীব নাথ। জয় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট রসের সাগর। জয় ব্রজবাসী যত সর্ব্ব গুণধর॥ জয় রাধাকৃষ্ণ ভক্ত বৃন্দা-ঠাকুরাণী। সবার চরণ ধূলী শিরে ধরো আমি॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সঙ্গে। জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা বৃন্দের তরঙ্গে॥ অতঃপর বৃন্দা রাধাকৃষ্ণের চরণে। নিবেদন করে তাহা শুন সর্ব্বজনে॥ বৃন্দা কহে ছয় ঋতু বিনয় করিয়া। পাঠায়েছে রাধাকৃষ্ণ শুন মন দিয়া॥ সব সখীবৃন্দ মেলি কর অবধান। যৈছেন কহয়ে ছয় ঋতুর বিধান॥ আমরা কিঙ্করী সব বহু যত্ন করি। সামগ্রী করিল সব বৃন্দাবন ভরি॥ ঈশ্বর ঈশ্বরী যদি তাতে দৃষ্টি করে। তবে সর্ব্ব সামগ্রী পূর্ণ কলেবরে॥ ভৃত্যের কৌশল যদি ঠাকুরে দেখয়। তবে সে ভৃত্যের শ্রম সফলতা হয়॥ আর শুন বৃন্দাবনে স্থিরচরগণ। লীলা স্থান আছে যত তার নিবেদন॥ ঈশ্বর ঈশ্বরী দোঁহে করুণা করিয়া। সাফল্য করহ শোভা দরশন দিয়া॥ এই কালে সুবলের সঙ্গে বটু আইলা। আসিয়া কৃষ্ণেরে কিছু কহিতে লাগিলা॥ বৃন্দাবনে প্রজা যত কৃষ্ণ যে তোমার। নির্দ্ধন করিল রাই যত ছিল সার॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য শোভাবান যত ছিল। ফল পুষ্প আদি সখী সঙ্গে সব নিল॥ এইত সময়ে নান্দীমুখী আগমন। পৌর্ণমাসীর আশীর্ব্বাদ জানায় তখন॥ সবারে আশীষ করি কহিতে লাগিলা। পৌর্ণমাসী মোরে এথা পাঠাইয়া দিলা॥ আত্ম মধ্যে দুই জনা কলহে কি ফল। সন্তোষের হানি রাজ ভয়

পূর্ণতর ॥ আমার আজ্ঞায় দুঁহে সম্প্রীতি করিয়া। রাজ্য সুখে রহ অতি স্বচ্ছন্দ হইয়া ॥ ইহা কহি পুনঃ মোরে কহে পৌর্ণমাসী। রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ যদি বিবাদে প্রবেশি ॥ বৃন্দার সহিত তুমি বিচার করিয়া। প্রথমে কাহার দোষ কহত আসিয়া ॥ শুনি নান্দীমুখী বাণী কৃষ্ণ তারে কহে। সর্ব্ব তত্ত্ব তুমি জান প্রীতি কৈছে হয়ে ॥ সব সখী মেলি বন করিল নিক্রন। শঠতা করিয়া বংশী করিল হরণ ॥ কৃষ্ণ বাক্য শুনি তবে কুন্দলতা বলে। দ্বন্দ্ব করি দুঁহে রাজস্থানে গিয়াছিলে ॥ বড় গর্ব্ব করি দুহে গেলা রাজস্থানে। রাজা কি কহিল কহ সে সব কথনে ॥ কৃষ্ণ কহে রাই লয়ে রাজস্থানে যায়ে। সমর্পণ কৈল তাঁরে একথা কহিয়ে ॥ তোমার বনের দ্রব্য ইহ চুরি করে। আত্ম দ্রব্য লও মোর দ্রব্য দেও মোরে ॥ এই কথা শুনি রাজা পুছিল ইহারে। ইহো ছল পাতাইয়া কথা কহে তারে ॥ বহু গোপ সঙ্গে বহু ধেনু চরাইয়া। কৃষ্ণ নষ্ট কৈল বন ফুল ফল লয়া ॥ আপনার অঙ্গ শোভা আম বনে দিয়া। পুষ্ট কৈল সব বন দেখহ যাইয়া ॥ এই মিথ্যা বাক্যে রাজা প্রত্যয় করিল। সাক্ষাতে দেখিল রাজা পক্ষপাত কৈল ॥ দোষ সিদ্ধ ইহাতেই বিচার না কৈল। তোমা সবা নিকটেতে পাঠাইয়া দিল ॥ কৃষ্ণ কথা শুনি তবে কুন্দলতা কহে। পক্ষপাত যদি রাই কৈল সর্ব্বথায়ে ॥ ইহার তারুণ্য রত্ন কেবা দণ্ড কৈল। ধন লয়ে কেবা ইহার চরণ রোধিল ॥ কৃষ্ণ কহে রাজ ইঙ্গিত আমি যে পাইল। নিজ ধন লইতে আমি ইহাকে রোধিল ॥ দণ্ড করিবার কালে আমারে ধরিয়া। দণ্ড কৈলা দেখ নখ চিহ্নাদি অর্পিয়া ॥ ইহা শুনি নিতম্বিনী নয়নান্ত বাণে। ভ্রূভঙ্গী কৌটিল্য করি বিন্ধে কৃষ্ণ মনে ॥ গদ্গদিকা আসি বাণী করিলা রোধন। নীলপদ্ম কুন্দলতা তাড়িলা তখন ॥ তবেত গোবিন্দ শিরোবেষ্টন হইতে। পত্রিকা খুলিয়া দিলা নান্দীমুখী হাতে ॥ নান্দীমুখী মনে মনে লাগিলা পড়িতে। সখীগণ কহে ব্যক্ত পড়হ ত্বরিতে ॥ নান্দীমুখী তবে পত্র পড়েন ডাকিয়া। সখীগণ কর্ণ পাতি শুনে মন দিয়া ॥ নান্দীমুখী বৃন্দা কুন্দলতিকা প্রভৃতি। কাম সার্ব্বভৌম বাণী বিজ্ঞাপন অতি ॥ বন

প্রজাগণ ধন শীঘ্র দেয় লৈয়া। রাধাকৃষ্ণ বংশী ন্যায় বুঝহ যাইয়া॥ এই পত্র শুনি সব সখীগণ মেলি। রাইকে পুছয়ে অতি হই কুতূহলী॥ শুনি রাই পিছে করি বিশাখা কহয়। কিবা প্রশ্ন কর সবে বুঝিল না হয়॥ কাম রাজা আগে ইহো পূর্ব্বে কহিয়াছে। নিজ অঙ্গ শোভা রাই বনে সঁপিয়াছে॥ ললিতা কহয়ে শুন কি কাষ্য কথায়। রাই অঙ্গ প্রতিবিম্ব বন ব্রজ ময়॥ রাজ স্থানে খল লোক করিল লাগানি। কি করিতে পারে রাজা আসিয়া আপনি॥ আপনার ব্রজ সবে পালিব আপনি। ফল ফুল লৈয়া কাম্য করিব যে জানি॥ তবু যদি রাজ আজ্ঞা পালিতে উচিত। দেখ সবে বন যায়ে রাইর পালিত॥ সাধ্বী ধর্ম্ম বিনাশয়ে সেই দুষ্ট বংশী। কোথায় না দেখি তারে নষ্ট ধর্ম্ম ধ্বংসী॥ ভাগ্যে যদি কভু তারে লাগালি পাইয়ে। যমুনা ভিতরে দিয়ে সমুদ্রে ফেলিয়ে। নান্দীমুখী কহে শুন রাইর বচন। নিজ কান্ত্যে বন পুষ্ট করিল নিয়ম॥ আগে সত্য মিথ্যা তার বুঝিয়া বিচার। পাছে বুদ্ধি বংশী নাশ যেমন আচার॥ শুনিয়া ললিতা দেবী রাই আগে করি। অরণ্য ভিতরে চলে সখীগণ মেলি॥ ললিতা সুন্দরী কহে দেখ সখী মেলি। রাই অঙ্গ কান্ত্যে বন ব্যেয়াপে সকলি॥ পশু পক্ষ তরু লতা পুষ্প [illegible]। [illegible] গৌর [illegible] হইলা সকল॥ কৃষ্ণ আদি সখীবৃন্দ সবে গৌর হৈলা। রাধিকার কান্ত্যে সব গৌরবর্ণ কৈলা॥ দেখি সখী অনঙ্গমঞ্জরী নান্দীমুখী কহে। সব সত্য এই বৃকভানু সুতা কহে॥ নিজ কান্তি দিয়া বন শোভন করিলা। যা দেখি সবার নেত্রে উৎসব হইলা॥ বৃন্দা কহে শুন ইহার কারণ আছয়ে। কুহক জানয়ে রাই মোর মনে লয়॥ মন্দিরে যাইতে কান্তি সঙ্গে লৈয়া যায়। আজ আগমন [illegible] পুনঃ সমর্পয়॥ শুনি সব সখী হর্ষে উৎফুল্ল বয়ানী। অন্যোন্যে কহে সব পরিহাস বাণী॥ অতি গর্ব্ব করি বটু কৃষ্ণ আগে কৈলা। রাধাকৃষ্ণ অঙ্গকান্তি সম্বন্ধ হইলা॥ মরকত মণি বর্ণে ব্যাপ্ত হৈল বন। দেখি বটু কহে অতি সহাস্য বচন॥ কন্দর্পের তাপ গর্ব্ব দূর করিবারে। দুহার উজ্জ্বল কান্তি হৈলা একান্তরে॥ তাহা শুনি হাস্য মুখে কুন্দলিতা কহে

গান্ধর্ব্বিকা কান্ত্যে কৃষ্ণকান্তি মিশ্র হয়ে ॥ মরকত মণি কান্তি সখীগণ কৈলা। শুন অলঙ্কারে উদাহরণ অর্পিলা ॥ স্বহস্ত চালনে বৃন্দা আইসে চলিয়া। সেই হাতে আছে বংশী বায়ু পরশিয়া ॥ বাজিতে লাগিল বংশী শুনি সখীগণ। তথাই আইলা সবে চকিত নয়ন ॥ সেইক্ষণে কুন্দলতা আসি বৃন্দা স্থানে। বংশী পায়ে হৃষ্ট হৈয়া লইয়া যতনে ॥ তবে সুধামুখী কহে শুন কুন্দলতা। বৃন্দা পাশে বাঁশী কৃষ্ণ রাখিলা সর্ব্বথা ॥ কদর্থনা দিল মাত্র আমা সবাকারে। এই কথা মিথ্যা নহে পুছহ বৃন্দারে ॥ না মানহ বৃন্দা যদি পুছ কোথা পাইলা। না কহয়ে যদি তবে বৃন্দা চণ্ডী হৈলা ॥ এত শুনি বৃন্দা কহে শুন সুবদনী। শৈব্যা করে কাড়ি বংশী কক্খটি দিলা আনি ॥ নান্দীমুখী আগে বংশী সঁপিলা আমারে। বিবরিয়া কহি এই বংশীকা বিচারে ॥ তবে কুন্দলতা বংশী দিলা কৃষ্ণ করে। বংশী পায়া সুখী হৈলা মদন অন্তরে ॥

মঙ্গল রাগ। আনন্দে মুরলি লৈয়া, কৈলা করে ব্রজমণি, প্রাণী মাত্র মত্ত হৈল আনে। ত্রিভুবনে যত সতী, সুন্দরী তরুণী কত, বংশী কাষ্ঠ কৈল তার প্রাণ ॥ সে ধ্বনি অনঙ্গ তূণ, তাহাতে লাগিল ঘুন, নাশ কৈল নারী মন বাস। যত স্থিরচরগণ, উলটি করয় রন, ছয় ঋতু বৈভব প্রকাশ ॥ অন্তরের কণাগণ, শ্রবণ মুরলী গান, স্থিরচর প্রাণী সিঞ্চে তায়। বংশীধ্বনি বাণ হঞা, অবলা হৃদয়ে যাঞা, মাতাইয়া ধৈর্য্যতা ছাড়ায় ॥ যতেক পুরুষগণে, কামপীড়া হৈল মনে, কে তাতে অবলা জয়কামা। পবরত হইল পানি, শুনিয়া বেণুর ধ্বনি, দশদিগে ঝরে মনোরমা ॥ পশু পক্ষ আদিগণ, তৃষ্ণায় পীড়িত মন, যাঞা জল খাইতে না পারে। নিকটে আইল জল, তাহে পীতে নাহি বল, জড় হৈয়া আছয়ে নিচলে ॥ যতেক নদীর নীর, স্রোতোগণ হৈল স্থির, পাষাণ সমান ভেল তায়। হংস হংসীগণ তাতে, না পারে মৃণাল খাইতে, শৃঙ্খল লাগিল তার পায় ॥ স্থগিত হইল বাত, ঘুরে সব বৃক্ষনাথ, পুষ্প ছলে হাসে বৃন্দাবন। এ যদুনন্দন কহে, কেমনে ধৈরজ রহে, গান করে মদনমোহন ॥

তবে বৃন্দাদেবী আসি দোঁহার অগ্রেতে। ছয় ঋতু বন শোভা লাগে দেখাইতে॥ স্তম্ভ স্বেদ কম্প আদি চরগণে হৈলা। স্থিরগণে অতিশয় কম্প উপজিলা॥ যতেক পাষাণ স্বেদ জল হৈয়া যায়। অস্পষ্ট ডাকয়ে পক্ষ গদগদিকাময়॥ অঙ্কুর পুলক সব লতা বৃক্ষময়। প্রণয় বিরসে বন সখী বেশ হয়॥ বাসন্তী বকুল আর অমোঘ মল্লিকা। যুথি নাগ শিরীষাদি কেতকী অধিকা॥ জাতি পদ্ম লোধ্র মান আদি পুষ্পগণ। সুকুন্দ বন্ধুক আদি বনের ভূষণ॥ প্রফুল্ল মাধবীলতা রসালে যোজনা। মল্লিকার লতা সব শিরীষে ঘটনা॥ যুথি লতাগণ উঠে কদম্ব তরুতে। জাতিলতা উঠে সপ্ত পুন্নাগ মিলিতে॥ প্রফুল্ল অম্লান দেখ লোধ্রার মিলনে। কুন্দাদি করিয়া যত যত পুষ্পগণে॥ তোমা দোঁহা পরিচর্য্যা করে এই মনে। ফল পুষ্প শ্রেণী পূর্ণ হৈয়া আছে বনে॥ কোকিল ভ্রমর আর চাষপক্ষ কত। ধুম্রাট ডাহুক শিখী চাতকাদি যত॥ হংস সারস কাব টিটপক্ষ করি। হরিতাল ভারই আদি নানা রাগ ধরি॥ তোমা দোঁহাকার যশ গুণ গান করে। অতিশয় প্রেমে সবে রোদন আচরে॥ সশাখা মুকুল পত্র কুসুম অপার। হরিদ্বর্ণ কেহ আর পাণ্ডুবর্ণাকার॥ জানি ফল কোন ফল পাকোন্মুখ হৈল। কোন ফল রসে পূর্ণ সুপক্ক হৈগেল॥ এইমত ছয় ঋতু যত তরুগণ। নিজ নিজ সামগ্রীতে করয়ে সেবন॥ এই বৃন্দাবন ছয় ঋতু শোভা করি। মাধুর্য্য বৈভব যত আছে ধরি ধরি॥ প্রণয়ে বিবশ বহু সম্ভারাদি লয়ে। সাক্ষাতে সেবয়ে দেখ সখী প্রায় হয়ে॥ তোমরা আইলা গৃহে জানি বৃন্দাবন। নৃত্য উড়াইয়া নাচে আনন্দিত মন॥ কুসুম পরাগ উড়ে সেই পটবাস। বৃক্ষলতা ছলে বায়ু নৃত্য পরকাশ॥ পত্র শয্যা কৈলা নানাবর্ণ পুষ্প বাসে। তাতে পদ ধরি যাবে মনে এই আশে॥ তুহুঁ মুখচন্দ্র দেখি চন্দ্রকান্তমণি। কুট্টিমা হইল জল পাদ্য অনুমানি॥ দূর্ব্বার অঙ্কুর দোঁহে অর্ঘ্য নিবেদয়। আচমন দিলা অম্বু নদীতে যে হয়॥ জাতিফল লঙ্গ জয়িত্রী আদি করি। তুহুঁ আগে দিলা এই বৃক্ষ সব ভরি॥ মকরন্দ ঝরে পদ্ম পত্রে ঢাকা জল। শীতল অনিল বহে বহু পরিমল॥ স্নান লাগি এই

অতি স্নিগ্ধ জল দিলা। দুহুঁ স্নান করিবারে ধরিয়া রাখিলা॥ স্নান করাইয়া শুষ্ক বসন পরায়ে। নানা বর্ণ পত্র পুষ্প চিত্রাংশুক হয়ে॥ দুহু অঙ্গ হয় মণি কুঙ্কুম সমান। পুষ্পপত্র প্রতিবিম্ব বসন গেয়ান॥ চন্দন অগুরু আর কুঙ্কুম কস্তূরী। বায়ু মন্দ মন্দ চলে গন্ধ ভার ভরি॥ পুষ্পের পরাগ হয়ে গন্ধচূর্ণগণ। হরিবে আনিয়া করে দুঁহাঙ্গে অর্পণ॥ বকুলের অদ্ধ গুচ্ছ মল্লী একাবলি। গৌস্তন করিলা যুথি পুষ্প হারাবলি॥ কর্ণ অবতংস লাগি মালতীর ফুল। অম্লান গর্ভক আর কুন্দ অনুকূল॥ নানা অলঙ্কার দিলা কুসুমে গাঁথিয়া। শত পুষ্প তুলসীদল মঞ্জরী রচিয়া॥ দিব্য মাল্য দিলা গলে অতি মনোহর। যাহাতে আছয়ে গন্ধ মাধুরী বিস্তর॥ সৌরভে চঞ্চল অলি মালা ধূপগণ। প্রফুল্ল চম্পক পুষ্প সেই দীপ সম॥ মিষ্ট ফল সব দিলা নৈবেদ্য কারণ। এই রূপে করাইলা দোঁহার ভোজন॥ রম্ভা গর্ভে এই দেখ স্বরূপ্র মত। লবঙ্গ এলাচি আদি তাহাতে সংযুত॥ গুবাক সহিত পর্ণ চূর্ণাদি সহিতে। অপূর্ব্ব তাম্বূল দিলা দোঁহার পিরীতে॥ আপনি পড়য়ে পুষ্প বকুলাদি করি। পুষ্প বৃষ্টি করে এই দোঁহার উপরি॥ শারী শুক শব্দ ছলে জয়ধ্বনি করে। পক্ষ শব্দ বাদ্য অলি ধ্বনি গানাচারে॥ চাঁপার শাখার আগে পুষ্পের কলিকা। দীপ প্রায় শোভিয়াছে উজ্জ্বল অধিকা॥ আরত্রি করয়ে তাতে অনিলে চালায়। দুঁহার আরতি করি বন সুখ পায়॥ বৃক্ষ শাখাগণ পুষ্পফলে পূর্ণ হৈয়ে। অনিলে সঘন তাহা উঠায়ে লাম্বায়ে॥ সেই ছলে বৃন্দাবন দুহুঁ পদতলে। আনন্দ পাইয়া দণ্ড পরণাম করে॥ পক্ষগণ ধ্বনি ছলে স্তবন করয়ে। ভ্রমরা ঝঙ্কৃতি শব্দ বাজনা বাজায়ে॥ কোকিলের ধ্বনি ছলে করয়ে গায়ন। শুকশারী কথা ছলে কহয়ে কথন॥ এই রূপে বৃন্দাবন সেবা আচরয়ে। স্থাবর জঙ্গম সহ পিরীতি পাইয়ে॥ চক্রানিলে উত্থাপিত পুষ্প ধূলি যত। দুঁহার উপরে ধরে চন্দ্রাতপ মত॥ পুষ্পমধু কণাগণ তাহাতে পড়য়। শীতল সুগন্ধি যেন চন্দ্রাতপ হয়॥ বল্লরী চমরী জাল রম্ভা পত্র মত। বীজন করয়ে দেখ অনিল সঙ্গত॥ দেখ কৃষ্ণ মন্দবায়ু তন্তুবায় হৈয়া। বুনে

চন্দ্রাতপ অলি মাকু চালাইয়া ॥ পুষ্পের পরাগ উড়ে নানা বর্ণ বাস। উর্দ্ধ আবরণ চন্দ্রাতপের প্রকাশ ॥ ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখ আসে বনভাগ। বসন্ত ঋতুর বন প্রকাশিল রাগ ॥ দোঁহার সেবার লাগি মহোৎসুক্য হয়ে। আছে ঋতু রাজা নিজ বৈভব লইয়ে ॥ সেবন মাধুরী দেখি কৃষ্ণ হর্ষ পায়ে। বর্ণনা করেন বন রাই শুনাইয়ে ॥ দেখ প্রিয়ে কুন্দমধু ভৃঙ্গ পান কৈলা। মধু পান করি তাতে মন্দাদর হৈলা ॥ রসাল মুকুল মধু পান করিবারে। কুন্দ ছাড়ি ভৃঙ্গরাজ তাঁহা শীঘ্র চলে ॥ কোকিল কোকিলী মৌনব্রত ত্যাগ কৈলা। রসাল মুকুল কণ্ঠ কষায়ে শোধিলা ॥ মাধবী মল্লিকা হাসে হেম যূথি আর। চম্পক লতিকা হাসে ধরে পুষ্প ভার ॥ প্রফুল্ল বকুল আর তমাল পুন্নাগ। হাসয়ে তিলক তরু চূত বনভাগ ॥ বকুল কেশর তরু প্রফুল্ল হইয়া। তরুলতা একঠাঞি রহে বেয়াপিয়া ॥ বন মল্লীলতা উঠে পুন্নাগ তরুতে। লবঙ্গ উঠয়ে দেখ বকুল বেষ্টিতে ॥ কুব্জা বেড়ি আছে দেখ কোবিদার যত। কেতকী বেড়িয়া উঠে চম্পকালি কত ॥ হেম যূথি বেড়িয়াছে অশোক তরুতে। কিংশুক পাটলি দুহুঁ ভৈগেল একত্রে ॥ বাসন্তী রসাল তরু দেখ হের শোভা। শতদল শ্রেণী দেখ কেশরেতে শোভা ॥ অতিমুক্ত অতিমুক্ত নাম লব কত। মোক্ষা মোক্ষি আদি এই বন শোভা যত ॥ সেবার কারণে সবে জনম লভিলা। এই লাগি এই বন সুখদায়ী হৈলা ॥ মদন শরের এই উৎপত্তির স্থান। লতা বৃক্ষ সব শর কারাগার নাম ॥ ভৃঙ্গ সৈন্যগণ বুলে প্রতি পুষ্প স্থানে। ভালমন্দ পরীক্ষিয়া ধ্বনি ছলে গানে ॥ ভ্রমরা ভ্রমরী দুই বৈসে দুই কুলে। নিজ প্রতিবিম্ব ভৃঙ্গী ভ্রমরে দেখিলে ॥ নিজ প্রতিবিম্ব দেখি অন্য ভৃঙ্গী মানে। তৃষার্ত্ত না পিয়ে মধু রোষ করি মনে ॥ দেখহ কমলমুখী রম্ভা বনগণ। মধু ছলে বাষ্প ঝোরে দেখ দুই জন ॥ ওষ্ঠ ভরি রহে অতি সঙ্কোচ হইয়া। হাসে মোচা ছলে এই দন্ত বিকশিয়া ॥ ভৃঙ্গ ভৃঙ্গীগণ যত মণ্ডলী বান্ধিয়া। হল্লীশক কেলি করে স্বরঙ্গী হইয়া ॥ নিজ নিজ ভৃঙ্গী ভৃঙ্গ গোপনে রাখিলা। পদ্মবনে ভৃঙ্গগণ গমন করিলা ॥ তার আগে বনভাগ

দেখি বটু হাসি। কহে পরিহাস্য মনে অন্তর হরিষি॥ দেখ ব্রজ বনেশ্বর রাধা দামোদর। নিদাঘ ঋতুর বন অতি মনোহর॥ তোমা দোঁহে দেখি সবে মহোৎসুক্য হৈয়া। সেবার কারণ আছে সামগ্রী লইয়া॥ টিট্টি পক্ষী ধ্বনি ছলে দুন্দুভি বাজায়। ভেরী বাদ্য ধূম্রাটক আনন্দে রচয়॥ ঝিল্লী পক্ষী শব্দ যেন ঝল্লরী সমান। পিকপিকী ধ্বনি এই বিপঞ্চীর গান॥ চাযপক্ষ শব্দ ছলে ডিণ্ডিম বাজায়। শারিকা বচনে ঋতু স্তবন করয়॥ ভৃঙ্গ ধ্বনি গায় দেখ লতা তরু নাচে। তোমা দোঁহে দেখি অতি আনন্দ পাইছে॥ পাটলি সৎপুষ্প বৃন্দ বসন ধরিলা। শিরীষ কুসুম অবতংস লাগি দিলা॥ মল্লিকার পুষ্প দিলা অঙ্গ আভরণ। এ রূপে নিদাঘ ঋতু করয়ে সেবন॥ পক্ক পিলু বীর ধাত্রী খিরা আদি করি। পক্কাম্র পনস বিল্ব তাল বীজ ধরি॥ তোমা দোঁহা দেখি অতি আনন্দ পাইয়া। এই সব ফল দিলা ভক্ষণ লাগিয়া॥ সূর্য্যমণি বদ্ধ ভূমি সূর্য্যের কিরণে। অতি উচ্চ স্থান তোমা গ্লানি ভয় মনে॥ দেখ বৃক্ষলতা দিয়া আচ্ছাদন কৈল। পল্লব অনিল দ্বারে বীজন করিল॥ কদলীর বন দেখ দ্বিজাত্মজগণে। পত্র হস্ত দিয়া সব করয়ে লালনে॥ মোচাস্তন স্রবে অতি স্নেহের কারণে। এই মত বৃক্ষ সব কৃষ্ণ উপকরণে॥ দীর্ঘ নাসা আম্রে পিক চঞ্চু দিয়ে রহে। তাহা দেখি সখীগণ স্মেরমুখী হয়ে॥ প্রশস্ত মল্লিকা লতা তমাল বেড়িল। উল্লাসে চঞ্চল অলিমালা তাহা গেল॥ মণ্ডলী বন্ধনে অলি রহে চারি পাশে। দেখিয়া তমাল তরু পুষ্প ছলে হাসে॥ শুন কৃষ্ণ যেন তুমি গোপীগণ লঞা। হল্লী মকরন্দ কেলি কর সুখ পাঞা॥ এইমত বটু বাক্য রাধাকৃষ্ণ শুনি। হাসে সব সখী মেলি প্রফুল্ল বয়ানী॥ হেনই সময়ে তাঁহা বৃন্দা হর্ষ মানি। শিরীষ কুসুম গুচ্ছ দিল কৃষ্ণে আনি॥ সেই গুচ্ছ লয়ে কৃষ্ণ উত্তংস করিলা। এই মত রাধাকৃষ্ণ সে সুখে রহিলা॥ রাইর অলিকাগণে পুষ্প রেণু ভরে। নিজ কর পদ্মে কৃষ্ণ তাহা দূর করে॥ রাধিকার নিজ বাহু মূল প্রসারণে। সংস্কার কৃষ্ণের চূড়া অলকাদিগণে॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয় তুয়া হৃদয় পরশে। আমার নিদাঘ তাপ গেল দূর দেশে॥ নিদাঘের

ভয়ে শৈত্য পলায়ন করি। তুয়া কুচশৈলে আছে অনুমান করি॥ দেখ প্রিয়ে চন্দ্রকান্ত মণি তারাগণে। বৃক্ষ মূল বদ্ধ পক্ষী বৈসে প্রিয়া সনে॥ তুয়া মুখ শুভ্রকান্তি সুধার নিচয়। স্নান পান করি সব তাপ কৈল ক্ষয়॥ নিজ কান্তা সঙ্গে পক্ষী সেতুবন্ধ শিরে। বিলাস করয়ে দেখ আনন্দ অন্তরে॥ সুবল কহয়ে দেখ বর্ষা ঋতু বন। বিদ্যুন্মেঘ মানি দোঁহে নাচে শিখিগণ॥ মল্লিকা কুসুম কোলে আছে অলিগণ। যূথে নিজ গন্ধ বেগে করে আকর্ষণ॥ বন সব এই দে বর্ষা ঋতু সম। যূথি দ্বারা ভৃঙ্গ ভৃঙ্গী ঘন মেঘ যেন॥ আকাশ ভুবন দুই জলে প্লুত হয়ে। নীপার্জ্জুন বৃক্ষ পুষ্পে ব্যাপ্ত হঞা রহে॥ আনন্দে করয়ে গান পিককুল যত। দাত্যূহ চাতক সব ডাকে অবিরত॥ টিট্টিপক্ষী শব্দ করে কেকাকেকী ধ্বনি। ভরিয়ে ডাকয়ে দেখ কত বক শ্রেণী॥ ভেক সব শব্দ করে অতি উচ্চস্বর। গলা পুষ্ট করি ডাকে আনন্দ অন্তর॥ দেখ বর্ষা ঋতু আইল সখী বেশ ধরি। মেঘাবলি নীলবাস পরিধান করি॥ বকপঙ্‌ক্তি ধরে অঙ্গে মুক্তাহার যেন। ইন্দ্রধনু অঙ্গে নিল অঙ্গ আভরণ॥ এইরূপে বেশ করি সেবা করিবারে। সামগ্রী লইয়া আইল দোঁহা সেবিবারে॥ কদম্ব কুসুম মালা গর্ভক কেশরে। কেতকী কুসুম দল কিরীট উপরে॥ রঙ্গন টগন যূথি পুষ্পহারগণ। অর্জ্জুন কুসুম পদে কৈল সমর্পণ॥ তালফল জম্বু ফল সুপক্ক খর্জ্জুর। উরোজ অলকা তুয়া প্রিয়াঙ্গুলি তুল॥ এসব দেখহ আগে আনিয়া ধরিল। দেখি রাধাকৃষ্ণ চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥ কেবা কৃষ্ণ বিনু জানে লীলা রসগণ। কেবা লীলা স্থল জানে বিনা ব্রজজন॥ দাত্যূহ করয়ে এই ধ্বনি রাত্রি দিবা। কোথা বাবা কবা কবা শব্দ করে কিবা॥ সদা কৃষ্ণ ঘন লীলা রস বরিষয়। সদা বর্ষা ঋতু তবে সর্ব্ব সুখময়॥ তাহা বিনু কেবা মেঘ কখন বরিষে। বর্ষাকাল কেবা সেই রহে দুই মাসে॥ কেবা কেবা শব্দ ছলে যত ভেকগণ। বর্ষা ঋতু নিন্দে আর যত মেঘগণ॥ পুষ্প মধু স্রবে সেই জল বরিষয়। মধুকর পুষ্প সব মেঘাবলিময়॥ আগে কদম্বের বাটী দুর্দ্দিনের প্রায়। ময়ূর ময়ূরী নাচে আনন্দ হিয়ায়॥ পিচ্ছ প্রসা-

রণ করি ময়ূরী ডাকিয়া। নাচয় ময়ূর বহু হরিষ পাইয়া॥ কৃষ্ণ মেঘ সঙ্গে বিদ্যুল্লতা সুবদনী। বর্ষা ঋতু শোভা পূর্ণ পুষ্ট কৈল জানি॥ সখীগণ চক্ষু সব চাতক সমান। বহু প্রীতি পাইল লীলামৃত করি পান॥ এইত কহিল তিন ঋতুর বর্ণন। বসন্ত নিদাঘ আর বর্ষা মনোরম॥ প্রেয়সী সঙ্গেতে কৃষ্ণ করে নানা লীলা। ক্ষণে ক্ষণে করে কৃষ্ণ নব নব খেলা॥ মধ্যাহ্ন সময়ে এই লীলা মনোহর। যেই জন শুনে পায় রাধা গিরিধর॥ গোবিন্দচরিতামৃত অমৃতের সিন্ধু। কর্ণ মন তৃপ্তি করে যার এক বিন্দু॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দচরিত॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

"ততস্তৈরাগতঃ কৃষ্ণঃ সীমাং কাননভাগয়োঃ।
তচ্ছোভামাহ কান্তায়ৈ ঋতুযুগ্মশ্রিয়ান্বিতাম্ ॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন জীব জীবনাথ। জয় জয় গোপাল ভট্ট ভট্ট রঘুনাথ ॥ জয় শ্রীরঘুনাথ দাস রাধাকুণ্ডবাসী। জয় বৃন্দাবনেশ্বরী জয় ব্রজবাসী ॥ জয় বৃন্দাবন জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা। জয় রাধা সখী-বৃন্দ রসময় খেলা ॥ ছোট বড় না জানিয়ে ক্রম লেখিবারে। আগে পাছে বন্দি মাত্র যোটন অক্ষরে ॥ এবে কহি শুন কৃষ্ণলীলা মনোরম। রাধাকৃষ্ণ বিহরয়ে সঙ্গে সখীগণ ॥ তবে কৃষ্ণ আইলা বর্ষা কাননের সীমা। আসি কহে দেখ ঋতু যুগল সুষমা ॥ বর্ষা গেল শরতের তরুণিমাঙ্কুরে। কিশোরীর প্রায় কান্তি দেখ বৃক্ষ পূরে ॥ জাতি পুষ্প দেখি যূথী ত্যাগ কৈল অলি। মুগ্ধ প্রায় জাতিফুলে বিহরয়ে মেলি ॥ প্রবীণ হৈল গুঞ্জা শোণবর্ণ হয়ে। ময়ূরের পাখা সব পড়িল খসিয়ে ॥ কাশিয়ার ফুলে মহী শ্বেতিমা হইল। মূক হৈল শিখী সব শব্দ তেয়াগিল ॥ হংসপঙ্‌ক্তি ডাকে অতি হরষিত হঞা। আইলা শরত ঋতু এই শোভা হঞা ॥ সেফালিকা পুষ্প দেখি অতি মনোরম। ভ্রমরা পরশে যাবে পড়ে সেই ক্ষণ ॥ যেন আমি পূর্ব্বে সখীগণ পরশিতে। চকিত হইয়া সবে যায় চারি ভিতে ॥ তবে কুন্দলতা বলে দেখয়ে অদ্ভুতে। সখী প্রায় এই ঋতু হৈল বিভূষিতে ॥ চঞ্চল খঞ্জন আঁখি অম্বুজ বয়ানী। অঞ্চল অলকা অলি কুচ কোক জানি ॥ শ্বেত মেঘ বাস রক্ত উৎপল অধরা। কিঙ্কিণী সারস ধ্বনি নীলোৎপলমালা ॥ দেখ দোঁহা সেবা লাগি শরৎ আইলা। নানান সামগ্রী এই আগেত ধরিলা ॥ রঙ্গণা অহিতে অলঙ্কারের কারণ। জাতি পুষ্প সেই আর কৈরবাদিগণ ॥ রক্তোৎপল ইন্দীবর উত্তংস লাগিলা। কুঞ্জ গৃহে শয্যা পুষ্প সেফালি পড়িলা ॥ শরৎ

সামগ্রী এই নিরমাণ করি। পথ নিরীক্ষণ করে দোঁহা মুখ হেরি॥ পুষ্প গন্ধ মত্তহস্তী কুথ শ্বেত ঘন। কাশিয়ার ফুল শ্বেত চামর মোহন॥ কন্দর্পে উন্মত্ত যত বৃষ বৃন্দ সঙ্গে। কন্দর্প বারণ রহে মনোহর রঙ্গে॥ অম্বরে সারস ধ্বনি কিঙ্কিণী বাজায়। মরালাদি পক্ষিধ্বনি ঘণ্টা শব্দ হয়॥ এইরূপে হৈল শরৎকালের বিজয়। দোঁহা সেবা লাগি এই মহোৎসুক্য হয়॥ শরৎকাল হয় যেন লক্ষ্মীনাথ অঙ্গ। লাগিল কমলাকরে হংসকুল সঙ্গ॥ তাতে চক্রবাক অতি বিলাস করয়ে। এইরূপে কুন্দলতা ছলে সব কহে॥ পক্কামৃত ফল বৃক্ষতলে সবে গেলা। তাহার উপরে শুক শারিকা দেখা দিলা॥ কলহ লাগিযা আছে সে শুক শারীতে। সে দোঁহার কথা সবে লাগিলা শুনিতে॥ শুক বলে শারী তুমি অন্য বনে যাহ। আমার বনেতে কেন তুমি ফল খাহ॥ বেদান্তাধ্যাপক দ্বিজ আমি সর্ব্বক্ষণ। নারী অপযশ ফল করিয়ে ভক্ষণ॥ বৃন্দাবনেশ্বর তুষ্ট হয়ে দিল বন। দাসী হয়ে কর কেন এ ফল ভক্ষণ॥ শারী কহে প্রভু দ্বেষী তুমি প্রজ্ঞা সব। রাধিকার বন এই না জান এ ভব॥ রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী পুরাণেতে কহে। স্মৃতি বাক্যে কাহা হৈতে অনাদর নহে॥ শুক কহে কৃষ্ণ বন গায় শ্রুতিগণ। শ্রুতিবাক্যে স্মৃতিবাক্য হয় অকারণ॥ গোবিন্দের বৃন্দাবন খ্যাত সর্ব্বজন। শ্রুতি স্মৃতি আছে কত প্রমাণ বচন॥ রাধিকা সম্বন্ধ বনে দূর নাহি করি। অঙ্গবিম্ব যার যথা তথা তার বলি॥ শারী বলে গোপালক কুটিল অন্তর। সমান না হয় তার বাহির ভিতর॥ বাহিরে সুন্দর হয় অতি মনোহর। যৈছন দেখিয়ে পক্ক মাকালের ফল॥ গোপী ঠাকুরাণী যেন নারিকেল ফল। বাহ্য মান আটি বাম্য প্রণয় বল্কল॥ সশস্য ভিতরে অতি রসময় জল। অতএব কেবা হবে গোপিকা সোদর॥ শুক কহে কৃষ্ণ হবে ইক্ষুখণ্ড সম। ধার্ষ্ট কৌটিল্য সর্ব্ব বাহে রূক্ষ যেন॥ মান নিষ্পীড়নী বিনা রস নাহি মিলে। অতএব কৃষ্ণ পূর্ণ রসময়ান্তরে॥ কৃষ্ণতিল প্রায় স্নিগ্ধ কৃষ্ণ সদা রহে। বাহিরে শঠতা মাত্র সকল আছয়ে॥ মান নিষ্পী-ড়নী বিনা রস নাহি হয়। অতএব কৃষ্ণ সম অন্য কেহ নয়॥ গোপী

শ্রেণী দেখি যেন জবাপুষ্প হেন। সৌরভ নাহিক মাত্র উজ্জ্বল বরণ ॥ কৃষ্ণ নীলোৎপল আভা মধুর কোমল। সুরুচি সৌরভান্বিত সব মনোহর ॥ শুনি শারী কহে শুকে পরিহাস করি। মঞ্জিষ্ঠার প্রায় রাগ আমার ঈশ্বরী ॥ অন্তর বাহির সদা হয়ে এক রাগ। কে কহিতে পারে এই রাইর সোহাগ ॥ স্ফটিকমণির প্রায় তোমার ঈশ্বর। নব নব সঙ্গে রাগ বিভিন্ন অন্তর ॥ শুক কহে কৃষ্ণ সম অন্য কেবা হয়। বনানলে জ্বালে কত দৈত্য কীটচয় ॥ সপ্ত রাত্রি দিবা গিরি ধরে বাম করে। হেন কৃষ্ণ সঙ্গে কিবা বরাবরি করে ॥ শারী কহে ব্রজেশ্বর বিষ্ণু আরাধিল। বিষ্ণু নিজ ভুজবল কৃষ্ণে সব দিল ॥ সেই বলে মারে কৃষ্ণ দৈত্যেন্দ্রাদিগণ। কৃষ্ণ বধ কৈল কহে বুদ্ধিহীন জন ॥ ব্রজেশ্বর পূজা পাঞা গিরি তুষ্ট হঞা। আপনে উঠিল ব্রজ রক্ষার লাগিয়া ॥ তার তলে হস্ত কৃষ্ণ দিয়া মাত্র রহে। কৃষ্ণ উদ্ধারিল ব্রজ অজ্ঞ লোকে কহে ॥ শুক কহে কৃষ্ণ অঙ্গ সৌন্দর্য্য হইতে। তরুণীগণের ধৈর্য্য দলন বিদিতে ॥ কৃষ্ণের লীলাতে করে রমাদি স্তম্ভন। কৃষ্ণ বল দেখ গিরি ধরে কন্দু সম ॥ কৃষ্ণের নির্ম্মল গুণ পারাবার হীন। কৃষ্ণশীলে সর্বজন রঞ্জন প্রবীণ ॥ কৃষ্ণ কীর্ত্তে বিশ্বজন রক্ষা যে করয়। জগতে মোহন কৃষ্ণ কেবা আর হয় ॥ শুনি শারী কহে রাধা প্রিয়তাদি যত। সুরূপা সুশীলতা নর্ম্মনাদি কত ॥ সজ্ঞান চাতুরী গুণ কবিতার সার। জগত মোহন কৃষ্ণ মোহিনী তাহার ॥ রাধিকার গুণে কৃষ্ণ স্ববশ করয়। সদা সেবা করি কৃষ্ণ রাইরে সেবয় ॥ যদি সেবা সুখে কৃষ্ণ রাই না বসায়। আপন অধর তবে আপনে চাটয় ॥ অলি যেন মল্লিকাতে গমন করিয়া। আপন অধর চাটে মধু না পাইয়া ॥ শুক কহে কৃষ্ণ সঙ্গ মাগয়ে রাধিকা। লব্ধ নৈলে যেন সূর্য্য তাপয়ে অধিকা ॥ কৃষ্ণ প্রীত সেবনের ঈশ্বরী সমান। বন প্রাপ্তি লাগি করে কল্যাণ ধেয়ান ॥ ঐছন চরিত্র কিছু বুঝন না যায়। শুনি শারী শুক কহে আনন্দ হিয়ায় ॥ কৃষ্ণের আছয়ে দূতী বংশী তার নাম। সতীকুলধর্ম্ম যত সব করে আন ॥ নদী স্তম্ভ করে বিশ্ব আকর্ষণ করে। সর্ব্ব বিমোহিনী সেই

জানয়ে সংসারে॥ শুক কহে বংশিকার মহিমা কে জানে। অন্য রাগ দূর করে পুরুষের গানে॥ অবলা হৃদয়ে ধ্বনি সুধাবৃষ্টি করে। কৃষ্ণের দয়িতা করি কৃষ্ণ পাশে ধরে॥ তবে কীর শারিকা রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়ে। নিজ নিজ গোষ্ঠে প্রশ্নোত্তর আলাপয়ে॥ শুক কহে এক হস্তে কেবা গিরি ধরে। মহেন্দ্রের গর্ব্বগিরি কেবা খর্ব্ব করে॥ কালিসর্প ফণাবৃন্দে রঙ্গে কেবা নাচে। বল দেখি এই গুণ কাহাতে বা আছে॥ শারী কহে কৃষ্ণে আছে এই গুণগণ। কহিয়া পুছয়ে পুনঃ নিজেশ্বরী গুণ॥ বক্ষোজ পর্ব্বত দুই কাহার হৃদয়। গিরিবর তথিপরি লীলা যে করয়॥ ভুজঙ্গ দশন চিহ্ন ভুজঙ্গ উপরে। নৃত্য করে কেবা তাহা কহ শুকবরে॥ শুক কহে শ্রীরাধিকা বিনু নহে আন। পুনঃ পুছে শারিকারে শুক পুণ্যবান॥ সদা মুক্তা অতি মুক্ত মধুকর সঙ্গে। জনম লভিল তারা কার সঙ্গে রঙ্গে॥ কহ দেখি শারী কহে কৃষ্ণ সঙ্গে রসে। কহি শুকে পুছে পুনঃ পাইয়া হরিষে॥ বস্ত্র লয়ে নগ্ন নারী দেখে কোন্ জন। সাধ্বীগণের করে কেবা সুকৃতি ভঞ্জন॥ স্ত্রীর বধ করে কেবা কেবা বৃষ মারে। এত সব করি কেবা লজ্জা নাহি করে॥ শুক কহে এই কর্ম্ম করয়ে মুরারি। পুনঃ শুক পুছে কিছু কহি বলিহারি॥ পুতনা মারিয়া কেবা মাতৃপদ দিল। বৎসক মারিয়া কেবা বৎসকে পালিল॥ ধেনুক মারিয়া ধেনু পালে কোন্ জন। বৃষ মারি কেবা করে বৃষের বন্ধন॥ কুমারী হৃদয় নিত্য* পরীক্ষয় কেবা। সতীত্ব করিয়া নস্ট সতী করে কেবা॥ শুনিয়া কহয়ে শারী কৃষ্ণ ইহা করে। ঐছে শারী শুক বাক্য বিলা-সাদি ধরে॥ রাধাকৃষ্ণ সখীগণ শ্রবণে চমকে। পান কৈল বচন অমৃত হৈতে অধিকে॥ নিজ নিজ সুহৃৎ লইয়া প্রীত কৈল। এই রূপ দুই পক্ষে দুঁহু সম্মানিল॥ শারীকে ললিতা দিল পক্ব দ্রাক্ষা বন। সুবল দিলেন কীরে দাড়িম্বোপবন॥ এই রূপে শরৎ ঋতু দেখে কৃষ্ণ-রাধা। পরম আনন্দে সখী সঙ্গিনীর বাধা॥ ইহার মধ্যে নান্দীমুখী আসি হাসি কহে। দেখহ হেমন্ত ঋতুর বন আগে রহে॥ আপন সম্পত্তি সব প্রকাশ করিল। তোমা দোঁহা সেবা মনোবাঞ্ছা যে হইল॥

পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ দেই দেখ বন শোভা। যাহাতে বাড়য়ে পঞ্চেন্দ্রিয় বহু লোভা॥ ম্লান কুসুম দেখ হৈল প্রফুল্লিতা। কুরুগুক কুরুবক সৌরভ পূরিতা॥ তিত্তির ষটপদ লাব কিখী কীর ধ্বনি। কর্ণের আনন্দ হয় যে তে ধ্বনি শুনি॥ হৃদয় আনন্দ করে নারঙ্গ ছোলঙ্গ। শীতল সমীর স্নিগ্ধ করে সব অঙ্গ॥ দেখ কৃষ্ণ এই যে হেমন্ত ঋতুবল। তুয়া অঙ্গ তুল্য ইহার দেখিয়ে সকল॥ নিরমল কান্তি সহচর গণ সঙ্গে। কন্দর্প ধনুক শালী ফুল্লা গোপী রঙ্গে॥ বিকচ কুসুমবাণ মুখরিত কীর। নবলীলাময় দেখ সময় সুধীর॥ কৃষ্ণ কহে রাধে দেখ ঋতু কান্তা সম। যাহার দর্শনে হয় আনন্দিত মন॥ পক্ক ধান্য বস্ত্র ধরে বিবিধ বরণ। মদমত্ত শুকশ্রেণী ধ্বনি বিলক্ষণ॥ সুপক্ক নারঙ্গ উচ্চ কুচযুগ শোভা। হিম ঋতু দেখ যেন নটী মনোলোভা॥ হিম ঋতু আইল দেখ হিম ভয় পায়ে। সূর্য্যের উষ্ণতা তুয়া হৃদি দুর্গে যায়ে॥ আশ্রয় করিল এই অনুমান করি। স্তন কোকযুগ অহর্নিশি যে বিহরি॥ হিম ঋতু ভয়ে অগ্নি হয়েন উষ্ণতা। স্থানে স্থানে লুকায়েছে শুন তার কথা॥ কূপের ভিতরে কত কত বৃক্ষতলে। কত যায়ে রহে গিরি গহ্বর ভিতরে॥ হিমঋতু হিম যেন ডাকিনী আশয়। সূর্য্য অগ্নি উষ্ণ রক্ত সঘন পিবয়॥ যুবক যুবতী রহে রজনী শয়নে। কুচের উষ্ণতা সঙ্গ ভঙ্গে দুঃখ মনে॥ উদয় বিলম্ব লাগি সূর্য্য আরাধয়। রাত্রি বৃদ্ধি লাগি মনে উৎসাহ বাড়য়॥ রসের সময়ে ব্রজ কুমারিকা স্তন। কুঙ্কুম লেপনে যারে করায় স্মরণ॥ সেই মত নারঙ্গ ফল পক্ক দেখ পুরে। সেই স্তন গণ এবে স্মরয়ে আমারে॥ তবে বৃন্দাদেবী ত্বরা আসি আগে হৈলা। শিশির ঋতুর বন শোভা দেখাইলা॥ কহে দেখ সব জন্তু কম্প যে হইল। রোমাঞ্চ অঙ্গেতে বৃক্ষ কোলেতে রহিল॥ সূর্য্যের কিরণ সব কোমল হইল। দক্ষিণ দিশাতে অর্ক গমন করিল॥ শিশির সুন্দর নানা বন এক দেশ। যাহা দেখি হয় মনে আনন্দ আবেশ॥ জবা বান্ধুলী রক্ত দুকূল অধরে। মদনক প্রভায় কঞ্চুলী অনুমিয়ে॥ প্রফুল্লিত কুন্দ দেখ শ্বেত বস্ত্র ধরে। হারীত তারই শব্দ স্তবন যে করে॥ এই মত

তোমা দোঁহা মিলিবার তরে। অতিশয় প্রেমে নিজ খোজ বহু করে॥ প্রভাতে সন্ধ্যাতে রবি কিরণ কোমল। মৃগ সব যায় ঘন জল তরু তল॥ মন্দরোম উঠে সেই প্রকট পুলক। তোমা দোঁহা দেখি জলে দৃষ্টি আবরক॥ দিন দিন সূর্য্য তেজ টুটে অতিশয়। সূর্য্যের সুহৃদ দিন অতি ছোট হয়॥ সূর্য্যের সুহৃদ পদ্ম সঙ্গে দেখা নয়। চণ্ড অংশু হিম স্থানে পরাভব হয়॥ অতএব বিনা কৃষ্ণ কাল বশ সবে। যার যেই কালে সেই সেই রাজ্য লভে॥ শিশিরের ভয়ে সূর্য্য নিজ উষ্ণ ধন। ব্রজনারী স্তনাগ্রেত কৈল সমর্পণ॥ তারা ব্রজনারী লয়ে কৃষ্ণে সমর্পিল। গাঢ় প্রেম ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না হৈল॥ বৃন্দা বাক্য শুনি কৃষ্ণ হরষিত হয়ে। শিশির ঋতুর বন শোভা না দেখিয়ে॥ রাই প্রতি কহে অতি ললিত বচন। যাহা শুনি পূর্ণানন্দ পায়ত শ্রবণ॥ দেখ প্রিয়ে ভ্রমে যত মধুকরগণ। পদ্ম অনাদরী কুন্দে করয়ে গমন॥ হিমে পোড়াইল পদ্ম ভ্রমর আলয়। তাহা ছাড়ি কুন্দ পুষ্প মন্দির করয়॥ রাহুসৈন্য হিম সূর্য্য জিনিতে নারিয়া। সূর্য্য প্রণয়িনী পদ্ম পোড়ায় জানিয়া॥ জলে নগ্ন কন্যাবৃন্দ স্তনাবলিগণ। স্মৃতি করা-ইল যেই বদরিকাগণ॥ পাকোন্মুখী হৈল এবে সেইত বদরী। স্মৃতি করাইছে এবে সেই স্তনাবলী॥ তবে বৃন্দা আনে শ্বেত জবাপুষ্প দুই। হরি করে সমর্পণ কৈল শীঘ্র ধাই॥ কৃষ্ণ হস্ত কম্পে তাহা প্রিয়া অবতংসে। রাই কৃষ্ণ কর্ণে কুন্দ দিলেন হরিষে॥ বৃন্দা কুন্দমালা আনি রাধা হস্তে দিল। ছোট রক্ত উৎপল বরণ হইল॥ সেই মালা রাই লয়ে কৃষ্ণ গলে দিল। সূক্ষ্ম ইন্দীবর মালা রুচি যে হইল॥ পুনঃ সেই মালা কৃষ্ণ প্রিয়া কণ্ঠে দিল। চম্পক মাল্যের তুল্য তাহাতে হইল॥ ইহা দেখি বিশাখিকা হাসিয়া কহয়। কুন্দ-লতা প্রতি পরিহাস যে করয়॥ দেখ এক পুষ্প অতি স্মরোন্মত্ত হৈয়া। বহু অলিগণ ভ্রমে ক্রমে ক্রমে পিয়া॥ তাহা শুনি চিত্রা কহে অহো চিত্র নয়। সৌভাগ্যে রমণ হইতে এইমত হয়॥ বৃক্ষকন্যা প্রচেতসা যৈছে ব্যবহার। তৈছেন প্রীতের কার্য দেখিযে ইহার॥ কুন্দলতা শুনি কহে শুন সখীগণ। আর যে অদ্ভুত দেখ অতি বিলক্ষণ।

ভ্রমরীগণের পতি আছে নিজান্তিকে। নিজ নিজ বন্ধুজীব ছাড়িল তাঁহাকে॥ সব বন্ধুজীব এক শতেক ভ্রমরী। তাহাকে পিবয়ে আসি ধৈর্য্য ত্যাগ করি॥ চিত্রা কহে সারগ্রাহী যত ভৃঙ্গীগণ। মধু মাত্র বৃত্তি কৃষ্ণ তুয়া অনুক্ষণ॥ পঞ্চম গানেতে গর্ব্বিত ভ্রমরী সকল। শুদ্ধ মধু যাহা তাহা আসক্তি প্রবল॥ তবে কৃষ্ণ রাধা প্রতি কহে হাস্য বাণী। তোমার অতুল গুণ লক্ষ্মী গুণ জিনি॥ লক্ষ্মী গর্ব্ব অভিমান যাতে কৈল চূর। অন্য কেবা তার আগে আর সব দূর॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী রাধা সুবদনী। সংলাপ করয়ে কৃষ্ণ সহ হর্ষ মানি॥ শ্রীরাধিকা কহে সেই লক্ষ্মী তুয়া নারী। কৃষ্ণ কহে তুমি লক্ষ্মী দেখহ বিচারি॥ পুনঃ তারে রাই কহে গোপনারীগণ। কি লাগিয়া কৈল তারে লক্ষ্মীর গণন॥ কৃষ্ণ কহে গোপনারীপতি যেই জন। তাঁরে যৈছে কৈলে তুমি লক্ষ্মীর রমণ॥ শুনি রাই কহে ব্যক্ত নারীঃ তোমারি। চাঞ্চল্য রাগের যাতে হও অধিকারী॥ কৃষ্ণ কহে সত্য বটে নারীর স্বভাব। তুয়া রূপ প্রাপ্ত আশা এই অনুভব॥ তবে রাই কহে বেণু দ্বারে আকর্ষিলে। যেই মৃগী তারে তুমি প্রিয়া যে করিলে॥ কৃষ্ণ কহে তোমা সম নয়ন তাহার। এইমত কারণে প্রিয়া মৃগী যে আমার॥ শুনি রাই কহে সূর্য্যকন্যা যে যমুনা। কান্তি গতি সম তুয়া সেই তুয়া রামা॥ কৃষ্ণ কহে তুয়া সখী শ্যামার সমান। কান্তি হয় তেঞি মোর প্রিয়া পরমাণ॥ পুনঃ রাই কহে তুয়া বক্ষে পুষ্পহার। ভ্রমরীর পাঁতি সেই রমণী তোমার॥ কৃষ্ণ কহে ভৃঙ্গী তুয়া অলকা সমান। এইত কারণে ভৃঙ্গী প্রিয়া মমোনান॥ তবে রাই কহে কৃষ্ণ নীলোৎপল দল। জিনিয়া কোমল তনু অতি মনো-হর॥ সাত দিন কৈছে গিরি ধরিয়া রহিলে। কোমল হস্তেতে কৈছে সে ভার সহিলে॥ কৃষ্ণ কহে তুয়া মূর্ত্তি অতি সুকোমল। বক্ষে রহে গিরিযুগ কৈছে সহে ভার॥ সুধামুখী কহে চন্দ্রাবলীর বিয়োগ। না সহি হৃদয়ে কৈলে চন্দ্ররেখা যোগ॥ কৃষ্ণ কহে নখপঙ্ক্তি চন্দ্র যে তোমার। হৃদয়ে ধরিল বাহ্য বিম্ব দেখ তার॥ শুনি রাই কহে লতা শ্রেণী মধুমতী। মমন ভ্রমর তুয়া তাতে সুখী অতি॥ কৃষ্ণ কহে

তোমার হাস্য সম। পত্র পুষ্প দেখি সুখ হয়ত নয়ন॥ সুবদনী কহে সখী ললিতা আমার। কুমার মাতার হেন সংগ্রাম সুমার॥ কৃষ্ণ কহে বচন সমরে সেই শূর। সুমার বলেতে ভাগি যায় বহু দূর॥ মৃগমদ চিত্র তুয়া কুচের উপরে। স্বর্ণ পদ্মকলি তাতে যৈছে মধুকরে॥ শুনি রাই কহে চিত্রপদা তুয়া বাণী। খড়গ হৈতে তীক্ষ্ণধার মনে অনুমানি॥ তরুণী ইন্দ্রিয় হৃদি বাহির অন্তর। মূলের সহিত কাটে কিবা ইহার পর॥ কৃষ্ণ কহে পিক গায় আপন হরিষে। যুবতী মদন পীড়া পিকের কি দোষে॥ তবে রাই কহে এই তোমার বংশিকা। অধর্ম্ম শাস্ত্রেতে সেই প্রবীণ অধিকা॥ করয়ে কুট্টিনি কাজ কি তাহা কহিয়া। জগতের বধূ আছে প্রমাণ হইয়া॥ কৃষ্ণ কহে করে বংশী ধর্ম্মশাস্ত্র সারে। নারী দোষ নাশ করে সমর্পি আমারে॥ শুনি রাই কহে তুমি যেন মত্তহস্তী। দুর্গা ব্রত পরা কন্যা কোমল মুরতি॥ তোমার আমর্দ্দ তারা কেমনে সহিল। শুনি হাসি কৃষ্ণ তাঁরে কহিতে লাগিল॥ যুথি পুষ্প কলি অতি কোমল কেমন। ভ্রমরী আমর্দ্দ সহে জানিহ তেমন॥ সুবদনী কহে কেন চন্দ্র তেয়াগিয়া। চকোর ফিরয়ে দিনে আনন্দিত হঞা॥ কৃষ্ণ কহে সে চন্দ্রেত ক্ষয়তা দেখিয়া। তাহা ছাড়ি তুয়া মুখ চন্দ্রলোভে ইহা॥ আত্ম পরিপোষে ঐছে চন্দ্র যবে পাইল। জ্যোৎস্না সুধাপানে সেই তৃপ্তি হয়ে গেল॥ পুনঃ প্রশ্নোত্তর করে দুঁহু নর্ম্ম ভঙ্গী। সখীর সভার গর্ব্ব লজ্জা দিতে রঙ্গী॥ কৃষ্ণ কহে কটুবাক্য প্রাখর্য্য চণ্ডতা। কামের যুদ্ধ আহ্বানেত পলায়ে সর্ব্বথা॥ আমা দুঁহা উৎকণ্ঠাতে কেবা নিবারয়ে। কহ শুনি রাই কহে ললিতা যে হয়ে॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে এই মদন সংগ্রামে। বিমুখী রহয়ে কেবা কহত নিয়মে॥ নিজ কুচ মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দনে। ইষ্ট আরাধনে কেবা করয়ে বিধানে॥ কহ দেখি শুনি কহে রাধা সুনয়নী। এই কর্ম্ম বিশাখিকা সখীর যে জানি॥ পতিপরা লতা ছলে কেবা পতি ত্যজি। দূরে কৃষ্ণ তমালেত সর্ব্বভাবে ভজি॥ কৃষ্ণ কহে কহ ইহা কে জানি করয়। চম্পকলতার কার্য্য রাধিকা কহয়॥ কৃষ্ণ কহে নানা চিত্র রচনাতে দৃঢ়। বিবিধ

শৃঙ্গার রচে অতি মনোহর ॥ অত্যন্ত কোমল মান সহিতে না পারে। কেবা এই পরকারে আমা সুখী করে ॥ কহ দেখি এই ধর্ম্ম কেবা সে আচরে। রাধিকা কহেন চিত্রা এই কর্ম্ম করে ॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে কাম বিদ্যাগম পটু। নিভৃতে স্বশিষ্য করে যেন চন্দ্র বটু ॥ শিষ্য অঙ্গে অঙ্গ দিয়া কে তাহা শিখায়। রাই কহে তুঙ্গবিদ্যা বিনু অন্য নয় ॥ কৃষ্ণ কহে কহ কার উদয় সময়ে। বিমল কুটিল কলা রাগ প্রকটয়ে ॥ যে জন দেখয়ে তার কামোদয় হয়। রাই কহে ইহা ইন্দুলেখাতে আছয় ॥ কৃষ্ণ কহে নৃত্য রঙ্গে কেবা সুখী করে। বড় দ্রুতগতি নৃত্যে আমাকে যে ধরে ॥ রাই কহে রঙ্গদেবী এ কার্য্য করয়। পুনঃ কৃষ্ণ পুছে তারে হাসি রসময় ॥ পাশক খেলাতে হয় কে অতি নিপুণা। চুম্বক রতন পণে করয়ে যোজনা ॥ জিনিলে আমার পণ না দেন ইচ্ছাতে। রাধিকা কহেন এই সুদেবী চরিতে ॥ কৃষ্ণ কহে অন্য জন সুখে কেবা সুখী। তার দুঃখে অতিশয় কেবা হয় দুঃখী ॥ নিজ সুখ দুঃখ হয় ব্যথা নাহি করে। শ্রেষ্ঠ আরাধনা পর বৈষ্ণব আচরে ॥ কাহার এ ধর্ম্ম রাধে কহ বিচারিয়া। শুনি রাই কহে মোর সখীগণ ইহা ॥ এইরূপে কৃষ্ণ নানা পরিহাস ছলে। রাই সখী সঙ্গে বন পর্য্যটন করে ॥ কুচাধর স্পর্শে পুষ্প অর্পণ করয়ে। পরম আনন্দে বৃন্দাবন বিহরয়ে ॥ লতা পত্র ফলে যৈছে কোকিল ফিরয়ে। ললিতা নন্দদা কুঞ্জ তৈছে মত্ত পায়ে ॥ কুণ্ডের উত্তরে কুঞ্জ সর্ব্ব সুখধাম। নানা লীলা করে কৃষ্ণ রাধা অনুপাম ॥ এইত কহিল কৃষ্ণের মধ্যাহ্ন বিহার। রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখী নানা রস সার ॥ বিস্তারি কহিতে ইহা নারয়ে অনন্ত। ক্ষুদ্র মতি আমি ইহা কি কহিব অন্ত ॥ গোবিন্দ-লীলামৃত কথা সমুদ্র পাথার। সে তত সাঁতারে শক্তি আছে যত যার ॥ বুদ্ধিবল হীন মোর না জানি সাঁতার। এক কণা পরশিল পূর্ণ হইবার ॥ গোবিন্দচরিতামৃত কথা মনোহরে। শুন ইথে সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি যেই করে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দচরিত ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশ সর্গ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

"অথালিবর্গাননসৌরভাহৃতস্তাভির্মুখাব্জেষু পতন্নিবারিতঃ।
বিন্দন্ স রাধাবদনাম্বুজং রুবংস্তদ্গাঙ্কগতঃ পরিতোহলিরঞ্চতি॥"

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত-বৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ জয় জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামী ঠাকুর। জয় জয় বৃন্দাদেবী জয় ব্রজপুর॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা রসসিন্ধু। ত্রিভুবন ভাসাইল যার এক বিন্দু॥ কহিব অপূর্ব্ব কথা মধ্যাহ্ন সময়ে। বিহার করয়ে কৃষ্ণ নানা রসময়ে॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জে সবে প্রবেশিলা। মুখাব্জ সৌরভে বহু ভ্রমর ধাইলা॥ যত্ন করি সখীগণে তাহা দূর করে। রাই মুখপদ্মে ভৃঙ্গ যাঞা সব পড়ে॥ কি কহিব রাই মুখপদ্ম পরিমল। লাখে লাখে ভৃঙ্গ তাঁরে বেড়িল সকল॥ তাহাতে ত্রাসিত ধনী নেত্রান্ত ধুনায়। পাণি পদ্ম দিয়া সেই ভ্রমর খেদায়॥ কি কহিব কঙ্কণের ঝনৎকার ধ্বনি। কি কহিব বসন তর্জ্জনে স্বহস্ত চালানি॥ এইরূপে ভৃঙ্গ ধ্বনি যদি দূর কৈল। পরিমল লুব্ধ অলি পুনঃ যে বেড়িল॥ তার ভয়ে রাই কৃষ্ণ বস্ত্রের অঞ্চলে। মুখপদ্ম ঢাকি থাকে কৃষ্ণ স্পর্শ ছলে॥ দেখি সব সখীগণ হরিষ পাইয়া। কহিতে লাগিলা কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥ ভয় না করিহ মধুসূদন করিয়া। পদ্মাবলি নিকটে গেল উৎকণ্ঠিত হঞা॥ নিবারিল সবে তাঁরে যতন করিয়া। শঠতা ছাড়িয়া এবে নিশ্চয় করিয়া॥ প্রেমধনে পূর্ণ ধনী সৌভাগ্য পূরিত। অত্যন্ত প্রণয় ধনে অন্ধ ভেল চিত॥ নিকটে আছয়ে কৃষ্ণ দেখিতে না পায়। কৃষ্ণানুসন্ধান রাই করয়ে হিয়ায়॥ তবে কৃষ্ণ দেখে রাই এরূপ বেষ্টিতে। সখীরে নিষেধ কৈল নয়ন ইঙ্গিতে॥ কৃষ্ণ পক্ষ হৈলা তবে সব সখীগণ। রাধিকার প্রেম চেষ্টা দেখয়ে তখন॥ প্রেম বৈচিত্ত্য চেষ্টা হইল রাধার। তাহাতে বিভ্রম সেই নাহি তার পার॥ কান্ত

আসি যেন অন্য কান্তা স্থানে গেলা। এই ভাব চিত্তে কৃষ্ণে যেমত লইলা॥ তুষ্টা হয়ে ধনিষ্ঠাকে পুছয়ে তখন। কহ দেখি কৃষ্ণ কোথা গেলেন এখন॥ কপট নাটিকা নাট গেলা কোন স্থানে। তেহোঁ কহে তুয়া লাগি গেলা পুষ্প বনে॥ শুনি রাই কহে তুমি মিথ্যা যে কহিলে। সেই ধৃষ্ট গেলা তবে পদ্মিনীর স্থলে॥ ধনিষ্ঠা কহয়ে তবে ভাল সে হইল। তুয়া মুখ রুচি পদ্মাবলীকেত জিনিল॥ এত শুনি রাই কহে তুয়া দোষ নাই। কটু দূতীবাক্যে আমি অবিশ্বাস যাই॥ শুনিলাম শৈব্যা বনে করিলা গমন। মূর্খতা করিয়া তবু কৈলা আগমন॥ ধনিষ্ঠা হয়েন মোর হৃদয় সমান। বঞ্চনা করয়ে মোরে না বুঝি বিধান॥ কৃষ্ণ মোরে দেখা দিয়া মোর প্রিয়বনে। বিলাস করয়ে সেই চন্দ্রাবলী সনে॥ মোর প্রিয় কুণ্ড কুঞ্জে পদ্মাবলী আনিয়া। আমা আনাইল তারে নিভৃতে থুইয়া॥ মিথ্যা আলাপন কৈল ধূর্ত্ত আমা সনে। এবে আমা ছাড়ি গেলা পদ্মিনীর স্থানে॥ কেমনে সহিব ইহা সহনে না যায়। মুহূর্ত্তেক দেখা দিয়া তার স্থানে যায়॥ ললিতা কহয়ে এই কৃষ্ণের ধূর্ত্ততা। আমি পুনঃ পুনঃ ইহা জানি যে সর্ব্বথা॥ তুমিত সরলা ইহা কভু দেখ নাই। এথা প্রয়োজন নাই আইস গৃহে যাই॥ এত কহি শ্রীরাধার হস্তেতে ধরিয়া। গৃহোন্মুখী হইলেন তাঁরে আকর্ষিয়া॥ তবে কৃষ্ণবিরহের ভয় ধনী পাইলা। দীনার্ত্ত হইয়া কিছু কহিতে লাগিলা॥ শুন সখী এই মোর চিত্ত বড় বাম। দোষ নাহি শুনে কৃষ্ণের শুনে গুণগ্রাম॥ এতাদৃশ কৈল কৃষ্ণ দেখহ সাক্ষাতে। তথাপিত ভ্রমে চিত্ত অতি উৎকণ্ঠাতে॥ শুনিয়া ললিতা কহে নারী অভিলাষ। অন্তরে লালসা বাহ্যে নহে পরকাশ॥ যাটি দিনে ধান্য যেন অন্তরে পাকয়। বাহিরে তাহার পাক লক্ষিত না হয়॥ শুনিয়া কহয়ে তারে রাধা সুবদনী। ত্যাগ কর নারীগণ নীতিধর্ম্মবাণী॥ কর্ণ ব্যথা পায় যাতে তাহা কেবা শুনি। কৃষ্ণ অদর্শনে দেহে না রহে পরাণী॥ কুটয়ে হৃদয় মোর ঘুরে সব তনু। শরীর হইলা মোর প্রাণ হীন জনু॥ যত কিছু গর্ব্ব মোর সব থাকু দূরে। মহিমা যতেক মোর থাকু নিরন্তরে॥ লজ্জা সুধৈর্য্যতা যত সব থাকু ছাড়ি। শুনহ

ললিতা তোহে বন্দনা যে করি॥ হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ দেখাও আমারে। এত কহি ধনী ধরে ললিতার করে॥ শুনিয়া ললিতা কহে তুমি সে সরলা। রমণী লম্পট কৃষ্ণ ধৃষ্ট পূর্ণমালা॥ তোমার চাপল্য এই অনুপম কাজ। না দেখিয়ে ঐছে অন্য রমণী সমাজ॥ কৃষ্ণ যদি দেখে ঐছে চাপল্য তোমার। করিবেন অতিশয় বঞ্চনা প্রকার॥ একে আমি সেই কৃষ্ণ ধৃষ্টের চরিতে। হত বুদ্ধি পুনঃ কেন লাগিলা হাসিতে॥ এত শুনি রাই কহে ইহাতে হইতে। অধিক বঞ্চনা কিবা আছে পৃথিবীতে॥ যাহা দিয়া শঠে মোরে কদর্থিবে আর। এই কালে কৃষ্ণ দেখে আগে আপনার॥ কান্তা আলিঙ্গন করি যেন কৃষ্ণ আইলা। সম্মুখা সম্মুখী দুহুঁ দুহুঁ যেন হৈলা॥ নিজ প্রতিবিম্ব কৃষ্ণ অঙ্গেতে দেখিয়া। বিমুখী হইলা পদ্মা সখিত্ব মানিয়া॥ নির্ণয় জানিতে লজ্জা ঈর্ষা যে হইলা। অতি ক্রোধভরে ধনী কাঁপিতে লাগিলা॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ কুন্দলতা নিরীক্ষয়। আমাকে দোষয়ে ধনী দৃষ্টে এই কয়॥ কৃষ্ণের ইঙ্গিতে কুন্দলতা কহে তারে। এখনি চেষ্টিতা হৈল কৃষ্ণ দেখিবারে॥ কৃষ্ণ আইলা দেখি কেনে উৎসাহ ত্যজিলা। বিমুখী হইয়া কেনে কাঁপিতে লাগিলা॥ শুনি রাই কহে কৃষ্ণ বক্ষঃস্থলে কেবা। দেখিতে না পাও চক্ষু মুদি আছ কিবা॥ যাহা দেখিবার তরে আমাকে আনিলা। ধৃষ্ট নৃত্য দেখি যাতে বহু সুখ পাইলা॥ শুনি কৃষ্ণ কহে তুমি যাহা মনে কৈলে। সেই নহে এই দেখ আশ্চর্য্য চপলে॥ কহে মুঞি রাধিকার হও সহচরী। বনদেবী নাম মোর হও বনচরী॥ এই কথা কহি বলে আলিঙ্গন কৈল। কত ভঙ্গী করি মুখে চুম্বনাদি দিল॥ নিজ বিদ্যাবলে বক্ষে পৃষ্ঠে লগ্ন হৈলা। ছাড়াইতে নারি মোরে বেড়িয়ে রহিলা॥ প্রার্থনা করয়ে কত তবু না ছাড়য়। অত্যন্ত কামুকী এই মোর মনে লয়॥ তুয়া নিজ সখী হয় নিষেধ ইহারে। বলে ধনী আমা যেন পীড়া নাহি করে॥ তবেত ললিতা কহে রাধিকা শ্রবণে। শুনিয়া ধরিল ধনী বদন অরুণে॥ দেখি কৃষ্ণ হাসে আর যত সখীগণ। কুন্দলতা তবে কহে সরস বচন॥ নেত্র লাগি আছে কৃষ্ণে তাহা নাহি দেখ।

আত্ম প্রতিবিম্ব দেখি অন্য জন দেখ॥ চন্দ্রাবলী শঙ্কা তুমি কর সর্ব্ব ঠাঞি। ঐছে চিত্র নৃত্য আর কাহা দেখি নাই॥ বৃন্দাদেবী কহে দেখ আগে রঙ্গকুঞ্জ। রঙ্গবেদি সুখদস্থল সর্ব্ব মনোরঞ্জ॥ বসন্ত লীলার দেখ সামগ্রী বিস্তর। আলেপন আদি করি অতি মনোহর॥ কুঙ্কুম কস্তূরী আর অগুরু কর্পূর। চন্দনের পঙ্কজল হইল প্রচুর॥ পৃথক্ ধরিল কাঁহা কাঁহাও মিশাল। সাতকুম্ভ কুম্ভে সব ধরিল বিশাল॥ বহুমণি পিচকারি ভরিয়া সে জলে। এইরূপে ঘটযন্ত্র ধরিল সকলে॥ সিন্দূর কর্পূর পুষ্প কন্দুকাদি গণ। পুষ্প ধনুর্ব্বাণ কত করিল সাজন॥ পৃথক্ পৃথক্ ধরি লীলাবলি অভিমত। তাম্বূল চন্দন মাল্য কুসুমাদি কত॥ সুবাসিত জল পূর্ণ সুবর্ণ ভাজনে। অনেক ধরিল লীলা যোগ্য স্থানে স্থানে॥ অত্যস্ত কোমল শিশি ভরিয়া ভরিয়া। স্বর্ণপাত্রে রাখিয়াছে সুপঙ্ক্তি করিয়া॥ মণি জল-যন্ত্র সবে হস্তে করি নিল। পরস্পর প্রেমের সে খেলা আরম্ভিল॥ এক দিকে হৈল সব অঙ্গনার গণ। অন্য দিগে কৃষ্ণ করে যন্ত্রের সাজন॥ সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র সবে পরিধান কৈলা। কর্পূর তাম্বূলে মুখ প্রপূর্ণ হইলা॥ করে জলযন্ত্র করি রতিপতিরণ। অগ্নিকে গেলেন সবে করিয়া সাজন॥ কন্দর্প নারাচ শিত কটাক্ষ বরিষে। অন্যোন্য যন্ত্রেতে যে বরিষে হরিষে॥ সূক্ষ্ম বস্ত্র তিতি সব অঙ্গেতে লাগিল। সব অঙ্গ বেশ ভাতি বেকত হইল॥ অঙ্গ মধুরামৃত নদী বহি যায়। তার ঢেউ দুহুঁ মন নয়ন ডুবায়॥ এক গণ্ড অল্প উচ্চ তাম্বূল চর্ব্বিত। অলকা আবৃত ভালে ঘর্ম্মজ লাঞ্ছিত॥ বিস্রস্ত হইল কেশ কুসুম আবলি। কেশ অংশ কুচ অংসে হয় ত বিলোলি॥ বহু গন্ধ চূর্ণ বস্ত্র অঞ্চলে বান্ধিলা। কিঙ্কিণী শৃঙ্খলা দিয়া দৃঢ় বন্ধ কৈলা॥ কাম উদ্দী-পন নর্ম্ম গান আরম্ভিলা। কৃষ্ণেরে সিঞ্চন করি আত্মরক্ষা কৈলা॥ গন্ধ চূর্ণ সবে কৃষ্ণ উপরেতে ডারে। পুষ্পের কন্দুকগণ ডারে প্রেম ভরে॥ মৃদু যন্ত্র কূপি সব ডারেন প্রকারে। সুগন্ধি সলিল যন্ত্র দিয়া মুক্ত করে॥ শ্রীরাধিকা আদি করি অতি প্রেম কাজে। সিঞ্চন করিল কৃষ্ণ রসময় রাজে॥

গোবিন্দের বাম অংসে, পুষ্পধনু অবতংসে, তাহাতে ঘটনা পুষ্পবাণ। বামহস্ত পদ্মতলে, মণি পিচকারি ধরে, ভূষা পরে সোণা দশবান॥ সূক্ষ্ম শুক্ল বাস পরে, তুন্দ বন্দে বংশী ধরে, পটুকা অঞ্চলে গন্ধচূর্ণ। পিচকারি গন্ধজল, উভরায় কান্তাপর, সুধাসিক্ত কৈল যাঞা পূর্ণ॥ আশ্চর্য্য যন্ত্রের কথা, শুন রসময় গাথা, এক মুখে নিকসয়ে ধারা। বাহ্য এক শত ধারা, আকাশে সহস্র ধারা, পড়িবার কালে এক ধারা॥ কোটি ধারা হয়ে পড়ে, সব কান্তাগণোপরে, সিঞ্চে সব প্রিয়া এই মতে। যত শিশি ভরা গন্ধ, চূর্ণ বহু পর বন্দ, তাহা কৃষ্ণ ডারে পৃথিবীতে॥ কূপ ভাঙ্গি গোলি পড়ে, গোপাঙ্গনা অঙ্গ ধরে, সেই গোলি হয় লক্ষগুণ! কুঙ্কুমের কণা মাঝে, মৃগমদ বিন্দু সাজে, তাঁ সবার অঙ্গে নহে উন॥ স্বর্ণ লতাতে যেন, ফুটিয়াছে পুষ্পগণ, তাতে শোভিয়াছে অলিগণ। গোপাঙ্গনা প্রতি অঙ্গে, এই মত শোভা রঙ্গে, বিশেষিয়া না যায় বর্ণন॥ কুঙ্কুমের পিচকাই, কর-তলে লয়ে রাই, কৃষ্ণ অঙ্গে দিল গন্ধধারা। ব্যাপ্ত হৈল কৃষ্ণ অঙ্গ, সেই জল বিন্দু বৃন্দ, নভস্থলে চন্দ্রবিম্ব পারা॥ রাই মৃদু মন্দ হাসি, গন্ধ চূর্ণ যত শিশি, নিক্ষেপ করিল পৃথিবীতে। ঢাকনি খুলিল তার, কৃষ্ণ অঙ্গ সেই কাল, ভরি গেল গন্ধ পঙ্করীতে॥ নানা বর্ণ গন্ধচূর্ণ, পৃথিবীতে হৈল পূর্ণ, আকাশ ভরিল অষ্ট দিশা। গন্ধজল বৃষ্টি তাতে, চিত্র চন্দ্রাতপ মতে, খেলে কৃষ্ণচন্দ্র মৃগাদিশা॥ কৃষ্ণ গন্ধ পঙ্ক লয়ে, রাই অঙ্গে দিল ধায়ে, স্পর্শে কুট্টমিত ভেল অঙ্গ। প্রেমের কুন্দল হয়, কিছুই নিশ্চয় নয়, কৃষ্ণ সঙ্গে রাইর এ রঙ্গ॥ হেনকালে সখী আসি, ঢালে গন্ধজল রাশি, তাতে কৃষ্ণ অঙ্গ পূর্ণ হৈল। এই রূপে সব সখী, গোবিন্দের অঙ্গ ঢাকি, গন্ধ জলে তনু পূরাইল॥ তাতে কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে, কুচ স্পর্শে কারো যায়ে, কারো মুখে চুম্ব দেই বলে। রাই ক্ষেপে গন্ধচূর্ণ, কৃষ্ণের উপরে পূর্ণ, পুনঃ পুনঃ ধৈরজ না ধরে॥ দেখি কৃষ্ণ তারে ধরি, হিয়ার উপরে করি, বাহু পাশে সে তনু বান্ধিল। তা দেখিয়া সখী যত, হৈল কাণ্ড পটাবৃত, কৃষ্ণচন্দ্র বাঞ্ছিত পূরিল॥ কন্দর্পের পরিহাস, মন্ত্র বাণ পরকাশ, কটাক্ষে বিন্ধয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া।

সেই বাণে বিদ্ধ হিয়া, যত যত কৃষ্ণপ্রিয়া, রহে কাম বিবশ হইয়া॥
তবে তারা কৃষ্ণ প্রতি, মৃদু মন্দ হাসি অতি, অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণ কৈল।
সে বাণে ব্যাকুল হরি, পুনঃ বাণ করে ধরি, এই রূপে দুহুঁ বিদ্ধ হৈল॥
পৃথিবীতে জলধর, ধরি নব কলেবর, সৌদামিনী সেচে গন্ধজলে।
বিজুলি সহিতে ফিরে, গন্ধজল বৃষ্টি করে, অতি চিত্র মেঘের উপরে॥
বৃন্দা আদি সখীগণ, নেত্র নদী অনুক্ষণ, এই লীলামৃতে পূর্ণ হয়ে।
এই মতে নানা লীলা, করে কৃষ্ণ সখী মেলা, এ যদুনন্দন দাস গায়ে॥

এইরূপে ক্রীড়া কৃষ্ণ কৈলা বহুক্ষণ। দোলাম্বুজ দেবী আইলা সঙ্গে সখীগণ॥ বৃন্দা কুন্দলতা প্রতি দৃগিঙ্গিত কৈলা। সহায় করহ দুঁহে এই জানাইলা॥ এত কহি অলক্ষিতে রাই কর হৈতে। পিচকাই লয়ে কৃষ্ণ উঠে হিন্দোলাতে॥ কৃষ্ণ পৃষ্ঠে বান্ধা ছিল বংশী অলক্ষিতে। রাধিকা লইল তাহা আনন্দ সহিতে॥ তাহা দেখি কুন্দলতা কহেন হাসিয়া। স্বকুট্টিনী বংশী রাধে কি কাজ ছুইয়া॥ কৃষ্ণ তুমি পিচকাই দেহ তৎকাল। নারীধন স্বপরশ রঙ্গে নহে ভাল॥ শুনি তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ নিজ বাম করে। পিচকাই দেন বংশী অন্য করে ধরে॥ বংশীর সহিতে ধরে রাধিকার হস্ত। তাহাতেই হইলা ধনী অত্যন্ত নিরস্ত॥ এই কালে বৃন্দা কুন্দলতা দোঁহা মেলি। অমুৎসুকা ধনী দোলা আরোহণ করি॥ হিন্দোলার মধ্যে কৃষ্ণ বৈসে প্রিয়া লয়ে। সখীগণ গায় তলে হরষিত হয়ে॥ হিন্দোলার পাছে গেলা কেহো আগে রহে। হিন্দোলা চালায় কেহো আনন্দ হৃদয়ে॥ সহসাতে তেজ্য করি চালে যবে দোলা। চঞ্চলাক্ষি অঙ্গ ধনী কৃষ্ণাঙ্গ ধরিলা॥ কুন্তল খসিল দোঁহার কুণ্ডল বিলাসে। কাঞ্চী সাথ পুষ্প স্তবকাদি সব খসে॥ পুষ্প মালা ম্লান দোঁহার কঙ্কণ ঝঙ্কারে। সতেজ চলয়ে দোলা সব অঙ্গ ধরে॥ চঞ্চল চলয়ে দোলা রাধাক্ষি চঞ্চলা। দেখি সখীগণ তবে সহায় হইলা॥ অতি ব্যস্ত হৈলা রাই দেখি সখীগণ। হিন্দোলাতে উঠে সবে করিতে সেবন॥ তাম্বূল বীটিকা লয়ে ললিতা বিশাখা। ব্যজন লইয়া চিত্রা চম্পকলতিকা॥ জাম্বুনদ ঝারি পূর্ণ জল সে লইয়া। ইন্দুলেখা তুঙ্গবিদ্যা উঠে শীঘ্র হইয়া॥

গন্ধপঙ্ক গন্ধচূর্ণ অনেক লইয়া। সুদেবী রঙ্গদেবী উঠে হিন্দোলা ধরিয়া॥ ক্রমে যার যেই সেবা সে তাহা করিলা। পূর্ব্ব দল আদি করি ললিতা বসিলা॥ রাধাকৃষ্ণ মধ্যে সখী অষ্ট দিকে বৈসে। সেখানে হইল এক আশ্চর্য্য প্রকাশে॥ সবে জানে কৃষ্ণ রাধা আমারি সম্মুখ। আমা ভাল বাসে দুহুঁ না হয় বিমুখ॥ এথা বৃন্দা কুন্দলতা তলেতে থাকিয়া। দোলায় হিন্দোলা অতি সতেজ করিয়া॥ সহসা রাধিকা কান্তি পড়ে সখীগণে। প্রতিবিম্ব ছলে কৃষ্ণ সখী পার্শ্ব স্থানে॥ রাধাকৃষ্ণ সখীগণ হিন্দোলা উপরে। যে শোভা হইল তুল্য নাহিক দিবারে॥ সূর্য্যের মণ্ডল যদি মেঘে না ঢাকয়ে। নবাম্বুদব্যূহে বহু বিদ্যুল্লতা রহে॥ মহাবায়ু তাতে যদি সতত চালায়। তবে সে হিন্দোলা শোভা উপমা যে হয়॥ রাধিকা ইঙ্গিতে কৃষ্ণ ললিতা ধরিয়া। দক্ষিণাংশে বসাইল স্কন্ধে বাহু দিয়া॥ রাধিকার স্কন্ধে কৃষ্ণ বাম বাহু দিল। বিদ্যুল্লতা মাঝে যেন জলদ রহিল॥ এই মত বিশাখিকা আদি সখীগণ। সবারে দক্ষিণ অংশে কৈল এই মন॥ তারা সবে নাম্বিলেন হিন্দোলা হইতে। দুই দুই রহে মাত্র কৃষ্ণের সহিতে॥ রাধিকাতো তলে আসি ঐছে দোলাইল। বলে ছলে সখী সঙ্গে কৃষ্ণ মিলাইল॥ রাধা কর্ণে লাগি তবে ললিতা হাসিয়া। দোলারোহণ কৈলা বড় মণ্ডলী হইয়া॥ বাম পার্শ্বে প্রিয়া কৃষ্ণের সখী দোলা চালে। সেখানে দেখিল এক অতি মনোহরে॥ দুই গোপাঙ্গনা মধ্যে কৃষ্ণ যৈছে রাসে। হিন্দোলার মধ্যে তৈছে কৈল পরকাশে॥ সুবর্ণ পর্ব্বত যদি বাতাসে চালয়ে। প্রফুল্ল তমাল তরু তাহাতে উঠয়ে॥ তাহা বেড়ি স্বর্ণলতা প্রফুল্ল উঠয়। লতাকে বেষ্টিত যদি তমাল রহয়॥ এই রূপে মণ্ডলী বাতে সদা যদি চলে। তবে গোপী কৃষ্ণ দোলে উপমা এস্থলে॥ তবেত ললিতা আর বিশাখাদি-গণ। সবেই নাম্বিয়া রহে শ্রীরাধার মন॥ তলে আসি সেই দোলা পুনঃ যে দোলায়। ব্যাকুলা হইয়া রাই চঞ্চল্যতাময়॥ গাঢ় আলি-ঙ্গনে কৃষ্ণে ধরিয়া রহিলা। সখীগণ হাস্যে কৃষ্ণ তৎকাল নাম্বিলা॥ কৃষ্ণ মেঘে গোপাঙ্গনা বিজুলি বেষ্টিত। নানা লীলামৃতে করে ভুবন

সিঞ্চিত ॥ বৃন্দা কুন্দলতাদি সবার নয়ন। পদ্মা করে তৃষ্ণা হরে অতি মনোরম ॥ দোলা লীলা খেলা এই বৃন্দাবন মাঝে। রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে যে আনন্দে ভজে ॥ অতঃপর কৃষ্ণ সব সখীগণ সঙ্গে। মধুপানে কুট্টিম আসি বৈসে মহারঙ্গে ॥ অত্যন্ত শীতল স্থল ছায়া মনোরম। বিশ্রাম করয়ে তাঁহা শ্রম নিবারণ ॥ পদ্মদৃশা সব বৈসে কৃষ্ণ দুই পাশে। ব্যাপ্ত হইয়া বৈসে আগে মণ্ডলী বিশেষে ॥ রত্নহার যেন আছে কৃষ্ণ কণ্ঠদেশে। নীলরত্ন তারক তাতে যৈছেন বিশেষে ॥ চামর ব্যজন তবে করে কোন সখী। সরোজ সিঞ্চিয়া বায়ু করে অন্য সখী ॥ কন্দর্পের রুচি যিনি দোঁহা মুখচন্দ্র। কেলিশ্রান্ত হয়ে আছে নয়ন আনন্দ ॥ কোন সখী পাদপদ্ম সম্বাহন করে। এই রূপে দোঁহার শ্রম সবে কৈল দূরে ॥ মধুপাত্র পূর্ণ বৃন্দা করিয়া সাজনি। এই কালে ধরে তেঁহো দোঁহা আগে আনি ॥ রাধাকৃষ্ণ দৃষ্টি পড়ে সেই পাত্র মাঝে। নীল স্বর্ণ পদ্ম দেখে তাহাতে বিরাজে ॥ একেক পদ্মেতে দুই খঞ্জন নাচয়। অকস্মাৎ রাধাকৃষ্ণ মনে এই লয় ॥ রাধিকা নয়ন মত্ত ভৃঙ্গী লুব্ধ হৈলা। অবিলম্বে আসি নীল পদ্মেতে পড়িলা ॥ কৃষ্ণের নয়ন দুই মত্ত অলিরাজ। তৎকাল পড়িল যাঞা স্বর্ণপদ্ম মাঝ ॥ মধুর দর্পণ মুখ চষক হইলা। মুখের সৌন্দর্য্য মধু নেত্র অলি হৈলা ॥ সর্ব্বেন্দ্রিয় নেত্র অন্য অঙ্গ জড় হৈলা। দোঁহা প্রতি অঙ্গে আসি পুলক ভরিলা ॥ কন্দর্প মত্ততা চিত্ত হৈল দুইজনা। মধুপান ক্রিয়াকালে এ সব ঘটনা ॥ দেখি কুন্দলতা তবে কহয়ে হাসিয়া। মুখপদ্ম মধুপান কৈলা নেত্র দিয়া ॥ নেত্রোৎপল নীলপদ্মে মধু বসাইয়া। এবে পান কর মধু জিহ্বা আস্বাদিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ মধু পাত্র কান্তা মুখান্তিকে। লঞা কহে মধুপান করহ রাধিকে ॥ দেখি রাই লজ্জা পাঞা বক্রমুখী হৈলা। কৃষ্ণ করপাত্র নিজ করেতে লইলা ॥ বসন অঞ্চলে ধনী বদন ঢাকিয়া। কিঞ্চিৎ আঘ্রাণ মাত্র লইলা দেখিয়া ॥ কৃষ্ণাধর সুবাসের লাগি সুবদনী। পুনঃ কৃষ্ণ হস্তে দিল মধুপাত্র আনি ॥ কৃষ্ণের আনন্দ হৈল সে মধু পাইয়া। পান করি মধু অতি সস্পৃহ হইয়া ॥ প্রিয়াটবী লতা বৃক্ষে উদ্ভাবিত মধু।

রসাইল তাহা দিয়া প্রিয়াধর সীধু॥ প্রিয়সখীগণ কৈল নর্ম্ম সুবাসিত। প্রিয় মধুপান করে প্রিয়ার অর্পিত॥ তবে কৃষ্ণ মধুপাত্র দিল রাই হাতে। পান করে ধনী মুখ বস্ত্র আচ্ছাদিতে॥ দয়িতাগণে স্নিগ্ধ মধু দয়িত অর্পিতে। দয়িতাধর সুবাসিত পিয়েত দয়িতে॥ রাধাকৃষ্ণাধরশেষ মধু পাত্রে ছিল। বৃন্দা তাহা লঞা আর দিঞা পূরাইল॥ সব সখী আগে বৃন্দা সে পাত্র ধরিল। সখীগণ সেই মধু পান আরম্ভিল॥ কৃষ্ণ নিজ চিত্র বিদ্যা তাহা প্রকাশিল। সবার নিকটে যাঞা আগে পান কৈল॥ সখীগণে জ্ঞান এই কৃষ্ণ আগে আসি। পান কৈল মোর আগে মোর পাশে বসি॥ কেবল নিশ্চয় রূপে সব সখী জানে। কৃষ্ণ আসি পিয়ে মধু প্রিয়া যে আপনে॥ পানে মধু বিঘূর্ণিত শোণ দৃষ্টি কোণ। গন্ধে নিমন্ত্রিত কৈল ষট্পদের গণ॥ হাস্য চন্দ্রকান্তি সব অধর পল্লবে। কহিল না সেই শোভা নহে অনুভবে॥ কৃষ্ণনেত্র জিহ্বা সেই সৌন্দর্য্য মাধ্বীক। হেলন করয়ে সুখ পাইয়া অধিক॥ ব্রজাঙ্গনা মন তৃষ্ণা পরিপূর্ণ কাজে। কৃষ্ণমুখ মধুপানে নেত্র জিহ্বা সাজে॥ কন্দর্প মাধ্বীক আর মধুপান কৈল। মুখপদ্ম মধ্বাধর মধুমস্ত কৈল॥ বিবিধ প্রকারে মধু বৃন্দা আনে আর। রাধাকৃষ্ণ করে পান সখী পরিবার॥ তাঁরা পান করে মধু দেখে বৃন্দা আদি। সে পান মাধুরী তার নেত্র উনমাদি॥ অবিরত মধুপান পানে ওষ্ঠাধর। সতত অধর পান মধুর সোসর॥ কন্দর্পের মধু মদ তৃষ্ণাতে ভরিলা। নিশ্চয় নাহিক কারো কিবা পান কৈলা॥ মাধবাগমন করে মদন উদয়। তৈছে মধুপানে মন উন্মাদ করয়॥ মাধবাঙ্গ স্পর্শ জন্য কত মধু পিয়ে। ব্যাকুলা হইলা তাতে বরাঙ্গনা চয়ে॥ সামালিতে নারে তবু বস্ত্র ভূষা খসে। কারণ নাহিক সবে অট্ট অট্ট হাসে॥ অপ্রশ্নোত্তর করে প্রলাপ অকারণে। বল্লবীগণের জন্ম বারুণীর পানে॥ নিধুবনের পূর্ব্বে প্রিয়াগণের এ কাজ। শিথিল বসন শ্বাস সুকেশ সুসাজ॥ বচন স্খলন মধু মদের কারণ। কৃষ্ণ রতি সহায় করয়ে এই গণ॥ কেশ বাস বাক্য গতি সব শ্লথ হৈল। নেত্রাস্ত অরুণ ঘূর্ণা দুই প্রকাশিল॥ বদন সৌগন্ধ নর্ম্ম উক্তি ব্যক্ত

তাতে। দৃষ্টি ভ্রমি হৈল করে ধৃষ্টতা তাহাতে॥ মধু মদ হৈতে যত ব্রজাঙ্গনাগণে। যত করুক সব কৃষ্ণ সুখের কারণে॥ ব্রজাঙ্গনা হৃদি রাগ কৃষ্ণ প্রতি যত। নারীর স্বভাব লজ্জা করয়ে গোপিত॥ মধুর মত্ততাটোপ সহিতে নারিল। নেত্রোৎপলে সেই রাগ বাহির হইল॥ নবীন কিশোরী কেহ নব মধুপানে। মদোদ্রেকে ভ্রান্ত নেত্র প্রলপে তখনে॥ লল ললিতে পপ পশ্য শ্রীরাধাচ্যাতে। সসস সকল মম মণ্ডল ভ্রমাইতে॥ বিবিধ বিপিন মম মহীর সহিতে। গগগ গগন কে ললল লম্বিতে॥ বিকচ অম্ভোজ জিনি মুখপদ্ম গণ। তার পরিমলে ভৃঙ্গ করে আকর্ষণ॥ মধু আর অধর মধু পানের হইতে। উদ্ধতা কন্দর্প মদে লোল কৈল চিত্তে॥ কৃষ্ণ চিত্ত লোল নেত্র রক্তোৎপল জিনি। ললনা বিলাসে চিত্ত করয়ে বাঞ্ছনি॥ পদ্মমধু পানে যেন তৃষ্ণা অলিগণে। ঐছন বাঢ়য়ে তৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া মনে॥ মধুমদে মত্ত হৈলা রাধা সুবদনী। রমণ স্পৃহাতে করে শয়ন বাঞ্ছনি॥ সেবা পরা সখী যারা তারা সেবা করে। শয়ন লাগিয়া ধনী শরীর নিশ্চলে॥ দোঁহার নিগূঢ় তৃষ্ণা জানি কুন্দলতা। কৃষ্ণপ্রিয়া কহে কিছু নয়নে হসিতা॥ অশোক কুঞ্জেতে তুমি করহ গমন। কান্তাবতংসার্থ গুচ্ছ আনহ এখন॥ শুনি কৃষ্ণ তাঁর কথা গেলা সেই কুঞ্জে। কোকিল ডাকয়ে যথা অলিকুল গুঞ্জে॥ এথা সে রাধিকা ঘূর্ণা পূর্ণ দৃষ্টি হঞা। কুঞ্জাভিধ কুঞ্জরাজে শুতিলা আসিয়া॥ দিব্য পুষ্পশয্যোপরে করিলা শয়ন। সেবা করে সেবাপরা যত সখীগণ॥ সখীগণ মুখে জৃম্ভা গদগদ বচন। গন্ধোত্তম বহে সদা অধিক আনন॥ সঘূর্ণ নয়না সব বস্ত্র শ্লথ অঙ্গে। ইতস্তত পড়ে সদা অলস তরঙ্গে॥ সুপদ্ম বদনী মদ খঞ্জন নয়নী। পদ্মপত্র তল্পে সবে করিল শয়নি॥ গোবিন্দচরিতামৃত রসময় কথা। শুনিলে মিলয়ে রাধাকৃষ্ণ সে সর্ব্বথা॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দচরিত॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নবিলাসে দোললীলা
মধুপান বর্ণন নামক চতুর্দ্দশ সর্গ॥ ১৪॥

পঞ্চদশ সর্গ।

"কঙ্কেল্লিপল্লবকল্পিতকর্ণপূরঃ কঙ্কেল্লিবল্লিনবকস্তবকাঞ্চিপাণিঃ।
তত্রাগতোঽথ স হরিঃ প্রবিবেশ তূর্ণং বৃন্দাদৃশোদিতনিকুঞ্জসরোজমুৎকঃ॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। জয় শ্রীজীব গোস্বামী দাস রঘুনাথ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট জয় ব্রজবাসী। জয় গদাধর গৌর প্রাণধন রাশি॥ জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা রসময়। ব্রজাঙ্গনাবৃন্দ যত সব জয় জয়॥ বৈষ্ণব গোসাঞিঃর পদে করিয়া প্রণাম। যৈছে তৈছে করি যত কৃষ্ণলীলা গান॥ এই রূপে কৃষ্ণ আইল সে কুঞ্জ হইতে। অশোক পল্লব গুচ্ছ কর্ণাবতংসিতে॥ করে ধরে নূতন অশোক গুচ্ছ আর। এইরূপে প্রবেশ কৃষ্ণ করিল তৎকাল॥ বৃন্দাদেবী দৃগিঙ্গিত করি দেখাইল। নিকুঞ্জ সরোজ অতি উৎকণ্ঠাতে পাইল॥ রাধা সুরধুনী পাইল কৃষ্ণ মত্তকরী। উড়ি পলাইল সব সখী যে মরালী॥ লোচন পুষ্করে কৃষ্ণ রাধা মধুরিমা। পান করে পুনঃ পুনঃ তবু নাহি ক্ষমা॥ কঞ্চুক শৈবাল দূরে কৈল নিজ করে। নীবি-বন্ধ নলিন্যাদি হইল চঞ্চলে॥ অথ শ্রীরাধিকা তন্দ্রানিমীলিত আঁখি। কৃষ্ণ আগমন প্রাপ্তি স্বপনেতে দেখি॥ মত্ত হঞা নীবি কুচ আকর্ষণ করে। বামা প্রলাপ করি তাঁরে যেন বারে॥ আমি আমি আমাকে পরশ না কর। কি কি কি বিধান তুমি করিতে ইচ্ছা ধর॥ শয়ন করিতে দদ দেহ যে আমারে। ঘূঘূর্ণা নয়ন নিদ্রা আকর্ষিল মোরে॥ রোদন মিশালে হাস্য গদ গদ বাণী। স্পষ্টবর্ণ নহে করে বারে কৃষ্ণ পাণি॥ স্বপ্নে এই মত ধনী করিতে লাগিলা। জাগরণে দেখে কৃষ্ণ নিকটে আইলা॥ কন্দর্প ধনুতে ভেল ধনী উন্মাদিতা। চক্ষু মেলিবারে নারে হৈলা নিমীলিতা॥ স্বপ্নে বা জাগরে ধনী সচেষ্টা হইল। দেখিতে কৃষ্ণের চিত্তে আনন্দ বাঢ়িল॥ স্মরযুদ্ধে বাম্য লজ্জা ধনী

সৈন্যগণ। উন্মত্ত অচ্যুত জিনি করি আক্রমণ॥ কাঞ্চীমুখ দেখি ভয়ে মঞ্জরী যুগল। অম্বরে ফুকার করে ধনী কোলাহল॥ গ্রীবা গ্রহণ যবে করিলা মুরারি। ব্যগ্র কণ্ঠধ্বনি ধনি বহুবিধ করি॥ স্তুকাকুতি প্রার্থনা কত করুণা সঞ্চার। কৃষ্ণচিত্তে সুখ যাতে হইল অপার॥ কৃষ্ণ নিজ ভুজগদা দিয়া যে সত্বর। ধনী বামা দুর্গ ভেদ গেল বাম্য-স্থল॥ কৃষ্ণের অধর নখ দন্ত আর পাণি। উরু বাহু মুখ এই সৈন্যের সাজনি॥ সাজিয়া ধনির তনু ধরি লুট কৈল। তদুপরি যত ধন এক না রাখিল॥ ধনী কুচকুম্ভে ছিল তারুণ্য রতন। নখ খন্তি দিয়া তাহা করিল গ্রহণ॥ গূঢ় রতন জানি সেই গর্ত্ত যে করিয়া। লইল তারুণ্য ধন কর নখ দিয়া॥ রাইর অধরে ক্ষত কৈল দন্ত দিয়া। অধর অমৃত নিল চুম্বন করিয়া॥ বাহু নিষ্পীড়নে বক্ষ স্পর্শ রত্ন নিল। নিজ করে কুন্তলাদি গ্রহণ করিল॥ চুম্বকাখ্য রত্ন নিল নিজাধর দিয়া। সেই স্থলে রাখে কৃষ্ণ গোপন করিয়া॥ দেখি বলে বহুধন লুঠ কৈল যবে। দুষ্ট সেনাপতি সঙ্গে সাজে ধনি তবে॥ লজ্জা ধন মুখামৃত দেখি অপহৃত। ক্রোধি হৈলা দন্ত নখ সেনাপতি কত॥ আপন পৌরুষ ধনী কৃষ্ণে দেখাইতে। আক্রমণ কৈল তারে অত্যন্ত ত্বরাতে॥ কাঞ্চীধ্বনি উচ্চ শব্দে দুন্দুভি বাজায়। সীৎকার প্রভৃতি সেই সিংহনাদ হয়॥ কান্তকে আক্রান্ত কান্তার বিজয় দেখিলা। উত্তংস উদ্ভট দুই নাচিতে লাগিলা॥ অজিত জিনিল করি আনন্দ পাইয়া। মুক্তাবলি নাচে অতি চপল হইয়া॥ হৃদয় অধর রত্ন কৃষ্ণ যত নিল। নিভৃত গোপন করি থালি সে রাখিল॥ রাধিকার দন্ত নখ খন্তি আদি দিয়া। সব রত্ন নিল তাহা খনন করিয়া॥ লব্ধ বিত্ত হরি নিল দেখি এই ফল। নিজ চিরন্তন যত নাশয় সকল॥ রাধিকার মুখপদ্ম চপল উপরে। আছয় চপল অতি চঞ্চল নেত্রবীরে॥ কৃষ্ণ মুখ পদ্ম কোষ মধু যে আছয়। তাহার নয়ন অলি রক্ষা সে করয়॥ তাহা লুটিবার মনে রহে মহাবীর। তৎকালে তাহার আগে ভয়ে রহে স্থির॥ কৃষ্ণ নেত্র দুই বীর শ্রেষ্ঠ অনুমানি। রাধিকার নেত্রবীর ভয় পাইল জানি॥ নেত্র সৈন্য বীর ধৈর্য্যভঙ্গ

দিল যার। সর্ব্বাঙ্গের সৈন্য পাছে ভঙ্গ দিল তার॥ শ্রমজল ভরে ধনী ললাট উপরে। চঞ্চল অলকাগণ হইল বিস্তারে॥ নিতম্ব নিস্পন্দ কুচযুগ শ্বাসে চলে। কেশ কাঞ্চী নীবিবন্ধ হইল শিথিলে॥ নয়ন অলস হৈল ভুজ দ্বন্দ্ব মন্দ। পরাভূত হয়ে সেই কৃষ্ণের আনন্দ॥ কন্দর্প রাজার ধনি নিদেশ পাইয়া। কৃষ্ণ আক্রমিল নিজ পৌরুষ জানিয়া॥ আপনেই অকস্মাৎ ভঙ্গ দিলা রণে। ইহাত বিচিত্র নহে শুনাই কারণে॥ পৌরুষ বলেতে নহে অবলার সিদ্ধি। অতএব যে অবলা অবলাই বিধি॥ শ্রমজল কণা স্নিগ্ধ নিস্পন্দ মূরতি। গলিত বসনে ভূষা জড়ে তন্নে অতি॥ কৃষ্ণের হৃদয়ে অঙ্গ পতিত হইলা। এইরূপে রাই চক্ষু মুদিয়া রহিলা॥ নবাম্বুদ মধ্যে যেন স্থির তড়িলতা। কুসুম শয়নে আছে মদন মোহিতা॥ নিশ্বাসে উদর ধনির চঞ্চল হইয়া। পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণোদর পরশে যাইয়া॥ আনন্দ জড়তা কিবা হয়েছে তাহার। সেবার কারণে জাগাইছে বার বার॥ সেইত কারণে ধনি তনুর মাধুরী। দর্শন স্পর্শন ইচ্ছা হইল মুরারি॥ রাধিকার গ্লানি তনু সেবার কারণে। আগমন কৈল কৃষ্ণ ইচ্ছা সখীগণে॥ দোঁহা সঙ্গে সন্ধি করি কৃষ্ণ উঠি যবে। স্বহস্ত অম্বুজে প্রেমে প্রিয়াতনু সেবে॥ শ্রমজল মাজি কেশালকা সম্বরল। ধনি শোভা দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসিল॥ তবে বিধুমুখী কৃষ্ণ প্রার্থনা করিয়া। কহয়ে করয়ে বেশ অলঙ্কার দিয়া॥ সব সখীগণ হাস্য রসের কারণে। কৃষ্ণ নাহি করে বেশ শ্লথ বেশগণে॥ পুনঃ আম্রেড়িত কৃষ্ণ করে বেশ লাগি। নিষেধ করয়ে রাই শয়নানুরাগী॥ কৃষ্ণপাণিপদ্ম ধনি পরশ পাইয়া। কহয়ে বিভ্রম কথা অযাচক হৈয়া॥ তোমাকে প্রার্থনা কেবা বেশ লাগি কৈল। ব্যর্থ শ্রম তাজ বেশ সুখদ নহিল॥ অলঙ্কার ভার লাগে সহিতে না পারি। অবসর ক্ষণে দেহ শয়ন যে করি॥ উদঘূর্ণাতে দুঃখ পাই কি কাজ ভূষাতে। শুনি প্রিয়াবাণী কৃষ্ণ লাগিলা কহিতে॥ সহাস্য রোদন সহ রাই মুখবাণী। অস্পষ্ট বচন পান কৈল ব্রজমণি॥ তাহা হইতে মনমথ উদয় হইল। মত্ত হয়ে হাসে চিত্তে বিস্ময় জন্মিল॥ সেবাপরা সখী যারা সেবামাত্র সুখ।

সেবার সময় লাগি হৈয়াছে উন্মুখ॥ বাহিরে আছয়ে সেবা উপচার লৈয়া। কুঞ্জে কুঞ্জে প্রবেশিলা সময় জানিয়া॥ কেহ ত তাম্বূল দেই কেহ গন্ধধারা। কেহ গন্ধ দেই কেহ দেই পুষ্পমালা॥ কেহ পাদ সম্বাহই মৃদু মন্দ মন্দ। কেহত বীজন করে শীতল সুগন্ধ॥ এই রূপে সেবা করে সখী সেবাপরে। প্রণয়ে উন্মাদ হয়ে নানা সেবা করে॥ তবে দুহুঁ রতিরণশ্রম গেল দূরে। বসিলেন রাধাকৃষ্ণ হরিষ অন্তরে॥ তবে রাই কৃষ্ণে কহে নয়ন ইঙ্গিতে। নিকুঞ্জে শয়নে সখী আনহ ত্বরিতে॥ সখী বিনু কোন সুখ উদয় না করে। সুমদ বিহ্বলে আছে আনহ তাঁহারে॥ মর্ম্মে অনুৎসুক কৃষ্ণ রাই পুনঃ কহে। চলিলেন কৃষ্ণ তাহা রমণ ইচ্ছায়ে॥ মত্ত হস্তী যেন পদ্ম-বনে চলি যায়। এই মত চলে কৃষ্ণ আনন্দহিয়ায়॥ মনেতে করয়ে আগে যাব কার ঠাঁই। ললিতা বিশাখা কিবা চিত্রা স্থানে যাই॥ এইরূপে ভাবনা কৃষ্ণ করিতে করিতে। এককালে প্রবেশিল সকল কুঞ্জেতে॥ জীবদেহে যেন আত্মা অনন্ত আছয়ে। এই মত সখী পাশে ব্যাপি কৃষ্ণ কহে॥ যেমন রাইর হৈল স্বপ্ন জাগরণে। তেমনি হৈল লীলা সব সখী সনে॥ সখী মল্ল কৃষ্ণ মল্ল পত্নী মল্ল সনে। কন্দর্পের যুদ্ধ হৈল বিবিধ বিধানে॥ অথ সে রাইরে কুঞ্জে সেবে সখীগণ। ক্ষণেক বিশ্রামে করি বাহির গমন॥ আসি নিজ কুঞ্জতীরে ঘট্টের সমীপে। মণির কুট্টিমে আসি হৈল উপনীতে॥ ক্ষণেক বিশ্রাম করি বেশাদি করিল। রতিরণচিহ্ন আদি সব আচ্ছা-দিল॥ তথাপি কন্দর্পযুদ্ধে বিমর্দ্দিততনু। যত্নস্থলে মাজিলেহো চিহ্ন রহে তনু॥ নিজ সখী প্রতি ধনি সরোষ প্রণয়ে। বিভঙ্গর ভুরু লজ্জায় নানামত হয়ে॥ অলসে বিশ্লথ ভুজ স্খলন গমন। অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি রহে এই মন॥ সব কুঞ্জ হৈতে যত সখীগণ আইলা। রাধিকার সঙ্গে আসি সবেই মিলিলা॥ কৃষ্ণ কুঞ্জ হৈতে তবে বাহিরে আইলা। সুবল বটুকে সঙ্গে করিয়া আনিলা॥ কান্তা দূরে মুখ দেখি হাসিতে হাসিতে। তাঁহার নিকটে আইলা সখীর সহিতে॥ তবু কুন্দলতা বৃন্দাদেবী সে আইলা। ভোগচিহ্ন দেখি নানা পরিহাস

কৈলা॥ নানা নর্ম্ম কথা কহি ব্রজাঙ্গনাগণে। ধূর্ত্তা কুন্দলতা কৈল লজ্জা বিতরণে॥ কৃষ্ণরতিলীলামৃত সিন্ধু সুগভীর। সতত দুরবগাহ প্রেম গাঢ় ধীর॥ প্রণয়ী লোকের হয় আস্বাদ বিরল। তটস্থাস্থ স্পর্শিলে সে ভাগ্য যে প্রবল॥

যথা রাগ। কেলিমুক্ত মঞ্জুকেশ, লোটানি গ্রীবান্ত দেশ, বান্ধে বাস অতি দৃঢ় করি। নব সূক্ষ্ম শুক্ল বাস, পরে সবে মনোল্লাস, ভূষা রাখে সখী স্থানে ধরি॥ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, নব ঘনপুঞ্জ ভাতি, উদয় চন্দ্রাংশু জিনি ছটা। নয়ন প্রভাতপদ্ম, সে কটাক্ষ কামবাণ ঘটা॥ কেলিশ্রমশান্তিকাজে, জললীলা রঙ্গে সাজে, লোল হৈল কৃষ্ণচন্দ্র মন। রাই করপদ্ম ধরি, কুণ্ডজলে নাম্বে হরি, সঙ্গে নাম্বে সব সখীগণ॥ যেন মত্ত হস্তী বনে, সঙ্গেত করিণীগণে, বহু শ্রমে নাম্বে নদীজলে। নিজ সুখে খেলা করে, যাতে শ্রম যায় দূরে, কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা তেন চলে॥ গোপীনেত্র উৎপল, মুখপদ্ম নিরমল, কুচ চক্রবাক মনোহর। তনু বাহু মৃণালিকা, অলকা মধুপাধিকা, হাস্য কুমুদিনী মনোহর॥ কৃষ্ণচক্ষু মত্তগজ, দেখি গোপাঙ্গনাব্রজ, প্রতি তনু নদী করি মানে। কেহ তটে তীরে থাকি, জল দেন কৃষ্ণ ডাকি, বলে কৃষ্ণে ধরি তারে আনে॥ সেখানে লইয়া হাসে, তবে কত সুধা খসে, থরহরি কাঁপে তার অঙ্গ। জানু জলে কেহ স্থিতি, কেহ উরু জলে রতি, নাভিসম জলে কেহ রঙ্গ॥ কৃষ্ণ দেই জলরাশি, সবার বদনে হাসি, সূক্ষ্ম বস্ত্র তিতি লাগে গায়। অঙ্গের সৌষ্ঠব ধনি, লাবণ্য তরঙ্গশালী, কৃষ্ণ মত্ত হস্তী বন্ধ তায়॥ তৈছে কৃষ্ণ তনুশোভা, সুধাধর তনু লোভা, লাবণ্য তরঙ্গিণী বহে। গোপাঙ্গনা চক্ষু যত, করিণীর ঘটা কত, নিমগন হইয়া যে রহে॥ কৃষ্ণে নাভি জলে থাকি, গোপাঙ্গনা ডাকি ডাকি, আকর্ষয়ে অতি হর্ষভরে। তারা কৃষ্ণে হর্ষ করে, শীতে আর্ত্তি কম্পে ঢলে, রোদন মিশালে হাস্য করে॥ শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম, নীলপদ্ম হেমপদ্ম, রক্ত উৎপলগণ আর। কুমুদিনী নীলোৎপল, মধু রজ পরিমল, তুগুজলে কৃষ্ণের বিহার॥ বৃন্দা আর নান্দীমুখী, ধনিষ্ঠাদি হয়ে সুখী, দেখি রহে ঘাটের কুটিমে। রাই জয় জয় বোলে,

নানা পুষ্পবৃষ্টি করে, পরম আনন্দে গায়ে মনে॥ বটু আর কুন্দলতা, সুবল সংহতি তথা, তীরে রহে অন্য কুট্টিমাতে। পুষ্পবৃষ্টি সদা করে, কৃষ্ণ জয় জয় বোলে, চিত্তে অতি হয়ে হরষিতে॥ তবে কৃষ্ণ জল কেলি, আরম্ভিলা প্রিয়া মেলি, সবে জল দেই কৃষ্ণগায়। প্রথমে দেই অল্পজল, কৃষ্ণ দেই প্রিয়াপর, তাসবার আরতি বাড়য়॥ তবে গোপাঙ্গনা অঙ্গ, দেখিতে সৌন্দর্য্য রঙ্গ, সহস্রাক্ষ প্রায় হৈলা হরি। সবার নিকট যাইতে, সহস্রচরণ রীতে, সহস্রবাহু আলিঙ্গনে করি॥ উদর সমান জলে, মৃগীদৃশাগণ খেলে, জল দিয়া হাসে পদ্মমুখে। কুচ চক্রবাক তার, লালিবার সবাকার, সহস্রকর হয়ে কৃষ্ণ সুখে॥ বটু দেখি কৃষ্ণরীত, আনন্দিত হয়ে চিত, শ্রুতি বাণী পড়য়ে হরিষে। সহস্র পদ সহস্রাক্ষ, সহস্র বাহু কহে লক্ষ, স্নান মন্ত্র পড়য়ে বিশেষে॥ স্মৃতি বাণী নান্দীমুখী, পড়ে কৃষ্ণরীতি দেখি, অতিশয় করিয়া বিস্তার। সর্ব্বত্রেই হস্ত পদ, নখ মুখ শির কত, হাসি হাসি কহে বার বার॥ জলবৃষ্টি করে হরি, এ দিগ বিদিগ ভরি, ব্রজাঙ্গনা লতা হৈল লোল। কৃষ্ণমূর্ত্তি জলধর, মালা হৈল অবিরল, ঘন বষে প্রিয়ার উপর॥ কৃষ্ণ হস্ত জল পাঞা, সুখী ভেল সুখী হিয়া, অতি বৃষ্টি ভয়ে পলাইলা। আউলিয়াওল ভুজলতা, কেশ বস্ত্র শ্লথ মত, পুষ্পমালা ছিড়ি দূরে গেলা॥ বিমুখী হইলা রণে, সব গোপাঙ্গনাগণে, নিরমল জলে ভাসাইলা। কৃষ্ণ বহু রূপ ধরি, সর্ব্ব বস্ত্র নিল হরি, ব্যস্ত প্রায় সবেই হইলা॥ দেখি কৃষ্ণ শীঘ্র হৈয়া, তরঙ্গ হস্তেতে দিয়া, পত্রে আচ্ছাদয়ে অবস্থান। হস্ত কঞ্চুলিকা করি, রহে সব গোপনারী, দীর্ঘকেশ ঝাঁপিয়া বয়ান॥ কৃষ্ণ স্থানে সব সখী, পরাভব হইলা দেখি, রাই ভেলা সখী দুঃখে দুঃখী। কৃষ্ণে জিনিবার তরে, কহে কথা মধুস্বরে, যুদ্ধ করে হাসি সুধামুখী॥ রাধাকৃষ্ণ জলরণ, পাছে কৈল সখীগণ, বাড়ি গেল জলযুদ্ধ রঙ্গ। এককালে সবাসনে, কৃষ্ণ করে বহু রণে, আনন্দে দ্রবিল সব অঙ্গ॥ করাকরি যুদ্ধ এবে, ভুজাভুজি হৈল তবে, তার পাছে যুদ্ধ নখানখি। অঙ্গা অঙ্গি যুদ্ধ হৈল, তবে রদারদি কৈল, তবে হৈল যুদ্ধ মুখামুখি॥ রাই অঙ্গ পরশনে, হর্ষ হৈল কৃষ্ণ মনে,

যুদ্ধ ভেল আনন্দ মন্থর। দেখিয়া ললিতা হাসে, কহয়ে মধুর ভাসে, না পীড়হ গোবিন্দ কাতর॥ কেশ চূড়া ভঙ্গ দিল, পুষ্পমালা ছিন্ন ভেল, ললাটে তিলক লুকাইল। কাঁপয়ে কুন্তল রাজ, কৌস্তুভ পাইল লাজ, গণ্ডে তুয়া শরণ লইল॥ জলযুদ্ধে জয়াজয়, যেমন যাহার হয়, দেখি তাঁরে নব সখীগণ। তৈছে করে পরিহাস, কহে রসময় ভাষ, যাহা শুনি জুড়াল শ্রবণ॥ তবে কৃষ্ণ ধরাধরি, বলে আকর্ষণ করি, লয়ে গেলা কণ্ঠ সম জলে। কভু জলে মগ্ন করে, কভু বা উপরে ধরে, হেমপদ্ম যেন করিকরে॥ সুবাহু মৃণাল দিয়া, ধনি আনন্দিত হিয়া, কৃষ্ণকণ্ঠ যতনে ধরয়। মুখপদ্ম ঝাঁপি কেশে, রাধিকা পদ্মিনী ভাসে, হরি করে ধরে উৎকণ্ঠায়॥ অথ সব সখীগণে, লুকায়ে হেমাব্জবনে, মুখপদ্মে মিশাইয়া রহে। তাহা দেখি কহে ধনি, অন্বেষহ ব্রজমণি, সখীগণ কোন স্থানে হয়ে॥ শুনি কৃষ্ণ কণ্ঠজলে, রাইরে থুইয়া চলে, অন্বেষয়ে সখী পদ্মবনে। এই কালে লুকায়ে রাই, হেমাম্বুজ বনে যাই, মিশাইল মুখ পদ্মসনে॥ অথ কৃষ্ণ সখীগণ, করি ফিরে অন্বেষণ, যাহা দেখি হেমাম্বুজ বন। হেমপদ্মগণ পাশে, নীল উৎপল ভাসে, তার পাশে শৈবালকগণ॥ সখী মুখ নেত্র কেশ, মানি তারে সেই দেশ, যাই কৃষ্ণ চুম্বে পদ্মগণে। তৃষ্ণার্ত্ত ভ্রমরগণ, অতি উৎকণ্ঠিত মন, মধু-পান লালসার মনে॥ গোপীমুখ কাছে যবে, কৃষ্ণমুখ যায় তবে, মুখ-পদ্ম যুড়ি রহে তারা। এককালে সবা সনে, হয়ে নানা কামরণে, বহে কত প্রেমরসধারা॥ কভু কৃষ্ণ রাই মুখে, মুখ দেন নিজ সুখে, চুম্ব দেই রসমধুলোলে। গোপী কুচ আস্ফালনে, লোল জল পদ্মগণে, উড়ে কত ষটপদ বিভোলে॥ গোপী শ্রমে কৃষ্ণ অঙ্গ, তাহা দেখি কৃষ্ণ চন্দ্র, কঙ্কণ বলয়া খসে জানি। মৃণাল কঙ্কণগণ, হয়ে হরষিত মন, দিল গোপাঙ্গনা প্রতি পাণি॥ কুণ্ডেতে কুমুদ বন, মৃণালিকা অনুপম, হংসগণ পদ্মবন ভরে। চক্রবাক নীলোৎপল, ভরিয়াছে কুণ্ডজল, অনুপম শোভা মনোহরে॥ গোপী হাস্য বাহুগতি, বদন নয়ন সতি, উরোজ উন্নত মনোরম। কুণ্ড সম দেখি শোভা, কৃষ্ণচন্দ্র বাড়ে লোভা, বিহরয়ে মত্ত হস্তী সম॥ নিতম্ব উরুজগণ, করয়ে সে আস্ফা-

লন, তাহাতে কাঁপয়ে কুণ্ড জল। বায়ুর তরঙ্গ তাতে, জল পদ্মগণ রীতে, রহিতে যাইতে নাহি বল॥ গোপাঙ্গনা মুখামৃত, রুচি কুণ্ডে সুখোদিত, স্তন চক্রবাক খেলে কাছে। যাহা দেখি কোকগণ, সবিশ্বাস হৈলা মন, ক্ষণে ভয় মনে নাহি বাসে॥ রাই মুখচন্দ্র যবে, উদয় কুণ্ডেতে তবে, নীলোৎপল কৈরব বিকাশ। সকল ষট্‌পদগণে, নিশি দিশি নাহি জানে, সমকালে সমান বিলাস॥ সে কৌতুকে গোপীগণ, তুলনা না হয় মন, দেখি মধুকরগণ রঙ্গ। উৎপল কুমুদগণ, প্রবেশে যে পদ্মবন, মধুপানে মত্ত হৈল ভৃঙ্গ॥ অলক্ষিতে এই কালে, কৃষ্ণ লুকাইলা জলে, নীলপদ্ম বনের ভিতরে। তা দেখিয়া গোপীগণ, গেল নীলপদ্ম বন, অন্বেষয়ে শ্যাম সুনাগরে॥ নীলাম্বুজে জ্ঞান করে, এই কৃষ্ণ মুখ বরে, তাহা যাঞা চুম্বয়ে তাহারে। লাজ পাঞা অন্যোন্য, হেরিয়া হাসয়ে ঘন, কহে তেরে নীলাম্বুজ বরে॥ হেনকালে চিত্রা কহে, দেখ দেখ সখী ওহে, নীলাম্বুজ বনে অদভুতে। রাই সঙ্গে কৃষ্ণ মিলে, দেখ আন ছলে বলে, নীলাম্বুজ বনে আনন্দিতে॥ হেমাম্বুজ নীলাম্বুজ, একত্র মিলিল বুঝ, তাতে লোল অলিমালা সাজে। তাহাতে খঞ্জন দুই, প্রতি পদ্মে নাচি রই, শৈবালকগণে তাহা সাজে॥ হেমাম্বুজ নীলাম্বুজ, অতনু তরঙ্গে যুঝ, সবলে চালয়ে দুঁহ চলে। ক্ষণেক বিরহ হয়ে, ক্ষণে বা সংযোগময়ে, অনিল প্রেরিত কুতূহলে॥ জলে হইতে চক্রবাক, যুগল উঠিল তাক, নীলপদ্ম যুগ উঠি ধরে। হেমাম্বুজ যুগ তবে, জলে হইতে উঠে এবে, চক্রবাক ধরি রাখে বলে॥ দুই চক্রবাক লাগি, চারি পদ্মে লাগালাগি, যুদ্ধ করে অতি বিপরীত। লুঠে নীলপদ্ম আসি, রাখি হেমপদ্মরাশি, দেখ চারি পদ্মের চরিত॥ নীলাম্বুজযুগ কান্ত, দেখি পরতেক ব্যাস্ত, দূরে করে হেমপদ্ম জোর। লুঠে চক্রবাক তবে, দেখি অবিচার এবে, অচেতন সচেতন চোর॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণকান্তাগণে, অঙ্গশৈত্য আলেপনে, কুণ্ডজল শ্বেতারুণ শ্যাম। নিরমল গুণিসঙ্গে, নির্ম্মল করয়ে রঙ্গে, স্নিগ্ধ জল ভেল অনুপাম॥ এই রূপে নানা রঙ্গে, কৃষ্ণ খেলে প্রিয়াসঙ্গে, জললীলা করি উঠে তীরে। এ যদুনন্দন কহে, জলকেলি সুধাময়ে, শুন ইহে কর্ণ লোভ ভরে॥

পয়ার। এই রূপে কৃষ্ণ জল বিহার করিয়া। উঠিল কুণ্ডের তীরে পদ্মিনী সিঞ্চিয়া॥ যেন মত্ত হস্তী শুণ্ডে জল উঝারিলা। অম্বুবন সিঞ্চি উঠে উপরে আসিয়া॥ সেবাপরা সখী কৃষ্ণের সঙ্গে প্রিয়া যত। উদ্বর্ত্তন গন্ধ তৈলে অঙ্গে সেবে কত॥ স্নান করাইল প্রেমে বহু হর্ষ পাঞা। সবেই উঠিলা তীরে আনন্দিত হৈয়া॥ গৌরাঙ্গীর অঙ্গে শুক্ল বসন লাগয়ে। জলধারা সব অঙ্গে বাহিয়া পড়য়ে॥ হেমাচল ক্ষুদ্র শৃঙ্গ শ্রেণী মগ্ন হৈয়া। শারদ অম্বুদ যেন বর্ষে হর্ষ পাঞা॥ কৃষ্ণের বিচিত্র কেশে জলধারা বহে। শিখর উপরে মুক্তা একাবলি রহে॥ ঐছে কৃষ্ণ শোভা দেখে ব্রজাঙ্গনাগণ। এত বিলাসেত নহে তৃষ্ণা নিবর্ত্তন॥ স্বপ্নেতে দুর্লভ কৃষ্ণ সব বিলোকন। ভাগ্যে বিঘ্ন হীন দোঁহে হইল সঙ্গম॥ মধুরিমামৃত যদি বহু পান কৈল। দ্বিগুণ তৃষ্ণাৰ্ত্ত তবু ব্রজাঙ্গনা ভেল॥ ব্রজাঙ্গনা দরশনে কৃষ্ণ অঙ্গে ভাব। ভাগ্যবতী সুখ আদি বহু হৈল লাভ॥ তথাপিহ গোপাঙ্গনা কত স্মর ভঙ্গ। মাধুর্য্য দেখিয়া বাড়ে সুধাব্ধি তরঙ্গ॥ বিতস্তি প্রমাণ মাত্র কৃষ্ণ মধ্যদেশ। যশোমতী দামে বেন্ধে পাইল নানা ক্লেশ॥ এথা ব্রজাঙ্গনা বৃন্দা সঙ্গে বিলসিল। চিত্র নহে তথাপিহ তৃপ্তি নাহি হৈল॥ সূক্ষ্ম জলবাসে চুর্ণ কেশ সম্মার্জ্জিল। সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র সবে পরিধান কৈল॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়া আর সখীগণ সঙ্গে। শ্রীরত্নমন্দিরে দ্রুত আইলা বহু রঙ্গে॥ সে মন্দির যাম্যে রত্ন কুট্টিমা আছয়। কুসুমরচিত বহু ভূষা তাহা হয়॥ শ্রীরাধিকা নিজ সখীগণ করি সঙ্গে। পরিপাটি করি বেশ করে কৃষ্ণ অঙ্গে॥ ধূপাগুরু ধূমে কেশ আগে শুকাইল। রতন কাঁকই দিয়া শোধন করিল॥ ঊর্দ্ধ করি কেশ তাহে চূড়া বানাইল। শ্যাম সুধার্ণবে নবঘন কি উঠিল॥ মূলে স্থূল আগে অতি সুসূক্ষ্ম করিয়া। মল্লিকা গর্ভক বেড়ি মূলে তার দিয়া॥ জাতি পুষ্প যূথি পুষ্প রঙ্গন বকুল। স্বর্ণ যূথি গুচ্ছ পত্র দিলেন অতুল॥ কেতকীর দল আর চম্পকাদি যত। মত্ত শিখি পুচ্ছ চূড়া উপরে শোভিত॥ গুঞ্জামালা মুক্তামালা দিল দুই পাশে। ক্রমে ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ বেড়ি পিচ্ছাস্ত পরশে॥ হৃষ্ট হঞা সখীগণ লঞা।

সুবদনী। চূড়া বানাইল যেন জগত মোহিনী॥ যে চূড়া দর্শনে সব ব্রজাঙ্গনাগণ। লাগিয়া রহয়ে আঁখি না হয় নির্গম॥ অঙ্গনা হৃদয়ে যেই করে পরবেশ। পুনঃ নাহি বাহিরায় ছাড়ি হৃদিদেশ॥ যে চূড়ার ছায়া দেখি নয়নে শ্রীকৃষ্ণ। ভ্রমণ করয়ে হঞা নয়ন সতৃষ্ণ॥ আশ্চর্য্য কৃষ্ণের এই চূড়ার বিলাস। দিয়া নিজ রুচি করে জগত উল্লাস॥ কুঙ্কুম তিলক দিল ললাটে সুষমে। পূর্ণ শশী প্রায় করে ললিতা রচনে॥ মধ্যে মৃগমদ বিন্দু অতি মনোরম। চৌদিগে চন্দন বিন্দু করিলা ঘটন॥ ললনা হৃদয় যেন খণ্ডন করিতে। কন্দর্পের স্বর্ণচক্র কৈল উপনীতে॥ কৃষ্ণ সর্ব্ব অঙ্গে চিত্র কুঙ্কুম রচিত। চিত্র বেশে শিত কৈল সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত॥ লাবণ্যের ঊর্ম্মি যেন বিজুলি ঝলকে। রাসে কৃষ্ণ গোপী যেন এক হয়ে থাকে॥ নবঘন জিনে তনু চিত্রা চিত্র করে। মিত্র গাত্রে চিত্র খেলে অতি মনোহরে॥ সে চিত্র মদন ব্যাধি জাল বিস্তারয়। সখী দৃষ্টি খঞ্জরীট বদ্ধ লাগি রয়॥ নানা-বর্ণ সুগন্ধি পুষ্পগণের ভূষণে। পুষ্পের কলিকা পুষ্পদল আদিগণে॥ পুষ্পের কুণ্ডল আর কঙ্কণ মঞ্জরী। কিঙ্কিণী অঙ্গদ আদি মণ্ডন শফরী॥ যত আভরণ দিয়া বেশ কৈল অঙ্গে। সে হইল কন্দর্প পাশ দৃষ্টি মৃগী বন্ধে॥ তবেত রাধিকা কান্তা পটাবৃত হঞা। পুষ্প আভরণ বেশ কৈল সুখ পায়া॥ সখীগণ অন্যোন্যে বেশ সবে কৈল। সেবাপরা সখীগণ সব সমাধিল॥ তবে বৃন্দাদেবী তারে সৌন্যক কুট্টিমে। দেখায় অনেক ভক্ষ্য সামগ্রীর গণে॥ পলাশের পত্র আর শালপত্রগণ। রম্ভা-পত্র বকুলাদি অতি মনোরম॥ কুণ্ডী থালি পাত্র সব ধরে সারি সারি। কতেক সামগ্রী তাহা গণিতে না পারি॥ শুভ্রবস্ত্র শুভ্রপুষ্প আসন উপরে। বসিলেন কৃষ্ণ তাহে আনন্দ অন্তরে॥ সুবল বসিল বামে বটু সে দক্ষিণে। পরিবেশে রাই লয়ে নিজ সখীগণে॥ সখীগণ আনি আনি সামগ্রী যোগায়। পরিবেশে সুধামুখী আনন্দ হিয়ায়॥ শ্বেত রক্ত হরিত পীত বর্ণ নারিকেল। অশস্য স্বল্পশস্য বহুশস্য জল॥ বাকলা ঘুচায়ে দিল শঙ্খ বর্ণাকৃতি। মুখ কয়া নারিকেল দেই হর্ষ মতি॥ কৃষ্ণ তার জল পান করিল সকল। তাহা ভাঙ্গি পুনঃ শাঁস

খায় মুরহর ॥ নানা বর্ণ আম্র নানাবিধ পক্ক ভেদ। নানা বন্ধে দেই তাহা নাহি পরিচ্ছেদ ॥ অল্পপক্ক আম্র আঁঠি বল্কল ঘুচাঞা। খণ্ড খণ্ড করি দিল চর্ব্বণ লাগিয়া ॥ কিছু ঘন রস আম্র আঁঠি বল্কল সহিতে। মুখ করি দিল তাহা আঁঠি তেয়াগিতে ॥ ভক্ষণ করিল কৃষ্ণ পরম হরিষে। ওষ্ঠেতে অর্পণ করে রসের বিশেষে ॥ পাকা আম্র রসে পূর্ণ মুখেতে কাটিয়া। দিলেন মধুর আম্র খায়েন চুষিয়া ॥ তবেত কণ্টকী ফল কোষ আঁঠি হীন। সুবর্ণ উৎপল চাঁপা কোরকের চিহ্ন। পূর্ণ রস অতি মিষ্ট কৃষ্ণ তাহা খায়ে। রাই পরিবেশে সব আনন্দ হিয়ায়ে ॥ পক্ক পিলু দ্রাক্ষা আর সুপক্ক খর্জ্জুর। তাল শ্রীফল জম্বূ কমলা প্রচুর ॥ কদলী বদরী আর লকুচাদি যত। নানা ভেদ ফল সব কে কহিবে কত ॥ শৃঙ্গাটক তালবীজ ক্ষীরা ভুত ফল। শালূক কোমল পদ্ম বীজ মনোহর ॥ পদ্মের মৃণাল শাঁস পিয়ালের ফল। নানাম প্রকার বীজ বাক্য অগোচর ॥ ক্ষীর সর চিনি পাকে পক্কাম্ন করিয়া। শ্রীরাধিকা আনে সঙ্গে সবে বানাইয়া ॥ নারঙ্গ আকার দুগ্ধ ছোলঙ্গ আকার। অনেক আনিল সেই বহু ফলাকার ॥ ফল পুষ্প যুক্ত বৃক্ষ শর্করার পাকে। নির্ম্মাণ করিয়া আনে কৃষ্ণ স্পৃহা যাকে ॥ আম বিল্ব দাড়িম্বাদি নারিকেল তরু। নারঙ্গ ছোলঙ্গ বৃক্ষ পুষ্প ফলে ভরু ॥ পক্কান্নের এই সব বৃক্ষাদি আনিল। এ সব খাইয়া কৃষ্ণ হরিষ পাইল ॥ চন্দ্রকান্তি গঙ্গাজল আদি লাড়ুগণে। কৃষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদ করে যার গুণে ॥ শর্করা কর্পূর লবঙ্গ এলাচি মরীচে। স্থূল সন্তানিকা পিণ্ডা বহু আনিয়াছে ॥ পনস আম্রের রস মধুর সহিতে। চিনিপাকে কৈল বহু কর্পূর তাহাতে ॥ অমৃতকেলি কর্পূরকেলি নাম লাড়ুগণ। আনি কৃষ্ণে দিল কৃষ্ণ করয়ে ভক্ষণ ॥ ক্রমে শ্রীরাধিকা পরিবেশন করয়ে। বটু কভু প্রশংসয়ে কভু বা নিন্দয়ে ॥ মুখের বিকৃতি কভু করিয়া রহয়ে। তাহা দেখি সব সখী অত্যন্ত হাসয়ে ॥ নর্ম্মহাস্য রসে কৃষ্ণ ভোজন করিল। কর্পূর বাসিত জল তাহা পান কৈল ॥ আচমন কৈল জল দেয় সখীগণ। খড়িকা খাইয়া মুখ কৈল প্রক্ষালন ॥ সূক্ষ্ম জল বাসে মুখ মার্জ্জন

করিল। এইরূপে কৃষ্ণ কুঞ্জ ভোজন হইল॥ অম্বুজ মন্দির মধ্যে গোবিন্দ আইলা। কুসুম শয্যাতে আসি শয়ন করিলা॥ তবেত তুলসী নিজ সখীগণ লয়া। কৃষ্ণ সেবা করে অতি হরষিত হয়া॥ কেহ কৃষ্ণ পাদপদ্ম সম্বাহন করে। কেহ বা তাম্বূল দেয় বদন ভিতরে॥ ব্যজন করয়ে কেহ আনন্দ হৃদয়ে। দরশ পরশ সুখ না ধরয়ে গায়ে॥ বটু ও সুবল খায় তাম্বূল বীটিকা। পদ্মজাক্ষ কুট্টিমে যায় অলস অধিকা॥ শীতল শয্যাতে যাঞা করিল শয়ন। তবে শ্রীরাধিকা দেবী লয়ে নিজগণ॥ কৃষ্ণের অধরামৃত ভোজন করিতে। বসিলেন বৃন্দাদেবী লাগে পরিবেশিতে॥ শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে বৃন্দা হর্ষ মেলি। পরিবেশে সবে নম্ম নানা রস কেলি॥ ভোজন করিয়া সবে আচমন কৈলা। শ্রীপদ্ম মন্দির মধ্যে প্রবেশ হইলা॥ শয্যাতে বসিয়া তবে রাই সুবদনী। সখী মধ্যে বসিলেন রমণীর মণি॥ তাম্বূল চর্ব্বিত কৃষ্ণ দিল তুলসীরে। তাঁরা দিল নান্দী কুন্দলতা ধনিষ্ঠারে॥ তবেত তুলসী বৃন্দা শ্রীরূপমঞ্জরী। সেবাপরা সখী লঞা ভোজন আচরি॥ ভোজন করিয়া সবে আচমন কৈল। সখীগণ সঙ্গে পুনঃ কুট্টিমে আইল॥ নান্দীমুখী কুন্দলতা আদি যত-গণ। সবে যাঞা কুট্টিমাতে করিল শয়ন॥ সেবাপরা সখীগণে তাম্বূল চর্ব্বিত। শ্রীরাধিকা দিল অতি হয়ে হরষিত॥ বৃন্দাকে বীটিকা দিল তাহা সে লইয়া। মন্দির বাহিরে আইল হরষিত হৈয়া॥ ওথা কৃষ্ণ হাসি রাই কৈল আকর্ষণ। রাই অতি সলজ্জিতা সুহাস্য বদন॥ যত্নে কৃষ্ণ নিজ মুখ তাম্বূল চর্ব্বিত। রাধিকার বদনেতে করিল অর্পিত॥ এইরূপে শুয়াইল তাঁরে নিজপাশে। শয়ন করিল দোঁহে হাস্য পরিহাসে॥ শ্রীরূপ মঞ্জরী মুখ্য সখীগণ লয়ে। পাদ-সম্বাহন আর ব্যজন করয়ে॥ এইরূপ ক্ষণেক তুহুঁ নিদ্রা সুখ কৈল। অনেক আনন্দে দোঁহে শয়নে রহিল॥ রাধাকৃষ্ণ পাদ পদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দচরিত॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নবিলাসে জললীলা

বন্যভোজন নামক পঞ্চদশ সর্গ॥ ১৫॥

ষোড়শ সর্গ।

"অথ ক্ষণান্তৌ প্রতিলব্ধবোধাবুত্থায় তল্পোপরি সন্নিবিষ্টৌ।
পূর্ব্বং প্রবুদ্ধাঃ প্রসমীক্ষ্য সখ্যো যযুঃ সখীভ্যাং সহ তৎসমীপম্॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামী জীবনাথ॥ জয় জয় শ্রীগোপাল ভট্ট মহাশয়। জয় শ্রীরঘুনাথ দাস প্রেমের আলয়॥ অন্ধ প্রায় হয় মোর চিত্তের গমন। কৃপা লাঠি দেহ অবলম্বন কারণ॥ অতঃপর রাধাকৃষ্ণ শয়ন হইতে। ক্ষণেকে উঠিয়া দোঁহে বৈসয়ে শয্যাতে॥ পূর্ব্বেই জাগিয়া আছেন সব সখীগণ। যার সেই স্থানে সেই বৈসে করি ক্রম॥ বৃন্দাদেবী আইলা দুই শুক শারী লইয়া। পড়াইল দুহুঁ বাল্যে স্বশিষ্য করিয়া॥ কলোক্তি মঞ্জুবাক্ নাম হয়ত দোঁহার। বিদ্যা বিশারদ দুই সর্ব্ব বিদ্যা পার॥ সনর্ম্ম পড়য়ে দুহুঁ অত্যন্ত সুস্বরে। জয় বৃন্দাবনেশ্বর কহে উচ্চৈঃস্বরে॥ জয় বৃন্দাবনেশ্বরী জয় সখীগণে। কৃপা কর সবে মোরে প্রসন্ন নয়নে॥ বৃন্দারে ইঙ্গিত কৈলা রাই সুবদনী। বৃন্দা বিজ্ঞা আদেশয়ে দুহুঁ তাহা জানি॥ পড় কার শারী যবে বৃন্দাদেবী কৈল। পড়িতে লাগিলা দোঁহে আনন্দ পাইল॥ আমি হীন গুণগানে অতিশয় হীন। কবিতাহ নহে যদি মধুর প্রবীণ॥ তথাপিহ সাধুগণ কৃষ্ণ গুণ গণে। আস্বাদন করিবেন অতি হন মনে॥ ব্যাধ ঘরে অস্ত্র থাকে মৃগাদি কাটয়। পরশে পরশমণি লৌহ স্বর্ণ হয়॥ মহত ভূষণ করে সে হেম লইয়া। সুখ নাহি পায় হিয়ে মণ্ডন করিয়া॥ চক্র অর্দ্ধচন্দ্র যব অষ্টকোণ তাতে। ত্রিকোণ অম্বর মৎস্য কলস সহিতে॥ শঙ্খ গোষ্পদ বজ্রে স্বস্তিক ধনুকে। অঙ্কুশ অম্ভোজ ধ্বজ মীন ঊর্দ্ধরেখে॥ পক জম্বুফল আদি লক্ষ লক্ষ গণে। জয়কৃষ্ণ পাদপদ্ম যুগ মনোরমে॥

যথা রাগ। কৃষ্ণ পদতল কথা, শ্রবণ পরশ মাত্রা, অন্য অন্য তৃষ্ণা সব নাশে। কৃষ্ণ পদ ধ্যান কৈলে, সকল সম্পদ মিলে, না রাখয়ে বিপদের লেশে॥ কৃষ্ণপদ দরশনে, চমক লাগয়ে মনে, দেখিয়া ও মাধুর্য্য সুষমা। সর্ব্বেন্দ্রিয় আহ্লাদয়ে, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়ে, ঐছে কৃষ্ণ পদ মধুরিমা॥ কৃষ্ণপদ পরশিলে, সব দুঃখ যায় দূরে, সুখসিন্ধু করয়ে উদয়। এই কৃষ্ণ পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল, প্রাপ্তি লাগি মোর বাঞ্ছা হয়॥ কৃষ্ণ পদ যুগ হয়, সৌভাগ্য মন্দিরময়, সদ্‌গুণ সম্পত্তি যত আর। প্রাকৃতাপ্রাকৃতে হয়, কৃষ্ণপদ লীলাময়, ধ্যান মাত্রে মিলে সব সার॥ কৃষ্ণ পদ উপাসনা, করি কবে কত জনা, শিলা চিন্তামণি সম ভেল। ধবলা হইল কাম, ধেনুবর অনুপাম, বৃক্ষগণ কল্পবৃক্ষ হৈল॥ তারা সব প্রাণীজনে, অভীষ্ট করয়ে দানে, হেন পদ কেবা না বাঞ্ছয়। এই কৃষ্ণ পদতল, শ্লথ অতি সুশীতল, পাইতে মোর মনে বাঞ্ছা হয়॥ কৃষ্ণের চরণ শোভা, পদ্মগণ করে লোভা, মধু হয় লাবণ্য তাহার। যত পদাঙ্গুলিগণ, হয় পদ্মপত্র সম, গোপী চক্ষু ভৃঙ্গ সুধাপার॥ নখর নিকর যত, পদ্মের কেশর মত, সৌরভ তরঙ্গ সদা বহে। এই কৃষ্ণচন্দ্র পায়ে, সদা যেন মতি রয়ে, কখন বিচ্ছেদ যেন নহে॥ কৃষ্ণগুণ পদতলে, পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদ করে, রক্তোৎপল পদ্ম নহে সমা। পদ নখাবলি গুণে, দাতা কল্প বৃক্ষ জিনে, অতএব নাহি পদোপমা॥ সকল অভীষ্ট দেই, আছয়ে ত্রিবেণী যেই, সে বৈসয়ে কৃষ্ণের চরণে। পদ প্রয়াগের তলে, অরুণ বরুণ ছলে, সরস্বতী করয়ে স্তবনে॥ পদনখ শ্বেত কাঁতি, নির-মল গঙ্গা ভাতি, তাহার উপরে শ্যামরুচি। সেই যে যমুনা হয়ে, অতি সুখে নিবসয়ে, সর্ব্বক্ষণ সঙ্গমতে শুচি॥ গোবিন্দ চরণে হরি, অন্ধকার গর্ব্বময়ী, সে ভয়ে অরুণ পলাইয়া। পদতলে রহে আসি, অতি ভয় পাইলা শশী, নখে পড়ে দশখান হঞা॥ কলোক্তি শারিকা তবে, বৃন্দা আজ্ঞা পাইয়া এবে, জিহ্বা রঙ্গভূমি বসাইতে। কৃষ্ণের চরণ গুণ, হয়ে আনন্দিত মন, বিশেষিয়া লাগিলা বর্ণিতে॥ গোপাঙ্গনা হস্তে যবে, কৃষ্ণ পদ রহে তবে, শোভা হয় নীলপদ্ম সম। যবে কুচকুম্ভে ধরে, অশোক পল্লব বরে, দেখি শোভা অতি অনুপম॥ হৃদয়ে ধরয়ে

যবে, রক্তোৎপল হয় তবে, সেই কৃষ্ণ পদ অরবিন্দ। কমল নয়ন পায়ে, দেখিতে ঘুড়ায় গায়ে, নয়নে লাগিয়া রহে ধন্দ॥ চন্দ্র ইন্দীবর আর, চন্দন কর্পূর সার, নলিন চন্দন সিত গন্ধ। কৃষ্ণের চরণতলে, এই সব গুণছলে, কহনে না হয় পরবন্ধ॥ রাই কুচ অঙ্গ হৈলে, কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে, অতিশয় হইতে চঞ্চল। রাই কর সুললিত, রাই কুচ সুললিত, কুঙ্কুম চর্চ্চিত ঘনতর॥ শোভার সমূহ বৈসে, কৃষ্ণ পাদপদ্ম দেশে, সুমঙ্গল সুন্দর আলয়। এই পদ সম্বাহন, সদা বাঞ্ছা মোর মন, এ যদুনন্দন দাস কয়॥

পয়ার। তবে শ্রীরাধিকা পুনঃ নয়ন ইঙ্গিতে। শুক শারিকাকে কহে কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণিতে॥ কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণন সুধা মধুর চরিতে। সখীগণে কর্ণ পূর্ণ করে পূর্ণ রীতে॥ তবে কৃষ্ণ অঙ্গ বর্ণে হর্ষে শুক শারী। রাধিকার কর্ণদ্বয় রসায়ন করি॥ কৃষ্ণের চরণ দুটি বরণ চিকণ। বিলাস করয়ে তনুলাবণ্যমগন॥ যমুনা তরঙ্গে যেন ইন্দীবর কলি। অর্দ্ধোদয় যেন তেন শোভা হয় বলি॥ কিম্বা কৃষ্ণ পাদপদ্ম তমাল পুটিকা। লাবণ্য মধুতে পূর্ণ হইল অধিকা॥ ভ্রমর ললনা নেত্র জিহ্বার অগ্রেতে। অল্প লেহ্য করি মত্ত সদা বিঘূর্ণিতে॥ শুক বাক্য শুনি শারী বর্ণে পুনর্ব্বার। যেই বাক্য কহে অতি অপূর্ব্ব সঞ্চার॥ কৃষ্ণপদ দুটি ছলে বিবিধ বিধান। নীল সুদাড়িম্ব দুই কৈল নিরমাণ॥ রাধিকা নয়ন কীর যুগের পুষ্টিতা॥ কারণে রচিল বুঝি করি সুপক্কতা॥ কৃষ্ণপদ স্পর্শে যেই ঘুটিদ্বয় হয়। সে মাধুর্য্য করে চিত্তে চমৎকার ময়॥ রাধিকার মনোবৃত্তি সখী কুমারিকা। বসিবার তার লঘু কন্দর্প কন্দুকা॥ শ্রীকৃষ্ণের জঙ্ঘাচ্ছলে বিবিধ ঘটনা। ভুবন ভরিল মূল স্তম্ভের যোটনা। যুবতী জনের চিত্ত পীড়ার কারণে। নীল প্রস্তরেতে রাখি কৈল নিরমাণে॥ কিম্বা মরকত মণি রম্ভা স্তম্ভ জিনি। বহয়ে মাধুর্য্য অতি সুন্দর লাবণি॥ পাপ বিঘাতয়ে কৃষ্ণের জঙ্ঘা যুগল। তরুণ তমালে তাহা কৈল নিরমল॥ গোকুল যুবতীগণ ধৈর্য্য সৈন্য যত। নাশ করিবারে সদা কন্দর্প উন্মত্ত॥ কৃষ্ণ জঙ্ঘাচ্ছলে, লঘু পরিঘ যুগল। তরুণ তমালে তাহা কৈল নিরমল॥ কৃষ্ণ দেহ কান্তি যেন

যমুনার ধারা। লাবণ্য অমৃত তার তরঙ্গের পারা॥ চরণ কটক যেন হংস শব্দ মানি। অতএব যমুনার দুই ধারা জানি॥ কৃষ্ণ জঙ্ঘা যুগ অন্য অন্য বিলোকনে। সৌষ্ঠব দেখিয়া লোভ বাঢ়য়ে মিলনে॥ বেণু লয়ে যবে কৃষ্ণ বাদন করয়। তবে দোঁহে আলিঙ্গনে আনন্দিত হয়॥ কৃষ্ণ জানু দুই শোভা মাধুর্য্য আসন। লাবণ্য লতার কি এ উৎসব কারণ॥ কি এ শোভা লক্ষ্মী ভূষা পেটারি যুগল। কৃষ্ণ জানু দুই হয় অতি মনোহর॥ গোবিন্দের উরুদ্বয় অতি সুললিত। তাতে জানু যুগ মণি সম্পুট চরিত॥ গোপাঙ্গনাগণ চিত্ত চিন্তামণি গণ। রাখিবার লাগি কৈল অপূর্ব্ব গঠন॥ কৃষ্ণপদ প্রসারণ কুঞ্চন করিতে। বলি নহে এই মাংস অতি সুললিতে॥ রাই কর পদ্মে জানু সঘন বলিতে। কৃষ্ণ জানু শোভা পূর্ণ সদা রহে চিত্তে॥ কৃষ্ণ উরুদ্বয় হয় অতি সুললিত। পীন সুচিকণ অধঃকৃশতা ললিত॥ কন্দর্প নর্ত্তক বৃন্দ নর্ত্তনের বন্দ। সুলাবণ্য কেলি সুধা সদা নব ছন্দ॥ এই কৃষ্ণ উরু দুই আমার হৃদয়ে। বিঘ্ন নাশ করে যেন সদা স্ফূর্ত্তি হয়ে॥ নীলমণি স্তম্ভযুগ কিবা এই হয়। ব্রহ্মাণ্ড মন্দির বর সদাই ধরয়॥ কন্দর্প যজ্ঞের স্রুব কিবা এই হয়। কিবা স্ত্রীর চিত্ত করি বন্ধ স্তম্ভ-দ্বয়॥ এহো নহে হয়ে কৃষ্ণের উরু মনোহর। উপমা দিবারে নাহি চিত্তে অগোচর॥ কৃষ্ণের নিতম্ব উরু অঙ্গনের স্থলে। নীল রম্ভা অধোমুখ হয়ে উরু ছলে॥ ললনা নয়ন কার পুষ্টির কারণে। অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ফল অতি মনোরমে॥ উলটা কদলী গর্ব্বভর বিদারয়ে। আশ্চর্য্য সুশ্লিষ্ট শোভা কৃষ্ণ উরুদ্বয়ে॥ মত্তহস্তী যেন মদ মর্দ্দন করয়ে। ঐছন সুষমা আর মার্দ্দবাদি হয়ে॥ রাধিকা করভ সেবা সদাই করয়। হেন কৃষ্ণ উরুদ্বয় কি উপমা হয়॥ কি কহিব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীশ্রোণীমণ্ডল। পরিসর উচ্চ অতি সুশ্লিষ্ট সুন্দর॥ কামনট অর্ব্বুদের হয়ে বাসস্থল। ব্রজাঙ্গনা শ্রেণী শোভা লাঞ্ছিত অন্তর॥ কোটি বিশ্ব হৈতে ঊর্দ্ধে কৃষ্ণের শরীর। বিলাস করয়ে নব তমাল সুধীর॥ শ্রেণীচ্ছলে নীলরত্ন চারাতে বান্ধিল। লাবণ্য জলেতে সেই চারা পূর্ণ হৈল॥ কিঙ্কিণী মরালীগণ তাতে খেলা করে। ঐছন

দেখিয়া কৃষ্ণ সুশ্রোণী মণ্ডলে॥ রাই চিত্ত রাজ কৃষ্ণ অঙ্গ সিংহাসনে। সতত বসয়ে বিধি তাহার কারণে। শ্রোণীচ্ছলে নীল বস্ত্র সুস্থূল করিয়া। সুচন্দ্র বালিশ কৈল হেলন লাগিয়া॥ কৃষ্ণ ককুন্দর হয় অত্যন্ত সুন্দর। তাহাতে লাবণ্য সুধা পূর্ণ সরোবর॥ ব্রজাঙ্গনা নয়ন সফরী মহানন্দে। কেলি করে সদা তাহে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে॥ রাধা ঠাকুরাণী চিত মৃগেন্দ্র কন্দরে। প্রণাম করিয়ে আমি কৃষ্ণ ককুন্দরে॥ কৃষ্ণ বস্তি নিম্নে নদী চিত্র রেখা হয়। উপরেতে নাভি সরোবর শোভা-ময়॥ নাভি অধোভাগ যেই পুলিন সমান। রাধা চিত্ত নট রাস স্থল মনোমান॥ নিজ বৃত্তি অনেক অদ্ভুত নটী লৈয়া। সদা রাস বিহরয়ে সুখাবিষ্ট হৈয়া॥ নাভি লোমাবলি ছলে কৃষ্ণ বস্তি স্থান। সুধাকূপে আসি আসি করে জলপান॥ ব্রজাঙ্গনাগণের ইন্দ্রিয়গণ যত। তৃষ্ণার্ত্ত জানিয়া বিধি বস্তি নিরমিত॥ দেখিয়া কৃষ্ণের মধ্য দেশের সুষমা। সিংহ জানি হবে তার কুকীর্ত্তি ঘোষণা॥ পলাইল সেই হিমালয়ের গহ্বরে। কি কহিল কৃষ্ণ মধ্যদেশে মনোহরে॥ কৃষ্ণ নাভি হ্রদ হয় বড়ই গম্ভীর। লাবণ্যের বন্যা ভ্রম তরঙ্গ নদীর॥ তৃষ্ণার্ত্ত গোপিকা চিত্ত করিগণ তাহে। নিমগন হয়ে আছে উঠিতে নারয়ে॥ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ নব তমাল তরুতে। সুনাভি কোটর শোভা মকরন্দ তাতে॥ তাহে শোভে ব্রজাঙ্গনা নেত্রভৃঙ্গীগণ। প্রবিষ্ট হইল পুনঃ না ভেলা নির্গম॥ সেই রসে মগ্ন হয়ে তাঁহাই রহিলা। লাবণ্য মধুতে মত্ত বাহির নহিলা॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মে জন্ম হইল গঙ্গার। বলিসুতা দেখি গর্ব্ব হইল যমুনার॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মোপরি করিব বসতি। ত্রিবলি হইল তিন ধারা শুদ্ধমতি॥ ব্রজাঙ্গনা নেত্রভৃঙ্গী,বাল অলিগণ। কৃষ্ণ নাভি পদ্মমধু করিল ভক্ষণ॥ কৃষ্ণের উদর পদ্মপত্রে আসি বৈসে। লোমাবলি ছলে কিবা পরম হরিষে॥ কৃষ্ণের উদর শোভা পদ্মপত্রে জিনি। অশ্বত্থ পত্রের শোভা কি কাজে বাখানি॥ কৃষ্ণ তুল্য মধু-রিমা কহনে না হয়। সর্ব্ব লোক নেত্র অলি যাতে আকর্ষয়॥ লোম শ্রেণী কালী নাগ কিবা তাহা কহি। কৃষ্ণের উদর ত্রিভুবন শোভা গহি॥ তমালের নব দল কস্তুরী লেপনে। সৌরভ মার্দ্দবে কৃষ্ণ

তুন্দ তারে জিনে॥ অতি পুষ্ট নহে বড় তুষ্ট অনুমানি। অখিলাক্ষি ভৃঙ্গগণ যাহাতেই জিনি॥ নাভি হ্রদ হৈতে আদি রসের প্রবাহে। লোমাবলি ছলে হৃদি উচ্ছলিত হয়ে॥ অল্প উচ্চ দুই পাশে মধ্য নিম্ন যার। সেই কৃষ্ণোদরে মন রহুক আমার॥ কৃষ্ণের উদর ছোট নদীর সমান। রাধিকার চিত্তহংসী যেখানে বিশ্রাম॥ রাই চক্ষু শফরিকা সদাই বিলসে। কিঙ্কিণী সারস পালী শব্দ তটদেশে॥ লোমাবলি হ্রদে জল লাবণ্য অমৃতে। ত্রিবলিকা সূক্ষ্ম ঊর্ম্মি বিরাজিত তাতে॥ নাভিপদ্ম বিলসয়ে অতি মনোরম। কৃষ্ণের উদরোপমা দিতে নাহি স্থান॥ কৃষ্ণ দুই পার্শ্ব হয়ে প্রকাণ্ড নাগর। রাই পার্শ্ব নাগরীর বল্লভ সুন্দর॥ প্রেয়সীর স্পর্শ লাগি সদা সমুৎসুকা। সুবর্ত্তুল স্নিগ্ধ মৃদু হয়েত অধিকা॥ কৃষ্ণ বাম অঙ্গে হয়ে রমার স্বরূপ। শ্রীবৎস দক্ষিণ অঙ্গে অত্যন্ত অনুপ॥ কণ্ঠেতে কৌস্তুভ হেম শৃঙ্খলে বিরাজে। সদাই বিলাস করে বনমালা মাঝে॥ কৃষ্ণ বক্ষঃস্থলে উচ্চ অতি পরিসরে। বল্লভীগণের সব সুখময় স্থলে॥ রাধিকার চিত্ত রাজ সুপীঠ আসনে। সদা বসি রহে নীলমণি সিংহাসনে॥ ত্রৈলোক্য যুবতী মন হরণ মাধুরী। বিরাজ করয়ে বক্ষঃস্থলে সে মুরারী॥ মুক্তাবলি তাতে শোভে যেন সুরধনী। তনুরোম শ্রেণী সেই ভানুসুতা মানি॥ বক্ষের তরলকান্তি যেন সরস্বতী। সদাই মঙ্গল করে সব ত্রিজগতি॥ বক্ষঃস্থল নহে কৃষ্ণের যেন তীর্থ রাজে। প্রণাম করিয়ে বক্ষঃস্থল সব সাজে॥ বাহুস্তম্ভে কান্তিডোরে বন্ধন করিল। বক্ষের লাবণ্য দোলা নীলমণি হৈল॥ অশ্রান্ত দোলন করে রতি সিংহাসন। কিবা দিব কৃষ্ণ বক্ষঃস্থলের উপম॥ কৃষ্ণ বক্ষে শ্রীবৎসাঙ্ক পার্শ্বে কুণ্ডলিকা। লাবণ্যের জাল তাতে শোভায় অধিকা॥ হেন বুঝি কাম ব্যাধ জাল বিস্তারয়। গোপাঙ্গনাগণ চক্ষু খঞ্জন বাঁধয়॥ শ্রীকৃষ্ণ বক্ষেত স্তন চক্রিকা আছয়। কুক্ষী শ্রীবৎস অঙ্ক পার্শ্বে ক্ষীণ হয়॥ হেন বুঝি রাধিকার চিত্ত কোষালয়। যুবতী রতন ধন তথি মধ্যে হয়॥ বক্ষঃস্থল নীলমণি কপাট সোসর। চক্রিকা কুলুপ দিল অতি মনোহর॥ গোপাঙ্গনা চিত্ত বাহ্য পূর্ণের কারণ। তমাল অঙ্কুর সম সুন্দর গঠন॥ সখী,

গণ সাধ্বী গর্ব্ব সকল নাশিতে। বাহুযুগ ছলে কাম পরিঘ নিৰ্ম্মিতে॥ কৃষ্ণ বাহু নহে এই গোপাঙ্গনা গণে। হৃদয় তণ্ডুলগণ কণ্ডন কারণে॥ ইন্দ্র নীলমণির কি মুষল অর্গলা। রাই চিত্তালয় রত্ন কপাট অর্পিলা॥ কিবা রাই চিত্ত শুক পঞ্জরের দণ্ড। কি কহিব কৃষ্ণ বাহু অত্যন্ত প্রচণ্ড॥ অতি দীর্ঘ বাহুযুগ লাবণ্য উছলে। অতিশয় নব পুষ্ট সর্ব্ব চিত্ত হরে॥ লক্ষ্মী বিশ্ব রমণীর বাঞ্ছনীয় শোভা। পীনস্তনী হৃদয়ের সর্ব্ব সুখ লোভা॥ এই কৃষ্ণ ভুজযুগ মোর মন মাঝে। সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা কাজে॥ তরুণিমা মধু ফুল্ল কৃষ্ণ তনু বনে। মদমত্ত কাম গজ কৈল প্রবেশনে॥ তার দুই শুণ্ড ভুজ ছলে জানুপরি। সদাই চলয়ে শোভা পল্লব মাধুরি॥ কৃষ্ণ বাহু ছলে বিধি স্তম্ভ দুই কৈল। তাহার মাধুরি দোলা নীলরত্ন হৈল॥ লক্ষ্মী আদি করি যত অঙ্গনারগণ। মতি দোলাইতে কিবা করিল গঠন॥ কবিগণ কহে গোপী ধৈর্য্য নাশিবারে। কামরাজ আসি কৃষ্ণ দেহে যন্ত্র করে॥ নীলমণি স্তম্ভ বাহু ছলে নিরমিল। আমার মতেতে কিছু আর চিত্র হইল॥ প্রণয় উজ্জ্বল রস সমুদ্র হইতে। আশ্চর্য্য প্রবাহ দুই হইল নির্গতে॥ কৃষ্ণ করতলে শঙ্খ অঙ্ক চন্দ্রাঙ্কুশে। যব গদা ছত্র ধ্বজ আদি সবিশেষে॥ পদ্ম ছলে ধনু যূপ স্বস্তিকাদি করি। বজ্র খড়্গ ঘট বৃক্ষ মীন বাণ ভরি॥ পুরুষ উত্তম কৃষ্ণ লক্ষণ অঙ্কিত। করতলে নানা রেখা অঙ্গুলী সহিত॥ কোমল স্বভাব কৃষ্ণ হস্ততলে মনে। কর্কশ হইল মহাপুরুষ লক্ষণে॥ কোন কবিগণ কহে এইত কারণ। সত্য নাহি হয় যত তাহার বচন॥ কিম্বা গোপীগণ স্তন কমঠি কঠোরে। মর্দ্দন করিতে হস্ত হইল কঠোরে॥ ব্রজাঙ্গনা হৃদি কাম শরে জর জর। বিশল্যকরণৌষধি কৃষ্ণ কলেবর॥ রাই কুচ রত্নপূর্ণ সুবর্ণ কলস। কৃষ্ণ করতল হয় সুপদ্ম বিশেষ॥ পদ্মের উপরে থাকে পূর্ণচন্দ্রগণ। কামাঙ্কুশ তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ মুকুট সাজন॥ প্রতি দল শিরে যদি এইমত রহে। তবে কৃষ্ণ করপদ্ম করি যোজনায়ে॥ কৃষ্ণকন্ধ বৃষকুট নিন্দি উচ্চতরে। উত্তম পুরুষ চিহ্ন বর্ণে কবিবরে॥ মোর মনে শ্রীরাধিকা সুবাহু মৃণালে। সতত মিলনে সুখী হবে উচ্চতরে॥

কৃষ্ণ বাহু অংশ দুই উন্নত দেখিয়ে। হেন বুঝি কণ্ঠ শোভা দেখি লোভা হয়ে ॥ এইত কারণে সদা উদ্গ্রীব হইয়া। দেখয়ে কৌস্তুভ শোভা মস্তক তুলিয়া ॥ কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশ উর্দ্ধ সুবিস্তৃত অতি। অধঃক্রমে কার্শ্যযুক্ত হরে সর্ব্বমতি ॥ মাধুর্য্য রাজার কিবে সুন্দর আসন। নীলমণি দ্বারা কিবা হইল রচন ॥ লাবণ্যের ভারে হয় অল্প নিম্ন মাঝে। মৃগী দৃশা নেত্র ইষ্ট তৃষ্ণা তুষ্ট কাজে ॥ এই কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশে স্তবন করিয়ে। যেন মন সদা মোর তাহাই রহয়ে ॥ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধ মূলে স্থূল মনোহর। সুবর্ত্তুল শোভে কিবা মুকুন্দ কন্ধর ॥ উর্দ্ধ ক্রমে অল্প কার্শ্য দেখিতে সুন্দর। যে দেখয়ে তাহা সেই কাম মনোহর ॥ আপন মাধুর্য্যে সিংহ স্কন্ধ দর্প হরে। কেশজূট বিলাসের খট্টিমা সুন্দরে ॥ ইন্দ্রনীলমণিকম্বুকৃত কণ্ঠদেশ। পিকশিশু বীণানাদ নিন্দি স্বরাশেষ ॥ কণ্ঠে তিন রেখা হয় অতি মনোহর। ত্রিভুবন জন নেত্র আনন্দকন্দর ॥ নব নব নিজ কান্তি ভূষণশোভিত। যাহাতে হরয়ে কত রমণীর চিত ॥ কৃষ্ণ কণ্ঠ হয় লীলা অক্ষয় সুরধুনী। যাতে বিলসয়ে হংস সে কৌস্তুভ মণি ॥ লাবণ্যের নদী বহে নর্ম্মনদী আর। সুন্দর কবিতা নদীগান নদী সার ॥ কণ্ঠ প্রতি দেশে ইহা সদাই নিঃসরে। কৃষ্ণ কণ্ঠদেশ রহু আমার অন্তরে ॥ কৃষ্ণ নাসা হনু আর ওষ্ঠাধর শোভে। সুকণ্ঠ চিবুক শ্রোত্র পদ্মদল হয়ে ॥ দন্তাবলি হয় পদ্ম কেশর সমান। হাস্য পদ্ম মধুগন্ধ অতি অনুপাম ॥ নয়ন খঞ্জন ভুরু ভ্রমরীর পাঁতি। জিহ্বা যেন অম্বুজের কর্ণিকার ভাঁতি ॥ অতএব কৃষ্ণমুখ পদ্ম মনোরমে। সদাই হউক স্ফূর্ত্তি আমার মরমে ॥ নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণমুখচন্দ্র মনোহর। কলঙ্ক থুইল ব্রজাঙ্গনার উপর ॥ কুকবি কহয়ে এই বৃথা বাক্যরসে। আমার মনেতে কিছু বিশেষ আইসে ॥ সহজ নির্ম্মল যেই আশ্রয় করয়। নিজতুল্য করে তারে এই মনে লয় ॥ চন্দ্রের উপরে যদি বান্ধুলি থাকয়ে। দর্পণ কুন্দরে কেলি খঞ্জন নাচয়ে ॥ তিলের কুসুম অর্দ্ধ হয় কামধনু। লোল অলি মালা আর নিষ্কলঙ্ক তনু ॥ পূর্ণচন্দ্রে থাকে যদি এ সব বিধান। তবে কৃষ্ণ মুখচন্দ্র দিয়েতে উপাম ॥ শ্রীকৃষ্ণ চিবুক স্থূল

মোহন বন্ধান। চন্দ্রকান্তে নীলোৎপল দলের সমান ॥ জননী লালনে বাল্যে অঙ্গুলী সহিত। অল্প নিম্ন মধ্যে ভেল করি অনুমিত ॥ চিবুকের তলে দুই অঙ্গুলি যে দিয়া। অল্প উচ্চ কৈল অতি শোভার লাগিয়া ॥ লাবণ্যের বন্যা কৃষ্ণ চিবুকে উছলে। মনোজ্ঞ চিবুক শোভা কে কহিতে পারে ॥ শ্রবণ চিবুক মূল পরশ সুন্দর। কৃষ্ণ হনু যুগ্ম সন্নিবেশ মনোহর ॥ মাধুর্য্য জালেতে সব জনের হরে মনে। বিহঙ্গের গণে রাখে করিয়া বন্ধনে ॥ অল্প দীর্ঘ বিস্তারিত হনু মনোরম। মুখবিম্ব অনুকূল অত্যন্ত সুষম ॥ কৃষ্ণের শ্রবণ দুই অতি সুকোমল। আকার সৌষ্ঠবে জিনে শস্কুলী সকল ॥ সুন্দর ঘটন হয়ে বিষ্টরাস্ত জিত। নিজ অংশুজালে গিলে সর্ব্ব নেত্র চিত ॥ মকর কুণ্ডল তার মণ্ডন সুষমা। দেখিয়া আইল চিত্ত দিতে নারে ক্ষমা ॥ ভূষণের ভরে অল্প দীর্ঘ বর্ণ তার। বিশ্বাঙ্গনা দৃষ্টি মীন মনোজের জাল ॥ গোপী মন হরিণীর বন্ধন কারণে। কন্দর্প ব্যাধের জাল লয় মোর মনে ॥ কিম্বা শ্রীরাধিকা চক্ষু খঞ্জন বন্ধনে। মদনের পাশ কর্ণ বন্ধ লয় মনে ॥ রাধিকার পরিহাস সগর্ব্ব নিন্দন। গদ্গদ বচনামৃত অতি রসায়ন ॥ কৃষ্ণকর্ণ তাহা পান করিতে চঞ্চল। সুরুচি সুশ্লিষ্ট শোভা অরুণ অন্তর ॥ আমার হৃদয়ে কৃষ্ণকর্ণ যুগশোভা। সদা স্ফূর্ত্তি হকু চিত্তে অতিশয় লোভা ॥ শ্রীকৃষ্ণের গণ্ড দুই পূর্ণচন্দ্র মণি। অত্যন্ত সুশ্লিষ্ট শোভা কহিতে না জানি ॥ রাধাধরামৃত পূর্ণ রসায়ন সেকে। পুষ্টিতা করিল অতি দেখ পরতেকে ॥ মকর কুণ্ডল নাচে তার রঙ্গ স্থান। আশ্চর্য্য গণ্ডের শোভা অতি অনুপাম ॥ ইন্দ্রনীল মণিগণ দর্পণের গর্ব্ব। গণ্ডের লাবণ্য কৈল তাহা অতি খর্ব্ব ॥ কৃষ্ণ মুখে দুই ধারা স্থকদ্বয় নাম। মধুরিমামৃত নদী আবর্ত্ত সুঠাম ॥ দশন কিরণে সিক্ত শোভা অনুপাম। নবীন পল্লব যেন দুগ্ধধৌত ঠাম ॥ কৃষ্ণ ওষ্ঠোপরি শ্বাস নির্গমের স্থলে। অল্প নিম্ন হৈল সেই অতি মনোহরে ॥ শ্যাম অরুণিমা যাহা মিলন হইল। অল্প উচ্চ ওষ্ঠ তাহা মাধুর্য্য ভরিল ॥ অল্প উন্নত দীর্ঘ মনোহর সীমা। বন্ধূক জিনিয়া মধ্যে অতি অনুপমা ॥ কৃষ্ণাধর মঞ্জু বিম্ব বন্ধুক জিনিয়া। মধ্যে অল্প

রেখা হয় মনোমোহনিয়া ॥ তাহার দর্শনে যত অঙ্গ রাগগণ। হরয়ে স্বভাব এই অতি বিলক্ষণ ॥ নিজামৃতে সুবাসিত বংশিকা করয়। সূক্ষ্ম দীর্ঘ শব্দে বিশ্ব চিত্ত আকর্ষয় ॥ ব্রজের রমণীগণের সর্ব্বস্ব পেটারি। রাধিকার প্রাণ সীধু চষক মাধুরি ॥ দশনের চিহ্ন তাতে আছয়ে সুচিন। কৃষ্ণাধর ওষ্ঠ চিত্তে বহু নিশি দিন ॥ কৃষ্ণের দশন জিনি কুন্দ কলি বৃন্দ। আকার সৌষ্ঠব অতি মনোহর ছন্দ ॥ হীরক মুক্তাদি শোভা অতি অভিমান। দন্ত কান্তি লেশ মাত্রে করয়ে খণ্ডন ॥ যুবতী অধর বিম্ব দংশন কারণে। কৃষ্ণের দশনে শুক মুখের সমানে ॥ প্রিয়ার অধর বিম্ব সদা আস্বাদনে। পক্ক সুদাড়িম্ব বীজ সম দন্তগণে ॥ রাধাধর স্বর্ণ মণি ভেদের কারণে। কৃষ্ণের দশন নেত্র কামটঙ্ক বাণে ॥ ঐছে কৃষ্ণ দন্তগণ মাধুর্য্যের সার। সদাই স্ফুরুক এই হৃদয়ে আমার ॥ শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র সুহাস্য কৌমুদী। প্রণয়িগণের মন তম নাশাবধি ॥ রাধিকার প্রেম অতি সমুদ্র গভীর। কৃষ্ণ মুখচন্দ্র হাস্যে উছলে অস্থির ॥ আপনার সুপ্রসাদ কণিকা হইতে। অত্যন্ত আনন্দ পায় বিশ্বলোক চিত্তে ॥ লক্ষ্মী আদি করি যত নিতম্বিনীগণ। কৃষ্ণমুখ পদ্মগন্ধ বাঞ্ছয়ে সঘন ॥ গোপাঙ্গনা নেত্রভৃঙ্গ সদা পান করে। আপন মাধুরী বংশী স্থলে যেই ধরে ॥ সেই কৃষ্ণ মুখাম্বুজ হাস্যমকরন্দ। আমার হৃদয়ে সদা করুক আনন্দ ॥ কৃষ্ণ জিহ্বা রসকবিমণি জন্মস্থান। অশ্রান্ত ষড়্বিধ রসাস্বাদনে প্রধান ॥ বিশ্বজনে সর্ব্ব রস দেন সর্ব্বক্ষণে। রসজ্ঞা যথার্থ নাম রাধাধরপানে ॥ কৃষ্ণের বচন হয়ে রসালা উত্তম। প্রেমামৃত হাস্যমধু হইল মিলন ॥ সনর্ম্ম অক্ষর তাতে সংযোগ করিল। শব্দ অর্থ দুই শক্তি কর্পূর বাসিল ॥ কন্দর্পার্কতাপ যত ব্রজাঙ্গনাগণে। এইত রসালা করে সে তাপ শমনে ॥ সর্ব্ব বিশ্বসন্তর্পণ করে কৃষ্ণবাণী। জয় কৃষ্ণ বাণী সুধা সমুদ্র দর্শনী ॥ কৃষ্ণের নাসিকা যেন ইন্দ্রনীলমণি। তিলের কুসুম অধোমুখে আছে জানি ॥ সেই নীলমণি জিনি শুক চঞ্চুঠাম। নাসা স্থলে কামবাণ কৈল নিরমাণ ॥ অতি উচ্চ অগ্রভাগ নাসা মনোহরে। সদা যেন স্ফূর্ত্তি হয়ে আমার অন্তরে ॥ কৃষ্ণের নয়নদ্বয় চন্দ্রকান্তমণি। মধ্যেতে ঘটনা কৈল ইন্দ্রনীলমণি ॥

অত্যন্ত সুন্দর তারা বিধি নিরমাণ। শ্বেতপদ্ম কোয় যুরে ভ্রমরার ঠাম॥ নয়ন অত্যন্ত শোভা অরুণ প্রবল। চতুর্দ্দিগে শ্বেত মধ্যে শ্যামতা তরল॥ কামের কন্দুক অতি চিত্র নিরমাণ। তাহাতে তাড়য়ে সর্ব্ব গোপাঙ্গনা মান॥ লাবণ্যের সারসুধা বৈসে কৃষ্ণ আঁখি। কারুণ্য অমৃত সার বুঝি সম দেখি॥ কন্দর্পের ভাবামৃত কিবা বন্যাচয়। জগত প্লাবিত কৈল সর্ব্বানন্দময়॥ কৃষ্ণের নয়ন অতি দীর্ঘ সুবিপুলে। অত্যন্ত চিকণ শোণ কোণ মনোহরে॥ সুস্নিগ্ধ সুপীন ঘন পক্ষ্ম সুচঞ্চলে। তারুণ্যের সার মদ ঘূর্ণন মন্থরে॥ এই কৃষ্ণনেত্রযুগ্ম আমার হৃদয়ে। সদা স্ফূর্ত্তি হউ সর্ব্ব লীলারসময়ে॥ কি কহিব গোবিন্দের লোচনকটাক্ষ। সাধ্বীধর্ম্মদৃঢ়মর্ম্মভেদে মহাদক্ষ॥ কামের সুতীক্ষ্ণ বাণ জিনি দর্প যার। হেন কৃষ্ণ কটাক্ষের গম্ভীর সঞ্চার॥ সমস্ত দরিদ্রগোষ্ঠি স্বপ্নে নাহি জানে। হেন বাঞ্ছা পূর্ণ করে কটাক্ষের দানে॥ কৃষ্ণের ভ্রূলতা অতি সুকৌটিল্য বাণ। বিদ্ধ করে যেই বিশ্ব যুবতীর প্রাণ॥ যুবতীগণের চিত্ত চঞ্চল হরিণী। বিন্ধিয়া ঘুরায় যেই এদিন রজনী॥ সেই ভ্রূলতার কীর্ত্তি অতিশয়। কন্দর্প ধনুকে যেই তৃণতা করয়॥ কৃষ্ণের ললাটে কৃষ্ণাষ্টমী শশী জিনি। ভ্রূলতা অলকা দুই পার্শ্বেতে সাজনী॥ গিরিধাতু চিত্র চারু কাশ্মীর তিলকে। কাম যন্ত্রাভিধ নামে মোহয়ে অলিকে॥ রাই মন হরিণীর বন্ধন লাগিয়া। কিরণের জাল কাম বিস্তারিল লঞা॥ অলকা মধুপমালা কৃষ্ণ ভালোপরে। অতি সুললিত শোভা সর্ব্ব মনোহরে॥ অঙ্গনা নয়ন মীন বন্ধন কারণে। কন্দর্প কৈবর্ত্ত জাল কৈল প্রসারণে॥ গোবিন্দের কেশ শোভা অতি দীর্ঘতর। অত্যন্ত চিকণ করে ভ্রমরা গুঞ্জর॥ অতি সূক্ষ্ম সুকুঞ্চিত ঘনাগ্র সোসর। কস্তূরিকা নীলোৎপল গন্ধ মনোহর॥ কন্দর্প চামর নীলধ্বজ শোভা হরে। কৃষ্ণের কুন্তল মনো স্ফুরুক অন্তরে॥ চূড়া অর্দ্ধযুত বেণী জূটের বনান। সে সময়ে উচিত সেই কেশ বন্ধান॥ যে কেশে রাধিকা চিত্তে অমৃত সমানে। সেই কৃষ্ণ কেশ রহু সদা মোর মনে॥ কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য সুধা সমুদ্র জিনিয়া। পারাবার শূন্য তাহা বর্ণন যে ইহা॥ নানান ভূষণে কৃষ্ণে

যে অঙ্গ ভূষণে। সে শোভা করয়ে জগৎ দৃশাদি সেচনে॥ সহস্র বদনে অঙ্গ বর্ণন না হয়। হেন কৃষ্ণমাধুর্য্যাঙ্গ সুমাধুর্য্যময়॥ এই-রূপে কৃষ্ণ অঙ্গ বর্ণে শুক শারী। কণ্ঠে গদগদিকা আসি বাক্য রুদ্ধ করি॥ তার বাক্য সুধার্ণবে মগ্ন ভেল চিতে। ক্ষণেক সবার চিত্তে হইল স্তম্ভিতে॥ এইত কহিল কৃষ্ণের অঙ্গের বর্ণন। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥ গোবিন্দচরিতামৃত সর্ব্ববেদসার। সদা আস্বাদয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রাণ যার॥ রাধাকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্নবিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নবিলাসে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ
বর্ণন নামক ষোড়শ সর্গ॥ ১৬॥

সপ্তদশ সর্গ।

"শ্রীরাধয়া প্রেরিতয়াথ বৃন্দয়া সংলালিতঃ স্বাস্থ্যমুপাগতঃ শুকঃ।
দিষ্টশ্চ কৃষ্ণস্য গুণানুবর্ণনে সসাত্ত্বিকঃ প্রাহ সভাং স নন্দয়ন্ ॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাধব। জয় নিত্যানন্দপ্রিয় অদ্বৈত ঈশ্বর॥ জয় সনাতনপ্রিয় রূপের জীবন। জয় রঘুনাথপ্রিয় স্বরূপনয়ন॥ জয় প্রভু অদোষদরশী কৃপাময়। এই কৃপা কর যে তোমাতে মতি হয়॥ রাধার প্রেরণে বৃন্দা শুককে লইয়া। সুস্থির করিলা তারে লালন করিয়া॥ কৃষ্ণগুণ বর্ণিবারে পুনঃ নিদেশিলা। আজ্ঞা পায়ে গুণ বর্ণি সবা সুখী কৈলা॥ শুক কহে কৃষ্ণগুণ সমুদ্র-গম্ভীর। অবগাহ্য নহে কবি মতি মহাধীর॥ অত্যন্ত বরাক আমি কি বর্ণিতে জানি। জিহ্বাতে লেহন মাত্র চেষ্টা অনুমানি॥ যৈছে নারিকেল ফল সুপক্ক সুন্দরে। লুব্ধ কীর তাতে চঞ্চু অর্পিয়া কঠোরে॥ ভাস্কর ধরিতে হস্ত প্রসারণ করি। সুমেরু ভাঙ্গিতে চাহি মস্তক উপরি॥ মহার্ণব সন্তরণে পার ইচ্ছা হয়। তৈছে কৃষ্ণগুণ কহি কি লজ্জা বিষয়॥ যে জিহ্বাতে কৃষ্ণগুণকণা পরশিল। সেই জিহ্বা অন্য বার্ত্তা পরশ ত্যজিল॥ যে কোকিল রসালের মুকুল ভুঞ্জয়ে। সে না কি কখন নিম্ব মুকুল বাঞ্ছয়ে॥ পূর্ব্বে ব্রজপতি আগে গর্গ মহামুনি। কহিয়াছে কৃষ্ণ-গুণ কহিতে না জানি॥ মহত্ত্ব গাম্ভীর্য্য আদি আছে বহুগুণ। এই গুণ সাম্য কিছু লভে নারায়ণ॥ অনন্ত মহিমা গুণ অনন্ত বিস্তার। হেন কে বা আছে যেই অন্ত করে তাঁর॥ স্বভক্তবাৎসল্য আর প্রণয়-বশ্যতা। বহুত পালন করে বৃত্তি গুণোত্থিতা॥ ঐছন অনন্ত গুণ সংখ্যা নাহি তার। ঐছে এক গুণ কেহ নারে বর্ণিবার॥ কৃষ্ণরূপ ভুবনের ভূষণ করয়ে। নবীনকিশোরবয়োমধ্য স্থির রহে॥ কৃষ্ণ বল দেখি গিরি ধরে কন্দুপ্রায়। কি কহিব কৃষ্ণসুশীলতা অতিশয়॥ কৃষ্ণের লীলাতে জগমোহন করয়ে। ঐছে কৃষ্ণ দাতা ভক্ত আত্ম সমর্পয়ে॥

অখিল প্লাবিত হয় গোবিন্দ দয়াতে। কি কহিব কৃষ্ণকান্তি বিশ্ব বিশোধিতে॥ হেন কৃষ্ণ গুণগণ ভুবন ভিতরে। কে আছয়ে হেন যেই বর্ণিবারে পারে॥ গোপাঙ্গনাগণ নিজ কৈশোর বয়েস। যত গুণ যত শোভা যত অঙ্গ বেশ॥ যতেক মাধুর্য্য আর কন্দর্পের লীলা। বৈদগ্ধী উজ্জ্বল রস চাপল্য অখিলা॥ গোপেন্দ্রনন্দনে তারা কৈল সমর্পণ। অঙ্গীকার কৈল কৃষ্ণ সাফল্য কারণ॥ কৃষ্ণের অখিল অঙ্গে মৃগমদ রস। নীলোৎপল লিপ্ত গন্ধ জিনিয়া সরস॥ কৃষ্ণ কক্ষ ভুরু শ্রোণী কেশ পরিমল। জিনিলা অগুরু পারিজাত উৎপল॥ নাভি বক্ষ করপদ্ম নয়ন সুগন্ধ। কর্পূর লেপিত পদ্ম গন্ধ করে অন্ধ॥ সৌরভ্য অমৃত উর্ম্মি রহে কৃষ্ণ অঙ্গে। জগত প্লাবিত হয় যাঁহার তরঙ্গে॥ কৃষ্ণগুণ-গণে গোপাঙ্গনা মন হরে। গোপাঙ্গনাগণ প্রেমাপ্লুতাশয়ান্তরে॥ সেই প্রেম হরে কৃষ্ণের চিত্তেন্দ্রিয়গণ। গোপাঙ্গনা বশ কৃষ্ণ এইত কারণ॥ বংশীধ্বংনি করি কৃষ্ণ গোপনারী হরে। গোপনারী হরি রাসমহোৎসব করে॥ রাসমহোৎসবে নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ কৈল। সকল জগতে সেই লীলা প্রকাশিল॥ ব্রজেন্দ্রের কোলে যবে রহয়ে মুরারি। নীলোৎপলদলমালা কৈমুত্য বিস্তারি॥ এইত গোবিন্দ অঙ্গের যত গুণগণ। সহস্রবদনে সদা না হয় গণন॥ কৃষ্ণোদরে বিশ্ব দেখে ব্রজেশ্বরী মাতা। গিরিবর ধরে করে যৈছে পদ্মপাতা॥ সবে রাধা মুখাম্বুজ দর্শন হইতে। যতেক আনন্দ হয় না পারি কহিতে॥ কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য বন্যা তরঙ্গ উছলে। রাই নিজ প্রতিবিম্ব তাহাতে নেহালে॥ আত্মপ্রতিবিম্ব দেখি অন্য নারী গণি। বিমুখী কাঁপয়ে অঙ্গ সুনিশ্চয় জানি॥ রাইর সমান উর্দ্ধ কেহ নহে আন। অনন্ততা কৃষ্ণ চিত্ত যাহাতে প্রমাণ॥ অন্যাঙ্গনা প্রতি কৃষ্ণ চিত্ত নাহি যায়। পদ্মমধুলুব্ধ অলি লতাকে বাঞ্ছয়॥ উষ্ণ রবি চন্দ্র হয় অতি সুশীতল। চপল সমীর সর্ব্বসহা বসুন্ধর॥ সাধুজন সুধীরাম্বুনিধি সুগম্ভীর। কৃষ্ণ ঐছে [illegible] প্রেমবশ ধীর॥ শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর স্থিরমতি সদা হয়। কান্তিপূর্ণ সুশীলতা বপু সুখময়॥ অত্যান্ত সলজ্জ নির্ব্বিকার সদা যেই। শ্রীরাধাপ্রণয় রসে বিকশিত সেই॥ রাইর বদন যবে দেখয়ে

মুরারি। সম্ভ্রমে ভ্রময়ে কামচাপল্যবৈকলি॥ কৃষ্ণগুণ দূরে শুনি লক্ষ্মী মন হরে। ব্রজাঙ্গনা কেবা তাতে প্রণয়িণী করে॥ ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণ আরাধনা করে নিতি। আশ্চর্য্য সামগ্রী তার শুনহ পিরীতি॥ নিজ অঙ্গে শ্বেত পাদ্য অর্ঘ্য সুপুলকে। আচমন দিল অল্প উক্তি সুধাধিকে॥ নিজাঙ্গসৌরভ্য যেই সেই গন্ধসার। মন্দহাস্যগণ পুষ্প বরিষে অপার॥ আলিঙ্গনলীলামৃত নৈবেদ্যাদি দিলা। সুধাধররসে সেই তাম্বূল অর্পিলা॥ বহুবিধ লোকে কৃষ্ণে বহুবিধ মানে। ব্রজবাসী জন সবে নিজ বন্ধু জানে॥ অর্থতৃষ্ণা অতিশয় যাহার আছয়। অর্থের ঈশ্বর কৃষ্ণ তাঁর মনে লয়॥ বিপন্ন জনেতে কৃষ্ণ করুণার রাজে। যুবতীগণের স্থানে কন্দর্প বিরাজে॥ বৈরিগণ স্থলে কৃষ্ণ কালমূর্ত্তি হয়। সম্ভক্তজনেত কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর হয়॥ চণ্ডাল করয়ে যদি কৃষ্ণের ভজন। সেই জন হয়ে মান্য ব্রাহ্মণের সম॥ শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ যদি হয়ে বিপ্রগণ। চণ্ডালের তুল্য তার ত্যজি দরশন॥ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিগণ অতি নিরমল। কৃষ্ণরুচি করে সেই ভুবন সকল॥ কৃষ্ণ প্রেম কভু হয় অমৃত সমান। প্রণয়িজনেত কভু বিষাধিক জ্ঞান॥ কৃষ্ণের বিরহে চন্দ্র হয়ে অগ্নি সমে। অগ্নিও অমৃত হয় কৃষ্ণের সঙ্গমে॥ পূতনাদি করি যত কৃষ্ণবৈরিগণ। অদ্যাপি কবীন্দ্র সব করয়ে বর্ণন॥ কৃষ্ণহাস্যকরুণতা গুণগণ সঙ্গে। তা সবার গুণ সবে গান করে রঙ্গে॥ কোন ব্রজাঙ্গনা দেখে যমুনালহরী। তাহা দেখি কৃষ্ণ অঙ্গ অনুমান করি॥ অন্য সখী দেখি তাহা কহয়ে তাহারে। কৃষ্ণ অঙ্গ নহে এই যমুনার ধারে॥ তিঁহ কহে এই দেখ কৃষ্ণের বদন। সখী কহে মুখ নহে পদ্ম বিলক্ষণ॥ কৃষ্ণ চক্ষু নহে এই উৎপলেরগণ। কৃষ্ণের অলকা নহে ভ্রমর সাজন॥ কেন সখী তোমা দৃষ্টি ধায় লুব্ধ হয়ে। কৃষ্ণ নহে রবিসুতা দেখহ আসিয়ে॥ যবে বংশীধ্বনি কৃষ্ণ আরম্ভ করয়ে। তবে ব্রজাঙ্গনা হৃদে মদন পৈশয়ে॥ নানান প্রকার [illegible] ব্রজাঙ্গনা হরে। পশ্চাৎ মুরলি ধ্বনি করে প্রবেশনে॥ কন্দর্প উৎপত্তি করি [illegible] হরে। তবে লোকভয় নাশি ধর্ম্ম করে দূরে॥ এইরূপে [illegible] ত ব্রজাঙ্গনা। আকর্ষণ করে বংশী এ রূপে ঘটনা॥ স্থির

চরগণ কম্পে স্তম্ভ নদীপানি। জয়যুক্ত হউ সেই মুরলীর ধ্বনি॥ গুণগণ রস লীলা ঐশ্বর্য্যাদিগণ। অনেক আছয়ে করি কহে কোন জন॥ যে বলে সে বলু কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বকর্ত্তা। নিশ্চয় জানিয়া মুনি কহে এই বার্ত্তা॥ গোপাঙ্গনা প্রাণ কৃষ্ণ করয়ে বিহ্বলা। বংশীকে কহয়ে সব হয়ে এক মেলা॥ শুনহে কঠিন বংশী ধ্বনি ছল করি। গরল বরিষ কিবা অমৃত মাধুরী॥ রহেত জীবন রহু সুধারস পাঞা। অথবা পরাণ যাউ গরল ভক্ষিয়া॥ বৃষামৃতে এক করি কেনে কর ধ্বনি। সহস্র বেদনা সদা পোড়ায়ে পরাণী॥ কুবুদ্ধি অসুরগণ কৃষ্ণ-নিন্দা করে। হেন গুণ যাঁর আছে মনে না বিচারে॥ ভোগবাঞ্ছা করে যেই সর্ব্ব ভোগ পায়। অর্থলুব্ধ জনে দেই সর্ব্ব অর্থময়॥ সুখের তৃষিত জনে সুখের স্বরূপ। আধিপত্য বাঞ্ছা করে জগতের ভূপ॥ হেন কৃষ্ণে দ্বেষ করে যতেক দুর্জ্জন। দেখিতে উচিত নহে তাহার বদন॥ কৃষ্ণ সহ বাস করি ব্রজাঙ্গনাগণ। প্রাতঃকালে গেলা সবে আপন ভবন॥ রজনীর লীলা সব ভাবিত অন্তরে। বৃদ্ধা আগে দেখি সবে এই বোল বলে॥ যেন কৃষ্ণ হস্ত নিজ ভুজশিরে আছে। সেই স্থলে যেন বৃদ্ধাগণ আসিয়াছে॥ কৃষ্ণকে কহয়ে শীঘ্র ছাড়হ আমারে। লোকযাত্রা হইল সবে যাব নিজ ঘরে॥ সর্ব্বগুণ গভীরতা গিরিধর ধীর। দূরে করি সব পীড়া সুখদ সুশীল॥ নবীন কিশোর বিশ্ব চিত্ত আঁখি চোর। সতী যুবতীর হৃদি মগ্ন অতি ভোর॥ অসুরগণের প্রাণ হরিলে শ্রীহরি। বলে শচীপতি যজ্ঞ হরিল মুরারি॥ ফণিপতি স্থান হরে নিজ বল হৈতে। সেই সব সুমঙ্গল হইল সভাতে॥ রাধালয় হৈতে কৃষ্ণ আইলা প্রভাতে। অলকার রসরঙ্গ ললাট চিহ্নেতে॥ উরুজের মৃগমদ লাগয়ে বক্ষেতে। অঙ্গের মাধুরী হেরি হইলা বিস্মিতে॥ সুনীতিনিপুণাগণ চিনিতে নারিল। লাক্ষা গিরিধাতুমতে বক্ষ জ্ঞান হৈল॥ রাইর প্রণয়ে কৃষ্ণ মাধুর্য্য বাঢ়য়। কৃষ্ণের মাধুর্য্যে রাধা প্রণয় বাঢ়য়॥ অহর্নিশি এই মত বাঢ়ে দুই জন। দুঁহে বাঢ়ে কেহ তাতে নহে বিমুখন॥ এইরূপে দুঁহু সুখে কুঞ্জে বিলসয়ে। সখীগণ সঙ্গে সদা আনন্দহৃদয়ে॥ কৃষ্ণপাদপদ্মশোভা জিনি পদ্ম-

গণ। কোটি চন্দ্র যিনি শোভা কৃষ্ণের বদন॥ রম্য ভুরু যেন হয় ভ্রমরার পাঁতি। কৃষ্ণের অধর যেন সুধারস ভাতি॥ চঞ্চল নয়ন যেন পদ্মে অলি ভাতি। কৃষ্ণের দর্শন শুভ্র কুমুদের পাঁতি॥ কৃষ্ণের বচন হয় অমৃত সমান। কৃষ্ণ হাস্য জ্যোৎস্না দ্যুতি দিয়েত উপাম॥ কৃষ্ণহস্ততল নবপল্লব জিনিয়া। নখগণ পূর্ণচন্দ্র তুল্য দেখসিয়া॥ কৃষ্ণগণ্ডযুগ নবদর্পণের দ্যুতি। শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ নবঘন কাঁতি॥ অঙ্গনা নয়ন কৃষ্ণ মুখপদ্ম মানে। ভ্রমরী তৃষিতা যেন পদ্মমধু পানে॥ সাধু স্থানে কৃষ্ণ যেন চন্দ্র সুশীতল। প্রণত জনেতে কৃষ্ণ জনক সোসর॥ কুঞ্জের ভিতরে কৃষ্ণ সুধার আলয়। দৈত্যগণ স্থানে কৃষ্ণ বজ্র সম হয়॥ রমণীবৃন্দের স্থানে মদন সমান। দাতা কৃষ্ণ সম কেহ নাহি হয়ে আন॥ ঈশ্বরের মধ্যে কৃষ্ণ তুল্য কেহ নহে। কৃষ্ণের সমান লীলা কাহাতে না রহে॥ কৃষ্ণের সমান ত্রিভুবনে কেহ নাই। হরিণনয়নী মুখ চুম্বয়ে সদাই॥ এই সব গুণ আছে যে কৃষ্ণ তনুতে। সেই কৃষ্ণ রক্ষা করু সকল জগতে॥ পঁচিশ প্রকার এই উপমারগণ। কৃষ্ণের কহিল এই যাতে সুখী মন॥ বৃন্দাবনে তরুলতা কৃষ্ণ সখী করে। ব্রজাঙ্গনা প্রায় নিজ অবয়ব ধরে॥ পুষ্প ছলে হাস্য স্তন ফল মনোহর। নবীন পল্লব যত সুন্দর অধর॥ কৃষ্ণ বংশী নারায়ণের চিচ্ছক্তিস্বরূপা। যেই যৈছে বাঞ্ছে তারে তৈছে করে কৃপা॥ যোগেশ্বরগণে যোগসিদ্ধি মনোরমা। উপাসকগণে বিষ্ণুভক্তি সিদ্ধি সীমা॥ কৃষ্ণকীর্ত্তি অমৃতের ধারা সুমাধুরী। কৌমুদী হইতে স্নিগ্ধ আছে বিশ্বভরি॥ গঙ্গা যেন পবিত্র করয়ে সর্ব্বজনে। ঐছন কৃষ্ণের পাদ এ তিন ভুবনে॥ উপমা নাহিক কৃষ্ণের অঙ্গের সুষমা। সুষমা মাধুর্য্য তনু নাহি তার সীমা॥ মাধুরী হইতে সব গুণ নাহি ওর। গুণগণ হইতে শীল সুন্দর উজোর॥ কৃষ্ণকান্তাবলি প্রেম পরিপ্লুত হয়। কান্তাবলিপ্রায় কৃষ্ণবিদগ্ধতা হয়॥ বিদগ্ধতা হৈতে রসজ্ঞতার উত্তম। রসজ্ঞতা হৈতে সর্ব্ব বিলাসানুপম॥ সুবলাদি করি যত কৃষ্ণসখাগণ। বিচিত্র সখ্যতা তার শুনহ কারণ॥ কৃষ্ণের নিগূঢ় তৃষ্ণা জানিয়া যতনে। কুঞ্জশয্যায় কান্তা আনি করায় সঙ্গমে॥

ধন্য বৃন্দাবন স্থল যাতে কৃষ্ণ নিতি। বিলাস করয়ে সব রমণী সংহতি॥ প্রতি গিরি কুঞ্জ প্রতি পুলিন নিকুঞ্জে। স্বচ্ছন্দে বিহরে কৃষ্ণ সর্ব্ব মনোরঙ্গে॥ পুলিন্দী কন্যার কৃষ্ণ অদর্শন হৈতে। কন্দর্পের ব্যাধি পূর্ণ হৈল তার চিতে॥ কৃষ্ণপদে কান্তাকুচকুঙ্কুম লাগিল। সেই সে কুঙ্কুমপঙ্ক তৃণেতে ভরিল॥ সেইত কুঙ্কুম তারা লেপয়ে হৃদয়ে। তার স্পর্শ তা সবার ব্যাধি দূর হয়ে॥ কৃষ্ণ বধ কৈল যত যত দৈত্যগণে। তার পত্নী রাণ্ডী সব পুলিন্দের সনে॥ গোবর্দ্ধনে রহে কৃষ্ণ লীলার সময়। দেখিয়া আনন্দে কৃষ্ণে স্তবন করয়॥ বৈরিগণ পত্নী সব সুখ পাইল মনে। কহে সবে লাভ হৈল পতির মরণে॥ যে সব অসুর কংস মদ বাড়াইল। এখন না জানি তারা কোন স্থানে গেল॥ এই রূপে কৃষ্ণগুণ অনন্ত অপার। নানা লীলা মহিমার কে কহিবে আর॥ তার তার কণা মাত্র পরশ করিয়ে। শুদ্ধতা করিবে মাত্র নিজ বাক্যচয়ে॥ এই রূপে শুক শারী কৃষ্ণ গুণগণ। বর্ণনা সমুদ্র মাঝে করিল মজ্জন॥ প্রফুল্লিত তনু মন আনন্দ হিল্লোলে। সুখ পায়ে রাধাকৃষ্ণ গুণ পুনঃ বলে॥

যথা রাগ। নবাম্বুদ জিনি দ্যুতি, দলিত অঞ্জন কাঁতি, ইন্দ্রনীলমণি জিনি তনু। পীতাম্বর পরিধান, বিজুলী কুঙ্কুম ঠাম, সূর্য্যোদয় যেন প্রাতে জনু॥ সখী হে সুমধুর মূরতি গোবিন্দ। সদা মন্দ মন্দ হাসি, উপরে অমিয়া রাশি, সুশীতল জিনি কত চন্দ্র॥ ধ্রু॥ কর্পূর চন্দনগণ, আরো কত বিলেপন, প্রতি তনু শোভয়ে মুরারি। কৃষ্ণের বদন কান্ত, গর্ব্ব হরে পদ্ম চান্দ, রহে কত মাধুর্য্য মাধুরি॥ মকর কুণ্ডল গণ্ডে, তাণ্ডব করয়ে রঙ্গে, বাঢ়য়ে বল্লবী গূঢ় ভাব। প্রেম রত্ন আভরণ, বদ্ধ তার সখীগণ, তাহাতে মানয়ে বহু লাভ॥ লোক পাল সুবন্দিত, কাল সৃষ্টি অবিরত, গৌরব রাখয়ে বিপ্রগণে। নিত্য নব্য রূপ বেশ, মনোহর কেলি দেশ, নর্ম্মকেলি মিত্রবৃন্দ সনে॥ ইন্দ্রের নন্দন, গুণ জিনি বৃন্দাবন, সদা কৃষ্ণ যাতে বিলসয়ে। ইন্দ্রের নাশিলা গর্ব্ব, কালিয়ের কৈল খর্ব্ব, বলে কংস সবংশে ঘাতয়ে॥ আত্মকেলি করি, ভক্তচাতকাবলি, পুষ্ট করে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। বাঁধা

শীল লীলা যত, আত্মঘোষবাসী কত, আনন্দিত করে জনে জনে।। কুঞ্জরাসকেলিগণ, সুধা করি নির্ম্মঞ্ছন, রাধিকা তোষণ করে যাতে। করে নানা পরিহাস, রাধা সহচরী পাশ, সখীগণ সন্তোষ করিতে॥ কৃষ্ণ প্রেম শীল কেলি, সুকীর্ত্তি মোহন মেলি, বিশ্ব চিত্ত নন্দন সমানে। করি রাসকেলি খেলা, নিজ শুদ্ধ ভক্তি মেলা, দেখাইল শুদ্ধ ভক্তগণে॥ রূপ বেশ চিত্র ঠাম, মন্মথ মন্মথ নাম, বহয়ে লাবণ্য রূপ রাশি। আপন নয়ন কোণে, যত ব্রজাঙ্গনাগণে, ভাববৃন্দ হৃদি পরকাশি॥ রাই পুষ্প উঠাইতে, কৃষ্ণ তারে পরশিতে, তৃষিত হৃদয় হয়ে যায়। রাই প্রেম বাম্য মুখ, সুরম্য নয়ন সুখ, দেখি কৃষ্ণ কোটি সুখ পায়॥ রাই বক্ষ সুচন্দনে, কৃষ্ণ অঙ্গ বিলেপনে, যে আনন্দ তার নাহি ওরে। বল্লবেশ সুচন্দন, চরণ কমল ধন, দাস্য দান করহ আমারে॥ শ্রীরাধিকা সুবল্লভ, লক্ষ্মী আদি সুদুর্ল্লভ, যেই ইহা সদা পান করে। রাধাকৃষ্ণ সদানন্দ, বৃন্দাবনে সখীবৃন্দ, সঙ্গে দোঁহে পদসেবাচরে॥ অনন্ত মহিমা গুণ, রূপেতে না হয় ঊন, কেবা পারে করিতে বর্ণন। দিগ মাত্র দেখাইতে, কিছু প্রকাশিল ইথে, কহে দাস এ যদুনন্দন॥

পুনর্যথা। স্বর্ণপদ্ম কুঙ্কুমাক্ত, গর্ব্বহারি গৌরী ভক্ত, গোরোচনা গঞ্জন রাধিকা। কর্পূরাজ্ঞ গন্ধবৃন্দ, কীর্ত্তিরাজ অঙ্গ গন্ধ, গোবিন্দ বাঞ্ছিত সুরাধিকা॥ বন্দো রাধা রূপ গুণগণে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, যত লক্ষ গুণ আছে, মাগে যার পাদ গুণগণে॥ ধ্রু॥ চন্দন উৎপল চন্দ্র, কর্পূর শীতল ছন্দ, জিনি স্নিগ্ধ রাধা নিতম্বিনী। কৃষ্ণ আত্ম স্পর্শ দেই, কামতাপ বিনাশই, কৃষ্ণ সুখী করে সুবদনী॥ বিশ্ব সতী বন্দ্যা রমা, সে নহে যাহার সমা, রূপনব্যযৌবনসম্পদা। শীলততি মনো হরা, সুশীল অধিকতরা, নাশে কৃষ্ণ কামতাপ সদা॥ রহে নৃত্য সুসঙ্গতা, নর্ম্মকলাসুপণ্ডিতা, প্রেম রূপ রস যে অধিকা। সদ্গুণাদি সুমণ্ডিতা, বিশ্বনব্যসুযোজিতা, গোপীবৃন্দ নিয়োজে অধিকা॥ স্বেদ কম্প কণ্টকাদি, অশ্রু হর্ষ গদগাদি, হর্ষ বাম্য ভাব বিভূষিতা। নানা রত্ন আভরণ, প্রতি অঙ্গে বিধারণ, কৃষ্ণ নেত্র করয়ে তুষ্টিতা॥ কৃষ্ণ বৃত্তি সর্ব্বক্ষণে, দৈন্য সচাপল্য গণে, ভাবরন্দ রহয়ে মোহিতা। যত্ন

লব্ধ কৃষ্ণ সঙ্গ, নানান বিলাস রঙ্গ, করি শীঘ্র না হয় নির্গতা ॥ এইত রাধিকা গুণ, যেবা গায় অনুক্ষণ, সেই জন পায় সে চরণ। শৈল-আদি নারীগণ, দুর্ল্লভ সে সব ধন, রাধাকৃষ্ণ চরণ সেবন ॥ সঙ্গে সব সখীগণ, রাধাকৃষ্ণ সুসেবন, করে যেবা করয়ে শ্রবণ। বৃন্দাবন মাঝে রহে, এ যদুনন্দন কহে, হয়ে দোঁহা দাসের ভাজন ॥

শুকশারীমুখে এই কৃষ্ণগুণমালা। বর্ণন শুনিয়া সবে আনন্দ পাইলা ॥ আনন্দ সমুদ্র মাঝে মগন হইলা। বিস্ময় পাইয়া মনে ক্ষণেক রহিলা ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা রসময়। সদা পান করে যেই ভাগ্যবান হয় ॥ রাধকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদু-নন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নবিলাসে শ্রীরাধাকৃষ্ণ
গুণ বর্ণন নামক সপ্তদশ সর্গ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

"অথ শ্রীতেশ্বরী কীরনাদায় বৎসলা করে।
অপাঠয়ল্লালয়ন্তী তং কৃষ্ণশ্চ শারিকাম॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ॥ জয় জয় শ্রীরূপ জয় শ্রীসনাতন। জয় জয় শ্রীরঘুনাথ ভট্টের চরণ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ভক্তগণ সুখ। জয় রঘুনাথ শ্রীজীব জীবনাথ॥ জয় বৃন্দা ঠাকুরাণী জয় ব্রজবাসী। জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা সদা সুধারাশি॥ জয় ব্রজাঙ্গনাগণ রাধা সখীবৃন্দ। সবে প্রেম দাতা রাধাকৃষ্ণ পদদ্বন্দ্ব॥ অতঃপর প্রীত হঞা রাধা সুবদনী। লালন করয়ে শুকে লয়ে নিজ পাণি॥ তৈছে কৃষ্ণ শারী পক্ষ লয়ে নিজ করে। বাৎসল্যাদি করি দুহুঁ পড়ায় দোঁহারে॥ কীর লয়ে প্রথমে পড়ায় সুবদনী। সবার আনন্দ হৈল যেই কথা শুনি॥

যথা রাগ। পড় কীরাভীরবীর নীরদাভতনু ধীর, গিরীন্দ্র ধরিল রসরাজে। সদা যেই কুণ্ডতীরে, মনোহর সুকুটীরে, বিলসয়ে সুমোহন রাজে। কহ রসকল্পতরু শ্যাম। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত, কুলবতী উনমত, ব্রজনারী কলঙ্কের ঠাম॥ ধ্রু॥ সদ্‌গুণমণিমূল, তরুণী-মাদকপূর, সুমধুর মধুর অধরে। সুন্দর শেখর বর, শুচি রস সুসাগর, ব্রজকুল নন্দন নাগরে॥ অঘ বক শকটক, ভব ভয় বিনাশক, কমলজ মদ হর পদে। চরণ কমল দল, প্রণত শরণ ফল, পড় খগ জয় জয় নাদে॥ সুন্দর নূপুর ধ্বনি, কলহংস ধ্বনি জিনি, সর্ব্বগুণ গম্ভীর মুরারি। মুরারি রণের বীর, পর্ব্বতধারণ ধীর, হীরা হারে কণ্ঠের মাধুরী॥ বিহরে কালিন্দীজলে, অতি রসসুকল্লোলে, সুমত্ত বারণ রসরাজে। রমণী করিণী সঙ্গে, মোহন বিলাসরঙ্গে, গিরি কুঞ্জ মন্দির বিরাজে॥ বিলাস অমৃতসিন্ধু, তরঙ্গের এক বিন্দু, ত্রিভুবন প্লাবনে মাতায়। চঞ্চল কুণ্ডলযুগ, সে গোবিন্দপদযুগ, চিন্ত কীর

দীপ্তরসকায়॥ কহ কৃষ্ণ সুধাসার, সর্ব্ব সুধাময়াগার, ব্রজনারীগণ প্রাণসম। এ যত্নুনন্দন মনে, যতন করিয়া গণে, তেঞি লাগি তুয়া এত ভ্রম॥

পুনর্যথা রাগ। কৃষ্ণ কহে শুন শারী, স্তব কর মনোহারি, বারিজবরণী ধনি রাধে। জগন্নারী গর্ববহারি, গুণদাত্রী সুকুমারী, কৃষ্ণপ্রিয়া সাধে কৃষ্ণসাধে॥ সখী হে সকল রমণীমণি রাই। প্রিয়াগণ কত মোর, তাহাতে নাহিক ওর, সবা হৈতে যেহ অধিকাই॥ ধ্রু॥ সুনাগরী হে রাধিকে, কৃষ্ণচিত্তমরালিকে, কহ সারী ধনী তুহুঁ ধন্যা। ত্রিজগত্তরুণীশ্রেণী, কলাশিক্ষা শিষ্যা মানি, ভুবন ভরিল যশবন্যা॥ সব গুণমণি খনি, প্রেমসুধামণি ধনি, ত্রিভুবন মধ্যে সাধ্বী বন্দ্যা। ভুবনপূজিতা ধনি, বৃন্দাবনরাজরাণী, লক্ষ্মী জিনি স্বয়ং লক্ষ্মী ছন্দা॥ সর্ব্বসল্লক্ষণময়ী, সুসদ্গুণ সুসঞ্চয়ী, অন্য প্রণয়িনী নিরমলা। অজিত কমল বশ, হেন প্রেম সুধারস, স্বয়ং লক্ষ্মী আর সব কলা॥ রাসে নৃত্য বেশ হাস, সৎকলাদি গুণাবাস, প্রেম নব্য রূপ ভব্য ধনী। বল্লবীগণের ঈশ, নাগরেন্দ্র অহর্নিশ, পূরে বাঞ্ছা রাধা গুণমণি॥ ধরাধরধারী ধীর, ধুরন্ধরবর বীর, ধীরাধীরা রাধার অধরে। নিজাধর ধরি ধরি, নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ করি, অনুক্ষণ ভাবয়ে অন্তরে॥ কুণ্ডতীরে তীরে নিতি, করিতে একত্র স্থিতি, ভ্রমে কৃষ্ণ রাইর লাগিয়া। তীরে তীরে গান করে, না পাইলে প্রাণ পুড়ে, পড় শারী এসব কহিয়া॥ কহ রাই কৃষ্ণপ্রাণ, রাই কৃষ্ণের দুনয়ান, রাই কৃষ্ণ গলে চম্পামালা। এ যদুনন্দন মনে, কহে এই নহে আনে, যাতে রস সুরঙ্গ ধরিলা॥

কৃষ্ণ হস্ত হৈতে শারী রাই করে গেলা। তৈছে শুক কৃষ্ণ হস্তে যাইয়া পড়িলা॥ তবে রাই পুনর্ব্বার শারীকে পড়ায়। শুনি সখী সব মনে সর্ব্বসুখ পায়॥ পড় শারী কৃষ্ণলীলা অতি নিরমলে। চন্দন কর্কা হীরা চন্দ্র মোহ করে॥ তমাল জলদ অলি জিনি অঙ্গ ভাস। রস জিনি মকরন্দ সুপদ্ম বিকাশ॥ নর্ত্তক গোকুল চন্দ্র কীর্ত্তি বংশী খুণে। জর্জ্জর করিল হৃদি বংশ নারীগণে॥ সরসীর চিত্তে যেন

সরারির ধ্বনি। শুনিয়া উন্মত্ত হয় মানিয়া নিস্বনি॥ সুশীল বনিতা যত গোপনারীগণে। নীবীবিস্রংসয়ে যার মুরলীর গানে॥ শুন শারী তারে স্তব কর সাবধানে। মঙ্গল হইবে সব যাহার স্তবনে॥ তবে কৃষ্ণ কহে কীর পড় সাবধানে। যাতে সুখী হয় মন সর্ব্বজনে শুনে॥ কৃষ্ণের অগ্রেতে সব গোপসাধ্বীগণ। চিত্তের সহিতে ব্যক্ত না করে স্তবন॥ সরসী তীরেতে দোলা বিলাস করিতে। গোবিন্দ বিহরে সব রমণী সহিতে॥ পদ্মতলে নীর তার কণা যে পবন। মন্দ মন্দ লঞা তাহা সুখী করে মন॥ পড় কীর সখী সঙ্গে প্রতি দিনে দিনে। উৎকণ্ঠাতে আসি সঙ্গ করে কৃষ্ণ সনে॥ পড় কীর কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকা আনন। যেই হৈতে আর্ত্তি করি করিল চুম্বন॥ সেই হৈতে ওষ্ঠাধর তৃষিত হইল। নিরন্তর তৃষ্ণা তার ক্ষণে না ঘুচিল॥ এই রূপে শুক শারী দোঁহে পড়াইল। দ্রাক্ষা সুদাড়িম্ব বীজ খগে খাওয়াইল॥ প্রীত হয়ে দোঁহে দোঁহা বৃন্দা হস্তে দিল। সে শুক শারিকা বৃক্ষডালেতে বসিল॥ এথা পাশা খেলে ইচ্ছা হইল দোঁহার। সুদেবীর হরিৎকুঞ্জে প্রবেশ সবার॥ চিত্রকোঠা আছে তার নিকটে আসন। কৃষ্ণ এক দিগে অন্য রাই সখীগণ॥ হিত-দায় উপদেশে বটু আর ললিতা। সুদেবী সুবল পার্শ্বে চালক অধিকা॥ নান্দীমুখী কুন্দলতা মধ্যস্থ হইলা। শ্যাম পীত পাশা গোরি শ্যাম যে লইলা॥

যথা রাগ। রাধাকৃষ্ণ পাশা খেলে, নিজ চিত্ত কুতূহলে, পণ লৈল সুরঙ্গ রঙ্গিণী। পহিলে গোবিন্দ জিনে, বটু আনন্দিত মনে, বান্ধি লৈয়া রাখে সে হরিণী॥ সখী হে দেখ দেখ রাধাকৃষ্ণ রঙ্গে। পাশাটি ধরিয়া করে, নিজ জয় বাঞ্ছি ডারে, তনু ভরে আনন্দ অন্তরে॥ ধ্রু॥ রাধাকৃষ্ণ খেলে পুন, মুরলী পাশক পণ, দ্বিতীয়া জিনিলা সুবদনী। আনন্দে ললিতা যাঞা, কৃষ্ণ হাতে হৈতে লৈয়া, লুকাইয়া রাখে বংশী আনি॥ কৃষ্ণরাধা পুনর্ব্বার, খেলে পুনঃ তৃতীয় বার, হেনকালে বটু মিথ্যা করি। কৃষ্ণ উপদেশে দাদে, করিবারে অনুষ্ঠানে, কহে কৃষ্ণ মার এক শারী॥ কলোক্তি শারিকা শুনি,

ভয়ে কহে ঠাকুরাণী, বৃক্ষ শাখা আগে উড়ি যায়। রাধাকৃষ্ণ তাহা দেখি, কৌতুকে মিলিয়া আঁখি, হাসে সবে আনন্দ হিয়ায়॥ হাসে কোলাহল রসে, সব সখীগণ হাসে, হেনকালে কৈতবী শ্রীহরি। দীনে দানে পাশা মারে, হাসি কৃষ্ণ ডাকি বলে, জিনিলাম দেখহ বিচারি॥ তাহা শুনি সুনয়নী, দান ফেলে মনোমানি, কৃষ্ণ পাশা সে দানে বান্ধিলা। পাশ বান্ধি হাসে ধনী, কহয়ে জিনিল আমি, দেখিয়া ললিতা সুখী হৈলা॥ কৃষ্ণ হার লৈতে ধনী, পসারয়ে নিজ পাণি, কৃষ্ণ কর বারে নিজ করে। বটু কুন্দলতা সনে, সুবল আর সখীগণে, হাস্য সহ বাদাবাদি করে॥ বৃন্দা নান্দীমুখী মাঝে, কহে মধ্যাহ্নের কাজে, অন্য চিত্তে কিছু দেখি নাই। সাম্য হও দুই জনে, হার রহু তুহু স্থানে, পুনঃ গেল কলহ ঘুচাই॥ চতুর্থে রাখিলা পণ, নিজ সহচরীগণ, রাধিকার জয় অনুমানি। বটু সশঙ্কিত হিয়া, চালে পাশা শঙ্কা পাঞা, গোবিন্দের হীন দান জানি॥ জিনিল জিনিল কহি, এক কৈল পাশা দুই, দেখি রোষ কৈলা সখীগণে। বটুকে বন্ধন কাজে, সব সখীগণ সাজে, অত্যন্ত কলহ বটু সনে॥ পাশা রহু কৃষ্ণ কহে, চালিতে কলহ হয়ে, প্রবর্ত্ত হউক খেলা দায়। কিবা ফেল তুমি দান, কিবা আমি ফেলি দান, দান মধ্যে জয় পরাজয়॥ তব সম চারি দান, আমার বিষম দান, তার মধ্যে বামপক্ষ তোমার। এমতে তোমার পক্ষ, আমারও হইল পক্ষ, এই দশ দান জান সার॥ যে দান পড়য়ে এবে, যেই জন জিনে তবে, তত অঙ্গ সে জন লইবে। এই সব পণ করি, খেলা আরম্ভিল হরি, ক্রমে এই পণ কৈল সবে॥ রাই ফেলাইলা দান, পড়িল সে দশ নাম, দেখি হাসে সব সখীগণ। বিষন্নের প্রায় হরি, কহে রাইমুখ হেরি, জিনিলেত লও নিজ পণ॥ বাহু বাহু কর এক, বুকে বুকে পরতেক, করে কর অধরে অধর। গণ্ডে গণ্ডে এক কর, মোর ওষ্ঠে ওষ্ঠ ধর, মুখে মুখ কর আপনার॥ এত শুনি হাসি ধনী, কুন্দলতা প্রতি বাণী, কহে শুন সখী কুন্দলতা। খেলাতে জিনিল আমি, নিজ দ্রব্য লও তুমি, করি নিজ সঙ্গের সঙ্গতা॥ তবে কৃষ্ণ ফেলে দান, পড়িল চৌপক্ষ নাম, হরষিতা কুন্দলতা কহে। কৃষ্ণ জয়

লেশ পায়ে, মহা মহোৎসুখ হৈয়ে, অতি গর্ব্ববাণী প্রকাশয়ে॥ নয়ন যুগল আর, কপোল যুগেতে ভাল, কুচযুগ দন্ত বাস মুখে। নিজাধর ওষ্ঠ দিয়া, এই অঙ্গ পরশিয়া, নিজপণ লও তুমি সুখে॥ রাখিল্কার দশ দান, আছে কুন্দলতা স্থান, ললিতা কহয়ে তাহা জানি। চৌপঞ্চ তোমার দান, শুন কৃষ্ণ মনোমান, কুন্দলতা স্থানে লও তুমি॥ তবে যে রহিল এক, পাছে হবে পরতেক, কোন দানে শোধ দিবে তায়। শুনি হাসে সখীগণ, কুন্দলতা আনমন, এই মত নানা রঙ্গ হয়॥ শুনি কুন্দলতা বলে, ললিতা কপোল মূলে, সেই দান রাখিয়াছি আমি। শুন কৃষ্ণ যত্ন করি, আপন অধর ধরি, নিজ পণ লও বলে তুমি॥ শুনি কুন্দলতা বাণী, হরষিত ব্রজমণি, ললিতা চুম্বন মুখী হৈলা। হেনকালে হাসি ধনি, সুদেশ বামঞ্চ বাণী, কহিয়া পাশাটী ফেলাইলা॥ শুনি কৃষ্ণ ছল করি, যে আজ্ঞা তোমার বলি, বামগণ্ডে ললিতা দংশয়। বিমুখী ললিতা অতি, সেই কুন্দলতা প্রতি, ক্রোধিত হইয়া অতিশয়॥ তবে কৃষ্ণ রাই প্রতি, কহেন আনন্দ মতি, খেলাতে জিনিল দেও পণ। এত কহি নিজ মুখে, ধরি রাই মুখ সুখে, অতিশয় করেন চুম্বন॥ চঞ্চল নয়ন ধনি, ভর্ৎসে গদ গদ বাণী, সস্মিত রোদন মিশ্র তাতে। কুটিল ভুরুর ভঙ্গী, কৃষ্ণ তাহা দেখি রঙ্গী, বারে ধনি কৃষ্ণ কর হাতে॥ নানান প্রবন্ধ করি, পাশা খেলি শ্রীহরি, পরম প্রেয়সী করি সঙ্গে। হাস পরিহাস রসে, অমৃত সাগরে ভাসে, এ যদুনন্দন কহে রঙ্গে॥

এই রূপে কৃষ্ণ পাশা খেলে প্রিয়া সঙ্গে। সূক্ষ্মধী শারিকা আইলা হেনই সময়ে॥ আসি কহে জটিলার আগমন হৈল। জটিলার নামে সবে শঙ্কা বহু পাইল॥ কুঞ্জেনরাত্তিধ কুঞ্জে শীঘ্র চলি আইলা। কুন্দলতা সেইখানে গোবিন্দ রাখিলা॥ রাই লয়ে আইলা সূর্য্য মন্দির ভিতরে। পশ্চাৎ আসিয়া তথা জটিলা উত্তরে॥ আসি কুন্দলতা প্রতি কহে ব্যাজ কেনে। কুন্দলতা কহে বিপ্র না মিলে এখানে॥ সবে এক বিপ্র তাতে যুবতীর গণ। করিয়া লইয়া গেল তারে নিমন্ত্রণ॥ গর্গ শিষ্য এক আইলা মথুরা হইতে। বিশ্বশর্ম্মা নাম সূর্য্য পূজায় পণ্ডিতে॥ কৃষ্ণ বাক্যে কৃষ্ণসনে বনে ধেনু পালে।

শ্যামকুণ্ডে আইলা সবে স্নান করিবারে ॥ প্রার্থনা করিয়া তারে আনি-বার কালে। বটু তারে কটু কহি আসিতে না দিলে ॥ তোমার কটুতা কথা পথে শুনাইল। এইত কারণে বিপ্র এথা না আইল ॥ বৃন্দা কহে এবে তেঁহ আছে কোন স্থানে। কুন্দলতা কহে ফিরে শ্যামকুণ্ড বনে ॥ পুনঃ বৃন্দা কহে যায়ে আন যত্ন করি। তেঁহো কহে না আইসে তুয়া দোষ বলে ॥ তবে বৃন্দা যত্ন করি ধনিষ্ঠারে বলে। একা না আইসে তবে আনহ দোঁহারে ॥ মিষ্টান্ন ভোজন বহু দক্ষিণা সহিয়া। আনহ তাহারে মধুমঙ্গলে লইয়া ॥ এই রূপে বৃন্দা যদি দুই তিন বার। যত্ন করি কহিলেন বটু আনিবার ॥ শুনিয়া ধনিষ্ঠা শীঘ্র গমন করিলা। ব্রহ্মবেশে বেদমূর্ত্তি কৃষ্ণ লয়ে আইলা ॥ বটু সঙ্গে করি যদি গোবিন্দ আইলা। বৃন্দা মান্য পূজা তার অনেক করিলা ॥ তিঁহ তারে আশীর্ব্বাদ অনেক করিলা। পুত্রবধূ ধেনুগণ মঙ্গল কহিলা ॥ পূজারম্ভে কৃষ্ণ তবে পুছে বৃন্দা স্থানে। কি নাম বধূর তাহা কহত আপনে ॥ বৃন্দা কহে রাধা নাম বিখ্যাত ইহার। শুনি কৃষ্ণ মনে অতি হৈল চমৎকার ॥ কৃষ্ণ কহে এহো হয় সেই গুণবতী। যাহার সতীত্ব যশ ভুবনে খেয়াতি ॥ মথুরা নগরে শুনি গুণগ্রাম যার। ধন্য তুমি বৃন্দা হেন বধূ সে তোমার ॥ এত কহি রাই প্রতি কহেন মুরারি। শিরাবৃত বস্ত্রে মিত্র পূজা নাহি করি ॥ কুন্দলতা রাই শিরের বস্ত্র নামাইলা। শোভা দেখি কৃষ্ণ অঙ্গ পুলকে ভরিলা ॥ কহে নারী না পরশি যাজ্ঞিক লাগিয়া। বরণ করহ আমা কুশাগ্র ছুঁইয়া ॥ জগত মঙ্গল গোত্র মোর উচ্চারহ। শুচি বিপ্রবর শুচি পুনর্ব্বার কহ ॥ তুমি বিশ্বশর্ম্মা পুরোহিত যে আমার। মিত্র-পূজা কাজে কৈনু বরণ তোমার ॥ তবে কহ তাস্বৎ অতনু অন্ধকার। অনুরাগী লাগি তাহা করহ সংহার ॥ আগে মিত্র পদ্মিনীর সুবান্ধব তুমি। তোমার চরণদ্বয়ে প্রণমিয়ে আমি ॥ এই মন্ত্রে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দিয়া। নমস্কার কর নমো মিত্রায় বলিয়া ॥ তবে কহে সৌরাংশুক তব পূজাচরি। পূর্ণ কর যাহা আমি অভিলাষ করি ॥ স্তুতি বেদ পাঠ করে সে মধুমঙ্গলে। পূজা পূর্ণ দিয়া রাই প্রতি কিছু

বলে॥ গোপতি যজ্ঞের পূর্ণ হইল তোমার। নিজ গোত্র পুরোহিত অর্পণ বিচার॥ আমাকেত গোধনাদি দেহ বহু করি। এত শুনি বৃন্দা আনি দিব্য পাত্রে ভরি॥ রাধিকার স্বর্ণাঙ্গুরি নৈবেদ্যের সঙ্গে। আনন্দে দক্ষিণা দিলা কৃষ্ণে বহু রঙ্গে॥ বৃন্দা ভক্তি দেখি কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া। কি কাজ নৈবেদ্য স্বর্ণ অঙ্গুরী লইয়া॥ একান্ত বৈষ্ণব আমি অন্য দেবশেষ। ভক্ষণ না করি ইহা জানিহ বিশেষ॥ শুদ্ধ বৃত্তি অন্য বর্ণ অর্থ না লইয়ে। গর্গ মুনির শিষ্য আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়ে॥ জ্যোতিষ সামুদ্রিক আমি জানিয়ে সকল। ব্রজবাসী প্রীতি মোর দক্ষিণা কেবল॥ তবেত জটিলা গুণ শুনিয়া তাহার। কুন্দলতার কর্ণ লাগি পুছয়ে বিচার॥ তবে কুন্দলতা আসি কহে কৃষ্ণ কাছে। বধূ হস্ত দেখি ফল বল বৃন্দা যাচে॥ কৃষ্ণ কহে আমি কভু যুবতীর অঙ্গ। দর্শন না করি এই আছয়ে নির্ব্বন্ধ॥ তথাপিহ তোমা সবার আগ্রহ লাগিয়া। দূরে হৈতে মেল তুমি হস্ত তার গিয়া॥ তবে কুন্দলতা রাই হস্ত প্রসারিল। দেখি কৃষ্ণের কম্প অশ্রু পুলক হইল॥ অত্যন্ত বিস্ময় হব আচ্ছাদন করি। কহে স্বয়ং লক্ষ্মী চিহ্ন সকলি ইহারি॥ ইহো যবে যাঁরে হয় প্রসন্ন নয়ান। সব সুসম্পত্তি তবে হয় বিদ্যমান॥ যেখানে রহয়ে এই বধূ যে তোমার। সেখানে সম্পত্তি সব মঙ্গল সঞ্চার॥ কি নাম তোমার পুত্রের কহত নিশ্চয়। বৃন্দা কহে অভিমন্যু নাম তার হয়॥ তার নাম শুনি কৃষ্ণ গণনা করিলা। গণনা করিয়া অতি চিন্তিত হইলা॥ তুয়া পুত্র আয়ু মধ্যে বহু বিঘ্নগণ। আছয়ে দেখিল আমি করিয়া গণন॥ এই সাধ্বী প্রভাবেতে বিঘ্ন নাহি হয়। এত শুনি বৃন্দা চিত্তে আনন্দ বাড়য়॥ রাই রত্ন সুমুদ্রিকা মূল্য নাহি তার। সন্তোষ পাইয়া ধরে অগ্রেত অহার॥ এইত সময়ে তথা সুবল আইলা। চল বিশ্বশর্ম্মা তোমা কৃষ্ণ বোলাইলা॥ পয়ঃফেণ ফল আদি ভোজন লাগিয়া। তোমার অপেক্ষা করে সামগ্রী লইয়া॥ তিঁহো কহে অন্য জল অন্ন না খাইয়ে। ব্রাহ্মণের গৃহে আমি ভোজন করিয়ে॥ গর্গ কন্যা আমা আজি নিম-ন্ত্রণ কৈল। শীঘ্র তথা যাব এই নির্ণয় কহিল॥ শুন বটু লও তুমি

নৈবেদ্যাদি যত। শুনিতেই বটু মনে হৈলা হরষিত॥ বৃন্দাকে কহেন স্বস্তিবাচন দক্ষিণা। আমাকেত দেহ মিত্র পূজা যজ্ঞ পূর্ণা॥ শুনি বৃন্দা নিজ হেমাঙ্গুরী তারে দিলা। তাহা পায়ে নিজ বক্ষ বাহু বাজাইলা॥ নৈবেদ্য লইয়া নিজ অঞ্চলে বান্ধিলা। বৃন্দার প্রার্থনায় কৃষ্ণে কহিতে লাগিলা॥ দক্ষিণা না নিলে নহে ব্রতের পূর্ণতা। কৃপা করি লও তুমি দক্ষিণা সর্ব্বথা॥ তোমার না রহে কাজ দিবে অন্য দ্বিজে। না লইলে ব্রতিনীর অমঙ্গল ভজে॥ এত বলি হাসি সেই শ্রীমধুমঙ্গল। অঞ্চলে বান্ধিলা দুই মুদ্রিকা সুন্দর॥ কৃষ্ণ নিষেধয়ে তারে কহে যত দোষ। আমার সকল দাও নহে অসন্তোষ॥ তবেত জটিলা কৃষ্ণে কহে মান্য করি। যবে আইস মোর ভাগ্যে এই ব্রজপুরী॥ সূর্য্য পূজাইবে তুমি আমার বধূরে। অনেক দক্ষিণা দান করিব তোমারে॥ এত কহি বৃন্দা কৃষ্ণে প্রণাম করিলা। বটুকে প্রণমি সুখে গৃহেরে চলিলা॥ রাধিকা সুন্দরী সব সখীগণ লৈয়া। চলিলা আপন গৃহে বিমনা হইয়া॥ ললিতার সঙ্গে কথা আলাপন ছলে। গ্রীবা ফিরাইয়া কৃষ্ণ মুখাব্জ নেহালে॥ পুনঃ পুনঃ পিয়ে কৃষ্ণ মুখাব্জ মাধুরী। তৃপ্ত নহে তৃষ্ণা বাঢ়ে নয়ন চকোরী॥ রাই তনু হেম ঘটী অতি মনোহরা। পূর্ণ কৈল স্নিগ্ধ দুধ কৃষ্ণ রসলীলা॥ তাহা দেখি সখীগণ সুনয়ন বৃন্দ। জুড়ায়ে সঘন চিত্তে পরম আনন্দ॥ সেই রাই তনু এবে গোবিন্দ বিরহে। বিরস বিবর্ণ দেখি সখী তাপ পায়ে॥ রাধিকার সঙ্গ চন্দ্রে গোবিন্দের তনু। প্রফুল্ল হইল নীল উতপল জনু॥ এবে রাই বিচ্ছেদার্ক উদয় হইল। সেই কৃষ্ণ তনু ক্ষণে ম্লান হৈয়া গেল॥ ঐছে কৃষ্ণ সখা সঙ্গে বিমনা হইয়া। সখাগণ মাঝে শীঘ্র উত্তরিলা গিয়া॥ সখাগণ ধায়ে আসি কৃষ্ণ পরশয়। আমি আগে ছুইল বলি হৃষ্ট হৈয়া কয়॥ সখা কহে গেলা আমা সবাকে ছাড়িয়া। বহু দুঃখ পাই সবে তোমা না দেখিয়া॥ তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ সহনে না যায়। ব্যক্ত কাঠিন্যতা তুয়া নহিল হিয়ায়॥ অত্যন্ত বৈকল্য পায়ে তোমা অন্বেষিতে। গমন উদ্যোগ মাত্র লাগিল করিতে॥ হেনই সময়ে তুমি ক্ষণার্দ্ধে আইলা। আসিয়া কৌমল্য প্রেম প্রকাশ করিলা॥

রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ মধ্যাহ্ন বিলাস। দুর্ব্বিগাহ সুখাসিন্ধু লীলা মনোল্লাস॥ পারাবার শূন্য সর্ব্ব রসময় লীলা। শ্রীরূপানুগ্রহ বায় যে কিছু আনিলা॥ মোর ভাগ্যে তার কণা তটেত থাকিয়া। পরশ করিল আত্ম পবিত্র লাগিয়া॥ এইত কহিল কৃষ্ণের মধ্যাহ্ন বিলাস। গোবিন্দলীলামৃতে যাহা হইল প্রকাশ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণ সঙ্গে স্থিতি। সাক্ষাতে দেখিয়া লীলা বিস্তারিলা অতি॥ তাঁহার চরণদ্বয় করিয়ে বন্দনা। তাঁর পায়ে রহু মোর অপরাধ ঘটনা॥ সমাপ্তি করিল এই মধ্যাহ্ন বিলাস। ইহা যেই শুনে তার সর্ব্ব তাপ নাশ॥

গোবিন্দচরিতামৃত শ্রব পুনঃ পুনঃ। সদা আস্বাদয়ে যার ভাগ্য পুঞ্জপূর॥ রাধাকৃষ্ণ পদ সব যজমান অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে পাশক খেলা সূর্য্য পূজাদি বর্ণন নামক অষ্টাদশ সর্গ॥ ১৮॥

একোনবিংশ সর্গ।

"শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কৢপ্তনানোপহারাং,
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাম্।
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্ণে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ,
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়। জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রিয় ·জয়॥ জয় রূপেশ্বর জয় সনাতন প্র । তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥ দুর্ব্বাসনা দুর্গতি ম দুরাচার। তোমা বিনু ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি আর॥ কৃপা ধি লইনু শরণ। তোমা না ভজিনু মুঞি বড়ই অধম॥ এবে কহি অপরাহ্ণলীলারসক্রম। যাহা শুনি সুখী হয় ব্রজবাসিগণ॥

যথা রাগ। তবে রাই সখী মেলা, বিমনা গৃহেরে আইলা, উপহার কৈলা কৃষ্ণ লাগি। অপরাহ্নে স্নান কৈলা, অঙ্গ বেশ বনাইলা, কৃষ্ণ মুখ দেখি গেল আগি॥ পরম আনন্দ ভরে, বনপথ নাহি হেরে, আগুবাড়ি দেখিল গোবিন্দে। নয়নে নিমিষ পড়ে, তাতে বিধি নিন্দা করে, এইরূপে বাড়িল আনন্দে॥ কৃষ্ণ অপরাহ্ণ কালে, ধেনু মিত্র লৈয়া চলে, ব্রজবাসী করিবারে সুখী। সখা সঙ্গে নানা রঙ্গ, নানাবিধ কথা ছন্দ, শৃঙ্গ বেণু সাজে পাখা শিখি॥ রাধিকার মুখ দেখি, আনন্দে ভরিল আঁখি, অতি তৃপ্ত হৈয়া গেল মনে। পিতা আদি গুরুজনে, কৈল বহু লালনে, অনেক লালিলা মাতাগণে॥ এই অপরাহ্ণ লীলা, সূত্র অতি মনোহরা, স্মরণ করিয়া হিয়া মাঝে। ইহার বিস্তর কহি, সংক্ষেপার্থ রসময়ী, কহিতে না উঠে শঙ্কা লাজে॥

সব সখাগণ যদি কৃষ্ণ লাগি পাইলা। আপন স্বভাব সবে প্রকাশ করিলা॥ শৃঙ্গ দল বেণু বীণা সব সখা লৈল। নানান লাবণ্য বেশে কৃষ্ণ সেবা কৈল॥ সংলাপানুলাপ কেহ প্রলাপ করয়ে। কেহ বিপ্রলাপ করে সংলাপাদি ময়ে॥ কেহ সুপ্রলাপ করে কেহ বিলাপয়ে। কেহ

আলাপন করে আনন্দ হৃদয়ে॥ অস্পষ্ট কহয়ে কেহ নিরস্ত ভাষিতে। কেহ মিথ্যা কহে অন্তে প্রিয় সম্বরিতে॥ উপালম্ভ কহে কেহ উৎকণ্ঠা বচন। কেহ স্তুতি গর্ব্ব করে কেহত নিন্দন॥ গূঢ় বাক্য পরিহাসে কহে অন্য জন। কেহ প্রহেলিকা কহে সুন্দর বচন॥ কেহ চিত্র বাক্যে কহে সমস্যাদি দান। কেহত সমস্যা পূরে দিয়েত প্রমাণ॥ এইরূপে সখাগণ হাসয়ে হাসায়। দেখি কৃষ্ণ বলরাম অতি সুখ পায়॥ শ্রীমধুমঙ্গল নিজ উত্তরী বসনে। নৈবেদ্য বান্ধিয়া রাখে করিয়া গোপনে॥ যেন চৌর্য্যধন কেহ রাখে যত্ন করি। দেখি প্রশ্ন করে রাম অতি কুতূহলী॥ কহ বটু তোমার বসনে কিবা হয়ে। বটু কহে দিবাকর নৈবেদ্য আছয়ে॥ পুনঃ পুছে বলরাম পাইলা কোন স্থানে। বটু কহে দিল মোরে সব যজমানে॥ পুনঃ হাসি রাম পুছে কোন যজমান। বটু কহে সব ব্রজ কত নিব নাম॥ আজি শুভ বার হয় সূর্য্যের বাসর। পূজা করি কতজন পাইল কত বর॥ পুনঃ রাম কহে খোল দেখি কিবা হয়ে। বটু কহে লোভী সখা খুলিতে নারিয়ে॥ সখাগণে কিছু দেহ পুনঃ রাম কহে। আপনেহ কিছু খাও এই বিধি হয়ে॥ বটু কহে ইহা আমি দিতে না পারিয়ে। আপনি খাইব ইহা ক্ষুধা বহু হয়ে॥ রাম কহে কাড়ি লঞা খাইব সবাই। বটু কহে তারে মোর তৃণ জ্ঞান নাই॥ তোমারেহ তৃণ জ্ঞান না করিয়ে আমি। সর্ব্ব বর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি বিচারিলে জানি॥ শুনি সখা প্রতি রাম ইঙ্গিত করিলা। সব সখাগণ আসি বটুরে বেড়িলা॥ বিনয় করিয়া আগে যাচয়ে তাহারে। অবজ্ঞা করিয়া বটু কর্ণে নাহি করে॥ কেহ কেহ বটু পৃষ্ঠ দেশেতে যাইয়া। দুই নেত্র আচ্ছাদিল দুই হস্ত দিয়া॥ কোন সখা বস্ত্রসহ নৈবেদ্য লইয়া। সুবর্ণমুদ্রিকা লঞা যতনে রাখিলা॥ এইরূপে লুট পুট কৈল সখাগণ। কেহ পাছে যাঞা কাছা করিল মোচন॥ কেহ আগে আসি কোচা খসাইয়া ফেলে। কেহ পাশে আসি পাগ নিল নিজ বলে॥ কেহ আসি কেশবন্ধ খসাইল তার। কেহ বেণু নিল যষ্টি নিল কেহ আর॥ সব দ্রব্য লৈয়া সবে যাইয়া পলায়। নপুংসক বটু পাছে নগ্ন হৈয়া ধায়॥ রোদন করয়ে উচ্চ

হাসয়ে অপার। গর্জ্জন করয়ে তর্জ্জে কহে ভাল ভাল॥ পরিহাস করয়ে কত দিব্য দেই কত। কৃষ্ণ হস্ত যষ্টি লইয়া ধায় উনমত॥ লগুড়ালগুড়ি যুদ্ধ কৈলা কারো সনে। বাহু যুদ্ধ করে কারো সঙ্কেত গতনে॥ তবে কৃষ্ণ আলিঙ্গন করিয়া তাহারে। নিরস্ত করিল আর যত সহচরে॥ বেণু যষ্টি বস্ত্র আদি সব দিয়াইল। মুদ্রিকা না পাঞা বটু অতি দুঃখী হৈল॥ রোষ করি সখাগণে শাপে অতিশয়। ব্রহ্মস্ব হরিয়া নিলে মহাপাপী হয়॥ সুবর্ণ মুদ্রিকা মোর চুরি করি নিলা। মোরে না ছুঁইহ কেহ অপবিত্র কৈলা॥ এই ব্রজে যাঞা আমি তোমা সবাকারে। প্রায়শ্চিত্ত করিবারে কহিব সবারে॥ এত কহি দ্রুত যায় ফুকার করিয়া। নিরস্ত করিলা রাম তাহারে ধরিয়া॥ তবে বটু রাম প্রতি কহিতে লাগিলা। এইত পাপের এবে তুমি কর্ত্তা হৈলা॥ প্রায়শ্চিত্ত নাহি কর যাবৎ পর্য্যন্ত। না ছুইব তুয়া তনু তাবৎ পর্য্যন্ত॥ এইরূপে নানা লীলা সখাগণ সঙ্গে। করে কৃষ্ণ প্রতি তরুতলে মহা রঙ্গে॥ অপরাহ্ন কালে সব ধেনুগণ লৈয়া। ব্রজে চলে স্থিরচর সানন্দ করিয়া॥ বৃন্দাবন হৈতে কৃষ্ণ ব্রজে যাইবারে। অতিশয় ত্বরা হৈল উৎকণ্ঠা অন্তরে॥ তবে কৃষ্ণ দেখে সব ধবলীরগণ। চরে সব ধেনু গিয়া অতি দূর বন॥ একত্র করিতে কৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত হৈয়া। বংশীধ্বনি করে সব ধেনু নাম লৈয়া॥ হরিণী রঙ্গিণী পদ্মা পদ্মগন্ধা আর। চমরী খঞ্জনী রম্ভা কজ্জলাক্ষী সার॥ ভ্রমরী সুনন্দা নন্দা সুনন্দাদি নাম। সরলী মারলী পালী ধূম্রা কন্যাখ্যান॥ পিয়ঙ্গী ধবলী গঙ্গা তুঙ্গী মনোরমা। বংশীপ্রিয়া সুকালিন্দী হংসী আর শ্যামা॥ কুরঙ্গী কপিলা গোদাবরী ইন্দুপ্রভা। ত্রিবেণী যমুনা শোণা শ্রেণী অতি শোভা॥ চন্দ্রাবলী সুনর্ম্মদা আদি ধেনুগণে। হিহি হিহি শব্দে কৃষ্ণ করেন আহ্বানে॥ ধেনুগণ মনে কৃষ্ণ পাছে পাছে মোর। এই লাগি হর্ষে ধেনু চরে নিরন্তর॥ বেণু গানে জানে এবে কৃষ্ণ আছে দূরে। তৃণে তৃপ্ত হঞা আছে সবার উদরে॥ দুগ্ধ পূর্ণ স্তনগণ কম্বলের ভার। ঊর্দ্ধ মুখ ঊর্দ্ধ পুচ্ছ ঊর্দ্ধ কর্ণ আর॥ প্রণয় মন্থর শীঘ্র গমন হুঙ্কারে। তৃণের কবল সবে দশনাগ্রে ধরে॥ এইরূপে কৃষ্ণ পাশে আইলা

ধেনুগণ। বেড়িলা গোবিন্দে তারা কে করু গণন॥ গণের অধ্যক্ষ গঙ্গা আদি ধেনু যত। গোবিন্দ সৌন্দর্য্য নেত্রে পিয়ে অবিরত॥ কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ লয় নাসা উর্দ্ধ করি। অঙ্গে অঙ্গ পরশয়ে হৃষ্টচিত্ত ভরি॥ জিহ্বাতে লেহন করে কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী। করিয়া হুঙ্কার যেন বাৎসল্যে আবরি॥ তার স্নেহ বশ হৈয়া নিজ হস্ততলে। মাঝে সব ধেনু তনু কণ্ডূয়ন করে॥ অতিশয় প্রেমে কৃষ্ণ হস্ত পরশিয়া। কহেন গোবিন্দ তারে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ শুন মাতৃকা তৃণে উদর ভরিল। দেখ দিন গেল এবে অপরাহ্ন হৈল॥ ক্ষুধাতে পীড়িত বৎস সকল তোমার। চল এবে ব্রজে যাই এই যে বিচার॥ এইরূপে কৃষ্ণ স্নেহে বিহ্বল হইয়া। বিচ্ছেদ করায় সবা যতন করিয়া॥ ব্রজ পথমুখী কৈলা সব ধেনুগণ। নানা ভেদ হৈয়া চলে ধেনু সনে ঘন॥ কোন ধেনু কণ্ঠে ঘণ্টা তাহাতে কিঙ্কিণী। বৃষ অগ্রগণ্য সেই চলে করি ধ্বনি॥ ডাহিনে চলয়ে ধেনু সুপঙ্ক্তি করিয়া॥ বামে চলে মহিষাদি সে শোভা দেখিয়া॥ স্বর্গী লোক সব চিত্তে ভ্রান্ত হৈয়া গেল। মন্দাকিনী যমুনার প্রবাহ মানিল॥ ধেনু বৃন্দ মন্দ মন্দ করয়ে গমন। বেণু গীত গান হয় সুধা বরিষণ॥ চঞ্চল অলকাগণে রেণু সব ভরে। দেখিতে কাহার হৃদি আনন্দ না করে॥ যাতে সখা নাহি সেই পথ পথ নহে। সে সখাতে কিবা যেই বিলাসজ্ঞ নহে॥ সে বিলাসে কিবা যাতে পরিহাস ঊন। সেই কর্ম্মে কিবা যাতে কৃষ্ণ সুখ শূন্য॥ বেণু গান করি মিত্র সঙ্গে চলি যায়। ধাঞা ধাঞা প্রতি বৃক্ষতলে বসে গায়॥ বহি বহি কেলিসুখ দেন বহুতর। দিয়া দিয়া পুনঃ হয় গমন তৎপর॥ ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেববৃন্দ। উপদেবগণ আর যতেক মুনীন্দ্র॥ কেহ পুষ্প বৃষ্টি কেহ প্রণতি করয়ে। কেহ নৃত্য করে কেহ গান বিস্তারয়ে॥ কেহ পুষ্পবৃষ্টি করে কেহ বাদ্য বায়। পথে পথে কৃষ্ণপূজা করি সবে যায়॥ তাহার লাগিয়া কৃষ্ণ স্বচ্ছন্দ বিহার। করিতে সঙ্কোচ পায় সঙ্গে সহচর॥ সকরুণ দৃষ্টি হাস্য সহ কৃষ্ণ মুখে। দর্শন লাগিয়া স্তব করে সব সুখে॥

যথা রাগ। প্রণমহ যশোদাসুত, হার গলে অদ্ভুত, গুণগণ উত্তম আলয়। অপার করুণাসিন্ধু, অতিশয় দীনবন্ধু, বিহার করয়ে রসময়॥ দাতা কল্পতরুবর, খলশ্রেণী প্রাণহর, নির্ব্বিকার সুন্দর শরীরে। অনন্ত নিকুঞ্জ স্থানে, প্রকাশয়ে সুখধামে, নিতাই বসন্ত সেবা করে॥ সখাসনে প্রীত কর, কুন্দসম দন্ত ধর, মুখাম্বুজে সুধাময় হাস। আমারে করুণা কর, শুন ওহে মুরহর, কৃপাদৃষ্টি কর পরকাশ॥ দিনান্তে নিশান্তে বনে, কর হয় নাগমনে, বিভাতয়ে মহান্তের গণে। দুষ্টে কালরূপ তুমি, শিষ্ট শান্ত চিত্ত তুমি, প্রণতি করি তোমার চরণে॥ সুধেনু সুবেণুশীল, সুশান্ত সুকুলশীল, সুকেশ সুবেশ মনোহরে। সুহাস সুচরিত্র নাট, সুমিত্র সহিত হাট, প্রণাম করিয়ে মহীতলে॥ অঘারি পুলিন্দর ধীর, বক অরি মহাবীর, ইন্দ্র গর্ব্ব কৈলে তুমি চুর। গিরিধর বর যারে, নিদানে শঙ্কর তারে, অপার বিহারে নাহি ওর॥ প্রবীণ অসুর মার, গরিষ্ঠ মহিমা ধর, প্রতিষ্ঠাতে ভরিল ভুবন। দেবগণে শ্রেষ্ঠ সার, বলিষ্ঠ দবিষ্ঠ আর, গুরুগণে কে করে গণন॥ গরিষ্ঠে সুমেরু সম, পটু হৈতে পটুতম, সুচরিত্র তীর্থ পবিত্রয়। খলারি ছেদক হরি, ভবাব্ধি তারণ তরী, সজ্জন হৃদয় সুখময়॥ নাশ সব দ্বেষিগণ, সুমিত্র প্রণত জন, বিচিত্র প্রভাব কেবা জানে। গোধন চারণ রঙ্গী, সুমিত্র করিয়া সঙ্গী, নানা লীলা করহ স্বজনে॥ ত্রৈলোক্য রাখিতে মন, খল কৈলা বিধ্বংসন, কৃপা দৃষ্টি কর আমা প্রতি। এইরূপে দেবগণ, নানা করয়ে স্তবন, শুনি কৃষ্ণ সুখ পাইলা অতি॥ কৃপা দৃষ্টি কৈল তারে, দেখি সবে ভূমে পড়ে, প্রণাম করিলা দেবগণ। এ যদুনন্দন ভণে, লীলার সঙ্কোচ জানে, লুকাইয়া করে দরশন॥

দেবগণের স্তুতি শুনি যত সখাগণে। পরিহাস করে সবে অতি হর্ষ মনে॥ ব্রজেশ্বর পূর্ব্বে সেবা কৈল নারায়ণে। তেঁহো নিজ বল দিলা গোবিন্দের স্থানে॥ সেই বলে কৃষ্ণ এথা অসুর মারয়। কৃষ্ণ মাইল বলী মূঢ় দেবগণে কয়॥ এইরূপে হাসি হাসি সখাগণ যত। দেবতার আকার চেষ্টা করে কত কত॥ এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে সখাগণ। নানা খেলা করি চলে সঙ্কেতে গোধন॥ এথা শ্রীরাধিকা

দেবী সখীগণ লঞা। আপন মন্দির মাঝে বসিলা আসিয়া॥ দাসীগণ সেবা করি শ্রম দূর কৈলা। এইরূপে ক্ষণ এক বিশ্রামে রহিলা॥ সায়ং নিশা ভোগ লাগি লড্ডুকাদিগণ। কৃষ্ণ লাগি করে ধনি করিয়া যতন॥ নিজ সখী লঞা করে পক্কান্নাদিগণ। অপূর্ব্ব বীটিকা সজ্জ করিল তখন॥ মাস চূর্ণ কদলক শাঁস নারিকেল। মরিচার ঘন দুগ্ধ কর্পূর জাতি জল॥ এই সব এক করি ঘৃতপক্ক কৈলা। পুনঃ খণ্ড পাক করি তাহা উঠাইলা॥ বটক অমৃতকেলি আখ্যান ইহার। অতিশয় কৃষ্ণস্পৃহা ইহা খাইবার॥ চালু চূর্ণ দধি মরিচ চিনি তাতে দিলা। নারিকেল কোমল শাঁস তাহাতে ধরিলা॥ লবঙ্গ এলাচি জাতি ফল এক করি। অমৃত কদলী ফল মুদ্গ চূর্ণ ধরি॥ এই সব এক স্থানে ফেণিত করিয়া। উঠাইল ভাল ঘৃত পক্ক বিচারিয়া॥ পুনঃ তাহা ফেলাইল মধুর ভিতরে। পুনঃ তাহা ফেলাইল গাঢ় দুধ পূরে॥ অনেক কর্পূর তাতে দিল যত্ন করি। সুন্দর বটক নাম সে কর্পূর কেলি॥ কৃষ্ণ প্রিয় এই বড় অতি মনোহরে। অমৃত জিনিয়া যার স্বাদু মিষ্ট তরে॥ নারিকেল শাঁস আর চালু চূর্ণ করি। লবঙ্গ মরিচ জাতিফল তাতে ধরি॥ চিনি সঙ্গে ভাল মতে এ সব পিষিয়া। রম্ভা এলাচি সব একত্র করিয়া॥ ঘৃতপাক করি ইহা যত্নে উঠাইলা। অনঙ্গ গুটিকা নাম বিহিত হইলা॥ অতিপ্রীত করি কৃষ্ণ ইহা অঙ্গিকরে। এইত কারণে যত্নে বানায়ে ইহারে॥ কদলী মরিচ দুধ খণ্ড জাতিফল। গোধুম পক্কেতে সব কৈল এক স্থল॥ নবীন কর্পূর মধু অর্পিলা তাহাতে। আশ্চর্য্য বটক হৈল পদ্মগুণ যাতে॥ অমৃত বিলাস নাম বটক হইল। কৃষ্ণ প্রীতি লাগি ধনি ইহা বানাইল॥ নানা উপায়ন করি রাধা সুবদনী। আপনার বুদ্ধে কৈল বটক যোজনি॥ অমৃত নিন্দিয়া কৃষ্ণ তৃষিত যাহারে। এই লাগি রাই নিজ হস্তে সজ্জ করে॥ গোকুলে প্রসিদ্ধ এই সবা প্রীত করে। মধু পান পরে কৃষ্ণ ভোজন আচরে॥ লবঙ্গ কর্পূর মরিচ শর্করা নিচয়ে। নারিকেল শাঁস আর ক্ষীরসারময়ে॥ আশ্চর্য্য ইহার স্বাদু অমৃত নিন্দয়ে। চিনি পাকে কৈলা গঙ্গাজল গাঢ় হয়ে॥ কর্পূর মরিচ আর লবঙ্গ শর্করা।

নারিকেল শাঁস ক্ষীর সার তাতে দিলা ॥ মৃদু লাজা দুধ সব একত্র করিলা। সরপুপী নাম হৈল চিনি পাকে কৈলা ॥ তবে স্নান কৈল আসি বৃষভানুসুতা। অরুণ বসন ধরে চন্দনে চর্চ্চিতা ॥ কপালে সিন্দূর শোভে তিলক চিত্রিতা। মৃগমদ বিন্দু ধরে চিবুকে ললিতা ॥ বদ্ধবেণী সমালিনী তাম্বূলবদনী। কুসুমচিকুরা ধনী নাসা অগ্রে মণি ॥ নীবী সুচিত্রিনী আর কজ্জলনয়নী। কুসুম উত্তংশ করে লীলা পদ্ম ধনী ॥ পদদ্বয়ে যাবক শোভয়ে মনোরমা। ষোড়শ শিঙ্গার এই অত্যন্ত সুষমা ॥ দিব্য চূড়ামণি শোভে ললাট উপরে। নীলমণি বলয়াদি শোভে দুই করে ॥ শ্রবণে চক্রিকা শোভে শলাকা সহিতে। সুবর্ণ কুণ্ডল কাঞ্চী কঙ্কণ শোভিতে ॥ মঞ্জীর কটক পদাঙ্গুরী মনোরম। পদক অঙ্গদ গ্রীবা হেলনি রতন ॥ মণিহার মুদ্রিকাদি নানা আভরণ। ধরিয়া হইলা রাই কৃষ্ণতৃষ্ণ মন ॥ সখীগণ তৈছে স্নান ভূষা আদি পরি। চন্দ্রশালা অট্টালিকা আরোহণ করি ॥ গোবিন্দ গমন পথে নয়ন ধরিলা। কৃষ্ণ দরশন লাগি উৎকণ্ঠা বাঢ়িলা ॥ কৃষ্ণ মেঘ আগমন সময় জানিয়া। বল্লবী চাতকগণ হরষিতা হৈয়া ॥ চন্দ্রশালা জালরন্ধ্রে চক্ষুনেত্র দিয়া। রহিলা একান্ত হৈয়া পথ নিরক্ষিয়া ॥ গোপাঙ্গনাগণ মুখ চন্দ্রের মণ্ডল। উৎকণ্ঠাতে উঠে যাঞা চন্দ্রশালা পর ॥ তেঞি সে যথার্থ নাম ব্রজে চন্দ্রশালা। যাহাতে উদয় গোপীমুখচন্দ্রমালা ॥ তথা ব্রজেশ্বরী দেখে অপরাহ্ণ হৈল। কৃষ্ণ আসিবেন করি উৎসাহ বাড়িল। স্নেহপরিপ্লুতা হৈলা গোবিন্দ কারণে। রন্ধনের দ্রব্য করে ভক্ষ্যান্ন সাধনে ॥ নন্দনের পত্নী হয় অতুলা নাম তার। রোহিণীর সঙ্গে দিল পাক করিবার ॥ ছয় ঋতু উৎপন্ন যেই শাক কন্দমূল। ফলাদিক করি কত ব্যঞ্জন প্রচুর ॥ ব্রজেশ্বরী ব্যগ্র হঞা কহে বাড়িয়ালে। ছয় ঋতু উৎপন্ন যেই সবে আনি ধরে ॥ ছয় ঋতু সেবা করে শাক কৃষিগণ। ব্রজবাসী লোক আনি বাড়িয়াল কারণ ॥ শাকমূল ফলে করে কণ্ডোল পূরিত। অৰ্দ্ধেক রাখিল প্রাতে ভোজন নিমিত্ত ॥ সায়ং পাক লাগি আর অৰ্দ্ধেক রাখিলা। দাসীগণ সব দ্রব্য সংস্কার করিলা ॥ নারিকেল পক্ক আম্র

দিল দাসীগণ। সংস্কার করিয়া রাখে কৃষ্ণের কারণ॥ দুই রাজ দাস দাসী সব নিয়োজিয়া। ব্রজেশ্বরী ব্যগ্র কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া॥ ধাত্রী আদি করি যত ব্রজাঙ্গনাগণে। সঙ্গে লৈয়া ব্রজেশ্বরী অশ্রু দুনয়নে॥ বসন তিতিয়ে স্তনে দুগ্ধ স্রবে অতি। পুরদ্বারে গেলা সবে করিয়া সংহতি॥ সূর্য্য অস্তাচলে গেলা দেখি ব্রজেশ্বর। কৃষ্ণ দরশনে তৃষ্ণা বাড়িল অন্তর॥ নিজ নেত্রে অর্পে যথা গোধূলি উড়য়ে। বেণু ধ্বনি স্থানে নিজ শ্রবণ রাখয়ে॥ এইরূপে আত্ম-বৃন্দ সঙ্গে ব্রজেশ্বর। গোশালা আইলা অতি হরিষ অন্তর॥ উচ্চ স্থানে রহে ব্রজবাসী গ্রহ প্রায়। গোরজের জাল বাল যাঁহা দেখা পায়॥ তথা কৃষ্ণ নিজ সখা সঙ্গেত হরিষে। পুষ্প আভরণ পরে আনন্দ বিশেষে॥ নানা পরিহাস কথা কহিতে শুনিতে। ব্রজের নিকটে বনে আইলা ত্বরিতে॥ নদীধারে পরিসর স্থান মনোহর। তাঁহা বেণু শব্দে রাখে গোধন সকল॥ যূথে যূথে ধেনু সব পৃথক করিয়া। জল পান করাইল আনন্দিত হৈয়া॥ নানা রঙ্গ মণিমালা নিজ হৃদিমাঝে। তাতে কৃষ্ণ ধেনু গণে যূথে পর নিজে॥ সংখ্যা পূর্ণ হয় যদি তবে সুখ পায়। সংখ্যা ন্যূনে বেণু শব্দে তারে আকর্ষয়॥ ধেনু সঙ্গে কৃষ্ণ নিজ সহচর লৈয়া। গোকুলে চলিলা সবে বেণু বাজাইয়া॥

যথা রাগ। গোধূলি ধূসর গায়, বন্য গুঞ্জামালা তায়, চঞ্চল অলকা পিচ্ছ কেশ। দল যষ্টি শৃঙ্গ বেণু, সর্ব্বত্র লাগিল রেণু, অদ্ভুত সকল যোগ বেশ॥ আইসে কৃষ্ণ গোকুল ভুবনে। সখাগণ করি সঙ্গে, অনেক করিলা রঙ্গে, আগে করি সব ধেনুগণে॥ ধ্রু॥ কৃষ্ণের নয়ন জোর, বিপুল শ্রবণ ওর, তাহাতে চাপল্য অরুণিমা। মনোহর পদ্ম তাতে, তাহাতে যুবতী মাতে, সে শোভায় নাহিক উপমা॥ ভ্রমণ করিতে বন, তাতে হইয়াছে শ্রম, অঙ্গ কান্ত্যামৃত বরিষণে। সিক্ত কৈল সর্ব্বজন, নয়ন চকোরগণ, তৃপ্ত হৈয়া তাহা করে পানে॥ মুখাব্জ মাধুরী সীমা, তাতে শ্রম জলকণা, গণ্ডে নাচে মকর কুণ্ডল। মুখেতে অমৃত লেশ, ভুলায় গোকুল দেশ, কুন্দফুলে

ভরে ব্রজস্থল ॥ বংশীধ্বনি সুমাধুরী, ঘুরায় গোকুল নারী, ব্রজে সিঁচে অমৃতের কণা। আপন বিচ্ছেদানলে, পোড়াইয়া ব্রজস্থলে, দেখি হৈল অনেক করুণা ॥ কৃষ্ণ জলধর মালা, বরিষয়ে সুধাধারা, দশ দিকে মুরলীর গান। শুনি সব ব্রজবাসী, আনন্দ সাগরে ভাসি, সুধারসে করিলা সিনান ॥ কৃষ্ণ আগমন রাজ, সখা সেনাপতি সাজ, শৃঙ্গ বংশী কোলাহল হৈল। সুরভিগণের রেণু, ধ্বজচয় সঙ্গে জনু, আসি যবে দূরে দেখা দিল ॥ ব্রজের বিরহরাজ, দস্যুসম যার কাজ, দেখি শুনি বহু শঙ্কা পাইল। তাসব দীনতা চিন্তা, ভয়োদ্বেগ স্তব্ধজড়তা, সেনাপতি ভয়ে পলাইল ॥ মেঘমালা ধূলি জাল, বংশী-গানামৃত সার, তাম্বারব শব্দগণ তার। বনা কৃষ্ণ আগমন, দেখি যত ব্রজজন, ধায়ে সব চাতকের কাল ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তাঁর দাস দাস প্রভু, তাঁর কন্যা শ্রীল হেমলতা। তাঁর পাদপদ্ম আশ, এ যদুনন্দন দাস, গায় কৃষ্ণ আগমন গাথা ॥

ব্রজেন্দ্র ঠাকুর নিজ ভ্রাতৃবর্গ লৈয়া। ব্রজেশ্বরী মাতৃগণে সঙ্কেত করিয়া ॥ তৎকাল আইলা দোঁহে বাহু পসারিয়া। কোলে কৈলা কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হইয়া ॥ শ্রীরোহিণী দেবী আইলেন ঠাকুরাণী। রন্ধনে আছিল কৃষ্ণ আগমন জানি ॥ পাকস্থানে দাসীগণে রক্ষক রাখিয়া। দোঁহা কৈল আশীর্বাদ মহানন্দ পাঞা ॥ বংশীনাদ হৈতে হৈল মদন উত্থিত। ব্রজবিধুবদনার সম্ভার পূরিত ॥ বস্ত্র নাহি সম্ভালয়ে শিখরদশনা। গৃহে হৈতে ধায় পাঞা মদন বদনা ॥ কৃষ্ণ চিত্রভানু যবে উদয় হইল। ব্রজাঙ্গনা নেত্রোৎপল প্রফুল্ল হৈগেলা ॥ বিকসিলা মুখে হাস্য কুমুদিনীগণ। অঙ্গে স্বেদ তায় সেই চন্দ্রকান্তি সম ॥ বিরহ তাপিত প্রাণ শীতল হইলা। এইরূপে ব্রজজনা আনন্দ বাড়িলা ॥ কৃষ্ণচন্দ্র চিত্র ভানু উদয় করিলা। ব্রজ যুবতীর মুখপদ্ম বিকসিলা ॥ অরতি বিয়োগ চিন্তা ঘূক পলাইল। তনু চক্রবাকী স্থানে প্রাণ কোক আইল ॥ গোপাঙ্গনাগণ নেত্র ভৃঙ্গিতালিমালা। কৃষ্ণ মুখপদ্ম কান্তি মধু লুব্ধ ভেলা ॥ লজ্জা প্রতিকূল বায়ু লঙ্ঘন করিয়া। কৃষ্ণ মুখপদ্মে পড়ে আনন্দিত হৈয়া ॥ লজ্জা ত্যজ করি

ব্রজবল্লবীরগণ। হরষিতা হঞা দেখে গোবিন্দবদন॥ তা সবার মুখ কৃষ্ণ পদ্ম করি মানে। অতি লোভী হৈলা কৃষ্ণ তাহার দর্শনে॥ লজ্জা বলবতী বায়ু ভ্রমিতে ভ্রমিতে। নেত্রভৃঙ্গ পড়ে যাঞা সে মুখ পদ্মেতে॥ কৃষ্ণমুখ পদ্ম দেখি যত গোপীগণে। নয়ন জুড়াঞা রহে আনন্দ ভবনে॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ বায়ু পরশ পাইল। তাহার পরশে গোপীর অঙ্গ জুড়াইল॥ কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমলে নাসা আনন্দিতা। বংশীনাদ করে সব শ্রবণ নন্দিতা॥ সেই বংশীধ্বনি সুধা আস্বাদ করিতে। জিহ্বাতে পুষ্টিতা হৈল মাধুর্য্য সহিতে॥ এইরূপে পঞ্চেন্দ্রিয় সব গোপীগণে। পুষ্টতা করিল কৃষ্ণচন্দ্র আগমনে॥ রাধিকার অপাঙ্গ মন্দ বিলোকন বাণে। ঐছন হইলা কৃষ্ণ বিদ্ধ মর্ম্ম স্থানে॥ অন্যাঙ্গনা শ্রেণী কত কটাক্ষ করয়ে। তৈছন ব্যাকুল কৃষ্ণ তাহাতে না হয়ে॥ রাধিকার মুখচন্দ্র হাস্যামৃত রসে। যত সুখ পান কৃষ্ণ দরশন বিশেষে॥ অন্যাঙ্গনা মুখচন্দ্রে হাস্যামৃত রসে। তত সুখ কৃষ্ণচিত্তে উদয় না করে॥ গোধন লইয়া কৃষ্ণ গোকুল প্রবেশে। গোপাঙ্গনা সর্ব্বেন্দ্রিয় হরয়ে বিশেষে। তথা ব্রজেশ্বর আর ব্রজেশ্বরী মাতা। দেখিয়া আইলা কৃষ্ণ মঙ্গল বলিতা॥ জীবনের জীবন যে গিয়াছিল দূরে। তেঁহো আইল নিধি প্রায় করিলেন কোলে॥ চুম্বন করয়ে বক্ষ হৃদয়ে ধরয়ে। কভু কৃষ্ণ মুখপদ্ম আনন্দে হেরয়ে॥ ঘ্রাণ লয়ে কভু কৃষ্ণ মস্তক উপরে। এইরূপে মাতা পিতা লালে গোবিন্দেরে॥ কৃষ্ণচূড়া শিখিপুচ্ছ অলকাদি গণে। গোধূলি লাগিয়া আছে সুন্দর বদনে॥ মাতা পিতা নিজ বস্ত্র অঞ্চল লইয়া। দূর করে সেই ধূলি তাহাতে পুছিয়া॥ স্তনে দুগ্ধ স্রবে চক্ষু নীর বরিষণে। তাহাতে করিল কৃষ্ণ অঙ্গ প্রক্ষালনে॥ এইমত পিতামাতা আনন্দিত হৈয়া। লালয়ে গোবিন্দতনু স্নেহময় হিয়া॥ পিতা আদি লোক কৃষ্ণে মিলন করিলা। প্রভাতে যেমন তেন এখনি হইলা॥ কিন্তু প্রাতে দেখি কৃষ্ণ বিচ্ছেদের ভয়ে। সন্ধ্যার মিলনে হয় সর্ব্বানন্দময়ে॥ গোজাল সন্তাল কৈলা গবালয়ে লয়া। অস্তাচলে যৈছে সূর্য্য প্রবেশয়ে যায়া॥ অনেক বকনা গাভী পৃথক আলয়ে। চিরপ্রসূতা ভিন্ন রাখে

চয়ে॥ নবীন প্রসূতা গাভী আর ঋতুগণে। তাহা ভিন্ন ভিন্ন রাখে লঞা অন্য স্থানে॥ বৃষগণ ভিন্ন রাখে বৎসতর আর। ষণ্ডগণ ভিন্ন রাখে মহিষ অপার॥ এইরূপে কৃষ্ণ ধেনু লালন করয়ে। গোদোহন করাইতে ইচ্ছা বহু হয়ে॥ তবে মাতা পিতা পুনঃ পুনঃ যত্ন করি। কহে ব্রজেশ্বর অতি স্নেহ চিত্ত ভরি॥ ক্ষণেক বিশ্রাম করু সব ধেনুগণ। বৎসগণ দুগ্ধপান করু কিছুক্ষণ॥ আমি এইখানে আছি গোগণ লইয়া। গোদোহন করাইব ক্ষণেক রহিয়া॥ অরণ্য ভ্রমণে শ্রান্ত হইয়াছ দোঁহে। গৃহেরে গমন কর মাতাদি লালয়ে॥ স্নান করি রসালাদি ভোজন করিয়া। তবে সে আসিবে এথা সুস্নিগ্ধ হইয়া॥ কৃষ্ণ আকর্ষণ করি বটু কহে বাণী। ক্ষুধা তৃষ্ণা পীড়া করে দুঃখ পাই আমি॥ চল কৃষ্ণ গৃহে যাই ভোজন করিয়া। প্রাণ রক্ষা কর আগে স্নিগ্ধ জল খাঞা॥ ব্রজেশ্বরী শ্রীরোহিণী আগ্রহ করিলা। পুনঃ পুনঃ ব্রজেশ্বরী কহিতে লাগিলা॥ তবে সখা সঙ্গে চলে কৃষ্ণ নিজালয়ে। অগ্রজ সহিতে আইসে আনন্দ হৃদয়ে॥ তবে কৃষ্ণসখাগণের যত মাতাগণ। পথে ব্রজেশ্বরী স্থানে করিয়া সাধন॥ নিজ নিজ পুত্র সবে লয়ে গেল ঘরে। অনিচ্ছাতে গেলা সবে আপন মন্দিরে॥ এথা ব্রজেশ্বরী রাম কৃষ্ণ লয়ে আইলা। বটুকেহ যত্ন করি সঙ্গেতে আনিলা॥ তবেত রোহিণী নিজ পাদ প্রক্ষালিলা। অতুলাকে লঞা সঙ্গে রন্ধনে চলিলা॥ কৃষ্ণচন্দ্র আইলা যদি গোকুল নগরে। ব্রজের বিরহ তাপ সব গেল দূরে॥ দর্শন বিচ্ছেদ আর্ত্তি চিন্তাবিষ্ট হৈয়া। রাধিকাদি গৃহে গেলা সখীগণ লঞা॥ ব্রজজন সব যদি পুনঃ কৃষ্ণ পাইলা। অপুত্রক গৃহে যেন পুত্র উপজিলা॥ কিম্বা অধনের গৃহে হেম বৃষ্টি হৈলা। কিম্বা দাবানলে যেন সুধা বরষিলা॥ অপরাহ্ন লীলা কৈল সঙ্ক্ষেপ কথন। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন॥ গোবিন্দ-চরিতামৃত শুন তর্ক ছাড়ি। অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কথা পরম মাধুরী॥ রাধা-কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে পরাহ্ণ বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে অপরাহ্নলীলাবর্ণন নামক উনবিংশ সর্গ॥ ১৯॥

বিংশ সর্গ।

"সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশশেষাশনমুদিতহৃদং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননীলালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং,
নির্ব্যূঢ়োহস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয় নিত্যানন্দ প্রাণ অদ্বৈতের বন্ধু ॥ জয় সনাতন প্রিয় রূপ প্রাণ জয়। হেন কৃপা কর যেন তোমাতে মতি হয় ॥ দারুণ সংসারসিন্ধু বিষানলময়। ইহারে ধরিলে ধড়ে প্রাণ কোথা রয় ॥ তোমাকেহ পাসরায় হেন সে দুরন্ত। আমি আমি কহি যাতে হয় ভববন্ধ ॥ এই কৃপা মাগো যেন তোমা না পাসরোঁ। যে তে খানে যেনে তেনে কেন নাহি মরোঁ ॥ আমা বড় পাপী নাহি এ তিন ভুবনে। কৃপা করি কৃপাসিন্ধু দেহ দরশনে ॥

যথা রাগ। সায়ংকালে সুধামুখী, অন্তরে হইলা সুখী, আপনার সখীগণ লৈয়া। গোবিন্দের কারণ, নানা উপহারগণ, পাঠাইলা যতন করিয়া ॥ তারা ব্রজেশ্বরীকে দিয়া, গোবিন্দেরে খাওয়াইয়া, শেষ লইয়া আইলা রাই স্থানে। রাই কৃষ্ণ শেষ পাইয়া, নিজ সখীগণ লৈয়া, সুখে কৈল অমৃত ভোজনে ॥ কৃষ্ণ করে সায়ং সিনান, রম্য বেশ মনোরাম, ব্রজেশ্বরী করেন লালন। আম্র নারিকেল যত, আর পক্কান্নাদি কত, ভুঞ্জি কৈল গোষ্ঠেরে গমন ॥ করে গোদোহনলীলা, নানান কৌতুক খেলা, পুনঃ আইলা আপনার গৃহে। পরমান্ন ব্যঞ্জন ভুঞ্জে, পিতা মাতা মনোরঙ্গে, কৃষ্ণলীলা স্মরয়ে হিয়ারে ॥

অতঃপর ব্রজেশ্বরী রাম কৃষ্ণ লঞা। বসাইল স্নানবেদী উপরে আনিয়া ॥ নিযুক্ত করিলা দাস সে দোঁহা সেবনে। ধনিষ্ঠাকে ডাকি কিছু কহেন বচনে ॥ রাধিকার স্থানে তুমি অতি শীঘ্র যাঞা। লড্-ডুকাদি চাহি আন গোবিন্দ লাগিয়া ॥ রাধাকৃত লাড়ু হয় স্বাদু অত-

তর। প্রার্থনা করিয়া তাহা আনহ সত্বর॥ যাহার ভক্ষণে সদা আয়ু বৃদ্ধি হয়। পরম রুচিতে কৃষ্ণ তাহা আস্বাদয়॥ ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা পাঞা দেবী ধনিষ্ঠিকা। শীঘ্র গেলা যেই স্থানে আছেন রাধিকা॥ মাগিলা অমৃত লাড়ু গোবিন্দ লাগিয়া। তিহোঁ পাঠাইতেছিলা নিজ সখী দিয়া॥ হেনকালে মালতীর হৈল আগমন। বৃন্দা পাঠাইলা তারে কহিতে কথন॥ রজনী বিলাসে কুঞ্জ সঙ্কেত করিলা। শ্রীগোবিন্দ নাম লহ তারে জানাইলা॥ তবে শ্রীরাধিকা ভক্ষ্য সামগ্রীরগণে। ভিন্ন ভিন্ন কৈলা নবা মৃত্তিকা ভাজনে॥ পৃথক বসনে তাহা আচ্ছাদন কৈলা। দিব্য বারকোষে লঞা সে সব ধরিলা॥ তাহার উপরে শুক্ল বাস আচ্ছাদিলা। কর্পূরী তুলসী দিয়া তাহা পাঠাইলা॥ তাম্বূল বীটিকা দিল ধনিষ্ঠিকা করে। সঙ্কেত কুঞ্জের কথা কহিল তাহারে॥ তারা সব সেই দ্রব্য লইয়া আইলা। ব্রজেশ্বরী কাছে লঞা সমর্পণ কৈলা॥ দ্রব্য দেখি ব্রজেশ্বরী মহাসুখ পাইল। ব্রজেশ্বরী তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে কৈল॥ নিজালয়ে যে যে দ্রব্য কৈল ব্রজেশ্বরী। বিষ্ণু সেবা লাগি রাখে ভিন্ন পাত্রে ধরি॥ বিপ্র স্থানে সেই দ্রব্য ধরিয়া রাখিল। শালগ্রাম সেবা লাগি আগেই ধরিলা॥ তথা কৃষ্ণচন্দ্র অঙ্গ ক্ষালন করিলা। মর্দ্দনোদ্বর্ত্তন স্নান মার্জ্জনাদি হৈলা॥ সূক্ষ্ম শুক্ল নব বাস পরিধান কৈলা। তবে কেশ সংস্কারিয়া তিলক রচিলা॥ তবে অঙ্গে চতুঃসম করিলা লেপন। দিব্য মালা গলে দিল রত্ন বিভূষণ॥ এই সব সেবা কৈল দাসীগণ মেলি। আসনে বসিয়া করে সুভোজন কেলি॥ ক্রমে মাতা পরিবেশে রসাদি করি। নারিকেল আদি ফল হরিষে আহরি॥ পীযূষগ্রন্থি কর্পূরকেলি অমৃতকেলি নাম। বটক লড্ডুকাদি নানা বিবিধ বিধান॥ হাসয়ে হাসায় মধুমঙ্গল সহিতে। নানা পরিহাস করি সুখ পাঞা চিতে॥ ভোজন করিয়া কৈল স্নিগ্ধ জল পান। আচমন করি কৈলা শয্যাতে বিশ্রাম॥ দাসগণে সেবে তাহা তাম্বূল বীজনে। এমতি ক্ষণেক কৃষ্ণ করিলা বিশ্রামে॥ তবে সখাগণ সঙ্গে গোদোহন কাজে। গোশালা গমন কৈলা শ্যাম বলরামে॥ কৃষ্ণকুতূহলে প্রভু বসিলা

লইয়া। রাই স্থানে পাঠায়েন গোপন করিয়া॥ নিজসখী গুণমালা তারে নিনি নিতি। পাঠায়েন রাই স্থানে অতি হৃষ্টমতি॥ শ্রীরাধিকা তাহা পাঞা সখীবৃন্দ লৈয়া। ভক্ষণ করয়ে অতি সন্তোষ পাইয়া॥ তবে সখীগণ লৈয়া অট্টালী উপরে। আরোহয়ে গোদোহন লীলা দেখিবারে॥ গ্রীষ্মকালে কভু কৃষ্ণ জননী প্রার্থিয়া। যমুনাতে স্নান করে সখাগণ লঞা॥ দাসগণ দিয়া মাতা ভক্ষ্যদ্রব্যগণ। পাঠায়েন বস্ত্র আদি নানা আভরণ॥ কৃষ্ণ নদী স্নান করি বেশাদি করয়ে। ভক্ষ্যপান করি শ্রম সকল নাশয়ে॥ সেই পথে গবালয়ে করয়ে গমনে। গোদোহনলীলা করে লয়ে সখাগণে॥ রাধিকাহ কভু নিজ সখীগণ লৈয়া। স্নান ছলে যান কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া॥ কুন্দলতা দিয়া ভক্ষ্য সামগ্রী পাঠায়। সেই সব দ্রব্য কৃষ্ণ ভোজন করয়॥ রাই কৃষ্ণ অঙ্গসঙ্গ জলে স্নান করে। কৃষ্ণভুক্তশেষ পান কুন্দলতা দ্বারে॥ সখীগণ লয়ে রাই সে সব ভুঞ্জিয়া। নিজ গৃহে যান অতি হরষিতা হঞা॥ কৃষ্ণের সেবক কেহ ভৃঙ্গার লইল। কেহত তাম্বূল পাত্র ব্যজন ধরিল॥ কেহ পানপাত্র লয়ে কেহ লয়ে পাশ। কেহ বেণু বেত্র লৈয়া গেলা ধেনুবাস॥ ওথা ব্রজেশ্বর কৃষ্ণপথে নেত্র দিয়া। খট্টার উপরে বৈসে ঘট আগে লৈয়া॥ গোপগণ দাসগণে আদেশ করয়ে। গোদোহন কাজে তেঠো সবা নিয়োজয়ে॥ হাম্বারবে ধেনুগণ বৎস আহ্বানয়ে। কর্ণ উচ্চ করি বৎস পথ চায়ে রহে॥ স্তনে দুগ্ধ ভার হয়ে চলিতে না পারে। আপনে স্রবয়ে দুগ্ধ দোহে এইকালে॥ পূর্ব্বে যৈছে হিহি শব্দে ধেনুকে ডাকিলা। তৈছে কৃষ্ণ ইহা ধেনু বৎস আহ্বানিলা॥ গোদোহন করি গোপ কলসি ভরিয়া। সারি সারি রাখে কেহ দেখে দাণ্ডাইয়া॥ ভারিগণ ভার বহে ঘর্ম্ম সব গায়। সব দুগ্ধ ধরে লৈয়া দুগ্ধের আলয়॥ দুগ্ধ রাখি শূন্য ঘট তার লয়ে আইসে। সেই সব ঘট আছে ব্রজেশ্বর কাছে॥ ষণ্ডু গাভী লাখি ষণ্ডে ষণ্ডে মহারণ। শৃঙ্গখুরে বিদারয়ে ভূমি ঘনে ঘন॥ করয়ে গম্ভীর ধ্বনি ডাম্বর করি। এইরূপে ধায় ষণ্ড ষণ্ডে মহাকলী॥ কলকলামত্তবী ক্রীড়া করে বৎসগণ। তাহা দেখি কৃষ্ণ অতি হরষিত।

মন ॥ গোদোহন হৈল ব্রজরাজ জানাইলা। তবে কৃষ্ণ ধেনুগণে লালিতে লাগিলা ॥ শ্রীহস্তে মার্জ্জনা করে অঙ্গ কণ্ডূয়ন। সব বৎসগণে দুগ্ধ করায় ভক্ষণ ॥ বৎসগণ দুগ্ধপানে পূর্ণোদর হৈল। তৃপ্ত হৈল বৎসগণ ক্ষুধা দূরে গেল ॥ নিবৃত্ত হইয়া বৎস গেল নিজ স্থলে। গাভীগণ স্তনে পুনঃ দুগ্ধ আসি ভরে ॥ কৃষ্ণমুখ পদ্মে নেত্র চিত্ত ধরে ধেনু। বাৎসল্যে স্রবয়ে স্তন বৃষ্টিধারা জনু ॥ গোপগণ ঘটকুলে সেই স্তনতলে। আনি আনি ধরে ঘট সব দুগ্ধে ভরে ॥ দোহায়া যতেক দুগ্ধ প্রথমে পাইলা। তত দুগ্ধ এইরূপে পায়ে হৃষ্ট হৈলা ॥ আনি ব্রজেশ্বর কাছে ধরে গোপগণে। বৃত্তান্ত শুনিয়া সুখী ব্রজরাজ মনে ॥ তবে গোপগণ যায়ে প্রতি ধেনু কাছে। বলে ধরি আনে বৎসগণ যত আছে ॥ বৎসগণ রাখে লৈয়া বৎসের আলয়ে। গাভীগণ রাখে যার যেবা স্থান হয়ে ॥ তবে কৃষ্ণ ব্রজেশ্বর নিকটে আইলা। দুগ্ধ গৃহে ভারিগণে নিযুক্ত করিলা ॥ গবালয় দ্বারে সব কিঙ্কর রাখিলা। তবে ব্রজরাজ সুত লয়ে গৃহে আইলা ॥ শালগ্রাম সেবা পূজা করে বটু যাঞা। সন্ধ্যা আরাত্রিক করে মিষ্টান্নাদি দিয়া ॥ তবে ব্রজেশ্বর সেই নৈবেদ্যাদিগণ। ব্রজেশ্বর স্থানে দেন করিয়া যতন ॥ পক্কান্ন ঐক্ষব পুষ্প মাল্যাদি চন্দন। গন্ধ বীড়া আদি করি নানা প্রকরণ ॥ তাহা পায়ে ব্রজেশ্বর সবা সঙ্গে করি। ভক্ষণ করিলা শ্রদ্ধা বিশেষ আচরি ॥ সবা লঞা ইষ্টগোষ্ঠী ক্ষণেক করিলা। বন্ধু লোকগণ সব গৃহেরে চলিলা ॥ কৃষ্ণ ছাড়ি যাইতে কারো ইচ্ছা নাহি হয়। মনেন্দ্রিয় কৃষ্ণপাশে রাখি সব যায় ॥ অন্নাদি রন্ধন গৃহে প্রস্তুত হইল। ভোজন কারণে তবে সবা বোলাইল ॥ ভ্রাতৃ পুত্র সুতস্ত্রাদি নিতি আহ্বানয়ে। কৃষ্ণসুখ লাগি তারে সদা নিমন্ত্রয়ে ॥ কোন দিন ব্রজেশ্বর নিজ সহোদরে। ভোজন করণে তথা নিমন্ত্রণ করে ॥ সেই দিন ব্রজেশ্বরী সবে নিমন্ত্রিলা। বটু দ্বারে তা সবারে আহ্বান করিলা ॥ তুঙ্গী পিবরী মাতৃ কুবলাদি আর। বধূ কন্যাগণে আইলা লেখা নাহি তার ॥ সবারে আনিলা বটু দ্বারে ব্রজেশ্বরী। ভোজনে বসিলা পাদ প্রক্ষালন করি ॥ দক্ষিণে অগ্রজ

বামে অনুজ বসিলা। ব্রজেশ্বর মধ্যে রাম কৃষ্ণ আগে কৈলা॥ সুভ দ্রাদি কৃষ্ণ বামে বসিলা ভোজনে। বটু যে বসিলা বলরামের দক্ষিণে॥ সুভদ্রের মাতা হয় তুঙ্গী তার নাম। জননীর জানে তেঁহ পরিবেশন কাম॥ ব্রজেশ্বরী তাহাকেত কহে যত্ন করি। রোহিণীকে কহে তেঁহো সক্রম আচরি॥ দ্বিজ আগে দেওয়াইল তবে নিজ পতি। তবেত দেবরে দেন অতি শুদ্ধ মতি॥ তবে দেয়াইল তেঁহো সব পুত্রগণে। এইরূপে রোহিণীকা করে পরিবেশনে॥ হেমবর্ণ ঘৃতে অন্ন ব্যঞ্জন সিক্তি। অতি সুচিকণ অতি সৌরভে পূরিত॥ হেম পাত্র করি পত্রে ধাতুর উপরে। কোমলান্ন ব্যঞ্জনাদি তাতে লৈয়া ধরে॥ যার যে ব্যঞ্জনগণ প্রিয় অতিশয়। জানি ব্রজেশ্বরী রোহিণীকে ইঙ্গিতয়॥ তারে তারে সেই সেই ব্যঞ্জন দেয়ায়। হৃষ্ট হঞা তাহা পাঞা সেই সেই খায়॥ ঘনদুগ্ধ শিখরিণী মথিত রসালা। ঘন দধি বহু সন্ধি তাতে করি মেলা॥ পক্ক আম্র রস আদি ব্রজেশ্বরী লঞা। ক্রম করি পরিবেশে আনন্দিত হৈয়া॥ মাতা পিতা আদি করি যত যত জনে। পরম আগ্রহ করে কৃষ্ণের ভোজনে॥ মনোবাক্য নেত্র সবে প্রকাশ করয়ে। সমস্ত ভুঞ্জয়ে কৃষ্ণ এই মনে হয়ে॥ অতি গাঢ় প্রেম চিত্ত দ্রবিত হইয়া। স্নেহ বাষ্পচ্ছলে বহে নয়ন ভরিয়া॥ শত-শতাগ্রহ করি ভোজন করায়। তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পায়॥ মাতা গূঢ়রূপে করে আগ্রহ বিস্তর। বটু নর্ম্ম করে তাতে গাম্ভীর্য্য অন্তর॥ তবু প্রাতে কৃষ্ণ যৈছে ভোজন করিলা। সায়ংকালে ভোজনেত ব্যস্ততা হইলা॥ পিতা জেঠা খুড়া সনে একত্র ভোজন। স্বচ্ছন্দিত নহে যদি নর্ম্ম আলাপন॥ মাতাও আগ্রহ যদি স্বচ্ছন্দে না কৈল। তথাপিহ কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পাইল॥ একত্র ভোজন কৈল সবাকে লইয়া। তাহাতেই সুখী কৃষ্ণ আনন্দিত হিয়া॥ প্রাতঃকাল হৈতে সায়ংকালের ভোজনে। কোটি সুখ পাইলা কৃষ্ণ স্নেহ আচরণে॥ কৃষ্ণ বাণী সুধাবিন্দু কর্ণ পান কৈল। কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধে সর্ব্ব নাসা পূর্ণ হৈল॥ মাধুর্য্য অমৃতাস্বাদে জিহ্বা পূর্ণ হৈল। পঞ্চেন্দ্রিয় কৃষ্ণ চিত্ত সবার পূরিল॥ ভোজন করিয়া তবে জল পান কৈল।

আচমন করি মুখ মার্জ্জন করিল ॥ তবে কৃষ্ণ যাঞা রত্ন পালঙ্ক উপরে। বিশ্রাম করিলা সব দাস সেবা করে ॥ অট্টালী উপরে কৃষ্ণ করিলা শয়ন। দাসগণে সেবে দিয়া তাম্বূল বীজন ॥ অট্টালী উদয়াচলে কৃষ্ণমুখচন্দ্র। উদয় হইল জ্যোতি জ্যোৎস্না দীপ্ত চন্দ্র ॥ রাধিকাহো নিজ সখীবৃন্দ সঙ্গে লৈয়া। নিজ অট্টালয়ে মুখ গবাক্ষে ধরিয়া ॥ দেখি গোবিন্দের মুখচন্দ্রের সুষমা। নয়ন চকোরদ্বয়ে নাহি হয়ে ক্ষমা ॥ পুনঃ পুনঃ পিয়ে সুধা নয়ন চকোরী। শূন্য অঙ্গ হৈল চিত্ত কৃষ্ণ সুখে ধরি ॥ সম্ভোগেরগণ যবে উদয় করয়ে। সবার হই সর্ব্বক্ষণ সংকল্প ধরয়ে ॥ কৃষ্ণ তৈছে অট্টালিকা গবাক্ষে আনন। ধরিয়া দেখয়ে রাই মুখ মনোরম ॥ রাই মুখ পদ্ম মধু ধারা পান করে। নিজ নেত্র ভৃঙ্গ যুগ ভাগ্যফল বরে ॥ অথ ব্রজেশ্বরী তবে তুলসীকে কহে। ভোজন করহ তুমি লঞা সখীচয়ে ॥ তাহা শুনি ধনিষ্ঠিকা কহয়ে তাহারে। বিনা রাই জলপান তুলসী না করে। অতি স্নেহ রীত তার শুনি ব্রজেশ্বরী। ধনিষ্ঠাকে কহে তোহো মহা ধন্যা করি ॥ রাই সখীগণ সঙ্গে যতেক ভুঞ্জায়ে। তত অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাঠাও সে গৃহে ॥ তাহা শুনি ধনিষ্ঠিকা কৃষ্ণভুক্তশেষ। অন্ন ব্যঞ্জনাদি করি যতেক বিশেষ ॥ রোহিণীর স্থানে অন্ন ব্যঞ্জনাদি লৈয়া। একত্র করিয়া তাহা গোপন করিয়া ॥ তুলসীকে দিলা তাহা তৎকাল পাঠায়। তথা ব্রজেশ্বরী মাতৃগণেরে বোলায় ॥ কতোজন আদি যত দাস দাসীগণ। যত গোপগণে দিল মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন ॥ আপনেহ সবা লৈয়া ভোজন করিল। আচমন করি সবে তাম্বূল খাইল ॥ ধনিষ্ঠা আনিয়া অন্ন তুলসীরে দিল। সুবলে বীটিকা দিয়া সঙ্কেত করিল ॥ তথা রাধিকার পাশে তুলসী যাইয়া। শোয়ায় ব্যঞ্জন দিল হরষিত হৈয়া ॥ সখীগণ সঙ্গে ধনী সে সবা দেখিলা। গন্ধ বর্ণে নাসা দৃষ্টি তৃপ্তি হৈয়া গেলা ॥ শ্রীরূপ মঞ্জরী তাহা তৎকাল লইয়া। ভোজন আলয়ে রাখে পৃথক্ করিয়া ॥ তথা বিশাখাকে ডাকি কহয়ে জটিলা। ভোজন করিয়া পুত্র গোশালাকে গেলা ॥ বধূকে বোলাও এথা ভোজন করিতে। তাহা শুনি বিশাখিকা লাগিলা কহিতে ॥ প্রথমে সে সখী মোর শয়ন করিলা।

উঠিতে না পারে অঙ্গ অলসে ভরিলা॥ অন্ন ব্যঞ্জন দেহ এথাই আনিয়া। শয়ন করেন যেন এইখানে খাঞা॥ কহি বিশাখিকা অন্ন ব্যঞ্জন আনিলা। রাধার ভোজনালয়ে ধরিয়া রাখিলা॥ তবে রাই শীঘ্র আসি ভোজন আলয়। বৈসে রত্নপীঠোপরি সানন্দ হৃদয়॥ সঙ্গে সখীবৃন্দ হেম ভৃঙ্গারেতে পানি। কৃষ্ণভুক্তশেষ ভুঞ্জে রাধা হংসীমণি॥ দক্ষিণে ললিতা বামে বিশাখা বসিলা। দুই পার্শ্বে বেড়ি আসি মণ্ডলী হইলা॥ সখীবৃন্দ সঙ্গে রঙ্গে রাই নিতম্বিনী। ভোজন করয়ে নানা রঙ্গ কথা শুনি॥ কৃষ্ণাধর শেষ রাই করয়ে ভোজন। সর্ব্বাঙ্গে পুলক হয় দেখে সখীগণ॥ এইরূপে ভোজন কৈলা সখীগণ লৈয়া। স্নিগ্ধ জলপান কৈলা হরষিত হৈয়া॥ আচমন কৈলা রাই সুবর্ণ ডাবরে। দাসীগণ জল দিয়া সেবে সেই স্থলে॥ রত্নের পালঙ্কে কৈল ক্ষণেক বিশ্রামে। তাম্বূল বীড়ন সেবা করে দাসীগণে। সখীগণ সেই স্থলে করিলা বিশ্রাম। তাম্বূল ভক্ষণ কৈলা অতি অনুপাম॥ কৃষ্ণদত্ত বীড়া আগে তুলসীকা দিল। তাহা পাই রাই অঙ্গ পুলকে ভরিল॥ সে ভাব দেখিয়া সখী করে পরিহাস। তবে তুলস্যাদি যাঞা পাইল অন্নশেষ॥ সব দাসীগণ গিয়া ভোজন করিল। চর্ব্ব্য পান সুধামুখী তাহা সবে দিল॥ এইরূপে রহে ধনী আনন্দ হিয়ায়ে। গুণীবৃন্দ নটী রঙ্গ দেখিবারে চাহে॥ তৎকাল যাইয়া সবে উঠে অট্টালয়ে। সেইখানে রহি সব কৌতুক দেখয়ে॥ গোবিন্দ দেখিয়া রাই আনন্দে ভাসয়। অভিসার লাগি চিত্তে উৎকণ্ঠিতা হয়॥ গুরুজন জাগে কিবা শয়ন করিল। তাহা দেখিবারে তুলসীরে পাঠাইল॥ তেঁহো আসি কহে সবে নিদ্রায় পড়িলা। শুনিয়া রাধিকা চিত্তে আনন্দ বাড়িলা॥ সঙ্কেত নিকুঞ্জে ধনী গমন করিতে। নানান উদ্বেগ করে সখীর সহিতে॥ শ্রীরূপ পাদপদ্ম করিয়া ধেয়ান। যেই উঠে মনে লিখি না জানি বিধান॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে সায়াহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সায়াহ্নবিলাস বর্ণন নামক বিংশ সর্গ।

একবিংশ সর্গ।

"রাধাং সালীগণান্তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে,
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃতযমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাম্।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা,
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি॥"

জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর। জয় জয় তপ্তহেমকান্তি কলেবর॥ জয় জয় চন্দ্রমুখ কমলনয়ন। জয় জয় দীনবন্ধু পতিত পাবন॥ কৃপা কর দয়ানিধি মো অতি অধম। তোমা না ভজিনু বৃথা গেল এ জনম॥ নিজ গুণে কৃপা করি দেহ দরশন। সুখে সেবা করোঁ তাথে তোমার চরণ॥ অতঃপর ব্রজেশ্বর বাহিরে আইলা। অগ্রজ অনুজ সহ সভাতে বসিলা॥

যথা রাগ। সন্ধ্যার সময়ে রাই, সখীগণে এক ঠাঞি, বেশ করে অভিসার কাজে। সিত আর অসিত নিশা, যোগ্য বেশ রচে দিশা, সাজে ধনী মনোহর নিজে॥ বৃন্দাদেবী উপদেশে, চলিলা মোহন বেশে, যমুনার তীরে সখী সঙ্গে। কল্পবৃক্ষকুঞ্জবন, স্থান অতি মনোরম, পাইলা ধনি কৃষ্ণসঙ্গরঙ্গে॥ গোবিন্দ প্রদোষ কালে, গোপসুত আসি মিলে, গুণিকলা কৌতুক দেখিলা। নানান কৌতুক দেখি, কৃষ্ণ হৈল মহাসুখী, তা সবারে বহু দান দিলা॥ মাতা অতি যত্ন করি, সভা হৈতে আনে হরি, দুগ্ধ ভুঞ্জাইয়া শোয়াইলা। ক্ষণেক শুতিয়া কৃষ্ণ, অন্তরে বাড়িল তৃষ্ণ, অলক্ষিতে সেই কুঞ্জে গেলা॥ রাধাকৃষ্ণ দরশন, আনন্দে ভরল মন, নানা ভাব ভরে দুহুঁ গায়। সখী সঙ্গে পরিহাস, রসময় সুবিলাস, স্মরে রাই আপন হিয়ায়॥

অতঃপর ব্রজেশ্বর বাহিরে আইলা। অগ্রজ অনুজ সহ, সভাতে বসিলা॥ ব্রজপ্রজাগণ যত সবাই আইলা। গুণিবৃন্দ আইলা মহা সমৃদ্ধ হইলা॥ শ্রেণী মুখ্য লোক আর গুণিবৃন্দ যত। সবাই আইলা

বিষ্ঠা বিশারদ কত ॥ বাদক গায়ক আইলা নাটক সহিতে। সূত বংশ ভাটগণ আইলা ত্বরিতে ॥ ব্রজেশ্বর সঙ্গে সবে মিলন করিলা। যথা-যোগ্য গৌরবাদি সবা সঙ্গে কৈলা ॥ প্রণয়ানুগ্রহ করি সম্মানিল সবা। গোবিন্দ দর্শনে চিত্ত হঞা গেল লোভা ॥ ব্রজেশ্বর মনে কৃষ্ণ ভোজন করিয়া। শয়ন করিল অতি শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥ লোকগণ আইল তার দর্শন লাগিয়া। কি বিধি করিব আমি না বুঝিয়ে ইহা ॥ হেনই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র আচম্বিতে। সখাগণ সঙ্গে আইলা রাজার সভাতে ॥ ব্রজেন্দ্রের সভা যেন উদয় পর্ব্বতে। কৃষ্ণচন্দ্র তাতে যদি হইলা উদিতে ॥ হৃদয় সমুদ্র সবার দেখি উছলিল। নয়ন চকোর গণ প্রফুল্ল হইল ॥ রোমৌষধি প্রফুল্লিত হাস্য কুমুদিনী। প্রফুল্ল হইল সব চিত্তানন্দ মানি ॥ অঞ্জলি বন্ধনে কৃষ্ণ বিপ্রে নমস্করি। গুরুজন আদি করি বন্দে ভক্তি করি ॥ সব সখাগণ হাস্য মিশালে ঈক্ষণ। প্রতিপালগণে করে দয়াবলোকন ॥ সবার সম্ভাষা করি সঙ্গিগণ লৈয়া। আসনে বসিলা কৃষ্ণ অতিহৃষ্ট হৈয়া ॥ বেদধ্বনি করে বিপ্র জয় জয় রবে। পূর্ব্ববংশ অনুবাদ পড়ে অনুভবে ॥ সেই সেই লীলা গান পঠন করয়ে। অতএব বহু বাদ্যে কোলাহল হয়ে ॥ পরম আনন্দ ধ্বনি স্তুতি কলকলি। সঙ্গীত করিলা যত সেই ব্রজ-স্থলী ॥ এইরূপে ব্রজস্থল কৃষ্ণস্তুতি করে। ঘোষ নিজ নাম যাতে মানয়ে সকলে ॥ তবে ব্রজেশ্বর ভৃত্যগণে আজ্ঞা দিলা। লোকের কলকলি সব নিষেধ করিলা ॥ নিজ নিজ স্থানে যত বৈসে সব লোক। গুণিগণে করে তবে ইঙ্গিতে আলোক ॥ কলাবিদ সব তবে করে নানা লীলা। কৌশল করিয়া সবে প্রকাশ করিলা ॥ ছালিক্যাদি নৃত্যলাস্য তাণ্ডব করয়ে। কেহ রামনৃসিংহাদিরূপকাভিনয়ে ॥ নানা ইন্দ্রজাল সূত্র কেহ সঞ্চারয়ে। এইরূপে সব লোক হরষিত হয়ে ॥ কেহ পুণ্য পৌরাণিকী কথাহ শুনায়। বংশানুবর্ণয়ে কেহ নানা গীত গায় ॥ চতুর্ব্বিধ বাদ্য বাজে কর্ণ প্রীত যাতে। জন্মাদি বিরুদাবলী পড়ে বন্দী তাতে ॥ তাহা সবাকারে ব্রজরাজ আজ্ঞা করি। বস্ত্র অলঙ্কার দিল সম্মান আচরি ॥ যদ্যপিহ গুণিগণ গোবিন্দদর্শনে। পূর্ণ তৃপ্ত ক্ষ

মন ধনতৃষ্ণাহীনে ॥ তথাপি লইয়া সবে আচার লাগিয়া। কৃষ্ণ মুখচন্দ্র সুধা পিয়ে নেত্র দিয়া ॥ অশ্রুধারা ছলে সদা রমণ করয়ে। দুরূহ প্রেমের গতি তবু তৃপ্ত নহে ॥ তথা ব্রজেশ্বরী দাস রক্তক পাঠায়। ব্রজেশ্বরে কহি কৃষ্ণে আনহ এথায় ॥ তবে সে রক্তক আসি কহে ব্রজেশ্বরে। ব্রজেশ্বরী চাহে পুত্র দেখিবার তরে ॥ তাহা শুনি ব্রজেশ্বর আগ্রহ করিয়া। পাঠাইলা গোবিন্দেরে যাত্রিক হইয়া ॥ কৃষ্ণ হাসি সুধাদৃষ্টি সবাকে করিলা। বিচ্ছেদে কাতর লোক স্নিগ্ধ সম্ভাষিলা ॥ তবে কৃষ্ণ আইল নিজ মাতার মন্দিরে। মিত্রবৃন্দ সঙ্গে আর শ্রীমধুমঙ্গলে ॥ চন্দ্রকান্ত মণি বেদি সুন্দর মাজন। তাহাতে বসিলা আসি লঞা নিজ জন ॥ কিছু উষ্ণ ঘন দুগ্ধ শর্করা কর্পূরে। মাতা আনি দিল তাহা কৃষ্ণ পান করে ॥ অতি স্নেহে মাতা স্তনে দুগ্ধ স্রবয়। নয়নে বহয়ে নীর বসন ভিজয় ॥ তবে মিত্রগণ সবে গেলা নিজালয়। রোহিণী জননী আসি কহেন সময় ॥ শয্যালয়ে আসি কৃষ্ণে করান শয়ন। হলধর গেলা নিজ আপন ভবন ॥ বটু যে শয়ন কৈলা যাঞা নিজ স্থানে। দাসগণ করে তথা গোবিন্দসেবনে ॥ স্বচ্ছন্দে শয়নে যদি কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা। তবে নিজালয়ে মাতা শয়নে চলিলা ॥ গমন সময়ে দাসগণে পুনঃ বলে। সদাই বিকল চিত্ত কৃষ্ণস্নেহ ভরে ॥ বাঞ্ছা সব এই দাসা তোমরা করিবে। কৃষ্ণ নিদ্রা বাদীগণে সদাই বারিবে ॥ বন বিচরণে আর বৎসাদিচারণে। শ্রান্ত হৈয়া আছে বাছা করিয়ে শয়নে। প্রাতঃকালাবধি যৈছে সুখে নিদ্রা যায়। এই কার্যে যুক্ত সব রহিবে সদায় ॥ এত কহি তেঁহো গেলা শয়ন করিতে। দাসগণ কৃষ্ণসেবা করে হরষিতে ॥ অথ সে রাধিকা নামে অট্টালি হইতে। দেখে পূর্ণচন্দ্র শোভা হঞাছে বিদিতে ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি তৃষ্ণা বাড়িল অন্তর। সঙ্কেত নিকুঞ্জ যাইতে করেন বিচার ॥ সখীগণ ত্বরা করে বেশাদি করিতে। তবে সখীগণ বেশ করয়ে ত্বরিতে ॥ অতি সূক্ষ্ম শুক্লবাস পরিধান কৈলা। কর্পূর চন্দন পঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা ॥ মুক্তা আভরণ পরে মল্লিকার মালা। যত্ন করি নূপুর কিঙ্কিণী মুক কৈলা ॥ নিজ সঙ্গ সখীগণে বেশাদি

করিয়া। সঙ্কেত নিকুঞ্জে চলে কৃষ্ণে অন্বেষিয়া॥ কৃষ্ণপক্ষে যবে ধনি করে অভিসার। শ্যাম বেশ তবে ধনি করে অঙ্গীকার॥ মৃগমদ লিপ্ত অঙ্গে নীলবাস পরে। কালাগুরু তিলক চিত্রমালা উৎপলে॥ নীলমণি রত্নগণ আভরণ ধরে। এইরূপে সখী সঙ্গে অভিসার করে॥

গথা রাগ। দেখিয়া উজোর রীতি, চিত্ত মনমথ জাতি, সঙ্গে সমবয়া সখীগণে। কৃষ্ণ অভিসার কাজে, চলিলা সঙ্কেত কুঞ্জে, রাধা সুধামুখী বৃন্দাবনে॥ সখী হে দেখ দেখ রাই অভিসার। চান্দের কিরণ তনু, ডুবিয়া চলিলা জনু, চিনিতে শকতি হয় কার॥ ধ্রু॥ বয়সে কিশোরী ধনী, তপত কাঞ্চন জিনি, বরণ সকল সিত সাজে। কৃষ্ণপ্রেম ভরে ধনী, মন্থর গমন জানি, তাহা হেরি গজ পায়ে লাজে॥ প্রতি অঙ্গে প্রতিক্ষণ, প্রতিবিম্ব অনুপম, ঝলকয়ে যেন সৌদামিনী। পদযুগ যাঁহা ধরে, কত তনুরুহ ভরে, হাসিতে খসয়ে মণি জানি॥ কঙ্কণ ঝঙ্কণ কাজে, মনোমথ পায়ে লাজে, নয়ন যুগল মনোহরে। যেখানে নয়ন পড়ে, কুবলয় বন ভরে, কটাক্ষে বরিষে কামশরে॥ তরু ছায়া যাঁহা হেরে, লোক অনুমান করে, ভীত হৈয়া মন্দ মন্দ যায়। বংশীবটতটস্থলে, সখী সব আসি মিলে, ব্রজভূমি সেবন করয়॥ হৃদয় কমলোপরি, রাইর চরণ ধরি, যমুনার তটে লৈয়া গেলা। কালিন্দীর জল তার, হংস ধনি হৈলা পার, পার হৈয়া সঙ্কেত পাইলা॥ জয় প্রভু শ্রীচৈতন্য, শ্রীগোপাল ভট্ট ধন্য, জয় জয় আচার্য্য ঠাকুর। মোর প্রভু জয় জয়, শ্রীঠাকুর মহাশয়, যদু আর উচ্ছিষ্ট কুকুর॥

শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবন আখ্যান তাহার। কৃষ্ণের সংযোগ পীঠ সর্ব্ব সুখাগার॥ সর্ব্বোত্তম অঙ্গ সেই বৃন্দাবন স্থানে। কূর্ম্মপৃষ্ঠ সম নত উচ্চ মনোরমে॥ দশশতদল পদ্ম তুল্য সেই স্থান। কুঞ্জগণ দল যার কৃষ্ণ মনোমান॥ হেম রম্ভাগণ হয় কিঞ্জল্ক তাহাতে। মণিগৃহ কর্ণিকার শোভা পূর্ণ যাতে॥ যমুনা উত্তরে পূর্ব্ব পশ্চিম বিভাগ। স্থল ক্রোড়ে করে বাড়ি মিলি অনুরাগ॥ শাল তমাল আর অশ্বত্থের গণ। বকুল রসাল আর নারিকেল বন॥ পিয়াল কুদ্দাল আর

শ্রীফল ভূফল। কন্দরাল দধিফল উদ্দাল সরল॥ তিলক লকুচ পীত শালবন আর। জম্বুল সুপ্লক্ষ তূল পলাশ বিস্তার॥ গালব গ্রন্থিল আর গোলীঢাদি করি। মধুষ্ঠীল মধুলক কণ্টকী ফল ভরি॥ কদম্ব কৃতমাল বৃক্ষ ক্রকিলিম নাম। বঞ্জুল বঞ্জুল বৃক্ষ কোল অনু-পাম॥ ফলাধ্যক্ষ নীপবৃক্ষ ক্রমোৎপল আর। কর্পরাল কুলক দেববল্লভ প্রকার॥ কল্পবৃক্ষ বাঞ্ছিতাদি অনেক ভরিলা। অপারিজাত পারি-জাত বনে পূর্ণ হৈলা॥ মন্দার পাদপ আর রাঙ্ক্যদার নাম। সন্তানক সম্মদতানক অনুপাম॥ শ্রীহরিচন্দন নাম গোবিন্দ শরীর। যাহার চন্দন ব্যাপ্ত স্নিগ্ধ যার শীল॥ মহাদাতা বৃক্ষগণ বেষ্টিত হইয়া। কল্প লতা উঠিয়াছে শুন মন দিয়া॥ মাধবী মল্লিকা আর হেম যূথী লতা। জাতী যূথী আর নব মালতী শোভিতা॥ সপুলা অপরাজিতা আর গুঞ্জালতা। বিম্বলতা কুজা আদি আছে বহু মত॥ লবঙ্গ অশোক কুন্দ আম্রলতাগণ। দ্রাক্ষা নাগবল্লী আর বলজানুপম॥ বৃক্ষলতাগণ সব কল্পবৃক্ষ সম। কৃষ্ণ গোপীগণের সে অভীষ্ট পূরণ॥ পুষ্পাবতী অমালিন্য সংদৃষ্টরজসা। সুকুমারা সপ্রসবা মুগ্ধা যে সরসা॥ রাত্রি দিনে কৃষ্ণসনে গোপাঙ্গনাগণ। বিহার করিতে হৈল শ্যামল বরণ॥ শ্যামলতা ছলে তারা রহে স্তব্ধ হৈয়া। স্থাবর হইলা এবে জঙ্গম হইয়া॥ কৃষ্ণ আলোকনে সহচরী দাসীগণ। স্তব্ধ কণ্টকিতা গুল্ম-লতা মনোরম॥ শ্রীশক্তি ভূশক্তি লীলামগ শক্তি আর। কৃষ্ণ সেবা লাগি লোভ বাড়িল অপার॥ বহুপুণ্যে স্থাবরতা বৃন্দাবনে হৈলা। জাতী ধাত্রী তুলসীতে আত্ম প্রকাশিলা॥ রাজ্ঞী হৈমবতী আদি গোবিন্দ দর্শনে। অতি তৃষ্ণা হৈল তারা রহে বৃন্দাবনে॥ সোমবল্লী হরিতকী ছলেতে রহিলা। পরম আনন্দে সবে স্থাবর হৈগেলা॥ অনেক পদ্মিনীগণ কৃষ্ণে সুখ দিতে। জলে স্থলে রহে সবে স্থির বহুমতে॥ কৃষ্ণপক্ষে শুক্লপক্ষে এ দিন রজনী। প্রফুল্লিতা হৈয়া রহে স্থাবরতা জানি॥ শরালি আছয়ে জলে স্থলে বহুতর। ঋষিগণ জলে স্থলে হয়ে স্থিরচর॥ কৃষ্ণ তুষ্টি লাগি কুঞ্জে কমলা পূজিত। কমলা তীরেতে জল কমল শোভিত॥ রক্তাক্ষ রক্তোক্ষ আছে রক্তোক্ষে সতত।

কলিকা হীন বৃক্ষ আর কলিকা পূরিত॥ ভয়ঙ্কর প্রাণী হীন সদা প্রাণী ভীম। বিহীন খর্জ্জুর আর পলাশ প্রবীণ॥ কনকে রচিত ভূমি কনক কনকে। কনক কনক আর বেষ্টিত কনকে॥ ক্রমুক ক্রমুক আর ক্রমুক বিস্তারে। জঙ্গম প্রিয়ক আর প্রিয়ক স্থাবরে॥ জঙ্গমে ময়ূর আর স্থাবর ময়ূরে। বিহীন বকুল আর পূর্ণ সুবকুলে॥ তমাল বিহীন আর আছয় তমালে। ক্রমে বিক্রমে সব মঞ্জু বিস্তারয়ে॥ কৃষ্ণসারা কৃষ্ণসারা রুরুভি রুরুভি। শম্বর শম্বর ব্যাপ্ত সর্ব্বচিত্তে লাভি॥ রোহিষ রোহিষ প্রিয় স্থলে ব্যাপ্ত হৈল। হারীত ভারুই শুক শব্দে বেয়াপিল॥ বৎস গালব আর শাণ্ডিল্যাদি মুনি। সেই বৃক্ষ শব্দ তার করে বেদধ্বনি॥ বৃক্ষমূলে চারা আর কুট্টিমারগণ। চারিকোণে ছয়কোণ কাহু অষ্টকোণ॥ মণ্ডল আকার কোন কুট্টিমারগণ। বিবিধ মণিতে চিত্র সোপান সাজন॥ গলা সম উচ্চ কেহ কেহ নাভি সম। কাহু কুক্ষি শ্রোণী উরু কাহু জানু সম॥ নীল রক্ত মণি বদ্ধ কোন সুকুট্টিমা। চন্দ্রকান্ত মণির চারা তাহাতে ঘটনা॥ কোন স্থানে চন্দ্রকান্ত মণির কুট্টিমা। নীল রক্ত মণির চারা তাহা অনুপমা॥ হেম বৃক্ষে নীলমণি লতিকা উঠয়। নীলমণি বৃক্ষে হেমলতা বিলসয়॥ স্ফাটিক মণির লতা প্রবাল তরুতে। স্ফাটিকের বৃক্ষে পদ্মরাগের লতাতে॥ মরকত বৃক্ষে লতা চন্দ্রকান্তমণি। প্রফুল্লিত বৃক্ষলতা সুন্দর সাজনি॥ ইন্দ্রনীলমণি ভূমে হেমবৃক্ষ হয়। প্রবালের বৃক্ষ ভূমি স্ফাটিকে আছয়॥ স্বর্ণভূমে স্ফাটিকের বৃক্ষ মনোহর। নীলমণি বৃক্ষারুণ ধরার উপর॥ মরকত মণি ভূমে পদ্মরাগ মণি। বৃক্ষ মনোহর অতি শাখার সাজনি॥ বৃক্ষগণে হেমস্কন্ধ ডাল শ্বেতমণি। উপডালগণ তাতে সাজে নীলমণি॥ মরকত মণি পত্র পদ্মরাগ প্রবাল। স্ফাটিক কুসুম ফুল মুক্তাফল মাল॥ অন্য বৃক্ষগণ ঐছে উলট ঘটনা। বিস্তার করিতে গ্রন্থ বাহুল্য রচনা॥ সেই বৃক্ষগণ ফলে সর্ব্ববাঞ্ছা পূরে। আশ্চর্য্য ফলের কথা সম্পুট আকারে॥ কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণের রমণী নিচয়। বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধ পূর্ণ তাতে হয়॥ সহজ স্বভাব তার পুষ্প যত হয়। মালাকৃতি পুষ্প সব মনোহরময়॥ ফল সব হয়ে

কুষ্মাণ্ড তুম্বীর সমান। কৃষ্ণলীলোচিত বস্তু রহে মধ্যস্থান॥ কুঞ্জগণ শোভা হয়ে অতি মনোহরে। অষ্টদিগে বৃক্ষশাখা প্রশাখা উপরে॥ শাখা শাখা মিলি হৈল মণ্ডপ আকার। চতুর্দ্দিকে লতা হয় ভিত্তি মনোহর॥ অত্যন্ত নিবিড় লতা কুসুম পূরিত। ভ্রমর ঝঙ্কারে তথা কোকিলের গীত॥ অতি ঘন পত্র বৃক্ষ শাখার উপরে। পত্র পুষ্প ফল চিত্র আচ্ছাদন করে॥ তাহার উপরে ভূমি মণি বিরচিত। তাহাতে কুসুম শয্যা সুগন্ধি পূরিত। উপরেত চন্দ্রাতপ নানা চিত্র তাতে। আভরণগণ আছে রতন রচিতে॥ উপাধান মধুপান তাম্বূল ভাজন। জলপাত্র গন্ধপাত্র মুকুর ব্যজন॥ সিন্দূর অঞ্জন পাত্র সমস্ত আছয়। মণিময় গেহ তুল্য কুঞ্জগণ হয়॥ হিন্দোলিকা আছে নানা মণিতে রচিতে। চিত্র বস্ত্র চিত্র পুষ্প তাহাতে নির্ম্মিতে॥ কল্পবৃক্ষ শাখা শাখা একত্র মিলন। কৃষ্ণ তাতে কেলি করে লৈয়া প্রিয়াগণ॥ কপোত পারাবত কোকিলাদিগণ। হারীত কপিঞ্জল আর টিট্টিভাদ্যুপম॥ ময়ূর চকোর আর চাতক পূরিত। চাসপক্ষী লাবা পক্ষী বর্ত্তক সহিত॥ শুকশারী পক্ষী আর চটকাদি যত। কালিঙ্গ তিত্তির পাদায়ুধ আদি কত॥ কোক ভৃঙ্গা ব্যাঘ্রাটিভ আদি পক্ষিগণ। সুশব্দ বিলাস করে অতি মনোরম॥ তার মধ্যে হেমস্থলী অতি পরিসর। চতুর্দ্দিকে কল্পবৃক্ষ নিকুঞ্জ মণ্ডল॥ তার মধ্যে চিন্তামণি মন্দির আছয়। কল্পবৃক্ষ কোণে মণি কুট্টিমা নিচয়॥ মন্দির চৌপাশে শোভে সোপান ললিত। চারিকোণে কল্পবৃক্ষ সকল পুষ্পিত॥ মন্দিরের মাঝে হেম সিংহাসন আছে। তাতে সিংহগণ চিত্র ভাল সাজিয়াছে॥ সিংহ অঙ্গকান্তি যেন পাথার নিচয়। আছে দুই পায়ে সব অঙ্গ ভার হয়॥ পাছে দুই পদ আছে কুঞ্চন করিয়া। স্বর্ণকান্তি অঙ্গ নেত্র মাণিক্যে রচিয়া॥ উচ্চ কর্ণ উচ্চ পুচ্ছ ছটাহিরণ্যপিশ। রত্নসিংহাসন সেই গোবিন্দে হরিষ॥ আকাশে উড়িয়া যাবে এমতি দেখিয়ে। চারিকোণে সিংহাসন আশ্চর্য্য শোভয়ে॥ অষ্টপত্র পদ্ম তুল্য সেই সিংহাসন। চতুর্দ্দিকে মণি শোভে কেশরের সম॥ কর্ণিকার হয়ে বস্ত্র গাত্রার আকার। রচেন তুলিতে তাহা রচিয়াছে ভাল॥ মন্দিরের

কাছে ছোট রত্নালয় আছে। অষ্ট কল্পবৃক্ষ লতা তাতে বেড়িয়াছে॥ এইরূপ অষ্টদিকে মন্দির বেষ্টিত। কহনে না যায় শোভা উপমা রহিত॥ লতাযুক্ত কল্পবৃক্ষ তাহার বাহিরে। কুঞ্জগণ আছে যেন মণ্ডলী প্রকারে॥ এইরূপে শ্রীমন্দির বেড়িয়া বেড়িয়া। কুঞ্জের মণ্ডলী আছে দ্বিগুণ করিয়া॥ দ্বিগুণিত সংখ্যা চারি মণ্ডলী আছয়। অপূর্ব্ব তাহার শোভা কহিলে না হয়॥ তাহার বাহিরে হেমস্থলী মনোরম। শস্যস্থলময় সেই দীপ্ত অনুপম॥ মৃগপক্ষিগণ রত্ন বিচিত্র তাহাতে। স্ত্রী পুরুষ ভাব উদ্দীপনা হয় যাতে॥ তাহার বাহিরে হয় কদলীর বন। মণ্ডলী বন্ধনে স্থল করে আবরণ॥ সকল শীতল পত্র নানা জাতি হয়। সকল বন্ধলে সব কর্পূরাদিময়॥ তাহার বাহিরে বেড়া পুষ্পোদ্যান আর। ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প বাড়া বড়ই বিস্তার॥ তাহার বাহিরে বেড়া উপবন হয়। পুষ্পফল ভরে সেই নম্র হৈয়া রয়॥ তার মধ্যে বৃন্দাদেবী কুঞ্জদাসীগণ। সেবা গেহ বহু তাহা নানা প্রকরণ॥ বাহিরে বাহিরে ক্রমে লতাদি বেষ্টিত। বৃক্ষতলে ভিন্ন ভিন্ন চারা যে রচিত॥ গুবাক মণ্ডলী বন তাহার বাহিরে। হস্ত প্রাপ্য নব ফল গুচ্ছ মনোহরে॥ হরিদ্বর্ণ রক্তবর্ণ ফল মনোরম। বৃক্ষ কণ্ঠে ফল শোভে সুমণ্ডলী ক্রম॥ তাহার বাহিরে আছে নারিকেল বন। দেখিতে তাহার শোভা অতি মনোরম॥ বৃক্ষের কপোল যেন চারা বান্ধা গেল। এইরূপে ফলগুচ্ছ শোভিত হইল॥ কণ্ঠদেশে কেহ যেন ভূষণ পরয়ে। এইমত বৃক্ষে নারিকেল ফল হয়ে॥ যমুনার তট হয় তাহার বাহিরে। চাঁপার নিকুঞ্জ আছে তাহার উপরে॥ অশোক কদম্ব আম্র পুন্নাগ বকুল। এই আদি করি কুঞ্জে আছয়ে প্রচুর॥ প্রফুল্ল মাধবীলতা শাখা নম্র হৈয়া। তীরে নীরে আছে বহু আবৃত হইয়া॥ মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জ আছয়ে বেষ্টিত। বিবিধ কুসুম কুঞ্জে চৌপাশে শোভিত॥ শ্রীরত্ন মন্দির হৈতে যমুনার কূল। চারি দিকে চারি পথ সর্ব্ব শোভা মূল॥ রত্ন মধ্য পথ সব তার দুই পাশে। প্রফুল্ল বকুলাবলী আচ্ছাদিয়া আছে॥ মন্দির ঈশান কোণে আছে শিবালয়। গোপেশ্বর নাম করি যার খ্যাতি হয়॥ তাহার উত্তর

দিকে যমুনার তট। তথাই আছয়ে যার নাম বংশীবট॥ মণির কুট্টিমা আছে কৃষ্ণ যাহে রহি। আকর্ষয়ে গোপনারী মুরলী বাজাই॥ যমুনাতে জানু উরুদঘ্ন কটি জল। স্তনাভি হৃদয় কণ্ঠ সম শির স্থল॥ কোথাও অগাধ জল গোবিন্দ আপনে। জলকেলি সুখ করে গোপাঙ্গনা সনে॥ কহ্লার রক্তোৎপল কৈরবাদিগণ। পুণ্ডরীক ইন্দীবর অম্বুরুহ বন॥ কহ্লার সুবর্ণ পদ্ম প্রফুল্ল হইল। পরাগ কুসুম গন্ধে সে জল ভরিল॥ মধুকরগণ পান তাহাতে করয়। মনোজ্ঞ সরসী জল সুশীতল হয়॥ চক্রবাক চক্রবাকী মদগু পক্ষীগণ। সরারি টিট্টিভ আদি সারস উত্তম॥ হংস হংসীগণ আর খঞ্জন নিচয়। শব্দ সবিলাস তীর নীরেতে করয়॥ সুগোকর্ণ রোহিসিক আর কৃষ্ণসার। শম্বর হরিণী রঙ্কু বিবিধ প্রকার॥ শম্বর রোহিত আদি যত মৃগীগণে। তীরে বিলসয়ে যাহা নিবিড় কাননে॥ সেখানে আছয়ে কৃষ্ণের রাস-লীলা স্থল। যাহা বিলসয়ে লঞা রমণী সকল॥ এক দিকে যমুনার জলাবৃত হয়। অন্য দিকে মুক্তকুঞ্জ শতেক বেড়য়॥ আর দিকে উপবন কুসুম আবৃত। পূর্ণচন্দ্র প্রায় স্থল অতি সুললিত॥ কর্পূরের চূর্ণরজ নিন্দা যে করয়। ঐছন বালুকা পূর্ণ সুধাময় হয়॥ দ্বিগুণ উজ্জ্বল স্থল গোবিন্দ আপনে। গোপাঙ্গনা সনে নৃত্য চিহ্নিত ভুবনে॥ উত্তরে যমুনা তার রম্য তীর হয়। নির্ঝর পুলিন তার চৌদিকে আছয়॥ অন্টদিকে বৃক্ষলতা অরণ্য সহিতে। পুষ্পিত হইলা অলি করয়ে ঝঙ্কৃতে॥ পিক পিকী শব্দ করে তারস্বর করি। নাচয়ে আনন্দ ভরে ময়ূর ময়ূরী॥ কোটিচন্দ্র দীপ্ত প্রায় স্থান মনোহরে। রত্নের মন্দির আছে কল্পবৃক্ষতলে॥ যোগাল সিংহাসন আছে যোগপীঠ তাতে। আগমাদি শাস্ত্রে কহে পূর্ণলীলা যাতে॥ প্রিয়াগণ লয়ে কেলি করে সর্ব্বকাল। কহিল না হয় স্থল মহিমা অপার॥ এইমত স্থলরাজ অতি পরিসরে। দেখিয়া রাধিকা সুখ বাড়ায়ে অন্তরে॥ কন্দর্প লীলার যোগ্য আনন্দ মন্দিরে। গোবিন্দ স্মারক সদা নিজ গুণ ধরে॥ এথা বৃন্দাদেবী নিজ সখাবৃন্দ লৈয়া। সামগ্রী রচনা করে আনন্দ পাইয়া॥ বিহঙ্গণ আদি যত কুঞ্জ সেনা

হয়। রচনা করয়ে কুঞ্জ উপচারচয়॥ রাধাকৃষ্ণ আগমন পথে নেত্র ধরে। অকস্মাৎ রাই তথা দেখে হেনকালে॥ অভ্যুত্থান করি বৃন্দা তৎকাল আইলা। রক্ত উত্তংস দুই আনন্দে সঁপিলা॥ বন কুঞ্জ মঞ্জু শোভা দেখাবার মনে। লঞা গেলা শ্রীকুঞ্জ শ্রীরাজ সদনে॥ বন শোভা তাতে চন্দ্র কিরণ রঞ্জিত। উদ্দীপনা দেখি রাই হৈলা বিভাবিত॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি চিত্ত চঞ্চল হইলা। অতি যত্ন করি স্থির করিতে নারিলা॥ বনশোভা উদ্দীপনা উৎকণ্ঠা মগন। উচ্ছলিত কৈল চিত্ত ভাব বায়ুগণ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি আশা লাগি পড়ে উৎকণ্ঠাতে। পথে তুলা পড়ে বায়ু চালয়ে যেমতে॥ প্রবেশ করয়ে রাই কুঞ্জের ভিতরে। নানা চিত্র দেখি পুনঃ আইসে বাহিরে॥ পত্রের উপরে পত্র পড়য়ে যখন। কৃষ্ণ আইলা করি রাই মানয়ে তখন॥ বৃন্দাকে পুছয়ে কৃষ্ণ আগমন কথা। এইমত শ্রীরাধিকা হয়ে উৎকণ্ঠিতা॥ সঙ্কল্প করেন মনে কৃষ্ণের বিলাস। কৃষ্ণপ্রাপ্তে বিকল্পাদি করেন প্রকাশ॥ সঙ্কল্প করয়ে নানা বিস্তার করিয়া। নিজ অঙ্গ বেশ করে হরিষ পাইয়া॥ কখন ত্যজয়ে ধনি ভূষা আদিগণ। কখন করয়ে ধনি শয্যার রচন॥ অল্প কালে বহু স্থানে গোবিন্দ লাগিয়া। সব ভাবচয় আসি ধরে ধনি হিয়া॥ কৃষ্ণ পাব করি ইচ্ছা বাড়ি গেল মনে। নানা বেশ নানা কথা কহে নানা ভ্রমে॥ ওথা ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণে শয়ন করাঞা। ব্রজেশ্বর পাশে সুখে শুতিল আসিয়া॥ দাসগণ এথা কৃষ্ণ সেবা স্নেহে করে। তাহা সবাকারে কৃষ্ণ পাঠাইলা ঘরে॥ শয়ন হইতে তবে উঠিলা গোবিন্দ। সম্মুখ দুয়ারে খিল দিল করি ছন্দ॥ কুঞ্জ গমনে অতি উৎকণ্ঠিত মন। পশ্চ দ্বার দিয়া শীঘ্র হইলা নির্গম॥ পূর্ব্ব দ্বারে অনাচ্ছন্ন চন্দ্রের কিরণে। লোকজন পথে করে গমনাগমনে॥ এইত কারণে কৃষ্ণ সে পথ ছাড়িয়া। বৃক্ষাবৃত পথে চলে বিচার করিয়া॥ গমন উত্তমে পদদ্বা যবে ধরে। তবে ব্রজভূমি ধরে হৃদয় কমলে॥ মনোবেগবল্গার্পিত রথে আরোহিলা। কুঞ্জালয়ে নাগরেন্দ্র তৎকাল চলিলা॥ জ্যোৎস্নাপূর্ণ স্থান পুনঃ লঙ্ঘন করিয়া। গাঢ় বৃক্ষছায়া পথ লভিং

যাইয়া॥ তবে মনে বিচারয়ে কি কর্ম্ম হইল। রাধিকা গমন তত্ত্ব ভালে না জানিল॥ তা সবার আগমন হয় কি না হয়। বিচারিতে কৃষ্ণ চিত্তে উৎকণ্ঠা বাঢ়য়॥ এথা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ লাগি উৎকণ্ঠিতা। আচম্বিতে দেখে ধনী তমালের পাতা॥ পবনে দোলায় জ্যোৎস্না তাহাতে পড়িল। তাহা দেখি রাই মনে কৃষ্ণজ্ঞান হৈল॥ জ্যোৎস্না মানে হেম বাস তমাল শরীর। কৃষ্ণ আগমন লাগি হইলা অস্থির॥ হাস্য করিবারে মনে কৌতুক হইলা। রত্নালয় মাঝে ধনী যাঞা লুকাইলা॥ সুবর্ণের ভিত্তি লগ্ন প্রতিমার মাঝে। রত্ন প্রদীপাদিগণ তাতে ভাল সাজে॥ সেই প্রতিমার মাঝে রাধা সুবদনী। লুকাঞা রহিল কৃষ্ণ আগমন জানি॥ এইত সময়ে কৃষ্ণ কুঞ্জাচয় পথে। আসি উপস্থিত হৈলা সঙ্কেত কুঞ্জেতে॥ দেখি বৃন্দাদেবী আইলা হরষিত হঞা। কর্ণিকার দিলা অবতংসের লাগিয়া॥ মাধব উদয় হৈল মাধবী দেখিয়া। পুলক মুকুল জাল ভরে অলি লঞা॥ বাষ্প মকরন্দ কম্প মলয় বাতাসে। হাস্য পুষ্প শ্বেত অঙ্গ পরম হরিষে॥ ভ্রমরের ধ্বনি হয় গদ্গদ বচন। অতি প্রীতি পাইলা প্রিয় আইলা হেন মন॥ এমনি রাধিকা নিজ সখীগণ সঙ্গে। গোবিন্দ দর্শনে হস ভাবের তরঙ্গে॥ মাধবী লতিকা দেখি গোবিন্দমানসে। আনন্দ উদ্ধত ভাব অঙ্গে পরকাশে॥ কান্তাবলোকন লাগি নয়ন মানসে। চঞ্চল হইলা কৃষ্ণ অত্যন্ত হরিষে॥ সখীগণ দেখি প্রশ্ন করিতে লাগিলা। তোমার সঙ্গিনী রাই কহ কোথা গেলা॥ তারা সবে কহে তিঁহো গৃহেতে রহিলা। কৃষ্ণ কহে তারে ছাড়ি সবে কেন আইলা॥ তারা সব কহে মিত্র পূজার কারণে। কুসুম তুলিতে এথা হৈল আগমনে॥ কৃষ্ণ কহে তবে কেন তার অঙ্গ গন্ধ। সৌরভয়ে দেখ এই সকল দিগন্ত॥ তারা সব কহে তার অঙ্গের সহিতে। মো সবার অঙ্গ হৈল সৌরভ পূরিতে॥ সেই গন্ধ লাগে এবে তোমার নাসাতে। কৃষ্ণ কহে এই কথা মিথ্যা প্রতারিতে॥ তারা কহে মিথ্যা যদি ভালই হইলা। দেখ কোন স্থানে তবে রাধিকা আইলা॥ কৃষ্ণ কহে তোমা নিশ্চ তোমা সবাকার। আগমন সম্ভাবনা না হয়

বিচার॥ চন্দ্র মূর্ত্তি বিনা কভু আকাশ উপরে। কিরণের গণ কিয়ে উদয় আচরে॥ সখীগণ কহে এই চন্দ্রাবলী নহে। বৃষভানুজার শ্রীউদয় করয়ে॥ এক দেশে রহি চন্দ্রাবলী মান করে। তোমাকেহ দীপ্ত করে অন্য কোন স্থলে॥ এই রূপে সখীগণ পরিহাস করে। ওথা বৃন্দাদেবী নেত্র ইঙ্গিত আচরে॥ বৃন্দার ইঙ্গিতে কৃষ্ণ জানিয়া তখনে। সুবর্ণ মন্দিরে গেলা প্রিয়া দরশনে॥ মন্দিরে প্রবেশ করি দেখেন মুরারি। সুবর্ণের কান্তে সব আছে গেহ ভরি॥ রাধিকাঙ্গ কান্তি সর্ব্ব কান্তি সঙ্গে মিলি। সুবর্ণ অদ্বৈত কান্তি হৈলা গৃহস্থলী॥ তাহাতে শ্যামাঙ্গ কান্তি মিশাল হইল। মরকত মণি কান্তি সব উছ-লিল॥ প্রতিমা নিকটে কৃষ্ণ অন্বেষ করয়ে। প্রিয়া দেখিবারে চিত্ত অতি লোভ হয়ে॥ কৃষ্ণ দেখি রাধিকার হর্ষ ভাব হৈল। স্তব্ধ হৈয়া প্রতিমার সঙ্গেই রহিল॥ রাধিকা দেখিয়া কৃষ্ণ প্রতিমা মানয়ে। প্রতিমা দেখিয়া মনে রাই অনুলয়ে॥ কৃষ্ণ সঙ্গ রঙ্গে রাই লালসাদি হয়। তৎকাল বামতা সখী আসি আকর্ষয়॥ আনন্দ জড়তা আসি বারে সুবদনা। সেই বামতাকে আসি রোধে রাধা ধনি॥ রাধিকা পরশে কৃষ্ণ' ইচ্ছা যবে হৈল। অত্যন্ত হারিষ আসি স্তব্ধতা করিল॥ তবেত লালসা হৈল নিবারা না হয়। প্রিয়া হস্ত ভদ্র তাতে আসিয়া ধরয়॥ গোবিন্দ পরশে রাই অঙ্গ পুলকিতা। প্রতি অঙ্গে কম্প জল নয়ন পূরিতা॥ বৈবর্ণ প্রস্বেদ জল নয়ন চঞ্চল। বক্র দৃষ্টি ভুরুলতা কুটিল প্রবল॥ এইরূপে কৃষ্ণ কর হৈতে নিজ করে। আকর্ষণ করি ধনি লইল সত্বরে॥ রাধিকার হাস্য মুখ নেত্রাস্ত অরুণা। কুটিল নয়ন অশ্রুকনা পক্ষ্মসীমা॥ হেলা উল্লাস আর চাপল্যাদি-গণ। মন্দস্মিত আর্দ্র ধনি যুগল নয়ন॥ কণ্ঠেতে অঞ্জন ধ্বনি হুঙ্কারের সঙ্গে। ভর্ৎসন করয়ে বহু হরষিত রঙ্গে॥ রাধা চন্দ্রমুখী মুখ এরূপ দেখিয়া। গোবিন্দ হইলা সুখী পূর্ণচন্দ্র হিয়া॥ নাসা কর্ণ নেত্র জিহ্বা শরীরাদি করি। নিজ নিজ লাভে সবে বহু লোভে ভরি॥ রাধাকৃষ্ণ অন্যান্যে লুটে বহু রঙ্গে। ছল করি লুটে রাজা আনন্দিত রঙ্গে॥ কামাঙ্কুশ অঙ্গ কমং গন্ধ চোরবরে। প্রবেশ

করিলা রাই কঞ্চুক ভিতরে॥ সর্পগতি হয়ে হেমঘট দুই ধরে। ধরিয়া লইতে রাই করে কর বারে॥ এইমত সুমধুর লীলানন্দসিন্ধু। নিমগণ হৈল চিত্তে লুব্ধ ব্রজইন্দু॥ রাধিকার চিত্ত তনু শিথিল হইল। সখী আসি দেখে করি বাম্য উপজিল॥ হস বাম্য ভাবে ধনি কুট্টিমা মন্দিরে। প্রবিষ্ট হইলা সখীগণের ভিতরে॥ রসের তরঙ্গে কৃষ্ণ ভাসিয়া ভাসিয়া। রাই কাছে গেলা রাই রহে লুকাইয়া॥ সখীর মিশালে ধনি লুকাইয়া যবে। সখীমধ্যে রাই কৃষ্ণ অন্বেষয়ে তবে॥ প্রণয়ে কোটিল্য নেত্র করে সখীগণ। অন্তরে আনন্দ করে বাহিরে ভর্ৎসন॥ এইরূপে চলে কৃষ্ণ রাই অন্বেষিতে। সখীর তারুণ্য ধন লুটে ভালমতে॥ যদ্যপিহ সখীগণ প্রাণয়েবা করি। রোধয়ে গোবিন্দ হস্ত বাম্য আগে ধরি॥ তথাপিহ কৃষ্ণ সুখ আনন্দ বাড়য়ে। অঙ্গনার বাম্যসুখসিন্ধু বিস্তারয়ে॥ এই ত কহিল রাধাকৃষ্ণের মিলন। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥ গোবিন্দলীলামৃতে আছে ইহার বিস্তারে। যে কিছু লিখয়ে মাত্র সেই অনুসারে॥ শ্রীরূপ গোস্বামি সেবা জনিত সুফল। গোস্বামি শ্রীরঘুনাথ আদেশ প্রবল॥ শ্রীজীব গোস্বামি সঙ্গ গুণেতে রচিত। রঘুনাথ ভট্ট গোঁসাই বরেতে জনিত॥ গোবিন্দচরিতামৃত সমুদ্র গম্ভীর। সদাই বিহরে ইথে ভক্ত মহাধীর॥ ঠাকুর বৈষ্ণব হঞা করিবে শোধন। নিজ গুণে না দেখিবা মোর দোষগণ॥ গোবিন্দচরিতামৃত সুধা যেই গায়। লোটাইয়া ধরো মুঞি তাঁর দুই পায়॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে সায়াহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সায়াহ্ন বর্ণনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ
মিলন নামক একবিংশ সর্গ॥ ২১॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

"তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ,
গানৈর্নর্ম্মপ্রহেলীসুলপননটনৈঃ রাসলাস্যাদিরঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাধ্বীকপানৌ,
ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধরতিরণোদ্ধত্যবিস্তারিতাঙ্গৌ ॥"
"তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈর্ব্যজনহিমপয়ঃপাদসম্বাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্ণা সংসেব্যমানৌ প্রণয়িসহচরীসঞ্চয়েনাপ্তশান্তৌ।
বাচা কান্তৈর্বণাভির্নিভৃতরতিরসৈঃ কুঞ্জসুপ্তালিসঙ্ঘৌ,
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ জয় জয় শ্রীজীব গোসাঞি দীননাথ। জয় জয় গদাধর ভক্তগণ সাথ॥ তবে বৃন্দাদেবী আইলা নিজগণ সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ লৈয়া গেলা রঙ্গে॥ যমুনার তটে শিল্পশালা মনোহর। পূর্ণচন্দ্র কান্তিগণ নিন্দে সেই স্থল॥ কাঞ্চন বেদিকা আছে নিকটে তাহার। পুষ্পশয্যা সূক্ষ্মবাসে শোভিয়াছে ভাল॥ তাহাতে বসিলা রাধাকৃষ্ণ সখীগণ। শীতল সুগন্ধ মন্দ বহয়ে পবন॥ চিত্র পুষ্প আভরণ তাম্বূল চন্দনে। ব্যজন সুগন্ধি দিয়া করেন সেবনে॥ রাধিকা গোবিন্দ আর যত সখীগণ। সেবা করে বৃন্দাদেবী লৈয়া নিজ জন॥ সজ্যোৎস্না রজনী বন কুসুমে পূরিত। সুন্দর পুলিন প্রিয়াগণ সুবেষ্টিত॥ দেখিয়া গোবিন্দ হৃদি আনন্দ বাড়িল। রাসবিলাসের লাগি বাঞ্ছা বহু হৈল॥ বৃন্দাবন বৃক্ষতলে সগান নর্ত্তন। সুচক্র ভ্রমণ পায় অরণ্য ভ্রমণ॥ হল্লীসক নৃত্য হয় অতি মনোহর। যুগ্ম নৃত্য গান হয় প্রকার বিস্তর॥ তাণ্ডব নৃত্যেত আছে বহুত প্রবন্ধ। এক এক জন নাচে করি লাস্য রঙ্গ॥ সেই সেই মতে গান নৃত্য নর্ম্ম আর। জল খেলা নর্ম্মলীলা রাস অঙ্গ সার॥ সুমন্দ পবনে বৃক্ষ লতিকা কাঁপয়।

পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না তাতে উজ্জ্বলিত হয়॥ ময়ূর নাচয়ে গান করয়ে কোকিল। ভ্রমরা ঝঙ্কার বহে সুগন্ধ সমীর॥ দেখি কৃষ্ণ চিত্তে অতি আনন্দ বাড়িল। বনবিহরণ লাগি বাসনা হইল॥ নিজ বাঞ্ছা বংশী গানে জানায়ে গোপীরে। কৃষ্ণ নাম গানে গোপী অঙ্গীকার করে॥ কৃষ্ণ বংশী গানে কহে শুন প্রিয়াগণ। চন্দ্রের কিরণে ভরে সব বৃন্দা বন॥ বিহার লাগিয়া চিত্ত বাসনা করয়ে। তাহা শুনি কৃষ্ণ নাম গানে তারা কহে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কান্ত হে। নব হরিত বৃন্দাবন সর্ব্বচিত্ত উৎক হে॥ তাহা শুনি কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণ লঞা। নিজ শিক্ষা সুকৌশল বল দেখাইয়া॥ প্রতি বৃক্ষ প্রতি লতা প্রতি কুঞ্জতলে। মৃদু গান শিখাইয়া ভ্রমি ভ্রমি ফিরে॥ সুমন্দ মলয়া নিলে তরুপত্রচয়। কাঁপে সেই ছলে সব অরণ্য নাচয়॥ সুমধুর ধ্বনি কলা পিককুল গান। ভ্রমর ঝঙ্কারে মত্ত ময়ূর নর্ত্তন॥ নিজ প্রিয়া সমগুণ দেখি বৃন্দাবন। কৃষ্ণ চিত্তে বাঞ্ছা বাড়ে করিতে রমণ॥ বৃন্দাবনে মৃগ পক্ষী ভৃঙ্গ তরু লতা। মূর্চ্ছা হৈতে উঠে যেন হইলা বিলতা॥ মাধুর্য্য অমৃত রসে সিনান করিলা। কৃষ্ণকেলী দেখিবারে আনন্দিত ভেলা॥ পক্ষ মৃগ চক্ষরাক আগেত করিয়া। বৃন্দাবন স্থান কৃষ্ণে মান্য করে গিয়া॥ চন্দ্রের কিরণে অঙ্গ বলিত করিয়া। কৃষ্ণ আগে শীঘ্র আইলা বায়ুগতি হৈয়া॥ চন্দ্রকান্তে বৃন্দাবন গৌরবর্ণ হৈলা। গৌরাঙ্গীর অঙ্গ কান্তি তাতে মিশাইলা॥ স্বর্ণজলে স্বর্ণ যেমন প্রক্ষালন কৈল। এই মত বনে ব্রজাঙ্গনা অঙ্গ হৈল॥ রাধিকার অঙ্গ দ্যুতিবৃন্দের সহিতে। মিলিলা গোবিন্দ অঙ্গ সুমধুর দ্যুতে॥ চঞ্চল তমালবৃক্ষপত্রগণ যেন। ঝলমল করে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ॥ তবে কৃষ্ণ প্রীতিকর সবারে পুছয়ে। সুখে আছ পক্ষিগণ কহত নিশ্চয়ে॥ বৃক্ষ লতা মৃগমৃগী মধুকরগণ। কুশলে আছহ সবে কহত কথন॥ গোবিন্দ দেখিয়া বৃন্দাবন নৃত্য করে। পবনে চালায় পত্র পুষ্প আদি ছলে॥ কোকিল ভ্রমরা ছলে করে মঞ্জু গান। নর্ত্তকীর প্রায় নাচে গায় বৃন্দাবন॥ গোবিন্দ সংহতি গায় ভৃঙ্গপুঞ্জগণে। অতি শ্রান্ত হৈল ভৃঙ্গ গমনাগমনে॥ দেখিয়া মাধবীলতা নিজ মধুপানে। কিশলয়

বাহুচ্ছলে করেন আহ্বানে॥ নিজ কুল ধর্ম্ম গোপীগণ তেয়াগিয়া। গোবিন্দে আনন্দ দেন শিক্ষার লাগিয়া॥ মালতীর গন্ধে ভৃঙ্গ উন্মত্ত হইয়া। প্রণাম করয়ে রঙ্গে সে সব কহিয়া॥ মল্লীলতা ফুলে বৈসে চপল ভ্রমর। অনিলে চালয়ে তার পত্র মনোহর॥ যেন কৃষ্ণ হাস্য দেখি কটাক্ষের সঙ্গে। পরম আনন্দ ভরে কাঁপে সব অঙ্গে॥ আপন নিকটে কৃষ্ণ দেখি লতাগণ। নৃত্য করে ছল করি মলয় পবন॥ পক্ষিগণ শব্দ স্তুতি করয়ে বিস্তর। দেখিয়ে আনন্দ পায় গোবিন্দ অন্তর॥ কুঞ্জাবলি গুঞ্জা পুষ্প বিচিত্র অপার। নবদল তল্পে বৈসে অলি পরিবার॥ শব্দচ্ছলে তারা বহু স্তবন করয়ে। দেখি রাধাকৃষ্ণ সুখ অধিক বাঢ়য়ে॥ কৃষ্ণমেঘ আলিঙ্গিতে রাই বিদ্যুল্লতা। অমৃত বরিষে মন্দ ধ্বনির সঙ্গতা॥ দেখিয়া ময়ূর আর ময়ূরীর গণে। কেকাশব্দ করি নাচে পিচ্ছ প্রসারণে॥ পক্ষিগণ শব্দ করে ভ্রমরা ঝঙ্কৃতি। পুষ্পফলে পূর্ণ বন পরিমল অতি॥ চন্দ্র জ্যোৎস্না ভরে মন্দ পবনে চলয়ে। বনশোভা দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসয়ে॥ অশোক লতার পুষ্প অল্প বিকসিলা। বৃষভানুসুতা তাহা ত্রোটন করিলা॥ স্তবক যুগল কৃষ্ণ শ্রবণে ধরিলা। ভাবাবেশে হস্ত তাঁর কাঁপিতে লাগিলা॥ আর দুই পুষ্প গুচ্ছ হস্তেতে ধরিয়া। মন্দ মন্দ হয়ে যান হরষিত হৈয়া॥ প্রণয়জ সুকলহ সদা কৃষ্ণ সঙ্গে। তাঁর হস্ত পুষ্প গুচ্ছ হরে কৃষ্ণ রঙ্গে॥ সেই গুচ্ছ লঞা রাই শ্রবণ যুগলে। হাসিয়া ধরিলা কৃষ্ণ ধনি বাঞ্ছা পূরে॥ সিংহমধ্যা হয় কণ্ঠধ্বনি সুমধুর। গায় নিরমল গুণ সরস প্রচুর॥ স্তবক অর্পণ ছলে কৃষ্ণাঙ্গ পরশে। অতি উৎকণ্ঠিতা ভেল নিভৃত বিলাসে॥ কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিব্বোক বিলাসে। ললিতালঙ্কার কৃষ্ণ পরাণ হরিষে॥ ভ্রমর সকল ধ্বনি ছল উঠাইয়া। রাধাকৃষ্ণ গুণ গান পুষ্প পরশিয়া॥ চন্দ্র আর লতা তরু গুণের সংযোগে। কৃষ্ণচন্দ্র গুণ গায় সখী অনুরাগে॥ বর্ণ অর্থ বিপর্য্যয় রাধাকৃষ্ণ শোভা। পরম হরিষে সখীগণ চিত্ত লোভা॥

উদয় করিলা শশী, শোভে অতি জ্যোৎস্না রাশি, জগত আহ্লাদ-শীল সার। প্রমোদা হৃদয়ে কাম, বাঢ়াইতে সুধা ধাম, রাধা অনুরাগ

সুধাসার॥ সখী হে রাই কানু বিলসয়ে রাসে। প্রতি তরুলতা তলে, রাসে হিল্লোলে বুলে, গান নৃত্য পরিহাস রসে॥ ধ্রু॥ গোবিন্দ সুশীল অতি, আহ্লাদে ও বনততি, বাঢ়য়ে যুবতি হৃদি কাম। রাধিকা ললিতা সঙ্গে, বিলাস করয়ে রঙ্গে, সুশোভা অধিক কান্তি ধাম॥ প্রফুল্ল মাধবীলতা, পুন্নাগেতে সুবেষ্টিতা, বিরাজয়ে গগনের মাঝে। জ্যোৎস্না রজনী অতি, বিরাজয়ে কান্তিততি, তাতে বৃক্ষলতা পুষ্প সাজে॥ বন মাঝে কৃষ্ণচন্দ্র, সঙ্গে নিতম্বিনীবৃন্দ, বিলসয়ে সজ্যোৎস্না রজনী। বসন্ত মাধবীলতা, সঙ্গে হৈল প্রফুল্লিতা, নিজচিত্তে আনন্দবর্দ্ধিনী॥ মাধবের আলিঙ্গনে, মাধবী আনন্দমনে, তাহাতে মাধব হরষিত। দেখিয়া দোঁহার শোভা, মদন অন্তরে লোভা, বিশ্বজনে করে আনন্দিত॥ প্রফুল্ল মাধবী মাল, কাঞ্চন যূথিকা ভাল, প্রফুল্ল হইয়া বেঢ়ে তায়। দেখিয়া সুন্দর শোভা, পরিমলে হৈয়া লোভা, ভ্রমরা ঝঙ্কৃতি হঞা ধায়॥ প্রফুল্ল গোবিন্দ অঙ্গ, রাধিকা প্রফুল্ল সঙ্গ, শোভা দেখি সব সখীগণ। আনন্দে মগন মন, গুণ গায় সখীগণ, সমর্পণ করে কায় মন॥ নব পদ্ম গণ সঙ্গে, ভ্রমরা বিলাসে রঙ্গে, গান করে মদন নিদেশে। মধুপানে মত্ত হঞা, হৃদয় মদন লৈয়া, এইরূপে রজনী বিলাসে॥ গোবিন্দ পদ্মিনী লৈয়া, মদন পূরিত হিয়া, রঙ্গে বিলসয়ে সব রাতি। কবি নানাবিধ গান, মন্মথ আজ্ঞা দান, আনন্দে ভরয়ে সব মতি॥ রজনী রমণ বর, সব অন্ধকার হর, দেখি পদ্ম কুমুদ বিকাশে। গগন শিঞ্জিত ঘন, সিত জ্যোৎস্না সপূরণ, পরিমলে ভরি অলি ভাসে॥ দেখি বন শোভা চন্দ, সঙ্গে কবি কান্তা বৃন্দ, ভ্রমরা বেষ্টিত চারি পাশে। নানা মত গান করি, এরূপে বিহরে হরি, আনন্দ সমুদ্রে সদা ভাসে॥ প্রতি বৃক্ষ তলে তলে, ভ্রমণ করিয়া বুলে, তবে কৃষ্ণ যমুনার তীরে। গেলা বংশীবট তলে, মণির কুট্টিমাস্তরে, গায় যদুনন্দন বিরলে॥

কৃষ্ণ দেখি যমুনার আনন্দ বাড়িল। নিজ শোভা দেখাইয়া কৃষ্ণে সুখ দিল॥ তরঙ্গ চঞ্চল যেন সেই ভাব মানি। পক্ষিগণ ধ্বনি ছলে গান প্রকাশিনী॥ যমুনার সর্ব্বেন্দ্রিয় উৎকণ্ঠা বাড়িল। সরস উৎসব ঊর্ম্মি হস্ত প্রসারিল॥ লোমপক্ষ্মগণ ছলে বদন চঞ্চল। নয়ন

চক্ষুন কুন্ন মালা উৎপল ॥ কুম্ভীরের মুখ হয় উচ্চ নাসা সম। গর্ত্তগণ যত হয় কর্ণ অনুপম ॥ যমুনাপুলিন কৃষ্ণ দেখি আনন্দিত। রমণ কারণে তৃষ্ণা বাঢ়ি গেল চিত ॥ যমুনার পার হৈতে বাসনা হইলা। প্রিয়াবৃন্দ সঙ্গে কৃষ্ণ উঠিয়া চলিলা ॥ জলের উপরে কৃষ্ণ পাদপদ্ম দিতে। যমুনা প্রণাম করে তরঙ্গ হস্তেতে ॥ পদ্মগণ আনি দেন কৃষ্ণপদযুগে। পুনঃ পুনঃ পরশিয়া বহু অনুরাগে ॥ কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণ সঙ্গে পার হৈতে। গমন শিক্ষার লাগি আইলা হংস তটে ॥ হংসীগণ সঙ্গে হংস তট কাছে আসি। মঞ্জীরের ধ্বনি স্থানে ধ্বনি সে অভ্যাসি ॥ যমুনার সুখ হৈল কৃষ্ণ আগমনে। জলের সম্বন্ধে হয় গমন স্খলনে ॥ কৃষ্ণ সুখ লাগি জলে উদ্ধত গমন। ক্ষীণতা করিল অতি হরষিত মন ॥ জানু সম জল হৈল সকল যমুনা। গুল্‌ফদদ্ম জল বহে নির্ঝর পুলিনা ॥ পার হয়ে সুখে কৃষ্ণ পুলিনে উঠিলা। কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সঙ্গে রমণেচ্ছা হৈলা ॥ নয়নে নয়ন মেলা আকূতের সঙ্গে। হাস্যমুখে কত পরিহাস করে রঙ্গে ॥ আলিঙ্গন করি মুখে চুম্বন করয়ে। মদন পিয়াসে কুচযুগে নখাপয়ে ॥ দোঁহে দোঁহা অঙ্গে অঙ্গ পরশ হইতে। অনঙ্গ বিলাস তৃষ্ণা বাঢ়ি গেল চিতে ॥ তবে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সঙ্কেত করিয়া। রাসচক্র পুলিনেত আইল হৃষ্ট হৈলা ॥ সে চক্র উপরে কৃষ্ণ রমণ লাগিয়া। আরোহণ কৈলা কৃষ্ণ প্রিয়াগণ লৈয়া ॥ ঊর্দ্ধ হস্ত উচ্চ মেলি চক্রের উপরে। রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ নানা লীলা করে ॥ দোঁহা মধ্যে করি আর যত সখীগণ। ত্রিমণ্ডল হয়ে বাহুক্রমে আচরণ ॥ তমাল তরুতে যেন স্বর্ণলতা বেড়া। বান্ধিয়াছে মূলে যেন সুবর্ণের চারা ॥ অংশে অংশে দিল দুহুঁ দুহুঁ ভুজলতা। বিশাখার স্কন্ধে দেন হস্ত যে ললিতা ॥ নৃত্য করে নিতম্বিনী পদের চালনা। নানান বৈদগ্ধী গতি নাহিক তুলনা ॥ জ্যোতিশ্চক্র যৈছে ভ্রমে কভু শীঘ্রগতি। কভু মধ্য গতি চলে কভু মন্দ গতি ॥ ঐছে হল্লীসক নৃত্য করে কৃষ্ণপ্রিয়া। সব সখীগণ মেলি ভুজে বদ্ধ হৈয়া ॥ কভু কৃষ্ণ ললিতা বিশাখা মধ্যে যাঞা। অংশে হাত অর্পি নাচে আনন্দ পাইয়া ॥ গান করে কৃষ্ণ

আর গাওয়ায় সবারে। আপনি নাচয়ে আর নাচায়ে প্রিয়ারে॥ অতি শীঘ্রগতি হয় পদের চালনে। দুই দুই মধ্যে কৃষ্ণ এইরূপে ভ্রমে॥ বহু স্বর্ণলতা মাঝে নাচয়ে তমাল। এইরূপে দেখে কৃষ্ণ সঙ্গে গোপী-জাল॥ অলাতচক্রের প্রায় গমন মুরারি। সবে জানে কৃষ্ণ আছে নিকটে আমারি॥ বহু বিস্তারিত এক মণ্ডলী করিয়া। তার মাঝে নাচে কৃষ্ণ চক্রভ্রমী হইয়া॥ আপনার নিজ শক্তি তাহা প্রকাশিলা। দুই দুই গোপাঙ্গনা মাঝে নৃত্য কৈলা॥ সব গোপাঙ্গনাগণ দুই দুই মিলনে। নাম্বিলেন চক্র হৈতে বিলাসাস্থ মনে॥ নাম্বিয়া আইলা পুনঃ মণ্ডলী বন্ধন। অনেক করিল চক্র ভ্রমণ নর্ত্তন॥ তবে পুনঃ রাসলীলা বিলাস কারণে। আরোহণ কৈল অন্য চক্র বিরচনে॥ যমুনা লহরী মৃদু তাহাতে সংযুত। কুন্দ সৌরভ বায় সে জলে মাজিত॥ অতি সুবিস্তার স্থল চান্দের কিরণে। সুন্দর পুলিন কৈলা অমৃত লেপনে॥ অনঙ্গ উল্লাস বঙ্গ গাথান যাহার। সেই স্থলে প্রিয়া সঙ্গে কৃষ্ণের বিহার॥ মধ্যে কৃষ্ণ অন্তদিকে ব্রজাঙ্গনাগণ। হস্তে হস্তে বন্ধ সব মণ্ডলী বন্ধন॥ চন্দ্র বেড়ি রহে যেন সব তারাগণ। ঐছে কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা সঙ্গে মনোরম॥ কৃষ্ণ কুম্ভকার কিবা রাসের কারণে। হেমঘট চক্র কৈল ব্রজাঙ্গনাগণে॥ কৃষ্ণ দণ্ড দিয়া তাহা চালয়ে সত্বর। গড়াইতে চাহে রাসলীলা মনোহর॥ রাসলীলা হৈল কিবা বিলাস সাগরে। কন্দর্প কৈবর্ত্ত সুখ বাড়য়ে অন্তরে॥ শ্রীকৃষ্ণের মন মহা মীন বান্ধিবারে। গোপাঙ্গনাগণ প্রেম জাল তাহে ফেলে॥ উরোজ উন্নত যেন তুম্বী ফল বৃন্দে। ভাসে রাসলীলা জলে রসের তরঙ্গে॥ অন্যান্য বদ্ধ কর সহ প্রিয়াগণে। কভু কৃষ্ণ যায় দুই দুই মধ্য স্থানে॥ প্রিয়া অংশে নিজ ভুজ যুগল অর্পিয়া। নানা গীত নৃত্য করে আনন্দ পাইয়া॥ নিজ ভুজ শিরে দিয়া নাচে কৃষ্ণচন্দ্র। নাচয়ে কহিব তাহা বহুল প্রবন্ধ॥ জলদের জাল মাঝে সুস্থির চপলা। চক্র বায়ু আসি যেন তাহা চালাইলা॥ কভু কৃষ্ণ একলেই করেন নর্ত্তন। অতি শীঘ্রগতি সেই অলাতচক্রসম॥ সর্ব্ব গোপাঙ্গনাগণ জানে এক স্থানে। গোবিন্দ আছয়ে মোর গীতের কারণে। এবং কৃষ্ণপ্রিয়াগণ

বংশী কণ্ঠধ্বনি। বলয়া নূপুর কাঞ্চী একত্রে ঘটনি॥ নটন গতির সঙ্গে পদতলে তাল। একত্র তুমুল ধ্বনি হইল মিশাল॥ সে ধ্বনি হইল দশদিকে বেয়াপিত। সকল জগত যাতে হইল বিস্মৃত॥ অতঃপর গান সবে আরম্ভ করিলা। অনিবদ্ধ নিবদ্ধ দুই বিধানে গাইলা॥ স রি গ ম প ধ ন্যাখ্য স্বর আলাপয়ে। পৃথক পৃথক নানা আলাপ করয়ে॥ শুদ্ধ ও বিকৃত জাতি ভেদে দ্বিধা গান। সপ্ত শুদ্ধ একাদশ বিকৃত আখ্যান॥ সপ্তম প্রকার শ্রুতি গান প্রকাশিলা। বাইশ প্রকার স্বর আলাপন কৈলা॥ সুতান ধরিলা উন পঞ্চাশ প্রকার। একুইশ প্রকার মূর্চ্ছনা করিল সঞ্চার॥ গমক প্রকাশে পঞ্চদশ ভেদ আর। তান আদি বহু ভেদ গানের সঞ্চার॥ রূপকাদি কৈল শুদ্ধ সালগাদি করি। বিবিধ প্রকারে কৈল সুজাত সঞ্চারি॥ সপ্ত স্বর হয় এই সম্পূর্ণ বিধান। ছউ স্বর ষাড়ব করি বলি যার নাম॥ পঞ্চ স্বর ঔড়বাখ্য ভেদ করি গানে। এইরূপে ত্রিধা হয় স্বরের বিধানে॥ মল্লার কর্ণাট নাট নাম সুকেদার। কামোদ ভৈরবী রাগ দেশাল গান্ধার॥ বসন্ত মালব রামকিরী শ্রীগুজ্জরী। গৌরী গোণ্ডকিরী রাগ তোড়ি আশাবরী॥ বেলাবলা বরাটিকা মঙ্গল গুজ্জরী। দেশবরাড়ী আর সুপঠমঞ্জরী॥ মাগধী কৌশিকী পালী ললিতা সিন্ধুড়া। ইত্যাদি রাগিণী গান করে মনোহরা॥ শুষির তত ঘনানদ্ধ চারি বাদ্যগণে। বৃন্দা আনি ক্রমে দেন বাজন সংক্রমে॥ মুরজ ডমরু ডম্ফ মণ্ডু ও মমকা। মন্দিরা মুরলী বংশী সুন্দর পাবিকা॥ বিপঞ্চী মহতী বীণা সুকরিনাসিকা। সুকচ্ছপী করতালী শুক বিলাসিকা॥ রুদ্র বীণা তম্বুর আর সুস্বরমণ্ডলী। বাজান সকল যন্ত্র কৃষ্ণ প্রিয়া মেলি॥ হস্তক করয়ে দেখি অতি বিলক্ষণ। যাহা দেখি সুবিস্মিত হয় ত্রিভুবন॥ পতাকা ত্রিপতাকাদি আর হংস মুখ। মৃগশির সম আর কাতারির মুখ॥ শুক মুখ সাঁড়াশি খটমুখ আর। সূচী মুখ অর্দ্ধচন্দ্র পদ্মকোষা-কার॥ সর্প মুখ আদি করি হস্তক প্রকার। নর্ত্তনে দেখায় করি নানান সঞ্চার॥ বহুবিধ তাল ধ্রুব মল মণ্ডগণ। মণ্ঠ লক্ষণক অন্যে অতি বিলক্ষণ॥ অতীতাদি বিবিধ গ্রহ অনুপম। সমা গোপুচ্ছিকা

স্রোতোবহা মনোরম ॥ ত্রিবিধ যতি লয় দ্রুত মধ্য শেষ। নিঃশব্দ শব্দ দ্বিধা ধারণ বিশেষ ॥ মান দুই হয় বর্দ্ধমান হীয়মান। এইরূপে কৃষ্ণ সঙ্গে প্রিয়াগণ গান ॥ চঞ্চৎপুট চাচপুট রূপকাদিগণ। গজলীলা একতাল সিংহনন্দন ॥ নিঃসারিকা যাদি আর রাজকোলাহল। অড্ডক ত্রিপুট যতি মঠ ঝাঁপতাল ॥ মুদঘট্ট কুট্টক নলকূবর দর্পণ। উপাট্ট কোকিলারব পার্ব্বতীলোচন ॥ রঙ্গবিদ্যাধর বাদকাম্বুকূল কঙ্কণ। ষট্‌পিতাপুত্রক চচ্চরৎ বারবিক্রম ॥ শ্রীরঙ্গ কন্দর্প রতিলীলা জয়প্রিয়। ত্রিভঙ্গী রাজচূড়ামণি তাল শচীপ্রিয় ॥ কতেক লিখিব ইহা না যায় লিখন। কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়াগণ করেন ধারণ ॥ সকল করয়ে কৃষ্ণ সঙ্গে প্রিয়াগণ। আনন্দ সমুদ্র মাঝে করিয়ে মজ্জন ॥ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত অর্ণব সাগর। সন্তত সাঁতার যার যত আছে বল ॥ ঠাকুর বৈষ্ণব ইহা করিবে শোধন। তোমার চরণে মোর একান্ত শরণ ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে শ্রীরাসবিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীরাসলীলাবর্ণন
নামক দ্বাবিংশ সর্গ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

[illegible]

[illegible]

জয় জয় শ্রীগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দন। জয় জয় শচীসুত ভুবনপাবন॥ জয় শ্যাম দেহকান্তি গৌরবর্ণাবৃত। জয় রাধাকান্তিভাব প্রকাশার্থে কৃত॥ জয় সনাতনপ্রিয় জয় রূপপ্রাণ। জয় রঘুনাথ দাস গোষ্ঠীপ্রাণসম॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট পরমদয়াল। জয় জয় কবিরাজ করুণাবিশাল। কৃপা কর দীনবন্ধু লইনু শরণ। যাতে চৈতন্য পাই প্রভু তুয়া প্রেমধন॥ এবে কহি গোবিন্দের বিলাস কথন। যাহা শুনি সুখী হয় ব্রজবাসিগণ॥ অতঃপর কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণ লৈয়া। রাস ভূমে নৃত্য করে কল্পনা করিয়া॥ রাই নিতম্বিনী সঙ্গে নর্তন করয়ে। শ্রীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে গান আচরয়ে॥ চিত্রা আদি করি যত যত সখীগণ। তাল ধরে তাতে সবে অতি বিলক্ষণ॥ বৃন্দা আদিগণ সবে দর্শন করয়ে। মঞ্জরীবৃন্দগণ পূর্ণানন্দেতে ভরয়ে॥ কৃষ্ণ সবে একা নৃত্য করেন হরিষে। রাধা সুধামুখী গান করেন হরিষে॥ অত্যন্ত দ্রুত তালগণ ধরে যবে। আশ্চর্য্য নাচেন কৃষ্ণ সাতিশয় তবে॥ রঙ্গস্থলে নৃত্য তবে করি পুনর্ব্বার। বাদ্য ধরি অন্তঃপটে প্রবেশ তাহার॥ তত ঘন শুষিরাদি কত স্বরে মেলা। নানাবিধ গতি নৃত্য গান এক বেলা॥ গোপাঙ্গনাগণ পদ চালে ভঙ্গী করি। কিবা সেই ভুজ কর চালন মাধুরী॥ কিবা সেই অঙ্গ ভঙ্গী গমন ভঙ্গিমা। কিবা সেই নেত্রগতি বিজুরী উপমা॥ তবে কৃষ্ণ নৃত্য রঙ্গে প্রবেশ করিলা। তালক্রম রসে পদযুগ চালাইলা॥ কিবা সে অঙ্গের গতি পদের চালনি। নানা তালে নানা গতি ভুবনমোহিনী॥ কিবা সেই হস্তপদযুগের কাঁপনি। নৃত্য গীত ক্রমে আইসে প্রিয়ামধ্য জানি॥ আনন্দে করয়ে নানা মধুরস

বাণী। কিবা সেই তাল গান কথার গাঁথনি॥ তবে রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ একত্র নাচয়ে। নূপুর কিঙ্কিণী পদ কটক বাজায়ে॥ কিবা সে দোঁহার হস্ত চালন ভঙ্গিমা। কিবা সে কঙ্কণধ্বনি অতি মনোরমা॥ যেন নব জলধর সঙ্গে সৌদামিনী। হরিষে নাচয়ে কিবা নাম্বিয়া অবনী॥ নৃত্য করি করি তাল ধরিবার কালে। অমৃত গাঁথনি কথা তাল ধরি বলে॥ রাধা সুধামুখী করে একলে নর্ত্তন। করযুগ চালে ধনি অতি অনুপম॥ এইত সময়ে তাঁহা ললিতা আইলা। আসিয়া রাধিকা সঙ্গে নাচিতে লাগিলা॥ কিবা সে হস্তের গতি পদের চালনী। কিবা সেই অঙ্গ ভঙ্গী ভুরু ধুনায়নী॥ কিবা সেই নয়নের গমন চাপলী। কিবা সেই হাস্যসুধা মদনবৈকলী॥ কিবা সে কঙ্কণধ্বনি নূপুর বাজনী। কিবা সে কিঙ্কিণীধ্বনি বলয় বাজনী॥ এইরূপে কহে তাল ধরিবার কালে। সে কণ্ঠের ধ্বনি শুনি কোকিল বিকলে॥ এইরূপে বিশাখিকা কৈল নৃত্যরঙ্গ। নানা তাল ধরি নাচে নানা অঙ্গ ভঙ্গ॥ আর কোন সখী নৃত্যে নাম্বিলা তখন। কিঙ্কিণী নূপুর আর বাজায় কঙ্কণ॥ হস্তের দুলন আর পদের চালন। করিয়া কহয়ে কিবা তাল বিলক্ষণ॥ তার নৃত্য অবসানে আর কেহ নাচে। পদের চালনি হস্তযুগ চালে পাছে॥ নূপুর কিঙ্কিণী সহ কঙ্কণের ধ্বনি। তালের উত্থানে কহে সুমধুর বাণী॥ তার নৃত্য দেখি অন্য সখী সুখ পাঞা। নৃত্য করে কত সব তাল উচ্চারিয়া॥ তবে কোন সখী নৃত্য করিতে লাগিলা। তার নৃত্য দেখি কৃষ্ণ হরষিত হৈলা॥ তবে কৃষ্ণ গান করে নটন সঙ্কারে। কিবা সে গানের গতি কিবা কণ্ঠস্বরে॥ কৃষ্ণ কহে পূর্ণ জ্যোৎস্না পুলিনে ভরিল। দেখ রাধে যেন নৃত্য আরম্ভ করিল॥ আর দেখ বন সব নৃত্য করে রঙ্গে। পবনে চালায় নাচে আলিগণ সঙ্গে॥ তবে রাই হাসি কহে নাচিতে নাচিতে। অতি মনোহর কথা গানরসরীতে॥ দেখ কৃষ্ণ তুয়া হাস্য চন্দ্রকুণ্ড জিনি। হংসী ক্ষীর হীরা গর্ব্ব করয়ে হরিণী॥ রাসমধ্যে বাজে বহু মুরুজেরগণ। অধিক অধিক ধ্বনি-করয়ে সঘন॥ রাসে বহু সুখ পাঞা এ সব বচনে। নিন্দা করে যত সব

সুরাঙ্গনাগণে॥ বীণাবাদক যন্ত্রতালধারিগণ। অন্যোন্য নাচে তাল ধরে অন্য জন॥ সকল অঙ্গনাগণ নাচে নৃত্যরসে। আবিষ্ট হইলা নীবি কঞ্চুকাদি খসে॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ সেই নৃত্য মাঝে যাঞা। নীবি বেণী কঞ্চুকাদি বান্ধে সুখ পাঞা॥ নানা শব্দ বন্ধে গান সৃজন করয়ে। স রি গ ম প ধ ন্যাদি স্বর আলাপয়ে॥ শুদ্ধ স্বর আর যত সঙ্কীর্ণাদি করি। সহস্র প্রকার গান বলিতে না পারি॥ গীত পথ উপদেশী ভেদ বহুতর। কে কহিতে পারে তার প্রকার বিস্তর॥ তত শুষির ঘন আদি শব্দ পরচুর। কঙ্কণ কিঙ্কিণী আর বলয় নূপুর॥ আর চারি বাদ্য ভেল তাহাতে মিশাল। পঞ্চম হইল ধ্বনি তুমুল বিশাল॥ সুখে গান করে সব ব্রজাঙ্গনাগণে। আর অভিনয় করে হস্তের চালনে॥ পদাব্জযুগলে তাল ধরে মনোহরে। গ্রীবা কটি বিধুনন তাল মত করে॥ তা দেখি গোবিন্দচিত্ত অতিবিদ্ধ হৈল। মনসিজ সুখে রসে আরতি বাড়িল॥ নয়ন দোলন গতি দক্ষিণ ও বামে। তারকা কটাক্ষ গতি অতি মনোরমে॥ সে সব অঙ্গের শোভা সে হাস্য মাধুরী। নাচে কৃষ্ণ মুখপদ্মে কটাক্ষাদি ধরি॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ চিত্ত অধিক বিদ্ধ হৈলা। মনসিজ সুরসেতে আরতি বাড়িলা॥ শ্রুতি যতি গমকাদি আর মূর্চ্ছাগণ। পক্ষিস্বরে এক হঞা করেন গায়ন॥ অংশ মিশ্র জাতি শ্রুতি গমকাদি যত। কেহ স্বর আলাপয়ে কত কত মত॥ তাহা শুনি কৃষ্ণ অতি সাধু সাধু বলে। তাহা শুনি অন্য জন তৈছন আচরে॥ কৃষ্ণ তারে তৈছে কৈলা সম্মান বহুত। এই রূপে গান গায় করিয়া আকুত॥ ছালিক্যাদি নৃত্য তবে রাধা আরম্ভিলা। সে নৃত্য দেখিয়া কৃষ্ণ অতি তুষ্ট হৈলা॥ তৎকাল যাইয়া তারে আলিঙ্গন কৈলা। সেই ছলে নিজ অঙ্গ তারে সমর্পিলা॥ প্রিয়া গান করে বংশী বাজান মুরারি। দেখয়ে রাধিকামুখ কটাক্ষ আচরি॥ গান করে নানা নর্ম্ম বিস্তার করিয়া। তাহা শুনি আওলাইলা প্রিয়াগণ হিয়া॥ তালের স্খলন হবে এমন সময়ে। নাগরেন্দ্র নেত্র পথে দেখান তাহারে॥ স্খলন সময়ে তাল সন্তালন কৈলা। দেখিয়া গোবিন্দ চিত্তে আনন্দ বাড়িলা॥ যবে কৃষ্ণ নৃত্য করে তবে নিত্ত

স্বিনী। সুস্বর করিয়া করে মহতীর ধ্বনি॥ তৈছে কৃষ্ণ তাল ভঙ্গ হইবার কালে। রাই নেত্রপথে তাল করেন সন্ধালে॥ রাধাকৃষ্ণ অন্যান্য গান নৃত্য রসে। সহায় করেন সদা আনন্দ বিশেষে॥ তৈছন সহায় অন্য সখী হৈতে নহে। দোঁহার বৈদগ্ধী গুণ দোঁহাতেই রহে॥ তাল অবসানে কৃষ্ণ পদ্মহস্ত দিয়া। প্রিয়া বক্ষঃস্থলে ধরে আনন্দ পাইয়া॥ রাধিকাহো তুষ্ট হৈয়া নিজ বাম করে। প্রণয় সরোষে কৃষ্ণ হস্ত করে দূরে॥ জানুদ্বয় মহীতলে আলম্ব করিয়া। শূন্যে রহে নিজ বাহুদ্বয় প্রসারিয়া॥ ঘুরয়ে অত্যন্ত বেগে অতি মনোহরে। কন্দর্প কাঞ্চন চাকী যেন ঘন ঘুরে॥ লীলাতে করেন তবে গমনাগমন। কভু বাহু পসারয়ে কভু বা কুঞ্চন॥ অন্যান্য অঙ্গ হস্তে সদা পরশয়ে। এইত দুষ্কর নৃত্য অনেক করয়ে॥ কেহ এক হস্তে মহী নিলেন ধরিয়া। উলটি পড়য়ে নিজ অঙ্গ ফিরাইয়া॥ তাহা দেখি কেহ কেহ বিনাবলম্বনে। শূন্যে অঙ্গ ফিরাইয়া করেন নর্ত্তনে॥ তাহা দেখি কেহ কেহ উত্তানিত হৈয়া। পৃষ্ঠদেশে বাহু পদে অঙ্গ ভার দিয়া॥ স্বর্ণলতা ধনু যেন গুণের সহিতে। ক্ষীণ মধ্যে নৃত্য করে ক্ষণেক এই মতে॥ কেহ নৃত্য করে তাল ধরে গান করে। মঞ্জীর কলাই মাত্র একটি বাজয়ে॥ কভু দুই বাজে আর কভু বাজে তিন। যখন যৈছন তার তৈছে শব্দ চিন॥ কভু বা নিঃশব্দে রহে কভু নাহি করে। ঐছে তাল রসে পদ চালন আচরে॥ তাহা দেখি সুখী হৈলা সব গুণিচয়। সাধু সাধু বলি সবে তাহারে পূজয়॥ গীত বাদ্য নৃত্য আদি যতেক আছয়। ব্রহ্মা শিব আদি গণে সাক্ষাতে যে হয়॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠলোকে বিষ্ণুরূপগণ। তাহার বিদিত যত সমান নর্ত্তন॥ ব্রজের ললনাগণ নর্ত্তকী হইতে। সে সব দেখিলা কৃষ্ণ রাসমণ্ডলীতে॥ গান নৃত্য বাদ্যগণ জন্ম ব্রজস্থলে। অল্প অংশ যথা যেন তেন তথা পুরে॥ রাসরসসাগরে গোবিন্দ বিলসয়। ব্রজাঙ্গনাবৃন্দ পাশে নাচিয়া চলয়॥ এক যুবতী দেখিয়া আরে চুম্ব দেয়। সাকূতে মিলয়ে আঁখি আঁখিতে মিলায়॥ কার ওষ্ঠাধর পান করেন হরিষে। কার কুচে নখার্পয়ে আনন্দবিশেষে॥

অতর্কিতে কার কুচ করে আকর্ষণ। এই রূপে নাগরেন্দ্র করেন ভ্রমণ॥ আপনি করেন গান গাওয়ায়ে অন্যেরে। আপনি নাচেন কৃষ্ণ নাচান প্রিয়ারে॥ প্রিয়াবৃন্দ গান নৃত্য শ্লাঘা করি মানে। প্রিয়াগণে শ্লাঘা দেন নিজ নৃত্য গানে॥ আপনি বাজায় যন্ত্র সুখী করে প্রিয়া। প্রিয়া যন্ত্র বাদ্যে সুখ পায় নিজ হিয়া॥ কার অংশে বাহু দিয়া কৃষ্ণ আকর্ষয়ে। সুগন্ধি চন্দন অঙ্গ সঙ্গেত লেপয়ে॥ পুনঃ আলিঙ্গিয়া তারে চুম্বন করয়ে। স্থির সৌদামিনী যেন জলধরে রহে॥ তার অঙ্গে পুলকাশ্রু কম্প উপজিল। তাহাতে গোবিন্দ মনে মহাসুখ হৈল॥ নর্ত্তন করিতে শ্রম হৈয়াছে তাহার। ঘর্ম্মের অঙ্কুর ভাল কপোল সঞ্চার॥ কৃষ্ণ স্নেহে সেই সব শ্রম দূরে গেল। ভাবময় ভূষা সব অঙ্গে পরাইল॥ রাস নৃত্য অবসানে রাধাঙ্গ মাধুরী। দেখিয়া গোবিন্দ আঁখি পুলক না ছাড়ি॥ শিথিল হইল বাস কেশ বেণী খসে। শ্রম জলকণা ভাল কপোল বিশেষে॥ শ্বাসে নাচে কুচযুগ অতি মনোহর। অলস ভরল অঙ্গে তাহাতে সুন্দর॥ ক্রমে যে জন্মিল রুচি দেখিয়া গোবিন্দ। সে মাধুরী হেরে অতি পাইলা আনন্দ॥ পদ্ম গর্ব্ব খর্ব্ব করে গোবিন্দ নয়ন। মকর কুণ্ডল কর্ণে করয়ে নর্ত্তন॥ চর্ব্বিত তাম্বূল নিজ বদন হইতে। রাস নৃত্য সুখে দিলা মুখে মুখার্পিতে॥ নিজাঙ্গ পরশ দিয়া প্রিয়ার শরীরে। অন্যান্য পরশে অঙ্গ পুলকাদি ভরে॥ স্বেদাদি হইল সুখ মোহ অনুমানি। এইরূপে সব শ্রম পলায় আপনি॥ কোটি চন্দ্র সুশী-তল কৃষ্ণ করতলে। সে হস্ত পরশে শ্রম তাপ গেল দূরে॥ তথা-পিহ পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ নিজ করে। প্রিয়ামুখ মাজে সুখ ভরল অন্তরে॥ প্রিয়াশ্রম গেলা সুখ হইলা দ্বিগুণে। এইরূপে কৃষ্ণ দয়াসমুদ্র মগনে॥ তেঁহ নিজ সুসখ্যতা বাড়ান আনন্দে। নিজ পটাঞ্চলে মাজে কৃষ্ণমুখ চান্দে॥ কৃষ্ণ তৈছে নিজ পট্টবস্ত্রাঞ্চল লৈয়া। রাইমুখ মাজে সুসখ্যতা প্রকাশিয়া॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ হয় বিলাসসাগর। আনন্দতরঙ্গ তাতে বহয়ে বিস্তর॥ মার্জ্জন অলসে রাই মগন হইলা। কেশ পাশ মালা খসে তাহা না জানিলা॥ এই

রূপ সব রাস নৃত্যাদি বিলাস। তাহা সবা সনে হৈলা কৃষ্ণ রসোল্লাস॥ অন্য জন সিদ্ধ নহে এ রাসবিলাস। ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে মাত্র করেন বিলাস॥ তবে কৃষ্ণ তা সবার সঙ্গে রতিলীলা। করিতে বাসনা হৈলা বৃন্দা তা জানিলা॥ পক্বফল সব আর পুষ্পমধুগণ। কত মণিপাত্র তাতে করিলা পূরণ॥ মণিপাত্রে ভরি তাহা বৃন্দাদেবী আনে। দিলা লৈয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণদয়িতার স্থানে॥ তাহা নিজ শক্তি কৃষ্ণ প্রকাশ করিলা। প্রত্যঙ্গনাদ্বয় মধ্যে বিস্ফূর্ত্তি হইলা॥ আপন অধরামৃতে মধু রসাইলা। হাসি হাসি পান করি তাকে পিয়াইলা॥ কন্দর্পমাধ্বীক মদে যত ব্রজনারী। ব্যাকুল হইল অঙ্গ ধরিতে না পারি॥ কন্দর্পমাধ্বীক মদে অনুশিষ্ট হৈলা। পুলিনাম্বু কুঞ্জে রাধা কৃষ্ণ প্রবেশিলা॥ কন্দর্পমাধ্বীক মদে হৈছে সখীগণ। বিহ্বল হইলা ঘূর্ণা ভরিল নয়ন॥ ভিন্ন ভিন্ন কুঞ্জে বৃন্দা সখীবৃন্দ লৈয়া। শোয়াইল পুষ্পশয্যা উপরে আনিয়া॥ তথা রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা বহু মতে। স্বাধীনভর্তৃকাবস্থা রাই পাইলা যাতে॥ বিলাস করিলা কৃষ্ণ প্রিয়া সঙ্গে করি। কুঞ্জের বাহিরে আইলা মনমথ ভরি॥ তবে সুধামুখী কহে রাই কৃষ্ণ প্রতি। যাইবারে কহে যথা সখী আছে শুতি॥ তবে কৃষ্ণ সখীসঙ্গে প্রতি কুঞ্জে যাঞা। বিলাস করিলা মনোরথ পূরাইয়া॥ স্বাধীনভর্তৃকা রাধা সখীগণ পাইলা। অলক্ষিতে কৃষ্ণ কুঞ্জে বাহিরে আইলা॥ হাসিতে হাসিতে সবে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া। রাইর নিকটে রহে লজ্জিত হইয়া॥ তাহা দেখি ধনী ছলে নম্রমুখ করি। কহিতে লাগিলা কিছু লোল নেত্রে হেরি॥ যেইত নায়ক তেঁহ আছেন এখানে। তোমা সবা অঙ্গে কেন রতিচিহ্ন গণে॥ বৃন্দা আমি কৃষ্ণ এথা আছিয়ে কৌতুকে। মিথ্যা নহে এই কথা পুছহ বৃন্দাকে॥ তাহা শুনি কৃষ্ণ হাসি কহিতে লাগিলা। প্রতি কুঞ্জে মূর্ত্তি মোর আছয়ে উজ্জ্বলা॥ রতি নৃত্য রসের নায়ক সেই হয়। সবারে শিখায় রতি কৃষ্ণ রসময়॥ রাধাকৃষ্ণ ভঙ্গি কথা শুনি সখীগণ। প্রণয় ঈর্ষাতে কহে প্রবোধ বচন॥ কৃষ্ণ প্রতি আগে কহে রতি হৃষ্ট-চিতে। তুমি অন্য গুরু কর নর্ত্তন শিখিতে॥ শিষ্য হয়ে বাঞ্ছা কর

শিষ্যাদি করিতে। হেন রূপে শিষ্য কভু না হয় উচিতে॥ যার যার যেই গুরু বাসনা যে হয়ে। সেই তার স্থান যাঞা উপদেশ লয়ে॥ বাঞ্ছা নাহি আর কেহ বলে শিষ্য করে। শাস্ত্রে কহে সেই শিষ্য হয়েত বিফলে॥ ছলে এই মতে কৃষ্ণ কহে সখীগণ। তারে কহি রাই প্রতি কহয়ে তখন॥ কুলাঙ্গনাধর্ম্মগণ তুমি কি না জান। অতি শুদ্ধ মতি হয় শ্রেষ্ঠ সতীগণ॥ তথাপি আপন ভোগ ভুজঙ্গে করিয়া। নিজ সম করে সদা তারে পাঠাইয়া॥ এই রূপে নর্ম্ম কথা সব সখী সঙ্গে। করিয়া চলেন কৃষ্ণ অতিশয় রঙ্গে॥ গোপাঙ্গনা সঙ্গে করি জলকেলি রঙ্গে। কৃষ্ণমূর্ত্তি করী প্রিয়া করিণীর সঙ্গে॥ সকল বিহার শ্রম দূর করিবারে। সবেই নাম্বিলা গিয়া যমুনার জলে॥ উরুদ্বয় জল কোথা কোথা নাভি জল। কোথা বক্ষদঘ্ন জল অতি নিরমল॥ কৃষ্ণ সদা আকর্ষিয়া সেই সেই জলে। প্রিয়াগণ জল সেচে গোবিন্দ উপরে॥ একা একি যুদ্ধ কাঁহ কাঁহ পঞ্চ মেলি। কাঁহ সপ্ত গোপাঙ্গনা কৃষ্ণ জলকেলি॥ নানা লীলাগণ তাঁহা বিস্তার করিলা। অন্যান্য চিত্তে বহু আনন্দ বাড়িলা॥ কৃষ্ণ কহে রজনীতে চক্রবাক-যুত। পদ্মমধু পানে হয় ভ্রমর নিরত॥ কৃষ্ণ ভঙ্গী কথা শুনি গোপাঙ্গনাগণ। নিজ বাহু দিয়া বক্ষঃ করে আবরণ॥ সশঙ্কিত হৈয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া। হৃৎকাম ঝাঁপয়ে মুখ ঈষৎ হাসিয়া॥ রাধিকা নয়ন জিনে সফরী যুগল। দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হৈল অত্যন্ত তরল॥ যাঞা কৃষ্ণ রাই লৈয়া কৈলা আলিঙ্গন। প্রকাশে সখ্যতা দুহুঁ নয়নে নয়ন॥ কমলে কমল যুদ্ধ করে সখীগণ। নিজ কর কমলেতে ধরি পদ্মগণ॥ দূর হৈতে কৃষ্ণ তাহা করে বিলোকন। জিনিয়া লইলা সবে গোবিন্দ বদন॥ দুই তিন পঞ্চ ছয় সপ্ত অষ্ট জনে। সবা লইয়া কৃষ্ণ হৈলা মণ্ডলী বন্ধনে॥ জল মণ্ডুক বাদ্য বায় সবে কর-তলে। এই এই রূপে কৃষ্ণ বিহারাদি করে॥ অঙ্গ বিলেপন যত চন্দনাদি হয়। সব ধোয়া গেল স্তন কুঙ্কুমাদিময়॥ নেত্র নিরঞ্জন হৈল বসন খসিল। হার মাল্য ছিন্ন নীবিগুণ শ্লথ হৈল॥ ঘনরসে মগ্ন সবেই কিছুই না জানে। বাস ভূষা শ্লথ আর যত আলেপনে॥

সূক্ষ্মবাস ভিতে সব লাগিয়াছে গায়। তাতে সব অঙ্গ যেন অনাবৃত হয়॥ গোপাঙ্গনা অঙ্গ শোভাগণ উছলিলা। দেখিয়া গোবিন্দচিতে বড় লোভ হৈলা॥ অঙ্গনার বক্ষে শ্বেত চন্দনের চয়। যমুনার জলে তার ধারা সদা বয়॥ গঙ্গা আসি যেন যমুনাতে প্রবেশিলা। ভিন্ন ধারা হয়ে যেন পৃথক চলিলা॥ নানাকেলিসৌভাগ্যতা লাভের কারণে। গঙ্গা আইলা অনুমানি কৃষ্ণ পরশনে॥ এই রূপে কৃষ্ণ কৈলা জলেতে বিহার। উপরে লইয়া আইলা কৃষ্ণ পরিবার॥ সখীগণ মাজে কেশ অঙ্গ মনোহরে। সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিলা সকলে॥ তবে বৃন্দাদেবী সবা সঙ্গে কৃষ্ণ লৈয়া। হেম মণ্ডপে আইলা আনন্দ পাইয়া॥ তার পূর্ব্বে আছে মণিকুট্টিম সুন্দর। তাহা লৈয়া গেলা পুষ্পশয্যার উপর॥ সেখানে আছয়ে মণিসম্পুট অনেক। যার যে সম্পুট তার নাম পরতেক॥ নিজ নিজ নাম দেখি সম্পুট লইলা। সম্পুট খুলিয়া বেশ করিতে লাগিলা॥ কল্পবৃক্ষগণে সেই সম্পুট জনমে। বৃন্দা আনি দিল সেই রত্ন আভরণে॥ চিত্র বস্ত্র আভরণ গন্ধ সুচন্দনে। তাম্বূল কর্পূর নানা বর্ণক অঞ্জনে॥ রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত রত্নের পেটারি। তাতে যত আভরণ আগে আনি ধরি॥ গোবিন্দ উজ্জ্বলরসমূর্ত্তি মনোহর। রতি পরিণত মূর্ত্তি রাধিকাদি সকল॥ এক আত্মা দেহমাত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়। সম রূপ সম গুণ সম ভাবময়॥ দোঁহা দোঁহা প্রতি স্নেহ অঙ্গে উদ্বর্ত্তন। তারুণ্য অমৃতে স্নান করে দুই জন॥ লাবণ্য রসেতে ভেল উজ্জ্বল বরণ। দোঁহে দোঁহা প্রতি প্রেম সৌন্দর্য্য করণ॥ অষ্ট সাত্ত্বিকেতে দোঁহে অঙ্গ সুচিত্রিত। স্তম্ভ আদি করি ভাব বর্ণক নির্ম্মিত॥ কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি প্রকার। মৌগ্ধ্য চকিত ভাব দোঁহা যত আর॥ নানা ভাব অলঙ্কার ভূষণ পরয়। তার আগে কিবা মানি ভূষণের চয়॥ মধ্যে অন্তঃপট দিয়া সবে ভূষা পরে। সখীগণ সবে অন্যে অন্যোন্যে বেশ করে॥ এই রূপ রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। ভূষণ পরিলা সবে নিজ নিজ অঙ্গে॥ অনন্ত গুটিকা আর অমৃত বিলাস। দুগ্ধ লড্ডুকাদি আনি ধরে কৃষ্ণপাশ॥ এ সব সামগ্রী গৃহে হৈতে রাই

আনে। তাহা যে আছিল রূপমঞ্জরীর স্থানে॥ রাধিকা ইঙ্গিতে তাহা আনি তেঁহ দিলা। বৃন্দাদেবী রস ফল নিয়া যোগাইলা॥ প্রিয়া সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভোজন করিলা। ভোজন করিয়া তাহা আচমন কৈলা॥ তবে প্রবেশিলা কেলি মন্দির ভিতরে। চারি দ্বার মুক্ত বহে যমুনা অনিলে॥ কোটি চন্দ্র জিনি স্থল অতি সুশীতল। কোটি সূর্য্যাংশু রত্ন পরম উজ্জ্বল॥ কন্দর্পের কেলি রসের পরম আলয়। অগুরু ধূমাদি বহে সৌরভ্যাতিশয়॥ রত্নের পালঙ্ক তাতে হংস তুলি সাজে। বৃন্তহীন পুষ্প তাতে উপরে বিরাজে॥ পুনঃ সূক্ষ্ম শুক্ল বাসে আবৃত করিলা। সুচিত্র বালিশ দোঁহে উপরে ধরিলা॥ তাতে আসি রাধাকৃষ্ণ শয়ন করিলা। কে কহিতে পারে তাহা যে শোভা হইলা॥ তার দুই পার্শ্বে রত্ন খট্টা দুই হয়। ললিতা বিশাখা আসি তাহাতে বৈসয়॥ কৃষ্ণ নিজ মুখপদ্ম তাম্বুল চর্ব্বিত। রাধিকা বদনে দেন শ্রীমুখ মিলিত॥ ললিতা বিশাখা চূর্ণ তাম্বুল পূরিতা। দুহুঁ মুখ দরশনে অতি প্রফুল্লিতা॥ শ্রীরূপমঞ্জরী করে পাদসম্বাহন। কোন কন্যাগণ করে সপ্রেম বীজন॥ ললিতা বিশাখা দেন তাম্বূল বদনে। এই রূপে ক্ষণ এক করেন শয়নে॥ তবে তাহা হৈতে তারা বাহিরে আইলা। নিজ নিজ পুষ্প সেজে শয়ন করিলা॥ কল্প-বৃক্ষলতা কুঞ্জে আর যত জন। সবেই যাইয়া তাহা করেন শয়ন॥ শ্রীরূপমঞ্জরী মুখ্যা সেবাপরা সখী। শয়ন করিলা কুঞ্জে সেজে হয়ে সুখী॥ সেই লীলা গেহ বাহ্যে কুট্টিমা আছয়। তাহাতে শয়ন কৈলা লয়ে সখীচয়॥ রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত ফল মনোহর। ভক্ত আস্বাদয়ে ব্রজে জীবন সফল॥ এই ফল সখী ভাব বিনু নাহি মিলে। সখী বিনু কার ইহা নাহি অধিকারে॥

যথা রাগ। বৃন্দাবন রাধা সঙ্গে, গোবিন্দ বিলাস রঙ্গে, মধুর অনন্ত লীলাগণে। নব নব ক্ষণে ক্ষণে, সুমঙ্গল নেত্র মনে, কৈল মাত্র দিগ্ দরশনে॥ শ্রীরূপ লিখিত দিশা, দশ শ্লোকে অহর্নিশা, রাধাকৃষ্ণ কেলি মনোহর। তাহা আমি বিস্তারিল, চিত্তে যাহা উপ-জিল, বিস্তারিতে লীলা বহুতর॥ রাগান্ধ সাধক জনে, সেবা যোগ্য

কায় মনে, শুনি ইহা করিবে স্মরণে। স্মরণে আনন্দ মনে, বপু হন রসায়নে, অতি লোভে মিলয়ে সেবনে॥ শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথ, পাদপদ্ম ভক্তসাথ, কৃষ্ণদাস সেই মধু আশ। গোবিন্দ লীলামৃত সার, গ্রন্থ কৈল সুবিস্তার, সুমাধুর্য্যা অমৃত নিরাশ॥ এ সুধা যে করে পান, হৃদি তৃষ্ণা অবিরাম, পুনঃ পুনঃ বাড়য়ে আরতি। ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ ভজে, রাধাকৃষ্ণ লীলা সে যে, দরশনে ধরিতে শকতি॥ বৃন্দাবন বিলাসিনী, কুমুদিনী বৃন্দ মণি, বন্ধু তারে করুণা করিয়া। তার মন বাঞ্ছা যত, পূর্ণ করু অবিরত, এ লীলা যে কান্দয়ে শুনিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদ, অরবৃন্দ মধুমদ, শ্রীরূপ মধুপ সেবা কলে। গোস্বামি শ্রীরঘুনাথ, আদেশ করিয়া মাথ, শ্রীজীব গোস্বামি সঙ্গ বলে॥ শ্রীরঘুনাথ ভট্টবরে, গ্রন্থ ভেল সুবিস্তারে, গোবিন্দলীলামৃত বাক্য সার। ত্রয়োবিংশতি সর্গে, সম্পূর্ণ হইলে পরে, বিস্তারিতে অনন্ত অপার॥ কবি নহোঁ পণ্ডিত নহোঁ, তবু কৃষ্ণলীলা গাঢ়, হাসিবেন বৈষ্ণব ঠাকুরে। সেই হাস্যে মোর ত্রাণ, যাতে সঁপিয়াছে প্রাণ, ভয় লজ্জা সব গেল দূরে॥ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, যেঁহ ইহা সদা করে পান। তাঁহার চরণ ধূলী, আপন মস্তকে ধরি, তার পদজল করি পান॥ চৈতন্য দাসের দাস, ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস, আচার্য্যাজ্ঞা শ্রীল হেমলতা। তাঁর পাদপদ্ম আশ, এ যদুনন্দন দাস, অসঙ্গ প্রাকৃতে কহে কথা॥

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ জয় ব্রজানন্দ। জয় জয় ব্রজানন্দ গোকুল আনন্দ॥ শ্রীরাধামাধব জয় রাধা দামোদর। জয় গান্ধর্ব্বিকা জয় রাধা গিরিধর॥ জয় রাসবিলাসী ব্রজললনানাগর। জয় রাস-বিলাসিনী রসিকা শেখর॥ জয় নন্দসুত জয় বৃষভানুসুতা। জয় ব্রজাঙ্গনাগণ জয় শ্রীললিতা॥ জয় বিশাখিকা জয় রাধা সখীবৃন্দ। শ্রীমদন গোপাল জয় শ্রীরাধা গোবিন্দ॥ জয় বৃন্দাবন জয় ব্রজবাসিগণ। শ্রীশ্রীগোপীনাথ জয় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ রাধিকা মাধব জয় নিত্যসুখানন্দ। জয় রাধাকৃষ্ণলীলা সর্ব্বানন্দকন্দ॥ শ্রীরূপ শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া। লিখিল গোবিন্দলীলা আনন্দিত হৈয়া॥ এই ত কহিল লীলা গোবিন্দ বিলাস। নিতি নব নব লীলা সর্ব্বসুখবাস॥ রজনী দিবসে

এই লীলার সাগরে। মগন আছেন কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে॥ শ্রীকৃষ্ণ দাস গোসাঞিঃ কবিরাজ দয়াবান। কৃপা করি লীলা প্রকাশিলা অনুপাম॥ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশিয়া। জীব উদ্ধারিলা অতি করুণা করিয়া॥ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় ভাণ্ডার। তাহা উঘাড়িয়া দিলা কি কৃপা তোমার॥ কৃষ্ণকর্ণামৃত ব্যাখ্যা কেবা তাহা জানে। তাহার নিগূঢ় কথা কৈলা প্রকটনে॥ তিন অমৃতে ভাসাইল এ তিন ভুবন। তোমার চরণে তেঁহ করিয়ে স্তবন॥ তোমার চরণে করোঁ দণ্ডবৎ নতি। মোর অপরাধ না লইবে শুদ্ধমতি॥ না বুঝি তোমার মর্ম্ম কি লিখিনু কথা। পাছে তাতে মোর হবে কোন দোষ যাতা॥ তোমার গম্ভীর বুদ্ধি সমুদ্র অপার। মুই তার কি জানিব অতি তুচ্ছ ছার॥ সেই গ্রন্থ আগে করি লেখ কৃষ্ণলীলা। তাহাই লিখিনু যাহা চিত্তে উপজিলা॥ শুন শুন ওরে গোসাঞিঃ কবিরাজ ঠাকুর। কেবল তোমার আমি উচ্ছিষ্ট কুকুর॥ দোষ না লইহ মোর আপনার গুণে। আমার লিখন যেন শুকের পঠনে॥ জয় জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞিঃ। তোমার কৃপাতে এবে কৃষ্ণলীলা গাই॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দবিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে রাত্রিলীলাবর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ সর্গ : ২৩।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট সর্গ

প্রকৃতির পরপারে পরব্যোম নামে ধাম বিরাজিত। ঐ ধাম শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের সদৃশ বিভুত্বাদিগুণান্বিত। উহা শ্রীভগবানের শুদ্ধসত্ত্বময় স্বরূপবৈভব। শ্রীভগবানের অবতার সকল ঐ ধামে অবস্থান করেন। উহা সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। উহার উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণলোক। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ লোকে বিরাজ করেন বলিয়া উহাকে শ্রীকৃষ্ণলোক বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণলোক উপর্য্যুপরি তিনটি; শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন। তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন সর্ব্বোপরিতন ও ব্রজবাসিগণের আশ্রয়। গোলোক প্রভৃতি ঐ শ্রীবৃন্দাবনেরই নামান্তর। শ্রীকৃষ্ণলোকও পরব্যোমের ন্যায় সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। শ্রীকৃষ্ণলোক মায়াবৈভব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া অনন্তস্বরূপে অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত হইলেও উহার ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশ শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশ হইলে, শ্রীকৃষ্ণলোক শ্রীবৃন্দাবন নাম ধারণ করেন। অপ্রকাশাবস্থায় উহার নাম গোলোক বলা হয়। ফলতঃ শ্রীগোলোক শ্রীবৃন্দাবনের প্রপঞ্চাগোচর বৈভব।

শ্রীকৃষ্ণলোক প্রপঞ্চমধ্যে প্রকাশ পাইলেও উহার চিন্ময়ত্বের হানি হয় না। প্রাকৃত চক্ষুতে প্রাকৃতভাবে প্রতীত হইলেও শ্রীবৃন্দাবনের ভূম্যাদি প্রাকৃত নহে। শ্রীবৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, বৃক্ষ সকল কল্পবৃক্ষ এবং গৃহাদি সমস্তই চিন্ময় জানিতে হইবে। শ্রীবৃন্দাবনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপবৈভবরূপ স্বসদৃশ পরিকরবর্গের সহিত সতত বিচিত্র লীলাসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন। পরিকরবর্গ তাঁহার শক্তিরূপ অংশ ও লীলাসহায়। উক্ত পরিকরবর্গ প্রধানতঃ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত। উক্ত শ্রেণীচতুষ্টয় যথা;—গুরুবর্গ, সখা

বর্গ, কান্তাবর্গ ও সেবকবর্গ। জনকজননী প্রভৃতি গুরুজনের নাম গুরুবর্গ। বয়স্যগণের নাম সখাবর্গ। প্রেয়সীগণের নাম কান্তাবর্গ। এবং দাস দাসী প্রভৃতির নাম সেবকবর্গ।

শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম আবির্ভাবক্ষেত্র। উক্ত শ্রীবৃন্দাবন সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যপরিপূর্ণ, সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত ও সর্ব্বসুখের আকর। উহা নানাগিরিনদীকাননে সুসজ্জিত। প্রত্যেক গিরি প্রত্যেক নদী ও প্রত্যেক কানন স্বস্বজাতীয়ের আদর্শস্বরূপ। শ্রীবৃন্দাবন মথুরামণ্ডলের সাধারণ নাম। উক্ত মথুরামণ্ডলে সাকল্যে দ্বাদশটি বন ও দ্বাদশটি উপবন আছে। ঐ দ্বাদশ বনের মধ্যে শ্রীযমুনার পূর্ব্বপারে পাঁচটি ও পশ্চিম পারে সাতটি বন। পশ্চিম পারের সাতটি বনের একটির নাম শ্রীবৃন্দাবন। তদনুসারে সমগ্র মথুরামণ্ডলকেও শ্রীবৃন্দাবনই বলা হইয়া থাকে। যমুনা হইতে কিছু দূরে নন্দীশ্বর নামে একটি গিরি আছে। উক্ত গিরির অধিত্যকায় পর্জ্জন্য নামে সর্ব্বসদ্গুণ-সম্পন্ন এক গোপ বাস করিতেন। তিনি যদুবংশে উৎপন্ন ও নিরতিশয় ধর্ম্মশীল ছিলেন। যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াও বৈশ্যাগর্ভে জন্ম বশতঃ তিনি বৈশ্যজাতিমধ্যেই পরিগণিত হয়েন। তিনি বৃন্দাবনবাসী গোপকুলের প্রধান ও অগ্রপূজক ছিলেন। পরে শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া তিনি পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। মধ্যম পুত্রের নাম নন্দ। ইনিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জনক ও গোপরাজ বলিয়া বিখ্যাত।

গোপকুলমণি পর্জ্জন্য কেশি নামক দৈত্যের উৎপীড়নে নন্দীশ্বরের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া সপরিবারে শ্রীগোকুল নামক বৃহদ্বনের প্রদেশ-বিশেষে অপর একটি বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তদবধি শ্রীগোকুল তদ্বংশীয়দিগের বাসস্থান হয়। শ্রীগোকুল শ্রীমথুরাবাহিনী কালিন্দীর অপরপারে অবস্থিত। এই শ্রীগোকুলই গোপরাজ নন্দের রাজধানী এবং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব।

গোপরাজ নন্দকে শরীরধারী বাৎসল্যরস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাক্ষাৎ বাৎসল্যরসলক্ষ্মী শ্রীযশোদা গোপরাজ নন্দের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম সুমুখ ও মাতার নাম পাটলা। অতীত দ্বাপর যুগের সন্ধ্যাংশ সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহারই গর্ভ হইতে আবির্ভূত হয়েন। দক্ষিণায়নে বর্ষা ঋতুতে ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বুধবারে রোহিণী নক্ষত্রে নিশীথ সময়ে আয়ুষ্মান্ যোগে কৌলব করণে সিংহরাশিস্থচন্দ্রে বৃষলগ্নে শুক্রের ক্ষেত্রে রবির হোরায় বুধের দ্রেক্কাণে শুক্রের নবাংশে মঙ্গলের দ্বাদশাংশে বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে শুভক্ষণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। তাঁহার আবির্ভাবকালে শ্রীগোকুলপুরীর নরনারী সকলেই যোগ-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। মাতা যশোমতীরও তৎকালে বিশেষ সংজ্ঞা ছিল না। জাতবালকের রোদনধ্বনিতে তিনি ও সূতিকাগৃহস্থিত পরিজনবর্গ জাগরিত হইয়া দেখিলেন, এক পরমসুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া রোদন করিতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ক্রমে এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া রোহিণী দেবী ও স্বয়ং গোপরাজ নন্দ এবং তদনন্তর অপরাপর পুরবাসী সকল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দভবনে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। স্বর্গে দুন্দুভি সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। দেবতারা শঙ্খাদি ধ্বনি সহকারে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শিবব্রহ্মাদি দেবগণ, শিবানী ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবীগণ, নারদাদি ঋষিগণ ও ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ, প্রচ্ছন্নভাবে গোকুলে আগমন পূর্ব্বক গোপগোপীর সহিত মিলিত হইয়া, ধান্যদূর্ব্বাদি দ্বারা আশীর্ব্বাদ-চ্ছলে শ্রীমন্নন্দনন্দনকে প্রত্যক্ষ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিলেন। যোগমায়াস্বরূপিণী ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীও গোপবালকরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও মাতা যশোদাকে আশীর্ব্বাদচ্ছলে তাদৃশ পুত্রপ্রসবনিবন্ধন যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইতি

মধ্যে নন্দভবন লোকারণ্য হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বিবিধ মঙ্গল-ধ্বনি ও নৃত্যগীতাদির সহিত উৎসবকোলাহল উত্থিত হইল। গোপ-গোপীগণ দধিঘৃতহরিদ্রাদি লইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে উক্ত উৎসবব্যাপার কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিবৃত্ত হইলে, গোপরাজ নন্দ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা জাতকুমারের যথাবিধি জাতকর্ম্ম সংস্কার করাইলেন। সমাগত ব্রাহ্মণগণ ও নর্ত্তকগায়ক-বৃন্দ প্রভৃতি সকলেই ধনরত্নাদি দ্বারা সম্মানিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব সমাহিত হইল।

শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব।

নন্দীশ্বর পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে বরসানু নামে একটি গিরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত বরসানু গিরির অধিত্যকায় বৃষভানু নামে গোপপ্রবর বাস করিতেন। তিনি অনপত্যতা নিবন্ধন সন্ততিকামনায় নিজ অনুরূপা সহধর্ম্মিণী কীর্ত্তিকার সহিত বিবিধ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করেন। ঐ সকল শুভকর্ম্মের ফলস্বরূপে ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে মধ্যাহ্নকালে বিশাখানক্ষত্রে তাঁহার একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে। উক্ত কন্যার নাম রাধা। শ্রীরাধার জন্মসময়েও শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ের ন্যায় সুরপুরে ও ব্রজপুরে প্রচুর আনন্দোৎসব সমাহিত হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে পদ যথা ;—

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্র তথি, শ্রীমতী জনম এই কালে। মধ্যদিনগত রবি, দেখিয়া বালিকা ছবি, জয় জয় দেয় কুতূহলে ॥ কত যজ্ঞ তপ দান, কত ব্রত অনুষ্ঠান, সঞ্চিত পুণ্যের শুভ ফলে। গোপরাজ বৃষভানু, সুতা লভে বরতনু, যত পুরজন মিলি বলে।

বৃষভানু পুরে, প্রতি ঘরে ঘরে, জয় রাধে শ্রীরাধে রাধে বলে। কন্যার চাঁদমুখ দেখি, রাজা হৈলা মহাসুখী, দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে ॥ নানা দ্রব্য হস্তে করি, নগরের যত নারী, আইলা সবে

কীর্ত্তিকা মন্দিরে। অনেক তপের ফলে, বিধি হৈলা অনুকূলে, এ হেন বালিকা মিলে তোরে॥ মোদের মনে হেন লয়, এহ ত মানুষ নয়, কোন ছলে কেবা জনমিলা। ঘনশ্যাম দাসে কয়, না করিহ সংশয়, কৃষ্ণপ্রিয়া সদয় হইলা॥

বৃষভানুপুরে আজি আনন্দ বাধাই। রত্নভানু সুভানু নাচয়ে দুই ভাই॥ দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি। আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি॥ গোপগোপী নাচে গায় দেয় গড়াগড়ি। মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লইয়া নড়ি॥ বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর উল্লাসে। আনন্দে বাধাই গীত গায় চারি পাশে॥ লক্ষ লক্ষ গাভি বৎস অলংকৃত করি। ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি॥ গায়ক নর্ত্তক ভাট করে উতরোল। দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এই বোল॥ কন্যার বদন হেরি কীর্ত্তিকা জননী। আনন্দে অবশ তনু আপনা না জানি॥ কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয়। এ দাস উদ্ধব দেখি আনন্দ হৃদয়॥

বাল্যলীলা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রথমই পূতনাবধ। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই সিদ্ধ ভক্তের রসপোষণ ও সাধক ভক্তের আকর্ষণের নিমিত্ত। পূতনার হস্ত হইতে বালকের পরিত্রাণ ও রাক্ষসীর নিধনে নন্দ যশোদা প্রভৃতি গুরুবর্গের বাৎসল্যরসের পোষণ এবং একমাস বয়সে লীলার প্রারম্ভেই পূতনাকে শ্রীগোলোকে নিজ ধাত্রীবর্গের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে লালনাদির অধিকার প্রদান দ্বারা স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য মাধুর্য্যগুণের আবিষ্কার পূর্ব্বক সাধক ভক্তবর্গের আকর্ষণ কার্য্য সাধিত হয়। কথিত আছে, পূতনা রাক্ষসী পূর্ব্বজন্মে রত্নমালা নামে বলিরাজার কন্যা ছিল। সে পিতার যজ্ঞে বামনরূপী শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক স্তনপ্রদানে অভিলাষিণী হয়। তন্নিমিত্তই সে পরজন্মে রাক্ষসীরূপে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন প

শ্রীকৃষ্ণকে বিষমিশ্রিত স্তন প্রদান পূর্ব্বক ধাত্রীগতি প্রাপ্ত হয়। তামসভাবের প্রাচুর্য্যবশতঃ তাহার রাক্ষসযোনিতে জন্ম এবং শ্রীভগবানে বাৎসল্যাভাস বশতঃ ধাত্রীবর্গপ্রবেশলাভ জানিতে হইবে।

তিন মাস বয়সের সময় শকটভঞ্জন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে, শকটাসুর নামে এক অসুর ব্রজে প্রচ্ছন্নভাবে শকটমধ্যে বাস করিতেছিল। শ্রীভগবানের প্রতি দ্বেষাচরণই তাহার প্রচ্ছন্নবাসের কারণ। শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন তিন মাস, তখন তাঁহার অঙ্গপরিবর্ত্তন উপলক্ষে একটি উৎসব হয়। ঐ দিবস মাতা যশোদা তাঁহাকে একখানি শকটের অধোভাগে শয়ন করাইয়া উক্ত উৎসব সম্বন্ধীয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হন। শকটাসুর তৎকালে ঐ শকটের সহিত একীভূত হইয়া বাস করিতেছিল। সে ঐ সময়ে সুযোগ বুঝিয়া ভূগর্ভমধ্যে চক্রের প্রবেশন দ্বারা বালরূপী শ্রীহরির বধসাধনে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলাবেশেই স্তনার্থী হইয়া রোদন করিতে করিতে মৃদুচরণপ্রহারে শকটভঞ্জনচ্ছলে তদাবিষ্ট শকটাসুরকে সংহার করিলেন।

ষষ্ঠ মাসে নামকরণ। তদনন্তর রিঙ্গণ ও অঙ্গুষ্ঠাকর্ষণরিঙ্গণ।

এক বৎসর বয়সে তৃণাবর্ত্তবধ। কথিত আছে, তৃণাবর্ত্ত পূর্ব্বজন্মে সহস্রাক্ষ নামে পাণ্ড্যদেশের রাজা ছিল। সে রমণীগণের সহিত বিহারকালে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করায় দুর্ব্বাসা ঋষি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তৃণাবর্ত্ত নাম ধারণ পূর্ব্বক দৈত্যভাবে জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্তিতেই উহার উক্ত শাপের অবসান ও সাযুজ্যমোক্ষ লাভ হয়।

তৃণাবর্ত্ত বধের পর প্রথম বিশ্বরূপ দর্শন, পাদচারণ, মৃদ্ভক্ষণ, দ্বিতীয় বিশ্বরূপ দর্শন ও নবনীতচৌর্য্যাদি। তদনন্তর কণ্বপ্রসাদ। কথিত আছে, কণ্ব মুনি ধ্যানযোগে মথুরামণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব মাত্র বিদিত হয়েন, কিন্তু কোন্ স্থানে কি রূপে আবির্ভাব, এই সকল বিশেষ করিয়া বিদিত হয়েন নাই। যাহা হউক, তিনি আবির্ভাব মাত্র বিদিত হইয়াই তদ্দর্শনার্থ মথুরামণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে

গোকুলে নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া গোপরাজের আতিথ্য স্বীকার করেন। অন্নাদি প্রস্তুত হইলে, মুনি যখন "কৃষ্ণায়" বলিয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতে থাকেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মুনি কর্ত্তৃক নিবেদিত অন্নাদি গ্রহণ করেন। তদ্দর্শনে মুনি কিছু বিরক্ত ও তদুচ্ছিষ্ট অন্নাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলেন, কিন্তু গোপরাজের বিনয় ও আগ্রহাতিশয় দর্শনে গমন করিতে পারিলেন না, পুনর্ব্বার অন্নাদি প্রস্তুত করিলেন। এতাবৎকাল শ্রীকৃষ্ণকে সতর্কভাবে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নিবেদনের সময় তন্দ্রাযুক্ত জনক-জননীর অলক্ষ্যে আসিয়া এবারও ঐ অন্নাদি গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে মুনি অধিকতর বিরক্তির সহিত গমনোদ্যত হইলেন। গোপরাজও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ সহকারে মুনিকে পুনর্ব্বার গমন হইতে নিবৃত্ত করিলেন ও অন্নাদি পাক করাইলেন। এবার শ্রীকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখা হইল। কিন্তু মুনির নিবেদনের সময় সমস্ত সাবধানতাই বিফল হইল। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকদ্ধ গৃহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক অলক্ষিতভাবে মুনিনিবেদিত অন্নাদি গ্রহণ করিলেন। যখন বিদিত হইল, তখন পিতামাতা পুত্রের মহদপরাধজনিত ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাড়নোদ্যত হইলেন। মুনি কিন্তু এবার বুঝিতে পারিয়া বালকের ব্যবহারে বিরক্তির পরিবর্ত্তে মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং পিতা গোপরাজ ও মাতা নন্দরাণীকে শ্রীকৃষ্ণের তাড়নোদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিলেন। এবং তাঁহাদিগের অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদকণা গ্রহণ পূর্ব্বক অবোধ বালকের কার্য্য বলিয়া তাঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিয়া মনে মনে নিজের অজ্ঞতাজনিত অপরাধ ক্ষমাপন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। জনকজননীও পুত্রমায়ায় মোহিত ও বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার তদীয় লালনপালনে নিযুক্ত হইলেন।

তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভে কার্ত্তিকে দামবন্ধন ও যমলার্জ্জুন ভঞ্জন। পরে ফলবিক্রয়িণীর নিকট ফলক্রয়। উহার কিয়দ্দিন পরে শ্রীবৃন্দাবনে গমন ও গোদোহনলীলা। গোদোহনলীলাসম্বন্ধীয় পদাবলি যথা ;—

গোদোহনলীলা।

কৌমার বয়স মাঝে গোদোহনোচিত। সময়েতে সুতদ্বয় হৈলা উপনীত॥ সে কারণ নন্দালয়ে আনন্দ উৎসব। রামকৃষ্ণ গোদোহনে আইলা গোপ সব॥ প্রভাতে উঠিয়া নন্দ লৈয়া গোপগণ। পাত্র মিত্র সহিত বসিলা সভাজন॥ যতন করিয়া যত দ্বিজ মুনিগণ। আনাইলা গোপরাজ করি নিমন্ত্রণ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া নন্দ পূজে মুনিগণে। রামকৃষ্ণ বন্দিলেন মুনির চরণে॥ মুনিগণ কহে শুন নন্দ মহামতি। আজি শুভ দিন হয় শুক্লাষ্টমী তিথি॥ পুত্র হস্তে দেহ গোদোহন ভাণ্ড আজ। গোষ্ঠপূজা মহোৎসব কর মহারাজ॥ পাইয়া মুনির আজ্ঞা নন্দ মহাশয়। মহামহোৎসব করে সানন্দ হৃদয়॥

ডাকিয়া তখন, নিজ প্রজাগণ, আজ্ঞা দিলা ব্রজরাজ। বস্ত্র অলঙ্কার, নানা উপহার, করহ গোষ্ঠের সাজ॥ গোপ গোপী যত, আনন্দিত চিত, যৌতুক থালিতে ভরি। নন্দের ভবনে, দিলা দরশনে, দিব্য বাস ভূষা পরি॥ নন্দের গৃহিণী, যশোদা রোহিণী, অম্বা কিলিম্বাদি সঙ্গে। হরিদ্রা কুঙ্কুম, গন্ধ মনোরম, দিলা রাম কৃষ্ণ অঙ্গে॥ সুবাসিত জলে, ধান্য দূর্ব্বাদলে, স্নান সমাপন করি। পরিয়া বসন, মণি আভরণ, গোষ্ঠেতে চলিলা হরি॥ নন্দ মহামতি, মুনির সংহতি, সভাসদ গণে লৈয়া। নানা বাদ্য বাজে, মঙ্গল সুসাজে, গোষ্ঠে প্রবেশিল যাঞা॥ যশোদা রোহিণী, গোপিনী সঙ্গিনী, মঙ্গল দ্রব্য সহিতে। নানা উপহারে, বস্ত্র অলঙ্কারে, গোষ্ঠে হৈলা উপনীতে॥ দিব্য আলেপনে, অগুরু চন্দনে, স্থান কৈলা পরিষ্কার। দিব্য চন্দ্রাতপ, নিবারি আতপ, উপরে বান্ধিল তার॥ স্থাপিল কদলী, জল ঘট ভরি, সহিত আম্রের দল। বস্ত্র পীঠোপরি, বৈসে রাম হরি, হৈল মহা কোলাহল॥ স্বর্ণ সূত্রে করি, ছান্দনের ডুরি, রত্নের দোহন ভাণ্ড। মুনি আজ্ঞামতে, রামকৃষ্ণ হাতে, আনন্দে দিলেন নন্দ॥ বেদ পাঠ করি, ব্রাহ্মণ সকলি, করে আশীর্ব্বাদ ধ্বনি। নর্ত্তক গায়ক, ভট্টাদি বাদক, শব্দ চতুর্দ্দিকে শুনি॥ স্বর্গে সুরগণ, পুষ্প বরিষণ,

করিয়া সুখেতে ভাসে। ত্রিভুবন ভরি, আনন্দ সবারি, কহয়ে চৈতন্য দাসে॥

সুরভি সন্ততি, অতি দুগ্ধবতী, ধবলী শ্যামলী গাই। স্বর্ণ শৃঙ্গ খুর, দোহন প্রচুর, আনাইলা সেই ঠাঁই॥ তবে দুই ভাই, চাঁদি দুই গাই, আনন্দে দোহন করে। হাতে ভাণ্ড লয়ে, শিরোপা বান্ধিয়ে, মুহূর্ত্তেকে ভাণ্ড ভরে॥ প্রথম দোহন, ব্রাহ্মণে অর্পণ, করিলেন ব্রজ রাজ। দেখি যশোমতী, রোহিণী সংহতি, আনন্দিত হৃদিমাঝ॥ প্রথমে পূজিল, দ্বিজাতি সকল, দিলেন অনেক দান। সুবর্ণ রজত, সহ গাভি শত, করিয়া প্রণতি মান॥ নর্ত্তক গায়ক, ভট্টাদি বাদক, গোধনে তুষিল তবে। নানা মিষ্ট অন্ন, করায়ে ভোজন, বিদায় করিলা সবে॥ কৃষ্ণ বলরাম, শ্রীদাম সুদাম, গোপগণ সহ মেলি। আনন্দে মগন, যত পুরজন, করিলা ভোজন কেলি॥

ঐ বৎসরের মধ্যভাগে বৎসচারণলীলাপ্রসঙ্গে বৎসাসুর বধ। এই বৎসাসুরও পূর্ব্বজন্মে অসুর ছিল এবং অভিশাপ প্রযুক্তই বৎসরূপে জন্মগ্রহণ করে। ইহারও শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধনেই শাপান্ত ও মোক্ষ লাভ হয়। বৎসচারণলীলাসম্বন্ধীয় পদ যথা ;—

বৎসচারণলীলা।

(কৃষ্ণ কহে) আজি আমি চরাব বাছুর। মাগো মোরে দেহ ধড়া, মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া, চরণেতে পরাহ নূপুর॥ অলকা তিলকা ভালে, বনমালা দেহ গলে, শিঙ্গা বেণু বেত্র দেহ হাতে। শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি বলরাম, সবাই দাঁড়াঞা রাজপথে॥ বিশাল অর্জ্জুন কান, কিঙ্কিণী অংশুমান, সাজিয়া সবাই গোঠে যায়। গোপা লের কথা শুনি, সজল নয়নে রাণী, অচেতন ধরণী লোটায়॥ চঞ্চল বাছুর সনে, কেমনে ধাইবে বনে, কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়। বিপ্র দাস ঘোষে বলে, এ বয়সে গোঠে গেলে, প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥

তৃতীয় বৎসরের শেষভাগে বৃন্দাবনে বৎসচারণলীলাপ্রসঙ্গে বকাসুর বধ। বকাসুর প্রলম্ব ও কেশী ইহারা পূর্ব্বজন্মে গন্ধর্ব্ব নামক

গন্ধর্ব্বের পুত্র ও দুর্ব্বাসা ঋষির শিষ্য ছিল। ইহারা দেবী কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ চিত্র নামক সরোবর হইতে পদ্ম উত্তোলন করিয়া অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহারা বিষ্ণুভক্ত ছিল ও শ্রীবিষ্ণুর নিমিত্তই পদ্ম উত্তোলন করে বলিয়া শ্রীমন্মহাদেবের প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া তৎসারূপ্য লাভ করে। দূরবনে বৎসচারণ সম্বন্ধীয় পদাবলি যথা ;—

দূরবনে বৎসচারণ।

গোপাল নাকি যাবে দূরবনে। তবে আমি না জীব পরাণে॥ দধি মন্থন কালে, সম্মুখে বসিয়া খেলে, আঙ্গিনার বাহির নাহি করি। আঙ্গিনার বাহির হৈয়া, যদি গোপাল খেলে যাএগ, তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥ গোপাল যাবে বাথানে, কি শুনিলাম শ্রবণে, যাদু মোর নয়ানের তারা। কোরে থাকিতে কত, চমকি চমকি উঠি, নয়ান নিমিখে হই হারা॥ গোপাল আমার পরাণ পুতুলি। তোমারে সঁপিয়া রাম, কিছুই সন্দেহ নাই, তবু প্রাণ করয়ে বিকুলি॥

বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ। যারে চিয়াইয়া, দুগ্ধ পিয়াইতে নারি, তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ॥ বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে, দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়। এ হেন দুধের ছাওয়াল, বনে বিদায় দিয়া, দৈবে মরিবে বুঝি মায়॥ জনম ভাগ্য করি, আরাধিয়া হরগৌরী, তাহে পাইলাম এ দুখের পসরা। কেমনে ধৈরয ধরে, মায় কি বলিতে পারে, বনে যাউক এ দুধ কোঙরা॥

নন্দরাণি গো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়। বেলি অবসান কালে, গোপাল আনিয়া দিব, তোর আগে কহিনু নিশ্চয়॥ সঁপি দেহ মোর হাতে, আমি লৈয়া যাব সাথে, যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী। আমার জীবন হৈতে, অধিক জানিয়ে গো, জীবনের জীবন নীলমণি॥ সকালে আনিব ধেনু, বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু, গোচারণ শিখাব ভাইয়েরে। গোপকুলে উতপতি, গোধন চারণ বৃত্তি, বসিয়া থাকিতে নাহি ঘরে॥

শুনিয়া বলায়ের কথা, মরমে পাইয়া ব্যথা, ধারা বহে অরুণ নয়ানে। এ দাস শিবাই বলে, রাণী ভাসে প্রেম জলে, হেরইতে কানাইয়ের বয়ানে॥

কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী। হেরি হলধর পানে, ধারা বহে দুনয়ানে, মুখে না নিঃসরে কিছু বাণী॥ অলকা তিলকা দিতে, মুখে ঘাম আচম্বিতে, দেখিয়া বিভোর যশোমতী। নারিয়ে পাঠাতে বনে, দেখিয়া সে মুখ পানে, শিশুগণে করয়ে মিনতি॥ স্তনক্ষীরে আঁখি-নীরে, বসন ভিজিয়া পড়ে, বেশ বনাইতে কাঁপে কর। কান্দি গদ গদ কহে, আজি রাখি যাহ সবে, শূন্য না করিহ মোর ঘর॥

গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল। যতনে কানাই চূড়া বলাই বান্ধিল॥ অঙ্গদ বলয় তার শোভিয়াছে ভাল। শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার॥ পীতধড়া আঁটিয়া পরয়ে কটিতটে। বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পীঠে॥ ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া। নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া॥ ঘনরাম দাসে বলে কান্দিতে কান্দিতে। অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে॥

প্রণতি করিয়া মায়, চলিলা যাদব রায়, আগে পাছে ধায় শিশু-গণ। ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোক্ষুর রেণু, সুর নর হরষিত মন॥ আগে আগে বৎসপাল, পাছে ধায় ব্রজবাল, হৈ হৈ শব্দ ঘন রোল। মধ্যে নাচি যায় শ্যাম, দক্ষিণে সে বলরাম, ব্রজনারী হেরিয়া বিভোর॥ নবীন রাখাল সব, আবা আবা কলরব, শিরে চূড়া নটবর বেশ। আসিয়া যমুনা তীরে, নানা রঙ্গে খেলা করে, কত কত কৌতুক বিশেষ॥ কেহ যায় বৃষ ছান্দে, কেহ কার চড়ে কান্ধে, কেহ নাচে কেহ গান গায়। এ দাস মাধব বলে, কি শোভা যমুনা-কূলে, রাম কানাই আনন্দে খেলায়॥

চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভে অঘাসুর বধ। অঘাসুরও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইয়া তৎসারূপ্য লাভ করে। অঘাসুর বধের পর ব্রহ্মমোহন।

পৌগণ্ডলীলা।

পঞ্চম বৎসরের প্রারম্ভে গোচারণলীলা। উক্ত বৎসের অবশিষ্ট সময় গোচারণলীলাপ্রসঙ্গে বিবিধ ক্রীড়ায় অতিবাহিত হয়। গো-চারণাদিসম্বন্ধীয় পদাবলি যথা ;—

গোচারণলীলা।

পঞ্চম বৎসরে আসি, উপনীত কৃষ্ণশশী, দেখি আনন্দিত গোপ-রাজ। ডাকি যত পুরবাসী, ঘোষে মম কালশশী, গোচারণে বনে যাবে আজ॥ বলরাম আদি করি, গোপালক সারি সারি, শুনি গোচারণ আশে সাজি। নন্দের অঙ্গনে আসি, কৃষ্ণে ডাকি হাসি হাসি, বলে চল গোচারণে আজি॥ সে ডাক শুনিয়া মাতা, কৃষ্ণেরে আনিয়া তথা, বেশ করে নাটুয়ার ছান্দে। টানিয়া বান্ধিল চূড়া, নবগুঞ্জা দিয়া বেড়া, তাতে দিল শিখিপুচ্ছ চান্দে॥ কিবা সে গ্রীবার শোভা, মদনের মনোলোভা, গোরোচনা তিলক সুভালে। হিয়ে হার মণি ঝলে, বনমালা দোলে গলে, অমূল্য মুকুতা নাসা তলে॥ অঙ্গদ বলয়া করে, শোভিয়াছে থরে থরে, চন্দনে চিকণ কালা তনু। পরাইল পীতধড়া, তাহাতে ঘুঙুর বেড়া, চলইতে করে রুণু ঝুনু॥ রতন ধড়ায় থোপ, চুদিকে নামিয়া শোভ, বঙ্করাজ সনে করে মেলা। ক্ষণে ক্ষণে উড়ে যায়, আসিয়া লাগয়ে পায়, নূপুর সহিতে করে খেলা॥ ডাকিনী শাঁখিনী ভয়ে, ধড়ে প্রাণ নাহি রহে, বাদিয়া সাধিয়া আনি মায়। অজর অমর তনু, হয় যেন রাম কানু, এমতি বান্ধিয়া দিবে গায়॥ বাঁধিয়া সাধন বড়ী, বান্ধে রক্ষামন্ত্র পড়ি, রাম দামোদর দেখি হাসে। দণ্ডবৎ হইয়া মায়, রাম দামোদর যায়, যশোদা রোহিণী তার পাশে॥ রহিয়া রহিয়া যায়, ফিরিয়া ফিরিয়া চায়, জননী প্রবোধে বারে বারে। শুনহ শেখর বোল, কি লাগিয়া কর রোল, মায়েরে লইয়া যাও ঘরে॥

হিয়ায় আগুনি ভরা, আঁখি বহে বসুধারা, দুখে বুক বিদরিয়া যায়। ঘর পর যে না জানে, সে জনা চলিল বনে, এ তাপ কেমনে

সবে মায়॥ ও মোর যাদব ছুলালিয়া। কিবা ঘরে নাহি ধন, কেনে বা যাইবে বন, রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া॥ আগে পাছে নাহি মোরা, হাপুতীর পুত তোরা, আকুল করিয়া যাবি মারে। দুধের ছাওয়াল হৈয়া, বনে যাবে ধেনু লৈয়া, কি দেখি রহিব যাইয়া ঘরে॥ ননী জিনি তনুখানি, আতপে মিলান জানি, সে ভয়ে সঘন প্রাণ কাঁপে। বাড়ব অনল পারা, বিষম রবির খরা, কেমনে সহিবে হেন তাপে॥ কুশের অঙ্কুর বড়, শেলের সমান দড়, শুনিতে সিকিয়া পড়ে গায়। শিরীষ কুসুম দল, জিনিয়া চরণতল, কেমনে ধাইবে হেন পায়॥ মায়ের করুণ বাণী, শুনিয়া গোকুলমণি, কত মত মায়েরে বুঝায়। বিষাদ না কর মনে, কিছু ভয় নাহি বনে, ইথে সাক্ষী এ শেখর রায়॥

ধরিয়া মায়ের কর, কহে রাম দামোদর, শুভ কাজে না ভাবিহ দুখ। আমার কুলের ধর্ম্ম, গোচারণ নিজ কর্ম্ম, করিতে পাইব বড় সুখ॥ স্বরূপে কহিনু কথা, নিশ্চয় জানিহ মাতা, অসুর নাহিক আর বনে। ঘরের সমান বন, চরাইয়ে ধেনুগণ, কি ভয় বলাই দাদা সনে॥ গোবর্দ্ধনে দিয়ে মেলা, সবাই করি গো খেলা, ধনিষ্ঠা যাইবে সেইখানে। তোমার ভোজন কথা, আমারে কহিবে তথা, তবে সে করিব জলপানে॥ শেখরের শুন বোল, কেহ না করিহ গোল, মায়েরে লইয়া যাও ঘরে। যে জন চতুর হয়, তারে বুঝাইয়া লয়, বুঝিয়া আপন কাজ করে॥

কানাই বলাই, চলে দোন ভাই, বিদায় হইয়া মায়। নন্দ যশোমতী, স্নেহাধিক অতি, সঙ্গে সঙ্গে চলি যায়॥ কত যে যতনে, পিতামাতাগণে, নিজ গৃহে পাঠাইয়া। যতেক গোপাল, লইয়া গো-পাল, গোঠে ধায় সুখ হিয়া॥ যত গোপনারী, অট্টালি উপরি, দ্রুত করি আরোহণ। কানুরে নিরখে, অতি মনোদুখে, ভাবি বনেতে গমন॥ করি শুভদৃষ্টি, করে ধরি যষ্টি, সখা ধেনুগণ সনে। ভুলিয়া সখায়, প্রেমের আবেশে, কানাই চলিলা বনে॥

রাখালে রাখালে মেলা, খেলিতে বিনোদ খেলা, অতিশয় শ্রম

সভাকার। ননীর পুতলী শ্যাম, রবির কিরণে ঘাম, স্রাবে যেন মুকুতার হার॥ শ্রীদাম আসিয়া বলে, বৈসহ তরুর তলে, কানাই হইবে মাঠে রাজা। যমুনাপুলিনে ভাই, কংসের দোহাই নাই, কেহ পাত্র মিত্র কেহ প্রজা॥ বনফুল আনি যত, সপত্র কদম্ব শত, অশোক পল্লব আম্রশাখা। শুনি শ্রীদামের কথা, সকল আনিল তথা, নবগুঞ্জাগুচ্ছ শিখিপাখা॥ গাঁথিয়া ফুলের মালে, কদম্ব তরুর তলে, রাজপাট করি নিরমাণ। এ উদ্ধব দাসে ভণে, করতালি ঘনে ঘনে, আবা আবা বাজায় বয়ান॥

বিবিধ কুসুম দিয়া, সিংহাসন নিরমিয়া, কানাই বসিলা রাজাসনে। রচিয়া ফুলের দাম, ছত্র ধরে বলরাম, মন্দ মন্দ নেহারে বদনে॥ অশোকপল্লব করে, সুবল চামর করে, সুদামের করে শিখিপুচ্ছ। ভদ্রসেন গাঁথি মালে, পরায় কানাইয়ের গলে, শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ॥ স্তোককৃষ্ণ পুতি বানা, ঠাঁই ঠাঁই বসাইল থানা, আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়। শ্রীদামাদি দূত হৈয়া, কানাইয়ের দোহাই দিয়া, চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়॥ করযুগ যুড়ি তথি, অংশুমান করে স্তুতি, রাজ আজ্ঞা বচন চালায়। বটু করে বেদধ্বনি, পড়ে আশীর্ব্বাদ বাণী, দাম সুদাম নাচে গায়॥ অতি মনোহর ঠাট, নিরমিয়া রাজপাট, কতেক হইল রসকেলি। এ উদ্ধব দাস কয়, সখা দাসা বসময়, সেবয়ে সকল সখা মেলি॥

ও রাম কানাই কালিন্দীর তীরে। শ্বেত শ্যাম দুই ভাই, চাঁদ মেঘ এক ঠাঁই, শিশুগণ তারা হেন ফিরে॥ কেহ জলপানে ধায়, অঞ্জলি পূরিয়া খায়, কেহ দেখে নিজ অঙ্গ ছায়া। যমুনা আনন্দ মন, তরঙ্গ উঠিছে ঘন, দেখি ব্রজবালকের মায়া॥ তুলিল কানাইয়ের বানা, ঠাঁই ঠাঁই রাখালের থানা, সুবলের থানা সবার আগে। মাঝে রাজা শ্যামধাম, তার বামে বলরাম, রাখাল বেড়িলা লাখে লাখে॥ কেহ হাতী ঘোড়া হয়, রাখালে রাখাল বয়, কেহ নাচে কেহ গায় গীত। কেহ বায় শিঙ্গা বেণু, বলে রাজা হৈলা কানু, বলাই হইলা তার মিত॥ কেহ বলে সাজ সাজ, বসিলা রাখাল রাজ, অসুর উপরে দেও হানা।

বংশীবদনে গায়, দধিদুগ্ধ কাড়ি খায়, কংসের যোগান দিতে মানা॥
এই মত নানা খেলা, খেলি রাখালের মেলা, বৃন্দাবনে সুখে বিহরয়।
কেবা কত শক্তি ধরে, বর্ণন করিতে পারে, শেষ যাহে সমর্থ না হয়॥

ষষ্ঠ বৎসরে বিষজলপানজনিত মৃত্যু হইতে গোগোপালসমূহের রক্ষণ। পরে কালিয় দমন। কালিয় নাগ পূর্ব্বজন্মে বিষদর্ব্বী নামে নরপতি ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবাপরাধ বশতঃ শূলরোগগ্রস্ত হয়েন। এক বৈদ্য তাঁহার রোগমুক্তির জন্য রাজহংসের মাংস দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে একটি রাজহংস আনয়ন করা হয়। ঐ হংস রাজাকে বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করিলেই রোগমুক্তি হইবে এইরূপ বলে। রাজা হংসের প্রমুখাৎ বিপ্রপাদোদকই তাঁহার রোগমুক্তির একমাত্র উপায় অবগত হইয়া তাহাতেই সম্মত এবং হংসের প্রাণসংহারে বিরত হয়েন। কিন্তু দৈববশতঃ সে দিবস পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ বৈষ্ণব ভিন্ন অপর কোন ব্রাহ্মণ অনেক অনুসন্ধানেও পাওয়া গেল না। রাজা অগত্যা তাঁহারই পাদোদক লইলেন, কিন্তু ঘৃণা বশতঃ উহা পান করিতে না পারিয়া মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। ইহাই রাজার সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ ও মস্তকোপরি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম প্রাপ্তির কারণ। কালিয় দমনের পর দাবাগ্নি মোক্ষণ। পরে প্রলম্বঘাতন।

সপ্তম বৎসরের প্রারম্ভে ধেনুকাসুর বধ। ধেনুক জন্মান্তরে বলি রাজার পুত্র ছিল। সে ত্রিলোকুমার সহিত বিহারকালে দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া গর্দ্দভযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পরে বলদেবের হস্তে নিহত হইয়া এবং সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ধেনুকাসুর বধের পর পক্ক তালফল ভোজন

কৈশোরলীলা।

সপ্তম বৎসরের শেষভাগে পূর্ব্বরাগ। পূর্ব্বরাগ উজ্জ্বল রসের প্রকারভেদ। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে উজ্জ্বলরস দ্বিবিধ। বিপ্রলম্ভ শব্দের অর্থ বিচ্ছেদ। সম্ভোগ শব্দের অর্থ মিলন। বিচ্ছেদ

মিলনের পুষ্টিসাধন করে বলিয়া বিপ্রলম্ভকে সম্ভোগের উন্নতিকারক বলা হয়। বিপ্রলম্ভ পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস ভেদে চতুর্ব্বিধ। পূর্ব্বরাগের পরবর্ত্তী সম্ভোগের নাম সঙ্ক্ষিপ্ত সম্ভোগ। মানের পরবর্ত্তী সম্ভোগের নাম সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। প্রেমবৈচিত্ত্যের পরবর্ত্তী সম্ভোগের নাম সম্পন্ন সম্ভোগ। প্রবাসের পরবর্ত্তী সম্ভোগের নাম সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। প্রথম মিলনের পূর্ব্বে দর্শনাদিজনিত রতি বিভাবাদির সম্মিলনে আস্বাদবিশেষময়ী হইলে, ঐ রতিকে পূর্ব্বরাগ বলা হয়। সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, বন্দীমুখে শ্রবণ, দূতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখে শ্রবণ, গুণিজনমুখে শ্রবণ ও বংশীধ্বনি শ্রবণে রতির উৎপত্তি উক্ত হইয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে পদাবলি যথা ;—

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আসে যায়। মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্বকাননে চায়॥ রাই এমন কেন বা হইল। গুরু দুরজন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেব পাইল॥ সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসায়া পরে॥ বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা। কি বা অভিলাষে, বাড়য়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥ তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইছে চাঁদে। চণ্ডিদাসে কয়, করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়ার ফাঁদে॥

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা। বসিয়ে বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারো কথা॥ সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা। বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা॥ এলাইয়া বেণী, ফুল যে গাঁথনি, দেখয়ে খসায়া চুলি। হসিত বয়ানে, চাহে মেঘপানে, কি কহে দুহাত তুলি॥ এক দিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীখণে। চণ্ডিদাস কয়, নব পরিচয়, কালিয়া বঁধুর সনে॥

কদম্বের বনে, থাকে কোন জনে, কেমন শবদ আসি। এ কি আচম্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি॥ সাঁধায়া মরমে, ঘুচায়া ধরমে, করিলে পাগল পারা। চিত থির নহে, সোয়াথ না রহে, নয়ানে

বহয়ে ধারা॥ কি জানি কেমন, সেই কোন জন, এমন শবদ করে। না দেখি তাহারে, হৃদয় বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে॥ পরাণ না ধরে, ধক ধক করে, রহে দরশন আশে। যবহুঁ দেখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধব দাসে॥

পহিলে শুনিনু, অপরূপ ধ্বনি, কদম্বকানন হৈতে। তার পরদিনে, ভাটের বর্ণনে, শুনি চমকিত চিতে॥ আর একদিন, মোর প্রাণসখী, কহিলে যাহার নাম। গুণিজনগানে, দূতীর বদনে, শুনিল এ গুণ গাম॥ পিতৃনিমন্ত্রণে, গোদোহনস্থানে, পথে সখাসনে যাঁরে। পরে নেহারিনু, সখীরে কহিনু, পরাণ সঁপিনু তাঁরে॥ সহজে অবলা, তাহে কুলবালা, গুরুজন জ্বালা ঘরে। সে হেন নাগরে, আরতি বাড়য়ে, কেমনে পরাণ ধরে॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে দড়াইনু, পরাণ রহিবার নয়। কহত উপায়, কৈছন মিলয়, এ দাস উদ্ধব কয়॥

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ॥ না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে॥ নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়। যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়ে গো যুবতী ধরম কৈছে রয়॥ পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো কি করিব কি হবে উপায়। কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে কুলবতী কুল নাশে আপনার যৌবন যাচয়॥

কিরূপ দেখিনু, মধুর মুরতি, পিরীতি রসের সার। হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে, তুলনা নাহিক যার॥ বড়ি বিনোদিয়া, চূড়ার টালনি, কপালে চন্দন চাঁদ। জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর, ভুবনমোহন ফাঁদ॥ নব জলধর, রসে ঢর ঢর, বরণ চিকণকালা। অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন, মণি মুকুতার মালা॥ জোড়া ভুরু যেন, কামের কামান, কে না কৈল নিরমাণ। তরল নয়নে, তেরছ চাহনি, বিষম কুসুম বাণ॥ সুন্দর অধরে, মধুর মুরলী, হাসিয়া কথাটি কয়। দ্বিজ ভীম কহে, ওরূপ নাগর, দেখিলে পরাণ রয়॥

কালিয়ার রূপ, মরমে লাগিয়া, সোয়াথ না হয় মনে। বিরলে বসিয়ে, সখীরে কহই, দেখাইলে রহে প্রাণে॥ এ বোল শুনিয়া, বিশাখা ধাইয়া, শ্যাম কলেবর দেখি। রাইয়ের গোচরে, দেখাবার তরে, পটের উপরে লেখি॥ আনি চিত্রপট, রাইয়ের নিকট, সম্মুখে রাখিলা সখী। সেরূপ দেখিয়া, মুরছিত হৈয়া, পড়িলা কমলমুখী॥ মন্দাকিনী পারা, শত শত ধারা, ও দুটি নয়নে বহে। করহ চেতন, পাবে দরশন, এ দাস উদ্ধব কহে॥

মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা, শুন শুন পরাণের সই। স্বপনে দেখিনু যেহ, শ্যামল বরণ দেহ, তাহা বিনু আর কারো নই॥ রজনী শাবণ ঘন, ঘন দেবা গরজন, ঝন ঝন শবদে বরিষে। পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, নিদ যাই মনের হরিষে॥ শিয়রে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরির বোল, কোকিল কুহরে কুতূহলে। ঝি ঝি ঝি ঝি ঝিকি বাজে, ডাহুকিনী সে গরজে, স্বপন দেখিনু হেন কালে॥ পথ আগুলিয়া রহে, যেতে নাহি দেয় মোহে, ধরল অঞ্চলে পরিশেষে। সখি পরে তার কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, হাতে ধরি চিবুক পরশে॥ মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ, শ্রবণে ভরল সেই বাণী। দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত, ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥ রূপে গুণে রসসিন্ধু, মুখছটা জিনি ইন্দু, মালতীর মালা গলে দোলে। আসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেই ছলে, আমা কিন বিকাইনু বলে॥ কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণ ভূষণ অঙ্গ, কাম মোহে নয়নের কোণে। হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়, ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥ রসাবেশে দেই কোল, মুখে না নিঃসরে বোল, অধরে অধর পরশিল। অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল, জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

ঘরের বাহির হয়ে দণ্ডে শতবার। ব্রজের সীমায় গিয়া ফিরে পুনর্ব্বার॥ ঘন দীর্ঘ বহে শ্বাস ঘন কাঁপে কায়। কদম্ব কানন পানে একদৃষ্টি চায়॥ দূর হতে তব নাম করিলে শ্রবণ। সঘনে কাঁপয়ে ধনি করয়ে রোদন॥ অম্বরে নবীন মেঘ হলে দরশন। উৎসুক

হইয়া যেন করে আলিঙ্গন॥ সদাই থাকয়ে সখী চিন্তায় মগন। উত্তর না দেয় যদি ডাকে কোন জন॥ সদাকাল জাগরণ নাহি নিদ্রা লেশ। স্বেদাশ্রু পুলক কম্প অশেষ বিশেষ॥ যদবধি বংশীধ্বনি শ্রবণে পশিল। চতুর্দ্দশী শশী সম কৃশাঙ্গী হইল॥ নাহি ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান তোমা বিস্মরণে। সদাই করয়ে যত্ন সখী কায়মনে॥ তোমার বিরহানলে তাপিত শরীর। হইল বিবর্ণ রাধা সদাই অস্থির॥ অস্থানে রোদন হাস্য উন্মাদের প্রায়। কভু অচেতন হয়ে ধুলায় লোটায়॥ কখন বা স্পন্দহীন মৃততুল্য রহে। তব নাম শ্রবণেই প্রাণ আসে দেহে॥ তোমা বিনা শ্রীরাধার না দেখি উপায়। সত্বর বিহিত কর বাঁচাও রাধায়॥ শুনিয়া সখীর বাক্য কহে শ্যাম রায়। শ্যাম কভু পরনারী পানে নাহি চায়॥ কে রাধা তাহার কথা কেন কহ মোরে। শুনাও রাধার বার্ত্তা যে শুনে তাহারে॥

কানুর নিঠুর বাণী, সখী মুখে শুনি ধনি, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমে। দেখি ত্রস্ত সখীগণ, বহু যত্নে সচেতন, করিলা তাহারে শ্যাম নামে॥ চেতন পাইয়া রাই, বলে শুন সখি কই, শ্যাম যদি মোরে উপেখিল। কি করিবে সখিজন, বিধিলিপি এ কারণ, তনুত্যাগ নিশ্চিত হইল॥ সবে মাত্র অভিলাষ, যবে বাহিরিবে শ্বাস, বাঁধিয়া থুইবে মোর দেহ। তমাল তরুর ডালে, এই বাক্য মৃত্যুকালে, এই হার সখীগণে দেহ॥ এত বলি স্মরি হরি, মল্লী আলিঙ্গন করি, পুন রাই মূর্চ্ছিত হইল। ললিতা বিশাখা আদি, সখীগণ কাঁদি কাঁদি, পুনঃ শ্যাম নাগরে মিলিল॥

শুনি নিঠুর বচন আমার সে চন্দ্রবদনী রাধা। হইল প্রেমের অঙ্কুর সুন্দর ভাঙ্গে পাছে পেয়ে বাধা॥ সখি আর কি কহব তোরে। কেন পরিহাস, বচন নৈরাশ, কহিনু হইয়া ভোরে॥ কিম্বা সেই ধনি, ধৈর্য্য ধরে জানি, হৃদয়ে ধরিয়া ব্যথা। পাছে সে ব্যথায়ে, সে তনু জারয়ে, উপায় কি করি এথা॥ কিম্বা সে দারুণ, কামের কামান, বিন্ধয়ে বিষম শরে। শিরীষের ফুল, জিনিয়া কোমল, সেহ কি সহিতে পারে॥ হা হা সে সুগন্ধি, রূপের অবধি, কলি মনোরথ লতা। হা হা

কেন হেন, বঞ্চন বচন, কহি কৈনু উন্মূলিতা ॥ অমৃত পুতলি, রূপের আগলি, না জানি কি জানি হয়। এ যদুনন্দন, দাস মনে ভণ, দর্শনে পরাণ রয় ॥

রাইক জীবন শেষ শুনি সহচরী বহু পরবোধল তায়। ধৈরয করি পুন কানু নিয়ড়ে চলু না দেখিয়ে আনহি উপায় ॥ মাধব নিলজহি কহি পুন বেরি। সো কুলকামিনী নিচয় মরণ জানি কহইতে আওলু ফেরি ॥ শুনইতে কানু নয়নযুগ ঝর ঝর আকুল তনু মন প্রাণ। গণি গণি কাতর ধৈরয পরিহরি বোলত নাগর কান ॥ সজনি তোহে হাম কি কহব আর। মঝু লাগি সো ধনি ভেলহি যৈছন ঐছন ভেলহু হামার ॥ ভাবিনী ভাব মনহি মন গণইতে ধনি ধনী আপনাকে মানি। সহচরী সঙ্গে চলল বর নাগর কহইতে গদগদ বাণী ॥ কত কত ভাব বিভাবিত অন্তর সোঙরিতে সো গুণগাম। সোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি আকুল যাই মিলল সোই ঠাম ॥ কুঞ্জকু দ্বারে রাখি বর নাগর সখী কহে মৃগাক্ষী পাশ। চেতন করহ তুরিতে উঠি বৈঠহ কহ গোবিন্দ দাস ॥

কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ। ঈষ-দবলোকনে ছল ছল লোচন কেলি সমাগমে কাঁপ ॥ দেখ সখি রাইক রঙ্গ। কানুক আদরশে ঐছে বেয়াকুল দরশনে ইহ চিত রঙ্গ ॥ রাই বদন হেরি লুবধল মাধব কোরে বৈঠাওলি গোরী। কুচে কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনি চুম্বনে রহে মুখ মোরি ॥ ভুজে ভুজে বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভণ অধরে অধর রস নেল। গোবিন্দ দাস পঁহু পূরল মনোরথ নব নব সঙ্গম ভেল ॥

অষ্টম বৎসরের প্রারম্ভে আশ্বিনে বেণুগীত, কার্ত্তিকে গোবর্দ্ধন ধারণ, গোবিন্দাভিষেক, বরুণলোকগমন ও ব্রহ্মহ্রদাবগাহন। হেমন্তে বস্ত্রহরণ। নিদাঘে যজ্ঞপত্নীপ্রসাদ। পরে মানলীলা। কখন কোন কারণে কখন বা অকারণে নায়কনায়িকার যে প্রণয়বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, তাহারই নাম মান। সখীমুখে শ্রবণ শুকমুখে শ্রবণ মুরলী-ধ্বনিতে শ্রবণ বিপক্ষশরীরে ভোগচিহ্নদর্শন গোত্রস্খলন স্বপ্নদর্শন ও

সাক্ষাৎ দর্শন হইতে মানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে পদাবলি যথা ;—

বসি তরু পরে, শুক ধীরে ধীরে, কহয়ে আপন স্বরে। কানুরে লইয়া, চলিল ধাইয়া, চন্দ্রাবলী নিজ ঘরে॥ শুকের বচন, করিয়া শ্রবণ, অরুণ যুগল আঁখি। অবনতমুখে, কহে মনোদুখে, আর কি কহিব সখি॥ চন্দ্রাবলী সনে, নিকুঞ্জভবনে, শ্যাম মধুকর রাজ। যৈছে রসবতী, তৈছে শ্যামগতি, মোর সনে নাহি কাজ॥ কামকলারসে, করিল সরসে, জানায়া কামের রীত। কামুকী বুঝিয়া, কামুক সাজিয়া, তা সনে করিলা প্রীত॥ তুঁহু যাই সখি, এ সব বচন, কহিব কানুক পাশ। শুনিয়া ত্বরিতে, নায়কের ভিতে, চলিল উদ্ধব দাস॥

সহচর লইয়া, যেখানে বসিয়া, আছয়ে নাগররাজ। দূতী দ্রুত-গতি, যাইয়া নয়ন, ইঙ্গিতে কহল কাজ॥ চতুর নাগর, ধরি তার কর, নিরজনে চলি যাই। কি লাগি বিরস, বদন তোহারি, বিবরি কহ বুঝাই॥ সখী কহে শুনি, শুকের বচন, আন সনে তুয়া কাম। সহজে মানিনী, ভৈগেল দ্বিগুণ, না শুনে তোহারি নাম॥ এত শুনি হরি, ব্যাজ পরিহরি, মিলল রাইক পাশ। হেরি ভেল ভীত, মানিনী চরিত, কহয়ে উদ্ধব দাস॥

সুন্দরি দূরে কর বিপরীত রোষ। বনচর পাখী বচন শুনি মানিনী না বিচারি গুণ কিবে দোষ॥ যো যৈছে পাখীক পাঠ পড়ায়ত তৈছনে কহতহি ভাখি। কাঁহা সোই কাঁহা মুই কাঁহা বিলসন ভই এ তুয়া সহচরী সাখী॥ তুঁহু যব মোহে ছাড়ি সুখ পাওবি হাম নাহি ছোড়ব তোয়। তুয়া পদ নখ মণি হার হৃদয়ে ধরি দিশি দিশি ফিরব রোয়॥ এত শুনি মানিনী ঐছে কাতর বাণী আকুল যেহ না পায়। অভিমান পরিহরি বৈঠল সুন্দরী আধ নয়ানে মুখ চায়॥ নাহ রসিকবর কোরে আগোরল দুহুঁক নয়নে বহু বারি। দুহুঁ করে দুহুঁক নয়ন লোর মুছই উদ্ধব দাস বলি হারি॥

যমুনার কূলে, নীপ তরুমূলে, মুরলী বাজায় শ্যাম। চন্দ্রাবলী রাধা, রাধা নাম সাধা, রাধা পূরে মনস্কাম॥ রাধা রাধা স্বর, ভরিল

অম্বর, চন্দ্রাবলী বিশেষিত। প্রগাঢ় প্রণয়, স্বভাবেতে হয়, অন্য নারী অশুমিত॥ শুনি সেই ধ্বনি, হইয়া মানিনী, শ্রীরাধা সখীরে কয়। পিরীতির শেষ, হইল বিশেষ, কানু কপটতাময়॥ রাইয়ের বচন, শুনি সখীগণ, চিন্তিত হইয়া যায়। কানুর সদন, করে নিবেদন, এ কি কর শ্যামরায়॥ চন্দ্রাবলী গীত, চপলচরিত, শুনি ধনি করে মান। নিলজ্জ কানাই, শুনি যথা রাই, সখীসনে দ্রুত ধান॥ দেখিয়া মানিনী, কহিলেন বাণী, সবিনয়ে জুড়ি হাত। ক্ষম অপরাধ, হইল প্রমাদ, কর কৃপাদৃষ্টিপাত॥ আমি তব দাস, এই সত্য ভাষ, মনে না করহ আন। কেবা চন্দ্রাবলী, তোমার সকলি, এ দাস উদ্ধব গান॥

রাইয়ের নিকট গিয়া কহে কোন সখী। কানুর চরিত আজি শুন বিধুমুখি॥ চন্দ্রাবলী সনে কানু রজনী জাগিল। তাই তব কুঞ্জে তার গমন নহিল॥ শুনিয়া সখীর বাণী রাই সুবদনী। রোষ ভরে গর গর হইলা মানিনী॥ হেথায় মাধব শ্যাম নিশি অবসানে। আপনারে অপরাধী বুঝি প্রিয়াস্থানে॥ ধীরে ধীরে চলিলেন নিকুঞ্জ ভবন। পথে সখীমুখে শুনি মান বিবরণ। প্রিয়ার সমীপে আসি করিয়া মিনতি। অপরাধ ক্ষম বলি বহু স্তুতি নতি॥ সে মানে মানিনী রাধা যে দুর্জ্জয় মান। শান্ত হইবার নয় বৃথা সাম দান॥ মান শান্তি লাগি শ্যাম সহ সখীগণ। যতেক উপায় রচে ভস্মাহুতি হন॥ এমন সময়ে শুক জটিলাগমন। জানাইলা ত্রস্ত সবে করিলা গমন॥

রাই কানু সখী সনে, বসিয়াছে নিরজনে, দেবে কয় স্খলিত বচন। চন্দ্রাবলী নাম, যদি ঘনশ্যাম, প্রসঙ্গেতে করে উচ্চারণ॥ শুনি কানুর বচন, কোপে রাধিকা তখন, জ্বলিয়া অরুণ বর্ণ হয়। কপট পিরীতি তব, কহি আমি অনুভব, বিমুখ হইয়া ধনি কয়॥ বলিতে বলিতে যায়, সখীগণ পাছু ধায়, অঞ্চল ধরিল শ্যাম রায়। কহে ক্ষম অপরাধ, নাহি গণ পরমাদ, এ দাস বিক্রীত তব পায়॥

আপন মন্দিরে, শুতিয়া সুন্দরী, দেখই ঘুমের ঘোরে। কানু আন সনে, রভস করই, করিয়া আপন কোরে॥ আন রমণী, বিহরে

রজনী, হামারি নাগর কোর। দেখিতে দেখিতে, পাইয়া চেতন, মান ভরমে ভোর॥ অলসে অবশ, বয়ান নয়ন, অরুণ কমল জোর। কোপে ভরল, সব কলেবর, কহই বচন থোর॥ একি বিপরীত, চপল চরিত, হামারি সম্মুখে সঙ্গ। হাসি সখীগণ, জনান্তিকে কন, দেখহ সখীর রঙ্গ॥

শ্যাম নাগরের তনু মুকুরেতে হেরি। নিজ প্রতিবিম্ব তাহা ভাবি অন্য নারী॥ অরুণ নয়ন রোষে ফিরায়ে বদন। কহে ধনি করি মান সরোষ বচন॥ কপটের চূড়ামণি চপল নাগর। আমার সম্মুখে অন্য সনে কেলি কর॥ বলিতে বলিতে রাই উঠি দাঁড়াইল। হেরি কানু উপেখিয়া সখীরা মিলিল॥ সখীগণ বলে রাই কেন কর মান। নিজ প্রতিবিম্বে তব হয় অন্য জ্ঞান॥ শুনি অবনতমুখী লজ্জায় হইলা। নির্বাক হইয়া মুখ বসনে ঝাঁপিলা॥ আকুল গোকুল চাঁদ পসারিয়া বাহু। শরদের চাঁদে যেন গরাসিলা রাহু। সেই আচরণে রাই পুনশ্চ মানিনী। যাহাতে থাকিতে তথা নাহি পারে ধনি॥ তাহা দেখি সখীগণ বলিতে লাগিলা। আপনার মানে সখী আপনা বঞ্চিলা॥

একদা সঙ্কেত ভ্রমে না হয় মিলন। দুই কুঞ্জে দুই জন করে জাগরণ॥ নিশি অবশানে রাই হইলা নিদ্রিত। হেন কালে কানু তথা হয় উপনীত॥ কানু দেখি সখীগণ মৌন আচরিলা। ভাব বুঝি শ্যাম তবে বলিতে লাগিলা॥ আমার কি দোষ সখি কেন এ বিষাদ। সঙ্কেত ভ্রমেতে ঘটে এই পরমাদ॥ পথ পানে চেয়ে আমি নিশি পোহাইনু। অবশেষে ভ্রম বুঝি এখানে আইনু॥ শুনি সখী-গণ কহে নাহি প্রয়োজন। ও কথায় সখী আছে নিদ্রায় মগন॥ হেন কালে শ্রীরাধিকা ত্যজিয়া শয়ন। নাগরের মুখ দেখি বলিল বচন॥ কপট নাগর শ্যাম কোথায় আছিলা। সারা নিশি তোমা লাগি সবে জাগাইলা। প্রভাতে আসিয়া পুনঃ নিজ নির্দোষিতা। প্রমাণ করিছ আর পরের দোষিতা। চিত্র প্রতিবিম্ব তব ললাট ফলকে। প্রকাশিছে চতুরতা বিধাতার পাকে॥ আমার পদবী দুষ্টে

নিমেষরহিত। ছিলে তাই নেত্র তব হয়েছে লোহিত॥ কি কাজ প্রেমের কথা বিজ্ঞাপনে আর। ব্রণযুক্ত বিম্বাধর করিছে প্রচার॥ চন্দ্রাবলী সনে নিশি পোহাইলে তুমি। এখানে তোমার পথ চেয়ে জাগি আমি॥ যাও যাও শ্যাম নাগর চন্দ্রাবলী পাশ। এই প্রেমের সমাধান আর না কর আশ॥ এত বলি মানভরে করিলা পয়ান। সখীগণে বলে কানু বিরস বয়ান॥ সত্য সত্য সখীগণ শুন মোর কথা। সঙ্কেত ভ্রমেতে দুঃখ পাই মনে ব্যথা॥ না শুনি আমার বাণী হইয়া মানিনী। চলি গেল কিন্তু মম না রহে পরাণী॥ বলিতে বলিতে শ্যাম সহ সখীগণ। প্রিয়ার নিকটে পুনঃ করেন গমন॥ পথমধ্যে উভয়ের হইল মিলন। নাগরের দোষ নাহি বলে সখীগণ॥ শুনি ধনি বলে সখি কেন বল আর। তোমার কানুরে মোর শত নমস্কার॥ অমল কুলেতে কালী করেছি লেপন। তার মত পুরস্কার হইল এখন॥ কুল লাজ গুরু ভয় সব তেয়াগিয়া। সিঞ্চিনু প্রেমের বীজ গেল শুকাইয়া॥ শঠের হাতেতে মোর যতেক লাঞ্ছনা। কি দিব কাহারে দোষ বিধিবিড়ম্বনা॥ প্রথমেই অনুরাগে দর্শন মিলিল। সেই প্রেম অনুদিন বাড়িতে লাগিল। স্ত্রীপুরুষ ভেদ ভাব না ছিল দোঁহার। কাম দুঃখ মন পিশি করে একাকার॥ দোঁহার মিলনে পূর্বে মধ্যস্থ না ছিল। সাহায্যের প্রয়োজন এখন হইল॥ ধিক্ ধিক্ প্রেমে আর নাহি প্রয়োজন। ভাগ্যে অন্নে সমাধান রহিল জীবন॥ এত বলি ধনি যদি মৌন আচরিলা। সখীগণ নানা মতে তারে বুঝাইলা॥ কানুও অনেক স্তুতি মিনতি করিলা। কোন মতে মানভঙ্গ রাইয়ের নহিলা॥ অগত্যা নাগর যান গৃহে আপনার। সখীসনে রাই নিজ গৃহে আগুসার॥ কিছুদিন এই ভাবে বিগত হইল। উপেক্ষা বশত দোঁহার মিলন নহিল। আপনার দোষে রাধা আপনা বঞ্চিল। কৃষ্ণ অদর্শনে চিত্তে অশান্তি জন্মিল॥ মধ্যে থাকি সখীগণ উপেক্ষা করিয়া। উভয়ের রঙ্গ দেখে বিস্ময় মানিয়া॥

রসিক নাগর, নাগরীর সনে, হাসিতে খেলিতে করে মান। নাগরী তখন, নাগরের মন, জানিয়া বুঝিয়া করে মান॥ নাগরের মনে, রাখিবেন মানে, আগে না ভাঙ্গিব নিজ মানে। নাগরীর মনে, স্বাভাবিক মানে, জিনিব সহজে কৃষ্ণমানে॥ অহেতুক মান, করিয়া বিধান, দুহুঁ মনে মনে ক্লেশ পান। দেখি সখীগণ, বিস্ময় মগন, নাহি কিছু দেখে সমাধান॥ অনেক ভাবিয়া, নাগর রঙ্গিয়া, সুপক্ক দাড়িম্ব করে ধরে। তাহা নিরখিয়া, হাসে মুচকিয়া, সখীগণ কাণা-কাণি করে॥ জিতিনু বলিয়া, হাসি বিনোদিয়া, ধরেন নাগরী মুখশশী। সে রঙ্গ দেখিয়া, সখীরা হাসিয়া, বলে তার কেন কালশশী॥

কৌতুক দেখিব বলি, একদিন দুহুঁ মিলি, প্রণয়েতে করিলেন মান। দুহুঁ ধরি যোগিবেশ, একরূপ নির্বিশেষ, কুঞ্জমধ্যে করিলা প্রয়াণ॥ ললিতাদি সখীগণ, দুহুঁ করে অন্বেষণ, নাহি পান দোঁহার সন্ধান। অবশেষে কোন সখী, কুঞ্জে দুই যোগী দেখি, সবিস্ময়ে সখী পাশে যান॥ বলে শুন শুন সখি, খুঁজি খুঁজি কানু সখী, অবশেষে কুঞ্জমাঝ গিয়া। দেখি যোগিবেশে দুই, করমালা জপে সই, রাধার আকৃতি দেখসিয়া॥ শুনি সব সখীগণ, কৌতুক বুঝিয়া কন, দুইজন রাই কানু হয়। কানুরে খুইয়া তথা, চিনি সখী আন হেথা, করাদি লক্ষণে পরিচয়॥ শুনিয়া সখীর বাণী, রাই করে ধরে ধনি, আনিবারে করিল মনন। পথে আসি রাই ধনি, হইলেন নীলমণি, বলে সখী করে আলিঙ্গন॥ লজ্জিত হইয়া ধনি, মনেতে আনন্দ মানি, শ্যামে থুই সখীরে মিলিলা। চিনিতে নারিনু সখী, বলে যদি সেই সখী, আর সখী আনিতে চলিলা॥ সে সখীর সেই দশা, কেহ নাহি পাই দিশা, ফিরিয়া আইল পূর্ব্বমত। এইরূপ ক্রমে ক্রমে, সবাই মিলিল শ্যামে, এই সে রাধার অভিমত॥ সবাকার অভিলাষ, পূরিল সবার হাস, কেহ কারে কিছু নাহি বলে। শেষে সব সখী মেলি, রাই কানু সঙ্গে মিলি, পরিহাস করে কুতূহলে॥

মানভঞ্জন লীলা।

ধরি নাপিতানী বেশ, ভ্রমিছেন হৃষীকেশ, মানিনী রাধার প্রাপ্তি আশে। কিবা সে রূপের ছটা, যেন নবঘনঘটা, কাল ফণি জিনি কেশপাশে॥ তনু অতি সুকোমল, কামধনু ভ্রূযুগল, নয়ন সরোজে খেলে মণি। মুখপদ্ম চমৎকার, শোভা কত কব তার, বিম্বে কিবা অধরেতে গণি॥ তিল ফুল জিনি নাসা, অমিয়া জিনিয়া ভাষা, করিকুম্ভ জিনি পযোধর। কমল জিনিয়া কর, ভুজ জিনি করিকর, গতি হংস জিনি মনোহর॥ কদলী জিনিয়া উরু, কটি ক্ষীণ শ্রোণী গুরু, বিভূষণ কলেবরশোভা। শ্বেত বস্ত্র পরিধান, দর্শন কামের বাণ, ভাব কিবা জনমনোলোভা॥ হস্তে কামানের সাজ, মুখে বলে নিজ কাজ, প্রসঙ্গেতে নিজ গুণ বলে। শুনি তার গুণপনা, হাসি যত সখীজনা, লয়ে যান রাধার অন্দরে॥ বলে সখী নাপিতানী, কাজ আমি ভাল জানি, কামাইলে মানোরথ পূরে॥ শুনি রাধা সুবদনী, বলে ভাল নাপিতানী, আমারে কামাও দেখি তুমি। কেমন কামাতে পার, কিবা ফল হবে তার, কিবা দান চাও দিব আমি॥ ছদ্ম নাপিতানী কয়, মোর কথা মিথ্যা নয়, পরীক্ষা পাইবে পরে তার। কামাইলে মোর হাতে, দুঃখ দূর অচিরাতে, হারানিধি মিলে আপনার॥ আর এক কথা কই, কামানের দান এই, যদি হয় বাঞ্ছামত দান। অন্যথা না লই ধন, এই মম আছে পণ, ইথে নাহি মান অভিমান॥ এত বলি দরপণী, খুলি নখরঞ্জনী, রাধাপদযুগ কোলে করি। খুলিল কনক বাটা, লইয়া কনক ঘটী, ঢালে তাহে সুবাসিত বারি॥ করে নখরঞ্জনী, চাঁচয়ে নখের কণী, শোভিত করিল যেন চান্দে। নাপিতানী একে শ্যামা, ননীর পুতলা রামা, বুলাইছে মনের আনন্দে॥ ঘসিয়া ঘসিয়া তায়, আলতা লাগায় পায়, নিরখি নিরখি অবিরাম। রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি, তলে লেখে আপনার নাম॥ নাপিতানী বলে ধনি, দেখত চরণখানি, ভাল মন্দ করহ বিচার॥ দেখি সুবদনী কহে, কি নাম লিখিলে ওহে, পরিচয় দেহ আপনার॥ নাপিতানী কহে প্যারি, আমি শ্যামা নাম ধরি, বসতি এই তোমার

নগরে। দ্বিজ চণ্ডিদাস কয়, এই নাপিতানী নয়, কামাইলে যাও নিজ ঘরে ॥

কামান হইলে শেষ, দান চায় মান শেষ; বলে এই বাঞ্ছা কর দান। শুনিয়া মানের কথা, বিস্ময় মানিয়া তথা, হৈতে রাই উঠি চলি যান ॥ সখীগণে ডাকি বলে, নাপিতানী নয় ছলে, অন্য কেহ আইল অন্দরে। ইহারে বিদায় কর, আমার বচন ধর, সে হউক যাক নিজ ঘরে ॥ ধনির মনের গতি, বুঝিয়া ত্বরিত গতি, নাপিতানী যান পলাইয়া। ভাঙ্গিতে ধনির মান, হয়ে নিজে অপমান, ধনি মান দ্বিগুণ করিয়া ॥

একদিন মনে রভস কাজ। মালিনী হইলা রসিক রাজ ॥ ফুল মালা গাঁথি ঝুলাইয়া হাতে। কে নিবে কে নিবে ফুকারে পথে ॥ ত্বরিতে আইলা ভানুর বাড়ী। রাই কহে কত লইবে কড়ি ॥ মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি। মালা মূল্য করে ঈষৎ হাসি ॥ মালিনী কহয়ে সাজাই আগে। পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥ এত কহি মালা পরাইয়া গলে। বদন চুম্বন করয়ে ছলে ॥ বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে। এত দুষ্টপনা আসিয়া ঘরে ॥ নাগর কহয়ে নহি যে পর। চণ্ডিদাস কহে কিসের ডর ॥ নাগরীর মান বাড়িয়া গেল। কাজেই নাগর ফাঁফর হল ॥

গোকুল নগরে, ইন্দ্রপূজা করে, দেখি আইল যত নারী। নগর ভিতর, মহা কলরব, নাগর হৈলা পসারি ॥ দোকান দোকান, মেলিয়া তখন, দেখিয়া গাহকীগণ। কহয়ে পসারে, যত দ্রব্য আছে, যে চাহে নিতে যে ধন ॥ মুকুতা প্রবাল, মণিময় মাল, পোতিক মালিক যত। বহুদিন মনে, আনিল যতনে, তোমাদের অভিমত ॥ খড়িকা পুতিয়া, মুকুতা ঝুলাইয়া, কহয়ে গাহকী আগে। শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি, দোকান নিকটে লাগে ॥ সুমধুর বাণী, বোলে সে দোকানি, কিসের লইবে ছড়া। শুনি নারীগণ, বোলয়ে বচন, গাহকী নহিয়ে মোরা। কিবা ভাগ্যে মেনে, দেখহ জনমে, এমন ধন যে তোরা ॥ যুবতী রসাল, নিল এক মাল, দিল এক সখীগলে

পরিমাণ হৈল, আনন্দ বাড়িল, কতেক লইবে বলে॥ আর এক-জনে, সাধ করি মনে, লইল সোণার সূচ। লই চলি যায়, বেতন না দেয়, পসারি ধরিলে কুচ॥ ফিরাফিরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে, কহে মূল্য দেহ মোর। সঘনে বদন, করয়ে চুম্বন, এমতি কাজ সে তোর॥ কাড়াকাড়ি ঘন, না মানে বচন, অরাজক হৈল পারা। যাহার এ বন, কাটে সেই জন, রক্ষক হইব কারা॥ রজকী সঙ্গতি, চণ্ডিদাস গীতি, রচিল আনন্দ বটে। দোকান দাকান, হৈল সমাধান, সকল গেল যে লুটে॥

দেয়াশিনী বেশে, মহল প্রবেশে, রাধিকা দেখিবার তরে। সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন, কুণ্ডল কর্ণেতে পরে॥ নাগর সাজি বাম-করে ধরে। পিন্ধিয়া বিভূতি, সাজল মূরতি, রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥ কহে জয় দেবী, ব্রজপুরসেবী, গোকুলরক্ষক নিতি। গোপগোয়া-লিনী, সৌভাগ্যদায়িনী, পূজ দেবী ভগবতী॥ আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী, আইলা বিদেশিনী কাছে। জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে, বোলে গোপ ভাল আছে॥ সভাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়, মনে ভয় না ভাবিবে। তোমাদের পতি, সুন্দর সুমতি, সভাকার ভাল হবে॥ সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জটিলা, পড়য়ে চরণ ধরি। আমার বধূর, পতির মঙ্গল, বর দেহ কৃপা করি॥ শুনি বিদেশিনী, হরষিত বাণী, জটিলা সম্মুখে কয়। বর যে লইবে, ভালই হইবে, নিকটে আসিতে হয়॥ জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া, আপন বধূর হাতে। বসিলা হরষে, বিদেশিনী পাশে, ঘুচায়া বসন মাথে॥ দেখি বিদেশিনী, বোলে শুভবাণী, সর্ব্বসুলক্ষণযুতা। গন্ধর্ব্বপাবনী, জগদানন্দিনী, রাধা নাম ভানুসুতা॥ ধরি ধনি হাতে, মনের আকুতে, নিরখি বদন তার। দেখিতে দেখিতে, আনন্দিত চিতে, মদন করিল কার॥ সাজিটি খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া, বান্ধেন নাগরী চুলে। আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে, কলঙ্ক নহিবে কুলে॥ শুনায়ে সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি, এ কথা কহবি মোয়। আমার হিয়ার, ব্যথাটি ঘুচারে, তবে সে জানিয়ে তোয়॥ একটি শপথি, রাখহ যুবতী,

কহিতে বাসয়ে ভয়। পরপতি সনে, বেঁধেছ পরাণে, ইহাই দেবতা কয়॥ হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি, বিদেশিনী ঘর কোথা। আমার সে ঘর, হয় যে নগর, কহিব বিরল কথা॥ সঙ্কেত বুঝিয়া, নয়ান ফিরিয়া, ডাক করে এক দিঠে। নিরখি বদন, চিনিল তখন, শ্যাম নাগর বর চিটে॥ ধীরি ধীরি করি, বসন সম্বরি, মন্দিরে চলিলা লাজে। চণ্ডিদাসে কয়, সুবুদ্ধি যে হয়, বেকত না করে কাজে॥

নাগর আপনি, হৈলা বণিকিনী, কৌতুক করিব মনে। চুয়া যে চন্দন, আমলকী বটন, যতন করিয়া আনে॥ কেশর যাবক, কস্তুরী দ্রাবক, আনিল সোণার ভাঁড়। সোন্ধা কুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন, আনিল মুথা শিকড়॥ থালিতে করিয়া, আপনি ভরিয়া, উপরে বসন দিয়া। মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী, ভানুর দুয়ারে গিয়া॥ চুবক লইবে, ফুকরি কহয়ে, আইল দাসী যে তবে। মোদের মহলে, আসি দেহ বলে, অনেক নিব যে তবে॥ থালিতে ধরিয়া, আইলা লইয়া, যেখানে নাগরী বসি। চুয়া সুচন্দন, করহ রচন, বণিকিনী মনে খুসি॥ চন্দন চুবক, লইবে কতেক, জানিতে চাহিয়ে আমি। সকলি লইব, বেতন যে দিব, যতেক আনহ তুমি॥ আমলকী হাতে, দিল যে সে মাথে, ঘসিতে লাগিল কেশ। ঘসিতে ঘসিতে, শ্রম যে হইল, নাগরী পাইল ক্লেশ॥ সুমধুর বাণী, কহে বণিকিনী, চুয়া মাখিবার তরে। চুল যে ঝাড়িয়া, হাত নামাইয়া, মাথায়ে হৃদয় পরে॥ পরশে নাগরী, হইয়া আগড়ি, পড়ি বণিকিনী কোরে। নিদ যে আইল, অতি সুখ হৈল, সব শ্রম গেল দূরে॥ বণিকিনী বলে, বেলা যে গেলে, যাইতে চাহিয়ে ঘরে। উঠিলা নাগরী, বসন সম্বরি, কহ কি লাগিবে মোরে॥ বট আনিবারে, কহিল সখীরে, শুনিয়া নাগর বাজে। কহে না লইব, আর ধন নিব, না কহি তোমার লাজে॥ কহ না কেনে, কি আছে মনে, শুনিতে চাহি যে আমি। থাকিলে পাইবে, নতুবা যাইবে, থির হৈয়া কহ তুমি॥ বণিকিনী কয়, হিয়ার ভিতরে, বড় ধন আছে সেহ। কৃপা যে করিয়া, বাস উঘারিয়া, সে ধন আমারে দেহ॥ তখন নাগরী, বুঝিল চাতুরী, হাসিয়া আপন

মনে। গন্ধের বেতন, হইল এমন, জীবন যৌবন টানে॥ কর সমাধান, বুঝিলাম কান, আর না বলিহ মোরে। এতেক গুণে, মারহ প্রাণে, কেবা শিখাইল তোরে॥ পরের নারী, আশ যে করি, মরহ আপন মনে। কোথা বা হয়েছে, কে বা পেয়েছে, না দেখিয়ে কোন স্থানে॥ চণ্ডিদাস কয়, কত ঠাঁই হয়, যাহাতে যাহাতে বনে। যৌবন ধনে, কিবা সে মানে, সঁপে সে প্রাণে প্রাণে॥

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী, আইলেন ভাস্তুর মণ্ডলে। খুলি ঝাড়ি ঢাকনী, বাহির করয়ে ফণী, তুলিয়া লইল এক গলে॥ বিষহরি বলি দেয় কর। শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইল খেলা, খেলাইছে মদন পুরন্দর॥ সাপিনীরে দেয় খোব, সাপিনীর বাড়ে কোপ, দম্ভ করি উঠে ধরি ফণা। অঙ্গুলি মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়, ছুঁইয়ে দায় বাদিয়ার দীপনা॥ খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন, কহে তুমি থাক কোন স্থানে। থাকি বনের ভিতরে, নাগদমন বলে মোরে, নাম মোর জানে সব জনে॥ বসন মাগিবার তরে, আইনু তোমাদের ঘরে, বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি। ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব, দেখি দাও শ্রীঅঙ্গের খানি॥ বটের ভিকারী হও, বড় মূল্য নিতে চাও, নহিলে শোভিতে চায় বটে। বনে থাক সাপ ধর, টেনা পরিধান কর, সদাই বেড়াও নদীতটে॥ বেদে কহে ধীরে ধীরে, তোমার বস্ত্র নিব শিরে, মনে মোর হবে বড় সুখ। তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে, তুমি যদি না বাসহ দুখ॥ চুপ করে থাক বেদে, যা পাও তা লও সেধে, ভরমে ভরমে যাও ঘরে। চুরি দারি নাহি করি, ভিক্ষা মাগি পেট ভরি, আমি ভয় করিব কাহারে॥ তোমা লৈয়া করি ক্রীড়া, তুমি কেন মান পীড়া, সুখী কর এ দুখিয়া জনে। দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়, বাদিয়া এজন নয়, বুঝিয়া দেখহ আপন মনে॥

গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, বেড়াই চিকিৎসা করি। যে রোগ যাহার, দেখি একবার, ভাল সে করিতে পারি॥ শিরে শিরঃশূল, পিরীতের জ্বর, হৈয়া থাকে যে রোগীর। বচন না চলে, আঁখি

নাহি মেলে, তাহারে পিয়াই নীর ॥ এ কথা শুনিয়া, বাহির হইয়া, কহে এক সখী ধাই। আমাদের ঘরে, রোগী আছে জ্বরে, দেখ একবার চাই ॥ কেবল একান্ত ধন্বন্তরি। নাহি জানে বিধি, এমন ঔষধি, পিয়াইলে যায় জ্বরি ॥ ঔষধ খায়ে, ভাল যে হয়ে, বট দিও তবে পাছে। একজন তথা, শুনিয়া সে কথা, কহিল রাধার কাছে ॥ পরের মুখে, শুনিয়া সুখে, হরষিত হলো মন। বলে যে যাইয়া, আনহ ডাকিয়া, দেখি সে কেমন জন ॥ এই বাড়ী হৈতে, আসিছি ঘুরিতে, কহে কোথা থাক বসি। সাজ সাজাইতে, চলিলা নিভৃতে, চণ্ডিদাস কহে হাসি ॥ আপন বসন, ঘুচায়া হরন, লেপয়ে কেশেতে মাটী। তকরুরি ছান্দে, বদন পিছে, সঙ্গে চলয়ে হাতি ॥ মনোহর ঝুলি কান্ধে। তাহার ভিতর, শিকড় নিকর, যতন করিয়া বান্ধে ॥ ঘুচাইয়া লাজে, চিকিৎসক সাজে, বসিলা রোগের কাছে। ঘুচায়া বসন, নিরখে বদন, বলে রোগ যে ইহার আছে। বাম হাত ধরি, অঙ্গুলি মুড়ি, দেখে বায়ু কিবা রক্ত। পিরীতির বিষে, লেগেছে ইহার, পরাণ রহে না রহ ॥ শুনিয়া নাগরী, উঠে অঙ্গ মোড়ি, ভাল যে কহিলা বটে। বল কি খাইলে, হইবে সরল, বেদনি কেমনে ছুটে ॥ ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়, এখনি খাওয়াইয়া যেতাম। ভাল যে হইত, জ্বর যে যাইত, যদি সে সময় পেতাম ॥ শুনি নাগরী, বুঝিয়া চাতুরী, চিট নাগর রাজ। চলিলা সত্বর, কহে চণ্ডিদাস, এমন তোমার কাজ।

রসিক নাগর, সাজি বাজিকর, সঙ্গেতে সুবল সখা। ঢোলক বাজায়া, দড়ি দড়া লেয়া, ভানুপুরে দিলা দেখা ॥ দুলা মাঝি গায়, ঘুঙ্গুর ঝুলায়, নটপটি লাগ শিরে। সুবল সখার, কান্ধে দিয়া ভার, নামাইল ধীরে ধীরে ॥ কুহক লাগায়া, ঝুলি যে খুলিয়া, মুকুতা বাহির করে। উগারে বদনে, বহুমূল্য ধনে, রাখে সব থরে থরে ॥ পেটে গুয়া দিয়া, বাঁশেতে চড়িয়া, ঘুরয়ে কতেক পাকে। দড়া বান্ধি তায়, চটি হাটি যায়, সুতা উগারয়ে নাকে ॥ দেখিতে যতনে, সব গোপীগণে, সঙ্গে রসবতী রাই। আমার মহলে, এস এস বলে, সভাই

দেখিতে পাই ॥ শুনি বাজিকর, চলে তার ঘর, লইয়া সকল সাজে। শিরে পদ দিয়া, পড়ে উলটিয়া, রাইর আঙ্গিনার মাঝে ॥ কতেক কুহক, দেখায় কৌতুক, শিরে হাঁটি হাঁটি চলে। ধনি হাসি মন, বিচিত্র বসন, বাজিকর শিরে ফেলে ॥ বসন না লয়, আর ধন চায়, কহে সুবদনী পাশে। হিয়ার মাঝারে, হেমঘট আছে, দিয়া পূর অভিলাষে ॥ শুনিয়া নাগরী, বুঝিলা চাতুরী, চমকিতা হৈলা মনে। হেন বাজীকর, না দেখি যে আর, কত ঢিটপনা জানে ॥ যমুনার কূলে, সুরতরুমূলে, সকল সাধিবা তথা। এ উদ্ধব সাথে, চলিলা তুরিতে, বুঝিয়া সঙ্কেত কথা ॥

একদা ভ্রমেন কৃষ্ণ গোকুল নগরে। প্রখর মধ্যাহ্নকালে যোগি-বেশ ধরে ॥ মরি মরি কি মাধুরী রূপ মনোলোভা। রজত শিখর সম শরীরের শোভা ॥ ভালে কেশ ঢুলু ঢুলু যেন ভাঙ্গে ভোর। করেতে করঙ্গ শোভে কটিদেশে ডোর ॥ বাম কক্ষে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বসিতে আসন। কাঁধেতে ভিক্ষার ঝুলি বিভূতি ভূষণ ॥ সর্পসম শোভমান শিরে জটাভার। ললাটে তিলক শোভে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ॥ দ্বিপকৃত্তি বহির্বাসে অক্ষমালা গলে। অবিরাম শিবরাম বদনেতে বলে ॥ ইষ্ট নামে আত্মা অতি ধীরে ধীরে যায়। নাচে গায় হাসে কাঁদে কখন বাজায় ॥ গাল বাদ্য কক্ষ বাদ্য কভু শিঙ্গা বাণ। কখন বা মৃদু মৃদু সুমধুর গান ॥ অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী যেন শঙ্কর সমান। পথে যেতে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা মাগি খান ॥ ভিক্ষাকালে কন মম এই গুরু শিক্ষা। সতী নারী হস্ত বিনা নাহি লই ভিক্ষা ॥ কুটিলা আছিলা দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া। প্রণাম করিল শীঘ্র সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥ ভিক্ষার নিয়ম কিন্তু করিয়া শ্রবণ। রসিকা কুটিলা কহে সরস বচন ॥ যদি অপরাধ নাহি লও যোগিবর। যে কথা জিজ্ঞাসি আমি দাও সদুত্তর ॥ কে তোমার গুরু কেবা করাইল শিক্ষা। এ দেশে মিলন ভার এরূপ ভিক্ষা ॥ শুনিয়া বলয়ে যোগী কি কাজ তোমার। জানিয়া গুরুর কথা গৃহস্থ আচার ॥ অতিথির সেবা করা মনে লয় কর। না হয় আপন মনে চলে যাই ঘর। এমন সময়ে তথা আইলা জটিলা।

সন্ন্যাসীরে দেখি ভক্তিভাবে প্রণমিলা॥ কুটিলা চাহিয়া পুনঃ বলিলা
বচন। কি কাজ সন্ন্যাসী সহ অধিক কথন॥ ভিক্ষা দিয়া গৃহস্থের
ধর্ম্ম রক্ষা কর। অতিথি ফিরাতে নাই দিবা দ্বিপ্রহর॥ শুনিয়া
কহেন যোগী বিনম্র বচনে। ইহার প্রদত্ত ভিক্ষা নাহি লয় মনে॥
যদি মাতঃ ভিক্ষা দিতে বাঞ্ছা হয় তব। অন্য কোন সতী দ্বারা ভিক্ষা
দাও লব॥ ভিক্ষার নিয়ম আমি করিতে প্রচার। এই কথা নানা
কথা কহে বার বার॥ বলে এ গোকুলপুরে সতী কেহ নাই। সতী
যদি নাহি থাকে আমি ফিরে যাই॥ কুটিলা বলিল প্রভু ক্ষমা কর
দোষ। মম আলয়ে আসিয়াছ করিব সন্তোষ॥ গোকুলে মোরাই সতী
আছি তিন জনা। কি কব লজ্জার কথা কহেক লাঞ্ছনা॥ কুটিলার
কথা শুনি কহেন সন্ন্যাসী। জানিলাম জননী গো তুমি পুণ্যরাশি॥
এটি তব কন্যা বুঝি অত্যন্ত চপলা। আর তব পুত্রবধূ আছয়ে
অবলা॥ কুটিলা কহয়ে পুত্র আছে বধূ মোর। সর্ব্বকুলশিরোমণি
গুণেতে উজোর॥ শুনিয়া সন্ন্যাসী কন ভালই হইল। বধূহস্তে
ভিক্ষা দাও সবার মঙ্গল॥ শুনিয়া কুটিলা তবে আসিয়া অন্দরে।
ভিক্ষা যোগ্য দ্রব্য দিয়া শ্রীরাধার করে॥ বলে বধূ মাগো চল নমি
যোগিবরে। ভিক্ষা দিয়া তৃপ্ত করি আসিবে সত্বরে॥ দ্বারে এক
যোগিবর দাঁড়াইয়া আছে। সতী বিনা ভিক্ষা নাহি লন কারো
কাছে॥ শুদ্ধ মনে চল ভিক্ষা করহ প্রদান। যোগিবর দেখ যেন
ফিরিয়া না যান॥ অতিথি বিমুখ হলে গৃহস্থের নাশ। অতিথি
সন্তুষ্ট হলে পূরে সর্ব্ব আশ॥ কুটিলার কথা শুনি বিস্ময় মানিয়া।
ভিক্ষা দ্রব্য করে লয়ে শ্রীরাধা যাইয়া॥ দ্বারদেশে দেখিলেন অপূর্ব্ব
সন্ন্যাসী। মূর্ত্তিমান্ যোগেশ্বর ভালে বালশশী॥ হেরিয়া বঙ্কিম
দুটি নয়ন তাঁহার। কালশশী বলি বোধ হইল রাধার॥ দেখিলেন
শ্যাম অঙ্গ ভস্মেতে আবৃত। বুঝিলেন মান লাগি যোগিবেশ ধৃত॥
ঈষৎ হাসিয়া ধনি ধীরে ধীরে যান। প্রণমিলা যোগিপদে সজল
নয়ান। ভাব দেখি মান ভঙ্গ বুঝিয়া তাঁহার। ছদ্ম যোগী বলে পূর্ণ
মনস্কাম তোমার। বুঝিনু তোমার সম গোকুলেতে আর। পুণ্যবতী

কেহ নাই যে বলিলে সার ॥ এই তব বধূ হন সর্ব্ব সুলক্ষণা। পতিব্রতা গুণবতী অতি বিচক্ষণা ॥ ইহার করেতে ভিক্ষা ভাগ্য করি মানি। পতি সনে সুখে থাক দিবস রজনী ॥ নিশিতে প্রকৃতি প্রাপ্ত হইব যখন। ইহার সতীত্ব বল বুঝিব তখন ॥ কহিলেন যোগিবর সময় বুঝিয়া। আন আন মানভিক্ষা আমার লাগিয়া ॥ পরমা প্রকৃতি মন হইলা মানিনী। তোমার সতীত্ব বলে সর্ব্বসিদ্ধি জানি ॥ ভিক্ষা লয়ে যোগিবর করিলা গমন। মানিনী ছাড়িলা মান ভাবিয়া চরণ ॥ অতিকষ্টে অবশিষ্ট দিবস বঞ্চিয়া। নিশিতে সঙ্কেত কুঞ্জে মিলিলা আসিয়া ॥ নানা বেশে নানা ক্লেশে মানে ভঙ্গ হয়। স্মরিয়া মানিনী লাজে কিছু না বলয় ॥ রসিক নাগর তবে নাগরীর মন। বুঝিয়া সখীরে চাহি বলেন বচন ॥ মানিনী তোমার সখী হয়েছে জানিয়া। কত বেশে কত ছলে আসিনু সাজিয়া ॥ শেষে মান ত্যাগ যদি করিলা সুন্দরী। আর কেন দুঃখ কষ্ট হতেছে আমি ॥ শুনিয়া কহয়ে সখী সখী যে আমার। চন্দ্রাবলী নহে কৃষ্ণ জানহ তোমার ॥ চন্দ্রা যেন বাক্য মাত্রে পায় প্রফুল্লতা। তেমন রাধিকা নাহি কভু সুলভতা ॥ কৃষ্ণ কহে প্রফুল্লতা হয় বা কেমনে। ললিতা কহয়ে সেবা কৈলে অনুক্ষণে ॥ এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত হৈলা। দেখ দেখ বলি তারে কহিতে লাগিলা ॥ চন্দন রচিত চিত্র বক্ষের উপরে। কবরী উত্তংস করি কুসুম বিস্তরে ॥ মদনের শ্রান্ত অঙ্গ সেবা করি করে। নয়ন যুগল সেই অঞ্জনা রুচিরে ॥ এত কহি আগে কৃষ্ণ ফিরে ঘরে আইলা। অঙ্গুলি চালনে রাই ললিতা তর্জ্জিলা ॥ শুন শুন পামরি স্মরিও অবসরে। গৃহেতে যাইয়া রাখি আপন শরীরে ॥ তুয়া হাত হৈতে আত্মা মোচন করিয়ে। এত কহি গমনের উদ্যম করয়ে ॥ তাহা দেখি পটাঞ্চলে ধরয়ে ললিতা। কহে শুন সখি তুমি না যাও সর্ব্বথা ॥ পরহস্তে আছে তুয়া চিত্ত হংসী ধনে। তাহা ছাড়ি ঘরে কেনে করহ গমনে ॥ আঁচলে বাঁধহ গাঁঠি বক্ষে রহে সোণা। না বুঝিয়ে কৈছে কহ চাতুরালীপনা ॥ রাধিকা কহেন ছাড় অঞ্চল আমার। বৃন্দা স্থানে কহি গিয়া চরিত তোমার ॥ হেনকালে সেই

স্থানে আইলা মুখরা। এই কথা কহি কহি আইসেন ত্বরা ॥ শুনহ ললিতা তুয়া সখী যে রাধিকা। নাতিনী আমার কোথা শুন বিশাখিকা ॥ শুনিয়া ললিতা কহে মুখরা আইলা। কৃষ্ণ তাঁরে দেখি অতি সশঙ্কিত হৈলা ॥ লুকাইয়া কিছু দূরে রহিলা যাইয়া। মুখরা প্রবেশ তথা করিল আসিয়া ॥

রাসলীলা।

শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি, উজোর সকল বন। মল্লিকা মালতী, বিকসিত ততি, মাতল ভ্রমরাগণ ॥ তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ডাল, সৌরভ পূরিল তায়। দেখিয়া সে শোভা, জগমন লোভা, ভুলিল নাগর রায় ॥ নিধুবনে আছে, রতন বেদিকা, মণি মাণিকেতে বান্ধা। স্ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু, তাহাতে হীরার ছান্দা ॥ চারিপাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা, গাঁথনি মাঠনি কত। তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জকুটীর, নিরমাণ শত শত ॥ নেতের পতাকা, উড়িছে উপরে, কি তার কহিব শোভা। অতি রম্য স্থল, বেদ অগোচর, কি কহিব তার আভা ॥ মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা, এমতি মণ্ডপ ঘর। চণ্ডিদাসে বলে, অতি অপরূপ, নাহিক যাহার পর ॥ রমণীমোহন, বিলসিতে মন, হইল মরমে গুনি। গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে, রমিতে বরজ ধনি ॥ মধুর মুরলী, পূরে বনমালী, রাধা রাধা করি গান। একাকী গভীর, বনের ভিতর, বাজায় কতেক তান ॥ অনিয়া নিছনি, বাজিছে সঘন, মধুর মুরলী গীত। অবিচলকুল, রমণী সকল, শুনিয়া হরল চিত ॥ শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া, বেকতে বাজিছে বাঁশী। এস এস বলি, ডাকয়ে মুরলী, যেন ভেল সুখরাশি ॥ আনন্দ অবশ, পুলক মানস, সুকুমারী ধনি রাধে। গৃহকর্ম্ম যত, হৈল বিস্মরিত, সকল করিল বাধে ॥ রাইর অগ্রেতে, যতেক রমণী, কহয়ে মধুর বাণী। ঐ ঐ শুন, কিবা বাজে তান, কেমন করয়ে প্রাণী ॥ সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি, পশিল হিয়ার মাঝে। বরজ তরুণী, হইল বাউরি, হরিল কুলের লাজে ॥ কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে, ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ। কেহ বা আছিল,

সখীর সহিত, করিতে রভস রঙ্গ॥ কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে, চুলাতে রাখি বেসালি। ত্যজি আবর্ত্তন, হই আনমন, ঐছনে সে গেল চলি॥ কেহ শিশু লৈয়া, কোলেতে করিয়া, দুগ্ধ করায়েন পান। শিশু রাখি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে, শুনি মুরলীর গান॥ কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া, নয়নে আছিল নিদ। যেমন চোরাই, হরণ করিল, মানসে কাটিয়া সিঁদ॥ কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে, তেমনি চলিয়া গেল। কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া, সব বিস্মরিত ভেল॥ সকল রমণী, ধাইল অমনি, কেহ কাহা নাহি মানে। যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে, মিলল শ্যামের সনে॥ ব্রজনারীগণে, হেরিয়া তখনে, হাসিয়া নাগর রায়। রাস বিলাসন, করল রচন, দ্বিজ চণ্ডি-দাসে গায়॥ ব্রজ রমণীগণ, হেরি হরষিত মন, নাগর নটবর রাজ। নটন বিলাস, উলাসহি নিমগন, চৌদিকে রমণী সমাজ॥ যূথে যূথে মেলি, করে কর ধরাধরি, মণ্ডলী রচিয়া সুঠাম। বাজত বীণ, উপাঙ্গ পাখোয়াজ, মাঝহি রাধা কান॥ শারদ সুধাকর, গগন নির-মল, কাননে কুসুম বিকাশ। কোকিল ভ্রমর, গাওয়ে অতি সুন্দর, অমল কমল পরকাশ॥ হেরি ফিরি ফিরি, বাহু ধরাধরি, নাচত রঙ্গিণী মেলি। জ্ঞানদাস কয়, নাগর রসময়, কর কত কৌতুক কেলি॥

কোমলশশিকর রমাবনান্তর নিম্মিতগীতবিলাস। তূর্ণসমাগত বল্লভযৌবত বীক্ষণকৃতপরিহাস॥ জয় জয় ভানুসুতা তটরঙ্গমহানট সুন্দর নন্দকুমার। শরদঙ্গীকৃত দিব্যরসামৃত মঙ্গলরাসবিহার॥ গোপীচুম্বিত রাঙ্করম্বিত মানবিলোকনলোল। গুণবর্গোন্নত রাধাসঙ্গত সৌহৃদসম্পদধীন॥ উদ্ধবচনামৃত পানমদাহত বলয়ীকৃতপরিবার। সুর-তরুণীগণ মতিবিক্ষোভণ খেলনবল্লিতহার॥ অম্বুবিগাহন নিন্দিতনিজ-জন মণ্ডিতযমুনাতীর। সুখসম্বিদ্‌ঘন পূর্ণসনাতন নির্ম্মলনীলশরীর॥

জললীলা।

রাস অবসানে অবশ ভেল অঙ্গ। বৈঠল দুহুঁজন রভস তরঙ্গ॥ শ্রমভরে অঙ্গে ঘাম বহি যায়। কিঙ্করীগণ করু চামরের বায়॥

পৈঠল সবহুঁ যমুনা জলমাহ। পানি সমরে দুহুঁ করু অবগাহ॥ নাভি মগন জলে মণ্ডলী কেল। দুহুঁ দুহুঁ মেলি করই জলখেল॥ কণ্ঠ মগন জলে করল পয়ান। চুম্বয়ে নাহ তব সবহুঁ বয়ান॥ ছলে বলে কানু রাই লেই গেল। যো অভিলাস করল দুহুঁ মেল॥ জল সঞে উঠি তব মোছয়ে শরীর। জনু বিধু মণ্ডিত যমুনাতীর॥ রাস বিলাস করি পানি বিলাস। দাস অনন্তক পূরল আশ॥

কুঞ্জলীলা।

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্। ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥ ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী। নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুম্। বহু মনুতে তনু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্॥ পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্। রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥ মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিসুলোলম্। চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥ উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে। তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে॥ বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্। কিসলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্। হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্। কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্॥ শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্। প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্॥

রাই কণক মুকুর কাঁতি। শ্যাম বিলাসিতে, সুন্দর তনু, সাজয়ে করেক ভাতি॥ নীল বসন, রতন ভূষণ, জলদে দামিনী সাজে। চাঁচর কেশরে, বিচিত্র বেণী, দুলিছে হিয়ার মাঝে॥ রসের আবেশে, গমন মন্থর, হেলি দুলি চলি যায়। আধ ওড়নি, ঈষৎ হাসিয়া, বঙ্কিম নয়নে চায়॥ সিঁথায় সিন্দূর, নয়নে কাজর, তাহে চন্দনের রেখা। নব জলধরে, অরুণের কোরে, নবীন চাঁদের দেখা॥ শ্যামা-

নন্দ ভণে, নিকুঞ্জ ভবনে, কলপতরুর মূলে। রসের আবেশে, বৈসে বিনোদিনী, শ্যাম নাগরের কোলে॥

দানলীলা।

সুন্দরি শুন শুন আজুক কথা। তাপ দূরে গেল, সব ভাল হৈল, ইহা উপজিল যথা॥ অরুণ উদয়ে, ব্রাহ্মণ নিচয়ে, আইলা গোকুল মাঝ। জরতীর স্থানে, করি নিবেদনে, আপন মনের কাজ॥ গোবর্দ্ধন পাশে, আমরা হরিষে, করিব যজ্ঞের কাম। যে গোপ যুবতী, ঘৃত দিবে তথি, ইষ্ট বর পাবে দান॥ জটিলা শুনিয়া, আমারে ডাকিয়া, যতন করিয়া বৈল। বধূরে সাজায়া, গবি ঘৃত লৈয়া, তুরিতে তাহাই চৈল॥ এ সব বচনে, সব সখীগণে, রাইয়ের আনন্দ হোয়। সে হেন নাগর, গুণের সাগর, দরশ হইবে মোয়॥ এত মনে করি, অতি রসে ভরি, অঙ্গহি সুবেশ কেল। ঘৃতের পসরা, সাজায়া সত্বর, সভে মেলি চলি গেল॥ এ কথা জানিয়া, সে যে বিনোদিয়া, ও চূড়া বান্ধিয়া ছান্দে। সুবলাদি লৈয়া, আধ পথে যাইয়া, রহল দানীর ছান্দে॥ বেণুর নিশান, করয় সঘন, বাজায়ত জয় তুরী। এ যদুনন্দন, করে দরশন, নিবিড় আনন্দে ভরি॥

সহচর সঙ্গে, রঙ্গে চলু কামিনী, দামিনী যৈছে উজোর। গোবর্দ্ধন তট, নিকটহি বাটহি, লেই যজ্ঞ ঘৃত থোর॥ দেখ সখি অপরূপ রঙ্গ। নিরুপম প্রেম, বিলাস রসায়ন, পিবইতে পুলকিত অঙ্গ॥ দূর সঞে দরশন, অনিমিষ লোচন, বহতহি আনন্দ নীর। আনন্দ সায়রে, ডুবল দুহুঁজন, বহুক্ষণে ভৈগেল থির॥ অতিরস আদর, বিদগধ সাগর, রাই নিয়ড়ে উপনীত। ইহ যদুনন্দন, নিরখয়ে দুহুঁজন, অতি সুখে নিমগন চিত॥

আহীর রমণী যত, চালায়া বাহির পথ, আপনে যাইছ আন ছলে। বাছ নাড়া দিয়া যাও, দানী পানে নাহি চাও, এত না গরব কার বলে॥ হেদে গো কিশোরি গোরি, শুনহ বচন মোরি, তোর দান না করিব আন। এতেক শুনিয়া তবে, হাসিয়া বোলয়ে সবে, কিবা দান কহ দেখি কান॥ পুন হাসি কহে বাণী, শুন ওহে বিনোদিনি, জল নিব

তোমার পিরীতে। পীতবাস কামরায়, সেবা যত দান চায়, তাহা তুমি না পারিবে দিতে॥ গলে গজমতি হার, এক লক্ষ দান তার, দুই লক্ষ সিঁথার সিন্দূর। তিন লক্ষ কেশপাশ, দান মাগে পীতবাস, চারি লক্ষ পায়ের নূপুর॥ কুসুম কবরী ঝুরি, পাঁচ লক্ষ দান তারি, নহে কহ যে হয় উচিত। মোরা করে৷ রাজসেবা, কাঁচুলিতে লুকা কিবা, দেখাইয়া করাও পরতীত॥ কে জানে কিসের দান, কি বোল বলিলে কান, অন্য হৈলে আমি ভাল জানি। যদি পুনঃ হেন বল, তবে পাবে প্রতিফল, হাসিল অনন্ত পহুঁ শুনি॥

গরবহি সুন্দরী, চলনহি আগত, নাগর পন্থ আগোর। করতহি বাত, দান দেহ মঝু হাত, আন ছলে কাঁচুলি তোর॥ অপরূপ প্রেম তরঙ্গ। দান কেলি রস, কলিত মহোৎসব, নব কিলকিঞ্চিত রঙ্গ॥ অলপ পাটল ভেল, অথির দৃগঞ্চল, তুহি কুলকণ পরকাশ। ধুনাইত ভ্রূধনু, পুলকে পূরল তনু, অলখিত আনন্দ হাস॥ ঐছন গোরি, চরিত পুন তৈখন, বাতড়ল পদ দুই চারি। রাধামোধব দুহুঁ কর পদতলে রাধামোহন বলিহারি॥

এই মনে বনে, দানী হইয়াছ, ছুঁইতে রাধার অঙ্গ। রাখাল হইয়া, রাজকুমারী সঙ্গে, কিসের এতেক ভঙ্গ। এমন আচর, নাহি কর ডর, ঘনাইয়া আসিছ কাছে। গুরুজনের আগে, করিব গোচর, তখন জানিবে পাছে॥

ছুঁইও না ছুঁইও না, নির্লজ্জ কানাই, আমরা পরের নারী। পরপুরুষের, পবন পরশে, সচেলে সিনান করি॥ গিরি গিয়া যদি, গৌরী আরাধহ, পান কর কণক ধূমে। কাম সাগরে, কামনা করহ, বেণী বদরিকাশ্রমে॥ সূরয উপরাগে, সহস্র সুন্দরী, ব্রাহ্মণে করহ দান। তবু হয় নহে, তোমার শকতি, রাই অঙ্গে দিতে হাত॥ গোবিন্দ দাসের, বচন মানহ, না কর এমন ঢঙ্গ। যোই নাগরী, ও রসে আগরী, করহ তাকর সঙ্গ॥

তোহারি হৃদয়ে, বেণী বদরিকাশ্রম, উন্নত কুচগিরি কোর। কুঙ্কুম বদন ছবি, কণক ধূম পিবি, তত্তহি তপত জীউ মোর॥ সুন্দরি

তোহারি চরণযুগ ছোড়ি। গৌরী আরাধনে, কাঁহা চলি যাওব, তুহুঁ সে তীরথময় গৌরী॥ সিন্দূর সুন্দর, মৃগমদে পরশল, এই সুরথ গ্রহ জানি। তুয়া পদনখ, দ্বিজরাজহি সোঁপলু, সুন্দরি সহস্র পরাণী॥ কাম সাগরে হাম, সহজই নিমগন, কাম পূরবি তুহুঁ রাই। শ্যামর বলি অব, চরণে না ঠেলবি, গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

সখীগণ সমুখহি, কাতরে কানু বব, সুবিনয় করলহি দিঠে। তব তছু অভিমত, করইতে কোই সখী, গোপতে বচন কহ মিঠে॥ সুন্দরি অলখিতে হও তিরোধান। গিরিবর কুঞ্জ, কুটীরে অতি গোপত, যাই রাখহ নিজ মান॥ ইহ অতি চপল, চরিত বর গিরিধর, কিয়ে জানি করু বিপরীত। শুনি উহ সুবচন, ভীতহি জনু জন, রাই করল সোই নীত॥ বুঝি পুনঃ নাগর, সব গুণ আগর, অলখিতে তহি উপনীত। রাধামোহন, দেখি সুনাগরী, আনন্দে নিমগন চিত॥

খেলা রসে ছিলা কানাই শ্রীদামের সনে। হেনকালে শ্রীরাধারে পড়ে গেল মনে॥ আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়া। রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥ রাধা বলি কানু মোহন বাজাইল বাঁশী। শ্রীরাধার কাণে তাহা প্রবেশিল আসি॥ শুনি ধ্বনি সুবদনী অস্থির হইয়া। বঁধুরে আপনা দিয়া মিলিব যাইয়া॥ রায় শেখর কহে এই কথা বটে। চল সভে যাই মোরা যমুনার তটে॥

মোহন মুরলী রবে, আকুল হইল সবে, আর চিত ধরণে না যাই। কে যাবে কে যাবে বলে, ডাকে উচ্চ হেনকালে, বিকে যেতে ডাকিছে বড়াই॥ চলু বৃষভানুনন্দিনী। বলে চল বড়ি মাই, মথুরার বিকে যাই, শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী॥ আনন্দে আকুল চিত, অঙ্গ ভেল পুলকিত, দান ছলে ভেটিব কানাই। ললিতা বিশাখা আদি, লয়ে সবে ঘৃত দধি, চলে বলে চল বড়ি মাই॥ রাধা স্বর্ণ ভাণ্ড ভরি, ঘৃত দধি ছানা পুরি, সারি সারি পসরা উপর। তাহাতে উড়ানি ডালি, বিচিত্র নেতের ফালি, দাসী শিরে করে ঝলমল॥ নিতম্ব গুরুয়া ভরে, পা খানি টলমল করে, যেন মদমত্তকরিণী। লোটন লোটায় পিঠে, কাঁকালি লুকায় মুঠে, তাহে শোভে বিচিত্র কিঙ্কিণী।

মুখে চুয়াইছে ঘাম, যেন মুকুতার দাম, হেন বুঝি কুমুদের সখা।
শীতল তরুর ছায়, রহিয়া রহিয়া যায়, যমুনা কিনারে দিল দেখা॥
নাগর আছিলা কতি, দেখিয়া সে কুলবতী, দানছলে আগুলিলা আসি।
দাস জগন্নাথ কয়, মুখ নিরখিয়া রয়, যেন চকোরে মিলে শশী॥

পথে যেতে কহে কথা কানু পরসঙ্গ। প্রেমে গর গর চিত পুলকিত অঙ্গ॥ নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে। চঞ্চলা হরিণী যেন চৌদিকে নেহারে॥ কি দেখিয়ে ওগো বড়াই কদম্বের তলে। তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে॥ তাহার উপরে শোভে নব ইন্দ্র ধনু। বড়াই বলে চিন না ঐ নন্দের বেটা কানু॥ মথুরার বিকে যেতে আর পথ নাই। পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসেছে কানাই॥

এমনে কেমনে পথে যাব শ্যাম দানী। আপনা খাইয়া কেনে, আইনু তোমার সনে, জাতি জীবনে টানাটানি॥ ঘরে হৈতে বারাইতে, কত না বিপদ পথে, সাপিনী চলিয়া গেল বামে। তখনি বলিলাম আমি, হেসে না শুনিলে তুমি, না জানি কি হয় পরিণামে॥ নীপমূলে করি থানা, ঘাটি করিয়াছে মানা, কানাই হয়েছে মহাদানী। আমরা সে কুলবতী, তাহে নব যুবতী, কি করিলে কি না হয় জানি॥ হাতে বাঁশী মুখে হাসি, পথের নিকটে বসি, আঁখির ঠারে ত্রিভুবন ভোলে। যাচি দিব ছানা দধি, পসার পরশে যদি, ঝাঁপ দিব যমুনার জলে॥ মনে না করিহ ভয়, গোরসের দানী নয়, শুন শুন রাই বিনোদিনি। হরি কৃষ্ণদাসে বলে, বাট আইস তরুতলে, আনন্দে করহ বিকি কিনি॥

কপট দানের ছলে বসিয়া রয়েছে। এ পথে কেমনে যাব দানী চৌয়ে পাছে॥, এমন হইবে বলি আমি ত না জানি। মথুরার বিকে যেতে পথে মহাদানী॥ বিকি শিখাইব বলি লয়ে আইলে পথে। আসিয়া সঁপিয়া দিছ রাখালের হাতে॥

কোথা যাও গোয়ালিনি কোথা তোমার ঘর। কিসের পসরা দাসীর মাথার উপর॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে পসরা আমার। কে তুমি তোমার ঘোলে ওলাস পসার॥ দানী কহে শুনিয়া না শুন

মোর বাণী। জান না কানাই পথে আছে মহাদানী॥ সিঁথায় সিন্দূর তোমার নয়ানে কাজর। তুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর॥ হৃদয়ে কাঁচলি গলে গজমতি হার। চরি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার॥ করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী। ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥ রঙ্গণ আলতা পায়ে রতন নূপুর। আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর॥ এই সব দান বুঝি দেহ দানিরাজে। পাছে দান নিব তোমার সঙ্গিনী সমাজে॥

রাজা এথা থাকে কোথা কেবা সাধে দান। কিবা চায় কিবা লয় কেবা করে আন॥ কুলনারী হেরি হেরি ঠারে কও কথা। বলে বুড়ী হাতে নড়া ঘন নাড়ে মাথা॥ এখনি যাইয়া কব গোকুল সমাজ। কোথা যাবে দান সাধা কোথা যাবে সাজ॥ কোথা পলাইয়া যাবে সুবল রাখাল। তিলেকে ভাঙ্গিয়া যাবে সব ঠাকুরাল॥ অভয়ে আমার বোলে হও সাবধান। কুলবতী দেখি আর না করিহ আন॥ বংশীবদনে কহে কেবা শুনে কথা। এখনি দেখিয়া লবে যেবা থাকে যথা॥

পথ ছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ কর। যার বাতাস নিতে না পাও তারে করে ধর॥ এখনি মরণ হউ এ ছিল কপালে। বৃষভানু-সুতাতনু ছুঁইল রাখালে॥ না বাসে তোমারে ভাল একে কংসাসুর। এ বোল শুনিলে হৈবে দেশ হৈতে দূর॥ থাকিবা খাইবা যদি যমুনার পানি। গোপীগণে না ছুঁইও না হইও দানী॥

এ পথে কেমনে যাবে তুমি। শীতল তরুর তলে, বৈসহ আমার বোলে, সকলি কিনিয়া নিব আনি॥ এ ভর দুপুর বেলা, তাতিল পথের ধূলা, কমল জিনিয়া পদ তোরি। রোদে ঘামিয়াছে মুখ, দেখি লাগে বড় দুখ, শ্রমভরে শিথিল কবরী॥ অমূল্য রতন সাথে, আছে কত ভয় পথে, সব তব লইবে কাড়িয়া। তোমার লাগিয়া আমি, এই পথে মহাদানী, তিল আধ না যাও ছাড়িয়া॥

মোহন বিজন বনে, দূরে গেল সখীগণে একেলা রহিল ধনি রাই। দুটি আঁখি ছল ছলে, চরণ কমল তলে, কানু আসি পড়ল লোটাই॥

বিনোদিনি জনম সফল ভেল মোর। তোমা হেন গুণনিধি, পথে আনি দিল বিধি, আনন্দের কি কহিব ওর ॥ রবির কিরণে হয়, চাঁদ-মুখ শুষ্কপ্রায়, ধরি তব রাঙ্গা দুটি পায়। হিয়ার উপরে রাখি, জুড়াও পরাণ পাখী, চন্দন চর্চ্চিত করি গায় ॥ তুহুঁ গুণ শুনি শুনি, সকল ছাড়িয়া ধনি, পথে আছি মহাদানী হইয়া। আলিঙ্গনে তাপ হর, জনম সফল কর, শান্ত হউ এ বংশীর হিয়া।

বংশীহরণ।

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল। নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল ॥ বিহরই যুগল কিশোর। কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জবন শোভন, নব নব প্রেমে বিভোর ॥ নবীন রসাল, মুকুল মধু মাতিয়া, নব কোকিল কুল গায়। নব যুবতীগণ, চিত উনমতাই, নব রসে কাননে ধায় ॥ নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী, মিলয়ে নব নব ভাঁতি। নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন, বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥

ঝুলনা হইতে, আসিয়া তুরিতে, গগনে নিরখে বেলা। ফুল তুলিবারে, চলিলা সত্বরে, সকল আভীর বালা ॥ ভরি ফল ফুলে, শাখা সব দোলে, আসিয়া পরশে মূল। সখী সব মেলি, করিয়া চামালি, তোলয়ে বিবিধ ফুল ॥ সকল কানন, মণিতে বান্ধল, পরাগে পূরিত বাট। করি মধু পান, অলি করে গান, ময়ুর ময়ূরী নাট ॥ সুগন্ধি করবী, তোলয়ে গরবী, অশোক কিংশুক জবা। এ থল কমল, তোলয়ে সকল, দিনমণি জিনি আভা ॥ জাতী যূথী তুলি, তুলল যুবতী, মল্লিকা মালতী চাঁপা। পুন্নাগ কেশর, তোলয়ে নাগর, গড়ল বিনোদ ঝাঁপা ॥ রসিক নাগর, গুণের সাগর, কুসুম রচনা করে। হাসিয়া হাসিয়া, আইল লইয়া, রাইরে দিবার তরে ॥ ভুজযুগ তুলি, রাই সুবদনী, তোলয়ে লবঙ্গ ফুল। রসিক শেখর, হইলা বিভোর, দেখিয়া ভুজের মূল ॥ ফুল ঝাঁপা লৈয়া, যতন করিয়া, রাইক নিকটে আসি। ধনির আঁচলে, দিলেন বিভোলে, ফুলের সহিতে বাঁশী ॥ পাইয়া

মুরলী, রাধিকা সে বেলি, রাখিলা বিশাখা পাশে। বিশাখা যতনে, করিলা গোপনে, শেখর দেখিয়া হাসে॥

সখীগণ মেলি, লইয়া মুরলী, চলিলা নিভৃত ঘরে। নাগর শেখর, পড়ল ফাঁফর, মুরলী নাহিক করে॥ লাজে লাজায়লি, না দেখি মুরলী, রাইয়ের বদন চায়। রাধিকা চতুরী, করিয়া চাতুরী, সখীর নিকটে যায়॥ মদনমোহন, পাইয়া চেতন, সুথির করিল চিত্ত। মুরলী হরণ, রাইয়ের করণ, গমনে বুঝল রীত॥ রাই রসবতী, সখীর সঙ্গতি, মুরলী করিল চুরি। রঙ্গ বাঢ়াইতে, শেখর গোপতে, নাগরে কহল ঠারি॥

ইঙ্গিত বুঝিয়া, নাগর আসিয়া, ধরল রাইয়ের করে। সে সব আটব, সাটব দেখিতে, রাধিকা তরসি ডরে॥ ভয় ভীত বালা, গেল সব কলা, মুখে না নিঃসরে রা। হিয়া দুলু দুলু, চাহে ঢুলু ঢুলু, এলাইল সব গা॥ হেরিয়া লক্ষণ, নাগর তখন, ধনিরে ধরিল চোর। মাগয়ে মুরলী, উটকে বাঁচলি, মদনে হইয়া ভোর॥ ধনি কহে কান, কর অবধান, ললিতা লইল বাঁশী। তোমারে চঞ্চল, দেখিয়া সকল, রমণী করয়ে হাসি॥ রাইয়ের বচনে, চলিলা তখনে, মদনমোহন রায়। ললিতা জানিয়া, কহয়ে হাসিয়া, মুরলী বিশাখা ঠাঁয়॥ ললিতা বচন, বুঝিয়া তখন, বিশাখা সাটোপে বলে। মুই বিশাখিকা, জানহ অধিকা, মুরলী চম্পক কোলে॥ শুনিয়া বচন, তরাসে তখন, কহয়ে চম্পকলতা। তুঙ্গবিদ্যা পাশে, মুরলী রাখিয়া, ইন্দুরেখা গেল কোথা॥ চিত্রা চমকিতা, চলিল ত্বরিতা, দেখিয়া এ সব রঙ্গ। রঙ্গদেবী পাশে, বসিলা তরাসে,* সুদেবী তাহার সঙ্গ॥ নাগর শেখর, না পাই ঠাহর, সবারে ধরিয়া বুলে। সকল যুবতী, করিয়া যুকতি, বসিলা মাধবী মূলে॥ হাসিয়া ললিতা, কুষি কহে কথা, শুন হে নাগর রাজ। তরল বাঁশের, শুকান কঠোর, তাহাতে কাহার কাজ॥ কোথা কাঠিখান কি তার বাখান, কহিতে না বাস লাজ। মাগিহ আমারে, দিব যে তোমারে, যদি বা থাকয়ে কাজ॥ তাহার বচন, শুনিয়া তখন, কহয়ে শেখর রায়। শুনহ নাগর, না হও কাতর, মুরলী ধনির ঠাঁয়॥

নৌকালীলা।

সবহুঁ সখীগণ চলু ঘর মাই। নব নব রঙ্গিণী রসবতী রাই॥ মানস সুরধুনী দুকুল পাথার। কৈছনে সহচরি হোয়ব পার॥ প্রাবৃট্ সময়ে গরজে ঘন ঘোর। খরতর পবন বহই তহিঁ জোর॥ দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম। তরণী লেই মিলল সোই ঠাম॥ হাসি হাসি কহয়ে নাবিকবর কান। চঢ় সবে পার উতারব হাম॥ শুনি সুবদনী ধনি হরষিত ভেলি। চঢ়ল তরণীপর সহচরী মেলি॥ নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান। বেগেতে তরণী লেই করল পয়ান॥ টুটি তরণী হেরি ভেল তরাস। সিঞ্চয়ে পানি করে কবি জ্ঞানদাস॥

মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল, দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ। গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাঢ়িল বেগ, তরণী রাখিতে নাই কেউ॥ দেখ সখি, নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়। কখন না জানে কান, বাহিবার সন্ধান, জানিয়া চড়িনু কেন নায়॥ নায়ার নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটি কয়, কুটিল নয়ানে চাহে মোরে। ভয়েতে কাঁপিছে দে, এ জ্বালা সহিবে কে, কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥ অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার হৈল, পরাণ হইল পরমাদ। জ্ঞানদাস কহে সখী, থির হৈয়া থাক দেখি, এখন না ভাবিও বিষাদ॥

যব লহুঁ লহুঁ হাসি, মরমে মরমে পশি, নায়ে চড়াইল ওই। তৈখনে মঝু মন, ভেলহি আনছন, বেকত ধরল ফল সোই॥ এ সখি হরি সঞে মানহ কুঞ্জ বিনোদ। ইহ নাবিক অতি, চঞ্চল চপল মতি, অব যেছু তেও পরবোধ॥ গগনহি সঘন, বিজুরী ঘন ঝলকই, দিনহি ভেল আন্ধিয়ার। খরতর পবনে, তরণী ঘন ঘূরত, পৈঠত জল অনিবার॥ দুরজন জানি, পড়ল জীউ সঙ্কটে, ইথে জানি করহ বিচার। তুয়া ইঙ্গিতে অব, সব সখী জীবউ, গোবিন্দ দাস কহ সার॥

শুন বিনোদিনি ধনি, আমার কাণ্ডারী তুমি, তোমার কাণ্ডারী কহ কারে। তুয়া অনুরাগে প্রেম, সমুদ্রে ডুবেছি আমি, আমারে তুলিয়া কর পারে॥ যোগী ভোগী নাপিতানী, তোমার লাগিয়া দানী, ওঝা হইলাম তোমার কারণে। তুয়া অনুরাগে মোরে, লৈয়া ফিরে

ঘরে ঘরে, তুয়া লাগি করিনু দোকানে॥ রাখাল হইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনু সনে, তুয়া লাগি বনে বনচারী। তোমার পিরীতি পাইয়া, এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়া, তুয়া লাগি হইনু কাণ্ডারী॥ না বোল কুবোল ধনি, রমণীর শিরোমণি, তুয়া প্রেমে কি না করি আমি। দাস জগন্নাথে কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়, জাতি জীবন ধন তুমি॥

দধি ঘৃত পসরা, লেই সব রঙ্গিণী, আওল কালিন্দী তীরে। যমুনা তরঙ্গ, হেরি আকুল, পরশ না পাওই নীরে॥ প্রাবৃট্ সময়ে, উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন, গরজন দুকূল পাথার। ঐছন হেরি, কহই সব কামিনী, কৈছনে হোয়ব পার॥ মুখরা সঞে ধনি, রমণীর শিরোমণি, বদন পানিতলে লাই। হেরি নাগরবর, হরষিত অন্তর, তরণী লেই চলু ধাই॥ করণধার বর, চড়িয়া তরণী পর, আওল রাইক পাশ। চড় সবে পারে, উতারব এ ধনি, কিছু নাহি ভাব তরাস॥ এত কহি সবহুঁ, পাণি ধরি নাবিক, তরণী উপর সভে নেল। জ্ঞানদাস ভণ, লেই রমণীগণ, গহন পানি মাহা গেল॥

রাই কানু যমুনার মাঝে। ফিরয়ে তরণী, জলের ঘূরণী, দূরে গেল কুললাজে॥ কুম্ভীর মকর, মীন উঠত, সঘনে বদন তুলি। হরিষে যমুনা, উথলে দ্বিগুণা, রাই কানু রূপে ভুলি॥ কহয়ে ললিতা, হৈয়া সচকিতা, শুন লো মুখরা বুড়ী। তোহারি কথায়, চড়ি ভাঙ্গা নায়, পরাণ সহিতে মরি॥ মুখরা কহয়ে, যে মাগে কাণ্ডারী, তাহাই করহ দান। এ ভাঙ্গা তরণী, পার হবে এখনি, কেনে বা যাইবে প্রাণ॥ এ সব বচন, শুনিয়া কাণ্ডারী, কহই ললিতা পাশে। তোমার সখীর, পরশ মাগিয়ে, বংশী শুনিয়া হাসে॥

শুন লো বড়াই বুড়ী, তুমি সে নাটের গুড়ী, আনিয়া করিলি পরমাদ। মোর মনে যত ছিল, সকলি বিফল হৈল, দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥ দুকূলে বহিছে বায়, কাঁপয়ে রাধার গায়, নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী। তরণী নবীন নয়, ভার দিতে করি ভয়, ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥ হাসি বলে গোবিন্দাই, পার হবে ভয় নাই, অশ্ব গজ কত করি পার। দেবতা গন্ধর্ব্ব কত, পার হৈছে শত শত,

যুবতীর যৌবন কত ভার॥ শুনি বিনোদিনী রাই, নয়ান ইঙ্গিত চাই, কানু মন করিলেন চুরি। হাসি হাসি ধীরে ধীরে, ভাঙ্গা তরণীর পরে, আঁচলে ধরিলা যাই ত্বরি॥ সখীগণ দেখি রঙ্গ, আনন্দলে দেই ভঙ্গ, রাই রহে কানু একপাশে। কাম কলহ বাদ, পূরল মনের সাধ, হরষিত দেখে বংশীদাসে॥

মধুপান।

রতন মন্দিরে দুহুঁ নাগর নাগরী বৈঠল সখীক সমাজ। নাগর ইঙ্গিত করণ বৃন্দা সখী তুরিতহি পুরল কাজ॥ সোই নিন্দয়ে সাধু বাসিত বর মধু তবহি আনি আগে দেল। আগে ভোজন করি সকলে ভুঞ্জায়ল যতনহি কৌতুক কেল॥ কো কহু প্রেমতরঙ্গ। সহজই প্রেম মধুর মধুরাধিক তাহে পুন মধুপান রঙ্গ॥ ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ ঘু ঘুমে বৈঠি না পারি। এত কহি নিজ নিজ কুঞ্জক মন্দিরে শয়ন করত বরনারী॥

সূর্য্যপূজা।

জটিলা আসিয়া তবে, কহয়ে সবারে এবে, পুরোহিত আনহ যাইয়া। শুনি পুন কুন্দলতা, হৈয়া অতি হর্ষচিতা, সেইক্ষণে চলিলা ধাইয়া॥ দেখ কৃষ্ণ অপরূপ লীলা। ধীরশান্ত কলেবর, সাক্ষাৎ বিপ্রবেশধর, কেহ নাহি লখিতে পারিলা॥ আসি কুন্দলতা দেবী, কহয়ে বৃদ্ধারে ভাবি, মাথুর দেশীয় সবড়িজ। ব্রহ্মচর্য্য সদা ধরে, না দেখে অবলা কারে, আমার সাধনে আইলা যা॥ শুনি সেই হর্ষমতি, করয়ে মিনতি স্তুতি, ত্বরান্বিতা কহয়ে বধূরে। এই বিপ্র দ্বিজবর, সুশীল সর্ব্ব গুণধর, পৌরোহিত্য বরহ ইহারে॥ শুনি রাই হর্ষ হৈয়া, ধীরে ধীরে কহে যাইয়া, এই মোর মিত্র পূজিবারে। বিশ্বশর্ম্মা নামে খ্যাত, জগৎ মঙ্গল গোত্র, পুরোহিত বরিনু তোমারে॥ তবে সেই বিপ্রবর, কুশাগ্রে করিয়া কর, রাই হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিল। নমো নমো মিত্র বরে, এই মন্ত্র সমুচ্চারে, অর্ঘ্য দিয়া পূজা সমাপিল॥ তবে বৃদ্ধা হর্ষভরে, দক্ষিণা লইতে তারে, পুনঃ পুনঃ যত্নেতে সাধিলা।

তেঁহো কহে কার্য্য নাহি, তোমা সবার প্রীত চাহি, এই মোর দক্ষিণা হইল॥ তবে সেই তুষ্ট হৈয়া, রতন মুদ্রাদি দিয়া, কহে নিত্য করাবে পূজন। দণ্ডবৎ নতি কৈলা, রাইকে লইয়া গেলা, সঙ্গে চলু এ যদুনন্দন॥

এথায় কুটিলা, অভিমন্যু মনে, জটিলা মিলিলা পথে। মাতারে দেখিয়া, কহয়ে কুটিলা, বরজ পড়িল মাথে॥ কালা কানু সনে, বধূ রহিয়াছে, তুমি বা কোথায় ছিলে। শুনিয়া জটিলা, কহে মিথ্যাবাণী, আমি ছিনু পূজাকালে॥ এইত আমাতে, বধূতে মিলিয়া, করিনু সূর্য্যের পূজা। পুন গৌরীতীর্থে, সখীর সহিতে, করিতেছে গৌরী পূজা॥ কুটিলা কহিল, মাতারে বকিল, ঐ দেখ আঙ্গিনায়। রঙ্গিণী হরিণী, তাথৈ তাথৈ সনে, নাচিয়া নাচিয়া যায়॥ রাধার সহিত, মন্দির ভিতরে, আছে কালা শ্যামরায়। অঙ্গ পরিমল, বহিয়া অনিল, মিলন বলিয়া দেয়॥ শুনি অভিমন্যু, ক্রোধে কম্পমান, বলে আমি তাই চাই। পৌর্ণমাসী আজ্ঞা, করিয়া পালন, মথুরা লইয়া যাই॥ সেথা গৌরীমূর্ত্তি, কানু কহে রাধে, দুর্লভ প্রার্থনা হয়। এ হেন প্রার্থনা, পূরে না কখন, অন্য চাহ যেবা হয়॥ এমন সময়ে, অভিমন্যু আসি, মন্দির ভিতরে পশি। কহে রোষভরে, ধরিনু তোমারে, কোথা তব কালশশী॥ দেখিয়া আয়ান, বিরস বয়ান, রাই পড়ে ভূমিতলে। বুঝিয়া নাগর, গৌরীমূর্ত্তিধারী, বৃন্দারে চাহিয়া বলে॥ ইহার আদেশে, আইলা রাধিকা, মোরে পূজিবার তরে। ইহার বিপত্তি, করিতে খণ্ডন, চাহিল দুর্লভ বরে॥ এ দুষ্ট আসিয়া, রাধিকার প্রতি, যে বাক্য বলিছে শুন। ইহার বিপত্তি, খণ্ডন নহিবে, এইত ইহার গুণ॥ এথায় জটিলা, পশ্চাতে আছিলা, শুনিয়া হইলা ভীত। মুহূর্ত্তে সম্বিৎ, পাইয়া রাধিকা, বলিলা সময়োচিত॥ শুন শুন দেবি, প্রণমি চরণে, তুমি হও কুলদেবী। কি না পার তুমি, রাখ ব্রজভূমি, তোমার চরণ সেবি॥ হাসিয়া তখন, ছদ্মদেবী কন, বাঁধিলে ভকতি ডোরে। স্বামীর মঙ্গল, চাহ যদি নিত্য, আসিয়া পূজহ মোরে॥ বুঝি বৃন্দা কন, শুনহ আয়ান, বলিতে বাসিয়ে ভয়। তোমার বিপদ, জানিয়া

রাধিকা, ধরিল দেবীর পায়॥ হেনকালে তুমি, আসিয়া রুষিলে, পরে যে হয় তাহা জান। আর যেন সতী, চরিতে আশঙ্কা, না পায় হৃদয়ে স্থান॥ পূজিতে নিয়ত, পাঠায়ে সতীরে, দেবীরে প্রসন্ন কর। অন্যথা তোমার, বিপদ আসন্ন, দেবীর বচন ধর॥ শুনিয়া আয়ান; বলে ধীরে ধীরে, প্রত্যক্ষ হইল সব। আর না সতীর, চরিতে আশঙ্কা, হৃদয়েতে স্থান দিব। সুবল রাধিকা, বেশ ধরি নিতি, করে পরিহাস রঙ্গ। দেখি অজ্ঞলোক, কহে নানা কথা, রটে কানুয়ার সঙ্গ॥ আমার ভগিনী, অজ্ঞের প্রধানা, সদাই আশঙ্কা মনে। এখন প্রত্যয়, হয় কি না বল, যা দেখিলা স্বনয়নে॥ শুনিয়া লজ্জিতা, কুটিলা সুন্দরী, রহে অবনতমুখে। জটিলা বধূরে, কোলেতে লইয়া, করে দেবী পূজা সুখে॥ তবে সবে মিলি, প্রণমি দেবীরে, চলে নিজ নিজ ঘরে। সখীগণ তবে, সানন্দ অন্তরে, রাধা আলিঙ্গন করে॥ পুত্র কন্যা লয়ে, সানন্দ হৃদয়ে, বুড়ী আগে আগে যায়। সহ সখীগণ, পশ্চাতে রাধিকা, হর্ষে পুলকিতকায়॥ পরেতে শ্রীকৃষ্ণ, ত্যজি গৌরিমূর্ত্তি, বটুরে লইয়া সঙ্গে। আসিয়া পুলিনে, মিলি সখাসনে, করে গোচারণ রঙ্গে॥

কলঙ্কভঞ্জন।

গৌরী হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বঞ্চিয়া আয়ানে। রাধারে অভয় দিয়া গেলেন স্বস্থানে॥ আয়ান গৃহেতে আসি ভৎসি কুটিলারে। গোষ্ঠেতে গমন করে প্রশংসি রাধারে॥ রোষান্বিতা হয়ে আরো তাহাতে কুটিলা। গোপনে রাধার নিন্দা করিতে লাগিলা॥ কলঙ্ক তাহাতে যদি রটিলা অপার। ব্রজপুরে শ্রীরাধার থাকা হৈল ভার॥ দুঃখিত হইয়া ধনি চিন্তে মনে মনে। শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া মোর, মরণ জীবনে॥ কৃষ্ণ অন্তর্যামী তাহা জানিয়া সকল। কলঙ্কভঞ্জন হেতু পাতিলেন ছল॥ অকস্মাৎ নিজ গৃহে হন অচেতন। নন্দরাণী ভাবি তার না পান কারণ॥ নন্দ আদি গোপগণ আসিয়া মিলিলা। নন্দরাণী পুত্রশোকে কান্দেন ব্যাকুলা॥ সবে বলে অকস্মাৎ একি বিপরীত। এমন সময়ে এক বৈদ্য উপনীত॥ দেখিয়া কৃষ্ণের রোগ বুঝিয়া ত্বরিত। বলে চিন্তা নাই কিছু পাইবে সম্বিত॥ ঔষধ দিতেছি আমি

চাই অনুপান। অচিরে বাঁচিবে সুত পাইবেন জ্ঞান॥ সতী এক নারী শীঘ্র যমুনা হইতে। জল আনি দিলে আমি জীয়াইব সুতে॥ শুনি গোপগণ বলে ইথে কি ভাবনা। বৃন্দাবনে সতী নারী হয় সর্ব্বজনা॥ বৈদ্য বলে সতী নারী কথায় না হবে। সচ্ছিদ্র ঘটেতে জল আনি দিতে হবে॥ এ কথা শুনিয়া সবে কাণাকাণি করে। কেহ অগ্রসর নহে জল আনিবারে॥ জটিলা কুটিলা দুই সতীগর্ব্ব ধরে। তাহারাই উপযুক্ত জল আনিবারে॥ ডাকিয়া দোঁহারে তবে কন নন্দরাণী। জটিলা কুটিলা দোঁহে শুন মোর বাণী॥ তোমরা সতীত্বে হও বিখ্যাত ভুবনে। জল আনি সুতে মম বাঁচাও এক্ষণে॥ জটিলা কুটিলা দর্পে করিয়া স্বীকার। ছিদ্রযুক্ত ঘট লয়ে করে আগুসার॥ আশ্চর্য্য দেখিতে সঙ্গে শত শত নারী। গমন করিলা রঙ্গে কাণাকাণি করি॥ অচিরে যমুনাতীরে হয়ে উপনীত। কুটিলা কালিন্দীনীরে নামিলা ত্বরিত॥ দর্প করি জল মধ্যে ঘট ডুবাইল। তুলিতে তুলিতে জল পড়িতে লাগিল॥ ঘট শূন্য হয়ে গেল উপরে উঠিতে। বদনে বসন হাসে নারী চারিভিতে॥ দেখিয়া কুটিলা অতি লজ্জিত হইলা। দর্প করি তবে জলে নামিলা জটিলা॥ মহাদর্পে ছিদ্রঘট জলে ডুবাইল। জল সব পড়ে গেল লজ্জিত হইল॥ সকল রমণী মিলে উপহাস করে। দেখিয়া হইল ভয় সবার অন্তরে। জল আনিবারে কেহ না করে স্বীকার। দেখিয়া সবার মনে লাগে চমৎকার॥ তবে নন্দরাণী আর কারে না পাইয়া। রোদন করেন বহু কাতর হইয়া॥ আপনি আনিতে জল মন্ত্রণা করেন। তাঁহারে আনিতে জল বৈদ্য নিবারেণ॥ বৈদ্য কন নন্দরাণী না হও কাতর। অবশ্য মিলিবে সতী ইহার ভিতর॥ জননী আনিলে জল ঔষধ না ফলে। তাই নিবারিণু তোমা থাক কুতূহলে॥ নামোল্লেখ কর যত ব্রজকুলবতী। গণিয়া বলিয়া দিব যিনি হন সতী॥ বলিতে বলিতে বৈদ্য রাধারে লক্ষিয়া। বলে এই সতী আছে দেখিনু গণিয়া॥ শুনিয়া বৈদ্যের কথা করে কাণাকাণি। কেহ মন্দ বলে কেহ বলে ভাল বাণী॥ তবে যশোমতী রাণী ত্বরিতে আসিয়া। রাধারে কহিল বহু

বিনয় করিয়া॥ যশোদার অনুরোধে লজ্জায় ঠেকিয়া। কিছুক্ষণ রহিলেন অবাক্ হইয়া॥ হেনকালে কেবা যেন কাণে কাণে কয়। যাহ রাধে জল হেতু না মান বিস্ময়॥ সেই বাক্যে ভর করি আশ্বস্ত হইয়া। যশোদার অনুরোধ স্বীকার করিয়া॥ শ্রীহরির পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ। চলে রাধা ছিদ্র ঘট করিয়া ধারণ॥ বিস্মিত হইয়া তবে যত গোপীগণ। ললিতা বিশাখা আদি করিলা গমন॥ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করিয়া চিন্তন। জলে রাধা নামি ভয়ে ঘট ভরি লন॥ তুলিলেন জল এক বিন্দু না পড়িল। দেখিয়া ত গোপীগণ বিস্ময় মানিল॥ ধন্য ধন্য কহিতে লাগিল সর্ব্বজন। মহানন্দে আইলেন নন্দের ভবন॥ বৈদ্য দিলা মহৌষধি বাহির করিয়া। ভক্তি করি রাধা তাহা দিলেন বাটিয়া॥ স্বহস্তে দিলেন সেই ঔষধ কৃষ্ণেরে। গলাধঃকরণমাত্র চান ধীরে ধীরে। অচিরেই সুস্থ হন নন্দের নন্দন। এইরূপে শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন॥

নবমের শরতে রাসলীলা। শিবচতুর্দ্দশীতে অম্বিকাবন যাত্রা। ফাল্গুনে শঙ্খচূড় বধ।

দশম বৎসরে সুবল মিলনাদি বিবিধ প্রেম লীলা। ঐ সকল লীলা যথা ;—

সুবল মিলন।

গোধন সঙ্গে, রঙ্গে যদুনন্দন, বিহরই যমুনাক তীর। দাম শ্রীদাম, সুদাম মহাবল, গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর॥ বাজত ঘন ঘন বিষাণ বেণু। হৈ হৈ রব, হাম্বারব গরজন, আনন্দে মগন চরত সব ধেনু॥ সম বয়ো বেশ, কেশ পরিমণ্ডিত, চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর। মণিময় হার, গুঞ্জা নব মঞ্জুল, হেরইতে জগজন মন করু ভোর॥ বলয় বিশাল, কনক কটি কিঙ্কিণী, নূপুর রুণু রুণু বাজ। গোবিন্দ দাস পহুঁ, নিতি নিতি ঐছন, বিহরই নবঘন বিপিন সমাজ॥

সব ধেনুগণ লৈয়া, গোপনে নিয়োজিয়া, সবারে করিল সাবধান। দাদার নিকটে যাঞা, বিনয়ে বিদায় লৈয়া, বনশোভা দেখিবারে কান॥ কানু কহে ওরে ভাই, খেল সবে এই ঠাঁই, আমি আসি কানন

দেখিয়া। থাকিবে দাদার কাছে, কেও কোথা যাও পাছে, গিলিবে অসুরে সব লৈয়া॥ শিশু পশু নিয়োজিয়া, সুবল বটুরে লইয়া, বাহির হইলা নটরায়। রাইয়ের সরসীকূলে, আইলা কদম্বতলে, সময়ে শেখর রস গায়॥

আনহি ছল করি, সুবল করে ধরি, গমন করিল বন মাহি। তরু তরু হেরি, কুসুম তঁহি তোড়ই, যতনহি হার বনাই॥ মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীরে। সুন্দরী মনে করি, ভাবই পথ হেরি, আকুল মনে নহে থির॥ নব নব পল্লবে, শেজ বিছায়ল, নব কিশলয় তঁহি রাখি। কুসুম হেরি, চিত ভেল আকুল, হেরইতে চির থির আঁখি॥ তৈখনে মদন, দ্বিগুণ তনু দগধল, জর জর শ্যামরু অঙ্গ। গোবিন্দ দাস পহুঁ, সুবল কোরে রহু, ঢর ঢর নয়ন তরঙ্গ॥

কিবা সে কুণ্ডের শোভা, রাই কানু মনোলোভা, চারিদিকে শোভে চারি ঘাট। নানা মণিরত্ন ছটা, অপূর্ব্ব সোপান ঘটা, স্ফটিক মণিতে বান্ধা বাট॥ প্রতি ঘাটে দুই পাশে, মণির কুট্টিমা আছে, রতন মণ্ডপ তার মাঝে। বৃক্ষ চারা ঘাটে ঘাটে, শোভে জল সুনিকটে, দুই দুই রত্নবেদি সাজে॥ কুণ্ডের দক্ষিণ ভাগে, চম্পকের তরু আগে, রতন হিন্দোলা মণিময়। পূর্ব্বেতে কদম্ব দোলা, নানা মণি রত্নশালা, বৃক্ষশ্রেণী পুষ্প বরিষয়॥ পশ্চিমে রসাল তরু, তাহাতে হিন্দোলা চারু, উত্তরে বকুল রত্নদোলা। অষ্টদিকে অষ্ট কুঞ্জ, সখী নামে রসপুঞ্জ, যাতে রাধা কানু হন ভোলা॥ চারি বর্ণ পদ্ম জলে, তাহে মধুকর বুলে, কুমুদ কহ্লার শোভা করে। হংস সারস ডাকে, ডাহুকিনী চক্রবাকে, ধ্বনি করি কানু মন হরে॥ সুবলের সনে কৃষ্ণ, কুঞ্জশোভা হেরি তৃষ্ণ, রাধা লাগি করয়ে বিষাদে। মোহন প্রবোধে তাই, এখনি আসিবে রাই, যাইবে সকল পরমাদে॥

সুবলে করিয়া সঙ্গে, বিপিন বিহার রঙ্গে, রসময় বিদগধ শ্যাম। রাধাকুণ্ড তীরে আসি, কুসুমকাননে বসি, শোভা দেখে অতি অনুপাম॥ বৃন্দাদেবী হেন কালে, আসিয়া সেখানে মেলে, চম্পকের মালা করে করি। সুবলেরে সমর্পিল, তেঁহো কৃষ্ণগলে দিল, উদ্দীপন রাধার

মাধুরী ॥ প্রেমে চারিদিকে চায়, অরুণ নয়নে ভায়, অবশ হইল সব অঙ্গ। ধরিয়া সুবল করে, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, চিয়ায়েন দাস গোবিন্দ ॥

রসিক নাগর, বিরহে কাতর, পড়িলা ধরণীতলে। মরম জানিয়া, ব্যথিত হইয়া, সুবল করিলা কোলে ॥ বসন ভিজায়া, মুখানি মুছায়া, কহিছে মধুর বোলে। আচম্বিতে আসি, রাধাকুণ্ডে বসি, অচেতন কেনে হইলে ॥ বন দাবানলে, আর বিষ জলে, প্রাণদান দিলে তুমি। সে ধার শুধিব, যে বোল বলিব, তাহাই করিব আমি ॥ সজল নয়ন, হেরিয়া বদন, পরাণ কেমন করে। দীনবন্ধু কহে, তনু মন দহে, রাধার বিরহজ্বরে ॥

শুন রে সুবল ভাই নিবেদন করি। কহিতে বাসিয়ে লাজ না কহিলে মরি ॥ যাবটে আছয়ে ধনি জটিলা মন্দিরে। বিষম সঙ্কট স্থল কি বলিব তোরে ॥ যদি মিলাইতে পার আনিয়া তাহারে ॥ হইব তোমার দাস জনমের তরে ॥ শুনিয়া সুবল তবে মনে করি আশ। যাবটে চলিলা পস্তু দীনবন্ধু দাস ॥

সুচতুর সুবল, পবনগতি ধাওল, আওল যাবট মাঝ। জটিলাক নিকটে, হোয়ল উপনীত, মলিন বদন দ্বিজরাজ ॥ ওগো মাই কি কহিব, দুখ পরিশেষ। বাছুরি খুজি খুজি, হাম হেথা আয়নু, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া কত দেশ ॥ পানি পিয়াসে মোর, বাত নাহি স্ফুরই, জীবন করত কি জান। শুনি জটিলা কহে, যাহ রন্ধন ঘরে, শীতল জল কর পান ॥ নিরজন মন্দির, রাইক অন্দর, সুবল চলল ছলি মাঝ। দীনবন্ধু কহে, সুবল হেরি হেরি, রাই সমুঝল কাজ ॥

আইস রে সুবল, পরাণের ভাই, একি অপরূপ দেখা। কহ দেখি বনে, আছয়ে কেমনে, তোমার মরম সখা ॥ যখন হইতে শিঙ্গার সহিত, বাজিল মোহন বেণু। পথের আপদ, বনের বিপদ, ভাবিতে গণিতে মৈনু ॥ ঘরের বাহির, মোর অতি দূর, যুবতী কুলের বালা। দুখের অনল, জ্বালিয়া কান্দিয়ে, করিয়া ধূমার ছলা ॥ কামনা করিব, সাগরে মরিব, হব সহচর সখা : দীনবন্ধু কহে, সহচর হৈলে, সতত পাইব দেখা ॥

হাসিয়া সুবল কহে শুন বিনোদিনি। তোমারে লইতে আমি আসিয়াছি ধনি ॥ ধরিয়া আমার বেশ করহ পয়ান। দরশন দিয়া শ্যামের রাখহ পরাণ ॥ আপনার বেশভূষা দেহত আমারে। ধরিয়া তোমার বেশ থাকি আমি ঘরে ॥ দীনবন্ধু দাসের বড় উল্লসিত হিয়া। পূরিল মনের সাধ বচন শুনিয়া ॥

পরিবার তরে শাড়ী দিল আস্তারিয়া। কটিতে বান্ধিল ধটি যতন করিয়া ॥ করের কঙ্কণ দিল সুবলের হাতে। নিজ করে কবরী বান্ধিয়া দিল মাথে ॥ মুকুরে নিরখি মুখ সিন্দূর উঘারি। বান্ধিল বিনোদ চূড়া এলায়ে কবরী ॥ সুবলে রাখিয়া ঘরে করিলা পয়ান। দীনবন্ধু দাস তছু পদযুগে যান ॥

সুবলে রাখিয়া ঘরে চলিলা রাধিকা। সবে মাত্র পয়োধর নাহি গেল ঢাকা ॥ তখন সুবল বলে কি করি উপায়। এ যুগল পয়োধর কেমনে লুকায় ॥ সুবল বলয়ে শুন নবীন কিশোরি। গমন করহ কোলে লইয়া বাছুরি ॥ দীনবন্ধু দাস কহে মন্ত্রণার সার। বৎস কোলে লয়ে ধনি কর অভিসার।

দ্বারে জটিলারে হেরি, সুবলের বেশধারী, পারি তারে করি নমস্কার। মন্দমন্দ গজগতি, বাছুরি লইয়া তথি, দ্রুতগতি করে অভিসার ॥ পশ্চাৎ করিয়া পুরী, উদ্দেশ করিতে হরি, উপনীত গহন কাননে। মন্দ মন্দ বোল ভণে, ধারা বহে দুনয়নে, হরি হরি করয়ে স্মরণে ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ পায়, গন্ধ অনুসারে ধায়, উপনীত মাধব সথায়। পড়িয়া করের বেণু, ধূলায় ধূসর কানু, চূড়া ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥ কৃষ্ণ ছিল হেঁট মাথে, বদন তুলিয়া দেখে, সুবল ফিরিয়া আইল পারা। দেখিয়া নিশ্বাস ছাড়ে, ধরণী লোটায়ে পড়ে, ঘন বহে দুনয়নে ধারা ॥ কহ রে সুবল ভাই, কোথা প্রেমময়ী রাই, কাঁহা রাই কহে হাসি হাসি। দীনবন্ধু দাস ভণে, বিষাদ ভাবহ কেনে, আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী ॥

শ্যাম নাগর কহে সুবল কহত বচন। যে লাগি পাঠানু তোরে কহত কারণ ॥ রাই আপন বঁধু পাঞা কহে ভঙ্গী করি। রাইতে

নারিনু আমি জটিলার পুরী॥ ভাবিয়া গেলাম আমি চন্দ্রার ভবনে। তাহারে কহিনু আমি সব বিবরণে॥ আজ্ঞা বিনু আন্‌তে নারি সেইত প্রেয়সী। আজ্ঞা কর আনি গিয়া ওহে কালশশী॥ তখন নাগর কহে তুমি সব জান। বারির পিয়াসে কি অনল করি পান॥ রাধা-কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া ত্যজিব পরাণ। বদনে বলিব আমি শ্রীরাধার নাম॥ এত বলি রাধাকুণ্ডের জলে ঝাঁপ দিল। বাছুরি ত্যজিয়া ধনি কানু কোলে নিল॥ দীনবন্ধু দাস কহে বড় ভাল ভাল। সুবলের বেশে ধনি বঁধুরে মিলিল॥

পবন গমনে, নিকুঞ্জ ভবনে, আসিয়া মিলিল রাধা। নূপুর কিঙ্কিণী, কলরব শুনি, পূরিল শ্যামের সাধা॥ চকিত নয়নে, দশদিক্ পানে, চাহয়ে নাগর কালা। নিকটে দেখিল, একলা সুবল, বাঢ়ল বিরহ জ্বালা॥ সুবলের বেশ, বরণ বয়স, কিছুই নাহিক ভেদ। সুবল ফিরিয়া, আওল বলিয়া, হৃদয়ে বাঢ়ল খেদ॥ হাসি বিনোদিনী, কহিলেন বাণী, শুনহ পরাণসখা। আয়ান ভবনে, অতি দুঘটনে, রাধার না পাই দেখা॥ যদি আজ্ঞা হয়, শুন মহাশয়, ডাকি আনি চন্দ্রাবলী। আজিকার মত, সে রঙ্গিণী সনে, সাধ পূর বনমালী॥ পরাণ সাঙ্গাতি, শুন রে সুবল, যে কথা কহিলে বটে। দুধের পিয়াসে, হয়েছি কাতর, ঘোলে কি সে সাধ মিটে॥ নয়নের জল, করে চল ছল, পড়িলা ধরণী তলে। রসিক নাগরী, দুবাহু পসারি, বঁধুয়া করল কোলে॥ অঙ্গের পরশে, রসের আবেশে, ঘুচিল মনের ধন্ধ। নিরখি বদন, করয়ে চুম্বন, চকোরে মিলল চন্দ॥ আনন্দের ভরে, আপনা পাসরে, বঁধুয়া পাইল রাধা। দীনবন্ধু কহে, সুবলের ছলে, পূরিল মনের সাধা॥

শুন শুন সুন্দরি বচন বিশেষ। কেমনে ধরলি সুবলা সম বেশ॥ একলি নিকুঞ্জে করলি অভিসার। কতি বহু সুবল বুঝই না পার॥ তোহারি বিরহানলে অন্তর কাঁপ। তৈখনে পরশে মিটাওল তাপ॥ দীনবন্ধু দাস কহে শুন বরনারী। বুঝইতে সংশয় চরিত তোহারি॥

গোধন লইয়া, বেণু বাজাইয়া, গহনে আইলা তুমি। তখন হইতে, কত উঠে চিতে, কাঁদিয়া মরি হে আমি॥ বঁধূ কি আর বলিব তোরে। ত্বরিতে সুবল, তোহারি কুশল, সকলি কহিল মোরে॥ মোরে পাঠাইয়া, কুলবতী হইয়া, রহল গৃহের কাজে। তোমা দরশনে, হরষিত মনে, আইনু সুবল সাজে॥ আমি পরাধিনী, তেঁই সে এমনি, বাহির হইতে জ্বালা। দীনবন্ধু বলে, এমতি নহিলে, কেমনে মিলিবে কালা॥

রন্ধন শালাতে সুবল ভাবে মনে মনে। কুণ্ডতীরে বিনোদিনী রইল কৃষ্ণ সনে॥ পৌর্ণমাসী ভগবতী বুঝি অনুমানে। ললিতাকে ডাকি তবে কহে বিবরণে॥ কুন্দলতা ছিল তথা তাহারে কহিল। শুনি কুন্দলতা মনে ভাবিতে লাগিল॥ কুন্দলতা আসি তথা কহে শুন আই। আজ্ঞা দেহ বধূ লৈয়া যমুনাতে যাই॥ যমুনার জলে যাহ জটিলা কহিল। এতেক চাতুরী করি বাহির হইল॥ সুবর্ণের কলসী লইয়া জনে জনে। রাধাকুণ্ড তীরে সবে করিলা গমনে॥ যেখানেতে বিনোদিনী আছে কৃষ্ণ সনে। সুবল মিলিল গিয়া দীনবন্ধু ভণে॥

সুবলের চূড়া ধড়া সুবলেরে দিল। আপনার নীল শাড়ী আপনি লইল॥ আপনার নীল শাড়ী পরি নিজ অঙ্গে। কুন্দলতার সনে ধনি চলে নানা রঙ্গে॥ যমুনার জল লইয়া আইল সকলে। আনন্দ হইল সবার দীনবন্ধু বলে॥

উত্তর গোষ্ঠ।

পাল জড় কর শ্রীদাম শান দেও শিঙ্গায়। সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়॥ আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া। হেন বুঝি কান্দে মাতা পথ পানে চাঞা॥ বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে। মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥ বলরাম দাস কহে শুনি কানাইয়ের বোল। সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥

চাঁদমুখে বেণু দিয়া, সব ধেনু নাম লৈয়া, ডাকিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে। শুনিয়া কানাইয়ের বেণু, ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু, পুচ্ছ ফেলি পৃষ্ঠের উপরে॥ অবসান বেণুরব, বুঝিয়া রাখাল সব, আসিয়া

মিলল নিজ সুখে। যে বনে যে ধেনু ছিল, ফিরায়ে একত্র কৈল, চালাইল গোকুলের মুখে॥ শ্বেত কান্তি অনুপম, আগে ধায় বলরাম, আর শিশু চলে ডাহিন বাম। শ্রীদাম সুদাম পাছে, ভাল শোভা করিয়াছে, তার মাঝে নবঘনশ্যাম॥ ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোক্ষুর রেণু, পথে চলে করি কত ভঙ্গে। যতেক রাখালগণ, আবা আবা ঘনে ঘন, বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥

তরুণীলোচন তাপবিমোচন হাসসুধাঙ্কুরধারী। মন্দমরুচ্চলপিঞ্ছকৃতোজ্জ্বল মৌলিকভারবিহারী। সুন্দরি পশ্য মিলতি বনমালী। দিবসে পরিণতিমুপগচ্ছতি সতি নবনর্মবিভ্রমশালী॥ ধেনুখুরোদ্ধতরেণুপরিপ্লুতকুন্তলসংকৃতদামা। অচিরবিকস্বরবন্যসুমাবলিমধুপবৃন্দসুন্দর-দামা। কলমুরলীকলিতকৃতভারককর্তিবিনয়দৃগম্বুজবন্ধা। চারুসমাশ্রম-ভরমনুরঞ্জনকারী সুহৃদগণসঙ্গী॥

মকর কুণ্ডল দোলে, কনক কেতকী কোলে, কেশরী দেখে কামের করাতি। উপরে বিজুরী ভাতি, হেম আভরণ কাঁতি, পীত পিন্ধন কত ভাঁতি॥ সজনি দেখ লো নবীনা চূড়া সাজে। মাতল ভ্রমর রাজে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে, পড়ে ঝাঁপি নয়ন কমলে॥ কুন্দে কদম্বফুলে কালা, কনক বিজুরী বালা, শ্যাম অঙ্গে করে ঝিকিমিকি। অঙ্গের সৌরভ পাঞা, অলিরাজ আইল ধাঞা, লাগে লাগে মদন ধানুকী॥

নীল কমল দল, শ্রীমুখ মণ্ডল, ঈষৎ হসিত মধুর হাস। নাচিতে নাচিতে যায়, গোধূলি লেগেছে গায়, আহীর বালক চারিপাশ॥ মণিময় ঝুরি মাথে, কনয়া পাঁচনী হাতে, রতন নূপুর বাজে পায়। আগে আগে ধেনু যায়, পাছে ধায় শ্যামরায়, বরিহা উড়িছে মন্দবায়॥ সবার সমান ঝুঁটা, কপালে চন্দন ফোঁটা, বিনোদ রাখাল কোন জনা। শ্রীদামের কান্ধে হাত, ওই যায় সখা সাথ, কেহ দিছেন কাহারে চিনাঞা॥

বন সঞে আওত নন্দদুলাল। গোধূলি ধূসর, শ্যামকলেবর, আজানুলম্বিত বনমাল॥ ঘন ঘন শৃঙ্গ, বেণুরব শুনইতে, ব্রজবাসিগণ ধাই। মঙ্গল থারি, দীপ করে লেই, মন্দির দ্বারে দাঁড়াই॥ শ্রীদামের

ধর, মুখ জিনি বিধুবর, নব মঞ্জরী অবতংস। চূড়া ময়ূর, শিখণ্ড মণ্ডিত, বাদই মোহন বংশ॥ ব্রজবাসিগণ, বালবৃদ্ধজন, অনিমিষে মুখশশী হেরি। ভুলিল চকোর, চান্দ জনু পাওল, মন্দিরে নাচয়ে ফেরি॥ গোগণ সবহু, গোষ্ঠে পরবেশল, মন্দিরে চলু নন্দলাল। আকুল পন্থে, যশোমতী আওল, মোহন ভণিত রসাল॥

কোন্ বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু। আজি কেন চাঁদমুখের শুনি নাই বেণু॥ ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া। বুঝি কিছু খাও নাই সুখায়েছে হিয়া॥ মলিন হয়েছে মুখ রবির কিরণে। না জানি ভ্রমিলা কোন্ গহন কাননে॥ নব তৃণাঙ্কুর কত ভুঁকিল চরণে। এক দিঠ হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥ না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে পাছে। এ দাস বলাই কেন এ দুখ দেখেছে॥

আগো মা তোমার গোপাল কিবা জানয়ে মোহিনী। আমার সঙ্গের ভাই, তবু ত না মন পাই, তোমারে ভুলাবে কতখানি॥ তৃণ খাইতে ধেনুগণ, যদি যায় দূর বন, কেহত না যায় ফিরাইতে। তোমার দুলাল কানু, বাজায় মোহন বেণু, ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে॥ আমরা ফিরাতে ধেনু, তাহা নাহি দেয় কানু, সদা ফিরে সুবলের পাছে। সুবল করিয়া কোলে, প্রেমে গদ গদ বোলে, না জানি মরম কিবা আছে॥ কিবা লীলা করে এহ, বুঝিতে না পারে কেহ, অপরূপ চরিত্র বিহরে। বলরাম দাস বলে, বলাই দাদা নাহি জানে, জানে কিবা বুঝিবে অন্তরে॥

গোপীগোষ্ঠ।

অট্টালিকোপরি, বসিয়া কিশোরী, ভাবে শ্যামরূপ খানি। শ্রীদাম সুদাম, ভাইয়া বলরাম, করতহি বেণুধ্বনি॥ শুনি বেণুরব, স্তব্ধ মান সব, হইল আহীরী বালা। শ্বাস নাহি বহে, প্রাণ নাহি দেহে, বাঢ়ল বিরহ জ্বালা॥ হেনকালে তথা, আইল ললিতা, বিশাখারে লৈয়া সঙ্গে। দেখি কমলিনী, পড়িলা ধরণী, ধূলি ধূসর অঙ্গে॥ দেখিয়া ললিতা, হইয়া ভাবিতা, তুলিয়া করিলা কোলে। শুন বিনোদিনি, নিবেদন বাণী, অবধান কর বোলে॥ শ্যাম গোঠে গেল, মোরা যাই

চল, ধরিয়া রাখাল বেশ। শুনিয়া বচন, হরসিত মন, কহে যদুনাথ দাস ॥

ললিতা গো কেমন উপায় করি। শ্রীদাম সুদাম, আর বলরাম, বনে গেল মোর হরি ॥ প্রাণনাথ গেল, মোরা যাই চল, আন ধড়া গুঞ্জা গাভা। ললিতা বিশাখা, আর ইন্দুরেখা, সাজিয়া করহ শোভা ॥ ললিতা সুন্দরী, জানয়ে চাতুরী, বলাই সাজিল ভাল। বিশাখা সুন্দরী, রূপ মনোহারী, সুবলের বেশ কৈল ॥ তুঙ্গবিদ্যা আসি, হাসি হাসি বসি, কহে যোড় হস্ত করি। শুন প্রাণেশ্বরি, বচন মাধুরী, তোমারে বানাব হরি ॥ এতেক বচন, শুনিয়া তখন, কমলিনী ধনি রাই। শেখর আসিয়া, কহেন হাসিয়া, গুঞ্জা গাভা কিছু নাই ॥

সখীর সহিতে, বেশের মন্দিরে, বসিলা সানন্দ চিতে। তেজি নীল শাড়ী, পীতবাস পরি, চূড়াটি বান্ধিল মাথে ॥ মৃগমদে তনু, তিলক রচিল, দু আঁখি প্রভাতের ভানু। প্রেমের আবেশে, অঙ্গ চর চর, করেতে মোহন বেণু ॥ মকরকুণ্ডল, শ্রুতিমূলে ভাল, মদন মোহিল মালে। বামেতে হেলায়ে, চূড়াটি বান্ধিল, শিখিপুচ্ছ বন-ফুলে ॥ কটিতে ঘুঙ্গুর, চরণে নূপুর, সখা সাজে জনে জনে। করেতে পাঁচনী, দিয়া আবা ধ্বনি, সবাই যাইছে বনে ॥ কেহ হয় দাম, শ্রীদাম সুদাম, সুবলাদি প্রিয়সখা। চলে বৃন্দাবনে, নটবর সনে, যাইয়া করিতে দেখা ॥ কহে ইন্দুরেখা, শুন বিধুমুখী, তোমারে সাজাব হরি। যদুনাথ দাস, কহয়ে বচন, এই না উপায় করি ॥

মৃগমদ কস্তূরী দিয়া অঙ্গ কৈলা কালা। গলায় গাঁথিয়া দিলা কদম্বের মালা ॥ কপালে তিলক দিলা সিন্দূর মুছিয়া। কটিতটে পীতধড়া পরায় আঁটিয়া ॥ মস্তকে বান্ধিল চূড়া শিখিপুচ্ছ তায়। তাহাতে কতেক শোভা কহনে না যায় ॥ বিনোদিনী কহে যদি সাজাইলা বনমালী। শোভা নাহি করে করে বিনা গো মুরলী ॥ ললিতা চতুরা ছিল বুদ্ধি সিরজিল। নবীন পদ্মের কুঁড়ি তুলিয়া আনিল ॥ তাহার উপরে সপ্ত ছিদ্র বনাইয়া। বাজাইল বিনোদিনী তাহে ফুক দিয়া ॥ শ্রীদাম নামেতে সখী কহে প্রাণ কানু। কি লয়ে

বিপিনে যাবে কোথা পাবে ধেনু ॥ বৃষভানুপুর হৈতে ধেনু আনাইল। হৈ হৈ রব দিয়া পাল চালাইল ॥ বিনোদিনী হৈল কৃষ্ণ ললিতা বলরাম। বিশাখা হইল সুবল চিত্রা হৈল দাম ॥ রাধিকার যত সখী রাখাল হইল। বলরামের শিঙ্গা নাই ভাবিতে লাগিল ॥ হেনকালে পৌর্ণমাসী মনেতে জানিয়া। আনিল হরের শিঙ্গা হরষিত হৈয়া ॥ শিঙ্গা দেখি বিনোদিনী হরষিত মন। যদুনাথ দাস কহে করহ গমন ॥

মুরলী ধরিয়া করে, বনমালা গলে পরে, চঞ্চলি গজগতি তার। রাখালের বেশ ধরে, চন্দন তিলকা ভালে, সখী সঙ্গে করে অভিসার ॥ শিঙ্গা মুরলী পাইয়া রাই, সঙ্কেত মোহন বাঁশী, ত্রিভঙ্গ হইয়া বিধুমুখী। শুনিয়া বাঁশীর গান, আনন্দে ভরিল প্রাণ, দাস পূর্ণানন্দ বড় সুখী ॥

হৈ হৈ রব দিয়া প্রবেশিল বনে। আনন্দে বাজায় বাঁশী হরষিত মনে। শুনিয়া বেণুর ধ্বনি নাগর কান। চিত চমকিত হেরে সুবলের বয়ান। এ কি অপরূপ ধ্বনি শুনিলে শ্রবণে। এমন বেণুর ধ্বনি জানিলে কেমনে [illegible] চিত মোর অস্থির হইল। যে জন রাখাল [illegible] দাস হল তার। সুবলের সঙ্গে ধরি দুইজনে চলে। দেখয়ে চাঁদের বাজার কোন নীলমণি। উদয় হইয়া শ্যাম দাঁড়াইয়া রয়। জগৎ মোহিনী রূপে পূর্ণানন্দ কয় ॥

কাতর হইয়া বাত পুছেন শ্যাম। আপনার নাম কহ, মোরে পরিচয় দেহ, কোন জাতি কোথায় নিজধাম ॥ আমরা থাকি এই বনে, নিত্য চরাই ধেনুগণে, কভু নাহি দেখি হেন রীতে। বলাই দাদার সঙ্গে থাকি, কভু না তোমারে দেখি, সন্দেহ লাগয়ে মোর চিতে ॥ এত শুনি কহে গোরী, শুন হে সুন্দর হরি, আপনার দেহ পরিচয়। প্রেম নাম ধরি আমি, বাস মোর মেদিনী, মাতা মোর ভব পূজ্য হয় ॥ হর প্রিয় মাতা যে, তাহার গৌরব সে, যে জন জয় মোর হাতে। আমার যে বন্ধুজনে, তাহারে সবাই জানে, দাস পূর্ণানন্দের সাক্ষাতে ॥

আর এক কহি কথা, সহোদর বন্ধু যথা, দুই চারি জন মোর আছে। কহি শুন তার কথা, পাছে হেট কর মাথা, ননী চুরি কর

যার কাছে॥ যত সব গোপনারী, লইয়া দধির পসারি, মথুরার দিকে যায় তারা। পথ আগুলিয়া রও, দধি দুগ্ধ কাড়ি খাও, এ কি তোমার অনুচিত ধারা॥ নারীগণ স্নান করে, বসন রাখিয়া তীরে, চুরী করি রহ লুকাইয়া। বাজায়ে মোহন বাঁশী, কুলবধূ কর দাসী, কথা কহ হাসিয়া হাসিয়া॥ খাওয়াও পরের খন্দ, এখনি করিব বন্ধ, লইয়া যাব কংসের গোচরে। দাস রঘুনাথে কয়, শুনিতে লাগয়ে ভয়, চমকিত হৈল যদুবীরে॥

কহ তুমি কে বট বনের দেবতা। রাধা দরশন লাগি আসিয়াছি হেথা॥ শ্যাম কহে গোবর্দ্ধন ধরিনু কুতূহলে। রাই কহে সে যশোমতীর পুণ্যফলে॥ শ্যাম কহে ব্রহ্মাদি দমন করি আমি। রাই কহে নন্দের গোধন বাথ তুমি॥ নিতি নিতি হরি তুমি চরাও বাছুরি। বান্ধি লইয়া যাব তোমায় মথুরা নগরী॥ চমকিত হইয়া শ্যাম চাহে চারি পানে। কৃষ্ণেরে বান্ধিল রাই আপনার বসনে॥ দৃঢ়তর বন্ধ-নেতে কাতর হৈলা শ্যাম। চরণ পানে চাহি দেখে লিখা শ্যাম নাম॥

কাতরে শ্রীহরি, দুই কর যুড়ি, কহে শুন প্রাণেশ্বরি। তোমার মহিমা, বেদে নাহি সীমা, নাহি জানে হরগৌরী॥ রাই বলে শ্যাম, মোর নিবেদন, তোমা না দেখিয়া মরি। যব ভেয়াগিয়া, আসিলাম দেখিয়া, নটবর বেশ ধরি॥ সঙ্গের সঙ্গিয়া, মিলল আসিয়া, রাধিকা কানুর পাশে। প্রেমের পাথারে, আনন্দে মগন, কহে পূর্ণানন্দ দাসে॥

শিশু সব ফিরে অন্বেষিয়া। কানাই কানাই বলি, ডাকে দুই বাহু তুলি, কোথা গেলি কানু ওরে ভাইয়া॥ কংসচর অবিরত, আসে যায় কত শত, না জানি পড়িলে কোন দায়। কি বলিয়া ঘরে যাব, নন্দ আগে কি বলিব, কি কহিব যশোমতী মায়॥ কি কাজ করিলি বিধি, কেবা নিল গুণনিধি, বজর পড়িল মোর মাথে। যমুনাতে দিব ঝাঁপ, ঘুচাও হৃদের তাপ, প্রাণত্যাগ করিব নিশ্চিতে॥ রাখাল আকুল হৈয়া, পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া, সুবল আইল হেনকালে। উঠ ভাই তেজ দুখ, কি লাগিয়া কর শোক, দাস পূর্ণানন্দ ইহা বলে॥

সুবলের কথা শুনি পুছে বলরাম। কহ রে সুবল কোথা নবঘন শ্যাম॥ না দেখিয়া মুখশশী ফাটে মোর হিয়া। বাঁচহ আমারে প্রাণ কানু দেখাইয়া॥ এতেক শুনিয়া সুবল কহে বলরামে। ধেনু ফিরাইতে গেলাম ভাই কানায়ের সনে॥ হেনকালে আইল তথা কংসের এক চর। সঙ্গে সখাগণ তার রূপ মনোহর॥ আসিয়া বান্ধিল ভাই কানায়ের করে। দেখিয়া আকুল চিত পলাইনু ডরে॥ এত শুনি ক্রোধাবেশে ধায় বলরাম। দূরেতে পাইল দেখা নবঘন-শ্যাম॥ ধাইল সকল সখা আইল মুরারি। দাস পুনানন্দ কহে চরিত মাধুরী॥

একাদশ বৎসরের চৈত্র পূর্ণিমায় অরিষ্ট বধ। প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রেমের উৎকর্ষ বশতঃ প্রিয়সন্নিধানে বিচ্ছেদস্ফূর্ত্তিজনিত ভাবের নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রেমবৈচিত্ত্যাবস্থায় প্রিয়ের প্রতি আক্ষেপ প্রভৃতি অষ্টবিধ আক্ষেপ উক্ত হইয়া থাকে। তৎসম্বন্ধীয় পদাবলি যথা :—

শ্যামক কোরে, যতনে ধনি শুতল, মদন আলসে ভুজ জোর। ভুজে ভুজে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন, যেন কাঞ্চন মণি যোড়। কোরহি শ্যাম, চমকি ধনি বোলত, কবে মুঝে মিলব কান। অদভুত তাপ, তরজ মধু মিটব, অমিয়া করব সিনান॥ সো মুখ মাধুরী, বঙ্ক নেহারই, সোঙরি সোঙরি মন ঝুর। সো তনু পরশ, পরশ যব পাওব, তবহি মনোরথ পূর॥ এত কহি সুন্দরী, দীঘ নিশাসই, মুরছিত হইল গেয়ান। আকুল রাই, শ্যাম পরবোধত, গোবিন্দদাস পরমাণ॥

ওহে শ্যাম তু সে সুজন জানি। কি গুণে বাড়াইলা, কি দোষে ছাড়িলা, নবীন পিরীতি খানি॥ তোমার পিরীতি, আদর আরতি, আর কি এমন হবে। মোর মনে ছিল, এ সুখ সম্পদ, জনম অবধি যাবে॥ ভাল হৈল কান, দিলা সমাধান, বুঝিলাম অলপ কাজে। মুই অভাগিনী, পাছু না গণিলাম, ভুবন ভরিল লাজে॥ যখন আমার, ছিল শুভদিন, তখন বাসিতে ভাল। এখনে এ সাধে, না পাই দেখিতে, কাঁদিতে জনম গেল॥ কহয়ে শেখর, বঁধুর পিরীতি, কহিতে পরাণ ফাটে। শঙ্খ বণিকের, করাত যেমন, আসিতে যাইতে কাটে॥

বঁধু সকলি আমার দোষ। না জানিয়া যদি, করেছি পিরীতি, কাহারে করিব রোষ॥ সুধার সাগর, সমুখে দেখিয়া, আইনু আপন সুখে। কে জানে খাইলে, গরল হইবে, পাইব এতেক দুখে॥ মো যদি জানিতাম, অলপ ইঙ্গিতে, তবে কি এমন করি। জাতি কুল শীল, মজিল সকল, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥ অনেক আশার, ভরসা মরুক, দেখিতে করিয়ে সাধ। প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক, ভাগের আধের আধ॥ যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে, সেহ যদি করে আনে। চণ্ডিদাসে কহে, এমনি পিরীতি, করয়ে সুজন সনে॥

তোমরা মোরে, ডাকিয়া সুধাও না, প্রাণ আন চান লাগি। কেবা নাহি, করে প্রেম, আমি হইলাম দোষী। গোকুল নগরে, কেবা কি না করে, তাহে কি নিষেধ বাধা। সতী কুলবতী, সে সব যুবতী, কানু কলঙ্কিনী রাধা॥ বাহির হইতে, লোক চরচায়, বিষ মিশাইল ঘরে। পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী, আপন বলিব কারে॥ তোমরা পরাণের, বেথিত আছিলা, জীবনে মরণে সঙ্গ। অনেক দোষের, দোষিণী হইলে, কে ছাড়ে আপন সঙ্গ॥ নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই, সবাই আপন বলে। সো পুন ইছিয়া, নিছিয়া লইনু, অনাদি জনম ফলে॥ রাধা বলি আর, ডাকি না সুধাও, এখনি এখানে মৈলে। চণ্ডিদাস কহে, সকলি পাইবা, বঁধুয়া আপনা হৈলে॥

দিবস রজনী, গুণ গণি গণি, কি হইল দারুণ বাধা। খলের বচনে, পাতিয়া শ্রবণে, খাইনু আপন মাথা॥ শুন শুন দূতি, কি কব মো প্রতি, বচন না লাগে ভাল। কি ছার পিরীতে, ভাবিতে ভাবিতে, [illegible]ার বরণ কাল॥ সোণার গাগরি, বিষজল ভরি, কেবা আনি দিল আগে। করিনু আহার, না করি বিচার, এ বধ কাহারে লাগে॥ নীর লোভে মৃগী, পিয়াসে ধাইতে, ব্যাধ শর দিল বুকে। জলের শফরী, আহার করিতে, বঁড়শী লাগিল মুখে॥ নব ঘন হেরি, পিয়াসে চাতকী, চঞ্চু পসারল আশে। বারিক কারণ, ধরল পবন, কুলিশ মিলিল শেষে॥ নাথ হেম পাঞা, যতনে বান্ধিতে, পড়ল অগাধ জলে। হেন অনুচিত, করে পাপ বিধি, দ্বিজ চণ্ডিদাস বলে॥

মুরলী রে মিনতি করিয়ে বার বার। শ্যামের অধরে রৈয়া, রাধা রাধা নাম লৈয়া, তুমি যেনে না বাজিহ আর ॥ খলের বদনে থাক, নাম ধরি সদা ডাক, গুরুজনা করে অপযশ। খল হয় যেই জনা, সে কি ছাড়ে খলপনা, তুমি কেনে হও তার বশ ॥ তোমার মধুর স্বরে, রহিতে নারিলাম ঘরে, নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান। পহিলে বাজিলে যবে, কুল শীল গেল তবে, অবশেষে আছে মোর প্রাণ ॥ যে বাজিলে সেই ভাল, ইথেই সকল গেল, তোরে আমি কহিনু নিশ্চয়। এ দাস উদ্ধব ভণে, যে বংশীর গান শুনে, সে জন তাজয়ে কুলভয় ॥

আপনা আপনি, দিবস রজনী, ভাবিয়ে কতক দুখ। যদি পাখা পাই, পাখী হইয়া যাই, না দেখাই পাপ মুখ ॥ সই বিধি দিল মোরে শোকে। পিরীতি করিয়া, আশা না পূরল, কলঙ্ক ঘুষিল লোকে ॥ হাম অভাগিনী, তাহে একাকিনী, নহিল দোসর জনা। অভাগিয়া লোকে, যত বলে মোকে, তাহা যে না যায় শুনা ॥ বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত, ঘুচিত সকল দুখ। চণ্ডিদাসে কয়, এমতি হইলে, পিরীতির কিবা সুখ ॥

আরে মনমথ নাহি তুয়া ধরম বিচার। কো করু দোখ, রোখ করু কা সঞে, বড় তুহুঁ মুরুখ গোঙার ॥ শুনইতে রূপ, কলা গুণ মাধুরী, তেঞি দিঠি হেরল কান। সোই যোধপতি, তাহে নাহি পারলি, হৃদয়ে হানলি পাঁচবাণ ॥ কিয়ে গুণে রতি তোহে, পতি করি মানল, নাম কে রাখল কাম। নাশসি কাম, কুলটা পদ দেওসি, অব তোহে চিনলু হাম ॥ দেবীপতি শিব, জীব তুয়া রাখল, জিয়ে জিয়ে এ বড়ি দুখে। তা সঞে বাদ, সাধি যৈছে ধাওলি, তৈছে অনল দিল মুখে ॥ অব হাম শম্ভু, আরাধব তুয়া লাগি, পুনঃ তোহে করব বিনাশ। বিরহিণীগণ যেন, কিয়ে ঘর কিয়ে বন, যাঁহা তাঁহা সুখে করু বাস ॥ ধরণীক বাণী, মানি তুহুঁ সুন্দরি, শম্ভু পূজরি অব কায়। মনমথ কোটি, মথন করু যো জন, সো তুয়া চরণ ধেয়ায় ॥

পরের রমণী, ঘুচিবে কথনি, এমনি করিবে ধাতা। গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, না শুনি পিরীতি কথা ॥ সই সে বড় দে

বল মোরে। শপতি করিয়া, নিছি দঢ়াইয়া, না রব এ পাপ ঘরে॥ গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন, কত না সহিব প্রাণে। ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া, রহিব গহন বনে॥ বনে যে থাকিব, শুনিতে না পাব, এ পাপ জনার কথা। গঞ্জনা ঘুচিবে, হিয়া জুড়াইবে, ঘুচিবে মনের ব্যথা॥ চণ্ডিদাস কয়, স্বতন্তরি হয়, তবে সে এমন বটে। যে সব কহিলে, করিতে পারিলে, তবে সে এ তাপ ছুটে॥

কি বুকে দারুণ ব্যথা। সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি, পাপ পিরীতির কথা॥ পিরীতি মুরতি, কভু না হেরিব, এ দুটি নয়ান কোণে; পিরীতি বলিয়া, নাম শুনইতে, মুদিয়া রহিব কাণে॥ পিরীতি আরতি, কভু না করিব, শয়নে স্বপনে মনে। পিরীতি নগরে, বসতি ত্যজিয়া, রহিব গহন বনে॥ মধুর বলিয়া, ছানিয়া খাইনু, রসনা তিতিয়া গেল। কণ্টক হইয়া, হিয়ায় ফুটিল, ব্যথায় পরাণ গেল॥ অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়া, খাইনু আপন সুখে। বিষের জ্বালায়, তনু জর জর, পরাণ পুড়িল দুখে॥ অমৃত ফলিবে, জানিয়া হৃদয়ে, রোপিনু পিরীতি বীজ। জনম সিঁচিয়া, গরল ফলিল, সাধিল মরণ নিজ॥ পিরীতি সায়র, দেখিনু সুন্দর, নিরমল তার জল। দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল॥ গুরুজন জ্বালা, জলের শেয়ালা, পড়সি জিয়ল মাছে। কুল পানিফল, কাঁটায় সকল, সলিল বেড়িয়া আছে॥ কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছানিয়া খাইনু যদি। অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে, সুখে দুখ দিল বিধি॥ বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া, গাঁথিনু পিরীতি মালা। শীতল নহিল, পরিমল গেল, জ্বালায় জ্বলিল গলা॥ ফুলের উপর, লাগিল চন্দন, সংযোগ হইল ভাল। দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া, কাঁদিনু জনম কাল॥ পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর, সিরজিল কোন ধাতা। অবধি জানিতে, কাহারে সুধাই, ঘুচাই মনের ব্যথা॥ পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর, শুনেছ ভুবন সার। আমার কপালে, হইল গরল, কালা করে ছারখার॥ সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল। অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥ শীতল

বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণে পুড়ি। নিচল ছাড়িয়া, অচলে উঠিতে, অগাধ জলেতে পড়ি॥ লছমী চাহিতে, দারিদ্র্য বেড়িল, মাণিক হারানু হেলে। পিয়াস লাগিয়া, নীরদ সেবিনু, বরজ পড়িল ভালে॥

দর্শন।

মরকত মণি, নবঘন জিনি, নীল উৎপল শোভা। দলিত অঞ্জন, অধিক চিকণ, রূপে ত্রিভুবন লোভা॥ শিরে মোহন, চূড়া নবীন, মল্লিকা মালতী বেড়া। ময়ূর চন্দ্রিকা, শোভে তছুপর, কুলবতী কুল মুড়া॥ কুটিল কুন্তল, কিয়ে কামজাল, অলকা উরগ পাশে। শোভে স্বেদকণ, যেন উড়ুগণ, উদিত ভেল আকাশে॥ ভালে চন্দন, চান্দ কিয়ে, কামিনী মোহন ফাঁদ। তিলক রুচির, মোহে পঞ্চশর, যুবতী বন্ধন ছাঁদ॥ যুগল নয়ান, গঞ্জে মৃগ মীন, কটাক্ষ কাম সায়ক। ভুরু চাপে ধরি, বিন্ধে নরনারী, মদনমোহন এক॥ নাসায় মুকুতা, দোলয়ে যেন, হিমকণ তিলফুলে। অধর যুগল, জিনি নবদল, মণ্ডিত বন্ধুক ফুলে। দশন দাড়িম, কুন্দ কলি সম, বিকচ কমল হাসি। কিবে নিশাপতি, নিশাকরী স্থিতি, ঢালিছে অমিয়া রাশি॥ গণ্ডে দোলয়ে, কেলিয়ে কুণ্ডল, মকর আকুল ভেল। শ্রুতিযুগোপরি, কদম্ব মঞ্জরী, যুবতী ভরম গেল॥ আজানুলম্বিত, ভুজ সুবলিত, করিশুণ্ড জিনি। রচিত কাঞ্চন, নানা মণিগণ, বলয় কঙ্কণ পাণি॥ তাহে শোভয়ে, বাঁশী কিয়ে, যুবতী ধরম গ্রাসী। রাতা উতপল, জিনি করতল, নখরে উদিত শশী॥ উর পরিসর, শ্রীবৎস সুন্দর, কৌস্তুভ কুসুম হারা। মুকুতা মাণিক, কুন্দন কনক, জড়িত বহে ত্রিধারা॥ কিয়ে তরু, তমালে যেন, স্থগিত বিজুরী খেলে। মলয়জ ঘন, অঙ্গে বিলেপন, চাঁদ জ্যোতি যামী জলে॥ জিনি মৃগপতি, ক্ষীণ কটি অতি, রোমাবলী কামদণ্ড। নাভি সরোবরে, কাম মীন চরে, ত্রিবলী তরঙ্গ খণ্ড॥ শোভে পীত, বসন নব, ঘনেতে তড়িত যেন। কটিতে কিঙ্কিণী, ঘণ্টিকার ধ্বনি, মোহিত যুবতী মন॥ উরু রামরম্ভা, মুনি মনোলোভা, চরণে অরুণ সাজে। নখর মুকুর, রতন নূপুর,

রুণুর ঝুণুর বাজে॥ গতি মদমত্ত মাতঙ্গ। হেরি মূরছিত ভেল অনঙ্গ॥ মনে অভিলাষ, তুয়া পদে আশ, বঞ্চিত ভেল আনন্দে। আনন্দী চাঁদের, চিত মধুকর, পিবতহি মকরন্দে॥

ঝুলন লীলা।

দেখ সখি ঝুলত যুগল কিশোর। নীলমণি জড়াওল কাঞ্চন জোর॥ ললিতা বিশাখা সখী ঝুলাওত সুখে। আনন্দে মগন হেরি দোঁহে দোঁহা মুখে॥ গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর। রঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘেরত চৌওর॥ বিবিধ কুসুমে সভে রচিয়া হিন্দোলা। দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিভোলা॥ ঝুলাওত সখীগণ করতালি দিয়া। সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বঁধুয়া॥ বিগলিত দুকূল উদিত স্বেদ বিন্দু। অমিয়া ঝরয়ে যেন দুহুঁ মুখ ইন্দু॥ হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম। চামর বাজন লেই করয়ে সেবন॥ ভ্রমর কোকিল সব বসি তরুডালে। রতি জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোলে॥ কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে। সখী সহ দোঁহাকারে হেরিব ঝুলনে॥

বসন্তলীলা।

অভিনবকুট্মল, গুচ্ছসমুজ্জ্বল, কুঞ্চিতকুন্তলভার। প্রণয়িজনেরিত, বন্ধনসহকৃত, চূর্ণিতবরগনসার॥ জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার। সৌরভসঙ্কট, বৃন্দাবনতট, বিহিতবসন্তবিকার॥ চটুলদৃগঞ্চল, রচিতরসোজ্জ্বল, রাধামদনবিকার। ভুবনবিমোহন, মঞ্জুলনর্তন, গতিবিগলিত মণিহার॥ অধরবিরাজিত, মন্দতরস্মিত, লোচিতনিজপরিবার। নিজবল্লভজন, সুহৃৎ সনাতন, চিত্তবিহরদবতার॥

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত। ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ॥ দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড। কেশর কুসুম ধরল হেমদণ্ড॥ নৃপ আসন নব পীঠল পাত। কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥ মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়। সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥ শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র। আন দ্বিজকুল পঢ়ু আশীষ মন্ত্র॥ চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ। মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ॥ কুন্দ বিল্লী তরু

ধরল নিশান। পাটল তূণ অশোকদল বাণ॥ কিংশুক লবঙ্গ লতা একসঙ্গ। হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥ সৈন্য সাজল মধুমক্ষিক কুল। শিশিরক সবহুঁ করল নিরমূল॥ উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ। নিজ নবদলে করু আদান প্রদান॥ নব বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার। বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥

আওত রে ঋতুরাজ বসন্ত। খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥ তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব। মদন মহোৎসব পিককুল রাব॥ দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর। শীত ছাড়ি রহুঁ শিখর কোর॥ মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত। নিরখি নিশাকর যুবজন হিত॥ সরোবর সরসিজ শ্যামর লেহা। জ্ঞানদাস কহে রসনিধি বাহা॥

হোরিকা লীলা।

বিহরই নিধুবনে যুগল কিশোর। ফাগু রঙ্গে আজু হৈয়াছে বিভোর॥ চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি। শ্যাম নাগর অঙ্গে দেওত ডারি॥ ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি। রাইক নিয়ড়ে ফাগু লেই গেলি॥ সব সখী ডারত নাগর অঙ্গে। নাগর খেলই রাইক সঙ্গে॥ বীণা রবাব মুরজ পিনাসে। বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥ কোই কোই গাওত নব নব তান। জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ান॥

প্রহেলিকা লীলা।

তবে কৃষ্ণ রাধা প্রতি কহে চাটুবাণী। তোমার অতুল গুণ লক্ষ্মীগুণ জিনি॥ লক্ষ্মীগর্ব্ব অভিমান যাতে কৈল চূর। অন্য কেবা তার আগে আর সব দূর॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী রাধা সুবদনী। সংলাপ করয়ে কৃষ্ণ সহ ভ্রম মানি॥ শ্রীরাধিকা কহে সেই লক্ষ্মী কুয়া নারী। কৃষ্ণ কহে তুমি লক্ষ্মী দেখহ বিচারি॥ তবে রাই কহে পুনঃ গোপনারীগণ। কি লাগিয়া কর তারে লক্ষ্মীতে গণন॥ কৃষ্ণ কহে গোপনারীপতি যেই জন। তাঁরে কৈছে বল তুমি লক্ষ্মীর রমণ॥

পাশক্রীড়া।

রাই কানু পাশা খেলে, নিজ চিত্ত কুতূহলে, পণ কৈল সুরঙ্গ রঙ্গিণী। পহিলে গোবিন্দ জিনে, বটু আনন্দিত মনে, বান্ধিল সে রঙ্গিণী হরিণী॥ যুবদ্বন্দ্ব খেলে পুন, মুরলী সারিকা পণ, দ্বিতীয়ে জিনিলা সুবদনী। আনন্দে ললিতা ধাএগ, কৃষ্ণ কর হৈতে লৈয়া, লুকায়া রাখয়ে বংশী আনি॥ কৃষ্ণ রাধা পুনর্ব্বার, খেলে পণ দুহুঁ তার, হেনকালে বটু মিথ্যা করি। কৃষ্ণে উপদেশ দান, জিনিবার অনুষ্ঠান, কহে কৃষ্ণ মারো এই সারি॥ কলোক্তি সারিকা শুনি, ভয়ে কহে দৈনা বাণী, বৃক্ষ শাখা আগে উড়ি যায়। রাই কানু তাহা দেখি, হৈয়া সকৌতুকে সুখী, হাসে দুহুঁ আনন্দ হিয়ায়॥ চতুর্থে রাখিলা পণ, নিজ সহচরগণ, রাধিকার জয় অনুমানি। বটু সশঙ্কিত হৈয়া, চালে পাশা ভয় পাএগ, গোবিন্দের হীন দান জানি॥ জিনিল জিনিল বলি, এক পাশা কৈল চুরি, দেখি ক্রোধ করি সখীগণে। বটুর বন্ধন কাজে, সব সখীগণ সাজে, অত্যন্ত কলহ তার সনে॥

নাগর নাগরী, সঙ্গে সহচরী, বিনোদ পাশার খেলা। সহচর পণে, নাগর হারিলা, দেখি বটু পলাইলা॥ ললিতা বিশাখা, ধরিয়া তাহারে, বান্ধিয়ে রাখিতে চায়। শ্রীমধুমঙ্গল, হাসি খল খল, সখা জয় বলি ধায়॥ তোর সখা যোরে, খেলিতে হারিলে, আর কি করিতে পারে। রাধিকার নিজ, পরিজন করি, নিকটে রাখিব তোরে॥ এত কহি তার, করেতে ধরিয়া, রাইর নিয়ড়ে আনে। দেখি সুবদনী, ঈষৎ হাসিয়া, চাহে তার মুখপানে॥ সুদেবা কহয়ে, দ্বিজের কুমার, উহারে ছাড়িয়া দেহ। আর প্রিয়সখা, সুবল আছয়ে, তাহারে বান্ধিয়া লেহ॥ কহিতে এ বোল, উঠয়ে কন্দল, সভে কহে মোর জয়। বৃন্দা কুন্দলতা, সমাধয়ে কথা, এ দাস উদ্ধব কয়॥

রাসক্রীড়া।

কদম্ব তরুর ডাল, ভূমে নামিয়াছে ভাল, ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি। পরিমল ভরল, সকল বৃন্দাবন, কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥

রাইঁ কানু বিলসই রঙ্গে। কিয়ে দুহুঁ লাবণি, বৈদগধি ধনি ধনি, মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ রাইর দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর, মধুর মধুর চলি যায়। আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ, কোন সখী চামর ঢুলায় ॥ পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্রকর সুশীতল, মণিময় বেদির উপরে। রাই কানু কর ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি, পরশে পুলক অঙ্গ ভরে ॥ মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ, বরিষয়ে ফুল গন্ধরাজে। শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা রাই মুখ ইন্দু, অধরে মুরলী মৃদু বাজে ॥ কুসুমিত বৃন্দাবন, কলপ তরুগণ, পরাগে ভরল অলিকুল। রতনে খচিত হেম, মন্দির সুন্দর যেন, নরোত্তম মনোরথ পূর ॥

রসালস।

রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ ভবনে, আলুয়া আলস ভরে। শুতল কিশোরী, আপনা পাসরি, পরাণ নাথের কোরে ॥ সখি হের দেখসিয়া বা। নিদ যায় ধনি, চাঁদ সুবদনী, শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা ॥ নাগরের বাহু, করিয়া সিথান, বিথার বসন ভূষা। নিশ্বাসে দুলিছে, নাসার বেসর, হাসিখানি তাহে মিশা ॥ পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি, সাহস না হয় মনে। ধীরে করি বোল, না করিহ রোল, দাস জগন্নাথ ভণে ॥

রতিরস শ্রমযুত, নাগরী নাগর, মুখ ভরি তাম্বূল যোগায়। মলয়জ কুঙ্কুম, মৃগমদ কর্পূর, মিলি তহিঁ গাত লাগায় ॥ অপরূপ প্রিয়সখী প্রেম। নিজ প্রাণ কোটি, দেই নিরমঞ্ছই, নহ তুল লাখবান হেম ॥ মনোরম মালা, দুহুঁ গলে অর্পয়ে, বীজই শীত মৃদু বাত। সুগন্ধি শীতল, করু জল অর্পণ, যৈছে হোত দুহুঁ সাত ॥ দুহুঁক চরণ পুন, মৃদু সম্বাহন, করি শ্রম করলহ দূর। ইঙ্গিতে শয়ন, করল দুহুঁ সখীগণ, সবহুঁ মনোরথ পূর ॥ কুসুম শেষে দুহুঁ, নিদ্রিত হেরই, সেবন পরায়ণ সুখ। রাধামোহন দাস, কিয়ে হেরব, মেটব সব মনোদুখ ॥

কপট নিদ্রা।

নিকুঞ্জ ভবনে, রাধা বিনোদিনী, কপট নিদ্রায় রহে। এ হেন সময়ে, শ্যাম রসময়ে, যাইয়া মিলিল তাহে ॥ হাসি কোলে করি,

নিতে চায় হরি, সাহস না হয় মনে। ধীরে আলিঙ্গন, করিতে মনন, চাহে প্রিয়া মুখপানে॥ কপট সপন, বুঝিয়া তখন, ধরিয়া বদনখানি। করিল চুম্বন, হাসি ঘন ঘন, দাস জগন্নাথ বাণী॥

ফুলদোল।

ফুলবনে দেখিয়া ফুলময় ধনু। ফুলসম আভরণ করে ফুলধনু॥ ফুলময় ক্ষিতিতল ফুলময় কুঞ্জ। ফুলময় সখী বরিখয়ে ফুলপুঞ্জ॥ ফুলতনু হেরি মুগধ ফুলবাণ। ফুলশরে হানল ফুলময় কান॥ ফুলে উয়ল বনফুল বায়ু মন্দ। ফুলরসে গুঞ্জয়ে মধুকরবৃন্দ॥ অপরূপ ফুলদোল ফুলবিলাস। ফুলকরে রহু যদুনন্দন দাস॥

মাধবীবিলাস।

চন্দন চরচিত বিচরিত বেশ। কুসুম বকুল মালে বান্ধল কেশ॥ মাধবী কুঞ্জে রাই সখী সঙ্গ। বিনোদ বিলাসে মগন শ্যাম অঙ্গ॥ কাঞ্চন কেতকী চম্পক দাম। ধনী অঙ্গে বিরচল নাগর শ্যাম॥ নাগরী কুবলয়ে বিবিধ শিঙ্গার। নাগর অঙ্গে রচত কত আর॥ কুঙ্কুম চন্দন রাই অঙ্গে দেল। শ্যাম তনু মৃগমদে লেপন কেল॥ জনু তনু যৈছন মিশাওল বেশ। কি কহব মাধব তাকর শেষ॥

স্নানযাত্রা।

চৌদিকে ব্রজবধূ দেই জয়কার। ঘট ভরি শির পর দেই জলধার॥ অপরূপ কানুক ইহ অভিষেক। চৌদিকে ব্রজরমণীগণ দেখ॥ কুসুম গুলাব কর্পূরযুত বারি। ঘট ভরি দেওল শির পর ডারি॥ সিনান সমাপি পরই পীতবাস। সহচরগণ বেঢ়ল চৌপাশ॥ বৈঠল মন্দিরে সহচর মেলি। বেশ বনাওত আনন্দ-কেলি॥ মলয়জ কুঙ্কুম সুশীতল গন্ধ। বহুবিধ ঘুসৃণ লেপয়ে বহু ছন্দ॥ মলয়জ কর্পূর বাসিত ফুলহার। পরায়ল কতহুঁ রতন অলঙ্কার॥ হেরি যশোমতী আনন্দে ভাস। মাধব দেখয়ে রাইক পাশ॥

দ্বাদশ বৎসরে কেশিদৈত্যবধ। পরে মথুরা গমন।

শ্রীবৃন্দাবনলীলা সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

স্তুবতস্তস্য ভগবান্ দর্শয়িত্বা জলে বপুঃ।

ভূয়ঃ সমহরৎ কৃষ্ণো নটো নাট্যমিবাত্মনঃ॥ ১॥

শুকঃ উবাচ ;—ভগবান্ কৃষ্ণঃ (এবং) জলে আত্মনঃ বপুঃ দর্শয়িত্বা তস্য (অক্রূরস্য) স্তুবতঃ (এব সতঃ) নটঃ নাট্যম্ ইব ভূয়ঃ সমহরৎ (উপসংহৃতবান্॥ ১॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী দর্শন ও রজকবধাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন ;—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে জলমধ্যে স্তবকারী অক্রূরকে নিজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া নট যেরূপ নিজ নাট্যের উপসংহার করিয়া থাকে তদ্রূপ ঐ মূর্ত্তি পুনর্ব্বার অন্তর্ধাপিত করিলেন॥ ১॥

সোঽপি চান্তর্হিতং বীক্ষ্য জলাদুন্মজ্জ্য সত্বরঃ।

কৃত্বা চাবশ্যকং সর্ব্বং বিস্মিতো রথমাগমৎ॥ ২॥

সঃ (অক্রূরঃ) অপি (তম্) অন্তর্হিতং বীক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) চ জলাৎ উন্মজ্জ্য সত্বরঃ (ত্বরয়া যুক্তঃ) আবশ্যকং (মাধ্যাহ্নিকং) সর্ব্বং (কর্ম্ম) কৃত্বা চ বিস্মিতঃ (সন্) রথং (প্রতি) আগমৎ॥ ২॥

অক্রূরও শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্হিত জানিয়া জল হইতে উত্থিত হইয়া সত্বর আবশ্যক কর্ম্ম সকল সমাপন পূর্ব্বক সবিস্ময়ে রথের নিকট আগমন করিলেন॥ ২॥

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ কিন্তে দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্।

ভূমৌ বিয়তি তোয়ে বা তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে॥ ৩॥

তম্ (আগতম্ অক্রূরং) হৃষীকেশঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণঃ) অপৃচ্ছৎ, ইহ (অস্মিন্ কালে) ভূমৌ বিয়তি (আকাশে) তোয়ে (জলে) বা তে (ত্বয়া) কিম্ অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যং) দৃষ্টম্ (ইতি)। তথা (দৃষ্টাদ্ভুতং) ত্বাং লক্ষয়ামহে (চিহ্নৈরনুমিনুমঃ)॥ ৩॥

অক্রূর আগমন করিলে, হৃষীকেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি স্নানের সময় ভূতলে আকাশে বা জলে কিছু আশ্চর্য্য দর্শন করিলে কি? তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তুমি যেন কিছু আশ্চর্য্য দেখিলে ॥ ৩ ॥

অদ্ভুতানীহ যাবন্তি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।
ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেঽদৃষ্টং বিপশ্যতঃ ॥ ৪ ॥

অক্রূরঃ উবাচ ;—ইহ ভূমৌ বিয়তি জলে বা যাবন্তি অদ্ভুতানি (সন্তি) বিশ্বাত্মকে ত্বয়ি তানি (সর্ব্বাণি সন্তি অতঃ ত্বাং) বিপশ্যতঃ মে (মম, ময়া) কিম্ অদৃষ্টম্ ॥ ৪ ॥

অক্রূর বলিলেন ;—এই ভূতলে আকাশে বা জলে যে কিছু আশ্চর্য্য আছে, সে সকলই বিশ্বাত্মা তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব আমি যখন তোমাকে দর্শন করিতেছি, তখন আমার অদৃষ্ট কি আছে? ॥ ৪ ॥

যত্রাদ্ভুতানি সর্ব্বাণি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।
তং ত্বানুপশ্যতো ব্রহ্মন্ কিং মে দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

(হে) ব্রহ্মন্, যত্র (ত্বয়ি) সর্ব্বাণি অদ্ভুতানি (সন্তি) তং ত্বাম্ অনুপশ্যতঃ মে (মম) ইহ ভূমৌ বিয়তি জলে বা কিম্ অদ্ভুতং দৃষ্টম্ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মন্, তোমাতে সকল আশ্চর্য্যই রহিয়াছে। তোমাকে দর্শন না করিলে, আমার এই ভূতলে আকাশে বা জলে কি অদ্ভুত দৃষ্ট হইল? ॥ ৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা চোদয়ামাস স্যন্দনং গান্দিনীসুতঃ।
মথুরামনয়দ্রামং কৃষ্ণঞ্চৈব দিনাত্যয়ে ॥ ৬ ॥

গান্দিনীসুতঃ (অক্রূরঃ) ইতি (এবম্) উক্ত্বা স্যন্দনং (রথং) চোদয়ামাস। (ততঃ) দিনাত্যয়ে (অপরাহ্ণে) রামং কৃষ্ণং চ এব মথুরাম্ অনয়ৎ ॥ ৬ ॥

অক্রূর এই কথা বলিয়া রথ চালাইয়া দিলেন। এবং তিনি অপরাহ্ণে রাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলেন ॥ ৬ ॥

মার্গে গ্রাম্যজনা রাজংস্তত্র তত্রোপসঙ্গতাঃ।
বসুদেবসুতৌ দৃষ্ট্বা প্রীতা দৃষ্টিং ন চাদদুঃ॥ ৭॥

(হে) রাজন্, তত্র মার্গে গ্রাম্যজনাঃ উপসঙ্গতাঃ (মিলিতাঃ) বসুদেব-সুতৌ (রামকৃষ্ণৌ) দৃষ্ট্বা চ প্রীতাঃ (সন্তঃ) দৃষ্টিং ন আদদুঃ॥ ৭॥

রাজন্, পথিমধ্যে স্থানে স্থানে গ্রাম্য লোক সকল আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করিয়া এতই প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন যে দৃষ্টি পরাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই॥ ৭॥

তাবদ্‌ব্রজৌকসস্তত্র নন্দগোপাদয়োঽগ্রতঃ।
পুরোপবনমাসাদ্য প্রতীক্ষন্তোঽবতস্থিরে॥ ৮॥

(অক্রূরঃ স্নানাদিক্রিয়াং সমাপ্য যাবৎ রামকৃষ্ণৌ মথুরাম্ অনয়ৎ) তাবৎ অগ্রতঃ (ততঃ পূর্ব্বম্ এব) নন্দগোপাদয়ঃ পুরোপবনম্ আসাদ্য (আগত্য) প্রতীক্ষন্তঃ (রামকৃষ্ণাগমনং প্রতীক্ষমাণাঃ) অবতস্থিরে (স্থিতাঃ)॥ ৮॥

অক্রূর স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় আনয়ন করিবার পূর্ব্বেই নন্দাদি গোপগণ মথুরাপুরীর প্রান্তভাগস্থিত উপবনে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতেছিলেন॥ ৮॥

তান্ সমেত্যাহ ভগবানক্রূরং জগদীশ্বরঃ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রশ্রিতং প্রহসন্নিব॥ ৯॥

জগদীশ্বরঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তান্ (নন্দাদীন্) সমেত্য পাণিনা (স্বপাণিনা) পাণিম্ (অক্রূরপাণিং) গৃহীত্বা প্রহসন্ ইব প্রশ্রিতম্ অক্রূরম্ আহ॥ ৯॥

জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দাদি গোপগণকে প্রাপ্ত হইয়া নিজ হস্ত দ্বারা অক্রূরের হস্তধারণ পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে বিনয়াবনত অক্রূরকে বলিলেন॥ ৯॥

ভবান্ প্রবিশতামগ্রে সহযানঃ পুরীং গৃহম্।
বয়ন্ত্বিহাবমুচ্যাথ তাত দ্রক্ষ্যামহে পুরীম্॥ ১০॥

(হে) তাত, অগ্রে (মৎপ্রবেশাৎ পূর্ব্বম্ এব) সহযানঃ (রথসহিতঃ) ভবান্ পুরীং প্রবিশতাম্। (ততঃ) গৃহং (চ প্রবিশতাম্)। বয়ং তু ইহ উপবনে অবমুচ্য (বস্তূনি উত্তার্য্য বিশ্রম্য) অথ (অনন্তরং) পুরীং দ্রক্ষ্যামঃ ॥ ১০ ॥

তাত, আপনি অগ্রে রথ লইয়া পুরীতে যাইয়া নিজ গৃহে গমন করুন। আমরা এই উপবনে আমাদিগের দ্রব্যাদি রাখিয়া কিছুকাল বিশ্রামের পর পুরী দর্শন করিব ॥ ১০ ॥

অক্রূর উবাচ।

নাহং ভবদ্ভ্যাং রহিতঃ প্রবেক্ষ্যে মথুরাং প্রভো।
ত্যক্তুং নার্হসি মাং নাথ ভক্তং তে ভক্তবৎসল ॥ ১১ ॥

অক্রূরঃ উবাচ ;—(হে) প্রভো, ভবদ্ভ্যাং রহিতঃ (বিযুক্তঃ) অহং মথুরাং ন প্রবেক্ষ্যে। (হে) নাথ, ভক্তবৎসল, তে (তব) ভক্তং মাং ত্যক্তুং ন অর্হসি ॥ ১১ ॥

অক্রূর বলিলেন ;— প্রভো, আমি আপনাদিগকে রাখিয়া মথুরায় প্রবেশ করিব না। নাথ, ভক্তবৎসল, আমি তোমার ভক্ত, আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত হইতেছে না ॥ ১১ ॥

আগচ্ছ যাম গেহান্নঃ সনাথান্ কুর্ব্বধোক্ষজ।
সহাগ্রজঃ সগোপালৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চ সুহৃত্তম ॥ ১২ ॥

(হে) অধোক্ষজ, সুহৃত্তম, সহাগ্রজঃ (ত্বং) সুহৃদ্ভিঃ সগোপালৈঃ চ (গোপালৈঃ চ সহ) আগচ্ছ যামঃ (সর্ব্বে বয়ং সহ এব গমিষ্যামঃ। গমনেন) নঃ (অস্মান্) গেহান্ (চ) সনাথান্ কুরু (স্বকীয়ত্বেন অঙ্গীকুরু) ॥ ১২ ॥

অধোক্ষজ, তুমি অগ্রজ বলদেব ও বয়স্ত গোপবালকদিগের সহিত আগমন কর, আমরা সকলে একত্র গমন করিব। তুমি আগমন দ্বারা আমাদিগকে ও আমাদিগের গৃহাদিকে আপনার বলিয়া অঙ্গীকার কর ॥ ১২ ॥

পুনীহি পাদরজসা গৃহান্ নো গৃহমেধিনাম্।
যচ্ছৌচেনানুতৃপ্যন্তি পিতরঃ সাগ্নয়ঃ সুরাঃ ॥ ১৩ ॥

যচ্ছৌচেন (যস্য তব পাদস্য শৌচেন প্রক্ষালনোদকেন) পিতরঃ সাগ্নয়ঃ সুরাঃ (চ) অতৃপ্যন্তি পাদরজসা (তস্য পাদস্য রজসা) গৃহমেধিনাং নঃ (অস্মাকং) গৃহান্ পুনীহি॥ ১৩॥

আপনার পাদপ্রক্ষালন জল দ্বারা পিতৃগণ ও অগ্নির সহিত দেবগণ তৃপ্ত হয়েন, অতএব ঐ চরণের ধূলি দ্বারা, আমরা গৃহস্থ, আমাদিগের গৃহ পবিত্র করুন॥ ১৩॥

অবনিজ্যাঙ্ঘ্রি যুগলমাসীৎ শ্লোক্যো বলির্মহান্।
ঐশ্বর্য্যমতুলং লেভে গতিঞ্চৈকান্তিনাস্তু যা॥ ১৪॥

(তব) অঙ্ঘ্রিযুগলম্ অবনিজ্য (প্রক্ষাল্য) বলিঃ শ্লোক্যঃ (কীর্ত্তনীয়ঃ গুণৈঃ) মহান্ (চ) আসীৎ। অতুলম্ ঐশ্বর্য্যম্ একান্তিনাং তু যা গতিঃ (তাং) চ লেভে॥ ১৪॥

আপনার চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া বলিরাজা কীর্ত্তিযোগ্য ও মহান্ হইয়াছেন। আর তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য এবং একান্ত ভক্তের যে গতি তাহাও লাভ করিয়াছেন॥ ১৪॥

আপস্তেঽঙ্ঘ্র্যবনেজন্যস্ত্রীন্‌ লোকান্ শুচয়োঽপুনন্।
শিরসাধত্ত যাঃ সর্ব্বঃ স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ॥ ১৫॥

তে (তব) অঙ্ঘ্র্যবনেজন্যঃ শুচয়ঃ (পবিত্রাঃ) আপঃ ত্রীন্ লোকান্ অপুনন্ (পবিত্রিতবত্যঃ)। যাঃ (আপঃ ঈশ্বরোঽপি) সর্ব্বঃ শিরসা আধত্ত (ধৃতবান্। যাভিঃ অদ্ভিঃ) সগরাত্মজাঃ স্বঃ (স্বর্গং) যাতাঃ (গতাঃ)॥ ১৫॥

আপনার চরণপ্রক্ষালনের পবিত্র বারি তিন লোক পবিত্র করিয়াছে। ঐ জল স্বয়ং মহাদেব মস্তকে ধারণ করেন। এবং ঐ জলের স্পর্শে সগরসন্তানগণ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১৫॥

দেবদেব জগন্নাথ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন।
যদূত্তমোত্তমঃশ্লোক নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥ ১৬॥

দেবদেব, জগন্নাথ, পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন, যদূত্তম, উত্তমঃশ্লোক, নারায়ণ, তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু॥ ১৬॥

দেবদেব, জগন্নাথ, পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন, যদূত্তম, উত্তমঃশ্লোক, নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার করি॥ ১৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

আয়াস্যে ভবতো গেহমহমার্য্যসমন্বিতঃ।
যদুচক্রদ্রুহং হত্বা বিতরিষ্যে সুহৃৎপ্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ;—যদুচক্রদ্রুহং (যদুচক্রায় যদুবংশসমূহায় দ্রুহ্যতীতি তং কংসং) হত্বা আর্য্যসমন্বিতঃ (বলভদ্রসহিতঃ) অহং ভবতঃ গেহম্ আয়াস্যে (আগমিষ্যামি)। সুহৃৎপ্রিয়ম্ (অন্যেষামপি সুহৃদাং প্রিয়ং) বিতরিষ্যে (করিষ্যামি) ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন;—যাদবগণের দ্রোহকারী কংসকে সংহার করিয়া আর্য্য বলদেবের সহিত আমি আপনার গৃহে আগমন করিব এবং অপরাপর সুহৃদ্গণের প্রিয়াচরণ করিব ॥ ১৭ ॥

এবমুক্তো ভগবতা সোঽক্রূরো বিমনা ইব।
পুরীং প্রবিষ্টঃ কংসায় কর্ম্মাবেদ্য গৃহং যযৌ ॥ ১৮ ॥

এবং ভগবতা উক্তঃ সঃ অক্রূরঃ বিমনাঃ ইব পুরীং প্রবিষ্টঃ (সন্) কংসায় (স্বকৃতং) কর্ম্ম আবেদ্য গৃহং যযৌ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ এই কথা বলিলে, অক্রূর বিমনা হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কংসকে নিজ কর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

অথাপরাহ্ণে ভগবান্ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ।
মথুরাং প্রাবিশদ্ গোপৈর্দিদৃক্ষুঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৯ ॥

অথ (পুরীং) দিদৃক্ষুঃ গোপৈঃ পরিবারিতঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ (চ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ অপরাহ্ণে মথুরাং প্রাবিশৎ। ১৯ ॥

অনন্তর পুরীদর্শন কামনায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোপগণে পরিবৃত হইয়া অপরাহ্ণে মথুরায় প্রবেশ করিলেন ॥ ১৯ ॥

দদর্শ তাং স্ফাটিকতুঙ্গগোপুর-
দ্বারাং বৃহদ্ধেমকবাটতোরণাম্।
তাম্রারকোষ্ঠাং পরিখাদুরাসদা-
মুদ্যানরম্যোপবনোপশোভিতাম্ ॥ ২০ ॥

সৌবর্ণশৃঙ্গাটকহর্ম্ম্যনিষ্কুটৈঃ
শ্রেণীসভাভির্ভবনৈরুপস্কৃতাম্।
বৈদূর্য্যবজ্রামলনীলবিদ্রুমৈ-
র্মুক্তাহরিদ্ভির্বলভীষু বেদিষু ॥ ২১ ॥
জুষ্টেষু জালামুখরন্ধ্রকুট্টিমে-
ষ্বাবিষ্টপারাবতবর্হিনাদিতাম্।
সংসিক্তরথ্যাপণমার্গচত্বরাং
প্রকীর্ণমাল্যাঙ্কুরলাজতণ্ডুলাম্ ॥ ২২ ॥
আপূর্ণকুম্ভৈর্দধিচন্দনোক্ষিতৈঃ
প্রসূনদীপাবলিভিঃ সপল্লবৈঃ।
সবৃন্দরম্ভাক্রমুকৈঃ সকেতুভিঃ
স্বলঙ্কৃতদ্বারগৃহাং সপট্টিকৈঃ ॥ ২৩ ॥

স্ফাটিকতুঙ্গগোপুরদ্বারাং (স্ফাটিকানি স্ফটিকময়ানি তুঙ্গানি উচ্চ্রিতানি গোপুরাণি পুরদ্বারাণি অন্যানি চ দ্বারাণি যস্যাং তাং) বৃহদ্ধেমকবাটতোরণাং (বৃহন্তি হেমময়ানি কবাটানি তোরণানি চ যস্যাং তাং) তাম্রারকোষ্ঠাং (তাম্রং চ আরঃ আরকূটঃ পিত্তলং চ তন্ময়াঃ কোষ্ঠাঃ ধান্যাগারাশ্বশালাদয়ঃ যস্যাং তাং) পরিখাদুরাসদাং (পরিখাঃ পরিতঃ খাতাঃ গর্ত্তাঃ তাভিঃ দুরাসদাং দুর্গমাম্) উদ্যানরম্যোপবনোপশোভিতাম্ (উদ্যানানি দূরস্থানি বনানি রম্যাণি উপবনানি চ নিকটস্থানি তৈঃ উপশোভিতাং) সৌবর্ণশৃঙ্গাটকহর্ম্ম্যনিষ্কুটৈঃ (সৌবর্ণাঃ শৃঙ্গাটকাঃ চতুষ্পথাঃ হর্ম্ম্যাণি ধনিনাং গৃহাঃ চ নিষ্কুটাঃ গৃহোচিতাঃ আরামাঃ চ তৈঃ) শ্রেণীসভাভিঃ (শ্রেণীনামেকরূপশিল্পোপজীবিনাং সভাভিঃ উপবেশনস্থানৈঃ) ভবনৈঃ (গৃহৈঃ) উপস্কৃতাম্ (অলঙ্কৃতাং) বৈদূর্য্যবজ্রামলনীলবিদ্রুমৈঃ (বৈদূর্য্যং বজ্রঃ হীরকম্ অমলঃ স্ফটিকঃ নীলঃ বিদ্রুমঃ প্রবালঃ চ তৈঃ) মুক্তাহরিদ্ভিঃ (মুক্তাঃ চ হরিৎ হরিতঃ মরকতঃ চ তৈঃ) জুষ্টেষু (সংযুক্তেষু) বলভীষু (গৃহপুরোভাগস্থবক্রদারুচ্ছাদনেষু) বেদিষু (বলভীনিম্নভাগবিরচিতোপবেশনস্থানেষু) জালামুখরন্ধ্রকুট্টিমেষু (জালামুখরন্ধ্রাণি গবাক্ষচ্ছিদ্রাণি কুট্টিমানি মণিবদ্ধভূময়ঃ তেষু) আবিষ্টপারাবতবর্হিনাদিতাম্ (আবিষ্টৈঃ উপবিষ্টৈঃ পারাবতৈঃ বর্হিভিঃ চ নাদিতাং) সংসিক্তরথ্যাপণমার্গচত্বরাং (রথ্যাঃ রাজমার্গাঃ আপণাঃ

পণ্যবীথয়ঃ মার্গাঃ অন্যে চত্বরাণি অঙ্গনানি সংসিক্তানি রথ্যাদীনি যস্যাং তাং) প্রকীর্ণমাল্যাঙ্কুরলাজতণ্ডুলাং (প্রকীর্ণাঃ মাল্যাদয়ঃ যস্যাং তাং) দধিচন্দনোক্ষিতৈঃ (দধ্না চন্দনেন চ উক্ষিতৈঃ সিক্তৈঃ) প্রসূনদীপাবলিভিঃ (প্রসূনানাং দীপানাং চ আবলয়ঃ যেষু তৈঃ) সপল্লবৈঃ সবৃন্দরম্ভাক্রমুকৈঃ (বৃন্দানি ফলগুচ্ছাঃ তৈঃ উপলক্ষিতাঃ রম্ভাঃ ক্রমুকাঃ গুবাকাঃ চ তৎসহিতৈঃ) সকেতুভিঃ (ধ্বজাসহিতৈঃ) সপট্টিকৈঃ (পট্টিকাঃ বিতস্তিবিস্তারপট্টবস্ত্রাণি তৎসহিতৈঃ) আপূর্ণকুম্ভৈঃ অলঙ্কৃতদ্বারগৃহাং (অলঙ্কৃতানি দ্বারাণি যেষাং তে অলঙ্কৃতদ্বারাঃ গৃহাঃ যস্যাং তাং) তাং মথুরাং দদর্শ। ২০-২৩।

মথুরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সেই পুরীর পুরদ্বার ও অপরাপর দ্বার সকল উন্নত ও স্ফটিকময়, এবং তোরণসমূহে বৃহৎ হেমময় কপাট সকল সংলগ্ন; উহার ধান্যাগার ও অশ্বশালা সকল তাম্র ও পিত্তল দ্বারা নির্ম্মিত; উহা চতুর্দ্দিকে পরিখা দ্বারা দুর্গম; উহা দূরস্থ উদ্যান ও নিকটস্থ উপবনে পরিশোভিত; উহার চতুষ্পথ, হর্ম্ম্য, ধনীদিগের ভবন ও বৃক্ষবাটিকা সকল সুবর্ণমণ্ডিত, উহা শ্রেণীবদ্ধ একরূপশিল্পোপজীবিগণের উপবেশনস্থান ও ভবন সকলে সুসজ্জিত; উহার বিদ্রুম হীরক স্ফটিক নীলকান্ত প্রবাল এবং মুক্তা ও মরকতমণি সকল দ্বারা খচিত বারাণ্ডা, তন্নিম্নস্থ বেদী গবাক্ষচ্ছিদ্র ও অপরাপর বেদী সকলে উপবিষ্ট পারাবত ও ময়ূর সকলের শব্দে নিনাদিত; উহার রাজপথ পণ্যবীথি ও অন্যান্য পথ সকল সুগন্ধ জল দ্বারা সিক্ত; উহার স্থানে স্থানে মাল্য, যবাদিশস্যের অঙ্কুর, লাজ ও তণ্ডুল সকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; উহার দ্বার ও ভবন সকল দধি ও চন্দন দ্বারা উক্ষিত, পুষ্প ও দীপ দ্বারা বেষ্টিত, সপল্লব গুবাক রম্ভা ও অপরাপর ফলগুচ্ছে মণ্ডিত, ধ্বজা ও পট্টিকা সহিত পূর্ণ কুম্ভ দ্বারা অলঙ্কৃত রহিয়াছে॥ ২০—২৩॥

তাং সংপ্রবিষ্টৌ বসুদেবনন্দনৌ
বৃতৌ বয়স্যৈর্নরদেববর্ত্মনা।
দ্রষ্টুং সমীয়ুস্ত্বরিতাঃ পুরস্ত্রিয়ো
হর্ম্ম্যাণি চৈবারুরুহুর্নৃপোৎসুকাঃ॥ ২৪॥

(হে) নৃপ, তাম্ (এবম্ভূতাং পুরীং) বয়স্যৈঃ (সখিভিঃ) বৃতৌ নরদেব-বর্ত্মনা (রাজমার্গেণ) সংপ্রবিষ্টৌ বসুদেবনন্দনৌ দ্রষ্টুম্ উৎসুকাঃ (উৎসাহ-যুক্তাঃ চ) পুরস্ত্রিয়ঃ (যাঃ কশ্চিৎ সাধারণ্যঃ তাঃ) ত্বরিতাঃ এব সমীয়ুঃ (গৃহাৎ নিঃসৃত্য সম্মুখমাজগ্মুঃ যাঃ চ ন বহির্নির্গমনযোগ্যাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ তাঃ) চ হর্ম্ম্যাণি আরুরুহুঃ ॥ ২৪ ॥

রাজন্, কৃষ্ণ ও বলরাম বয়স্যগণের সহিত রাজপথ দিয়া সেই পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইয়া, সাধারণ পুরস্ত্রী সকল বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল এবং কুল-কামিনী সকল বাটীর ছাদোপরি আরোহণ করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

কাশ্চিদ্ বিপর্য্যগ্‌ধৃতবস্ত্রভূষণা
বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেষ্বথাপরাঃ।
কৃতৈকপত্রশ্রবণৈকনূপুরা
নাঙ্‌ক্ত্বা দ্বিতীয়ং ত্বপরাশ্চ লোচনম্ ॥ ২৫ ॥

কাশ্চিৎ বিপর্য্যগ্‌ধৃতবস্ত্রভূষণাঃ (বিপর্য্যক্ বিপরীতং যথা ভবতি তথা ধৃতানি বস্ত্রাণি ভূষণানি চ যাভিঃ তথাভূতাঃ) অথ (তথা) অপরাঃ (তু) যুগলেষু (খাগৌষু কুণ্ডলাদিষু) একং বিস্মৃত্য (একমেব ধৃত্বা) চ (অন্যাঃ তু) কৃতৈকপত্রশ্রবণৈকনূপুরাঃ (কৃতং নিক্ষিপ্তম্ একম্ এব পত্রং যয়োঃ তে শ্রবণে যাসাম্ একমেব নূপুরং চরণেষু যাসাং তাশ্চ তাশ্চ) অপরাঃ তু দ্বিতীয়ং লোচনং নাঙ্‌ক্ত্বা চ (সমীয়ুঃ) ॥ ২৫ ॥

কোন কোন অবলা বসন ও আভরণ বিপরীত ভাবে ধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। অপর কোন কোন রমণী পরিধেয় যুগল কুণ্ডলাদির মধ্যে একটি বিস্মরণ পূর্ব্বক অপরটি ধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। অন্য কোন কোন কামিনী এক কর্ণে একটি অলঙ্কার ও এক পদে একটি নূপুর ধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। অপর কোন কোন পুরস্ত্রী একটি লোচনে অঞ্জন পরিয়া ও অপর লোচন অঞ্জনাক্ত না করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ গমন করিল ॥ ২৫ ॥

অশ্নন্ত্য একান্তদপাস্য সোৎসবা
অভ্যজ্যমানা অকৃতোপমজ্জনাঃ।
স্বপন্ত্য উত্থায় নিশম্য নিস্বনং
নিপায়য়ন্ত্যোঽর্ভমপোহ্য মাতরঃ ॥ ২৬ ॥

সোৎসবা একাঃ অশ্নন্ত্যঃ তৎ (ভোজনম্) অপাস্য (ত্যক্ত্বা অপরাঃ তু) অভ্যজ্যমানাঃ (সখীভিঃ ক্রিয়মাণতৈলাভ্যঙ্গাঃ) অকৃতোপমজ্জনাঃ (অকৃতস্নানাঃ কাশ্চিৎ তু) স্বপন্ত্যঃ নিস্বনং নিশম্য উত্থায় মাতরঃ অর্ভং নিপায়য়ন্ত্যঃ (তম্) অপোহ্য (নিরস্য সমীয়ুঃ) ॥ ২৬ ॥

হর্ষভরাক্রান্তচিত্তা কোন কোন পুরস্ত্রী ভোজন করিতে করিতে তাহা ত্যাগ করিয়া গমন করিল। অপর কোন কোন পুরস্ত্রী সখীগণ কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ তৈলাভ্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া গমন করিল। কেহ কেহ স্নান করিতে করিতে তাহা ত্যাগ করিয়া গমন করিল। কেহ কেহ নিদ্রা যাইতে যাইতে শব্দ শুনিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গমন করিল। জননী সকল শিশু সন্তানকে স্তন পান করাইতে করাইতে তাহাকে ত্যাগ করিয়াই গমন করিল ॥ ২৬ ॥

মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ
প্রগল্‌ভলীলাহসিতাবলোকনৈঃ।
জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো
দৃশাং দদচ্ছ্রীরমণাত্মনোৎসবম্ ॥ ২৭ ॥

অরবিন্দলোচনঃ (অরবিন্দবৎ লোচনে যস্য সঃ) মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমঃ (মত্তদ্বিরদেন্দ্রবৎ বিক্রমঃ যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রগল্‌ভলীলাহসিতাবলোকনৈঃ (প্রগল্‌ভাঃ যাঃ লীলাঃ তাভিঃ হসিতানি অবলোকনানি চ তৈঃ) শ্রীরমণাত্মনা (শ্রিয়ং রময়তীতি শ্রীরমণঃ তেন আত্মনা বপুষা চ) তাসাং দৃশাম্ উৎসবং দদৎ মনাংসি জহার ॥ ২৭ ॥

পদ্মপলাশলোচন, মত্তকরীন্দ্রসদৃশবিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ মনোহর লীলা হাস্য ও অবলোকন এবং লক্ষ্মীর উৎসবদায়ক শরীর দ্বারা তাহাদিগের নয়নের আনন্দ উৎপাদন পূর্ব্বক চিত্ত হরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

দৃষ্ট্বা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুতচেতসস্তং
তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ।
আনন্দমূর্ত্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধং
হৃষ্যত্ত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিম্ ॥ ২৮ ॥

(হে) অরিন্দম (নির্জ্জিতকামাদিশত্রো), মুহুঃ শ্রুতম্ তম্ অনুদ্রুতচেতসঃ (তাঃ তং) দৃষ্ট্বা তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ (তস্য প্রেক্ষণপূর্ব্বকং যৎ উৎস্মিতং তদেব সুধা তয়া উক্ষণং সেচনং তেন লব্ধো মানঃ সৎকারঃ যাভিঃ তাঃ) দৃশা (উদ্ঘাটিতনেত্রদ্বারেণ) আত্মলব্ধম্ (আত্মনি মনসি লব্ধং প্রাপ্তম্) আনন্দমূর্ত্তিং (শ্রীকৃষ্ণম্) উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য) হৃষ্যত্ত্বচঃ (তদপ্রাপ্তিজম্) অনন্তম্ আধিং (মনোব্যথাং) জহুঃ ॥ ২৮ ॥

হে অরিন্দম! ঐ সকল রমণী বারংবার শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত হইয়াছিল; তাহারা এক্ষণে তাঁহাকে দর্শন করিল এবং তৎকর্ত্তৃক নিরীক্ষণ ও হাস্যামৃতসেচনে লব্ধমান হইয়া উদ্ঘাটিত নয়নদ্বারে অন্তরপ্রাপ্ত আনন্দমূর্ত্তি শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোমাঞ্চিতকলেবর হইল ও তাঁহার অপ্রাপ্তি নিবন্ধন অনন্ত মনোব্যথা পরিত্যাগ করিল ॥ ২৮ ॥

প্রাসাদশিখরারূঢ়া প্রীত্যুৎফুল্লমুখাম্বুজাঃ।
অভ্যবর্ষন্ সৌমনস্যৈঃ প্রমদা বলকেশবৌ ॥ ২৯ ॥

প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ প্রীত্যুৎফুল্লমুখাম্বুজাঃ (প্রীত্যা উৎফুল্লানি মুখাম্বুজানি যাসাং তাঃ) প্রমদাঃ সৌমনস্যৈঃ (পুষ্পসমূহৈঃ) বলকেশবৌ অভ্যবর্ষন্ ॥ ২৯ ॥

প্রাসাদশিখরারূঢ়, প্রীতিপ্রফুল্লমুখপদ্ম পুরনারী সকল পুষ্পসমূহ দ্বারা কৃষ্ণ ও বলরামকে অভিবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

দধ্যক্ষতৈঃ সোদপাত্রৈঃ স্রগ্গন্ধৈরভ্যুপায়নৈঃ।
তাবানর্চ্চুঃ প্রমুদিতাস্তত্র তত্র দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০ ॥

তত্র তত্র দ্বিজাতয়ঃ প্রমুদিতাঃ (সন্তঃ) দধ্যক্ষতৈঃ সোদপাত্রৈঃ স্রগ্গন্ধৈঃ অভ্যুপায়নৈঃ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) আনর্চ্চুঃ ॥ ৩০ ॥

স্থানে স্থানে দ্বিজাতি সকল আনন্দিত হইয়া দধি অক্ষত জলপাত্র

মাল্য গন্ধ প্রভৃতি উপায়ন লইয়া কৃষ্ণ ও বলরামের পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

উচুঃ পৌরা অহো গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্মহৎ।
যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ ॥ ৩১ ॥

পৌরাঃ উচুঃ ;—অহো গোপাঃ কিং মহৎ তপঃ অচরন্। যাঃ (গোপাঃ) নরলোকমহোৎসবৌ (নরলোকস্য মহান্ উৎসবঃ যাভ্যাং তৌ) এতৌ (রামকৃষ্ণৌ) অনুপশ্যন্তি ॥ ৩১ ॥

পুরবাসিনী সকল বলিতে লাগিলেন ;—অহো গোপীগণ কি মহৎ তপঃ আচরণ করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা নরলোকের মহোৎসব স্বরূপ এই রাম ও কৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

রজকং কঞ্চিদায়ান্তং রঙ্গকারং গদাগ্রজঃ।
দৃষ্ট্বাযাচত বাসাংসি ধৌতান্যত্যুত্তমানি চ ॥ ৩২ ॥

(এবং জনেষু বদৎসু সৎসু) গদাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আয়ান্তং কঞ্চিৎ রজকং রঙ্গকারং দৃষ্ট্বা ধৌতানি অত্যুত্তমানি চ বাসাংসি অযাচত ॥ ৩২ ॥

লোক সকল এই প্রকার বলিতেছেন, এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ একজন বসনরঞ্জনকারী রজককে দেখিয়া তাহার নিকট ধৌত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র সকল প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩২ ॥

দেহ্যাবয়োঃ সমুচিতান্যঙ্গ বাসাংসি চার্হতোঃ।
ভবিষ্যতি পরং শ্রেয়ো দাতুস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অঙ্গ, অর্হতোঃ (দানপাত্রয়োঃ) আবয়োঃ সমুচিতানি বাসাংসি দেহি চ। দাতুঃ তে (তব) পরং শ্রেয়ঃ ভবিষ্যতি, অত্র সংশয়ঃ ন (অস্তি) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অহে রজক, আমরা দানের উপযুক্ত পাত্র, আমাদিগকে সমুচিত বস্ত্র সকল প্রদান কর ; আমাদিগকে বস্ত্র প্রদান করিলে তোমার পরম মঙ্গল হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই জানিও ॥৩৩॥

স যাচিতো ভগবতা পরিপূর্ণেন সর্ব্বতঃ।
সাক্ষেপং কুপিতঃ প্রাহ ভৃত্যো রাজ্ঞঃ সুদুর্ম্মদঃ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণেন ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) যাচিতঃ রাজ্ঞঃ (কংসস্য) ভৃত্যঃ সুদুর্ম্মদঃ সঃ (রজকঃ) কুপিতঃ (সন্) সাক্ষেপং (যথা স্যাৎ তথা) প্রাহ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই প্রকার যাচিত হইয়া কংসরাজের ভৃত্য সুদুর্ম্মদ সেই রজক সরোষে ভর্ৎসনা সহকারে বলিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ।
পরিধত্ত কিমুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ ॥ ৩৫ ॥

(হে) উদ্বৃত্তাঃ, (যে যূয়ং) রাজদ্রব্যাণি অভীপ্সথ নিত্যং গিরিবনেচরাঃ (তে যূয়ং) কিম্ ঈদৃশানি এব বাসাংসি পরিধত্ত ॥ ৩৫ ॥

হে দুর্ব্বৃত্ত গোপবালক সকল, রাজার দ্রব্যে অভিলাষী হইতেছ কেন? নিত্য গিরিচারী ও বনচারী গোপালেরা কি কখন ঈদৃশ বস্ত্র সকল পরিধান করিয়া থাকে? ॥ ৩৫ ॥

যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা।
বধ্নন্তি ঘ্নন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি হি ॥ ৩৬ ॥

(হে) বালিশাঃ, আশু যাত, যদি জিজীবিষা এবং মা প্রার্থ্যম্। রাজকুলানি (রাজকীয়াঃ পুরুষাঃ) দৃপ্তম্ (উদ্ধতং জনং) বধ্নন্তি ঘ্নন্তি লুম্পন্তি হি ॥ ৩৬ ॥

রে মূর্খ সকল, শীঘ্র প্রস্থান কর, যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এরূপ প্রার্থনা করিস্ না। রাজপুরুষেরা তোদের ন্যায় উদ্ধত লোকদিগকে বন্ধন হনন ও হৃতধন করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো দেবকীসুতঃ।
রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥ ৩৭ ॥

কুপিতঃ দেবকীসুতঃ এবং বিকত্থমানস্য (অসম্বদ্ধভাষমাণস্য) রজকস্য শিরঃ করাগ্রেণ (নখেন) কায়াৎ অপাহরৎ (পৃথক্কৃত্য পাতিতবান্) ॥ ৩৭ ।

রজক এইরূপ অসম্বন্ধ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া নখ দ্বারা তাঁহার দেহ হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭ ॥

তস্যানুজীবিনঃ সর্ব্বে বাসঃকোষান্ বিসৃজ্য বৈ।
দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতোমার্গং বাসাংসি জগৃহেঽচ্যুতঃ ॥ ৩৮ ॥

তস্য (রজকস্য) অনুজীবিনঃ সর্ব্বে বৈ বাসঃকোষান্ বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) সর্ব্বতঃ মার্গং দুদ্রুবুঃ (পলায়িতবন্তঃ)। অচ্যুতঃ বাসাংসি জগৃহে (আদত্ত)॥ ৩৮ ॥

তদ্দর্শনে উক্ত রজকের অনুজীবী সকল বস্ত্রপেটিকাগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পথের চারিদিকে পলায়নপরায়ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ তদবসরে বস্ত্র সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

বসিত্বাত্মপ্রিয়ে বস্ত্রে কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণস্তথা।
শেষাণ্যাদত্ত গোপেভ্যো বিসৃজ্য ভুবি কানিচিৎ ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণঃ তথা (চ) আত্মপ্রিয়ে বস্ত্রে বসিত্বা (পরিধায়) কানিচিৎ ভুবি বিসৃজ্য শেষাণি গোপেভ্যঃ আদত্ত (দত্তবান্) ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ ও বলরাম আপন আপন প্রিয় পরিধেয় ও উত্তরীয় পরিধানানন্তর কতকগুলি ভূতলে ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট বস্ত্র সকল অনুচর গোপগণকে প্রদান করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ততস্তু বায়কঃ প্রীতস্তয়োর্ব্বেশমকল্পয়ৎ।
বিচিত্রবর্ণৈশ্চৈলেয়ৈরাকল্পৈরনুরূপতঃ ॥ ৪০ ॥

ততঃ তু (কশ্চিৎ) বায়কঃ প্রীতঃ (সন্) বিচিত্রবর্ণৈঃ চৈলেয়ৈঃ (বস্ত্রময়ৈঃ) আকল্পৈঃ (ভূষণৈঃ) অনুরূপতঃ (যথাস্বরূপং) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) বেশম্ অকল্পয়ৎ ॥ ৪০ ॥

তদনন্তর কোন বায়ক তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া বিচিত্রবর্ণ বস্ত্রময় ভূষণ সমূহ দ্বারা কৃষ্ণ ও বলরামের অনুরূপ বেশ রচনা করিয়া দিল ॥ ৪০ ॥

নানালক্ষণবেশাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ।
স্বলঙ্কৃতৌ বালগজৌ পর্ব্বণীব সিতেতরৌ ॥ ৪১ ॥

পর্ব্বণি (উৎসবে) স্বলঙ্কৃতৌ সিতেতরৌ বালগজৌ ইব কৃষ্ণরামৌ নানালক্ষণবেশাভ্যাং বিরেজতুঃ ॥ ৪১ ॥

উৎসবদিবসে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত শ্বেত ও কৃষ্ণ করিশাবকের ন্যায় বলরাম ও কৃষ্ণ নানাপ্রকার বেশে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

তস্য প্রসন্নো ভগবান্ প্রাদাৎ সারূপ্যমাত্মনঃ।
শ্রিয়ঞ্চ পরমাং লোকে বলৈশ্বর্য্যস্মৃতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৪২ ॥

প্রসন্নঃ ভগবান্ তস্য (বায়কস্য দেহাবসানে) আত্মনঃ সারূপ্যং (তথা অস্মিন্) লোকে (জীবদ্দশায়ামপি) পরমাং শ্রিয়ং বলৈশ্বর্য্যস্মৃতীন্দ্রিয়ং (চ) প্রাদাৎ ॥ ৪২ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া সেই বায়কের দেহাবসানে নিজের সারূপ্য ও ইহলোকে জীবদ্দশাতেও পরম ঐশ্বর্য্য বল স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়পাটব রূপ বর প্রদান করিলেন ॥ ৪২ ॥

ততঃ সুদাম্নো ভবনং মালাকারস্য জগ্মতুঃ।
তৌ দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় ননাম শিরসা ভুবি ॥ ৪৩ ॥

ততঃ (চ রামকৃষ্ণৌ) মালাকারস্য সুদাম্নঃ ভবনং জগ্মতুঃ। তৌ দৃষ্ট্বা সঃ সমুত্থায় ভুবি শিরসা ননাম ॥ ৪৩

তদনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম সুদামা নামক মালাকারের ভবনে গমন করিলেন। সুদামা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভূমিতলে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিল ॥ ৪৩ ॥

তয়োরাসনমানীয় পাদ্যঞ্চার্ঘ্যার্হণাদিভিঃ।
পূজাং সানুগয়োশ্চক্রে স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ ॥ ৪৪ ॥

আসনং চ, পাদ্যং চ আনীয় অর্ঘ্যার্হণাদিভিঃ স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ (চ) সানুগয়োঃ তয়োঃ পূজাং চক্রে ॥ ৪৪ ॥

এবং আসন ও পাদ্য আনয়ন পূর্ব্বক অর্ঘ্য, অন্যান্য উপহার, মালা তাম্বূল ও অনুলেপন দ্বারা সানুচর রামকৃষ্ণের পূজা করিল ॥ ৪৪ ॥

প্রাহ নঃ সার্থকং জন্ম পাবিতঞ্চ কুলং প্রভো।
পিতৃদেবর্ষয়ো মহ্যং তুষ্টা হ্যাগমনেন বাম্ ॥ ৪৫ ॥

(ততঃ চ তৌ) প্রাহ ;—(হে) প্রভো, বাং (যুবয়োঃ) আগমনেন নঃ (অস্মাকং) জন্ম সার্থকং (জাতং) কুলং পাবিতং চ পিতৃদেবর্ষয়ঃ মহ্যং তুষ্টাঃ হি ॥ ৪৫ ॥

তদনন্তর বলিতে লাগিল ;—প্রভো, আপনাদের আগমনে আমাদ্ জন্ম সার্থক ও কুল পবিত্র হইল এবং পিতৃলোক দেবতা ঋষি সকল আমার প্রতি প্রীত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

ভবন্তৌ কিল বিশ্বস্য জগতঃ কারণং পরম্।
অবতীর্ণাবিহাংশেন ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বস্য (কৃৎস্নস্য) জগতঃ পরং কারণং কিল ভবন্তৌ ক্ষেমায় চ ভবায় চ ইহ (পৃথিব্যাম্) অংশেন অবতীর্ণৌ ॥ ৪৬ ॥

আপনারা নিখিল জগতের পরম কারণ হইয়াও মঙ্গল ও উদ্ভবের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে অংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

ন হি বাং বিষমা দৃষ্টিঃ সুহৃদোর্জগদাত্মনোঃ।
সময়োঃ সর্ব্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি ॥ ৪৭ ॥

সুহৃদোঃ জগদাত্মনোঃ সর্ব্বভূতেষু সময়োঃ বাং (যুবয়োঃ) ভজন্তং ভজতোঃ অপি বিষমা দৃষ্টিঃ ন হি ॥ ৪৭ ॥

আপনারা সকলের সুহৃৎ, জগতের আত্মা, সর্ব্বভূতে সম। আপনারা ভজনকারীকে ভজন করিলেও আপনাদিগের বিষমা দৃষ্টি কখনই বলা যায় না ॥ ৪৭ ॥

তাবাজ্ঞাপয়তং ভৃত্যং কিমহং করবাণি বাম্।
পুংসত্বনুগ্রহো হ্যেষ ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে ॥ ৪৮ ॥

তৌ (ভবন্তৌ) ভৃত্যং মাম্ আজ্ঞাপয়তম্ অহং বাং (যুবয়োঃ) কিং করবাণি (ইতি)। ভবদ্ভিঃ তু যৎ নিযুজ্যতে এষঃ হি পুংসঃ অনুগ্রহঃ ॥ ৪৮ ॥

আমি আপনাদিগের ভৃত্য, আমাকে আপনাদিগের কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। আপনাদিগের নিয়োগ জীবের পক্ষে অনুগ্রহই ॥ ৪৮ ॥

ইত্যভিপ্রেত্য রাজেন্দ্র সুদামা প্রীতমানসঃ।
শস্তৈঃ সুগন্ধিকুসুমৈর্মালা বিরচিতা দদৌ ॥ ৪৯ ॥

(হে) রাজেন্দ্র, ইতি (এবং বিজ্ঞাপয়ন্) অভিপ্রেত্য (ভগবদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা) প্রীতমানসঃ সুদামা শস্তৈঃ সুগন্ধিকুসুমৈঃ বিরচিতাঃ মালাঃ দদৌ ॥ ৪৯ ॥

রাজেন্দ্র, এই কথা বলিয়া শ্রীভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রীতমনা সুদামা উত্তমোত্তম সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা বিরচিত মালা সকল প্রদান করিল ॥ ৪৯ ॥

তাভিঃ স্বলঙ্কৃতৌ প্রীতৌ কৃষ্ণরামৌ সহানুগৌ।
প্রণতায় প্রপন্নায় দদতুর্বরদৌ বরান্ ॥ ৫০ ॥

তাভিঃ স্বলঙ্কৃতৌ প্রীতৌ সহানুগৌ বরদৌ কৃষ্ণরামৌ প্রণতায় প্রপন্নায় (তস্মৈ) বরান্ দদতুঃ ॥ ৫০ ॥

বরদাতা কৃষ্ণ ও বলরাম অনুচরবর্গের সহিত ঐ সকল মাল্য দ্বারা সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া প্রীতমনে প্রণত ও শরণাগত মালাকারকে প্রভূত বর প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

সোঽভিবব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দ্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্ ॥ ৫১ ॥

সঃ অখিলাত্মনি তস্মিন এব অচলাং ভক্তিং তদ্ভক্তেষু সৌহার্দ্দং চ ভূতেষু পরাং (স্বার্থশূন্যত্বেন উৎকৃষ্টাং) দয়াং চ অভিবব্রে ॥ ৫১ ॥

সুদামা তাঁহাতেই অচলা ভক্তি, ভগবদ্ভক্তবর্গের সৌহার্দ্দ ও সর্ব্বভূতে পরমা অনুকম্পা প্রার্থনা করিল ॥ ৫১ ॥

ইতি তস্মৈ বরান্ দত্ত্বা শ্রিয়ঞ্চান্বয়বর্দ্ধিনীম্।
বলমায়ুর্যশঃ কান্তিং নির্জগাম সহাগ্রজঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি (যাচিতঃ) সহাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তস্মৈ বরান্ অন্বয়বর্দ্ধিনীং শ্রিয়ং বলম্ আয়ুঃ যশঃ কান্তিং চ দত্ত্বা নির্জগাম ॥ ৫২ ॥

মালাকার কর্ত্তৃক এইপ্রকার প্রার্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত তাহাকে বংশপরম্পরায় বর্দ্ধমানা শ্রী, বল, আয়ু, যশ ও কান্তি প্রভৃতি ও তদভিমত পূর্ব্বোক্ত বর সকল প্রদান করিয়া ঐ স্থান হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পুরপ্রবেশো নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ
স্ত্রিয়ং গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম্।
বিলোক্য কুব্জাং যুবতীং বরাননাং
পপ্রচ্ছ যান্তীং প্রহসন্ রসপ্রদঃ॥ ১॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—অথ (মালাকারানুগ্রহানন্তরং) রাজপথেন ব্রজন্ রসপ্রদঃ মাধবঃ গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাং (গৃহীতানি অঙ্গবিলেপনাং চন্দনাদীনাং ভাজনানি পাত্রাণি যয়া তাং) যুবতীং বরাননাং (বরং সুন্দরম্ আননং যস্যাঃ তাং) স্ত্রিয়ং কুব্জাং যান্তীং (গচ্ছন্তীং) বিলোক্য প্রহসন্ পপ্রচ্ছ॥ ১॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে কুব্জাকে সরলাঙ্গকরণ, ধনুর্ভঙ্গ ও রঙ্গোৎসবাদি বর্ণিত হইয়াছে॥

শুকদেব কহিলেন,;—অনন্তর রাজপথে গমন করিতে করিতে রসপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ বরাননা যুবতী কুব্জাকৃতি কোন স্ত্রীকে অঙ্গবিলেপন পাত্র হস্তে লইয়া গমন করিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥

কা ত্বং বরোর্বে তদুহানুলেপনং
কস্যাঙ্গনে বা কথয়স্ব সাধু নঃ।
দেহ্যাবয়োরঙ্গবিলেপমুত্তমং
শ্রেয়স্ততস্তে নচিরাদ্ভবিষ্যতি॥ ২॥

(হে) বরোরু, (হে) অঙ্গনে, ত্বং কা, এতৎ অনুলেপনং বা কস্য উত? সাধু (যথার্থং) নঃ (অস্মান্ প্রতি এতৎ) কথয়স্ব। উত্তমম্ (ইদম্) অঙ্গবিলেপম্ আবয়োঃ দেহি। ততঃ তে (তব) নচিরাৎ শ্রেয়ঃ (উত্তমং ফলং) ভবিষ্যতি॥ ২॥

সুন্দরি, অঙ্গনে, তুমি কে? এই অনুলেপনই বা কাহার?

আমাদিগকে যথার্থ বল। এই উত্তম অঙ্গবিলেপন আমাদিগকে দাও। তাহা হইলে অচিরে তোমার শ্রেয়ঃ লাভ হইবে ॥ ২ ॥

সৈরিন্ধ্র্যুবাচ।

দাস্যস্ম্যহং সুন্দর কংসসম্মতা
ত্রিবক্রনামা হ্যনুলেপকর্ম্মণি।
মদ্ভাবিতং ভোজপতেরতিপ্রিয়ং
বিনা যুবাং কোঽন্যতমস্তদর্হতি ॥ ৩ ॥

সৈরিন্ধ্রী উবাচ;—(হে) সুন্দর, অহং ত্রিবক্রনামা (ত্রিষু গ্রীবোরঃ-কট্যো বক্রা যস্যাঃ সা ত্রিবক্রা ইতি অন্বর্থং নাম যস্যাঃ সা) হি (প্রসিদ্ধা) অনুলেপকর্ম্মণি কংসসম্মতা (কংসস্য সম্মতা) দাসী অস্মি। মদ্ভাবিতং (ময়া সাধিতমনুলেপনং) ভোজপতেঃ (কংসস্য) অতিপ্রিয়ং (ভবতি)। যুবাং বিনা অন্যতমঃ তৎ (অনুলেপনং স্বীকর্ত্তুং) কঃ অর্হতি? ॥ ৩ ॥

সৈরিন্ধ্রী বলিল;—সুন্দর, আমি ত্রিবক্রা নামে প্রসিদ্ধা কংসের দাসী। কংস রাজা আমাকে তাঁহার অনুলেপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমার সাধিত অনুলেপন তাঁহার বিশেষ প্রীতিকর। তোমরা দুইজন ব্যতিরেকে এই অনুলেপন আর কে পাইবার যোগ্য? ॥ ৩ ॥

রূপপেশলমাধুর্য্যহসিতালাপবীক্ষিতৈঃ।
ধর্ষিতাত্মা দদৌ সান্দ্রমুভয়োরনুলেপনম্ ॥ ৪ ॥

রূপপেশলমাধুর্য্যহসিতালাপবীক্ষিতৈঃ (রূপম্ অঙ্গসৌষ্ঠবং পেশলং সৌকুমার্য্যং মাধুর্য্যং রসিকতা হসিতং হাস্যম্ আলাপঃ ভাষণং বীক্ষিতং নিরীক্ষণং তৈঃ) ধর্ষিতাত্মা (ধর্ষিতঃ মোহিতঃ আত্মা চিত্তং যস্যাঃ সা) সান্দ্রং (ঘনম্) অনুলেপনম্ উভয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) দদৌ ॥ ৪ ॥

পরে ঐ সৈরিন্ধ্রী তাঁহাদিগের অঙ্গসৌষ্ঠব সৌকুমার্য্য রসিকতা হাস্য আলাপ ও নিরীক্ষণ দ্বারা বিমোহিতচিত্ত হইয়া উভয়কে ঘন অনুলেপন প্রদান করিল ॥ ৪ ॥

ততস্তাবঙ্গরাগেণ স্ববর্ণেতরশোভিনা।
সংপ্রাপ্তপরভাগেন শুশুভাতেঽনুরঞ্জিতৌ ॥ ৫ ॥

ততঃ স্ববর্ণেতরশোভিনা (স্বয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ সিতাসিতবর্ণাভ্যাম্ ইতরৌ রক্তপীতৌ বর্ণৌ তাভ্যাং শোভিতুং শীলম্ অস্য তেন) সংপ্রাপ্তপরভাগেণ (সংপ্রাপ্তঃ পরঃ নাভেরুপরিতনো ভাগো যেন তেন যদ্বা সংপ্রাপ্তঃ পরভাগঃ পরমোৎকর্ষঃ যেন তেন) অঙ্গরাগেণ অনুরঞ্জিতৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) শুশুভাতে ॥৫॥

অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম পরমোৎকৃষ্ট পীত ও রক্তবর্ণ অঙ্গরাগ দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

প্রসন্নো ভগবান্ কুব্জাং ত্রিবক্রাং রুচিরাননাম্।
ঋজ্বীং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে দর্শয়ন্ দর্শনে ফলম্ ॥ ৬ ॥

(অঙ্গরাগার্পণভক্ত্যা) প্রসন্নঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দর্শনে (স্বদর্শনে) ফলং (লোকস্য) দর্শয়ন্ (দর্শয়িতুং তাং) রুচিরাননাং ত্রিবক্রাং কুব্জাম্ ঋজ্বীন্ (অবক্রাং) কর্ত্তুং মনঃ চক্রে ॥ ৬ ॥

অঙ্গরাগ প্রদানে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোক সকলকে আপনার দর্শনের ফল দেখাইবার নিমিত্ত ঐ রুচিরাননা ত্রিবক্রা কুব্জাকে অবক্রা করিতে মানস করিলেন ॥ ৬ ॥

পদ্ভ্যামাক্রম্য প্রপদে দ্ব্যঙ্গুলোত্তানপাণিনা।
প্রগৃহ্য চিবুকেঽধ্যাত্মমুদনীনমদচ্যুতঃ ॥ ৭ ॥

অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ তস্যাঃ) প্রপদে (পাদাগ্রদ্বয়ং) পদ্ভ্যাং (নিজপদ্ভ্যাম্) আক্রম্য (আক্রমণেন অবষ্টভ্য) দ্ব্যঙ্গুলোত্তানপাণিনা (দ্বে অঙ্গুলী উত্তানে উন্নতে যস্মিন্ তেন পাণিনা তস্যাঃ) চিবুকে (মুখস্যাধোভাগে) প্রগৃহ্য অধ্যাত্মং (দেহম্) উদনীনমৎ (উন্নময়ামাস) ॥ ৭ ॥

তিনি নিজ চরণদ্বয় দ্বারা উহার পাদাগ্রদ্বয় চাপিয়া দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলি উন্নত করিয়া তদ্দ্বারা উহার চিবুক ধারণ পূর্ব্বক উহার দেহযষ্টি উন্নমন করিলেন ॥ ৭ ॥

সা তদর্জুসমানাঙ্গী বৃহচ্ছ্রোণীপয়োধরা।
মুকুন্দস্পর্শনাৎ সদ্যো বভূব প্রমদোত্তমা ॥ ৮ ॥

সা (কুব্জা) মুকুন্দস্পর্শনাৎ (এব হেতোঃ) তদা সদ্যঃ (এব) ঋজুসমানাঙ্গী (ঋজুসমানং যোগ্যাবয়বম্ অঙ্গং বিদ্যতে যস্যাঃ সা) বৃহচ্ছ্রোণীপয়োধরা (বৃহন্তৌ শ্রোণী পয়োধরৌ চ যস্যাঃ তথাভূতা) প্রমদোত্তমা বভূব ॥ ৮ ॥

কুব্জা মুকুন্দস্পর্শে তৎক্ষণাৎ সরল ও সমান অঙ্গ বিশিষ্টা বিপুল-নিতম্বা উন্নতপয়োধরা প্রমোদাত্তমা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৮ ॥

ততো রূপগুণৌদার্য্যসম্পন্না প্রাহ কেশবম্।
উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

ততঃ রূপগুণৌদার্য্যসম্পন্না জাতহৃচ্ছয়া (সা) স্ময়ন্তী (হসন্তী সতী) উত্তরীয়ান্তম্ আকৃষ্য কেশবং প্রাহ ॥ ৯ ॥

তখন রূপ গুণ ও ঔদার্য্য সম্পন্না কামাতুরা কুব্জা হাস্যাননে উত্তরীয়প্রান্ত আকর্ষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিল ॥ ৯ ॥

এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ ॥ ১০ ॥

(হে) বীর, এহি, গৃহং যামঃ। ইহ ত্বাং ত্যক্তুং ন উৎসহে। (হে) পুরুষর্ষভ, ত্বয়া উন্মথিতচিত্তায়াঃ (উন্মথিতং কামক্ষোভিতং চিত্তং যস্যাঃ তস্যাঃ মম) প্রসীদ ॥ ১০ ॥

বীরবর, আইস, গৃহে গমন করি। আমি তোমাকে এইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না। পুরুষপ্রধান, তুমি আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়াছ, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১০ ॥

এবং স্ত্রিয়া যাচ্যমানঃ কৃষ্ণো রামস্য পশ্যতঃ।
মুখং বীক্ষ্যানুগানাঞ্চ প্রহসংস্তামুবাচ হ ॥ ১১ ॥

রামস্য পশ্যতঃ (সতঃ) স্ত্রিয়া এবং যাচ্যমানঃ (প্রার্থ্যমানঃ) কৃষ্ণঃ অনুগানাং (বলস্য) চ মুখং বীক্ষ্য প্রহসন্ তাম্ উবাচ হ ॥ ১১ ॥

বলদেবের সম্মুখে রমণী কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অনুচর গোপগণের ও বলরামের বদন অবলোকন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন ॥ ১১ ॥

এষ্যামি তে গৃহং সুভ্রু পুংসামাধিবিকর্ষণম্।
সাধিতার্থোঽগৃহাণাং নঃ পান্থানাং ত্বং পরায়ণম্ ॥ ১২ ॥

(হে) সুভ্রু, (অহং) সাধিতার্থঃ (সাধিতঃ কংসবধাদিরূপঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যেন তথাভূতঃ সন্) পুংসাম্ আধিবিকর্ষণং (কামপ্রযুক্তমনঃপীড়াপ্রশমনং)

গৃহম্ এষ্যামি। অগৃহাণাং (ন বিদ্যন্তে অন্যাং পুর্য্যাং গৃহাঃ যেষাং তেষাং) পান্থানাং নঃ (অস্মাকং) ত্বম্ (এব) পরায়ণম্ ॥ ১২ ॥

সুভ্রু, আমি প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক পুরুষের মনঃপীড়ার প্রশমনকারক ত্বদীয় গৃহে আগমন করিব। আমরা গৃহরহিত পথিক। এইস্থানে তুমিই আমাদিগের পরম আশ্রয় ॥ ১২ ॥

বিসৃজ্য মাধ্ব্যা বাণ্যা তাং ব্রজন্ মার্গে বণিক্পথৈঃ।
নানোপহারতাম্বূলস্রগ্গন্ধৈঃ সাগ্রজোঽর্চ্চিতঃ ॥ ১৩ ॥

(এবংবিধয়া) মাধ্ব্যা (মধুরয়া) (বাণ্যা তাং বিসৃজ্য (ততঃ উত্তরীয়াম্ভ তাং ত্যক্ত্বিহ প্রস্থাপ্য) মার্গে ব্রজন্ সাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বণিক্পথৈঃ (বণিগ্‌ভিঃ) নানোপহারতাম্বূলস্রগ্গন্ধৈঃ অর্চ্চিতঃ (বভূব) ॥ ১৩ ॥

এইপ্রকার মধুর বাক্য দ্বারা তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া যথাভিলষিত পথে গমন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত বণিক্মণ্ডলী কর্ত্তৃক তাম্বূল গন্ধ ও মালা প্রভৃতি বিবিধ উপহারে পূজিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

তদ্দর্শনস্মরক্ষোভাদাত্মানং নাবিদন্ স্ত্রিয়ঃ।
বিস্রস্তবাসঃকবরবলয়া লেখ্যমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥

বিস্রস্তবাসঃকবরবলয়াঃ (বিস্রস্তানি স্থানাৎ প্রচ্যলিতানি বাসঃকবরবলয়ানি যাসাং তাঃ) লেখ্যমূর্ত্তয়ঃ (লেখ্যাঃ চিত্রন্যস্তাঃ ইব মূর্ত্তয়ঃ যাসাং তাঃ) স্ত্রিয়ঃ তদ্দর্শনস্মরক্ষোভাৎ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনেন যঃ স্মরক্ষোভঃ তস্মাৎ) আত্মানং (দেহং) ন অবিদন্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত কন্দর্পশরে পীড়িত হওয়ায় পুরস্ত্রী সকলের বসন কবরী ও বলয়াদি অলঙ্কার সকল স্খলিত হইয়া পড়িল। তাহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। তদবস্থায় তাহারা আপনাদিগের দেহ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইল ॥ ১৪ ॥

ততঃ পৌরান্ পৃচ্ছমানো ধনুষঃ স্থানমচ্যুতঃ।
তস্মিন্ প্রবিষ্টো দদৃশে ধনুরৈন্দ্রমিবাদ্ভুতম্ ॥ ১৫ ॥

ততঃ পৌরান্ (প্রতি) ধনুষঃ স্থানং পৃচ্ছমানঃ অচ্যুতঃ তস্মিন্ (ধনুষঃ স্থানে) প্রবিষ্টঃ (সন্) ঐন্দ্রং ধনুঃ ইব অদ্ভুতং (ধনুঃ) দদৃশে ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসীদিগের নিকট ধনুর্যজ্ঞের স্থান জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ঐ স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধনুর সদৃশ এক অদ্ভুত ধনুঃ দেখিতে পাইলেন ॥ ১৫ ॥

পুরুষৈর্বহুভির্গুপ্তমর্চ্চিতং পরমর্দ্ধিমৎ।
বার্য্যমাণো নৃভিঃ কৃষ্ণঃ প্রসহ্য ধনুরাদদে ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণঃ নৃভিঃ বার্য্যমাণঃ (অপি) বহুভিঃ পুরুষৈঃ গুপ্তং (রক্ষিতম্) অর্চ্চিতং পরমর্দ্ধিমৎ (পরমা ঋদ্ধিঃ স্বর্ণালঙ্কারাদিসমৃদ্ধিঃ অস্যাস্তীতি) ধনুঃ প্রসহ্য (বলাৎ) আদদে (গৃহীতবান্) ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও বহুসংখ্যক পুরুষ কর্ত্তৃক রক্ষিত পূজিত ও স্বর্ণাদিভূষিত ঐ ধনুঃ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন ॥ ১৬ ॥

করেণ বামেন সলীলমুদ্ধৃতং
সজ্যঞ্চ কৃত্বা নিমিষেণ পশ্যতাম্।
নৃণাং বিকৃষ্য প্রবভঞ্জ মধ্যতো
যথেক্ষুদণ্ডং মদকর্য্যুরুক্রমঃ ॥ ১৭ ॥

(ততঃ) উরুক্রমঃ (মহাবলপরাক্রমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বামেন করেণ উদ্ধৃতং ধনুঃ সজ্যং (সমারোপিতজ্যাকং) কৃত্বা নৃণাং পশ্যতাং চ (সতাং) মদকরী (মত্তহস্তী) ইক্ষুদণ্ডং যথা (ইব) সলীলং (যথা ভবতি তথা) নিমিষেণ বিকৃষ্য মধ্যতঃ প্রবভঞ্জ ॥ ১৭ ॥

তদনন্তর মহাবলপরাক্রম শ্রীকৃষ্ণ বামকর দ্বারা উদ্ধৃত শরাসনে জ্যা যোজনা করিয়া দর্শনকারী জনগণের সমক্ষে মদমত্ত হস্তী যেমন ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করে তদ্রূপ অবলীলাক্রমে নিমিষমধ্যে আকর্ষণ পূর্ব্বক উহাকে মধ্যভাগে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭ ॥

ধনুষো ভজ্যমানস্য শব্দঃ খং রোদসী দিশঃ।
পূরয়ামাস যং শ্রুত্বা কংসস্ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১৮ ॥

ভজ্যমানস্য ধনুষঃ শব্দঃ খম্ (আকাশং) রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) দিশঃ (চ) পূরয়ামাস। যং (শব্দং) শ্রুত্বা কংসঃ ত্রাসম্ উপাগমৎ ॥ ১৮ ॥

ধনু যখন ভগ্ন হইতে লাগিল, তখন তাহার শব্দ আকাশ স্বর্গ ও ভূতল এবং দিক্ সকল পূর্ণ করিল। কংস সেই শব্দ শুনিয়া ভীত হইল ॥ ১৮ ॥

তদ্রক্ষিণঃ সানুচরং কুপিতা আততায়িনঃ।
গ্রহীতুকামা আবব্রুর্গৃহ্যতাং বধ্যতামিতি ॥ ১৯ ॥

তদ্রক্ষিণঃ (তস্য ধনুষঃ রক্ষিণঃ) কুপিতাঃ আততায়িনঃ (জিঘাংসয়া গৃহীতশস্ত্রাঃ) সানুচরং (শ্রীকৃষ্ণং) গ্রহীতুকামাঃ গৃহ্যতাং বধ্যতাম্ ইতি (বদন্তঃ সন্তঃ) আবব্রুঃ (আবৃতবন্তঃ) ॥ ১৯ ॥

ধনুর রক্ষক সকল কুপিত হইয়া হননার্থ শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সানুচর শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে "ধর" "মার" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহাকে বেস্টন করিয়া ফেলিল ॥ ১৯ ॥

অথ তান্ দুরভিপ্রায়ান্ বিলোক্য বলকেশবৌ।
ক্রুদ্ধৌ ধন্বন আদায় শকলে তাংশ্চ জঘ্নতুঃ ॥ ২০ ॥

অথ (অনন্তরম্ এব) তান্ দুরভিপ্রায়ান (জিঘাংসূন্) বিলোক্য ক্রুদ্ধৌ বলকেশবৌ ধন্বনঃ (ধনুষঃ) শকলে আদায় (গৃহীত্বা) তান্ জঘ্নতুঃ চ ॥ ২০ ॥

অনন্তর তাহাদিগের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ক্রোধে ভগ্ন ধনুর খণ্ড দুইটি তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

বলঞ্চ কংসপ্রহিতং হত্বা শালামুখাৎ ততঃ।
নিষ্ক্রম্য চেরতু র্হৃষ্টৌ নিরীক্ষ্য পুরসম্পদঃ ॥ ২১ ॥

কংসপ্রহিতং বলং চ হত্বা ততঃ (তস্মাৎ) শালামুখাৎ (বহিঃ) নিষ্ক্রম্য পুরসম্পদঃ নিরীক্ষ্য হৃষ্টৌ (সন্তৌ পুনরপি) চেরতুঃ ॥ ২১ ॥

পরে কংসপ্রেরিত সৈন্যগুলিকেও সংহার করিয়া ঐ শালামুখ হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক পুরসম্পদ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সানন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

তয়োস্তদদ্ভুতং বীর্য্যং নিরীক্ষ্য পুরবাসিনঃ।
তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যরূপঞ্চ মেনিরে বিবুধোত্তমৌ ॥ ২২ ॥

তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) তৎ (ধনুর্ভঞ্জনাদিলক্ষণম্) অদ্ভুতং বীর্য্যং (কর্ম্ম) তেজঃ (পরাভিভবসামর্থ্যং) প্রাগল্‌ভ্যরূপং (প্রাগল্‌ভ্যং ধৃষ্টতাং রূপং সৌন্দর্য্যং) চ নিরীক্ষ্য (তৌ) বিবুধোত্তমৌ (বিবুধেষু উত্তমৌ) মেনিরে (অমন্যন্ত) ॥ ২২ ॥

তাহাদিগের সেই অদ্ভুত বীর্য্য তেজ ধৃষ্টতা ও সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া পুরবাসী সকল তাঁহাদিগকে প্রধান দেবতাদ্বয় বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

তয়োর্বিচরতোঃ স্বৈরমাদিত্যোঽস্তমুপেয়িবান্।
কৃষ্ণরামৌ বৃতৌ গোপৈঃ পুরাচ্ছকটমীয়তুঃ ॥ ২৩ ॥

স্বৈরং (যথেষ্টং) তয়োঃ বিচরতোঃ (সতোঃ) আদিত্যঃ অস্তম্ উপেয়িবান্ (প্রাপ্তবান্। ততঃ চ) গোপৈঃ বৃতৌ কৃষ্ণরামৌ পুরাৎ শকটং (শকটাবমোচনস্থানম্) ঈয়তুঃ (আজগ্মতুঃ)। ২৩ ॥

কৃষ্ণ ও বলরাম যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে সূর্য্য অস্ত গমন করিলেন। তখন তাঁহারা গোপগণে পরিবৃত হইয়া নগর মধ্য হইতে বাহির হইয়া শকটমোচনস্থানে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

গোপ্যো মুকুন্দবিগমে বিরহাতুরা যা
আশাসতাশিষ ঋতা মধুপুর্য্যভূবন্।
সংপশ্যতাং পুরুষভূষণগাত্রলক্ষ্মীং
হিত্বেতরান্ নু ভজতশ্চকমেঽয়নং শ্রীঃ ॥ ২৪ ॥

মুকুন্দবিগমে (মুকুন্দস্য বিগমে ব্রজাৎ নির্গমনবেলায়াং) বিরহাতুরাঃ গোপ্যঃ যাঃ আশিষঃ আশাসত মধুপুরি (মধুপুরে) পুরুষভূষণগাত্রলক্ষ্মীং (পুরুষভূষণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গাত্রস্য দেহস্য লক্ষ্মীং শোভাং) সংপশ্যতাং (জনানাং তাঃ) ঋতাঃ (সত্যাঃ) অভূবন্। ভজতঃ (সেবমানান্) ইতরান্ (ব্রহ্মাদীন্) হিত্বা শ্রীঃ যৎ (গাত্রম্) অয়নং চকমে (স্বাশ্রয়তয়া স্বীকৃতবতী) ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নির্গমন সময়ে গোপীগণ যে সকল আশীর্ব্বাদ আশংসা করিয়াছিলেন, মধুপুরে লোকদিগের সে সকলই ফলিত হইল ; কারণ, তাহারা পুরুষভূষণ শ্রীকৃষ্ণের গাত্রলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিল ; কমলা ভজনকারী ব্রহ্মাদি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ গাত্রের আশ্রয় কামনা করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

অবনিক্তাঙ্ঘ্রিযুগলৌ ভুক্ত্বা ক্ষীরোপসেচনম্‌।
ঊষতুস্তাং সুখং রাত্রিং জ্ঞাত্বা কংসচিকীর্ষিতম্‌ ॥ ২৫ ॥

অবনিক্তাঙ্ঘ্রিযুগলৌ (অবনিক্তং ক্ষালিতম্‌ অঙ্ঘ্রিযুগলং যয়োঃ তৌ রাম-কৃষ্ণৌ) ক্ষীরোপসেচনং (ক্ষীরমিশ্রমন্নং) ভুক্ত্বা কংসচিকীর্ষিতং (পরেদ্যুঃ ক্রিয়মাণং স্ববধোদ্যোগং চ) জ্ঞাত্বা তাং রাত্রিং সুখং (যথা স্যাৎ তথা) ঊষতুঃ ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণ ও বলরাম পাদ প্রক্ষালনানন্তর ক্ষীরমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতে করিতে কংসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সুখে ঐ রাত্রি যাপন করিলেন ॥ ২৫ ॥

কংসস্তু তদ্ধনুর্ভঙ্গং রক্ষিণাং তদ্বলস্য চ।
বধং নিশম্য গোবিন্দরামবিক্রীড়িতং পরম্‌ ॥ ২৬ ॥
দীর্ঘপ্রজাগরো ভীতো দুর্নিমিত্তানি দুর্ম্মতিঃ।
বহূন্যচষ্টোভয়থা মৃত্যোর্দৌত্যকরাণি চ ॥ ২৭ ॥

পরং (কেবলং) গোবিন্দরামবিক্রীড়িতং তৎ ধনুর্ভঙ্গং রক্ষিণাং স্ববলস্য চ বধং নিশম্য তু দুর্ম্মতিঃ কংসঃ ভীতঃ দীর্ঘপ্রজাগরঃ (চ সন্‌) উভয়থা (স্বাপ্ন-জাগরিতভেদেন) মৃত্যোঃ দৌত্যকরাণি (আগমনসূচকানি লোকে দুর্নিমিত্ত-কানি) চ বহূনি দুর্নিমিত্তানি অচষ্ট (দদর্শ) ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

এদিকে দুর্ম্মতি কংস সেই ধনুর্ভঙ্গ এবং রক্ষকদিগের ও প্রেরিত সৈন্যদিগের সংহার কার্য্য যে কৃষ্ণ ও রামের ক্রীড়ামাত্র, তাহার সংবাদ পাইয়া ভীত হইল; দীর্ঘকাল তাহার নিদ্রা হইল না; জাগরণ ও নিদ্রা উভয় অবস্থাতেই মৃত্যুর আগমনসূচক বিবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিরূপে চ সত্যপি।
অসত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জ্যোতিষাং তথা ॥২৮॥

(দর্পণজলাদৌ) প্রতিরূপে সত্যপি (দৃশ্যমানেঽপি তত্র) স্বশিরসঃ অদর্শনং তথা দ্বিতীয়ে (দ্বৈরূপ্যহেতুভূতে অঙ্গুল্যাদৌ) অসত্যপি চ জ্যোতিষাং দ্বৈরূপ্যং চ ॥ ২৮ ॥

প্রতিরূপ দৃষ্ট হইলেও তাহাতে নিজের মস্তক দেখিতে পাইল

না ; অঙ্গুলি প্রভৃতি চক্ষুর কোন অন্তর্দ্ধান পদার্থ না থাকিলেও প্রত্যেক জ্যোতিঃপদার্থকে দুই দুই বোধ হইতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ।
স্বর্ণপ্রতীতি র্বৃক্ষেষু স্বপদানামদর্শনম্ ॥ ২৯ ॥

ছায়ায়াং (স্বচ্ছায়ায়াং) ছিদ্রপ্রতীতিঃ, প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ, বৃক্ষেষু স্বর্ণপ্রতীতিঃ (স্বর্ণবর্ণপ্রতীতিঃ) স্বপদানাম্ অদর্শনম্ ॥ ২৯ ॥

নিজের ছায়াতে ছিদ্রের প্রতীতি হইতে লাগিল ; কর্ণপুট আচ্ছাদন করিলে যে প্রাণশব্দ শ্রুতিগোচর হয়, তাহা আর শুনা গেল না। বৃক্ষসমূহ স্বর্ণবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। নিজের পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল না ॥ ২৯ ॥

স্বপ্নে প্রেতপরিষ্বঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্।
যায়ান্নলদমাল্যেক স্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ ॥ ৩০ ॥

স্বপ্নে প্রেতপরিষ্বঙ্গঃ, খরযানং, বিষাদনং, নলদমালী (জবাকুসুমমালাবান্) তৈলাভ্যক্তঃ দিগম্বরঃ একঃ যায়াৎ (ইতি) ॥ ৩০ ॥

স্বপ্নে প্রেতের সহিত আলিঙ্গন, গর্দ্দভারোহণে গমন ও মৃণাল ভক্ষণ হইতে লাগিল। এবং দেখিতে পাওয়া গেল, যে একজন তৈলাক্তকলেবর দিগম্বর জবাকুসুমের মালা ধারণ করিয়া গমন করিতেছে ॥ ৩০ ॥

অন্যানি চেত্থম্ভূতানি স্বাপ্নজাগরিতানি চ।
পশ্যন্ মরণসন্ত্রস্তো নিদ্রাং লেভে ন চিন্তয়া ॥ ৩১ ॥

ইত্থম্ভূতানি স্বাপ্নজাগরিতানি অন্যানি চ (দুর্নিমিত্তানি) পশ্যন্ মরণসন্ত্রস্তঃ (কংসঃ) চিন্তয়া নিদ্রাং ন লেভে ॥ ৩১ ॥

স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থায় এই প্রকার ও অন্যান্য দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া মরণভীত কংস চিন্তায় নিদ্রা যাইতে পারিল না ॥ ৩১ ॥

ব্যুষ্টায়াং নিশি কৌরব্য সূর্য্যে চাদ্ভ্যঃ সমুত্থিতে।
কারয়ামাস বৈ কংসো মল্লক্রীড়ামহোৎসবম্ ॥ ৩২ ॥

(হে) কৌরব্য, নিশি ব্যুষ্টায়াং (প্রভাতায়াং সত্যাং) সূর্য্যে চ অম্ভসঃ সমুত্থিতে (সতি) কংসঃ মল্লক্রীড়ামহোৎসবং বৈ (এব) কারয়ামাস ॥ ৩২ ॥

কুরুনন্দন, রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্য জলমধ্য হইতে উত্থিত হইলে, কংস মল্লক্রীড়ামহোৎসব আরম্ভ করাইল ॥ ৩২ ॥

আনর্চ্চুঃ পুরুষা রঙ্গং তূর্য্যভের্য্যশ্চ জঘ্নিরে।
মঞ্চাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্রগ্‌ভিঃ পতাকাচৈলতোরণৈঃ ॥ ৩৩ ॥

পুরুষাঃ (কংসভৃত্যাঃ) রঙ্গং (মল্লক্রীড়াস্থানম্) আনর্চ্চুঃ (অলঞ্চক্রুঃ)। তূর্য্যভের্য্যঃ চ জঘ্নিরে। মঞ্চাঃ স্রগ্‌ভিঃ পতাকাচৈলতোরণৈঃ অলঙ্কৃতাঃ (জাতাঃ) চ ॥ ৩৩ ॥

কংসভৃত্য সকল মল্লক্রীড়াস্থান অলঙ্কৃত করিল। তূরী ও ভেরী প্রভৃতি বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। মঞ্চ সকল মালা পতাকা পট্টবস্ত্র ও তোরণ সমূহে অলঙ্কৃত হইল ॥ ৩৩ ॥

তেষু পৌরা জানপদা ব্রহ্মক্ষত্রপুরোগমাঃ।
যথোপজোষং বিবিশূ রাজানশ্চ কৃতাসনাঃ ॥ ৩৪ ॥

তেষু (মঞ্চেষু) ব্রহ্মক্ষত্রপুরোগমাঃ পৌরাঃ জানপদাঃ কৃতাসনাঃ রাজানঃ চ যথোপজোষং (যথাসুখং) বিবিশুঃ ॥ ৩৪ ॥

ঐ সকল মঞ্চে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পৌর ও জানপদ এবং কৃতাসন রাজা সকল যথাসুখে উপবেশন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

কংসঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈ রাজমঞ্চ উপাবিশৎ।
মণ্ডলেশ্বরমধ্যস্থো হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৫ ॥

অমাত্যৈঃ পরিবৃতঃ মণ্ডলেশ্বরমধ্যস্থঃ কংসঃ বিদূয়তা (প্রকম্পমানেন) হৃদয়েন (যুক্তঃ সন্) রাজমঞ্চে উপাবিশৎ ॥ ৩৫ ॥

কংস কম্পিত হৃদয়ে অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া মণ্ডলেশ্বরগণের মধ্যস্থলে রাজমঞ্চে উপবেশন করিল ॥ ৩৫ ॥

বাদ্যমানেষু তূর্য্যেষু মল্লতালোত্তরেষু চ।
মল্লাঃ স্বলঙ্কৃতা দৃপ্তাঃ সোপাধ্যায়াঃ সমাবিশন্ ॥ ৩৬ ॥

মল্লতালোত্তরেষু (মল্লানাং তালঃ করতলৈঃ ভুজতাড়নশব্দঃ উত্তরঃ উচ্চৈঃ শ্রূয়মাণঃ যেষু তেষু) তূর্য্যেষু বাদ্যমানেষু (সৎসু) স্বলঙ্কৃতাঃ দৃপ্তাঃ সোপাধ্যায়াঃ চ মল্লাঃ (রঙ্গভূমিং) সমাবিশন্॥ ৩৬॥

বাদ্য সকল বাদিত হইতে আরম্ভ হইলে, যখন মল্লগণের ভুজ-তাড়ন শব্দ উদুপরি শ্রুত হইতে লাগিল, তখন গর্ব্বিত মল্লসকল সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া উপাধ্যায়দিগের সহিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল॥ ৩৬॥

চাণূরো মুষ্টিকঃ কূটঃ শলস্তোশল এব চ।
ত আসেদুরুপস্থানং বল্গুবাদ্যপ্রহর্ষিতাঃ॥ ৩৭॥

চাণূরঃ মুষ্টিকঃ কূটঃ শলঃ তোশলঃ এব চ তে (মল্লাঃ) বল্গুবাদ্যপ্রহর্ষিতাঃ (সন্তঃ) উপস্থানং (ক্রীড়াস্থানম) আসেদুঃ (আজগ্মুঃ)॥ ৩৭॥

চাণূর মুষ্টিক কূট শল ও তোশল প্রভৃতি মল্ল সকল মনোহর বাদ্যে হৃষ্ট হইয়া ক্রীড়াস্থানে উপস্থিত হইল॥ ৩৭॥

নন্দগোপাদয়ো গোপা ভোজরাজসমাহূতাঃ।
নিবেদিতোপায়নাস্ত একস্মিন্ মঞ্চ আবিশন্॥ ৩৮॥

ভোজরাজসমাহূতাঃ নিবেদিতোপায়নাঃ নন্দগোপাদয়ঃ (যে) গোপাঃ তে একস্মিন্ মঞ্চে আবিশন্ (আবিবিশুঃ)॥ ৩৮॥

ভোজরাজ কর্তৃক সমাহূত নন্দাদি গোপগণ উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক একটি মঞ্চে যাইয়া উপবেশন করিলেন॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে মল্লরঙ্গবর্ণনং নাম
দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

অথ রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ কৃতশৌচৌ পরন্তপ।
মল্লদুন্দুভিনির্ঘোষং শ্রুত্বা দ্রষ্টুমুপেয়তুঃ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;—অথ (হে) পরন্তপ, কৃতশৌচৌ রামঃ চ কৃষ্ণঃ চ (তৌ) মল্লদুন্দুভিনির্ঘোষং শ্রুত্বা (উৎসবং) দ্রষ্টুম্ উপেয়তুঃ (আজগ্মতুঃ) ॥ ১ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে কৃষ্ণবলরামের কুবলয়াপীড় সংহার পূর্ব্বক রঙ্গপ্রবেশ ও চাণূরের সহিত আলাপ বর্ণিত হইয়াছে ॥

শুকদেব কহিলেন ;—পরন্তপ, অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম শৌচাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক মল্লদুন্দুভির ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উৎসব দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥ ১ ॥

রঙ্গদ্বারং সমাসাদ্য তস্মিন্ গজমবস্থিতম্।
অপশ্যৎ কুবলয়াপীড়ং কৃষ্ণোঽম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণঃ রঙ্গদ্বারং সমাসাদ্য তস্মিন্ (দ্বারে) অম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্ (অম্বষ্ঠেন হস্তিপেন প্রচোদিতং) কুবলয়াপীড়ং গজম্ অবস্থিতম্ অপশ্যৎ ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে হস্তিপকপরিচালিত কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে অবস্থিত দেখিলেন ॥ ২ ॥

বদ্ধা পরিকরং শৌরিঃ সমুহ্য কুটিলালকান্।
উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া ॥ ৩ ॥

শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পরিকরং বদ্ধা কুটিলালকান্ সমুহ্য (নিবধ্য) মেঘনাদগভীরয়া বাচা হস্তিপম্ উবাচ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধোচিত বেশ রচনানন্তর বক্র অলকজাল বন্ধন পূর্ব্বক মেঘনাদ সদৃশ গম্ভীর বাক্যে হস্তিপককে বলিলেন ॥ ৩ ॥

অম্বষ্ঠাম্বষ্ঠ মার্গং নৌ দেহ্যপক্রাম মাচিরম্।
নোচেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৪ ॥

অম্বষ্ঠ, অম্বষ্ঠ, নৌ (আবয়োঃ) মার্গং দেহি, অপক্রাম (মার্গং পরিত্যজ), মাচিরং (বিলম্বং মাকার্ষীঃ), নোচেৎ (মার্গং ন দাস্যসি চেৎ) অদ্য (এব) সকুঞ্জরং ত্বা (ত্বাং) যমসাদনং (যমলোকং) নয়ামি ॥ ৪ ॥

হস্তিপ, হস্তিপ, আমাদিগকে পথ দাও, শীঘ্র সরিয়া যাও; না হইলে অদ্যই হস্তীর সহিত তোমাকে যমলোকে প্রেরণ করিব ॥ ৪ ॥

এবং নির্ভর্ৎসিতোঽম্বষ্ঠঃ কুপিতঃ কোপিতং গজম্।
চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তকযমোপমম্ ॥ ৫ ॥

এবং নির্ভর্ৎসিতঃ অম্বষ্ঠঃ কুপিতঃ (সন্) কোপিতং কালান্তকযমোপমং গজং কৃষ্ণায় চোদয়ামাস ॥ ৫ ॥

এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া হস্তিপক কুপিত হইল এবং কালান্তক-যমতুল্য গজকে কোপিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চালাইয়া দিল ॥ ৫ ॥

করীন্দ্রস্তমভিদ্রুত্য করেণ তরসাগ্রহীৎ।
করাদ্বিগলিতঃ সোঽমুং নিহত্যাঙ্ঘ্রিষ্বলীয়ত ॥ ৬ ॥

করীন্দ্রঃ তরসা (বেগেন) অভিদ্রুত্য (সম্মুখম্ আগত্য) তং (শ্রীকৃষ্ণং) করেণ অগ্রহীৎ। সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ অপি তস্য) করাৎ (শুণ্ডাগ্রতঃ) বিগলিতঃ (বিচ্যুতঃ সন্) অমুং (হস্তিনং) নিহত্য অঙ্ঘ্রিষু (চরণানাং মধ্যে) অলীয়ত (অদৃশ্যঃ বভূব) ॥ ৬ ॥

গজরাজ বেগে সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক শুণ্ডদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিল। শ্রীকৃষ্ণও তাহার শুণ্ডাগ্র হইতে বিগলিত হইয়া তাহাকে আঘাত করিয়া তাহার পদচতুষ্টয়ের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন ॥ ৬ ॥

সংক্রুদ্ধস্তমচক্ষাণো ঘ্রাণদৃষ্টিঃ স কেশবম্।
পরামৃশৎ পুষ্করেণ স প্রসহ্য বিনির্গতঃ ॥ ৭ ॥

সংক্রুদ্ধঃ ঘ্রাণদৃষ্টিঃ সঃ (গজঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) অচক্ষাণঃ (অপশ্যন্) পুষ্করেণ (শুণ্ডাগ্রেণ) পরামৃশৎ (অন্বেষণং কৃত্বা ধৃতবান্)। সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ অপি) প্রসহ্য (বলাৎ তদ্গ্রহণাৎ) বিনির্গতঃ ॥ ৭ ॥

ক্রুদ্ধ, ঘ্রাণদৃষ্টি হস্তী শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া শুণ্ডাগ্র দ্বারা অন্বেষণ পূর্ব্বক ধরিয়া ফেলিল। শ্রীকৃষ্ণও বলপূর্ব্বক উহার শুণ্ডাগ্র হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৭ ॥

পুচ্ছে প্রগৃহ্যাতিবলং ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্।
বিচকর্ষ যথা নাগং সুপর্ণ ইব লীলয়া ॥ ৮ ॥

(ততঃ চ) যথা সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) নাগং (সর্পম্) ইব অতিবলং (গজং) পুচ্ছে প্রগৃহ্য ধনুষঃ (ধনুষাং) পঞ্চবিংশতিং (যাবৎ) লীলয়া (অনায়াসেনৈব) বিচকর্ষ ॥ ৮ ॥

অনন্তর গরুড় যেমন সর্পকে টানিয়া থাকে, তিনি তেমনি অনায়াসে অতিবল হস্তীকে পুচ্ছ ধরিয়া পঞ্চবিংশতি ধনু টানিয়া লইয়া গেলেন ॥ ৮ ॥

স পর্য্যাবর্ত্তমানেন সব্যদক্ষিণতোঽচ্যুতঃ।
বভ্রাম ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেনেব বালকঃ ॥ ৯ ॥

অচ্যুতঃ (অক্ষীণপরাক্রমঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বালকঃ ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেন ইব সব্যদক্ষিণতঃ পর্য্যাবর্ত্তমানেন (করিণা সহ) বভ্রাম ॥ ৯ ॥

অক্ষীণপরাক্রম শ্রীকৃষ্ণ, বালক যেমন ভ্রাম্যমাণ গোবৎসের সহিত ভ্রমণ করে, তদ্রূপ বামে ও দক্ষিণে ভ্রমণকারী হস্তীর সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

ততোঽভিমুখমভ্যেত্য পাণিনাহত্য বারণম্।
প্রাদ্রবন্ পাতয়ামাস স্পৃশ্যমানঃ পদে পদে ॥ ১০ ॥

ততঃ (পুচ্ছং ত্যক্ত্বা) অভিমুখং (সম্মুখম্) অভ্যেত্য (সমাগত্য) পাণিনা (স্বপাণিনা তং) বারণম্ আহত্য (তেন) পদে পদে স্পৃশ্যমানঃ (সঃ যথা পতেৎ তথা) প্রাদ্রবন্ (প্রকর্ষেণ আ সমন্ততঃ বঞ্চয়ন্ দ্রবন্ ধাবন্ তং) পাতয়ামাস ॥ ১০ ॥

তদনন্তর পুচ্ছ ত্যাগ পূর্ব্বক সম্মুখে আগমন করিয়া নিজ পাণি দ্বারা গজকে আঘাত করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পদে পদে স্পৃষ্ট হইয়া, যেরূপে দৌড়িলে সে পড়িয়া যায়, সেইরূপে তদ্বঞ্চনার্থ ধাবিত হইতে হইতে তাহাকে পাতিত করিলেন ॥ ১০ ॥

স ধাবন্ ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা সহসোত্থিতঃ।
তং মত্বা পতিতং ক্রুদ্ধো দন্তাভ্যাং সোঽহনৎ ক্ষিতিম্ ॥ ১১ ॥

(পুনশ্চ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ধাবন্ ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা সহসা (ঝটিতি) উত্থিতঃ (উত্থায় অন্যত্র স্থিতঃ)। সঃ (চ গজঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) পতিতং মত্বা ক্রুদ্ধঃ (সন্) দন্তাভ্যাং ক্ষিতিম্ অহনৎ ॥ ১১ ॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণ দৌড়িতে দৌড়িতে ক্রীড়াক্রমে ভূতলে পতিত ও সহসা উত্থিত হইয়া অন্যত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে হস্তী কিন্তু তাঁহাকে পতিত বিবেচনা করিয়া ক্রোধে দন্তদ্বয় দ্বারা পৃথিবীতে আঘাত করিল ॥ ১১ ॥

স্ববিক্রমে প্রতিহতে কুঞ্জরেন্দ্রোঽত্যমর্ষিতঃ।
চোদ্যমানো মহামাত্রৈঃ কৃষ্ণমভ্যদ্রবদ্রুষা ॥ ১২ ॥

(এবং) স্ববিক্রমে প্রতিহতে (সতি) কুঞ্জরেন্দ্রঃ অত্যমর্ষিতঃ মহামাত্রৈঃ (হস্তিপৈঃ চ) চোদ্যমানঃ রুষা কৃষ্ণং (হন্তুন্) অভ্যদ্রবৎ ॥ ১২ ॥

এইরূপে নিজ বিক্রম ব্যর্থ হইলে, গজরাজ হস্তিপক সকল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণকে সংহার করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল ॥ ১২ ॥

তমাপতন্তমাসাদ্য ভগবান্ মধুসূদনঃ।
নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৩ ॥

মধুসূদনঃ ভগবান্ তং (গজম্) আপতন্তং (বেগেন আগচ্ছন্তম্) আসাদ্য (তস্য) হস্তং (শুণ্ডং) পাণিনা (স্বপাণিনা) নিগৃহ্য ভূতলে (পুনঃ) পাতয়া-মাস ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন ভগবান, গজ বেগে আসিবামাত্র, হস্ত দ্বারা তাহার শুণ্ড ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে পুনর্ব্বার ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ১৩ ॥

পতিতং তং পদাক্রম্য মৃগেন্দ্র ইব লীলয়া।
দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ ॥ ১৪ ॥

হরিঃ পতিতং (গজং) পদা আক্রম্য মৃগেন্দ্রঃ ইব লীলয়া (তস্য) দন্তম্ উৎপাট্য তেন (দন্তেন) ইভং (হস্তিনং) হস্তিপান্ চ অহনৎ (অহন্) ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন মৃগেন্দ্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে চরণ দ্বারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা হস্তী ও হস্তিপক সকলকে সংহার করিলেন ॥ ১৪ ॥

মৃতকং দ্বিপমুৎসৃজ্য দন্তপাণিঃ সমাবিশৎ।
অংসন্যস্তবিষাণোঽসৃঙ্মদবিন্দুভিরঙ্কিতঃ।
বিরূঢ়স্বেদকণিকাবদনাম্বুরুহো বভৌ ॥ ১৫ ॥

(ততশ্চ) মৃতকং (মৃতং) দ্বিপং (গজম্) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) দন্তপাণিঃ অংসন্যস্তবিষাণঃ (অংসে স্কন্ধে ন্যস্তঃ নিহিতঃ বিষাণঃ গজদন্তঃ যেন সঃ) অসৃঙ্মদবিন্দুভিঃ (অসৃজঃ রুধিরস্য মদস্য চ বিন্দুভিঃ) অঙ্কিতঃ বিরূঢ়স্বেদকণিকাবদনাম্বুরুহঃ (বিরূঢ়াঃ উদ্গতাঃ স্বেদকণিকাঃ যস্মিন্ তৎ বদনাম্বুরুহং যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ রঙ্গং) সমাবিশৎ (তত্র চ বীরাদিশ্রিয়া) বভৌ ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর মৃত হস্তীকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তস্থিত গজদন্ত স্কন্ধোপরি স্থাপন পূর্ব্বক রুধির ও মদবিন্দু দ্বারা অঙ্কিত হইয়া স্বেদবিন্দু-শোভিত-বদনে রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ঐ স্থলে বীরাদিশোভায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বৃতৌ গোপৈঃ কতিপয়ৈর্ব্বলদেবজনার্দ্দনৌ।
রঙ্গং বিবিশতূ রাজন্ গজদন্তবরায়ুধৌ ॥ ১৬ ॥

(হে) রাজন্, গজদন্তবরায়ুধৌ কতিপয়ৈঃ গোপৈঃ বৃতৌ (চ) বলদেব-জনার্দ্দনৌ রঙ্গং বিবিশতুঃ ॥ ১৬ ॥

রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গজদন্তরূপ উৎকৃষ্ট আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক কতিপয় গোপে পরিবৃত হইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৬ ॥

মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১৭ ॥

মল্লানাম্ অশনিঃ (অশনিবৎ রৌদ্রঃ), নৃণাং (তদ্দেষিতদীয়জনব্যতিরিক্তানাং পৌরাদীনাং) নরবরঃ (অদ্ভুতরূপঃ), স্ত্রীণাং (মান্যাদিব্যতিরিক্তানাং) মূর্ত্তিমান্ (শৃঙ্গাররসবিশিষ্টঃ) স্মরঃ, গোপানাং (শ্রীদামাদীনাং) স্বজনঃ (হাস্যরসবিশিষ্টঃ বয়স্যঃ), অসতাং ক্ষিতিভুজাং (রাজ্ঞাং) শাস্তা (বীররসবিশিষ্টঃ শিক্ষকঃ), স্বপিত্রোঃ (দেবকীবসুদেবয়োঃ করুণরসবিশিষ্টঃ) শিশুঃ, ভোজপতেঃ (কংসস্য)

মৃত্যুঃ (ভয়ানকঃ), অবিদুষাং (তৎপ্রভাবানভিজ্ঞানাং) বিরাট্ (বিকলঃ অপর্য্যাপ্তঃ রাজতে ইতি তথা বীভৎসঃ), যোগিনাং পরং তত্ত্বং (পরমাত্মা ইতি শান্তঃ), বৃষ্ণীনাং (যাদবাদিভক্তানাং) পরদেবতা (ভক্তিরসবিশিষ্টঃ) ইতি বিদিতঃ সাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রঙ্গং গতঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সহিত রঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তত্রত্য বিভিন্নপ্রকৃতি লোক সকল তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। মল্লগণ তাঁহাকে বজ্রের সদৃশ রৌদ্র, সাধারণ পুরবাসীরা তাঁহাকে অদ্ভুত একটি মনুষ্য, সাধারণী পুরবাসিনী সকল তাঁহাকে শৃঙ্গাররসবিশিষ্ট মূর্ত্তিমান কন্দর্প, শ্রীদামাদি গোপবালকগণ তাঁহাকে হাস্যরসবিশিষ্ট বয়স্য, অসৎ রাজগণ তাঁহাকে বীররসবিশিষ্ট শাসনকর্ত্তা, দেবকী ও বসুদেব তাঁহাকে করুণরসবিশিষ্ট শিশু, কংস তাঁহাকে ভয়ানক মৃত্যু, অজ্ঞ ব্যক্তি সকল তাঁহাকে বীভৎস বিরাট পুরুষ, যোগিগণ তাঁহাকে শান্ত পরমাত্মা এবং ভক্ত যাদবগণ তাঁহাকে ভক্তিরসবিশিষ্ট পরদেবতা বলিয়া দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

হতং কুবলয়াপীড়ং দৃষ্ট্বা তাবতিদুর্জ্জয়ৌ।
কংসো মনস্ব্যপি তদা ভৃশমুদ্বিবিজে নৃপ ॥ ১৮ ॥

(হে) নৃপ, কুবলয়াপীড়ং (গজং) হতং (শ্রুত্বা) তৌ (রামকৃষ্ণৌ অপি) অতিদুর্জ্জয়ৌ দৃষ্ট্বা মনস্বী (ধীরঃ) অপি কংসঃ ভৃশম্ (অত্যন্তং) তদা উদ্বিবিজে (ভীতঃ বভুব) ॥ ১৮ ॥

রাজন্, কুবলয়াপীড় গজকে নিহত শ্রবণ করিয়া এবং সাক্ষাতে কৃষ্ণ ও বলরামকে অতীব দুর্জ্জয় দেখিয়া, কংস স্বভাবতঃ ধীর হইয়াও তৎকালে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল ॥ ১৮ ॥

তৌ রেজতূ রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ
বিচিত্রবেশাভরণস্রগম্বরৌ।
যথা নটাবুত্তমবেশধারিণৌ
মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্ ॥ ১৯ ॥

বিচিত্রবেশাভরণস্রগম্বরৌ মহাভুজৌ প্রভয়া (স্বকান্ত্যা) নিরীক্ষতাং

(জনানাং) মনঃ ক্ষিপন্তৌ (ক্ষোভয়ন্তৌ) রঙ্গগতৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) উত্তমবেশধারিণৌ নটৌ যথা (তথা) রেজতুঃ ॥ ১৯ ॥

বিচিত্র বেশ আভরণ মাল্য ও অম্বর ভূষিত মহাভুজ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নিজ নিজ অঙ্গকান্তি দ্বারা দর্শনকারী জনগণের চিত্ত ক্ষোভিত করিতে করিতে রঙ্গগত হইয়া উত্তমবেশধারী নটযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপূরুষৌ জনা
মঞ্চস্থিতা নাগররাষ্ট্রিকা নৃপ ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ
পপু র্ন তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্ ॥ ২০ ॥

(হে) নৃপ, মঞ্চস্থিতাঃ নাগররাষ্ট্রিকাঃ (নাগরাঃ পৌরাঃ রাষ্ট্রিকাঃ জানপদাঃ চ) জনাঃ তৌ উত্তমপূরুষৌ নিরীক্ষ্য প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ (প্রহর্ষবেগেন উৎকলিতানি উচ্ছ্বসিতানি ঈক্ষণানি আননানি চ যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ) নয়নৈঃ তদাননং (তয়োঃ আননম্ আননগতং লাবণ্যরসং) পপুঃ (পীতবন্তঃ পরন্ত) ন তৃপ্তাঃ ॥ ২০ ॥

রাজন্, দুই পুরুষশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া মঞ্চস্থিত পৌর ও জানপদ লোক সকলের নয়ন ও আনন প্রহর্ষবেগে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহারা চক্ষুর্দ্বারা তাঁহাদিগের আননগত লাবণ্যরস পান করিতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না ॥ ২০ ॥

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া ।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ ॥ ২১ ॥

চক্ষুর্ভ্যাং পিবন্তঃ ইব জিহ্বয়া লিহন্তঃ ইব নাসাভ্যাং জিঘ্রন্তঃ ইব বাহুভিঃ শ্লিষ্যন্তঃ ইব স্থিতাঃ ॥ ২১ ॥

তাঁহারা নেত্রদ্বয় দ্বারা যেন পান, জিহ্বা দ্বারা যেন লেহন, নাসারন্ধ্রযুগল দ্বারা যেন আঘ্রাণ এবং বাহুদ্বয় দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

ঊচুঃ পরস্পরং তে বৈ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ।
তদ্রূপগুণমাধুর্য্যপ্রাগল্‌ভ্যস্মারিতা ইব ॥ ২২ ॥

তে (জনাঃ) তদ্রূপগুণমাধুর্য্যপ্রাগল্‌ভ্যস্মারিতাঃ ইব যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতং বৈ পরস্পরম্ উচুঃ। ২২ ॥

ঐ সকল লোক তাঁহাদিগের রূপ গুণ মাধুর্য্য ও প্রাগল্‌ভ্য দ্বারা স্মারিত হইয়া, যেরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন, পরস্পর সেই প্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য চ।
অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি ॥ ২৩ ॥

এতৌ (রামকৃষ্ণৌ) ভগবতঃ হরেঃ নারায়ণস্য চ সাক্ষাৎ অংশেন ইহ (মথুরায়াং) বসুদেবস্য বেশ্মনি অবতীর্ণৌ ॥ ২৩ ॥

এই কৃষ্ণ ও বলরাম ভগবান হরি ও নারায়ণের অংশের সহিত এই মথুরাতে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥

এষ বৈ কিল দেবক্যাং জাতো নীতশ্চ গোকুলম্।
কালমেতং বসন্ গূঢ়ো ববৃধে নন্দবেশ্মনি ॥ ২৪ ॥

এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বৈ (বসুদেবাৎ) দেবক্যাং জাতঃ (তেন) চ গোকুলং নীতঃ এতম্ (এতাবন্তং) কালং নন্দবেশ্মনি গূঢ়ঃ (ইতরৈঃ অজ্ঞাতঃ) বসন্ ববৃধে কিল ॥ ২৪ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণই বসুদেব হইতে দেবকীতে উৎপন্ন ও বসুদেব কর্ত্তৃক গোকুলে নীত হইয়া এতাবৎকাল গুপ্তভাবে নন্দালয়ে বাস করিতে করিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

পূতনানেন নীতান্তং চক্রবাতশ্চ দানবঃ।
অর্জুনৌ ধেনুকঃ কেশী গুহকোঽন্যে চ তদ্বিধাঃ ॥ ২৫ ॥

অনেন পূতনা অন্তং নীতা। চক্রবাতঃ দানবঃ চ (অন্তং নীতঃ)। অর্জ্জুনৌ (পাতিতৌ)। ধেনুকঃ কেশী গুহকঃ তদ্বিধাঃ অন্যে চ (অন্তং নীতাঃ) ॥ ২৫ ॥

ইনি পূতনাকে ও চক্রবাতরূপী তৃণাবর্ত্ত নামক অসুরকে সংহার করিয়াছেন। ইনি অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়কে পাতিত করিয়াছেন। ইনিই ধেনুক কেশী শঙ্খচূড় নামক যক্ষ ও তদ্বিধ অন্যান্য অসুর সকলকে অন্তকসদনে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

গাবঃ সপালা এতেন দাবাগ্নেঃ পরিমোচিতাঃ।
কালিয়ো দমিতঃ সর্প ইন্দ্রশ্চ বিমদঃ কৃতঃ ॥ ২৬ ॥

এতেন সপালাঃ গাবঃ দাবাগ্নেঃ পরিমোচিতাঃ। কালিয়ঃ সর্পঃ দমিতঃ। ইন্দ্রঃ চ বিমদঃ কৃতঃ ॥ ২৬ ॥

ইনিই গোপালগণের সহিত গো সকলকে দাবাগ্নি হইতে পরিমোচন করিয়াছেন। ইনিই কালিয় নাগকে দমন করিয়াছেন। ইনিই ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

সপ্তাহমেকহস্তেন ধৃতোঽদ্রিপ্রবরোঽমুনা।
বর্ষবাতাশনিভ্যশ্চ পরিত্রাতঞ্চ গোকুলম্ ॥ ২৭ ॥

অমুনা একহস্তেন সপ্তাহং (যাবৎ) অদ্রিপ্রবরঃ ধৃতঃ চ। বর্ষবাতাশনিভ্যঃ গোকুলং পরিত্রাতং চ ॥ ২৭ ॥

ইনিই একহস্তে সপ্তাহ পর্য্যন্ত গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন। ইনিই বর্ষা বাত ও বজ্র হইতে গোকুল রক্ষা করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

গোপ্যোঽস্য নিত্যমুদিতহসিতপ্রেক্ষণং মুখম্।
পশ্যন্ত্যো বিবিধাংস্তাপাংস্তরন্তি স্মাশ্রমং মুদা ॥ ২৮ ॥

অস্য নিত্যমুদিতহসিতপ্রেক্ষণং মুখং পশ্যন্ত্যঃ গোপ্যঃ বিবিধান্ তাপান্ অশ্রমং (যথা ভবতি তথা) মুদা তরন্তি স্ম ॥ ২৮ ॥

ইহাঁর নিত্য প্রফুল্ল সহাস্যকটাক্ষযুক্ত মুখ সন্দর্শন করিয়া গোপী সকল অনায়াসে বিবিধ তাপ সকল সানন্দে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

বদন্ত্যনেন বংশোঽয়ং যদোঃ সুবহুবিশ্রুতঃ।
শ্রিয়ং যশো মহত্বঞ্চ লপ্স্যতে পরিরক্ষিতঃ ॥ ২৯ ॥

অনেন পরিরক্ষিতঃ অয়ং যদোঃ বংশঃ সুবহুবিশ্রুতঃ (ভবিষ্যতি) শ্রিয়ং যশঃ মহত্বং লপ্স্যতে চ (ইতি) বদন্তি ॥ ২৯ ॥

ইহাঁ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া এই যদুবংশ বহুবিখ্যাত হইবে এবং শ্রী যশঃ ও মহত্ব লাভ করিবে, এই কথা লোকে বলিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

অয়ঞ্চাস্যাগ্রজঃ শ্রীমান্ রামঃ কমললোচনঃ।
প্রলম্বো নিহতোঽনেন বৎসকো যে বকাদয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অয়ং চ কমললোচনঃ শ্রীমান্ রামঃ অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অগ্রজঃ, যেন প্রলম্বঃ বৎসকঃ (চ) নিহতঃ বকাদয়ঃ যে (অন্যে তে অপি নিহতাঃ)॥ ৩০ ॥

এই কমললোচন শ্রীমান্ রাম ইহাঁর অগ্রজ। ইনি প্রলম্ব বৎস ও বকাদি অন্যান্য অসুরদিগকে সংহার করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

শুক উবাচ।

জনেম্বেবং ব্রুবাণেষু তূর্য্যেষু নিনদৎস্থ চ।
কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য চাণূরো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥

শুকঃ উবাচ ;—জনেষু এবং ব্রুবাণেষু তূর্য্যেষু নিনদৎসু চ (সৎসু) চাণূরঃ কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য বাক্যম্ অব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—লোক সকল এইপ্রকার বলিতেছিল এবং বাদ্যযন্ত্র সকল বাদিত হইতেছিল, এই সময় চাণূর কৃষ্ণ ও বলরামকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

হে নন্দসূনো হে রাম ভবন্তৌ বীর্য্যসম্মতৌ ॥
নিযুদ্ধকুশলৌ শ্রুত্বা রাজ্ঞাহূতৌ দিদৃক্ষুণা ॥ ৩২ ॥

(হে) নন্দসূনো, (হে) রাম, ভবন্তৌ বীর্য্যসম্মতৌ (বীর্য্যবত্ত্বেন সম্মতৌ) নিযুদ্ধকুশলৌ (মল্লযুদ্ধকুশলৌ) শ্রুত্বা (তৎ) দিদৃক্ষুণা রাজ্ঞা আহূতৌ ॥ ৩২ ॥

হে নন্দতনয়, হে রাম, তোমরা দুইজন বীর্য্যশালী বলিয়া সম্মত এবং মল্লযুদ্ধকুশল, ইহা শ্রবণ করিয়া, দেখিবার অভিলাষে রাজা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

প্রিয়ং রাজ্ঞঃ প্রকুর্ব্বত্যঃ শ্রেয়ো বিন্দন্তি বৈ প্রজাঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা বিপরীতমতোঽন্যথা ॥ ৩৩ ॥

মনসা কর্ম্মণা বাচা (চ) রাজ্ঞঃ প্রিয়ং প্রকুর্ব্বত্যঃ প্রজাঃ শ্রেয়ঃ (উত্তমং ফলং) বিন্দন্তি। অতঃ (প্রিয়াচরণাৎ) অন্যথা (অপ্রিয়ং কুর্ব্বত্যঃ তু) বিপরীতং (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৩৩ ॥

প্রজা সকল মন কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা যদি রাজার প্রিয় কার্য্য সাধন করে, তাহা হইলেই তাহাদিগের মঙ্গল হয়। অতএব যাহারা তাঁহার প্রিয়াচরণ না করিয়া অপ্রিয়াচরণ করে, তাহারা বিপরীত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

নিত্যং প্রমুদিতা গোপা বৎসপালাস্তথা স্ফুটম্।
বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তশ্চারয়ন্তি গাঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রমুদিতাঃ বৎসপালাঃ গোপাঃ (চ) নিত্যং বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তঃ (এব) গাঃ চারয়ন্তি (ইতি যথা) তথা স্ফুটম্ ॥ ৩৪ ॥

প্রমুদিত গোপ ও বৎসপাল সকল নিত্য বনে মল্লযুদ্ধ সহকারে ক্রীড়া করিতে করিতে গোচারণ করিয়া থাকে, ইহা ব্যক্ত আছে ॥ ৩৪ ॥

তস্মাদ্রাজ্ঞঃ প্রিয়ং যূয়ং বয়ঞ্চ করবামহে।
ভূতানি নঃ প্রসীদন্তি সর্ব্বভূতময়ো নৃপঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্মাৎ যূয়ং বয়ং চ রাজ্ঞঃ প্রিয়ং করবামহে। (এবং রাজ্ঞি প্রীতে সতি) ভূতানি নঃ (অস্মাকং) প্রসীদন্তি (প্রসীদেয়ুঃ যতঃ) নৃপঃ সর্ব্বভূতময়ঃ ॥ ৩৫ ॥

অতএব আইস, তোমরা ও আমরা রাজার প্রিয় সাধন করি। তাহা হইলে সকল প্রাণী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবে; কারণ, রাজা সর্ব্বভূতময় ॥ ৩৫ ॥

তন্নিশম্যাব্রবীৎ কৃষ্ণো দেশকালোচিতং বচঃ।
নিযুদ্ধমাত্মনোঽভীষ্টং মন্যমানোঽভিনন্দ্য চ ॥ ৩৬ ॥

তৎ (চাণূরবাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) নিযুদ্ধম্ আত্মনঃ অভীষ্টম্ (অভিমতং) মন্যমানঃ কৃষ্ণঃ চ (তদ্বচঃ) অভিনন্দ্য দেশকালোচিতং বচঃ অব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চাণূরবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বাহুযুদ্ধ নিজের অভিমত মনে করিয়া উহার বাক্য অভিনন্দন পুরঃসর দেশকালোচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

প্রজা ভোজপতেরস্য বয়ঞ্চাপি বনেচরাঃ।
করবাম প্রিয়ং রাজ্ঞস্তন্নঃ পরমনুগ্রহঃ ॥ ৩৭ ॥

বনেচরাঃ বয়ং (যূয়ং) চ অস্ত ভোজপতেঃ প্রজাঃ তৎ (তস্মাৎ তস্ত) প্রিয়ং (নিত্যং) করবাম (ততঃ চ) নঃ পরম্ অনুগ্রহঃ (ভবিষ্যতি)॥ ৩৭॥

তোমরা ভোজরাজের প্রজা, এবং আমরা বনচর হইলেও তাঁহারই প্রজা। অতএব নিত্য রাজার প্রিয়সাধন করিব। ইহা ত আমাদিগের পক্ষে অনুগ্রহই মনে করি॥ ৩৭॥

বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ক্রীড়িস্যামো যথোচিতম্।
ভবেন্নিযুদ্ধং মাধর্ম্মঃ স্পৃশেন্মল্লসভাসদঃ॥ ৩৮॥

বয়ং বালাঃ, তুল্যবলৈঃ (সহ) ক্রীড়িষ্যামঃ, যথা উচিতং নিযুদ্ধং ভবেৎ, মল্লসভাসদঃ (মল্লসভাধিকৃতান্) অধর্ম্মঃ মা স্পৃশেৎ॥ ৩৮॥

কিন্তু আমরা বালক; তুল্যবল মল্লদিগের সহিত ক্রীড়া করিব; মল্লসভাসদ্বর্গকে অধর্ম্ম স্পর্শ না করে, এই নিমিত্ত বাহুযুদ্ধ ন্যায়-সঙ্গতই হওয়া উচিত॥ ৩৮॥

চাণূর উবাচ।

ন বালো ন কিশোরস্ত্বং বলশ্চ বলিনাং বরঃ।
লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বিপসত্ত্বভৃৎ॥ ৩৯॥

চাণূরঃ উবাচ, ত্বং বলঃ চ ন বালঃ ন বা কিশোরঃ, পরন্তু বলিনাং বরঃ, যেন (ত্বয়া) সহস্রদ্বিপসত্ত্বভৃৎ ইভঃ লীলয়া হতঃ॥ ৩৯॥

চাণূর বলিল, তুমি কিম্বা বলদেব, তোমরা কেহই বালকও নহ, কিশোরও নহ, পরন্তু তোমরা বলশালী ব্যক্তিদিগের প্রধান। তুমি সহস্র হস্তীর বলধারী কুবলয়াপীড় হস্তীকে অবলীলাক্রমে বধ করিয়াছ॥ ৩৯॥

তস্মাদ্ভবদ্ভ্যাং বলিভির্যোদ্ধব্যং নানয়োঽত্র বৈ।
ময়ি বিক্রম বার্ষ্ণেয় বলেন সহ মুষ্টিকঃ॥ ৪০॥

তস্মাৎ ভবদ্ভ্যাং বলিভিঃ (সহ) যোদ্ধব্যম্ অত্র বৈ ন অনয়ঃ। (হে) বার্ষ্ণেয়, ময়ি বিক্রম। মুষ্টিকঃ বলেন সহ (বিক্রমতু)। ময়ীত্যত্র মমেতি অত্র বৈ ইত্যত্র কচিদিতি চ পাঠান্তরম্॥ ৪০॥

অতএব তোমাদিগের বলবান্ মল্লের সহিত যুদ্ধ করা উচিত হইতেছে। তাহাতে অন্যায় হইতেছে না। বাঞ্চেয়, তুমি আমার উপর নিজ বিক্রম প্রকাশ কর, আর, মুষ্টিক বলদেবের সহিত বিক্রম প্রকাশ করুক ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে মল্লক্রীড়োদ্যোগো নাম
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

এবং চর্চ্চিতসঙ্কল্পো ভগবান্ মধুসূদনঃ।
আসসাদাথ চাণূরং মুষ্টিকং রোহিণীসুতঃ॥ ১॥

শুকঃ উবাচ;—এবং চর্চ্চিতসঙ্কল্পঃ (চর্চ্চিতঃ নিশ্চিতঃ সঙ্কল্পো যস্য সঃ) ভগবান্ মধুসূদনঃ চাণূরম্ আসসাদ (যোদ্ধুমাজগাম)। অথ রোহিণীসুতঃ মুষ্টিকম্ (আসসাদ)॥ ১॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কর্ত্তৃক মল্লগণের ও কংসের সংহার, কংসপত্নীদিগকে আশ্বাস প্রদান এবং জনক-জননী সন্দর্শন বর্ণিত হইয়াছে॥

শুকদেব কহিলেন;—এইরূপে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া ভগবান মধুসূদন চাণূরকে এবং বলদেব মুষ্টিককে যুদ্ধার্থ ধারণ করিলেন॥ ১॥

হস্তাভ্যাং হস্তয়োর্বদ্ধা পদ্ভ্যামেব চ পাদয়োঃ।
বিচকর্ষতুরন্যোন্যং প্রসহ্য বিজিগীষয়া॥ ২॥

(তদা কৃষ্ণচাণূরৌ রামমুষ্টিকৌ চ) হস্তয়োঃ হস্তাভ্যাং পাদয়োঃ পদ্ভ্যাং চ এব বদ্ধা বিজিগীষয়া প্রসহ্য অন্যোন্যং বিচকর্ষতুঃ॥ ২॥

তখন তাঁহারা হস্তদ্বয় দ্বারা হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় দ্বারা পদদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক বিজয়াভিলাষে সবলে পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ২॥

অরত্নী দ্বে অরত্নিভ্যাং জানুভ্যাঞ্চৈব জানুনী।
শিরঃ শীর্ষ্ণোরসোরস্তাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ॥ ৩॥

অরত্নিভ্যাং দ্বে অরত্নী জানুভ্যাং জানুনী শীর্ষ্ণা (শিরসা) শিরঃ উরসা উরঃ চ এব তৌ অন্যোন্যম্ অভিজঘ্নতুঃ॥ ৩॥

তাঁহারা পরস্পর দুই অরত্নি (বাহুমধ্য হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি ব্যতিরেকে কুড়মুষ্টি হস্ত) দ্বারা দুই অরত্নি, দুই জানু দ্বারা দুই

জানু, মস্তক দ্বারা মস্তক ও বক্ষঃ দ্বারা বক্ষঃ আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

পরিভ্রামণবিক্ষেপপরিরম্ভাবপাতনৈঃ।
উৎসর্পণাপসর্পণৈরন্যোন্যং প্রত্যরুন্ধতাম্ ॥ ৪ ॥

পরিভ্রামণবিক্ষেপপরিরম্ভাবপাতনৈঃ উৎসর্পণাপসর্পণৈঃ (চ) অন্যোন্যং প্রত্যরুন্ধতাম্ (প্রত্যরুৎসাতাম্) ॥ ৪ ॥

তাঁহারা পরিভ্রামণ, তাড়ন, বাহুদ্বয় দ্বারা নিষ্পীড়ন, অধঃক্ষেপণ, উৎসর্পণ (ছাড়িয়া দিয়া অগ্রে গমন) ও অপসর্পণ (ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাৎ গমন) দ্বারা পরস্পর প্রত্যাবরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

উত্থাপনৈরুন্নয়নৈশ্চালনৈঃ স্থাপনৈরপি।
পরস্পরং জিগীষন্তাবপচক্রতুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

জিগীষন্তৌ (তৌ) উত্থাপনৈঃ চালনৈঃ স্থাপনৈঃ অপি পরস্পরম্ আত্মনঃ অপচক্রতুঃ ॥ ৫ ॥

তাঁহারা পরস্পর জিগীষু হইয়া উত্থাপন (পদদ্বয় ও জানুদ্বয় পিণ্ডীকৃত করিয়া পতিতের উত্তোলন), উন্নয়ন (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন), চালন (কণ্ঠাদি ধারণ করিলে তন্নিঃসারণ) ও স্থাপন (হস্তপদাদি পিণ্ডীকরণ) দ্বারা আপনাপন দেহের অপকার করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

তদ্বলাবলবদ্যুদ্ধং সমেতাঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
ঊচুঃ পরস্পরং রাজন্ সানুকম্পা বরূথশঃ ॥ ৬ ॥

(হে) রাজন্, বরূথশঃ (সঙ্ঘশঃ) সমেতাঃ সানুকম্পাঃ সর্ব্বযোষিতঃ তৎ যুদ্ধং বলাবলবৎ (একতো বলমন্যতঃ অবলং তদ্যুক্তং বিষমং পশ্যন্ত্যঃ) পরস্পরম্ ঊচুঃ ॥ ৬ ॥

রাজন্, ঐ যুদ্ধের একদিকে বল ও অপর দিকে অবল দেখিয়া অনুকম্পান্বিত সমবেত মহিলা সকল দলবদ্ধ হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

মহানয়ং বতাধর্ম্ম এষাং রাজসভাসদাম্।
যে বলাবলবদ্যুদ্ধং রাজ্ঞোঽন্বিচ্ছন্তি পশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

যে রাজ্ঞঃ পশ্যতঃ বলাবলবদ্‌যুদ্ধম্ অম্বিচ্ছন্তি (তেষাম্) এষাং রাজসভাসদাম্ অয়ং মহান্ অধর্ম্মঃ বত ॥ ৭ ॥

অহো এই সকল রাজসভাসদ্‌গণের অত্যন্ত অধর্ম্ম ; রাজা সবল ও দুর্ব্বলের যুদ্ধ দর্শন করিতেছেন, ইহাঁরা অনুমোদন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

ক্ব বজ্রসারসর্ব্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ ।
ক্ব চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তয়ৌবনৌ ॥ ৮ ॥

বজ্রসারসর্ব্বাঙ্গৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ মল্লৌ ক্ব অতিসুকুমারাঙ্গৌ নাপ্তযৌবনৌ কিশোরৌ (রামকৃষ্ণৌ) ক্ব ॥ ৮ ॥

শৈলরাজপরিমিত এই দুই মল্লের সর্ব্বাঙ্গ বজ্রের ন্যায় সারবান্ ; আর, এই দুইজন সুকুমারকলেবর, ইহাঁরা কিশোরবয়স্ক, এখনও যৌবনে পদার্পণ করেন নাই ; ইহাঁদিগের পরস্পর যুদ্ধ কখনই সম্ভব হয় না ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মব্যতিক্রমো হ্যস্য সমাজস্য ধ্রুবং ভবেৎ ।
যত্রাধর্ম্মঃ সমুত্তিষ্ঠেন্ন স্থেয়ং তত্র কর্হিচিৎ ॥ ৯ ॥

অস্য সমাজস্য হি ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ ধ্রুবং ভবেৎ। যত্র অধর্ম্মঃ সমুত্তিষ্ঠেৎ তত্র কর্হিচিৎ ন স্থেয়ম্ ॥ ৯ ॥

নিশ্চয়ই এই সমাজের ধর্ম্মব্যতিক্রম ঘটিবে ; যে স্থানে অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সে স্থানে কখনও অবস্থিতি করিবে না ॥ ৯ ॥

ন সভাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষাননুস্মরন্ ।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্নুতে ॥ ১০ ॥

প্রাজ্ঞঃ (জনঃ) সভাদোষান্ অনুস্মরন্ সভাং ন প্রবিশেৎ। অব্রুবন্ (তূষ্ণীং তিষ্ঠন্) বিব্রুবন্ (বিপরীতং বদন্) অজ্ঞঃ (ইতি বদন্ চ) নরঃ কিল্বিষং (পাপম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ১০ ॥

সভাস্থলে বিজ্ঞ জানিয়া না বলেন, যিনি বিপরীত বলেন, অথবা যিনি জানি না বলেন, তিনিও দোষী হয়েন ; অতএব সভ্যের দোষ স্মরণ করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এতাদৃশ সভায় প্রবেশ করিবেন না ॥ ১০ ॥

বল্গতঃ শত্রুমভিতঃ কৃষ্ণস্য বদনাম্বুজম্ ।
বীক্ষ্যতাং শ্রমবার্য্যুপ্তং পদ্মকোষমিবাম্বুভিঃ ॥ ১১ ॥

অম্বুভিঃ পদ্মকোষম্ ইব শক্রম্ অভিতঃ বল্গতঃ (ধাবতঃ) কৃষ্ণস্য শ্রম-বার্য্যুপ্তং (শ্রমবারিভিঃ ব্যাপ্তং) বদনাম্বুজং বীক্ষ্যতাম্॥ ১১॥

ঐ দেখ, শক্রুর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম জল দ্বারা পদ্মকোষের ন্যায় শ্রমবারি দ্বারা ব্যাপ্ত হই-য়াছে॥ ১১॥

কিং ন পশ্যত রামস্য মুখমাতাম্রলোচনম্।
মুষ্টিকং প্রতি সামর্ষং হাসসংরম্ভশোভিতম্॥ ১২॥

মুষ্টিকং প্রতি সামর্ষং হাসসংরম্ভশোভিতং (হাসাবেশশোভিতম্) আতাম্র-লোচনং রামস্য মুখং কিং ন পশ্যত?॥ ১২॥

রামের ঈষৎ-তাম্রবর্ণ-লোচন মুখ মুষ্টিকের প্রতি সক্রোধ হইয়া হাস্যবেগে শোভিত হইয়াছে দেখিতেছ না?॥ ১২॥

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ ১৩॥

যৎ (যাসু) গিরিত্ররমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ (গিরিত্ররমাভ্যাম্ অর্চ্চিতৌ অঙ্ঘ্রী যস্য সঃ) নৃলিঙ্গগূঢ়ঃ (নৃলিঙ্গেন মনুষ্যনাট্যেন গূঢ়ঃ আচ্ছাদিতৈশ্বর্য্যঃ) পুরাণপুরুষঃ বনচিত্রমাল্যঃ (বনসম্বন্ধীনি চিত্রাণি মাল্যানি যস্য সঃ) অয়ং সহবলঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গাঃ পালয়ন্ (চারয়ন্) বেণুং ক্বণয়ন্ (বাদয়ন্) চ বিক্রীড়য়া অঞ্চতি (অটতি তাঃ) ব্রজভুবঃ পুণ্যাঃ বত॥ ১৩॥

ব্রজভূমির পুণ্য আছে; কারণ, শিব ও লক্ষ্মী যাঁহার চরণ অর্চ্চনা করেন, সেই পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যনাট্য দ্বারা নিজ ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদন পূর্ব্বক বনজ বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়া গোচারণ ও বেণুবাদন করিতে করিতে বলদেবের সহিত ক্রীড়াপ্রসঙ্গে ঐ স্থানে ভ্রমণ করেন॥ ১৩॥

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।

দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১৪ ॥

গোপ্যঃ কিং তপঃ অচরন্ যং (যস্মাৎ) অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) লাবণ্যসারম্ অসমোদ্ধম্ অনন্যসিদ্ধম্ অনুসবাভিনবং দুরাপং যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য (ঐশ্বর্য্যস্য) একান্তধাম দৃগ্‌ভিঃ পিবন্তি ॥ ১৪ ॥

গোপীরা কি তপস্যা আচরণ করিয়াছিল, যে এই শ্রীকৃষ্ণের দুর্লভ নিত্যনূতন রূপ নেত্রসমূহ দ্বারা পান করে ? তাঁহার এই রূপ লাবণ্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ ; ইহার সমান বা অধিক নাই। আভরণাদি হইতে এই রূপের উৎপত্তি হয় নাই ॥ ১৫ ॥

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো ।
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ ॥ ১৫ ॥

যাঃ দোহনে (গোদোহনে) অবহননে মথনোপলেপপ্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ চ এনং (শ্রীকৃষ্ণং) গায়ন্তি অনুরক্তধিয়ঃ অশ্রুকণ্ঠ্যঃ উরুক্রমচিত্তযানাঃ (তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ ধন্যাঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রজাঙ্গনা সকল ধন্য ; তাহারা অশ্রুকণ্ঠী হইয়া দোহন, তুষাপাকরণ, মন্থন, উপলেপন, দোলান্দোলন, শিশুরোদন, জলসেচন ও মার্জ্জনাদি সকল সময়েই শ্রীকৃষ্ণকে গান করিয়া থাকে ; সুতরাং তাহাদিগের বুদ্ধি তাঁহাতেই অনুরক্ত ; অতএব তাঁহাতে অর্পিত চিত্ত দ্বারাই তাহাদিগের সর্ব্ববিষয়ের লাভ হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

প্রাতর্ব্রজাদ্ ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্ ।
নির্গম্য তূর্ণমবলা পথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্ ॥ ১৬ ॥

গোভিঃ সমং প্রাতঃ ব্রজাৎ ব্রজতঃ সায়ম্ আবিশতঃ চ (বেণুং) ক্বণয়তঃ অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) বেণুং নিশম্য (গৃহাৎ) তূর্ণং নির্গম্য পথি (যাঃ) সদয়াবলোকং সস্মিতমুখং পশ্যন্তি (তাঃ) অবলাঃ ভূরিপুণ্যাঃ ॥ ১৬ ॥

বেণুবাদন করিতে করিতে গোগণের সহিত প্রাতঃকালে ব্রজ হইতে বহির্গমন ও সায়ংকালে ব্রজে প্রবেশ করিবার সময় ইহাঁর বেণুরব শ্রবণে সত্বর গৃহ হইতে নির্গত হইয়া যে সকল ব্রজাঙ্গনা পথে ইহাঁর সদয়দৃষ্টিসহিত মুখ নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগের প্রচুর পুণ্য। ১৬ ॥

এবং প্রভাসমাণাসু স্ত্রীষু যোগেশ্বরো হরিঃ।
শত্রুং হন্তুং মনশ্চক্রে ভগবান্ ভরতর্ষভ ॥ ১৭ ॥

(হে) ভরতর্ষভ, এবং স্ত্রীষু প্রভাষমাণাসু (সতীষু) যোগেশ্বরঃ হরিঃ ভগবান্ শত্রুং হন্তুং মনঃ চক্রে ॥ ১৭ ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণ এইরূপ বলিতেছিল এই সময়ে, যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি শত্রুকে সংহার করিতে মন করিলেন ॥ ১৭ ॥

উপশ্রুত্য গিরঃ স্ত্রীণাং পুত্রস্নেহশুচাতুরৌ।
পিতরাবন্বতপ্যেতাং পুত্রয়োরবুধৌ বলম্ ॥ ১৮ ॥

স্ত্রীণাং গিরঃ উপশ্রুত্য পুত্রস্নেহশুচা (পুত্রয়োঃ স্নেহেন যা শুক্ তয়া) আতুরৌ (বিহ্বলৌ) পুত্রয়োঃ বলম্ অবুধৌ পিতরৌ অন্বতপ্যেতাম্। ১৮ ॥

পিতা মাতা পুত্রদ্বয়ের বল জানিতেন না; স্ত্রীদিগের বাক্য শ্রবণে পুত্রস্নেহ হেতুক শোকে বিহ্বল হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

তৈস্তৈর্নিযুদ্ধবিধিভির্বিবিধৈরচ্যুতেতরৌ।
যুযুধাতে যথান্যোন্যং তথৈব বলমুষ্টিকৌ ॥ ১৯ ॥

উভৌ চাণূরকেশবৌ যথা তৈঃ তৈঃ নিযুদ্ধবিধিভিঃ অন্যোন্যং যুযুধাতে তথা এব বলমুষ্টিকৌ (অপি যুযুধাতে)। ॥ ১৯ ॥

চাণূর ও কেশব উভয়ে বাহুযুদ্ধের প্রসিদ্ধ বিধি অনুসারে যেরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, বলদেব এবং মুষ্টিকও সেইরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ভগবদ্গাত্রনিষ্পাতৈর্বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরৈঃ।
চাণূরো ভজ্যমানাঙ্গো মুহুর্গ্লানিমবাপ হ ॥ ২০ ॥

বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরৈঃ ভগবদ্গাত্রনিষ্পাতৈঃ ভজ্যমানাঙ্গঃ চাণূরঃ মুহুঃ গ্লানিম্ অবাপ হ ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানের বজ্রনিষ্পেষ সদৃশ কঠিন অঙ্গপ্রহারে ভগ্নাঙ্গ হইয়া চাণূর বারংবার কষ্ট পাইতে লাগিল ॥ ২০ ॥

স শ্যেনবেগ উৎপত্য মুষ্টীকৃত্য করাবুভৌ।
ভগবন্তং বাসুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্যবাধত ॥ ২১ ॥

শ্যেনবেগঃ ক্রুদ্ধঃ সঃ চাণূরঃ উভৌ করৌ মুষ্টীকৃত্য উৎপত্য ভগবন্তং বাসুদেবং বক্ষসি অবাধত (অতাড়য়ৎ) ॥ ২১ ॥

শ্যেনের ন্যায় বেগশালী, ক্রোধান্বিত চাণূর দুই কর মুষ্টীকৃত করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীভগবানের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল ॥ ২১ ॥

নাচলৎ তৎপ্রহারেণ স্রগ্ভির্হত ইব দ্বিপঃ।
বাহ্বোর্নিগৃহ্য চাণূরং বহুশো ভ্রাময়ন্ হরিঃ ॥ ২২ ॥
ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস তরসা ক্ষীণজীবিতম্।
বিস্রস্তাকল্পকেশস্রগিন্দ্রধ্বজ ইবাপতৎ ॥ ২৩ ॥

তৎপ্রহারেণ (ভগবান্) হরিঃ স্রগ্ভিঃ হতঃ দ্বিপঃ ইব ন অচলৎ (ঈষদপি নাকম্পত কিন্তু) চাণূরং বাহ্বোঃ নিগৃহ্য (গৃহীত্বা) বহুশঃ ভ্রাময়ন্ তরসা (ভ্রামণবেগেন) ক্ষীণজীবিতং (তং) ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস (পাতয়ামাস)। বিস্রস্তাকল্পকেশস্রক্ (বিস্রস্তাঃ বিক্ষিপ্তাঃ আকল্পানি আভরণানি কেশাঃ স্রজঃ চ যস্য তথাভূতঃ সন্) ইন্দ্রধ্বজঃ ইব অপতৎ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

তিনি তাহার প্রহারে মাল্য দ্বারা আহত গজের ন্যায় বিচলিত হইলেন না; কিন্তু চাণূরকে দুই বাহু প্রদেশে ধারণ পূর্ব্বক বারংবার ভ্রমণ করাইয়া, তাহার জীবিত ক্ষীণ হইয়া আসিলে, তাহাকে বলপূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন। সে স্রস্তকেশ স্রস্তবেশ ও স্রস্তমাল্য হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পতিত হইল ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

তথৈব মুষ্টিকঃ পূর্ব্বং স্বমুষ্ট্যাভিহতেন বৈ।
বলভদ্রেণ বলিনা তলেনাভিহতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥
প্রবেপিতঃ স রুধিরমুদ্বমন্ মুখতোঽর্দ্দিতঃ।
ব্যসুঃ পপাতোর্ব্ব্যুপস্থে বাতাহত ইবাঙ্ঘ্রিপঃ ॥ ২৫ ॥

তথৈব সঃ মুষ্টিকঃ (অপি) পূর্ব্বং স্বমুষ্ট্যা অভিহতেন বলিনা বলভদ্রেণ (কর্ত্রা) তলেন বৈ (এব) অভিহতঃ ভৃশম্ অর্দ্দিতঃ প্রবেপিতঃ মুখতঃ রুধিরম্ উদ্বমন্ ব্যসুঃ বাতাহতঃ অঙ্ঘ্রিপঃ ইব উর্ব্ব্যুপস্থে (ভূপৃষ্ঠে) পপাত ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

মুষ্টিকও অগ্রে ঐ প্রকারে আপন মুষ্টি দ্বারা বলদেবকে আঘাত করিয়াছিল। সেও ঐ বলশালী বলভদ্র কর্ত্তৃক করতল দ্বারা সাতিশয় আহত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং ব্যথিত হইয়া মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে, বাতাহত বৃক্ষের ন্যায়, প্রাণশূন্য হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

ততঃ কূটমনুপ্রাপ্তং রামঃ প্রহরতাং বরঃ।
অবধীল্লীলয়া রাজন্ সাবজ্ঞং বামমুষ্টিনা ॥ ২৬ ॥

ততঃ (হে) রাজন, প্রহরতাং বরঃ রামঃ অনুপ্রাপ্তং কূটং লীলয়া বামমুষ্টিনা সাবজ্ঞং (যথা স্যাৎ তথা) অবধীৎ ॥ ২৬ ॥

রাজন্, তাহার পর কূট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রহারকারীদিগের অগ্রগণ্য রাম অবজ্ঞা সহকারে বামমুষ্টিপ্রহারে অবলীলাক্রমে তাহাকে সংহার করিলেন ॥ ২৬ ॥

তর্হ্যেব হি শলঃ কৃষ্ণপ্রপদাহতশীর্ষকঃ।
দ্বিধা বিদীর্ণস্তোশলক উভাবপি নিপেততুঃ ॥ ২৭ ॥

তর্হি এব হি শলঃ কৃষ্ণপ্রপদাহতশীর্ষকঃ (জাতঃ)। তোশলকঃ (চ) দ্বিধা বিদীর্ণঃ (জাতঃ। এবম্) উভৌ অপি (মৃতৌ ভূমৌ) নিপেততুঃ ॥ ২৭ ॥

তখনই শল শ্রীকৃষ্ণের পাদাগ্র দ্বারা ভগ্নশীর্ষ ও তোশলক তৎকর্ত্তৃক দ্বিধা বিদীর্ণ হইল। এইরূপে উভয়েই নিহত ও ভূমিতলে পতিত হইল ॥ ২৭ ॥

চাণূরে মুষ্টিকে কূটে শলে তোশলকে হতে।
শেষাঃ প্রদুদ্রুবুর্ম্মল্লাঃ সর্ব্বে প্রাণপরীপ্সবঃ ॥ ২৮ ॥

চাণূরে মুষ্টিকে কূটে শলে তোশলকে চ হতে (সতি) প্রাণপরীপ্সবঃ শেষাঃ সর্ব্বে মল্লাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ২৮ ॥

চাণূর মুষ্টিক কূট শল ও তোশলক নিহত হইলে, অবশিষ্ট মল্ল সকল প্রাণরক্ষণাভিলাষে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

গোপান্ বয়স্যানাকৃষ্য তৈঃ সংসজ্য বিজহ্রতুঃ।
বাদ্যমানেষু তূর্য্যেষু বল্গন্তৌ রুতনূপুরৌ ॥ ২৯ ॥

তূর্য্যেষু বাদ্যমানেষু (সৎসু) রুতনূপুরৌ বল্গন্তৌ (রামকৃষ্ণৌ) বয়স্যান্ গোপান্ আকৃষ্য তৈঃ সংসজ্য বিজহ্রতুঃ ॥ ২৯ ॥

বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিতেছিল; রত্ননূপুরধারী রাম ও কেশব বয়স্য গোপদিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত মিলিত লইয়া নৃত্যাদি সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

জনাঃ প্রজহৃষুঃ সর্ব্বে কর্ম্মণা রামকৃষ্ণয়োঃ।
ঋতে কংসং বিপ্রমুখ্যাঃ সাধবঃ সাধু সাধ্বিতি ॥ ৩০ ॥

রামকৃষ্ণয়োঃ কর্ম্মণা কংসম্ ঋতে সর্ব্বে জনাঃ প্রজহৃষুঃ। বিপ্রমুখ্যাঃ সাধবঃ সাধু সাধু ইতি (অবদন্) ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ ও বলরামের কর্ম্মে কংস ভিন্ন অপর সকল লোকই হৃষ্ট হইলেন। সাধু দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

হতেষু মল্লবর্য্যেষু বিদ্রুতেষু চ ভোজরাট্।
ন্যবারয়ৎ স্বতূর্য্যাণি বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ৩১ ॥

মল্লবর্য্যেষু হতেষু (অন্যেষু) বিদ্রুতেষু চ ভোজরাট্ (কংসঃ) স্বতূর্য্যাণি ন্যবারয়ৎ ইদং বাক্যং চ উবাচ হ ॥ ৩১ ॥

প্রধান প্রধান মল্লগণ হত ও অপর মল্ল সকল পলায়িত হইলে, ভোজরাজ কংস আপনার বাদ্যযন্ত্র সকল নিবারণ করিলেন এবং এই কথাও বলিলেন ॥ ৩১ ॥

নিঃসারয়ত দুর্ব্বৃত্তৌ বসুদেবাত্মজৌ পুরাৎ।
ধনং হরত গোপানাং নন্দং বধ্নীত দুর্ম্মতিম্ ॥ ৩২ ॥
বসুদেবস্তু দুর্ম্মেধা হন্যতামাশ্বসত্তমঃ।
উগ্রসেনঃ পিতা চাপি সানুগঃ পরপক্ষগঃ ॥ ৩৩ ॥

দুর্ব্বৃত্তৌ বসুদেবাত্মজৌ পুরাৎ নিঃসারয়ত। গোপানাং ধনং হরত। দুর্ম্মতিং নন্দং বধ্নীত। দুর্ম্মেধাঃ অসত্তমঃ বসুদেবঃ তু আশু হন্যতাম্। পরপক্ষগঃ সানুগঃ পিতা উগ্রসেনঃ চ অপি (আশু হন্যতাম্) ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

বসুদেবের এই দুর্বৃত্ত পুত্রদ্বয়কে নগর হইতে নিঃসারণ কর; গোপগণের ধনসম্পত্তি হরণ কর; দুর্ম্মতি নন্দকে বন্ধন কর; দুর্ব্বুদ্ধি অসত্তম বসুদেবকে শীঘ্র হনন কর; পরপক্ষপাতী পিতা উগ্রসেনকেও অনুচরবর্গের সহিত সত্বর সংহার কর ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

এবং বিকত্থমানে বৈ কংসে প্রকুপিতোঽব্যয়ঃ।
লঘিম্নোৎপত্য তরসা মঞ্চমুত্তুঙ্গমারুহৎ ॥ ৩৪ ॥

কংসে এবং বিকত্থমানে বৈ প্রকুপিতঃ অব্যয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) লঘিম্না উৎপত্য তরসা উত্তুঙ্গং মঞ্চম্ আরুহৎ ॥ ৩৪ ।

কংস এইরূপ সাহঙ্কার বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুপিত ও লঘুতা ধারণানন্তর উৎপতিত হইয়া বেগে উচ্চ মঞ্চের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

তমাবিশন্তমালোক্য মৃত্যুমাত্মন আসনাৎ।
মনস্বী সহসোত্থায় জগৃহে সোঽসিচর্ম্মণী ॥ ৩৫ ॥

আত্মনঃ মৃত্যুং তম্ আবিশন্তম্ আলোক্য মনস্বী (ধীরঃ) সঃ (কংসঃ) সহসা আসনাৎ উত্থায় অসিচর্ম্মণী জগৃহে ॥ ৩৫ ॥

মনস্বী কংস নিজের মৃত্যুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সহসা আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

তং খড়্গপাণিং বিচরন্তমাশু
শ্যেনং যথা দক্ষিণসব্যমম্বরে।
সমগ্রহীদ্দুর্বিষহোগ্রতেজা
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতঃ প্রসহ্য ॥ ৩৬ ॥

দুর্বিষহোগ্রতেজাঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) খড়্গপাণিং শ্যেনং যথা (ইব) অম্বরে দক্ষিণসব্যং বিচরন্তং তং (কংসং) তার্ক্ষ্যসুতঃ প্রসহ্য (বলাৎ) উরগং যথা (গৃহ্লাতি) তথা সমগ্রহীৎ ॥ ৩৬ ॥

দুর্বিষহ-উগ্র-তেজঃশালী শ্রীকৃষ্ণ খড়্গপাণি কংসকে শ্যেনের ন্যায় আকাশমণ্ডলে দক্ষিণে ও বামে বিচরণ করিতে দেখিয়া, গরুড়

যেমন সবলে সর্পকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

প্রগৃহ্য কেশেষু চলৎকিরীটং
নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ।
তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মব্জনাভঃ
পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ ॥ ৩৭ ॥

চলৎকিরীটং (তং) কেশেষু প্রগৃহ্য তুঙ্গমঞ্চাৎ রঙ্গোপরি নিপাত্য বিশ্বাশ্রয়ঃ আত্মতন্ত্রঃ অব্জনাভঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বয়ং তস্য উপরিষ্টাৎ পপাত ॥ ৩৭ ॥

তাহার কিরীট স্খলিত হইল। তাহাকে কেশে ধারণ করিয়া মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্র পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তদুপরি পতিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

তং সম্পরেতং বিচকর্ষ ভূমৌ
হরির্যথেভং জগতো বিপশ্যতঃ।
হাহেতি শব্দঃ সুমহাংস্তদাভূ-
দুদীরিতঃ সর্ব্বজনৈর্নরেন্দ্র ॥ ৩৮ ॥

(হে) নরেন্দ্র, হরিঃ জগতঃ পশ্যতঃ (সতঃ) তং সম্পরেতং (কংসম্) ইভং যথা (ইব) ভূমৌ বিচকর্ষ। তদা সর্ব্বজনৈঃ উদীরিতঃ হা হা ইতি সুমহান্ শব্দঃ অভূৎ ॥ ৩৮ ॥

নরেন্দ্র, কংস পরলোক গমন করিলে, সিংহ যেমন হস্তীকে আকর্ষণ করে, তিনি তদ্রূপ উহার মৃতদেহটি দর্শনকারী জগতের সমক্ষে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন হা হা এই শব্দ সকল লোকের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া অতিশয় তুমুল হইয়া উঠিল ॥ ৩৮ ॥

স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং
পিবন্নদন্ বা বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্।
দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যত-
স্তদেব রূপং দুরবাপমাপ ॥ ৩৯ ॥

যতঃ সঃ (কংসঃ) নিত্যদা উদ্বিগ্নধিয়া চক্রায়ুধং তম্ ঈশ্বরং (শ্রীকৃষ্ণং) পিবন্ অদন্ বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্ বা অগ্রতঃ দদর্শ (ততঃ) দুরবাপং তৎ এব রূপম্ আপ ॥ ৩৯ ॥

চিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকাতে, কংস পান, ভোজন, বিচরণ, নিদ্রা ও জাগরণ, সকল সময়েই চক্রায়ুধ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিত; অতএব তাঁহারই দুর্লভ রূপ প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৯ ॥

তস্যানুজা ভ্রাতরোঽষ্টৌ কঙ্কন্যগ্রোধকাদয়ঃ।
অভ্যধাবন্নতিক্রুদ্ধা ভ্রাতুর্নিবেশকারিণঃ ॥ ৪০ ॥

তস্য (কংসস্য) অনুজাঃ কঙ্কন্যগ্রোধকাদয়ঃ অষ্টৌ ভ্রাতরঃ ভ্রাতুঃ নির্বেশ-কারিণঃ (আনৃণ্যকারিণঃ) অতিক্রুদ্ধাঃ (সন্তঃ) অভ্যধাবন্ ॥ ৪০ ॥

কঙ্ক ও ন্যগ্রোধক প্রভৃতি কংসের অষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতার ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল ॥ ৪০ ॥

তথাতিরভসাংস্তাংস্তু সংযত্তান্ রোহিণীসুতঃ।
অহন্ পরিঘমুদ্যম্য পশূনিব মৃগাধিপঃ ॥ ৪১ ॥

মৃগাধিপঃ পশূন্ ইব রোহিণীসুতঃ অতিরভসান্ সংযত্তান্ (উদ্যুক্তান্) তান্ তু তথা (এব) পরিঘম্ উদ্যম্য অহন্ ॥ ৪১ ॥

রোহিণীনন্দন পরিঘ উত্তোলন করিয়া, সিংহ যেমন পশুদিগকে সংহার করে, তদ্রূপ অতি বেগবান্ ও উদ্যত সেই কংসভ্রাতাদিগকে সংহার করিলেন ॥ ৪১ ॥

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ব্রহ্মেশাদ্যা বিভূতয়ঃ।
পুষ্পৈঃ কিরন্তস্তং প্রীতাঃ শশংসুর্ননৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যোম্নি দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ স্ত্রিয়ঃ ননৃতুঃ ব্রহ্মেশাদ্যাঃ বিভূতয়ঃ প্রীতাঃ (সন্তঃ) তং পুষ্পৈঃ কিরন্তঃ শশংসুঃ (তুষ্টুবুঃ) ॥ ৪২ ॥

আকাশে দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল; অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল; ব্রহ্মা ও ভব প্রভৃতি দেবগণ প্রীত হইয়া বলদেবকে পুষ্পবর্ষণ ও স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

তেষাং স্ত্রিয়ো মহারাজ সুহৃন্মরণদুঃখিতাঃ।
তত্রাভীয়ুর্বিনিঘ্নন্ত্যঃ শীর্ষাণ্যশ্রুবিলোচনাঃ॥ ৪৩॥

(হে) মহারাজ, সুহৃন্মরণদুঃখিতাঃ শীর্ষাণি বিনিঘ্নন্ত্যঃ অশ্রুবিলোচনাঃ তেষাং (কংসাদীনাং) স্ত্রিয়ঃ তত্র (মৃতভর্তৃসন্নিধৌ) অভীয়ুঃ (আগমুঃ)॥ ৪৩॥

মহারাজ, সুহৃন্মরণদুঃখিত কংসাদির স্ত্রীগণ মস্তকে আঘাত করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে সেই স্থানে আগমন করিলেন॥ ৪৩॥

শয়ানান্ বীরশয্যায়াং পতীনালিঙ্গ্য শোচতীঃ।
বিলেপুঃ সুস্বরং নার্য্যো বিসৃজন্ত্যো মুহুঃ শুচঃ॥ ৪৪॥

বীরশয্যায়াং শয়ানান্ পতীন্ আলিঙ্গ্য শোচতীঃ (শোচন্ত্যঃ) মুহুঃ শুচঃ (শোকাশ্রূণি) বিসৃজন্ত্যঃ (চ তাঃ) নার্য্যঃ সুস্বরং (যথা ভবতি তথা) বিলেপুঃ॥ ৪৪॥

নারীসকল বীরশয্যায় শয়ান স্বামীদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শোকাশ্রু মোচন করিতে করিতে বারংবার সুস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল॥ ৪৪॥

হা নাথ প্রিয় ধর্ম্মজ্ঞ করুণানাথবৎসল।
ত্বয়া হতেন নিহতা বয়ং তে সগৃহপ্রজাঃ॥ ৪৫॥

হা নাথ, প্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ, করুণ, অনাথবৎসল, ত্বয়া হতেন তে (ত্বদীয়াঃ) সগৃহপ্রজাঃ বয়ং নিহতাঃ (নিহতপ্রায়াঃ জাতাঃ)॥ ৪৫॥

হা নাথ! প্রিয়! ধর্ম্মজ্ঞ! করুণ! অনাথবৎসল! তুমি হত হইয়া গৃহ ও সন্ততিগণের সহিত আমাদিগকেও বধ করিলে॥ ৪৫॥

ত্বয়া বিরহিতা পত্যা পুরীয়ং পুরুষর্ষভ।
ন শোভতে বয়মিব নিবৃত্তোৎসবমঙ্গলা॥ ৪৬॥

(হে) পুরুষর্ষভ, ত্বয়া পত্যা বিরহিতা ইয়ং পুরী বয়ম্ ইব নিবৃত্তোৎসব-মঙ্গলা (সতী) ন শোভতে॥ ৪৬॥

পুরুষপ্রধান, তুমি স্বামী; তোমার বিরহে সমুদয় উৎসব ও মঙ্গল নিবৃত্তি পাওয়াতে, এই পুরী আমাদিগের ন্যায় শোভা পাইতেছে না॥ ৪৬॥

অনাগসাং ত্বং ভূতানাং কৃতবান্ দ্রোহমুল্বণম্।
তেনেমাং ভো দশাং নীতো ভূতধ্রুক্ কো লভেত শম্ ॥৪৭॥

ভোঃ! ত্বম্ অনাগসাং ভূতানাম্ উল্বণং দ্রোহং কৃতবান্। তেন ইমাং দশাং নীতঃ। ভূতধ্রুক্ কঃ (জনঃ) শং লভেত ॥ ৪৭ ॥

স্বামিন্, তুমি নিরপরাধ প্রাণীদিগের প্রতি অতিশয় দ্রোহাচরণ করিয়াছিলে; তন্নিমিত্ত এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছ; প্রাণীদিগের দ্রোহ করিয়া কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে? ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্বেষামেব ভূতানামেষ হি প্রভবাপ্যয়ঃ।
গোপ্তা চ তদবধ্যায়ী ন ক্বচিৎ সুখমেধতে ॥ ৪৮ ॥

এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) হি সর্ব্বেষাম্ এব ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ঃ গোপ্তা চ অতঃ তদবধ্যায়ী (তস্মিন্ অবধ্যানমপমানং কর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ) ক্বচিৎ সুখং (যথা স্যাৎ তথা) ন এধতে (বর্দ্ধতে) ॥ ৪৮ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি ও লয়ের স্থান এবং রক্ষাকর্ত্তা; অতএব ইঁহার অবজ্ঞা করিয়া কেহ কখন সুখে বর্দ্ধিত হইতে পারে না ॥ ৪৮ ॥

রাজযোষিত আশ্বাস্য ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
যামাহুর্লৌকিকীং সংস্থাং হতানাং সমকারয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

শুকঃ উবাচ;—লোকভাবনঃ ভগবান্ রাজযোষিতঃ আশ্বাস্য (সান্ত্বয়িত্বা) যাম্ আহুঃ হতানাং (তাং) লৌকিকীং (পরলোকসম্বন্ধিনীং) সংস্থাং (দাহাদিক্রিয়াং) সমকারয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

শুকদেব কহিলেন;—লোকভাবন ভগবান্ রাজকামিনীদিগকে আশ্বাস প্রদানানন্তর, ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যাহাকে পারলৌকিক ক্রিয়া বলিয়া থাকেন, তাহাদিগের দ্বারা মৃত ব্যক্তিগণের সেই দাহাদি ক্রিয়া সকল সম্পাদন করাইলেন ॥ ৪৯ ॥

মাতরং পিতরঞ্চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ।
কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসাস্পৃশ্য পাদয়োঃ ॥ ৫০ ॥

অথ কৃষ্ণরামৌ মাতরং পিতরং চ বন্ধনাৎ মোচয়িত্বা এব শিরসা পাদয়োঃ আস্পৃশ্য ববন্দাতে ॥ ৫০ ॥

অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম জনক ও জননীকে বন্ধন হইতে মোচন করিয়াই মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিলেন ॥ ৫০ ॥

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ৫১ ॥

দেবকী বসুদেবঃ চ পুত্রৌ জগদীশ্বরৌ বিজ্ঞায় শঙ্কিতৌ (সন্তৌ) কৃতসংবন্দনৌ (অপি তৌ) ন সস্বজাতে ॥ ৫১ ॥

দেবকী ও বসুদেব দুই পুত্রকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা বন্দনা করিলেও শঙ্কাপ্রযুক্ত তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কংসবধশ্চতু-
শ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

পিতরাবুপলব্ধার্থৌ বিদিত্বা পুরুষোত্তমঃ।
মা ভূদিতি নিজাং মায়াং ততান জনমোহিনীম্ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ ;— পুরুষোত্তমঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতরৌ উপলব্ধার্থৌ (উপলব্ধঃ বিজ্ঞাতঃ অর্থঃ স্বমাহাত্ম্যং যাভ্যাং তৌ) বিদিত্বা (ইদানীমেতজ্জ্ঞানং) মাভূৎ ইতি নিজাং জনমোহিনীং মায়াং ততান ॥ ১ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জনক-জননীর সান্ত্বনা, উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক ও বিদ্যাধ্যয়নানন্তর গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে ॥

শুকদেব কহিলেন ;—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পিতা ও মাতার স্ববিষয়ক-যথার্থজ্ঞান লাভ হইয়াছে জানিতে পারিয়া, তাঁহাদিগের তৎকালে তাদৃশ জ্ঞান না হউক, এই অভিপ্রায়ে, আপনার জনমোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন ॥ ১ ॥

উবাচ পিতরাবেত্য সাগ্রজঃ সাত্বতর্ষভঃ।
প্রশ্রয়াবনতঃ প্রীণয়ন্ন তাতেতি সাদরম্ ॥ ২ ॥

(ততঃ চ) সাগ্রজঃ সাত্বতর্ষভঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতরৌ এত্য প্রশ্রয়াবনতঃ সাদরং (হে) তাত, (হে) অম্ব, ইতি (সম্বোধনেন) প্রীণন্ (প্রীণয়ন্, প্রীতিং জনয়ন্) উবাচ ॥ ২ ॥

তদনন্তর সাত্বতশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সহিত পিতা ও মাতার নিকট গমন পূর্ব্বক সাদরে হে পিতঃ, হে মাতঃ, এইপ্রকার সম্বোধন দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি।
বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাঃ পুত্রাভ্যামভবন্ ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥

(হে) তাত, নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োঃ অপি যুবয়োঃ অস্মত্তঃ (আবয়োঃ) পুত্রাভ্যাং (পুত্রয়োঃ) বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাঃ (বাল্যাদ্যবস্থানুভবসুখানি) ক্বচিৎ (কদাচিদপি) ন অভবন্॥ ৩॥

পিতঃ, আপনারা আমাদিগের নিমিত্ত সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু আমাদিগের বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোর অবস্থার অনুভব হইতে আপনাদিগের যে সুখ হওয়া উচিত ছিল তাহা কখনই হয় নাই॥ ৩॥

ন লব্ধো দৈবহতয়োর্বাসো নৌ ভবদন্তিকে।
যাং বালাঃ পিতৃগেহস্থা বিন্দন্তে লালিতা মুদম্॥ ৪॥

দৈবহতয়োঃ (প্রারব্ধহীনাভ্যাং) নৌ (আবাভ্যাং) ভবদন্তিকে বাসঃ ন লব্ধঃ (অতঃ) পিতৃগেহস্থাঃ (পিতৃভ্যাং) লালিতাঃ বালাঃ যাং মুদং বিন্দন্তে (সা ভবদ্ভ্যাং সকাশাৎ আবাভ্যাং ন লব্ধা)॥ ৪॥

আমাদিগের দুরদৃষ্ট বশতঃ আমরা আপনাদিগের নিকট বাস করিতে পারি নাই; অতএব পিতৃগৃহস্থ ও জনকজননী কর্ত্তৃক লালিত বালক সকল যে সুখ ভোগ করে, তাহাও আমরা প্রাপ্ত হই নাই॥ ৪॥

সর্ব্বার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ।
ন তয়োর্যাতি নির্বেশং পিত্রোর্মর্ত্ত্যঃ শতায়ুষা॥ ৫॥

সর্ব্বার্থসম্ভবঃ (সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাদীনাম্ অর্থানাং সম্ভবঃ যস্মিন্ সঃ) দেহঃ যতঃ (যাভ্যাং) জনিতঃ পোষিতঃ (চ) তয়োঃ পিত্রোঃ নির্বেশং (নিষ্কৃতি-মানৃণ্যং) মর্ত্ত্যঃ শতায়ুষা (শতবর্ষেণাপ্যায়ুষা তাবৎপর্য্যন্তনিরন্তরপরিচর্য্যয়াপি) ন যাতি॥ ৫॥

দেহই ধর্ম্মাদি সকল অর্থের উৎপাদক। ঐ দেহ যাঁহাদিগের হইতে উৎপন্ন ও যাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পোষিত হয়, মনুষ্য শতবর্ষ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাদগের ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না॥ ৫॥

যস্তয়োরাত্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ।
বৃত্তিং ন দদ্যাৎ তং প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি॥ ৬॥

(তন্মধ্যে তু) যঃ আত্মজঃ (পুত্রঃ) কল্পঃ (সমর্থঃ সন্) আত্মনা (দেহেন) ধনেন (চ) তয়োঃ (পিত্রোঃ) বৃত্তিং (জীবিকাং) ন দদ্যাৎ (কল্পয়েৎ) তং প্রেত্য (যমলোকে যমদূতাঃ) স্বমাংসং (তস্যৈব মাংসং) খাদয়ন্তি হি॥ ৬॥

তন্মধ্যে যে পুত্র সমর্থ হইয়া দেহ ও ধন দ্বারা পিতা ও মাতার জীবিকা প্রদান না করে, লোকান্তরে যমদূতেরা তাঁহাকে নিজের মাংসই আহার করায় ॥ ৬ ॥

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং সাধ্বীং ভার্য্যাং সুতং শিশুম্।
গুরুং বিপ্রং প্রপন্নঞ্চ কল্যোঽবিভ্রচ্ছ্বসন্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

(কিঞ্চ যদি) কল্যঃ (সমর্থঃ সন্) মাতরং বৃদ্ধং পিতরং সাধ্বীং ভার্য্যাং শিশুং সুতং গুরুং প্রপন্নং বিপ্রং চ অবিভ্রৎ (ন পুষ্ণাতি সঃ) শ্বসন্ (জীবন অপি) মৃতঃ (মৃতপ্রায়ঃ এব) ॥ ৭ ॥

আর যদি সমর্থ ব্যক্তি, বৃদ্ধ পিতা, মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা, শিশু, গুরু, ব্রাহ্মণ ও শরণাগত ব্যক্তিকে ভরণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে জীবন্মৃত বলিতে হয় ॥ ৭ ॥

তন্নাবকল্যয়োঃ কংসান্নিত্যমুদ্বিগ্নচেতসোঃ।
মোঘমেতে ব্যতিক্রান্তা দিবসা বামনর্চ্চতোঃ ॥ ৮ ॥

তৎ (তস্মাৎ) বাং (যুবয়োঃ) অনর্চ্চতোঃ কংসাৎ নিত্যম্ উদ্বিগ্নচেতসোঃ অকল্যয়োঃ নৌ (আবয়োঃ) এতে (একাদশবর্ষাত্মকাঃ) দিবসাঃ মোঘং (ব্যর্থমেব) অতিক্রান্তাঃ (গতাঃ) ॥ ৮ ॥

অতএব আমাদিগের এতদিন ব্যর্থ অতিক্রান্ত হইয়াছে; আমরা কংসের ভয়ে নিত্য উদ্বিগ্নচিত্ত থাকিয়া আপনাদিগের পূজা করিতে পারি নাই ॥ ৮ ॥

তৎ ক্ষন্তুমর্হথস্তাত মাতর্নৌ পরতন্ত্রয়োঃ।
অকুর্ব্বতোর্বাং শুশ্রূষাং ক্লিষ্টয়োর্দুর্হৃদা ভৃশম্ ॥ ৯ ॥

(হে) তাত, (হে) মাতঃ, দুর্হৃদা (দুর্বুদ্ধিনা কংসেন) ভৃশং ক্লিষ্টয়োঃ পরতন্ত্রয়োঃ বাং (যুবয়োঃ) শুশ্রূষাম্ অকুর্ব্বতোঃ নৌ (আবয়োঃ) তৎ (শুশ্রূষাভাবপ্রযুক্তাপরাধং) ক্ষন্তুম্ অর্হথঃ ॥ ৯ ॥

হে পিতঃ, হে মাতঃ, আমরা দুর্বুদ্ধি কংস কর্তৃক অতিশয় ক্লিষ্ট ও পরাধীন থাকায় আপনাদিগের শুশ্রূষা করিতে পারি নাই; অতএব আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৯ ॥

ইতি মায়ামনুষ্যস্থ হরে র্বিশ্বাত্মনো গিরা।
মোহিতাবঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্ ॥ ১০ ॥

ইতি (এবম্ভূতয়া) মায়ামনুষ্যস্থ বিশ্বাত্মনঃ হরেঃ গিরা মোহিতৌ (তৌ দেবকী-বসুদেবৌ রামকৃষ্ণৌ) অঙ্কম্ আরোপ্য পরিষ্বজ্য (চ) মুদম্ আপতুঃ ॥ ১০ ॥

বসুদেব ও দেবকী মায়ামনুষ্য বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার বাক্যে মোহিত হইয়া পুত্রদ্বয়কে ক্রোড়ে লইয়া ও আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ১০ ॥

সিঞ্চন্তাবশ্রুধারাভিঃ স্নেহপাশেন চাবৃতৌ।
ন কিঞ্চিদূচতু রাজন্ বাষ্পকণ্ঠৌ বিমোহিতৌ ॥ ১১ ॥

(হে) রাজন্, বিমোহিতৌ স্নেহপাশেন আবৃতৌ বাষ্পকণ্ঠৌ চ (তৌ দেবকী-বসুদেবৌ রামকৃষ্ণৌ) অশ্রুধারাভিঃ সিঞ্চন্তৌ কিঞ্চিৎ (অপি) ন উচতুঃ ॥ ১১ ॥

রাজন্, স্নেহপাশে সমাবৃত ও মোহিত হইয়া তাঁহারা পুত্রদ্বয়কে অশ্রুধারা দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, কণ্ঠ বাষ্পে পূর্ণ হইল, কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ১১ ॥

এবমাশ্বাস্য পিতরৌ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মাতামহং তূগ্রসেনং যদূনামকরোন্নৃপম্ ॥ ১২ ॥

দেবকীসুতঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতরৌ এবম্ আশ্বাস্য (সান্ত্বয়িত্বা) মাতামহম্ উগ্রসেনং তু যদূনাং নৃপম্ অকরোৎ ॥ ১২ ॥

দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পিতা ও মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে যাদবগণের রাজা করিলেন ॥ ১২ ॥

আহ চাস্মান্ মহারাজ প্রজাস্চাজ্ঞপ্তুমর্হসি।
যযাতিশাপাদ্ যদুভির্নাসিতব্যং নৃপাসনে ॥ ১৩ ॥
ময়ি ভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধাদয়ঃ।
বলিং হরন্ত্যবনতাঃ কিমুতান্যে নরাধিপাঃ ॥ ১৪ ॥

(তম্) আহ চ;—(হে) মহারাজ, অস্মান্ (ভৃত্যাদীন্) প্রজাঃ তু আজ্ঞপ্তুম্ অর্হসি। (যদ্যপি) যযাতিশাপাৎ যদুভিঃ নৃপাসনে ন আসিতব্যং

(তথাপি) ময়ি ভৃত্যে উপাসীনে বিবুধাদয়ঃ (অপি) অবনতাঃ (সন্তঃ) ভবতঃ বলিং হরন্তি (সমর্পয়িষ্যন্তি) অন্যে নরাধিপাঃ কিমুত ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

এবং তাঁহাকে বলিলেন ;—মহারাজ, আমরা আপনার প্রজা ; আমাদিগকে আজ্ঞা করুন। যদিও যযাতির শাপ প্রযুক্ত যাদবগণের রাজাসনে উপবেশন হইতে পারে না, তথাপি আমি ভৃত্য উপস্থিত থাকাতে দেবতারাও অবনতমস্তকে আপনার উপহার সমর্পণ করিবে, অপর রাজগণের ত কথাই নাই ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বান্ স্বজ্ঞাতিসম্বন্ধান্ দিগ্‌ভ্যঃ কংসভয়াদ্‌গতান্।
যদুবৃষ্ণ্যন্ধকমধুদাশার্হকুকুরাদিকান্ ॥ ১৫ ॥
সভাজিতান্ সমানায্য বিদেশাবাসকর্ষিতান্।
ন্যবাসয়ৎ স্বগেহেষু বিত্তৈঃ সন্তর্প্য বিশ্বকৃৎ ॥ ১৬ ॥

(ততঃ চ) বিশ্বকৃৎ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কংসভয়াৎ গতান্ বিদেশাবাসকর্ষিতান্ যদুবৃষ্ণ্যন্ধকমধুদাশার্হকুকুরাদিকান্ সর্ব্বান্ স্বজ্ঞাতিসম্বন্ধান্ সমানায্য বিত্তৈঃ সন্তর্প্য স্বগেহেষু ন্যবাসয়ৎ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কংসভয়ে পলায়িত, বিদেশবাসে ক্লিষ্ট যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ ও কুকুর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বংশনামে প্রসিদ্ধ, স্বীয় জ্ঞাতি ও কুটুম্ব সকলকে আনয়ন করাইয়া ও ধন দ্বারা তর্পিত করিয়া নিজ নিজ গৃহে বাস করাইলেন ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণসঙ্কর্ষণভুজৈর্গুপ্তা লব্ধমনোরথাঃ।
গৃহেষু রেমিরে সিদ্ধাঃ কৃষ্ণরামগতজ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণসঙ্কর্ষণভুজৈঃ গুপ্তাঃ কৃষ্ণরামগতজ্বরাঃ লব্ধমনোরথাঃ সিদ্ধাঃ (কৃতার্থাঃ তে যাদবাঃ) গৃহেষু রেমিরে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ ও বলরামের ভুজবীর্য্যে পরিরক্ষিত এবং তাঁহাদিগের কর্তৃক নিরস্তসন্তাপ ও সিদ্ধমনোরথ সেই যাদবগণ নিজ নিজ আবাসে সুখে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

বীক্ষন্তোঽহরহঃ প্রীতা মুকুন্দবদনাম্বুজম্।
নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎ সদয়স্মিতবীক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥

নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎ সদয়স্মিতবীক্ষণং মুকুন্দবদনাম্বুজম্ অহরহঃ বীক্ষ্য (তে যাদবাঃ) প্রীতাঃ (অভবন্) ॥ ১৮ ॥

ঐ যাদবগণ নিত্যপ্রমুদিত শ্রীযুক্ত সদয়হাস্যযুক্তকটাক্ষবিশিষ্ট মুকুন্দমুখপদ্ম অহরহঃ দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন ॥ ১৮ ।

তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ ।
পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্ভোজসুধাং মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

তত্র অক্ষৈঃ মুকুন্দস্য মুখাম্ভোজসুধাং মুহুঃ পিবন্তঃ প্রবয়সঃ অপি অতিবলৌজসঃ যুবানঃ আসন্ ॥ ১৯ ॥

মধুপুরে নয়ন দ্বারা মুকুন্দের মুখাম্ভোজসুধা মুহুর্মুহু পান করিয়া বৃদ্ধেরাও অতিবলবীর্যসম্পন্ন যুবা পুরুষের সদৃশ হইলেন ॥ ১৯ ॥

অথ নন্দং সমাসাদ্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
সঙ্কর্ষণশ্চ রাজেন্দ্র পরিষ্বজ্যেদমূচতুঃ ॥ ২০ ॥

(হে) রাজেন্দ্র, অথ সঙ্কর্ষণঃ দেবকীসুতঃ ভগবান্ (কৃষ্ণঃ) নন্দং সমাসাদ্য পরিষ্বজ্য ইদম্ ঊচতুঃ ॥ ২০ ।

রাজেন্দ্র, অনন্তর সঙ্কর্ষণ ও দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

পিতর্যুবাভ্যাং স্নিগ্ধাভ্যাং পোষিতৌ লালিতৌ ভৃশম্ ।
পিত্রোরভ্যধিকা প্রীতিরাত্মজেষ্বাত্মনোঽপি হি ॥ ২১ ॥

(হে) পিতঃ, স্নিগ্ধাভ্যাং যুবাভ্যাম্ (আবাং) ভৃশং পোষিতৌ লালিতৌ (চ); হি (যতঃ) আত্মনঃ (স্বদেহাৎ) অপি আত্মজেষু পিত্রোঃ অভ্যধিকা প্রীতিঃ ॥ ২১ ॥

পিতঃ, আপনারা স্নেহপূর্ণ হইয়া আমাদিগকে যথেষ্ট লালন পালন করিয়াছেন; কারণ, আত্মজগণের উপর পিতা মাতার নিজ দেহ হইতে অধিকতর প্রীতি হইয়াই থাকে ॥ ২১ ॥

স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ ।
শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্যৈঃ পোষরক্ষণে ॥ ২২ ॥

পোষরক্ষণে অকল্যৈঃ (অসমর্থৈঃ) বন্ধুভিঃ উৎসৃষ্টান্ (ত্যক্তান্ অনাত্মজানপি) শিশূন্ যৌ স্বপুত্রবৎ পুষ্ণীতঃ (পোষিতবন্তৌ) সঃ পিতা সা চ জননী (তৌ এব পিতরৌ) ॥ ২২ ॥

পোষণ ও রক্ষণে অসমর্থ বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত অনাত্মজ শিশুদিগকেও যাঁহারা আপনার আত্মজের ন্যায় পোষণ করেন, তাঁহারাই জনকজননী ॥ ২২ ॥

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ॥ ২৩ ॥

(হে) তাত, যূয়ং ব্রজং যাত। বয়ং চ সুহৃদাং সুখং বিধায় স্নেহদুঃখিতান্ বঃ (যুষ্মান্) জ্ঞাতীন্ দ্রষ্টুম্ এষ্যামঃ। ২৩।

তাত, আপনারা ব্রজে গমন করুন। আপনারা আমাদিগের পিত্রাদিরূপ জ্ঞাতি। যাদবগণ আপনাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের সুহৃৎ। এই সুহৃদগণের সুখসম্পাদন পূর্ব্বক আমরাও অচিরেই আপনাদিগকে দর্শন করিতে যাইব। কারণ, আপনারা আমাদিগের প্রতি স্নেহবশতঃ দুঃখিতই থাকিবেন। ২৩ ॥

এবং সান্ত্বয্য ভগবান্ নন্দং সব্রজমচ্যুতঃ।
বাসোঽলঙ্কারকুপ্যাদ্যৈরর্হয়ামাস সাদরম্ ॥ ২৪ ॥

অচ্যুতঃ ভগবান্ সব্রজং নন্দম্ এবং সান্ত্বয্য বাসোঽলঙ্কারকুপ্যাদ্যৈঃ সাদরম্ অর্হয়ামাস ॥ ২৪ ॥

ভগবান্ অচ্যুত এইরূপে ব্রজবাসিদিগের সহিত নন্দকে সান্ত্বনা করিয়া বস্ত্র, অলঙ্কার ও কাংস্যাদি পাত্র দ্বারা পরম সমাদরে পূজা করিলেন ॥ ২৪ ॥

ইত্যুক্তস্তৌ পরিষ্বজ্য নন্দঃ প্রণয়বিহ্বলঃ।
পূরয়ন্নশ্রুভির্নেত্রে সহ গোপৈর্ব্রজং যযৌ ॥ ২৫ ॥

ইতি (এবম্) উক্তঃ প্রণয়বিহ্বলঃ নন্দঃ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) পরিষ্বজ্য অশ্রুভিঃ নেত্রে পূরয়ন্ গোপৈঃ সহ ব্রজং যযৌ ॥ ২৫ ॥

এই কথা উক্ত হইলে, নন্দ স্নেহে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণ ও বল-

রামকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে গোপগণের সহিত ব্রজে যাত্রা করিলেন ॥ ২৫ ॥

অথ শূরসুতো রাজন্ পুত্রয়োঃ সমকারয়ৎ।
পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্দ্বিজসংস্কৃতিম্ ॥ ২৬ ॥

(হে) রাজন্, অথ শূরসুতঃ (বসুদেবঃ) পুরোধসা ব্রাহ্মণৈঃ চ যথাবৎ (যথাবিধি) পুত্রয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) দ্বিজসংস্কৃতিং সমকারয়ৎ ॥ ২৬ ॥

রাজন্, অনন্তর শূরতনয় বসুদেব পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পুত্রদ্বয়ের যথাবিধি দ্বিজসংস্কার করাইলেন ॥ ২৬ ॥

তেভ্যোঽদাৎ দক্ষিণাঃ গাবো রুক্মমালাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ সংপূজ্য সবৎসাঃ ক্ষৌমমালিনীঃ ॥ ২৭ ॥

(তেভ্যঃ চ বিপ্রান্) সংপূজ্য স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ তেভ্যঃ দক্ষিণাঃ রুক্মমালাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ সবৎসাঃ ক্ষৌমমালিনীঃ গাবঃ (গাঃ চ) অদাৎ ॥ ২৭ ॥

তদনন্তর ঐ বিপ্রগণকে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও অর্চ্চনা করিয়া সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা সবৎসা ক্ষৌমবাসসুসজ্জিতা গাভি সকল দক্ষিণা প্রদান করিলেন ॥ ২৭ ॥

যা রামকৃষ্ণজন্মর্ক্ষে মনোদত্তা মহামতিঃ।
তাশ্চাদদাদনুস্মৃত্য কংসেনাধর্ম্মতো হৃতাঃ ॥ ২৮ ॥

মহামতিঃ (বসুদেবঃ) রামকৃষ্ণজন্মর্ক্ষে যাঃ (গাবঃ) মনোদত্তাঃ কংসেন অধর্ম্মতঃ হৃতাঃ তাঃ (চ) অনুস্মৃত্য অদদাৎ ॥ ২৮ ॥

মহামতি বসুদেব বলরামের ও কৃষ্ণের জন্মকালে মনে মনে যে সকল গাভি দান করিয়াছিলেন, কংস অধর্ম্ম করিয়া সেইগুলি হরণ করে, এক্ষণে তিনি সেইগুলি স্মরণ করিয়া দান করিলেন ॥ ২৮ ॥

ততশ্চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ।
গর্গাদ্‌যদুকুলাচার্য্যাদ্‌গায়ত্রং ব্রতমাস্থিতৌ ॥ ২৯ ॥

ততঃ চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ যদুকুলাচার্য্যাৎ গর্গাৎ গায়ত্রং ব্রতং (ব্রহ্মচর্য্যম্) আস্থিতৌ (গৃহীতবন্তৌ) ॥ ২৯ ॥

তদনন্তর সুব্রত কৃষ্ণ ও বলরাম উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত ও

দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া যদুকুলাচার্য্য গর্গ মুনির নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিলেন ॥ ২৯ ॥

প্রভবৌ সর্ব্ববিদ্যানাং সর্ব্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ।
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গূহমানৌ নরেহিতৈঃ ॥ ৩০ ॥
অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম্না অবন্তীপুরবাসিনম্ ॥ ৩১ ॥

অথো (অথ) সর্ব্ববিদ্যানাং প্রভবৌ সর্ব্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং নরেহিতৈঃ গূহমানৌ (প্রচ্ছাদয়ন্তৌ রামকৃষ্ণৌ) গুরুকুলে বাসম্ ইচ্ছন্তৌ কাশ্যং (কাশগোত্রজম্) অবন্তীপুরবাসিনং নাম্না সান্দীপনিং (গুরুম্) উপজগ্মতুঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

অনন্তর সর্ব্ববিদ্যার উৎপাদক সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম স্বতঃসিদ্ধ অমল জ্ঞান মনুষ্যচেষ্টা দ্বারা গোপন করিয়া গুরুকুল-বাসেচ্ছায় কাশগোত্রোৎপন্ন অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি নামক গুরুর নিকট গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

যথোপাসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্।
গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌ স্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ ॥ ৩২ ॥

তৌ (রামকৃষ্ণৌ) যথা (যথাবৎ তম্) উপাসাদ্য (প্রাপ্য) দান্তৌ (জিতেন্দ্রিয়ৌ সন্তৌ) অনিন্দিতাং গুরৌ বৃত্তিং গ্রাহয়ন্তৌ (অন্যান্ শিক্ষয়ন্তৌ) আদৃতৌ (আদরযুক্তৌ) দেবম্ ইব ভক্ত্যা (গুরুম্) উপেতৌ (সেবিতবন্তৌ) স্ম ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ ও বলরাম যথাবিধি গুরুর নিকট গমন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া, গুরুর প্রতি যেরূপ অনিন্দিত আচরণ করিতে হয়, তাহা অপরকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, আদর সহকারে দেবতার ন্যায় ভক্তি-পূর্ব্বক গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ।
প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ ॥ ৩৩ ॥

শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ তয়োঃ তুষ্টঃ দ্বিজবরঃ গুরুঃ সাঙ্গোপনিষদঃ (অঙ্গৈঃ. অঙ্গানি বেদান্তশাস্ত্রো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাশ্চতু-

শ্চতুর্দ্দশ॥ আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥ ইতি। ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোহথ পঠ্যতে। জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে। শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্॥ ইত্যুক্তলক্ষণৈঃ ষড়্ভিঃ; উপনিষদ্ভিশ্চ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদকৈঃ সহিতান্) অখিলান্ বেদান্ (ঋগাদীন্) প্রোবাচ॥ ৩৩॥

দ্বিজবর গুরু সান্দীপনি মুনি তাঁহাদিগের বিশুদ্ধভাবযুক্ত সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত নিখিল বেদ শিক্ষা দিলেন॥ ৩৩॥

সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।
তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্বিধাম্॥ ৩৪॥

তথা সরহস্যং (মন্ত্রদেবতাজ্ঞানসহিতং) ধনুর্বেদং ধর্ম্মান্ (মন্বাদ্যুক্তধর্ম্মশাস্ত্রাণি) তথা আন্বীক্ষিকীম্ (আত্মবিদ্যাং সাংখ্যযোগাদিরূপাং) চ ষড়্বিধাং (সন্ধিবিগ্রহযানাসনদ্বৈধীভাবসমাশ্রয়রূপাং) রাজনীতিং চ (প্রোবাচ)॥ ৩৪॥

আর মন্ত্র ও দেবতাজ্ঞানের সহিত ধনুর্বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আত্মবিদ্যা এবং ষড়্বিধা রাজনীতি উপদেশ করিলেন॥ ৩৪॥

সর্ব্বং তদমরশ্রেষ্ঠৌ সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকৌ।
সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সংজগৃহতুর্নৃপ॥ ৩৫॥

(হে) নৃপ, সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকৌ অমরশ্রেষ্ঠৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) সকৃৎ (একদা) নিগদমাত্রেণ তৎ (গুরূপদিষ্টং) সর্ব্বং সংজগৃহতুঃ (সম্যক্ গৃহীতবন্তৌ)॥ ৩৫॥

রাজন্, সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তক অমরোত্তম কৃষ্ণ ও বলরাম একবার বলিবামাত্র সমস্ত গুরূপদেশ সম্যক্ গ্রহণ করিলেন॥ ৩৫॥

অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযতৌ তাবতীঃ কলাঃ।
গুরুদক্ষিণয়াচার্য্যং ছন্দয়ামাসতুর্নৃপ॥ ৩৬॥

সংযতৌ (তৌ রামকৃষ্ণৌ) চতুঃষষ্ট্যা (সংখ্যয়া যুক্তৈঃ) অহোরাত্রৈঃ তাবতীঃ (চতুঃষষ্টীঃ) কলাঃ (বিদ্যাঃ সংজগৃহতুঃ)। (ততঃ হে) নৃপ, গুরুদক্ষিণয়া (গুরুদেয়দক্ষিণার্থম্) আচার্য্যং (তমেব গুরুং) ছন্দয়ামাসতুঃ (বাঞ্ছিতং বরয় ইতি প্রেরিতবন্তৌ)॥ ৩৬॥

তাঁহারা সংযত হইয়া চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিলেন। রাজন্, পরে গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত গুরুকে নিবেদন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

দ্বিজস্তয়োস্তন্মহিমানমদ্ভুতং
সংলক্ষ্য রাজন্নতিমানুষীং মতিম্।
সম্মন্ত্র্য পত্ন্যা স মহার্ণবে মৃতং
বালং প্রভাসে বরয়াম্বভূব ॥ ৩৭ ॥

(হে) রাজন্, সঃ দ্বিজঃ (সান্দীপনিঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) তম্ (অনায়াসেনৈব সর্ব্ববিদ্যাগ্রহণাত্মকম্) অদ্ভুতং (শ্রোতৃজনাশ্চর্য্যজনকং) মহিমানং (তথা) অতিমানুষীং (মনুষ্যেষু অসম্ভাবিতাং) মতিং (চ) সংলক্ষ্য পত্ন্যা (সহ) সম্মন্ত্র্য (বিচার্য্য) প্রভাসে (ক্ষেত্রে) মহার্ণবে (নিমজ্জ্য) মৃতং বালং (স্বপুত্রং) বরয়াম্বভূব (দক্ষিণারূপেণ প্রার্থিতবান্)। ৩৭ ॥

রাজন্, দ্বিজ সান্দীপনি তাঁহাদিগের সেই অদ্ভুত মহিমা ও অতিমানুষী বুদ্ধি দর্শন করিয়া পত্নীর সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক প্রভাসে মহার্ণবে মৃত নিজ পুত্রকে দক্ষিণারূপে প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তথেত্যথারুহ্য মহারথৌ রথং
প্রভাসমাসাদ্য দুরন্তবিক্রমৌ।
বেলামুপব্রজ্য নিষীদতুঃ ক্ষণং
সিন্ধুর্বিদিত্বার্হণমাহরৎ তয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

তথা (অস্তু) ইতি (অঙ্গীকৃত্য) দুরন্তবিক্রমৌ মহারথৌ (রামকৃষ্ণৌ) রথম্ আরুহ্য প্রভাসম্ আসাদ্য বেলাম্ উপব্রজ্য ক্ষণং নিষীদতুঃ (উপবিষ্টবন্তৌ)। সিন্ধুঃ বিদিত্বা তয়োঃ অর্হণম্ আহরৎ ॥ ৩৮ ॥

"তথাস্তু" বলিয়া দুরন্তবিক্রম মহারথ কৃষ্ণ ও বলরাম রথে আরোহণ করিয়া প্রভাসে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রতীরে গমন পূর্ব্বক ক্ষণকাল উপবিষ্ট হইলেন। সমুদ্র তাহা বিদিত হইয়া তাঁহাদিগের পূজোপহার আনয়ন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

তমাহ ভগবানাশু গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাম্।
যোঽসাবিহ ত্বয়া গ্রস্তো বালকো মহতোর্ম্মিণা ॥ ৩৯ ॥

ভগবান্ তম্ আহ;—যঃ বালকঃ ত্বয়া মহতা উর্ম্মিণা ইহ গ্রস্তঃ অসৌ গুরুপুত্রঃ আশু প্রদীয়তাম্॥ ৩৯॥

ভগবান্ সমুদ্রকে বলিলেন;—তুমি যে বালককে এই স্থানে মহান্ তরঙ্গ দ্বারা গ্রাস করিয়াছ, সেই গুরুপুত্রকে সত্বর প্রদান কর॥ ৩৯॥

সমুদ্র উবাচ।

ন চাহার্ষমহং দেব দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্।
অন্তর্জ্জলচরঃ কৃষ্ণ শঙ্খরূপধরোঽসুরঃ॥ ৪০॥
আস্তে তেনাহৃতো নূনং তৎ শ্রুত্বা সত্বরং প্রভুঃ।
জলমাবিশ্য তং হত্বা নাপশ্যদুদরেঽর্ভকম্।
তদঙ্গপ্রভবং শঙ্খমাদায় রথমাগমৎ॥ ৪১॥

সমুদ্রঃ উবাচ;—(হে) দেব, কৃষ্ণ, অহং (গুরুপুত্রং) ন চ অহার্ষম্। অন্তর্জ্জলচরঃ শঙ্খরূপধরঃ মহান্ অসুরঃ পঞ্চজনঃ নাম দৈত্যঃ আস্তে। নূনং (নিশ্চিতং) তেন আহৃতঃ। তৎ শ্রুত্বা প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সত্বরং জলম্ আবিশ্য তং (দৈত্যং) হত্বা (তস্য) উদরে অর্ভকং ন অপশ্যৎ। তদঙ্গপ্রভবং শঙ্খম্ আদায় রথম্ আগমৎ॥ ৪০। ৪১॥

সমুদ্র বলিলেন, দেব, কৃষ্ণ, আমি আপনার গুরুপুত্রকে হরণ করি নাই। শঙ্খরূপধারী মহাসুর পঞ্চজন নামক দৈত্য জলমধ্যে বাস করে। সেই নিশ্চয় বালককে হরণ করিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সত্বর জলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ দৈত্যকে সংহার করিলেন; কিন্তু উহার উদরমধ্যে বালককে দেখিতে পাইলেন না। তখন তদঙ্গজাত প্রসিদ্ধ পাঞ্চজন্য শঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন॥ ৪০॥ ৪১॥

ততঃ সংযমনীং নাম যমস্য দয়িতাং পুরীম্।
গত্বা জনার্দ্দনঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ সহলায়ুধঃ॥ ৪২॥

ততঃ সহলায়ুধঃ জনার্দ্দনঃ সংযমনীং নাম যমস্য দয়িতাং পুরীং গত্বা শঙ্খং (পাঞ্চজন্যং) প্রদধ্মৌ॥ ৪২॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত সংযমনী নাম্নী যমের প্রিয় পুরীতে গমন পূর্ব্বক ঐ পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন ॥ ৪২ ॥

শঙ্খনির্হ্রাদমাকর্ণ্য প্রজাসংযমনো যমঃ।
তয়োঃ সপর্য্যাং মহতীং চক্রে ভক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ॥ ৪৩ ॥

প্রজাসংযমনঃ যমঃ শঙ্খনির্হ্রাদম্ আকর্ণ্য তয়োঃ ভক্ত্যুপবৃংহিতাং মহতীং সপর্য্যাং চক্রে ॥ ৪৩ ॥

প্রজাসংহারক যম শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরম ভক্তি সহকারে তাঁহাদিগের মহতী পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥

উবাচাবনতঃ কৃষ্ণং সর্ব্বভূতাশয়ালয়ম্।
লীলামনুষ্যয়োর্বিষ্ণো যুবয়োঃ করবাম কিম্ ॥ ৪৪ ॥

অবনতঃ (সন্) সর্ব্বভূতাশয়ালয়ং কৃষ্ণম্ উবাচ (চ), লীলামনুষ্যয়োঃ বিষ্ণো! যুবয়োঃ কিং করবাম ? ॥ ৪৪ ॥

এবং অবনত হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, আপনারা লীলামনুষ্য, বিষ্ণু, আমি আপনাদিগের কোন্ কার্য্য সাধন করিব ? ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্ম্মনিবন্ধনম্।
আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ;—(হে) মহারাজ, মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ (ত্বং) নিজকর্ম্মনিবন্ধনম্ ইহ আনীতং গুরুপুত্রম্ আনয়স্ব ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ;—মহারাজ, গুরুপুত্র নিজকর্ম্মনিবন্ধনই এই স্থানে আনীত হইয়াছেন ; কিন্তু এক্ষণে আমার আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে আনয়ন করুন ॥ ৪৫ ॥

তথেতি তেনোপানীতং গুরুপুত্রং যদূত্তমৌ।
দত্ত্বা স্বগুরবে ভূয়ো বৃণীষ্বেতি তমূচতুঃ ॥ ৪৬ ॥

যদূত্তমৌ তথা ইতি (অঙ্গীকৃত্য) তেন (যমেন) উপানীতং গুরুপুত্রং স্বগুরবে দত্ত্বা ভূয়ঃ (বরান্তরং) বৃণীষ্ব ইতি তম্ ঊচতুঃ ॥ ৪৬ ॥

"তাহাই করিতেছি" বলিয়া যম গুরুপুত্রকে আনিয়া দিলে যদু-প্রধান কৃষ্ণ ও বলরাম গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গুরুকে পুত্র প্রদান করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার অপর বর গ্রহণ করিতে বলিলেন ॥ ৪৬ ॥

গুরুরুবাচ।

সম্যক্ সম্পাদিতো বৎস ভবদ্ভ্যাং গুরুনিষ্ক্রয়ঃ।
কো নু যুষ্মদ্বিধগুরোঃ কামানামবশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

গুরুঃ উবাচ ;—(হে) বৎস, ভবদ্ভ্যাং গুরুনিষ্ক্রয়ঃ সম্যক্ সম্পাদিতঃ। যুষ্মদ্বিধগুরোঃ কামানাং কঃ নু অবশিষ্যতে ? ॥ ৪৭ ॥

গুরু বলিলেন ;—বৎস, তোমরা সম্যক্ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছ। আমি তোমাদিগের ন্যায় শিষ্যের গুরু, আমার কোন্ কামনার অবশেষ আছে ? ॥ ৪৭ ॥

গচ্ছতং স্বগৃহং বীরৌ কীর্ত্তির্বামস্তু পাবনী।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ ॥ ৪৮ ॥

(হে) বীরৌ, স্বগৃহং গচ্ছতম্। বাং (যুবয়োঃ) পাবনী কীর্ত্তিঃ অস্তু। ইহ পরত্র চ (যুবয়োঃ অধীতানি) ছন্দাংসি অযাতযামানি (অবিস্মৃতানি) ভবন্তু ॥ ৪৮ ॥

বীরদ্বয়, নিজ গৃহে গমন কর। তোমাদিগের লোকপাবন যশ হউক। তোমাদিগের অধীত বেদ অবিস্মৃত হউক ॥ ৪৮ ॥

গুরুণৈবমনুজ্ঞাতৌ রথেনানিলরংহসা।
আয়াতৌ স্বপুরং তাত পর্জ্জন্যনিনদেন বৈ ॥ ৪৯ ॥

(হে) তাত, গুরুণা এবম্ অনুজ্ঞাতৌ (রামকৃষ্ণৌ) অনিলরংহসা পর্জ্জন্যনিনদেন রথেন বৈ স্বপুরম্ আয়াতৌ (আজগ্মতুঃ) ॥ ৪৯ ॥

তাত, গুরু কর্ত্তৃক এই প্রকার অনুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণ ও বলরাম বায়ুতুল্য বেগশালী মেঘরাবী রথে আরোহণ পূর্ব্বক নিজ পুরে আগমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

সমনন্দন্ প্রজাঃ সর্ব্বা দৃষ্ট্বা রামজনার্দ্দনৌ।
অপশ্যন্ত্যো বহ্বহানি নষ্টলব্ধধনা ইব ॥ ৫০ ॥

বহ্বহানি অপশ্যস্ত্যঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ রামজনার্দ্দনৌ দৃষ্ট্বা নষ্টলব্ধধনাঃ ইব সমনন্দন্॥ ৫০॥

প্রজা সকল অনেকদিন রাম ও কৃষ্ণকে দর্শন করেন নাই; যেরূপ কোন ব্যক্তি নষ্টধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হয়েন, সেইরূপ তাহারা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল॥ ৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে গুরুকুলবৃত্তিঃ পঞ্চ-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৫॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

বৃষ্ণীনাং সম্মতো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥ ১॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ;—উদ্ধবঃ বৃষ্ণীনাং সম্মতঃ মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা বৃহস্পতেঃ সাক্ষাৎ শিষ্যঃ বুদ্ধিসত্তমঃ॥ ১॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ে উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ ও তদ্দ্বারা নন্দযশোদার শোকাপনোদন বর্ণিত হইয়াছে॥

শুকদেব কহিলেন;—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ উদ্ধব বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মান্য মন্ত্রী ছিলেন॥ ১॥

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ॥ ২॥

প্রপন্নার্ত্তিহরঃ ভগবান্ হরিঃ প্রেষ্ঠং ভক্তম্ একান্তিনং তং ক্বচিৎ পাণিনা পাণিং গৃহীত্বা আহ॥ ২॥

প্রপন্ন জনের পীড়াহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিন হস্ত দ্বারা প্রিয়তম একান্তভক্ত উদ্ধবের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন॥ ২॥

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়॥ ৩॥

(হে) সৌম্য উদ্ধব, ব্রজং গচ্ছ, নঃ (অস্মাকং) পিত্রোঃ প্রীতিম্ আবহ, মৎসন্দেশৈঃ গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং বিমোচয়॥ ৩॥

সৌম্য উদ্ধব, ব্রজে গমন কর, আমাদিগের জনকজননীর প্রীতি সম্পাদন কর, আমার সমাচার দ্বারা গোপীদিগের মদ্বিরহজনিত মনঃপীড়া নিবারণ কর॥ ৩॥

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্॥ ৪॥

তাঃ (গোপ্যঃ) মন্মনস্কাঃ মৎপ্রাণাঃ মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ দয়িতং প্রেষ্ঠম্ আত্মানং মাম্ এব মনসা গতাঃ। যে মদর্থে ত্যক্তলোকধর্ম্মাঃ চ তান্ অহং বিভর্ম্মি॥ ৪॥

তাহাদিগের মন আমাতেই অর্পিত। আমিই তাহাদিগের প্রাণ। আমার নিমিত্ত তাহারা পতিপুত্রাদি সমস্তই ত্যাগ করিয়াছে এবং প্রিয়, প্রিয়তম আত্মা আমাকেই মন দ্বারা আশ্রয় করিয়াছে। যাহারা আমার নিমিত্ত ঐহিক ও পারত্রিক সুখ ও তৎসাধন পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে সুখী করিয়া থাকি॥ ৪॥

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥ ৫॥

অঙ্গ (হে উদ্ধব), প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে ময়ি দূরস্থে (সতি) তাঃ গোকুলস্ত্রিয়ঃ (মাং) স্মরন্ত্যঃ বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ (সত্যঃ) বিমুহ্যন্তি॥ ৫॥

উদ্ধব, গোপীদিগের যাবদীয় প্রিয় পদার্থের মধ্যে আমি প্রিয়তম। আমি দূরস্থ হইলে, গোকুলকামিনী সকল আমাকে স্মরণ করিয়া বিরহজনিত ঔৎকণ্ঠ্যে বিহ্বল হইয়া বিমোহিত হইতেছে॥ ৫॥

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥ ৬॥

প্রত্যাগমনসন্দেশৈঃ মদাত্মিকাঃ (মচ্চিত্তাঃ) মে (মদীয়াঃ) বল্লব্যঃ (প্রিয়াঃ গোপ্যঃ) কথঞ্চন অতিকৃচ্ছ্রেণ প্রাণান্ প্রায়ঃ ধারয়ন্তি॥ ৬॥

গোকুল হইতে নির্গমন সময়ে যে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব বলিয়া আসিয়াছিলাম তদ্দ্বারাই আমার প্রিয়, মচ্চিত্ত গোপী সকল প্রায়ই কোনরূপে অতিকষ্টে প্রাণ ধারণ করিতেছে॥ ৬॥

শুক উবাচ।

ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ সন্দেশং ভর্ত্তুরাদৃতঃ।
আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥ ৭॥

শুকঃ উবাচ ;—(হে) রাজন্, ইতি (এবং ভগবতা) উক্তঃ আদৃতঃ (চ) উদ্ধবঃ ভর্ত্তুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সন্দেশম্ আদায় রথম্ আরুহ্য নন্দগোকুলং প্রযযৌ ॥ ৭ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—রাজন্, এইপ্রকার শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক আদর সহকারে উক্ত হইয়া, উদ্ধব স্বামীর সংবাদ লইয়া রথারোহণ পুরঃসর নন্দগোকুলে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

প্রাপ্তো নন্দব্রজং শ্রীমান্ নিম্লোচতি বিভাবসৌ।
ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খুররেণুভিঃ ॥ ৮ ॥
বাসিতার্থেঽভিযুধ্যদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ।
ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরূধোভারেণ বৎসকান্ ॥ ৯ ॥
ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভির্গোবৎসৈর্মণ্ডিতং সিতৈঃ।
গোদোহশব্দাভিরবং বেণূনাং নিস্বনেন চ ॥ ১০ ॥
গায়ন্তীভিশ্চ কর্ম্মাণি শুভানি বলকৃষ্ণয়োঃ।
স্বলঙ্কৃতাভির্গোপীভির্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্ ॥ ১১ ॥
অগ্ন্যর্কাতিথিগোবিপ্রপিতৃদেবার্চ্চনান্বিতৈঃ।
ধূপদীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপাবাসৈর্মনোরমম্ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ১৩ ॥

বিভাবসৌ (সূর্য্যে) নিম্লোচতি (অস্তং গচ্ছতি সতি) শ্রীমান্ (উদ্ধবঃ) প্রবিশতাং পশূনাং খুররেণুভিঃ ছন্নযানঃ (সন্) বাসিতার্থে (বাসিতাঃ পুষ্পবত্যো গাবঃ তদর্থে) অভিযুধ্যদ্ভিঃ শুষ্মিভিঃ (মত্তৈঃ) নাদিতম্ উধোভারেণ (উপলক্ষিতাভিঃ) বৎসকান্ (প্রতি) ধাবন্তীভিঃ বাস্রাভিঃ (ধেনুভিঃ) চ (মণ্ডিতম্) ইতস্ততঃ বিলঙ্ঘদ্ভিঃ সিতৈঃ (শ্বেতবর্ণৈঃ) গোবৎসৈঃ (চ) মণ্ডিতং গোদোহশব্দাভিরবং বেণূনাং নিস্বনেন চ (মণ্ডিতং) বলকৃষ্ণয়োঃ শুভানি কর্ম্মাণি গায়ন্তীভিঃ স্বলঙ্কৃতাভিঃ গোপীভিঃ গোপৈঃ চ সুবিরাজিতম্ অগ্ন্যর্কাতিথিগোবিপ্রপিতৃদেবার্চ্চনান্বিতৈঃ গোপাবাসৈঃ ধূপদীপৈঃ চ মাল্যৈঃ চ মনোরমং সর্ব্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতং হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈঃ চ মণ্ডিতং নন্দব্রজং প্রাপ্তঃ ॥ ৮—১৩ ॥

সূর্য্য অস্তগমন করিতেছেন, এই সময়ে শ্রীমান্ উদ্ধব নন্দব্রজে প্রবেশ করিলেন। ব্রজে প্রবেশকারী পশুকুলের খুররেণু দ্বারা তাঁহার রথ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ব্রজে পুষ্পবতী গাভিদিগের জন্য মত্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধকারী বৃষ সকল শব্দ করিতেছিল; উধো-ভারাক্রান্ত ধেনু সকল বৎসকুলের সমীপে দৌড়িয়া যাইতেছিল; এবং শুভ্রবর্ণ গোবৎস সকল ইতস্ততঃ লম্ফপ্রদান সহকারে বিচরণ করিয়া ব্রজের শোভা সম্পাদন করিতেছিল। গোদোহনের ও বেণুর শব্দে ব্রজের চারিদিকেই একরব উঠিয়াছিল। সুন্দররূপে অলঙ্কৃত গোপ ও গোপী সকল কৃষ্ণ ও বলরামের শুভ কর্ম্ম সকল গান করিতে করিতে ব্রজের শোভা সম্পাদন করিতেছিল। গোপ-গণের গৃহে অগ্নি, সূর্য্য, অতিথি, গো, বিপ্র, পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা হইতেছিল; সেইসকল গৃহ এবং ধূপ ও দীপাবলি দ্বারা ব্রজ দেখিতে অতি মনোরম হইয়াছিল। ব্রজের সকল দিকেই পুষ্পিত বন; ঐ বনরাজিতে পক্ষিকুল কলরব করিতেছিল; এবং হংস ও কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ পদ্ম সকলে উহার ভূষা হইয়াছিল ॥ ৮-১৩ ॥

তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্।
নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চ্চয়ৎ ॥ ১৪ ॥

তং কৃষ্ণস্য প্রিয়ম্ অনুচরম্ (উদ্ধবম্) আগতম্ (আকর্ণ্য) প্রীতঃ (সন্) নন্দঃ সমাগম্য পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়া আর্চ্চয়ৎ (পূজয়ামাস) ॥ ১৪ ॥

গোপরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উদ্ধবকে সমাগত শুনিয়া প্রীত হইয়া তাঁহার সমীপে আগমনানন্তর তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাসুদেববোধেই অর্চ্চনা করিলেন ॥ ১৪ ॥

ভোজিতং পরমান্নেন সংবিষ্টং কশিপৌ সুখম্।
গতশ্রমং পর্য্যপৃচ্ছৎ পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

পরমান্নেন ভোজিতং কশিপৌ (পর্য্যঙ্কে) সুখং (যথা ভবতি তথা) সংবিষ্টং পাদসম্বাহনাদিভিঃ গতশ্রমং (তং নন্দঃ) পর্য্যপৃচ্ছৎ ॥ ১৫ ॥

তিনি পরমান্ন ভোজন করিয়া শয্যায় সুখে শয়ন করিলে এবং পাদসম্বাহনাদি দ্বারা তাঁহার শ্রম দূর হইলে, নন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥

কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ।
আস্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈর্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গ (হে) মহাভাগ, নঃ (অস্মাকং) সখা অপত্যাদ্যৈঃ যুক্তঃ মুক্তঃ সুহৃদ্বৃতঃ শূরনন্দনঃ কুশলী আস্তে কচ্চিৎ? ॥ ১৬ ॥

অহে মহাভাগ, আমাদিগের সখা বসুদেব মুক্ত অপত্যাদিযুক্ত ও সুহৃদগণে পরিবৃত হইয়া কুশলে আছেন? ॥ ১৬ ॥

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ সানুগঃ স্বেন পাপ্মনা।
সাধূনাং ধর্ম্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা ॥ ১৭ ॥

যঃ ধর্ম্মশীলানাং সাধূনাং যদূনাং সদা দ্বেষ্টি পাপঃ (সঃ) কংসঃ সানুগঃ হতঃ (ইতি) দিষ্ট্যা ॥ ১৭ ॥

যে পাপাত্মা কংস ধর্ম্মশীল সাধু যাদবগণের দ্বেষ করিত, সে ভাগ্যক্রমে আপন পাপে অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণঃ নঃ (অস্মান্) মাতরং সুহৃদঃ সখীন্ গোপান্ আত্মনাথং ব্রজং গাবঃ (গাঃ) বৃন্দাবনং গিরিং চ স্মরতি অপি? ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ কি তাহার পিতা মাতা আমাদিগকে সুহৃদ্বর্গকে সখাগণকে গোপসকলকে আত্মপালিত গোকুলকে বৃন্দাবনকে ও গোবর্দ্ধন গিরিকে মনে করিয়া থাকে? ॥ ১৮ ॥

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্।
কর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সস্মিতেক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দঃ স্বজনান্ ঈক্ষিতুং সকৃৎ আয়াস্যতি অপি? সুনসং সস্মিতেক্ষণং তদ্বক্ত্রং কর্হি দ্রক্ষ্যাম? ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দ কি স্বজনদিগকে দর্শন করিতে একবার আগমন করিবে? আমরা তাহার সুনাসাশোভিত সহাসনিরীক্ষণান্বিত সুন্দর বদন কবে দেখিব? ॥ ১৯ ॥

দাবাগ্নের্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ।
দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ॥ ২০ ॥

সুমহাত্মনা কৃষ্ণেন দাবাগ্নেঃ বাতবর্ষাৎ বৃষসর্পাৎ চ দুরত্যয়েভ্যঃ মৃত্যুভ্যঃ চ (বয়ং) রক্ষিতাঃ ॥ ২০ ॥

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দাবানল, বায়ু, বন্যা, বৃষ, সর্প এবং অপরাপর দুরতিক্রমণীয় মৃত্যু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে ॥ ২০ ॥

স্মরতাং কৃষ্ণবীর্য্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্।
হসিতং ভাষিতং চাঙ্গ সর্ব্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥

(হে) অঙ্গ, কৃষ্ণবীর্য্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতং হসিতং ভাষিতং চ স্মরতাং নঃ (অস্মাকং) সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ শিথিলাঃ (জাতাঃ) ॥ ২১ ॥

উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য, লীলাসহকৃত অপাঙ্গবীক্ষণ, হাস্য ও আলাপ স্মরণ করিতে করিতে আমাদিগের সমস্ত কর্ম্মই শিথিল হইয়া আইসে ॥ ২১ ॥

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্ মুকুন্দপদভূষিতান্।
আক্রীড়ানীক্ষমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্ ॥ ২২ ॥

মুকুন্দপদভূষিতান্ সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্ আক্রীড়ান্ ঈক্ষমাণানাম্ (অস্মাকং) মনঃ তদাত্মতাং যাতি ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নভূষিত সরিৎ শৈল ও বনপ্রদেশ এবং অপরাপর ক্রীড়াস্থান সকল দর্শন করিলে আমাদিগের চিত্ত তন্ময় হইয়া যায় ॥ ২২ ॥

মন্যে রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ।
সুরাণাং মহদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা ॥ ২৩ ॥

গর্গস্য বচনং যথা (তথা) সুরাণাং মহদর্থায় কৃষ্ণং চ রামং চ সুরোত্তমৌ (বাসুদেবসঙ্কর্ষণৌ) ইহ (লোকে) প্রাপ্তৌ (অবতীর্ণৌ) মন্যে ॥ ২৩ ॥

গর্গ যে কথা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে মনে হয়, কৃষ্ণ ও বলরাম সুরোত্তম বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ; দেবগণের মহৎ কার্য্যের সাধনার্থ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥

কংসং নাগাযুতপ্রাণং মল্লৌ গজপতিং তথা।
অবধিষ্টাং লীলয়ৈব পশূনিব মৃগাধিপঃ ॥ ২৪ ॥

মৃগাধিপঃ পশূন্ ইব নাগাযুতপ্রাণং কংসং মল্লৌ তথা গজপতিং লীলয়া এব অবধিষ্টাং (হতবন্তৌ) ॥ ২৪ ॥

তাঁহারা অযুত নাগের বলধারী কংসকে মল্লদ্বয়কে এবং কুবলয়াপীড় গজকে, পশুরাজ যেরূপ পশুদিগকে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টিমিবেভরাট্।
বভঞ্জৈকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্ গিরিম্ ॥ ২৫ ॥

ইভরাট্ ইব তালত্রয়ং (তালত্রয়পরিমিতং) মহাসারং ধনুর্যষ্টিং বভঞ্জ। একেন হস্তেন সপ্তাহং (সপ্তদিনপর্য্যন্তং) গিরিম্ অদধাৎ (দধার) ॥ ২৫ ॥

গজরাজের ন্যায় তালত্রয়পরিমিত মহাসার ধনু ভাঙ্গিয়াছেন। এক হস্ত দ্বারা সপ্তাহ পর্য্যন্ত গিরিবরকে ধরিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

প্রলম্বধেনুকারিষ্টতৃণাবর্ত্তবকাদয়ঃ।
দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতো হতা যেনেহ লীলয়া ॥ ২৬ ॥

যেন ইহ সুরাসুরজিতাঃ (সুরাসুরজয়িনঃ) প্রলম্বধেনুকারিষ্টতৃণাবর্ত্তবকাদয়ঃ দৈত্যাঃ লীলয়া হতাঃ ॥ ২৬ ॥

আর তিনি এই স্থানে সুরাসুরবিজয়ী প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত্ত ও বক প্রভৃতি দৈত্য সকলকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

শুক উবাচ।

ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ।
অত্যুৎকণ্ঠোঽভবৎ তূষ্ণীং প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ ॥ ২৭ ॥

শুকঃ উবাচ ;—ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ অশ্রুকণ্ঠঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ নন্দঃ তূষ্ণীম্ অভবৎ ॥ ২৭ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—কৃষ্ণানুরক্তচিত্ত নন্দ এই সকল বারংবার স্মরণ করিতে করিতে প্রেমোদ্রেকে বিহ্বল ও অশ্রুকণ্ঠ হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন ॥ ২৭ ॥

যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ।
শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥ ২৮ ॥

স্নেহস্নুতপয়োধরা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি শৃণ্বন্তী যশোদা চ অশ্রূণি অবাস্রাক্ষীৎ ॥ ২৮ ॥

বর্ণ্যমান পুত্রচরিত সকল শ্রবণ করিতে করিতে স্নেহহেতু যশোদার স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতে লাগিল। তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ।
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা ॥ ২৯ ॥

ইত্থং তয়োঃ নন্দযশোদয়োঃ ভগবতি কৃষ্ণে পরমম্ অনুরাগং বীক্ষ্য উদ্ধবঃ মুদা (যুক্তঃ সন্) নন্দম্ আহ ॥ ২৯ ॥

এইরূপ সেই নন্দ ও যশোদার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরম অনুরাগ দর্শন করিয়া উদ্ধব সানন্দে নন্দকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ লোকে দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী ॥ ৩০ ॥

(হে) মানদ, যুবাম্ ইহ লোকে দেহিনাং (মধ্যে) শ্লাঘ্যতমৌ যৎ (যস্মাৎ) অখিলগুরৌ নারায়ণে ঈদৃশী মতিঃ কৃতা ॥ ৩০ ॥

মানদ, ইহলোকে আপনারা দুই জনই শ্লাঘ্যতম ; কারণ, অখিলগুরু নারায়ণে আপনারা এতাদৃশী মতি রাখিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ৩১ ॥

হি (যস্মাৎ) রামঃ মুকুন্দঃ চ এতৌ বিশ্বস্য বীজযোনী পুরুষঃ প্রধানম্। পুরাণৌ ইমৌ ভূতেষু অন্বীয় (ভূতানাং) বিলক্ষণস্য (তদ্বিলক্ষণস্য) জ্ঞানস্য (চৈতন্যাত্মকস্য জীবস্য) চ ঈশাতে (নিয়ন্তারৌ ভবতঃ) ॥ ৩১ ॥

রাম ও কৃষ্ণ এই বিশ্বের বীজস্বরূপ ও যোনিস্বরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি। এই দুই পুরাণ পুরুষ ভূতসমূহে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক ভূত-সমূহের ও তদ্বিলক্ষণ চৈতন্যাত্মক জীবের নিয়ন্তা হইয়া রহিয়াছেন ॥৩১॥

যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে
ক্ষণং সমাবিশ্য মনো বিশুদ্ধম্।
নির্হৃত্য কর্ম্মাশয়মাশু যাতি
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ ॥ ৩২ ॥

জনঃ প্রাণবিয়োগকালে যস্মিন্ বিশুদ্ধং মনঃ ক্ষণং সমাবিশ্য আশু কর্ম্মাশয়ং নির্হৃত্য অর্কবর্ণঃ ব্রহ্মময়ঃ (চ সন্) পরাং গতিং যাতি ॥ ৩২ ॥

মনুষ্য প্রাণবিয়োগকালে যাঁহাতে বিশুদ্ধ মন ক্ষণকাল সমাবেশ পূর্ব্বক আশু কর্ম্মাশয় দাহ করিয়া অর্কবর্ণ ও ব্রহ্মময় হইয়া পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ
নারায়ণে কারণমর্ত্ত্যমূর্ত্তৌ।
ভাবং বিধত্তো নিতরাং মহাত্মন্
কিং বাবশিষ্টং যুবয়োঃ স্বকৃত্যম্ ॥ ৩৩ ॥

ভবন্তৌ অখিলাত্মহেতৌ কারণমর্ত্ত্যমূর্ত্তৌ মহাত্মন্ (মহাত্মনি) তস্মিন্ নারায়ণে ভাবং নিতরাং (নিরন্তরং) বিধত্তাম্ (অকুরুতাম্ অতঃ) যুবয়োঃ স্বকৃত্যং কিং বা অবশিষ্টম্ ? ॥ ৩৩ ॥

আপনারা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ও হেতু এবং প্রয়োজনবশে মানবমূর্ত্তিধারী মহাত্মা সেই নারায়ণে একান্ত ভক্তি করিয়াছেন, অতএব আপনাদিগের আর কোন্ স্বকার্য্য অবশিষ্ট আছে ? ॥ ৩৩ ॥

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৩৪ ॥

সাত্বতাং পতিঃ অচ্যুতঃ ভগবান্ অদীর্ঘেণ কালেন ব্রজম্ আগমিষ্যতি পিত্রোঃ প্রিয়ং বিধাস্যতে (চ) ॥ ৩৪ ॥

ভক্তকুলপতি অচ্যুত ভগবান্ অচিরকালমধ্যে ব্রজে আগমন ও পিতা মাতার প্রিয়সাধন করিবেন ॥ ৩৪ ॥

হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাম্।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥ ৩৫ ॥

রঙ্গমধ্যে সর্ব্বসাত্বতাং প্রতীপং কংসং হত্বা বঃ (যুষ্মান্ প্রতি) সমাগত্য কৃষ্ণঃ যৎ আহ তৎ সত্যং করোতি (করিষ্যত্যেব) ॥ ৩৫ ॥

রঙ্গমধ্যে সমস্ত ভক্তবর্গের প্রতিকূলাচারী কংসকে সংহার করিয়া আপনাদিগের সমীপে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য করিবেন ॥ ৩৫ ॥

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥ ৩৬ ॥

(হে) মহাভাগৌ, মা খিদ্যতম্। অন্তিকে কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যথঃ। সঃ এধসি জ্যোতিঃ ইব ভূতানাম্ অন্তর্হৃদি আস্তে ॥ ৩৬ ॥

মহাভাগদ্বয়, আপনারা খিন্ন হইবেন না; শ্রীকৃষ্ণকে নিকটেই দেখিতে পাইবেন। কাষ্ঠের মধ্যে তেজের ন্যায়, তিনি ভূতগণের হৃদয়াভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

ন হ্যস্যাতিপ্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ো বাস্ত্যমানিনঃ।
নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা ॥ ৩৭ ॥

সমানস্য (সর্ব্বত্র সমদৃষ্টেঃ) অমানিনঃ (অহংমমাভিমানশূন্যস্য) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) কশ্চিৎ অতিপ্রিয়ঃ অপ্রিয়ঃ বা নহি ন উত্তমঃ ন অধমঃ বা অপি অসমঃ বা অপি অস্তি ॥ ৩৭ ॥

তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী; তাঁহার অভিমান নাই; তাঁহার কেহ অতিপ্রিয় বা অপ্রিয় নাই; তাঁহার উত্তম বা অধম নাই; তাঁহার উপেক্ষাও নাই ॥ ৩৭ ॥

ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ ॥ ৩৮ ॥

তস্য মাতা ন পিতা ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ ন আত্মীয়ঃ ন পরঃ চ অপি ন দেহঃ জন্ম চ এব ন (অস্তি) ॥ ৩৮ ॥

তাঁহার মাতা নাই; পিতা নাই; ভার্য্যা নাই; পুত্রাদি নাই; আত্মীয় নাই; পরও নাই; দেহ নাই; জন্মও নাই ॥ ৩৮ ॥

ন চাস্য কর্ম্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু।
ক্রীড়ার্থঃ সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে ॥ ৩৯ ॥

লোকে চ অস্য কর্ম্ম বা ন (অস্তি)। সঃ অপি ক্রীড়ার্থঃ (ক্রীড়াপ্রয়োজনঃ সন্) সাধূনাং পরিত্রাণায় (চ) সদসন্মিশ্রযোনিষু কল্পতে (স্বেচ্ছয়াবির্ভবতি) ॥৩৯॥

ইহলোকে তাঁহার জন্মকর্ম্মাদিও নাই। তথাপি তিনি ক্রীড়ার প্রয়োজন হইলে, সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত সদসন্মিশ্রযোনিতে স্বেচ্ছাক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভজতে নির্গুণো গুণান্।
ক্রীড়ন্নতীতোঽপি গুণৈঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥ ৪০ ॥

নির্গুণঃ অপি সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (ত্রীন্) গুণান্ ভজতে (স্বক্রীড়োপকরণতয়া স্বীকরোতি)। (গুণানাম্) অতীতঃ অজঃ অপি ক্রীড়ন্ গুণৈঃ সৃজতি অবতি হন্তি (চ) ॥ ৪০ ॥

তিনি নির্গুণ হইয়াও সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি গুণাতীত এবং জন্মরহিত হইয়াও ক্রীড়ার্থ গুণ সকল দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

যথা ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব মহীয়তে।
চিত্তে কর্ত্তরি তত্রাত্মা কর্ত্তেবাহংধিয়া স্মৃতঃ ॥ ৪১ ॥

ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা (ভ্রমরিকা পরিভ্রমণং তয়োপলক্ষিতয়া দৃষ্ট্যা) যথা মহী ভ্রামতি ইব ঈয়তে (প্রতীয়তে তথা) চিত্তে (স্বচিত্তে) কর্ত্তরি (সতি) তত্র অহংধিয়া (ভ্রান্তস্য জনস্য স্বদোষেণ) আত্মা (সর্ব্বাত্মা ভগবানপি) কর্ত্তেব (কর্ম্মাধীনজন্মাদিমত্তয়া) স্মৃতঃ (প্রতীতঃ ভবতি) ॥ ৪১ ॥

যেমন চক্ষুর ভ্রান্তি জন্মিলে, তদ্দ্বারা পৃথিবীকেও ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ চিত্ত কর্ত্তা থাকিলেও, সেই চিত্তে আত্মার অধ্যাস

বশতঃ, আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা ভগবানও কর্ত্তার স্থায় বিবেচিত হইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

অয়ং ভগবান্ হরিঃ যুবয়োঃ এব আত্মজঃ ন এব। সঃ হি ঈশ্বরঃ সর্ব্বেষাম আত্মজঃ পিতা মাতা (চ) ॥ ৪২ ॥

এই ভগবান্ হরি কেবল আপনাদেরই পুত্র নহেন। তিনি ঈশ্বর; সকলেরই পুত্র, পিতা ও মাতা ॥ ৪২ ॥

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ ॥ ৪৩ ॥

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ স্থাস্নুঃ চরিষ্ণুঃ মহৎ অল্পকং বা বস্তুতরাং (বস্তুমাত্রম্) অচ্যুতাৎ বিনা (ভিন্নতয়া) ন বাচ্যম্। পরমাত্মভূতঃ সঃ এব সর্ব্বম্ ॥ ৪৩ ॥

দৃষ্ট, শ্রুত, বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ, স্থাবর, জঙ্গম, মহৎ বা অল্প বস্তুমাত্র অচ্যুত হইতে ভিন্ন বলিতে পারা যায় না। পরমাত্মভূত তিনিই সমুদায় ॥ ৪৩ ॥

এবং নিশা সা ব্রুবতো র্ব্যতীতা
নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্
বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্চ্য দধীন্যমন্থন্ ॥ ৪৪ ॥

(হে) রাজন্, কৃষ্ণানুচরস্য (উদ্ধবস্য) নন্দস্য (চ পরস্পরম্) এবং ব্রুবতোঃ (সতোঃ) সা নিশা ব্যতীতা। (তদা) গোপ্যঃ সমুত্থায় দীপান্ নিরূপ্য (প্রজ্বাল্য) বাস্তূন্ (দেহল্যাদীন্) সমভ্যর্চ্চ্য (গন্ধাদিভিঃ সংপূজ্য) দধীনি অমন্থন্ ॥ ৪৪ ॥

রাজন্, কৃষ্ণানুচর উদ্ধব ও নন্দের পরস্পর এইরূপ আলাপ হইতে হইতেই ঐ রাত্রি প্রভাত হইল। তখন গোপিকারা গাত্রোত্থান

পূর্ব্বক দীপ জ্বালিয়া বাস্তু সকলের পূজা করিলেন এবং দধিমন্থন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজু-
রজ্জূর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ ।
চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডল-
ত্বিষৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ ॥ ৪৫ ॥

রজ্জূঃ বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ (বিকর্ষৎসু ভুজেষু কঙ্কণানাং স্রজঃ সমূহাঃ যাসাং তাঃ) চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডলত্বিষৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ (চলন্তঃ নিতম্বাঃ স্তনাঃ হারাঃ চ যাসাং কুণ্ডলৈঃ ত্বিষন্তঃ কপোলাঃ যাসাম্ অরুণানি কুঙ্কুমানি যেষু তানি আননানি যাসাং তাশ্চ তাশ্চ) তাঃ (গোপ্যঃ) দীপদীপ্তৈঃ (কাঞ্চ্যাদিস্থিতৈঃ) মণিভিঃ বিরেজুঃ ॥ ৪৫ ॥

রজ্জু আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, গোপীদিগের করস্থিত কঙ্কণ সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল ; নিতম্ব, স্তন ও হার সকল চলিত হইতে লাগিল ; কুণ্ডলের কান্তিতে কপোল শোভিত হইল ; মুখমণ্ডলে অরুণবর্ণ কুঙ্কুম দৃষ্ট হইতে লাগিল ; দীপদীপ্ত কাঞ্চ্যাদি-স্থিত মণি সকল তাঁহাদিগের সমধিক শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্ ॥ ৪৬ ॥

দধ্নঃ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতঃ অরবিন্দলোচনম্ উদ্গায়তীনাং ব্রজাঙ্গনানাং ধ্বনিঃ দিবম্ অস্পৃশৎ যেন দিশাম্ অমঙ্গলং নিরস্যতে (অপমৃজ্যতে) ॥ ৪৬ ॥

ব্রজাঙ্গনা সকল অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণের যশোগানে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঐ গীতধ্বনি দধিমন্থনশব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিল এবং দিক্ সকলের অমঙ্গল বিনাশ করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

ভগবত্যুদিতে সূর্য্যে ব্রজদ্বারি ব্রজৌকসঃ।
দৃষ্ট্বা রথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্ ॥ ৪৭ ॥

ভগবতি সূর্য্যে উদিতে ব্রজৌকসঃ ব্রজদ্বারি শাতকৌম্ভং (সুবর্ণালঙ্কৃতং) রথং দৃষ্ট্বা অয়ং (রথঃ) কস্য ইতি চ অব্রুবন্ ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর ভগবান্ সবিতা উদিত হইলে, ব্রজবাসী সকল ব্রজদ্বারে সুবর্ণালঙ্কৃত রথ দর্শন করিয়া, ইহা কাহার রথ? এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

অক্রূর আগতঃ কিং বা যঃ কংসস্যার্থসাধনঃ।
যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ॥ ৪৮ ॥

যঃ কংসস্য অর্থসাধনঃ যেন কমললোচনঃ কৃষ্ণঃ মধুপুরীং নীতঃ (সঃ) অক্রূরঃ আগতঃ কিং বা? ॥ ৪৮ ॥

কংসের প্রয়োজনসাধক যে অক্রূর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে এ স্থান হইতে মধুপুরী লইয়া গিয়াছেন, তিনি কি আগমন করিয়াছেন? ॥ ৪৮ ॥

কিং সাধয়িষ্যতেঽস্মাভির্ভর্ত্তুঃ প্রেতস্য নিষ্কৃতিম্।
ততঃ স্ত্রীণাং বদন্তীনামুদ্ধবোঽগাৎ কৃতাহ্নিকঃ ॥ ৪৯ ॥

প্রেতস্য (মৃতস্য) ভর্ত্তুঃ (কংসস্য) নিষ্কৃতিম্ অস্মাভিঃ সাধয়িষ্যতে কিম্? (এবং) স্ত্রীণাং বদন্তীনাং (সতীনাং) ততঃ (তস্মিন্ এব সময়ে) কৃতাহ্নিকঃ উদ্ধবঃ অগাৎ ॥ ৪৯ ॥

তিনি কি আমাদিগের দ্বারা পরলোকগত স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন? স্ত্রীগণ এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে উদ্ধব আহ্নিক সমাপন করিয়া আগমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে উদ্ধবযানং
ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়
প্রলম্ববাহুং নবকঞ্জলোচনম্।
পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লসন্-
মুখারবিন্দং পরিমৃষ্টকুণ্ডলম্॥ ১॥

শুকঃ উবাচ,—ব্রজস্ত্রিয়ঃ প্রলম্ববাহুং (প্রলম্বৌ আজানুলম্বিনৌ বাহূ যস্য তং) নবকঞ্জলোচনং (নবকঞ্জে সন্তোবিকাসিতপদ্মদলে ইব লোচনে যস্য তং) পীতাম্বরং (পীতে অম্বরে যস্য তং) পুষ্করমালিনং (পুষ্করস্য মালা অস্য অস্তি ইতি তং) লসন্মুখারবিন্দং (লসৎ শোভমানং মুখারবিন্দং যস্য তং) পরিমৃষ্টকুণ্ডলং (পরিমৃষ্টে কুণ্ডলে যস্য তং) কৃষ্ণানুচরং তম্ (উদ্ধবং) বীক্ষ্য॥ ১॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে উদ্ধবকর্তৃক গোপীদিগকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মথুরাপুরীতে গমন বর্ণিত হইয়াছে॥

শুকদেব কহিলেন;—ব্রজাঙ্গনাগণ আজানুলম্বিতবাহু, নববিকসিত পদ্মপলাশলোচন, পীতাম্বরধারী, পুষ্করমালী, শোভমানমুখারবিন্দ, কুণ্ডলালঙ্কৃত, কৃষ্ণানুচর উদ্ধবকে দর্শন করিয়া॥ ১॥

সুবিস্মিতাঃ কোঽয়মপীব্যদর্শনঃ
কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেশভূষণঃ॥
ইতি স্ম সর্ব্বাঃ পরিবব্রুরুৎসুকা-
স্তমুত্তমঃশ্লোকপদাম্বুজাশ্রয়ম্॥ ২॥

অপীব্যদর্শনঃ (অপীব্যং মনোহরং দর্শনং যস্য সঃ) অচ্যুতবেশভূষণঃ (অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ইব বেশঃ ভূষণানি চ যস্য সঃ) অয়ং কঃ কুতঃ (প্রদেশাৎ আগতঃ) কস্য (পুত্রভৃত্যাদিঃ) চ ইতি (এবং) স্ম (বিতর্কয়ন্ত্যঃ) সুবিস্মিতাঃ সর্ব্বাঃ (গোপ্যঃ) উৎসুকাঃ (তৎপরিজ্ঞানে উৎসাহযুক্তাঃ সত্যঃ) উত্তমঃশ্লোক-পদাম্বুজাশ্রয়ম্ (উত্তমঃশ্লোকস্য অবিজ্ঞানিবর্ত্তকযশসঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদাম্বুজঃ এব আশ্রয়ঃ যস্য তং) তং পরিবব্রুঃ (পরিবেষ্টিতবত্যঃ)॥ ২

অতিশয় বিস্মিত হইয়া, "এই মনোহর দর্শন কে ? কোথা হইতে আসিলেন ? কাঁহার লোক ? ইহাঁর বেশভূষাই বা অচ্যুতের ন্যায় কেন ? এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে সকলে উৎসুক হইয়া উত্তমঃশ্লোকপদাশ্রয় সেই উদ্ধবকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন ॥ ২ ॥

তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসৎকৃতং
সব্রীড়হাসেক্ষণসূনৃতাদিভিঃ।
রহস্যপৃচ্ছন্নুপবিষ্টমাসনে
বিজ্ঞায় সন্দেশহরং রমাপতেঃ ॥ ৩ ॥

(ক্রমঃ ৮) তং রমাপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সন্দেশহরং বিজ্ঞায় রহসি (একান্তে আনীয়) সব্রীড়হাসেক্ষণসূনৃতাদিভিঃ (সব্রীড়েন হাসেন সহ ঈক্ষণেন সূনৃতেন মধুরভাষণেন অর্ঘ্যাদিভিঃ চ) সুসংকৃতম্ আসনে উপবিষ্টঃ (সন্তম্) অবনতাঃ (কৃতপ্রণামাঃ সত্যঃ) প্রশ্রয়েণ (বিনয়েন) অপৃচ্ছন্ ॥ ৩ ॥

তদনন্তর তিনি রমাপতির সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একান্তে লইয়া গিয়া সলজ্জ হাস্য কটাক্ষ ও মধুর বাক্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। তিনি আসনে সুখাসীন হইলে, প্রণাম পুরঃসর সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতম্।
ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রো র্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৪ ॥

যদুপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পার্ষদং (সেবকং) সমুপাগতং ত্বাং জানীমঃ। ভর্ত্রা (ত্বৎস্বামিনা তেন) পিত্রোঃ (স্বপিত্রোঃ নন্দযশোদয়োঃ) প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছয়া) ভবান্ ইহ প্রেষিতঃ (প্রস্থাপিতঃ) ॥ ৪ ॥

তোমাকে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবক বলিয়া জানিয়াছি। তোমার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ নিজ জনক জননীর প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ এইস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি এখানে আসিয়াছ ॥ ৪ ॥

অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে।
স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ ॥ ৫ ॥

অন্যথা (পিত্রোঃ প্রিয়চিকীর্ষামন্তরেণ) তস্য (কংসং হত্বা বশীকৃতরাজ্যস্য যদুপতেঃ) গোব্রজে (পশুপযোগ্যে স্থানে) স্মরণীয়ং (কিঞ্চিৎ) ন চক্ষ্মহে (পশ্যামঃ)। বন্ধূনাং (পিত্রাদীনাং সম্বন্ধীয়ঃ) স্নেহানুবন্ধঃ (স্নেহরূপঃ অনুবন্ধঃ পাশঃ) মুনেঃ (মননশীলস্ত বিরক্তস্য সন্ন্যাসিনঃ) অপি সুদুস্ত্যজঃ (ত্যক্তু-মশক্যঃ) ॥ ৫ ॥

অন্যথা তিনি স্মরণ করেন, এই গোব্রজে এরূপ কোন বস্তু দেখিতে পাই না। বন্ধুর স্নেহপাশ মুনিরাও সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন না ॥ ৫ ॥

অন্যেষ্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্।
পুংভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্পদৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্যেষু (বন্ধুব্যতিরিক্তেষু) মৈত্রী (স্নেহঃ) অর্থকৃতা (প্রয়োজনপ্রযুক্তা অতঃ) পুংভিঃ স্ত্রীষু কৃতা ষট্পদৈঃ (ভ্রমরৈঃ) সুমনঃসু (পুষ্পেষু চ কৃতা) যদ্বৎ (যথা তথা) যাবদর্থবিড়ম্বনং (যাবৎ অর্থঃ প্রয়োজনং তাবৎ বিড়ম্বনং স্নেহানুকরণমাত্রম্) ॥ ৬ ॥

অন্যের প্রতি যে স্নেহ করা হয়, সে কেবল প্রয়োজন বশতঃ; অতএব পুরুষেরা স্ত্রীজাতির প্রতি যে স্নেহ করেন, তাহা ভ্রমরগণের পুষ্পসমূহে স্নেহের ন্যায়, প্রয়োজনবশতঃ স্নেহের অনুকরণমাত্র ॥ ৬ ॥

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্যং নৃপতিং প্রজাঃ।
অধীতবিদ্যা আচার্য্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্ ॥ ৭ ॥

গণিকাঃ (বেশ্যাঃ) নিঃস্বং (নির্ধনং) ত্যজন্তি। প্রজাঃ অকল্যং (পালনাদ্যসমর্থং) নৃপতিং (ত্যজন্তি)। অধীতবিদ্যাঃ (শিষ্যাঃ) আচার্য্যং ত্যজন্তি)। ঋত্বিজঃ (পুরোহিতাঃ) দত্তদক্ষিণং (যজমানং চ ত্যজন্তি) ॥ ৭ ॥

বেশ্যাসকল নির্ধন ব্যক্তিকে প্রজাসকল অসমর্থ নৃপতিকে কৃতবিদ্য ব্যক্তি সকল আচার্য্যকে এবং ঋত্বিক্‌সকল দত্তদক্ষিণ যজমানকে পরিত্যাগ করেন ॥ ৭ ॥

খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহম্।
দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

খগাঃ (পক্ষিণঃ) বীতফলং (ফলরহিতং) বৃক্ষম্ অতিথয়ঃ ভুক্ত্বা চ গৃহং তথা মৃগাঃ দগ্ধম্ অরণ্যং জারাঃ ভুক্ত্বা (চ) রতাম্ (অনুরক্তাম্ অপি) স্ত্রিয়ং (ত্যজন্তি) ॥ ৮ ॥

পক্ষী সকল ফলরহিত বৃক্ষকে অতিথি সকল ভোজনের পর গৃহীর গৃহকে পশু সকল দগ্ধ অরণ্যকে এবং জার সকল ভোগের পর অনুরক্তা কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্‌কায়মানসাঃ।
কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ ॥ ৯ ॥
গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ ॥ ১০ ॥

গোবিন্দে গতবাক্‌কায়মানসাঃ ত্যক্তলৌকিকাঃ (লোকব্যবহারানুসন্ধান-রহিতাঃ) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) কৈশোরবাল্যয়োঃ (অবস্থয়োঃ) যানি প্রিয়কর্ম্মাণি (প্রিয়াণি কর্ম্মাণি তানি) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য গায়ন্ত্যঃ রুদন্ত্যঃ চ গতহ্রিয়ঃ (পরিত্যক্তলজ্জাঃ) গোপ্যঃ কৃষ্ণদূতে উদ্ধবে সমায়াতে (তম্) ইতি (এবম্ অপৃচ্ছন্) ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

গোপীদিগের বাক্য শরীর ও মন শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধব আগমন করিলে, তাঁহারা তাঁহার বাল্য ও কৈশোর অবস্থার প্রিয় কার্য্য সকল মুহুর্মুহুঃ স্মরণ করিয়া লজ্জা ও লোকব্যবহারের অনুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গান ও রোদন করিতে করিতে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমম্।
প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

(তত্র) কাচিৎ (গোপী) প্রিয়সঙ্গমং ধ্যায়ন্তী মধুকরং দৃষ্ট্বা (তং) প্রিয়-প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বা (তস্মিন্নুদ্ধবে দৃষ্টিং কৃত্বা তদপদেশেনোদ্ধবমেব) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

তন্মধ্যে কোন গোপী প্রিয়সমাগম চিন্তা করিতে করিতে মধুকরকে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যেন তাহাকে দূত পাঠাইয়াছেন এইরূপ কল্পনা করিয়া, এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

গোপ্যুবাচ।

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভি র্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥ ১২॥

গোপী উবাচ ;—(হে) মধুপ, কিতববন্ধো, সপত্ন্যাঃ (অস্মৎসপত্ন্যাঃ) কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভিঃ (কুচাভ্যাং বিলুলিতা আলিঙ্গনদশায়াং সম্মর্দ্দিতা যা মালা তস্যাঃ কুঙ্কুমং যেষু তৈঃ শ্মশ্রুভিঃ) নঃ (অস্মাকম্) অঙ্ঘ্রিং মা স্পৃশ। মধুপতিঃ তন্মানিনীনাং (পুরস্ত্রীণাম্ এব) প্রসাদং বহতু (করোতু। কিঞ্চ) যস্য দূতঃ ত্বম্ ঈদৃক্ (স্ত্রীকুচকুঙ্কুমযুক্তশ্মশ্রুবান্ তস্য) যদুসদসি বিড়ম্ব্যম্ (উপহাসাস্পদত্বম্ এব স্যাৎ)॥ ১২॥

গোপী বলিলেন, হে ধূর্ত্তবন্ধো মধুকর, আমাদিগের চরণ স্পর্শ করিও না ; দেখিতেছি, তোমার শ্মশ্রুরাজিতে সপত্নীর স্তন দ্বারা বিমর্দ্দিত মালার কুঙ্কুম লাগিয়া রহিয়াছে ; মধুপতি সেই সকল মানিনীরই প্রসাদ বহন করুন ; তুমি যাঁহার ঈদৃশ দূত, তিনি যাদবসভায় উপহাসাস্পদই হইবেন॥ ১২॥

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা
অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ॥ ১৩॥

ভবাদৃক্ (ত্বাদৃশঃ কৃতঘ্নঃ ভ্রমরঃ রসং পীত্বা) সুমনসঃ (কুসুমানি) ইব সকৃৎ (একদৈব) স্বাং মোহিনীম্ অধরসুধাম্ অস্মান্ পায়য়িত্বা সদ্যঃ (অবিলম্বেনৈব) তত্যাজে। পদ্মা কথং নু তৎপাদপদ্মং পরিচরতি। অপি বত উত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ (উত্তমঃশ্লোকাঃ পুণ্যকীর্ত্তিমন্তঃ যে তদ্ভক্তাঃ নারদাদয়ঃ তেষাং জল্পৈঃ শ্লাঘাবচনৈঃ) হৃতচেতাঃ (হৃতমাকৃষ্টং চেতঃ যস্যাঃ তথাভূতা সতী) হি (এব তৎপাদপদ্মং সেবতে)॥ ১৩॥

তুমি যেমন পুষ্পসকলকে পরিত্যাগ কর, তিনি তেমনি আমাদিগকে একবারমাত্র তাঁহার নিজ মোহিনী অধরসুধা পান করাইয়া

সদ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। অহো! পদ্মা কেন তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন? হায়! বোধ হইতেছে, পুণ্যকীর্ত্তিমন্ত নারদাদি ভক্তগণের শ্লাঘাবচন দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়াই তিনি তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।
বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষয়িতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥ ১৪ ॥

(হে) ষড়ঙ্ঘ্রে, ইহ অগৃহাণাং নঃ (অস্মাকম্) অগ্রতঃ পুরাণং যদূনাম্ অধিপতিং কিং বহু গায়সি? বিজয়সখসখীনাং (বিজয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সঃ এব সখা সুবন্ধুঃ তস্য সখীনাম্ অগ্রে) তৎপ্রসঙ্গঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসঙ্গঃ) গীয়তাম্। ইষ্টাঃ (তদ্‌গানেন সংকৃতাঃ) ক্ষয়িতকুচরুজঃ (ক্ষয়িতা তদালিঙ্গনেন ক্ষপিতা দূরীকৃতা কুচরুক্ যাসাং তাঃ তাঃ চ) তে (তব) ইষ্টং কল্পয়ন্তি (শীঘ্রং সম্পাদয়িষ্যন্তি) ॥ ১৪ ॥

হে ষট্‌পদ, যিনি আমাদিগকে গৃহত্যাগ করাইয়াছেন, সেই পুরাতন যদুপতির বিষয় আমাদিগের নিকট বারংবার গান করিতেছ কেন? এক্ষণে যাহারা তাঁহার সখী, তাহাদিগের সম্মুখে তৎপ্রসঙ্গ গান কর; তাহারা তাঁহার প্রিয়া; তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগের কুচতাপ উপশান্ত হইয়াছে; তাহারা তোমাকে অভীষ্ট প্রদান করিবে ॥ ১৪ ॥

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পঃ ॥ ১৫ ॥

দিবি (স্বর্গে) ভুবি (ভূলোকে) রসায়াং (রসাতলে) চ যাঃ (স্ত্রিয়ঃ) স্যুঃ (তাসাং মধ্যে কাঃ স্ত্রিয়ঃ কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য (কপটেনাপি রুচিরৌ হাসভ্রূবিজৃম্ভৌ যস্য তস্য) তদ্দুরাপাঃ (তস্য দুর্লভাঃ)? ভূতিঃ (সর্ব্ব-সম্পদধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীরপি) যস্য চরণরজঃ উপাস্তে (সেবতে তস্য) বয়ং কাঃ?

অপি চ কৃপণপক্ষে (দীনানুকম্পিনি পুরুষে) হি (এব) উত্তমঃশ্লোকশব্দঃ (উত্তমঃশ্লোকশব্দঃ প্রবর্ত্ততে) ॥ ১৫ ॥

স্বর্গে মর্ত্ত্যে ও পাতালে এমন কোন্ কামিনী আছে, যাহাকে সকপট মনোহর হাস্য ও ভ্রূভঙ্গী বিশিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণ না পান? স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার চরণরেণু সেবন করেন, তাঁহার নিকট আমরা কে? অথচ যিনি দীনের প্রতি করুণা করেন, তাঁহাতেই উত্তমঃ শ্লোক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥ ১৬ ॥

(বলাৎ) শিরসি (নাস্তং) পাদং বিসৃজ (ত্যজ)। মুকুন্দাৎ অভ্যেত্য দৌত্যৈঃ (দূতকর্ম্মভিঃ) চাটুকারৈঃ (প্রিয়বচনৈঃ চ) অনুনয়বিদুষঃ (প্রার্থনা-চতুরস্য) তে (তব সর্ব্বং কপটম্ অহং) বেদ্মি। অকৃতচেতাঃ (ন কৃতে উপকারে চেতঃ যস্য সঃ কৃতঘ্নঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বকৃতে (তদর্থমেব) বিসৃষ্টাপত্য-পত্যন্যলোকাঃ (বিসৃষ্টানি উপেক্ষিতানি অপত্যানি পতয়ঃ অন্যে চ লোকাঃ ধর্ম্মসাধ্যাঃ স্বর্গাদয়ঃ যাভিঃ তাঃ অস্মান্) ইহ (ব্রজে) ব্যসৃজৎ (তত্যাজ)। অতঃ অস্মিন্ কিং নু সন্ধেয়ং (সন্ধিনা সাধ্যম্)? ॥ ১৬ ॥

মস্তকে যে পদ তুলিয়া লইয়াছ, তাহা ত্যাগ কর; তুমি মুকুন্দের নিকট হইতে আসিয়া দৌত্য ও চাটুকার দ্বারা প্রার্থনা বিষয়ে বিলক্ষণ চতুর; তোমার সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। যাঁহার জন্য আমরা পুত্র পতি এবং ইহলোক ও পরলোক সমস্ত ত্যাগ করিয়াছি, সেই কৃতঘ্ন আমাদিগকে এই ব্রজে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন; অতএব তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার আর কি আছে? ॥ ১৬ ॥

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥ ১৭ ॥

লুব্ধধর্ম্মা (ক্রৌর্য্যবান্ সঃ) মৃগয়ুঃ (ব্যাধঃ) ইব কপীন্দ্রং (বালিনং) বিব্যধে (জঘান)। স্ত্রীজিতঃ (সীতাপরতন্ত্রঃ সঃ) কামযানাং (কামঃ এব যানং প্রাপ্তিসাধনং যস্যাঃ তাং) স্ত্রিয়ং (সূর্পনখাং) বিরূপাং (ছিন্নকর্ণনাসিকাম্) অকৃত (অকরোৎ)। যঃ ধ্বাঙ্ক্ষবৎ (কাকবৎ) বলিম্ অত্ত্বা বলিম্ অপি আবেষ্টয়ৎ তৎ (তস্য) অসিতসখ্যৈঃ (অসিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সখ্যৈঃ মৈত্রীভিঃ) অলং (ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্)। তৎকথার্থঃ (তস্য কথারূপঃ অর্থঃ) দুস্ত্যজঃ (ত্যক্তুমশক্যঃ) ॥ ১৭ ॥

কোন লাভ না থাকিলেও তিনি ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধের ন্যায় বানররাজ বালিকে সংহার করিয়াছিলেন; স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া কামাকৃষ্টা সূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে বিরূপ করিয়াছিলেন; কাকের ন্যায় বলি ভোজন করিয়া বলিরাজাকে বন্ধন করিয়াছিলেন; সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের সখ্যে প্রয়োজন নাই। তবে তাঁহার কথারূপ অর্থ পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না ॥ ১৭ ॥

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্-
সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি ॥ ১৮ ॥

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মাঃ (যস্য অনুচরিতমেব লীলা পরমানন্দজনকম্ অতএব কর্ণয়োঃ পীযূষমমৃতং তস্য বিপ্রুট্ কণিকা তস্যাঃ সকৃৎ অদনং সেবনং তেন বিধূতা নিরস্তা দ্বন্দ্বধর্ম্মা রাগদ্বেষক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ যেষাং তে অতএব) বিনষ্টাঃ (অসন্তুল্যাঃ) বহবঃ (জনাঃ সপদি (শীঘ্রমেব) দীনং (দুঃখিতমপি) গৃহকুটুম্বং (গৃহে স্থিতং কুটুম্বম্) উৎসৃজ্য (বিহায়) দীনাঃ (ভোগরহিতাঃ) বিহঙ্গাঃ (ইব) ইহ (লোকে) ভিক্ষুচর্য্যাং (প্রাণবৃত্তিমাত্রং) চরন্তি (কুর্ব্বন্তি) ॥ ১৮ ॥

তাঁহার চরিতরূপ পরমানন্দজনক কর্ণামৃতের কণামাত্র একবার পান করিলেই অনেক লোকের রাগাদি দ্বন্দ্বধর্ম্ম সকল নিবৃত্তি পাইয়া থাকে, অতএব তাঁহারা অসন্তুল্য হইয়া সত্বর দুঃখিত গৃহস্থিত কুটুম্ব সকল পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভোগরহিত পক্ষিগণের ন্যায়

কেবল প্রাণধারণার্থ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ কৃষ্ণবধ্বঃ হরিণ্যঃ কুলিককৃতং (কুলিকস্য ব্যাধস্য কৃতং মধুরগানম্) ইব বয়ং জিহ্মব্যাহৃতং (জিহ্মস্য কুটিলস্য তস্য ব্যাহৃতং বস্তুতঃ অনৃতমপি) ঋতং (সত্যম্) ইব শ্রদ্দধানাঃ তন্নখস্পর্শতীব্রস্মররুজঃ (তস্য নখস্পর্শৈঃ নখক্ষতৈঃ তীব্রা স্মররুক্ স্মরপীড়া যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) এতৎ (দুঃখমেব) দদৃশুঃ (দর্শিতম। হে) উপমন্ত্রিন্, অন্যবার্ত্তাঃ ভণ্যতাং (কথ্যতাম্) ॥ ১৯ ॥

যেমন অবোধ কৃষ্ণসারবধূ হরিণী সকল ব্যাধের গানে বিশ্বাস করিয়া ব্যথা পায়, সেইরূপ আমরাও কুটিলের মিথ্যা বাক্যকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বারংবার তাঁহার নখস্পর্শজন্য তীব্র কন্দর্পপীড়া সহ্য করিয়াছি। অতএব, অহে দূত, তুমি অন্য বিষয় সকল আলাপ কর ॥ ১৯ ॥

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥ ২০ ॥

(হে) প্রিয়সখ, প্রেয়সা (প্রিয়তমেন শ্রীকৃষ্ণেন) প্রেষিতঃ (ত্বং) পুনঃ আগাঃ (আগতঃ) কিম্? (তর্হি হে) অঙ্গ, মে (মম ত্বং) মাননীয়ঃ (পূজ্যঃ) অসি। কিম্ অনুরুন্ধে (প্রাপ্তুমিচ্ছসি তৎ) বরয় (বৃণীষ। হে) সৌম্য, ইহ (অস্মিন্নপি কালে) দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং (দুস্ত্যজং দ্বন্দ্বং মিথুনীভাবঃ যস্য তস্য) পার্শ্বং সমীপম্ অস্মান্ কথং নয়সি (নেষ্যসি)? শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ নাম্নী) বধূঃ সাকং (সহৈব তত্র অপি) উরসি (এব) সততং (নিরন্তরম্) আস্তে ॥ ২০ ॥

হে প্রিয়সখ, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কি তুমি পুনর্ব্বার আগমন করিলে? অহে! তুমি আমার মাননীয়। কি পাইতে ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর। হে সৌম্য, যাঁহার সহিত মিথুনী-ভাব পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না, তুমি এখনি আমাদিগকে তাঁহার সমীপে কি নিমিত্ত লইয়া যাইবে? লক্ষ্মীরূপা বধূ নিরন্তর তাঁহার বক্ষঃস্থলে সহবাস করিতেছেন ॥ ২০ ॥

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ২১ ॥

(হে) সৌম্য, অপি বত আর্য্যপুত্রঃ (আর্য্যস্য পূজ্যস্য নন্দস্য পুত্রঃ) অধুনা (কিং) মধুপুর্য্যাম্ আস্তে? (সঃ) স পিতৃগেহান্ (পিতৃভ্যাং গেহৈশ্চ সহিতান্) বন্ধূন্ গোপান্ চ (কিং) স্মরতি? ক্বচিৎ (কদাচিৎ) অপি কিঙ্করীণাং নঃ (অস্মাকং) কথাং (বার্ত্তাং) সঃ গৃণীতে? কদা নু (বা) অগুরুসুগন্ধং ভুজং (স্বভুজম্ অস্মাকং) মূর্দ্ধ্নি অধাস্যৎ (নিধাস্যতি)? ॥ ২১ ॥

হে সৌম্য, আর্য্যপুত্র এখন কি মথুরাতেই আছেন? তিনি ত পিতা মাতা গৃহ বন্ধু ও গোপগণকে স্মরণ করেন? কিঙ্করী আমা-দিগের কথাও কি কখন গ্রহণ করিয়া থাকেন? অগুরুসুগন্ধ নিজ ভুজ আমাদিগের মস্তকে কবে ধারণ করিবেন? ॥ ২১ ॥

শুক উবাচ।

অথোদ্ধবো নিশম্যৈবং কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।
সান্ত্বয়ন্ প্রিয়সন্দেশৈর্গোপীরিদমভাষত ॥ ২২ ॥

শুকঃ উবাচ;—এবং কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ (কৃষ্ণস্য দর্শনে লালসা ঔৎসুক্যং যাসাং তথাভূতাঃ) গোপীঃ নিশম্য (দৃষ্ট্বা) অথ (গোপীবাক্যশ্রবণানন্তরং) প্রিয়-সন্দেশৈঃ (প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য সন্দেশৈঃ তাঃ) সান্ত্বয়ন্ উদ্ধবঃ ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অভাষত ॥ ২২ ॥

শুকদেব কহিলেন;—উদ্ধব গোপীদিগকে এইরূপ কৃষ্ণদর্শনে

উৎসুক দেখিয়া এবং তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ২২ ॥

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ॥ ২৩ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ;—ভগবতি বাসুদেবে যাসাং (যুষ্মাকম্) ইতি (এবমনন্যবৃত্তিকং) মনঃ অর্পিতং (স্থিরীকৃতম্) অহো (তথাভূতাঃ) যূয়ং ভবত্যঃ পূর্ণার্থাঃ (পূর্ণঃ অর্থঃ পুরুষার্থঃ যাসাং তাঃ) লোকপূজিতাঃ (লোকেষু পূজিতাঃ পূজাযোগ্যাঃ চ) স্ম॥ ২৩ ॥

উদ্ধব কহিলেন;—অহো, আপনারা চরিতার্থ এবং লোকে পূজনীয়; কারণ, ভগবান্ বাসুদেবে আপনাদিগের মন এইরূপ সমর্পিত হইয়াছে॥ ২৩ ॥

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥২৪ ॥

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ অন্যৈঃ বিবিধৈঃ শ্রেয়োভিঃ (শ্রেয়ঃসাধনৈঃ) চ কৃষ্ণে ভক্তিঃ সাধ্যতে হি॥ ২৪ ॥

দান ব্রত তপস্যা হোম জপ বেদাধ্যয়ন ইন্দ্রিয়সংযম ও অপরাপর বিবিধ শ্রেয়ঃসাধন কর্ম্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই সাধন করিতে হয়॥২৪॥

ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্লভা॥ ২৫ ॥

মুনীনাম্ অপি দুর্লভা (সা এব) অনুত্তমা (ন উত্তমা যস্যাঃ) ভক্তিঃ ভবতীভিঃ উত্তমঃশ্লোকে ভগবতি প্রবর্ত্তিতা ইতি (মহানন্দো জাতঃ)॥ ২৫ ॥

সৌভাগ্যক্রমে ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকে আপনাদিগের সেই মুনিজনদুর্লভ অত্যুত্তমা ভক্তি সংসারে প্রচারিত হইয়াছে॥ ২৫ ॥

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বা বৃণীত যদ্যূয়ং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্॥ ২৬ ॥

যৎ (যস্মাৎ) যূয়ং পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ হিত্বা (ত্যক্ত্বা) কৃষ্ণাখ্যং পরং পুরুষম্ অবৃণীত (বৃতবত্যঃ) দিষ্ট্যা॥ ২৬ ॥

ভাগ্যক্রমে আপনারা পুত্র পতি দেহ স্বজন ও গৃহ সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরম পুরুষকে বরণ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ২৭ ॥

(হে) মহাভাগাঃ, অধোক্ষজে (বিষয়াবিষ্টচিত্তানামিন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানাবিষয়ে অপি শ্রীকৃষ্ণে) ভবতীনাং সর্ব্বাত্মভাবঃ (সর্ব্বতঃ অধিকস্নেহরূপঃ একান্তভক্তি-যোগঃ) অধিকৃতঃ (প্রাপ্তঃ)। বিরহেণ (হেতুনা স্বসর্ব্বাত্মভাবপ্রদর্শনেন ভবতীভিঃ) মে (মহ্যমপি) মহান্ অনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ২৭ ॥

হে মহাভাগা সকল, আপনারা বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের অগোচর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহরূপ একান্তভক্তি লাভ করিয়াছেন। বিরহ বশতঃ নিজের সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শন দ্বারা আপনারা আমার প্রতিও মহান্ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ।
যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্ত্তূ রহস্করঃ ॥ ২৮ ॥

(হে) ভদ্রাঃ, যং (সন্দেশম্) আদায় ভর্ত্তুঃ রহস্করঃ (রহস্যকার্য্যকর্ত্তা) অহম্ আগতঃ (সঃ) ভবতীনাং সুখাবহঃ প্রিয়সন্দেশঃ (প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য সন্দেশঃ) শ্রূয়তাম্ ॥ ২৮ ॥

হে ভদ্রা সকল, আমি স্বামীর রহস্যকার্য্য সাধন করিয়া থাকি। আমি আপনাদিগের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আপনারা ঐ সুখাবহ সংবাদ শ্রবণ করুন ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা কচিৎ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী।
তথাহঞ্চ মনঃপ্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ;—(মম) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বাত্মকেন) ভবতীনাং মে (ময়া সহ) বিয়োগঃ কচিৎ (কস্মিন্ অপি দেশে কালে চ) ন হি (নাস্ত্যেব)। যথা

ভূতেষু চরাচরেষু) খং বায়ুগ্নিঃ (বায়ুঃ অগ্নিঃ) জলং মহী (চ এতানি) ভূতানি তথা অহং চ মনঃপ্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান বলিয়াছেন ;—আমি সকলের আত্মা ; অতএব আমার সহিত তোমাদিগের কোথাও কখনও বিয়োগ ঘটিতে পারে না। যেমন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই মহাভূত সকল সমস্ত চরাচর ভূতে অবস্থিতি করিতেছে, তেমনি আমি মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও গুণ সকলের আশ্রয়স্বরূপে অবস্থান করিতেছি ॥ ২৯ ॥

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥ ৩০ ॥

(অহম্) আত্মমায়ানুভাবেন (অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেণ) আত্মনি এব (আধারে) আত্মনা (এব নিমিত্তেন সাধনান্তররহিতেন) আত্মানম্ (এব উপাদানরূপং) ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা (ভূতরূপেণ ইন্দ্রিয়রূপেণ গুণরূপেণ জীবাত্মরূপেণ চ) সৃজে (সৃজামি) হন্মি অনুপালয়ে (অনুপালয়ামি) ॥ ৩০ ॥

আমি একাকী নিজের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে আত্মরূপ আধারে সাধনান্তররহিত আত্মরূপ নিমিত্ত কারণ দ্বারা আত্মরূপ উপাদান কারণকে ভূতরূপে ইন্দ্রিয়রূপে গুণরূপে ও জীবাত্মরূপে সৃষ্টি সংহার ও পালন করিয়া থাকি ॥ ৩০ ॥

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ।
সুষুপ্তস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মনোবৃত্তিভিরীয়তে ॥ ৩১ ॥

জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ ব্যতিরিক্তঃ অগুণান্বয়ঃ আত্মা সুষুপ্তস্বপ্নজাগ্রদ্ভিঃ মনোবৃত্তিভিঃ (মায়াকার্য্যমনোবৃত্তিভিঃ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞরূপেণ) ঈয়তে (প্রতীয়তে) ॥ ৩১ ॥

আত্মা জ্ঞানময়, শুদ্ধ, দৃশ্যভিন্ন ও গুণসম্বন্ধরহিত হইয়াও মায়া-কার্য্যরূপ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন মনোবৃত্তি দ্বারা বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিন ভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত ॥ ৩২ ॥

উত্থিতঃ (পুমান্) স্বপ্নবৎ মৃষা (মিথ্যাভূতান্) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (শব্দাদীন্) যেন (মনসা) ধ্যায়েত (চিন্তয়েৎ ধ্যায়ংশ্চ সন্) ইন্দ্রিয়াণি (দেহেন্দ্রিয়াণি) প্রত্যপদ্যত (প্রাপ) তৎ (মনঃ) বিনিদ্রঃ (অনলসঃ সন্) নিরুন্ধ্যাৎ (নিযচ্ছেৎ)॥ ৩২ ॥

নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যেমন মিথ্যাভূত স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করেন, তদ্রূপ মিথ্যাভূত ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি যে মন দ্বারা চিন্তা করা হয় এবং ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঐ মিথ্যাভূত শব্দাদি বিষয় সকলের গ্রহণসাধন দেহেন্দ্রিয়াদির লাভ হয়, আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই মনকে নিরোধ করিতে হইবে ; কারণ, মন নিরুদ্ধ হইলে আত্মা ভিন্ন দেহ ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমূহের স্ফূর্ত্তি থাকিবে না ॥ ৩২ ॥

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্ ।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ ॥ ৩৩ ॥

আপগাঃ সমুদ্রান্তাঃ ইব মনীষিণাং সমাম্নায়ঃ (বেদঃ, বেদোক্তসাধনকলাপঃ) যোগঃ (যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গঃ) সাংখ্যং (সাংখ্যোক্তাত্মানাত্মবিবেকঃ) ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ) তপঃ (স্বধর্ম্মঃ) দমঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) সত্যং (চ) এতদন্তঃ (এতৎ মনোনিয়মনম্ অন্তঃ অবধিঃ ফলং যস্য সঃ) ॥ ৩৩ ॥

সমুদ্র যেমন নদী সকলের অন্ত, তেমনি এই মনোনিরোধই বেদোক্তক্রিয়াকলাপের অষ্টাঙ্গযোগের আত্মানাত্মজ্ঞানের সন্ন্যাসের স্বধর্ম্মরূপ তপস্যার ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ও সত্যের অন্ত ॥ ৩৩ ॥

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্ ।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥ ৩৪ ॥

যৎ তু প্রিয়ঃ অহং ভবতীনাং দৃশাং দূরে বর্ত্তে (তৎ) মদনুধ্যানকাম্যয়া (মদনুধ্যানকামনয়া) মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং বৈ (এব) ॥ ৩৪ ॥

সংসারোত্তরণেচ্ছু ব্যক্তি অষ্টাঙ্গযোগাদি সাধন দ্বারা মনের নিরোধ করিয়া থাকেন ; মৎপ্রাপ্তীচ্ছু ভক্ত কিন্তু সর্ব্ববিধ সাধনপ্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে ভক্তি করিয়া থাকেন। আমাকে প্রিয় ভাবনা করাই আমাতে ভক্তি করা। তোমরা আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ভাবিয়া থাক। তোমরা আমাকে প্রিয় ভাবিলেও যে আমি

তোমাদিগের চক্ষু হইতে দূরে অবস্থান করিতেছি, সে কেবল তোমরা আমাকে নিরন্তর ধ্যান কর, এই অভিলাষেই জানিবে। আমাকে নিরন্তর ধ্যান করিলে, ধ্যানকারীর মন আমার নিকটবর্ত্তী হয়। মন নিকটবর্ত্তী হইলে আমাকে লাভ করা যায়। ঐ লাভ অলব্ধ-লাভের ন্যায় অধিকতর সুখকর ॥ ৩৪ ॥

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চিত্তং সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে ॥ ৩৫ ॥

স্ত্রীণাম্ (অন্যেষাং) চ মনঃ যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে আবিশ্য (নিশ্চলং সৎ) বর্ত্ততে তথা চিত্তং সন্নিকৃষ্টে অক্ষিগোচরে ন (বর্ত্ততে) ॥ ৩৫ ॥

প্রিয়তম দূরে থাকিলে, স্ত্রীদিগের মন যেমন তাঁহাতেই নিশ্চল-ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ চিত্ত স্বভাবতঃ নিকটস্থ অক্ষিগোচর বস্তুতে না থাকিয়া দূরস্থ অদৃষ্ট বস্তুতেই নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥ ৩৬ ॥

যৎ বিমুক্তাশেষবৃত্তি (বিমুক্তাঃ অশেষাঃ বৃত্তয়ঃ ব্যাপারাঃ যস্মাৎ তৎ) মনঃ কৃষ্ণে ময়ি আবেশ্য (স্থিরীকৃত্য) মাম্ (এব) নিত্যম্ অনুস্মরন্ত্যঃ (অনুক্ষণং স্মরন্ত্যঃ) অচিরাৎ (শীঘ্রমেব) মাম্ উপৈষ্যথ (প্রাপ্স্যথ) ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বব্যাপারবিবর্জ্জিত মনকে আমাতে স্থির করিয়া আমাকেই অনুক্ষণ স্মরণ করিতে করিতে অচিরেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৬ ॥

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া ॥ ৩৭ ॥

(হে) কল্যাণ্যঃ, ব্রজে আস্থিতাঃ যাঃ রাত্র্যাম্ অস্মিন্ বনে ক্রীড়তা ময়া (সহ) অলব্ধরাসাঃ (তাঃ গোপ্যঃ) মদ্বীর্য্যচিন্তয়া মা (মামেব) আপুঃ ॥ ৩৭ ॥

হে কল্যাণী সকল, আমি রাত্রিতে এই বৃন্দাবনে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, যে সকল ব্রজাঙ্গনা আমার সহিত রাসে ক্রীড়া করিতে

পায় নাই, তাহারা আমার গুণাবলী চিন্তা করিতে করিতে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

শুক উবাচ।

এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজযোষিতঃ।
তা ঊচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতিঃ ॥ ৩৮ ॥

শুকঃ উবাচ ;—এবং প্রিয়তমাদিষ্টম্ আকর্ণ্য তৎসন্দেশাগতস্মৃতিঃ (তৎসন্দেশাগতস্মৃতয়ঃ) প্রীতাঃ তাঃ ব্রজযোষিতঃ উদ্ধবম্ ঊচুঃ ॥ ৩৮ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—ব্রজাঙ্গনা সকল প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার আদেশ শ্রবণানন্তর প্রীত ও উক্ত সংবাদ দ্বারা স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

গোপ্য ঊচুঃ।

দিষ্ট্যাহিতো হতঃ কংসো যদূনাং সানুগোঽঘকৃৎ।
দিষ্ট্যাপ্তৈর্লব্ধসর্ব্বার্থৈঃ কুশল্যাস্তেঽচ্যুতোঽধুনা ॥ ৩৯ ॥

গোপ্যঃ ঊচুঃ ;—যদূনাম্ অহিতঃ (শত্রুঃ) অঘকৃৎ (দুঃখদঃ) সানুগঃ কংসঃ হতঃ (ইতি) দিষ্ট্যা। লব্ধসর্ব্বার্থৈঃ (লব্ধাঃ সর্ব্বে অর্থাঃ ধনাদিসম্পদঃ যৈঃ তৈঃ) আপ্তৈঃ (বসুদেবাদিভিঃ সহ) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অধুনা কুশলী আস্তে (ইত্যপি) দিষ্ট্যা ॥ ৩৯ ॥

গোপী সকল বলিতে লাগিলেন ;—ভাগ্যক্রমে যাদবগণের দুঃখদায়ক শত্রু কংস অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ লব্ধসর্ব্বার্থ আত্মীয়গণের সহিত অধুনা কুশলে আছেন, ইহাও ভাগ্যের কথা ॥ ৩৯ ॥

কচ্চিদ্ গদাগ্রজঃ সৌম্য করোতি পুরযোষিতাম্।
প্রীতিং নঃ স্নিগ্ধসব্রীড়হাসোদারেক্ষণার্চ্চিতঃ ॥ ৪০ ॥

(হে) সৌম্য, নঃ (অস্মাকং) গদাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পুরযোষিতাং স্নিগ্ধসব্রীড়হাসোদারেক্ষণার্চ্চিতঃ (সন্ তাসাং) প্রীতিং করোতি কচ্চিৎ ? ॥ ৪০ ॥

সৌম্য, আমাদিগের শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে গদাগ্রজ হইয়াছেন। তিনি কি পুররমণীগণের স্নিগ্ধ সলজ্জ হাস্য ও উদার কটাক্ষ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতি করিয়া থাকেন ? ॥ ৪০ ॥

কথং রতিবিশেষজ্ঞঃ প্রিয়শ্চ পুরযোষিতাম্।
নানুবধ্যেত তদ্বাক্যবিভ্রমৈরনুভাজিতঃ॥ ৪১॥

রতিবিশেষজ্ঞঃ (অতএব) চ পুরযোষিতাং প্রিয়ঃ (অতএব) তদ্বাক্যবিভ্রমৈঃ (তাসাং বাক্যৈঃ বিভ্রমৈঃ বিবিধবিলাসৈঃ চ) অনুভাজিতঃ (সৎকৃতঃ সন্ সঃ) কথং ন অনুবধ্যেত (বশবর্ত্তী ভবেৎ)?॥ ৪১॥

তিনি রতির পরিপাট্য জানেন; পুরস্ত্রীগণের প্রিয়ও বটেন; অতএব তাহাদিগের বাক্য ও বিবিধ বিলাস দ্বারা সৎকৃত হইয়া কেনই বা তাহাদিগের বশবর্ত্তী না হইবেন?॥ ৪১॥

অপি স্মরতি নঃ সাধো গোবিন্দঃ প্রস্তুতে ক্বচিৎ।
গোষ্ঠীমধ্যে পুরস্ত্রীণাং গ্রাম্যাঃ স্বৈরকথান্তরে॥ ৪২॥

(হে) সাধো, গোবিন্দঃ পুরস্ত্রীণাং গোষ্ঠীমধ্যে (সভামধ্যে) স্বৈরকথান্তরে (যথেষ্টবিহারকথামধ্যে) প্রস্তুতে (কস্মিংশ্চিৎ প্রসঙ্গে) ক্বচিৎ অপি গ্রাম্যাঃ (অবিদগ্ধাঃ) নঃ (অস্মান্) স্মরতি?॥ ৪২॥

সাধো, পুরস্ত্রীদিগের সভামধ্যে স্বচ্ছন্দ আলাপের ভিতর কথা-প্রসঙ্গে গোবিন্দ কখনও কি গ্রাম্য আমাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন?॥ ৪২॥

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি-
র্বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে।
রেমে ক্বণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ॥ ৪৩॥

ঈড়িতমনোজ্ঞকথঃ (ঈড়িতা স্তুতা মনোজ্ঞা মনোহরা কথা যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তদা (ব্রজস্থিতিকালে) কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে (কুমুদৈঃ কুন্দৈঃ শশাঙ্কেন চ রম্যে) বৃন্দাবনে ক্বণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যাং (ক্বণন্তি চরণনূপুরাণি যস্যাং তস্যাং রাস-গোষ্ঠ্যাম্) প্রিয়াভিঃ অস্মাভিঃ (সহ) যাসু (নিশাসু) রেমে (তাঃ কিং) কদাচিৎ স্মরতি?॥ ৪৩॥

কুমুদ কুন্দ ও চন্দ্রমা দ্বারা মনোহর বৃন্দাবনে তখন যে সকল রাত্রিতে চরণস্থিত নূপুরের শব্দে শব্দিত রাসমণ্ডলে প্রিয়াগণের সহিত

বিহার করিয়াছিলেন, তৎকালে আমরা তাঁহার মনোহর কথা সকল গান করিয়াছিলাম, তিনি কখনও কি সেই সকল রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া থাকেন ? ॥ ৪৩ ॥

অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা।
সংজীবয়ংস্তু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রঃ অম্বুদৈঃ বনং যথা (তথা) দাশার্হঃ গাত্রৈঃ (মুখকমলপ্রদর্শনাদিভিঃ) স্বকৃতয়া শুচা তপ্তাঃ নঃ (অস্মান্) সংজীবয়ন্ (সংজীবয়িতুম্) ইহ (এতে) তু অপি (কিম্) এষ্যতি ? ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্র যেমন মেঘ দ্বারা বনকে জীবিত করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ বদনাদি প্রদর্শন দ্বারা নিজকৃত শোকে পরিতপ্ত আমাদিগকে সংজীবিত করিবার নিমিত্ত এই ব্রজে আগমন করিবেন কি ? ॥ ৪৪ ॥

কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ।
নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্ব্বসুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রাপ্তরাজ্যঃ হতাহিতঃ সর্ব্বসুহৃদ্বৃতঃ কৃষ্ণঃ নরেন্দ্রকন্যাঃ উদ্বাহ্য প্রীতঃ (সন্) কস্মাৎ ইহ আয়াতি (আগমিষ্যতি) ? ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে রাজ্য পাইয়াছেন ; শত্রু সংহার করিয়াছেন ; সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন ; সম্ভবতঃ রাজকন্যা সকলের পাণিগ্রহণ করিয়া সুখী হইয়া থাকিবেন ; তিনি আর কেন এখানে আসিবেন ? ॥ ৪৫ ॥

কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভির্বা মহাত্মনঃ।
শ্রীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥

মহাত্মনঃ আপ্তকামস্য কৃতাত্মনঃ শ্রীপতেঃ বনৌকোভিঃ (বনবাসিনীভিঃ) অস্মাভিঃ অন্যাভিঃ (পুরবাসিনীভিঃ) বা কিং (কঃ) অর্থঃ (প্রয়োজনং) ক্রিয়েত ? ॥ ৪৬ ॥

আপ্তকাম, পূর্ণ, ধীর শ্রীপতির বনবাসিনী গোপীদিগের বা অন্য পুররমণীর দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? ॥ ৪৬ ॥

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥ ৪৭ ॥

(আশায়াঃ পরমং দুঃখং) নৈরাশ্যম্ (আশারাহিত্যম্ এব) পরং সৌখ্যং (পরমসুখসাধনং) হি। স্বৈরিণী (প্রসিদ্ধা বেশ্যা) পিঙ্গলা অপি (এবমেব) আহ। তথা তৎ (আশায়াঃ দুঃখহেতুত্বং) জানতীনাম্ অপি নঃ (অস্মাকং) কৃষ্ণে দুরত্যয়া (দুস্ত্যজা) আশা (বর্ত্ততে)॥ ৪৭॥

আশা হইতেই পরম দুঃখ, এবং নৈরাশ্যই পরম সুখের সাধন। বেশ্যা পিঙ্গলাও এইরূপই বলিয়াছিল। এই বিষয় জানিয়াও আমাদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে এমনই আশা, যে তাহা ত্যাগ করিবার নহে॥৪৭॥

ক উৎসহেত সংত্যক্তুমুত্তমঃশ্লোকসংবিদম্।
অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে ক্বচিৎ॥ ৪৮॥

উত্তমঃশ্লোকসংবিদম্ (উত্তমৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ শ্লোক্যতে স্তূয়তে যঃ সঃ উত্তমঃশ্লোকঃ তস্য সংবিদম্ একান্তবার্ত্তাং) সংত্যক্তুং কঃ (জনঃ) উৎসহেত? অনিচ্ছতঃ (তাম্ অকাময়মানস্য) অপি যস্য অঙ্গাৎ শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ ক্বচিৎ (কদাচিৎ অপি) ন চ্যবতে (প্রচলতি)॥ ৪৮॥

উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের নির্জ্জন আলাপ কে ত্যাগ করিতে পারে? তাঁহাকে কামনা না করিলেও লক্ষ্মী ঐ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে কখনও চ্যুত হয়েন না॥ ৪৮॥

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে।
সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো॥ ৪৯॥
পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত।
শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্ত্তুং নৈব শক্নুমঃ॥ ৫০॥

(হে) প্রভো, সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেন আচরিতাঃ ইমে সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশাঃ শ্রীনিকেতৈঃ (শ্রিয়ঃ সৌন্দর্য্যসম্পদঃ নিকেতৈঃ আশ্রয়ৈঃ) তৎপদকৈঃ (তস্য পদকৈঃ) ইমাঃ গাবঃ বেণুরবাঃ (চ) পুনঃ পুনঃ নন্দগোপসুতং স্মারয়ন্তি বত (অতঃ তং) বিস্মর্ত্তুং ন শক্নুমঃ এব॥ ৪৯॥ ৫০॥

প্রভো, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণের সহিত এই সরিৎ শৈল ও বনপ্রদেশ সকলে বিচরণ করিতেন। এই সকল স্থানে এখনও তাঁহার সৌন্দর্য্য-সম্পত্তির আশ্রয়ভূত পদচিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থান সকল তাঁহার ঐ পদচিহ্ন দ্বারা এবং এই গোসমূহ ও বেণুরব সকল

পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে ; সুতরাং আমরা তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছি না ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তং বিস্মরাম হে ॥ ৫১ ॥

হে (উদ্ধব), ললিতয়া গত্যা উদারহাসলীলাবলোকনৈঃ মাধ্ব্যা গিরা (চ) হৃতধিয়ঃ (বয়ং) কথং তং বিস্মরামঃ ? ॥ ৫১ ॥

হে উদ্ধব, তাঁহার ললিত গতি, উদার হাস্য, লীলা, অবলোকন ও মধুর বাক্য আমাদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছে ; অতএব কেমন করিয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হই ॥ ৫১ ॥

হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবে ॥ ৫২ ॥

হে কৃষ্ণ, হে রমানাথ, (হে) ব্রজনাথ, (হে) আর্ত্তিনাশন গোবিন্দ, বৃজিনার্ণবে (দুঃখসমুদ্রে) মগ্নং গোকুলম্ উদ্ধর ॥ ৫২ ॥

হে কৃষ্ণ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে আর্ত্তিনাশন গোবিন্দ, দুঃখার্ণবে নিমগ্ন এই গোকুলকে উদ্ধার কর ॥ ৫২ ॥

শুক উবাচ।

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ।
উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুর্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্ ॥ ৫৩ ॥

শুকঃ উবাচ ;—ততঃ কৃষ্ণসন্দেশৈঃ (শ্রীকৃষ্ণম্) অধোক্ষজম্ আত্মানং জ্ঞাত্বা ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ তাঃ (গোপ্যঃ) উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ৫৩ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞানের অতীত আত্মা জানিয়া বিরহজ্বর হইতে বিমুক্ত গোপী সকল উদ্ধবকে পূজা করিলেন ॥ ৫৩ ॥

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ।
কৃষ্ণলীলাকথা গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্ ॥ ৫৪ ॥

(উদ্ধবঃ) গোপীনাং শুচঃ (শোকান্) বিনুদন্ (অপনয়িতুং) কতিচিৎ মাসান্ (ব্রজে) উবাস। কৃষ্ণলীলাকথাঃ গায়ন্ গোকুলং রময়ামাস (চ) ॥ ৫৪ ॥

উদ্ধব গোপীদিগের শোকাপনোদনার্থ কয়েক মাস ব্রজে বাস করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা গান করিয়া গোকুলকে আনন্দিত করিলেন ॥ ৫৪ ॥

যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেঽবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ।
ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া ॥ ৫৫ ॥

সঃ উদ্ধবঃ যাবন্তি অহানি নন্দস্য ব্রজে অবাৎসীৎ (তাবন্তি অহানি) কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণি আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ৫৫।

উদ্ধব যতদিন নন্দব্রজে বাস করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী কথা বার্ত্তায় ততদিন ব্রজবাসীদিগের ক্ষণপ্রায় বোধ হইয়াছিল ॥ ৫৫ ॥

সরিদ্বনগিরিদ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্।
কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্ ॥ ৫৬ ॥

সরিদ্বনগিরিদ্রোণীঃ কুসুমিতান্ দ্রুমান্ (চ) বীক্ষন্ (বিশেষতঃ ঈক্ষমাণঃ তেষু কৃষ্ণলীলাপ্রশ্নাদিভিঃ) ব্রজৌকসাং কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ হরিদাসঃ উদ্ধবঃ রেমে (স্বয়মপ্যানন্দানুভবং কৃতবান্) ॥ ৫৬ ॥

হরিদাস উদ্ধব নদী, বন, পর্ব্বত, গহ্বর ও কুসুমিত কানন দর্শন করিয়া এবং ঐ সকল স্থানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক প্রশ্নাদি দ্বারা ব্রজবাসীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করাইয়া স্বয়ংও আনন্দ অনুভব করিলেন ॥ ৫৬ ॥

দৃষ্ট্বৈবমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্।
উদ্ধবঃ পরমপ্রীত স্তা নমস্যন্নিদং জগৌ ॥ ৫৭ ॥

এবমাদি (এবং প্রদর্শিতপ্রকারম্ আদিঃ যস্য তৎ) গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবং (কৃষ্ণাবেশেন আত্মনঃ মনসঃ বিক্লবং ব্যাকুলত্বং) দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ উদ্ধবঃ তাঃ (গোপীঃ) নমস্যন্ (নমস্করিষ্যন্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) জগৌ ॥ ৫৭ ॥

ইত্যাদিপ্রকার গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণাবেশজনিত চিত্তবৈক্লব্য দর্শনে পরমানন্দিত হইয়া, উদ্ধব উহাঁদিগকে নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই এইরূপ গান করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥ ৫৮ ॥

অখিলাত্মনি গোবিন্দে এবং রূঢ়ভাবাঃ (পরমপ্রেমবত্যঃ) এতাঃ গোপবধ্বঃ ভুবি পরং (কেবলং) তনুভৃতঃ (সফলজন্মানঃ)। যৎ (যং রূঢ়ভাবং) ভবভিয়ঃ (ভবাৎ ভীঃ যেষাং তে মুমুক্ষবঃ) মুনয়ঃ বাঞ্ছন্তি বয়ং চ (ভক্তাঃ বাঞ্ছামঃ)। অনন্তকথারসস্য (অনন্তস্য অনন্তমূর্ত্তেঃ ভগবতঃ কথাসু রসঃ রাগঃ যস্য তস্য প্রাণিনঃ) ব্রহ্মজন্মভিঃ (ব্রাহ্মণসম্বন্ধিভিঃ শৌক্রসাবিত্র্যযাজ্ঞিকৈস্ত্রিবিধৈরপি জন্মভিঃ চতুর্মুখজন্মভিঃ বা) কিম্ (কঃ অতিশয়ঃ) ? ॥ ৫৮ ॥

এই গোপবধূদিগের অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে যখন এইরূপ পরম প্রেম দেখা যাইতেছে, তখন পৃথিবীতে কেবল ইহাঁরাই সফলজন্মা। ঐ পরম প্রেম ভবভীত মুমুক্ষু মুনিগণ এবং ভক্ত আমরাও প্রার্থনা করিয়া থাকি। অনন্তমূর্ত্তি শ্রীভগবানের কথায় যাহাদিগের অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহাদিগের ব্রহ্মজন্মে প্রয়োজন কি ? ॥ ৫৮ ॥

কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নম্বীশ্বরোঽনু ভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৫৯ ॥

স্ত্রিয়ঃ (জন্মতঃ দুষ্টাঃ) বনচরীঃ (বনচর্য্যঃ স্থানতঃ অপি দুষ্টাঃ সৎসঙ্গরহিতাঃ চ) ব্যভিচারদুষ্টাঃ (ব্যভিচারো নাম কামসম্বন্ধঃ তেন অপি লোকদৃষ্ট্যা শাস্ত্রদৃষ্ট্যা চ দুষ্টাঃ) ইমাঃ (গোপ্যঃ) ক, এষঃ (অতিদুর্লভঃ) পরমাত্মনি কৃষ্ণে রূঢ়ভাবঃ (পরমপ্রেমা) চ ক ? নমু ঈশ্বরঃ (সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থঃ) অনু (নিরন্তরং) ভজতঃ (জনস্য) অবিদুষঃ (স্বপ্রভাবম্ অজানতঃ) অপি সাক্ষাৎ (স্বয়ম্ এব) উপযুক্তঃ (উপভুক্তঃ) অগদরাজঃ (ঔষধিশ্রেষ্ঠঃ) ইব শ্রেয়ঃ (ফলং) তনোতি (দদাতি) ॥ ৫৯ ॥

ইহারা স্ত্রীজাতি, বনচরী এবং লোকদৃষ্টিতে ও শাস্ত্রদৃষ্টিতে কামসম্বন্ধরূপ ব্যভিচার দ্বারা দূষিত ইহারাই বা কোথায়। আর

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে এই অতিদুর্লভ পরম প্রেমই বা কোথায়! অহো, পরমেশ্বর সকলই করিতে পারেন। যে তাঁহাকে নিরন্তর ভজন করে, সে তাঁহার প্রভাব না জানিলেও, তিনি স্বয়ংই উপভুক্ত হইয়া, ওষধিশ্রেষ্ঠ অমৃতের ন্যায়, শ্রেয়োরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৫৯॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৬০॥

রাসোৎসবে (রাসক্রীড়ায়াম্) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং (ভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীতঃ আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠঃ তেন লব্ধাঃ আশিষঃ মনোরথাঃ যাভিঃ তাসাং) ব্রজসুন্দরীণাং (গোপীনাং) যঃ অয়ং প্রসাদঃ উদগাৎ (আবির্বভূব সঃ অয়ং ভগবৎপ্রসাদঃ) নলিনগন্ধরুচাং (নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং) স্বর্যোষিতাং ন (অভূৎ) উ (অহো) অঙ্গে (বক্ষসি) নিতান্তরতেঃ (একান্তরতিমত্যাঃ) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ অপি অয়ং প্রসাদঃ নাভূৎ) অন্যাঃ (স্ত্রিয়ঃ তু) কুতঃ (এবং প্রসাদবিষয়াঃ স্যুঃ)॥ ৬০॥

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে গৃহীত ও তদ্দারা লব্ধমনোরথ হইয়া ব্রজসুন্দরী সকল যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যান্য কামিনীর কথা দূরে থাকুক, পদ্মগন্ধা ও কমলকান্তি স্বর্গকামিনীরাও সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই; এবং বক্ষঃস্থলে একান্তরতিমতী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও সেই প্রসাদ পান নাই॥ ৬০॥

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ৬১॥

অহো যাঃ (গোপ্যঃ) দুস্ত্যজং স্বজনং (পতিপুত্রাদিরূপম্) আর্য্যপথম্ (আর্য্যাণাং পন্থানং ধর্ম্মং) চ হিত্বা শ্রুতিভিঃ বিমৃগ্যাম্ (অতিদুর্লভাং) মুকুন্দপদবীং (মুকুন্দস্য মুক্তিপ্রদস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদবীং প্রাপ্তিমার্গং প্রেমভক্তিরূপং)

ভেজুঃ (তাসাম্) আসাং (গোপীনাং) চরণরেণুজুষাং গুল্মলতৌষধীনাং (মধ্যে) অহং কিম্ অপি বৃন্দাবনে স্যাং (ভবেয়ম্) ॥ ৬১ ॥

অহো! এই গোপী সকল দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদিরূপ স্বজন ও আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় অতিদুর্লভ মুকুন্দ ভগবানের প্রেমভক্তিরূপ প্রাপ্তিপদবী আশ্রয় করিয়াছেন। বৃন্দাবনে যে গুল্ম লতা ও ওষধি সকল ইহাঁদিগের চরণরেণু সেবন করিতেছে, আমি যেন সেই সকলের মধ্যে একটি হই ॥ ৬১ ॥

যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ-
র্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতঃ প্রপদারবিন্দং
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্ ॥ ৬২ ॥

যাঃ (গোপ্যঃ) বৈ ভগবতঃ কৃষ্ণস্য শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) আপ্তকামৈঃ (প্রাপ্তৈশ্বর্য্যৈঃ) অজাদিভিঃ (চ) অর্চ্চিতং (পূজিতং তথা) যোগেশ্বরৈঃ (সিদ্ধৈঃ) অপি আত্মনি (মনসি যৎ চিন্তিতং) রাসগোষ্ঠ্যাং স্তনেষু ন্যস্তং তৎ প্রপদারবিন্দং (চরণারবিন্দং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) তাপং (কামসন্তাপং) বিজহুঃ (পরিতত্যজুঃ) ॥ ৬২ ॥

লক্ষ্মীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে পাদপদ্ম সেবা করেন, আপ্তকাম ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহা পূজা করেন এবং সিদ্ধ যোগেশ্বরগণ যাহা হৃদয়ে ধ্যান করেন, এই গোপীগণ রাসমণ্ডলে স্তনার্পিত সেই পাদপদ্ম আলিঙ্গন করিয়া তাপ শান্তি করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

যাসাং হরিকথোদ্গীতং (হরিকথয়া সহ উৎ উৎকর্ষেণ গীতং চরিতং) ভুবনত্রয়ং পুনাতি (তাসাং) নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুম্ (অহম্) অভীক্ষ্ণশঃ (পুনঃ পুনঃ) বন্দে ॥ ৬৩ ॥

যাঁহাদিগের চরিত্র শ্রীভগবানের কথার সহিত গীত হইয়া ভুবনত্রয় পবিত্র করিতেছে, সেই নন্দব্রজের রমণীগণের পাদরেণু আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি ॥ ৬৩ ॥

অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ।
গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্ ॥ ৬৪ ॥

শুক উবাচ ;—অথ (গোপীনাং বিরহতাপনিবৃত্ত্যনন্তরং) দাশার্হঃ (উদ্ধবঃ) গোপীঃ যশোদাং নন্দম্ এব চ অনুজ্ঞাপ্য (সংপ্রার্থ্য) গোপান্ (চ) আমন্ত্র্য (পৃষ্ট্বা) যাস্যন্ (মথুরাং গন্তুং) রথম্ আরুরুহে ॥ ৬৪ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—গোপীদিগের বিরহতাপ নিবৃত্ত হইলে পর, উদ্ধব নন্দ যশোদা ও অপর গোপী সকলের অনুমতি লইয়া এবং গোপদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া মথুরাগমনার্থ রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৬৪ ॥

তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়নপাণয়ঃ।
নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ ॥ ৬৫ ॥

নানোপায়নপাণয়ঃ (নানা উপায়নানি পাণিষু যেষাং তে) অনুরাগেণ অশ্রুলোচনাঃ (অশ্রূণি লোচনয়োঃ যেষাং তে) নন্দাদয়ঃ (গোপাঃ) নির্গতং (ব্রজাৎ নিষ্ক্রান্তং) তম্ (উদ্ধবং) সমাসাদ্য (সাদরমাগত্য) প্রাবোচন্ ॥ ৬৫ ॥

উদ্ধব বহির্গত হইলে, নন্দাদি গোপগণ বিবিধ উপায়ন হস্তে লইয়া তৎসমীপে গমন পূর্ব্বক অনুরাগ বশতঃ অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥ ৬৬ ॥

নঃ (অস্মাকং) মনসঃ বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ। বাচঃ (তু) নাম্নাং (তন্নাম্নাম্) অভিধায়িনীঃ (অভিধায়িন্যঃ স্যুঃ)। কায়ঃ (দেহঃ তু) তৎপ্রহ্বণাদিষু (তন্নমস্কারাদিষু অস্তু) ॥ ৬৬ ॥

আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল যেন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া থাকে ; বাক্য সকল যেন তাঁহার নাম সকল কীর্ত্তন করে ; দেহ যেন তাঁহার নমস্কারাদিতে নিযুক্ত থাকে ॥ ৬৬ ॥

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬৭ ॥

কর্ম্মভিঃ (পুণ্যপাপাত্মকৈঃ তদনুগুণ্যা) ঈশ্বরেচ্ছয়া (চ) যত্র কাপি ভ্রাম্যমাণানাং (দেবমনুষ্যাদিষু জায়মানানাং) নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলাচরিতৈঃ দানৈঃ (তজ্জনিতৈঃ পুণ্যৈঃ) ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ (অনুরাগঃ অস্তু) ॥ ৬৭ ॥

পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্ম সকলের ও তদনুগুণ ঈশ্বরেচ্ছার বশে আমরা যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, মঙ্গলাচরণ ও দানাদিজনিত পুণ্যসমূহ দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে রতি হউক ॥ ৬৭ ॥

এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ।
উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছন্ মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ৬৮ ॥

(হে) নরাধিপ, এবং কৃষ্ণভক্ত্যা গোপৈঃ সভাজিতঃ (সংপূজিতঃ) উদ্ধবঃ পুনঃ কৃষ্ণপালিতাং মথুরাম্ আগচ্ছন্ ॥ ৬৮ ॥

রাজন্, এইরূপে গোপগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণভক্তি দ্বারা পূজিত হইয়া, উদ্ধব পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণপালিতা মথুরাপুরীতে আগমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাম্।
বসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ ॥ ৬৯ ॥

(ততঃ চ) কৃষ্ণায় বসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে (চ) প্রণিপত্য ব্রজৌকসাং ভক্ত্যুদ্রেকম্ আহ উপায়নানি চ অদাৎ ॥ ৬৯ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব বলদেব ও রাজা উগ্রসেনকে প্রণতি পুরঃসর ব্রজবাসীদিগের ভক্ত্যুদ্রেকের বিষয় নিবেদন পূর্ব্বক আনীত উপায়ন সকল প্রদান করিলেন ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে উদ্ধবপ্রতিযানং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

অথ বিজ্ঞায় ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ।
সৈরিন্ধ্র্যাঃ কামতপ্তায়াঃ প্রিয়মিচ্ছন্ গৃহং যযৌ ॥ ১ ॥
মহার্হোপস্করৈরাঢ্যং কামোপায়োপবৃংহিতম্।
মুক্তাদামপতাকাভির্বিতানশয়নাসনৈঃ।
ধূপৈঃ সুরভিভির্দীপৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈরপি মণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ, —অথ বিজ্ঞায় সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ ভগবান্ কামতপ্তয়াঃ সৈরিন্ধ্র্যাঃ প্রিয়ম্ ইচ্ছন্ মহার্হোপস্করৈঃ (মহার্হৈঃ মহামূল্যৈঃ উপস্করৈঃ গৃহোপকরণৈঃ) আঢ্যম্ (সমৃদ্ধং) কামোপায়োপবৃংহিতং (কামোপায়ৈঃ কামোদ্দীপকৈঃ বস্তুবিশেষৈঃ উপবৃংহিতং পুষ্টং) মুক্তাদামপতাকাভিঃ বিতান-শয়নাসনৈঃ সুরভিভিঃ ধূপৈঃ দীপৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈঃ অপি মণ্ডিতং (তস্যাঃ) গৃহং যযৌ ॥ ১ । ২ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ে কুব্জার সহিত বিহারের পর অক্রূরের গৃহে গমন ও তাঁহাকে হস্তিনাপুরীতে প্রেরণ বর্ণিত হইয়াছে

শুকদেব কহিলেন ;—সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদর্শন, ভগবান জানিতে পারিয়া, প্রিয়সাধনের নিমিত্ত, কামতপ্তা সৈরিন্ধ্রী কুব্জার মহামূল্য গৃহোপকরণে ও কামোদ্দীপক সামগ্রীতে পরিপূর্ণ এবং মুক্তাদাম, পতাকা, চন্দ্রাতপ, শয্যা, আসন, সুগন্ধ ধূপ, দীপ, মালা ও গন্ধদ্রব্য দ্বারা বিভূষিত গৃহে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

গৃহং তমায়ান্তমবেক্ষ্য সাসনাৎ
সদ্যঃ সমুত্থায় হি জাতসম্ভ্রমা।
যথোপসঙ্গম্য সখীভিরচ্যুতং
সভাজয়ামাস সদাসনাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

তম্ (অচ্যুতং) গৃহম্ আয়াতম্ অবেক্ষ্য জাতসম্ভ্রমা সা (সৈরিন্ধ্রী) সপদি আসনাৎ সমুত্থায় সখীভিঃ (সহ) যথা (যথোচিতম্) উপসঙ্গম্য সদাসনাদিভিঃ সভাজয়ামাস ॥ ৩ ॥

কুব্জা অচ্যুতকে গৃহে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সখীগণের সহিত যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া উৎকৃষ্ট আসনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৩ ॥

তথোদ্ধবঃ সাধুতয়াভিপূজিতো
ন্যষীদদুর্ব্ব্যামভিমৃশ্য চাসনম্।
কৃষ্ণোঽপি তূর্ণং শয়নং মহাধনং
বিবেশ লোকাচরিতান্যনুব্রতঃ ॥ ৪ ॥

তথা উদ্ধবঃ সাধু (যথা স্যাৎ তথা) তয়া (সৈরিন্ধ্র্যা) অভিপূজিতঃ। (সঃ) চ আসনম্ অভিমৃশ্য (স্পৃষ্ট্বা) উর্ব্ব্যাং ন্যষীদৎ। লোকাচরিতানি অনুব্রতঃ (অনুসৃতঃ) কৃষ্ণঃ অপি তূর্ণং মহাধনং শয়নং বিবেশ ॥ ৪ ॥

উদ্ধবও সাধুভাবে তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। তিনি তদ্দত্ত আসন স্পর্শ করিয়া ভূমিতে উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকাচারের অনুসরণ পূর্ব্বক সত্বর মহামূল্য শয্যায় উপবেশন করিলেন ॥ ৪ ॥

সা মজ্জনালেপদুকূলভূষণ-
স্রগ্‌গন্ধতাম্বূলসুধাসবাদিভিঃ।
প্রসাধিতাত্মোপসসার মাধবং
সব্রীড়লীলোৎস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ ॥ ৫ ॥

সা (সৈরিন্ধ্রী) মজ্জনালেপদুকূলভূষণস্রগ্‌গন্ধতাম্বূলসুধাসবাদিভিঃ প্রসাধিতাত্মা (প্রসাধিতঃ যোগ্যতাম্ আপাদিতঃ আত্মা দেহঃ যয়া তথাভূতা) সব্রীড়লীলোৎস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ (সব্রীড়ং যৎ লীলয়া উদ্গতং স্মিতং তৎ যেষু বিভ্রমেষু তদযুক্তৈঃ ঈক্ষিতৈঃ চ উপলক্ষিতা সতী) মাধবম্ উপসসার ॥ ৫ ॥

কুব্জা মজ্জন, আলেপন, বসন, ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, তাম্বূল, সুধা ও আসবাদি দ্বারা শরীরকে কৃষ্ণার্পণের উপযোগী করিয়া সলজ্জ লীলাজনিত হাস্য সহকৃত বিভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কটাক্ষবিক্ষেপ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিল ॥ ৫ ॥

আহূয় কান্তাং নবসঙ্গমহ্রিয়া
বিশঙ্কিতাং কঙ্কণভূষিতে করে।
প্রগৃহ্য শয্যামধিবেশ্য রাময়া
রেমেঽনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া ॥ ৬ ॥

(শ্রীকৃষ্ণঃ) নবসঙ্গমহ্রিয়া বিশঙ্কিতাং কান্তাম্ আহূয় কঙ্কণভূষিতে করে প্রগৃহ্য শয্যাম্ অধিবেশ্য অনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া (তয়া) রাময়া (সহ) রেমে ॥ ৬।

শ্রীকৃষ্ণ নবসঙ্গমজনিত লজ্জাবশতঃ বিশঙ্কিতা কান্তাকে আহ্বান ও তাহার কঙ্কণভূষিত কর ধারণ পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করাইয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনুলেপন অর্পণরূপ সুকৃতলেশই তাহাকে শ্রীভগবানের সহিত ক্রীড়াসৌভাগ্যের অধিকারিণী করিল ॥ ৬॥

সানঙ্গতপ্তকুচয়োরুরসস্তথাক্ষ্ণো
র্জিঘ্রন্ত্যনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তী।
দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্ত-
মানন্দমূর্ত্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপম্ ॥ ৭ ॥

সা অনন্তচরণেন অনঙ্গতপ্তকুচয়োঃ উরসঃ তথা অক্ষ্ণোঃ রুজঃ মৃজন্তী (চরণং) জিঘ্রন্তী (চ) আনন্দমূর্ত্তিং স্তনান্তরগতং কান্তং দোর্ভ্যাং পরিরভ্য অতিদীর্ঘতাপম্ অজহাৎ ॥ ৭ ॥

সে অনন্ত ভগবানের চরণ দ্বারা অনঙ্গতাপতপ্ত কুচদ্বয়ের বক্ষঃস্থলের ও চক্ষুর্দ্বয়ের ব্যথা অপনয়নানন্তর ঐ চরণ আঘ্রাণ করিতে করিতে আনন্দমূর্ত্তি ও বক্ষঃস্থলস্থিত কান্তকে ভুজযুগল দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক অতি দীর্ঘ সন্তাপ দূর করিল ॥ ৭ ॥

সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্।
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ॥ ৮ ॥

অহো দুর্ভগা সা এবং কৈবল্যনাথং দুষ্প্রাপং তম্ ঈশ্বরম্ অঙ্গরাগার্পণেন প্রাপ্য ইদম্ অযাচত ॥ ৮ ॥

অহো! সেই দুর্ভগা কুব্জা অঙ্গরাগার্পণ দ্বারা কৈবল্যনাথ দুষ্প্রাপ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদসৌভাগ্য লাভ করিয়া এই প্রার্থনা করিল ॥ ৮ ॥

সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া।

রমস্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেঽম্বুরুহেক্ষণ ॥ ৯ ॥

(হে) প্রেষ্ঠ, ময়া সহ কতিচিৎ দিনানি ইহ উষ্যতাং রমস্ব (চ)। (হে) অম্বুরুহেক্ষণ, তে (তব) সঙ্গং ত্যক্তুং ন উৎসহে ॥ ৯ ॥

হে প্রিয়তম, আমার সহিত কতিপয় দিবস এইস্থানে বাস ও ক্রীড়া কর। হে পদ্মপলাশলোচন, আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৯ ॥

তস্যৈ কামবরং দত্ত্বা মানয়িত্বা চ মানদঃ।

সহোদ্ধবেন সর্ব্বেশঃ স্বধামাগমদৃদ্ধিমৎ ॥ ১০ ॥

মানদঃ সর্ব্বেশঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তস্যৈ কামবরং দত্ত্বা মানয়িত্বা চ উদ্ধবেন সহ ঋদ্ধিমৎ স্বধাম অগমৎ ॥ ১০ ॥

মানদ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান ও সম্মান করিয়া উদ্ধবের সহিত সমৃদ্ধিসম্পন্ন নিজগৃহে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।

যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ ॥ ১১ ॥

দুরারাধ্যং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং বিষ্ণুং সমারাধ্য যঃ মনোগ্রাহ্যং (বিষয়সুখং) বৃণীতে (তস্য বিষয়সুখস্য) অসত্ত্বাৎ (তুচ্ছত্বাৎ) অসৌ (বিষয়সুখার্থী) কুমনীষী (কুৎসিতবুদ্ধিঃ) ॥ ১১ ॥

দুরারাধ্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া যে ব্যক্তি বিষয়-সুখ প্রার্থনা করে, সে কুবুদ্ধি; কারণ, ঐ বিষয়সুখ অতি তুচ্ছ ॥ ১১ ॥

অক্রূরভবনং কৃষ্ণঃ সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ।

কিঞ্চিচ্চিকীর্ষয়ন্ প্রাগাদক্রূরপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ১২ ॥

সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ কৃষ্ণঃ কিঞ্চিৎ চিকীর্ষয়ন্ অক্রূরপ্রিয়কাম্যয়া (চ) অক্রূরভবনং প্রাগাৎ ॥ ১২ ॥

প্রভু শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব ও বলদেবের সহিত অক্রূর দ্বারা কোন কার্য্য করিবার নিমিত্ত এবং অক্রূরের প্রিয়সাধনার্থ তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

স তান্ নরবরশ্রেষ্ঠানারাদ্বীক্ষ্য সবান্ধবান্।
প্রত্যুত্থায় প্রমুদিতঃ পরিষ্বজ্যাভিনন্দ্য চ ॥ ১৩ ॥
ননাম কৃষ্ণং রামঞ্চ স তৈরপ্যভিবাদিতঃ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহান্ ॥ ১৪ ॥

সঃ (অক্রূরঃ) সবান্ধবান্ নরবরশ্রেষ্ঠান্ তান্ আরাৎ বীক্ষ্য প্রমুদিতঃ (সন্) প্রত্যুত্থায় পরিষ্বজ্য অভিনন্দ্য চ কৃষ্ণং রামং চ ননাম। (ততঃ) তৈঃ অপি অভিবাদিতঃ (সন্) কৃতাসনপরিগ্রহান্ (তান্) বিধিবৎ পূজয়ামাস ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

অক্রূর দূর হইতেই সবান্ধব নরশ্রেষ্ঠদিগকে দর্শন করিয়া প্রত্যুত্থান পুরঃসর আলিঙ্গন ও অভিনন্দন পূর্ব্বক কৃষ্ণ ও বলরামকে প্রণাম করিলেন। পরে তাঁহারাও তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তাঁহাদিগকে আসন পরিগ্রহ করাইয়া যথাবিধি পূজা করিলেন ॥১৩॥১৪॥

পাদাবনেজনীরাপো ধারয়ন্ শিরসা নৃপ।
অর্হণেনাম্বরৈর্দিব্যৈর্গন্ধস্রগ্ভূষণোত্তমৈঃ ॥ ১৫ ॥
অর্চ্চিত্বা শিরসানম্য পাদাবঙ্কগতৌ মৃজন্।
প্রশ্রয়াবনতোঽক্রূরঃ কৃষ্ণরামাবভাষত ॥ ১৬ ॥

(হে) নৃপ, প্রশ্রয়াবনতঃ অক্রূরঃ পাদাবনেজনীঃ (পাদৌ অবনিজ্যেতে যাভিঃ তাঃ) আপঃ (অপঃ) শিরসা ধারয়ন্ অর্হণেন (অন্নাদিনা) দিব্যৈঃ অম্বরৈঃ গন্ধস্রগ্ভূষণোত্তমৈঃ কৃষ্ণরামৌ অর্চ্চিত্বা শিরসা আনম্য অঙ্কগতৌ (তয়োঃ) পাদৌ মৃজন্ (সম্বাহয়ন্) অভাষত ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

রাজন্, বিনয়াবনত অক্রূর, তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন জল মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক দিব্য বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য, উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ও অন্নাদি উপহার দ্বারা কৃষ্ণ ও বলরামের পূজা করিয়া প্রণাম পরে তাঁহাদিগের চরণ ক্রোড়ে লইয়া সম্বাহন বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

দিষ্ট্যা পাপো হতঃ কংসঃ সানুগো বামিদং কুলম্ ।
ভবদ্ভ্যামুদ্ধৃতং কৃচ্ছ্রাদ্দুরন্তাচ্চ সমেধিতম্ ॥ ১৭ ॥

দিষ্ট্যা সানুগঃ পাপঃ কংসঃ হতঃ। বাং (যুবয়োঃ) ইদং কুলং ভবদ্ভ্যাং দুরন্তাৎ কৃচ্ছ্রাৎ উদ্ধৃতং সমেধিতং চ ॥ ১৭ ॥

ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা কংস অনুচরগণের সহিত নিহত হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে আপনারা এই কুলকে দুরন্ত কষ্ট হইতে উদ্ধৃত ও সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতূ জগন্ময়ৌ ।
ভবদ্ভ্যাং ন বিনা কিঞ্চিৎ পরমস্তি ন চাপরম্ ॥ ১৮ ॥

যুবাং জগদ্ধেতূ জগন্ময়ৌ প্রধানপুরুষৌ। ভবদ্ভ্যাং বিনা কিঞ্চিৎ ন পরং ন চ অপরম্ অস্তি ॥ ১৮ ॥

আপনারা দুইজন জগতের কারণ, জগন্ময়, প্রধান পুরুষ। আপনারা ভিন্ন অন্য কোন কারণ বা কার্য্য নাই ॥ ১৮ ॥

আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমন্বাবিশ্য স্বশক্তিভিঃ ।
ঈয়তে বহুধা ব্রহ্মন্ শ্রুতপ্রত্যক্ষগোচরম্ ॥ ১৯ ॥

(হে) ব্রহ্মন্, (ভবান্) স্বশক্তিভিঃ আত্মসৃষ্টম্ ইদং বিশ্বম্ অন্বাবিশ্য শ্রুত-প্রত্যক্ষগোচরং (যথা স্যাৎ তথা) বহুধা ঈয়তে (প্রতীয়তে) ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মন্, আপনি নিজশক্তিবর্গ দ্বারা স্বসৃষ্ট এই বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, শ্রুত ও প্রত্যক্ষ হওয়ার উপযোগী নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

যথাহি ভূতেষু চরাচরেষু
মহ্যাদয়ো যোনিষু ভান্তি নানা ।
এবং ভবান্ কেবল আত্মযোনি-
স্বাত্মাত্মতন্ত্রো বহুধা বিভাতি ॥ ২০ ॥

যথা যোনিষু (স্বস্যৈব রূপান্তরেণাভিব্যক্তিস্থানেষু) চরাচরেষু ভূতেষু মহ্যাদয়ঃ (হেতবঃ) নানা (নানারূপাঃ) ভান্তি এবম্ আত্মযোনিষু (আত্মাভি-ব্যক্তিস্থানেষু) কেবলঃ (একঃ, শুদ্ধঃ) আত্মতন্ত্রঃ (স্বতন্ত্রঃ) আত্মা ভবান্ বহুধা বিভাতি ॥ ২০

যেমন নিজের অভিব্যক্তিস্থান চরাচর ভূত সকলে মহী প্রভৃতি কারণ সকল নানারূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ আত্মার অভিব্যক্তিস্থান সকলে এক স্বতন্ত্র আত্মা আপনি বহুধা প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং
রজস্তমঃসত্ত্বগুণৈঃ স্বশক্তিভিঃ।
ন বধ্যসে তদ্গুণকর্ম্মভির্বা-
জ্ঞানাত্মনস্তে ক চ বন্ধহেতুঃ ॥ ২১ ॥

(ঈশ) স্বশক্তিভিঃ রজস্তমঃসত্ত্বগুণৈঃ বিশ্বং সৃজসি, পাসি অথো লুম্পসি। তদ্গুণকর্ম্মভিঃ বা ন বধ্যসে। জ্ঞানাত্মনঃ তে (তব) বন্ধহেতুঃ ক চ ॥ ২১ ॥

আপনি নিজশক্তিরূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ সকল গুণ বা গুণকর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়েন না, কারণ, আপনি জ্ঞানাত্মা; অতএব আপনাতে বন্ধহেতু থাকিতে পারে না ॥ ২১ ॥

দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাৎ
ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ।
অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষ
স্যাতাং নিকামস্ত্বয়ি নো বিবেকঃ ॥ ২২ ॥

দেহাদ্যুপাধেঃ অনিরূপিতত্বাৎ (অনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ) আত্মনঃ (তব) সাক্ষাৎ, (স্বরূপতঃ) ভবঃ (জন্ম) ন (তন্মূলা) ভিদা (ভেদঃ চ) ন স্যাৎ। অতঃ তব বন্ধঃ ন মোক্ষঃ (চ) ন এব। ত্বয়ি নঃ (অস্মাকম্) অবিবেকঃ (ঐশ্বর্য্যাদি-দর্শনেঽপি ন বিদ্যতে বিবেকঃ যত্র তাদৃশঃ) নিকামঃ (নিতরাং কামঃ মনোরথ-বিশেষঃ এব তৌ বৌ) স্যাতাম্ ॥ ২২ ॥

তোমার দেহাদি উপাধি অনির্ব্বচনীয়; সুতরাং আত্মস্বরূপ তোমার স্বরূপতঃ জন্ম বা জন্মমূলক ভেদ থাকিতে পারে না; অতএব তোমার বন্ধও নাই এবং মোক্ষও নাই। তোমাতে আমাদিগের [illegible] মনোরথবিশেষই তোমার বন্ধ ও মোক্ষ ॥ ২২ ॥

ত্বয়োদিতোঽয়ং জগতো হিতায়
যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ।
বাধ্যেত পাষণ্ডপথৈরসদ্ভি-
স্তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্ত্তি॥ ২৩॥

জগতো হিতায় ত্বয়া উদিতঃ (উক্তঃ) অয়ং পুরাণঃ বেদপথঃ যদা যদা পাষণ্ডপথৈঃ (পাষণ্ডপথবর্ত্তিভিঃ) অসদ্ভিঃ বাধ্যেত (পীড়িতঃ স্যাৎ) তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্ত্তি॥ ২৩॥

জগতের হিতার্থ আপনি যে পুরাতন বেদপথ উপদেশ করিয়াছেন, উহা যখন যখন পাষণ্ডপথবর্ত্তী দুর্জ্জনগণ দ্বারা বাধিত হয়, তখনই আপনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া থাকেন॥ ২৩॥

স ত্বং বিভোঽদ্য বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণঃ
স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ।
অক্ষৌহিণীশতবধেন সুরেতরাংশ-
রাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্॥ ২৪॥

(হে) বিভো, সঃ ত্বম্ অদ্য সুরেতরাংশরাজ্ঞাম অক্ষৌহিণীশতবধেন ভূমেঃ ভারম্ অপনেতুম্ অমুষ্য কুলস্য যশঃ বিতন্বন্ (বিস্তারয়ন্) চ ইহ বসুদেবগৃহে স্বাংশেন অবতীর্ণঃ অসি॥ ২৪॥

হে বিভো, আপনি সম্প্রতি অসুরাংশসম্ভূত রাজগণের শত শত অক্ষৌহিণী পরিমিত সৈন্য সকলের বধ দ্বারা পৃথিবীর ভার অপনয়ন করিবার নিমিত্ত এবং এই যাদবকুলের যশোবিস্তারার্থ বসুদেবগৃহে নিজ অংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ২৪॥

অদ্যেশ নো বসতয়ঃ খলু ভূরিভাগা
যঃ সর্ব্বদেবপিতৃভূতনৃদেবমূর্ত্তিঃ।
যৎপাদশৌচসলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি
স ত্বং জগদ্গুরুরধোক্ষজ যাঃ প্রবিষ্টঃ॥ ২৫॥

(হে) ঈশ, অধোক্ষজ, যঃ (ত্বং) সর্ব্বদেবপিতৃভূতনৃদেবমূর্ত্তিঃ (সর্ব্বে দেবাঃ পিতরঃ ভূতানি নরাঃ দেবাঃ চ মূর্ত্তিঃ যস্য সঃ) যৎপাদশৌচসলিলং (যস্য

পাদপ্রক্ষালনজলং) ত্রিজগৎ পুনাতি জগদ্গুরুঃ সঃ ত্বম্ অদ্য যাঃ (বসতীঃ) প্রবিষ্টঃ (তাঃ) নঃ (অস্মাকং) বসতয়ঃ ভূরিভাগাঃ খলু ॥ ২৫ ॥

হে অধোক্ষজ ঈশ্বর, সমস্ত বেদ, পিতৃ, ভূত, নর ও দেবতা যাঁহার মূর্ত্তি এবং যাঁহার পাদপ্রক্ষালনজল ত্রিজগৎ পবিত্র করে, সেই জগদ্গুরু আপনি অদ্য আমাদিগের বসতি সকলে প্রবেশ করিলেন, অতএব এইগুলি নিশ্চয় অদ্য পুণ্যতম হইল ॥ ২৫ ॥

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্-
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ২৬ ॥

(যঃ) ভজতঃ (ভজতে) সুহৃদঃ (সুহৃদে) সর্ব্বান্ অভিকামান্ আত্মানম্ অপি দদাতি যস্য উপচয়াপচয়ৌ ন (স্তঃ) ভক্তপ্রিয়াৎ ঋতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ ত্বৎ (ত্বত্তঃ) অপরং কঃ পণ্ডিতঃ শরণং সমীয়াৎ ॥ ২৬ ॥

যিনি ভজনকারী সুহৃৎকে সকল কামনা এবং আপনাকেও প্রদান করেন, যাঁহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই, সেই ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্য, সুহৃৎ, কৃতজ্ঞ তোমা হইতে অপর কাহাকে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি শরণ লইয়া থাকেন ? ২৬ ॥

দিষ্ট্যা জনার্দ্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো
যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ।
ছিন্ধ্যাশু নঃ সুতকলত্রধনাপ্তগেহ-
দেহাদিমোহরসনাং ভবদীয়মায়াম্ ॥ ২৭ ॥

(হে) জনার্দ্দন, যোগেশ্বরৈঃ (সনকাদিভিঃ) সুরেশৈঃ (ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ) অপি দুরাপগতিঃ (দুরাপা গতিঃ জ্ঞানং যস্য সঃ) ভবান্ ইহ প্রতীতঃ (প্রত্যক্ষং প্রাপ্তঃ এতৎ) নঃ (অস্মাকং) দিষ্ট্যা (ভাগ্যম্)। নঃ (অস্মাকং) সুত-কলত্রধনাপ্তগেহদেহাদিমোহরসনাং (সুতাদিমোহবর্দ্ধিনীং) ভবদীয়মায়াম্ আশু ছিন্ধি ॥ ২৭ ॥

হে জনার্দ্দন, সনকাদি যোগেশ্বরগণ এবং ব্রহ্মরুদ্রাদি [illegible] আপনার তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন না ; এতাদৃশ আপনি যে আমা-

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

তং বিলোক্য বিনিষ্ক্রান্তমুজ্জিহানমিবোড়ুপম্।
দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ১ ॥
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
পৃথুদীর্ঘচতুর্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্ ॥ ২ ॥
নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎ সুকপোলং শুচিস্মিতম্।
মুখারবিন্দং বিভ্রাণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥
বাসুদেবো হ্যয়মিতি পুমান্ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।
চতুর্ভুজোঽরবিন্দাক্ষো বনমাল্যতিসুন্দরঃ।
লক্ষণৈর্নারদপ্রোক্তৈর্নান্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৪ ॥

শুকঃ উবাচ ;—(যবনঃ) উজ্জিহানম্ (উদ্গচ্ছন্তম্) উড়ুপম্ ইব দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেয়বাসসং শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরং পৃথুদীর্ঘচতুর্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণং নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎ সুকপোলং শুচিস্মিতং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং মুখারবিন্দং বিভ্রাণং বিনিষ্ক্রান্তং তং বিলোক্য নারদপ্রোক্তৈঃ লক্ষণৈঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ চতুর্ভুজঃ অরবিন্দাক্ষঃ বনমালী অতিসুন্দরঃ অয়ং পুমান্ বাসুদেবঃ অন্যঃ ভবিতুং ন অর্হতি ইতি (অনুমিতবান্) ॥ ১—৪ ॥

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মুচুকুন্দের দৃষ্টি দ্বারা যবনের সংহার ও মুচুকুন্দের স্তবাদি বর্ণিত হইয়াছে ॥

শুকদেব কহিলেন ;—যবন দেখিল, এক পুরুষ উদিত নিশাকরের ন্যায় গুহা হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি অতিশয় সুদর্শন ; বর্ণ শ্যাম ; পরিধান পীতবসন ; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ; গলদেশে দীপ্তিশালী কৌস্তুভমণি বিলম্বিত ; বাহুচতুষ্টয় স্থূল ও আজানু-লম্বিত ; চক্ষুদ্বয় নবপদ্মের ন্যায় অরুণবর্ণ ; তিনি নিত্য আনন্দিত ; তিনি অতিশয় শ্রীমান ; কপোলদেশ সুললিত ; মধুর হাস্য ; মুখারবিন্দ

দীপ্তিশালী মকরাকৃতি কুণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত। তদ্দর্শনে সে অনুমান করিল, ইনিই বাসুদেব; অন্য কেহ হইবেন না; কারণ, ইনি শ্রীবৎস চিহ্নে চিহ্নিত, চতুর্ভুজ, পদ্মপলাশলোচন, বনমালী ও অতি সুন্দর। দেবর্ষি নারদ বাসুদেবের এই সকল চিহ্নের কথাই কহিয়াছিলেন ॥ ১—৪ ॥

নিরায়ুধশ্চলন্ পদ্ভ্যাং যোৎস্যেঽনেন নিরায়ুধঃ।
ইতি নিশ্চিত্য যবনঃ প্রাদ্রবন্তং পরাঙ্মুখম্।
অন্বধাবজ্জিঘৃক্ষুস্তং দুরাপমপি যোগিনাম্ ॥ ৫ ॥

(তদা) [illegible] (অয়ং) অনেন (সহ) পদ্ভ্যাম্ (এব) [illegible] নিরায়ুধঃ [illegible] (যোৎস্যে) ইতি নিশ্চিত্য পরাঙ্মুখং প্রাদ্রবন্তং যোগিনাম্ অপি দুরাপং [illegible] জিঘৃক্ষুঃ অন্বধাবৎ ॥ ৫ ॥

তদনন্তর যবন, ইনি নিরায়ুধ, অতএব ইঁহার সহিত পাদচারে গমন করিয়া নিরায়ুধ হইয়াই যুদ্ধ করিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, পরাঙ্মুখ, পলায়নপরায়ণ, যোগিগণেরও দুষ্প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ৫ ॥

হস্তপ্রাপ্তমিবাত্মানং হরিণা স পদে পদে।
নীতো দর্শয়তা দূরং যবনেশোঽদ্রিকন্দরম্ ॥ ৬ ॥

সঃ যবনেশঃ আত্মানং পদে পদে হস্তপ্রাপ্তম্ ইব দর্শয়তা হরিণা দূরম্ অদ্রিকন্দরং নীতঃ ॥ ৬ ॥

যেন হস্তগত হইলেন, হরি, পদে পদে আপনাকে এইরূপ প্রদর্শন করিয়া, যবনরাজকে অতিদূরবর্তী গিরিকন্দরে লইয়া গেলেন ॥ ৬ ॥

পলায়নং যদুকুলে জাতস্য তব নোচিতম্।
ইতি ক্ষিপন্ননুগতো নৈনং প্রাপাহতাশুভঃ ॥ ৭ ॥

অহতাশুভঃ সঃ যদুকুলে জাতস্য তব পলায়নং ন উচিতম্ ইতি ক্ষিপন্ অনুগতঃ (অপি) এনং ন প্রাপ ॥ ৭ ॥

যবনের অশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হয় নাই; অতএব "তুমি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; পলায়ন করা তোমার উচিত হয় না;" এই

বলিয়া তিরস্কার করিতে করিতে, সে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইল না ॥ ৭ ॥

এবং ক্ষিপ্তোঽপি ভগবান্ প্রাবিশদ্ গিরিকন্দরম্।
সোঽপি প্রবিষ্টস্তত্রান্যং শয়ানং দদৃশে নরম্ ॥ ৮ ॥

এবং ক্ষিপ্তঃ অপি ভগবান্ গিরিকন্দরং প্রাবিশৎ। সঃ (যবনঃ) চ প্রবিষ্টঃ (সন্) তত্র শয়ানম্ অন্যং নরং দদৃশে। ৮ ॥

ভগবান্ উক্ত প্রকারে তিরস্কৃত হইয়াও গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন। যবনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, এক মনুষ্য শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ৮ ॥

নম্বসৌ দূরমানীয় শেতে মামিহ সাধুবৎ।
ইতি মত্বাচ্যুতং মূঢ়স্তং পদা সমতাড়য়ৎ ॥ ৯ ॥

ননু অসৌ মাং দূরম্ আনীয় ইহ সাধুবৎ শেতে ইতি (উক্ত্বা) তম্ অচ্যুতং মত্বা পদা সমতাড়য়ৎ ॥ ৯ ॥

অহো! এ আমাকে এতদূর আনয়ন করিয়া এই স্থানে সাধুর ন্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে, এই কথা বলিয়া, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া, পাদ দ্বারা তাড়ন করিল। ৯ ॥

স উত্থায় চিরং সুপ্তঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে।
দিশো বিলোকয়ন্ পার্শ্বে তমদ্রাক্ষীদবস্থিতম্ ॥ ১০ ॥

চিরং সুপ্তঃ সঃ (নরঃ) উত্থায় শনৈঃ লোচনে উন্মীল্য দিশঃ বিলোকয়ন্ পার্শ্বে অবস্থিতং তং (যবনম্) অদ্রাক্ষীৎ। ১০ ॥

বহুকাল যাবৎ নিদ্রিত সেই পুরুষ উত্থানানন্তর অল্পে অল্পে নেত্রদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান ঐ যবনরাজকে দর্শন করিলেন ॥ ১০ ॥

স তাবৎ তস্য রুষ্টস্য দৃষ্টিপাতেন ভারত।
দেহজেনাগ্নিনা দগ্ধো ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥

(হে) ভারত, সঃ (যবনঃ) তাবৎ রুষ্টস্য তস্য (নরস্য) দৃষ্টিপাতেন দেহজেন অগ্নিনা দগ্ধঃ (সন্) ক্ষণাৎ ভস্মসাৎ অভবৎ ॥ ১১ ॥

ভরতনন্দন, যবন সেই ক্রুদ্ধ পুরুষের দৃষ্টিপাতমাত্র দেহজাত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল ॥ ১১ ॥

পরীক্ষিদুবাচ।

কো নাম স পুমান্ ব্রহ্মন্ কস্য কিংবীর্য্য এব বা।
কস্মাদ্ গুহাগতঃ শিশ্যে কিংতেজো যবনার্দ্দনঃ ॥ ১২ ॥

পরীক্ষিদুবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্, যবনার্দ্দনঃ সঃ পুমান্ কঃ নাম, কস্য, কিংবীর্য্যঃ এব বা, কস্মাৎ গুহাগতঃ শিশ্যে (অশয়িষ্ট) কিংতেজাঃ (চ) ॥ ১২ ॥

পরীক্ষিৎ কহিলেন, ব্রহ্মন্, সেই যে পুরুষ যবনকে সংহার করিলেন, তাঁহার নাম কি? তিনি কোন্ বংশজ? কাহার পুত্র? কেনই বা গুহায় গিয়া শয়ন করিয়াছিলেন? এবং তাঁহার প্রভাবই বা কিরূপ ছিল? ॥ ১২ ॥

বাদরায়ণিরুবাচ।

স ইক্ষ্বাকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্।
মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ১৩ ॥

বাদরায়ণিরুবাচ,—সঃ ইক্ষ্বাকুকুলে জাতঃ মান্ধাতৃতনয়ঃ ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ মহান্ মুচুকুন্দঃ ইতি খ্যাতঃ ॥ ১৩ ॥

শুকদেব কহিলেন, তিনি ইক্ষ্বাকুবংশজাত, মান্ধাতৃতনয় মুচুকুন্দ নামে খ্যাত। তিনি মহাত্মা, ব্রাহ্মণগণের হিতসাধক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। ॥ ১৩ ॥

স যাচিতঃ সুরগণৈরিন্দ্রাদ্যৈরাত্মরক্ষণে।
অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈস্তদ্রক্ষাং সোঽকরোচ্চিরম্ ॥ ১৪ ॥

সঃ (মুচুকুন্দঃ) অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈঃ ইন্দ্রাদ্যৈঃ সুরগণৈঃ আত্মরক্ষণে যাচিতঃ। সঃ চিরং (কতিচিৎ চতুর্যুগানি) তদ্রক্ষাম্ অকরোৎ ॥ ১৪ ॥

তিনি অসুরভয়ে ভীত ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক আত্মরক্ষার্থ যাচিত হইয়া কয়েক চতুর্যুগ ব্যাপিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন ॥ ১৪ ॥

লব্ধ্বা গুহং তে স্বঃপালং মুচুকুন্দমথাব্রুবন্।
রাজন্ বিরমতাং কৃচ্ছ্রাদ্ ভবান্ নঃ পরিপালনাৎ ॥ ১৫ ॥

সমষ্টি বিরাট্ পুরুষকেই অধিদৈব (১৪২) বলা হয়। আর এই দেহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান পূর্ব্বক যজ্ঞের প্রবর্ত্তনকারী ও যজ্ঞের ফলদাতা আমিই অধিযজ্ঞ (১৪৩)। যিনি অন্তকালে আমাকেই স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন, তিনি নিশ্চয় আমার ন্যায় পাপরহিত, জরারহিত, মরণরহিত, শোকরহিত, ক্ষুধারহিত, পিপাসারহিত,সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প হয়েন। যিনি অন্তকালে স্মৃতিপটে উদিত ভাব সকলের মধ্যে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করেন, সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিতচিত্ততা নিবন্ধন দেহত্যাগের পরও তিনি সেই স্মর্য্যমাণ ভাবকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি সকল সময়ে আমাকে স্মরণ করিতে থাক এবং স্বাধিকারোচিত যুদ্ধকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। আমাতে বুদ্ধি ও মন অর্পণ করিলে, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। অভ্যাসযোগযুক্ত (১৪৪) অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিয়া, মনুষ্য তাঁহাকেই লাভ করেন। সর্ব্বজ্ঞ অনাদি, নিয়ন্তা, অণু হইতে অণু, সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের ন্যায় স্বপরপ্রকাশক ও মায়াতীত সেই দিব্য পরম পুরুষকে যিনি অন্তকালে ভক্তি ও যোগবল সহকারে একাগ্রচিত্তে সাবধানে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে সংস্থাপন পূর্ব্বক স্মরণ করিতে থাকেন, তিনি নিশ্চয় তাঁহাকে লাভ করেন (১৪৫)। বেদবিৎ পণ্ডিত সকল যাঁহাকে বাচক অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, রাগরহিত সন্ন্যাসী সকল বাচ্যভূত যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী সকল ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই প্রাপ্য ব্রহ্ম বস্তু তোমাকে তৎপ্রাপ্তির উপায়ের সহিত বিশেষ করিয়া বলিতেছি।

---

(১৪২) আদিত্যাদি দেবতা সকল যাঁহাকে অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান। (১৪৩) যজ্ঞকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান। (১৪৪) অভ্যাসবৃত্তি-রূপ-যোগ-যুক্ত। (১৪৫) যিনি মৃত্যুকালে প্রেম ও সমাধিজনিত সংস্কার সহকারে একাগ্রচিত্তে প্রাণকে সর্ব্বতোভাবে [illegible] অন্য পথে যাইতে না দিয়া আজ্ঞাচক্রে নিরোধ করিয়া দিব্য পরমপুরুষকে [illegible] ধ্যান করিতে থাকেন, তিনি নিশ্চয় তাঁহাকে লাভ করেন।

শ্রবণাদি বাহ্য জ্ঞানদ্বার সকল (১৪৬) বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ ও মনকে হৃদয়স্থিত আমাতে নিবিষ্ট করিয়া প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে সংস্থাপন পূর্ব্বক (১৪৭) আমার যোগধারণা আশ্রয় করিয়া (১৪৮) ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনি আমার সালোক্যরূপ পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (১৪৯)। যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া প্রতিদিন সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ (১৫০)। সেই সকল মহাত্মা (১৫১) আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার দুঃখের আলয়, অনিত্য জন্ম লাভ করেন না; কারণ, তাঁহারা পরমা গতি আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোক সকল অনিত্য

---

(১৪৬) শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসাদ্বয় ও মুখ, এই সমস্ত জ্ঞানমার্গ। (১৪৭) মনকে সুষুম্নামধ্যবর্ত্তী হৃৎপদ্মস্থ জীবাত্মার অংশী পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করিয়া ক্রিয়াশক্তিরূপ প্রাণকে হৃদয়প্রদেশ হইতে কণ্ঠতালবাদিক্রমে নাসিকা-রন্ধ্রমধ্যভিত্তি দ্বারা উন্নয়ন পূর্ব্বক মস্তিষ্কস্থিত সুষুম্নাবিবরে নিরোধ পূর্ব্বক। (১৪৮) আপাদমস্তক উত্তরোত্তর চক্রে চক্রে অভিব্যক্ত অণু জীবাত্মার সহিত একীভূত ব্যাপক পরমাত্মার ধারণা অবলম্বন করিয়া। (১৪৯) আমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধ্যান করিতে করিতে যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশম দ্বার দিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি আমার সালোক্যাদি রূপ পরম গতি লাভ করেন। এই স্থলে মিশ্র ভক্তের দেহত্যাগপ্রকার ও তৎফল উক্ত হইল। যোগমিশ্র ভক্ত প্রাণায়াম দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের সহানুভূতিক ক্রিয়া উৎপাদন পূর্ব্বক জ্যোতিষ্মতী নাড্যাকারা সুষুম্নার অন্তর্গত চক্রাখ্য মোক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। আর জ্ঞানমিশ্র ভক্ত জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ কেবল ভাবনা দ্বারাই উক্ত কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। (১৫০) এই স্থলে শুদ্ধ ভক্তের অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধ ভক্তকে যোগমিশ্র বা জ্ঞানমিশ্র ভক্তের ন্যায় মোক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিতে হয় না। পরমেশ্বরের ভাবনা করিতে করিতে তাঁহার মোক্ষদ্বার আপনিই উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। তিনি স্বয়ং তুরীয় সিদ্ধদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া তুরীয় পরমেশ্বরের স্মরণ করিতে করিতে অনায়াসে উপাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হয়েন; তাঁহাকে তজ্জন্য কোন চেষ্টাই করিতে হয় না। (১৫১) সেই সকল মিশ্র ও শুদ্ধ ভক্ত।

বলিয়া প্রায়ই তত্তল্লোকগত জীব সকলের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে ; কিন্তু যিনি আমাকে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। সহস্র দৈব যুগে (১৫২) ব্রহ্মার এক দিন, এবং তাঁহার রাত্রিও যুগসহস্র-পরিমিতা, ইহা যাঁহারা বিদিত আছেন, তাঁহাদিগকেই অহোরাত্র-জ্ঞানসম্পন্ন বলা হয়। ব্রহ্মার দিবসাগমে অব্যক্ত হইতে (১৫৩) ব্যক্ত পদার্থ সকল উৎপন্ন হয় ; আর তাঁহার রাত্রির আগমনে চরাচর সমস্তই আবার অব্যক্তসংজ্ঞক সেই ব্রহ্মাতেই লীন হয়। এই সেই ভূতসমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া নিশাগমে লয় পাইয়া থাকে ; আবার দিবসাগমে অবশভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন যে একটি শ্রেষ্ঠ অনাদি অব্যক্ত বস্তু আছেন, তিনি সকল ভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয়েন না। যে বস্তুকে আমি এইস্থলে অব্যক্ত ও অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রুতি সকল তাঁহাকে পরম গতি বলিয়া থাকেন। যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া লোক এই সংসারে পুনরাবর্ত্তন করে না, তাহাই আমার পরম ধাম (১৫৪)। ভূত সকল যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, যিনি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই পরম পুরুষ অনন্যভক্তিলভ্য। অতঃপর যে কালে (১৫৫) প্রয়াণ করিয়া যোগী সকল যথাক্রমে অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, সেই কালের বিষয় বলিব। অগ্নি, জ্যোতি, দিবস, শুক্ল-পক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস, এই সকল কালে প্রয়াণ করিলে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সকল ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন। আর ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এই সকল কালে প্রয়াণ করিলে, যোগী সকল চন্দ্রলোকে প্রাপ্ত হইয়া ভোগক্ষয়ে পুনরাবৃত্তি লাভ করেন। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইটি জগতের অনাদিসিদ্ধা গতি। তদুভয়ের এক-তর দিয়া গমনে অনাবৃত্তি সিদ্ধ হয় ; আর অন্যতর দিয়া গমনে আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। এই দুই পক্ষ বিদিত হইয়া কোন যোগীই মোহ প্রাপ্ত

---

(১৫২) মনুষ্য পরিমাণে ৪,৩২০,০০০,০০০ বৎসর। (১৫৩) নিদ্রাবস্থাপন্ন ব্রহ্মা হইতে। (১৫৪) স্বরূপ। (১৫৫) কালাভিমানী দেবতা কর্ত্তৃক রক্ষিত পথে।

হয়েন না; অতএব তুমি সকল সময়েই যোগযুক্ত হও। বেদ সকলে যজ্ঞ সকলে তপস্যা সকলে ও দান সকলে যে কিছু পুণ্যফল উপদিষ্ট হইয়াছে, এই মদুক্ত বিষয় বিদিত হইলে, যোগী সেই সকলকেই অতিক্রম করেন এবং অনাদি পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

নবম অধ্যায়।

রাজগুহ্যযোগ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, অর্জ্জুন, তুমি অসূয়ারহিত, অতএব তোমাকে বিজ্ঞানসমন্বিত এই গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি। ইহা বিদিত হইয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ইহা রহস্যসমূহের রাজা ও বিদ্যা সকলের রাজা; ইহা উত্তম ও পবিত্র; ইহা আত্মসাক্ষাৎকার-সাধক, ধর্ম্মানুগত, সুখসাধ্য ও অক্ষয়। এই ধর্ম্মে যাহাদিগের শ্রদ্ধা নাই, সেই সকল পুরুষ আমাকে না পাইয়া মরণসঙ্কুল সংসারপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। আমি অব্যক্তমূর্ত্তি (১৫৬); মৎকর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমাতেই সকল ভূত অবস্থিত; আমি কিন্তু ঐ সকল ভূতে অবস্থিত নহি। ভূত সকলও আমাতে অবস্থান করে না। আমার অসাধারণ ধর্ম্ম অবলোকন কর; আমি ভূত সকলকে ধারণ ও পালন করি, অথচ আমি ভূতসম্পৃক্ত নহি; কারণ, আমার সঙ্কল্প দ্বারাই ঐ সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে (১৫৭)। যেমন মহান্ সর্ব্বত্র সঞ্চরণকারী বায়ু নিত্য আকাশে অবস্থিত, তদ্রূপ সমুদায় ভূত আমাতে অবস্থিত। কল্পক্ষয়ে সমুদায় ভূত আমার প্রকৃতিরূপা শক্তিতে লীন হয়। আবার কল্পের আদিতে ঐ সকল ভূতকে আমিই পূর্ব্ববৎ ভিন্নাকারে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি স্বীয়

---

(১৫৬) ইন্দ্রিয়াগোচর স্বরূপ। (১৫৭) তন্নিমিত্ত আমার দৈহিক ব্যাপারের প্রয়োজন হয় না।

প্রকৃতি অধিষ্ঠান পূর্ব্বক পূর্ব্বকর্ম্মবশতঃ প্রকৃতিপরবশ এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ ভিন্নভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি ঐ সকল কর্ম্মে অনাসক্ত ও উদাসীনের ন্যায় থাকি বলিয়া উহারা আমাকে বন্ধন করে না। আমি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা; প্রকৃতি মৎকর্ত্তৃক বীক্ষিত হইয়া চরাচর বিশ্ব প্রসব করেন; এই নিমিত্তই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। আমার অসাধারণ সর্ব্বভূতমহেশ্বর স্বভাব না জানিয়া মূঢ় মানব সকল মানবশরীরধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ঐ সকল হতবিবেক লোক বিফলাশা নিষ্ফলকর্ম্মা ও নিষ্ফল-শাস্ত্রজ্ঞান হইয়া বিবেকহারিণী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক জীবন ধারণ করে। দৈবস্বভাবসম্পন্ন মহাত্মারা কিন্তু অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকেই সর্ব্বভূতের আদি ও অব্যয় জানিয়া ভজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রীতিভরে আমাকে কীর্ত্তন ও নমস্কার করিতে করিতে যত্নশীল দৃঢ়ব্রত ও নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। অপর কোন কোন ভক্ত আবার পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা যজনে প্রবৃত্ত হইয়াও সর্ব্বব্যাপক বিরাট্ রূপে অবস্থিত আমাকে ইন্দ্রাদিদেবরূপে পৃথক্ পৃথক্ এবং বিশ্বরূপে অভেদে বহুধা উপাসনা করিয়া থাকেন। আমি বৈদিক যজ্ঞ, আমি স্মার্ত্ত যজ্ঞ, আমি পিতৃ-লোকের স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি আজ্য, আমি অগ্নি, আমি হোম। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ, জ্ঞেয়, পবিত্র, ওঙ্কার, ঋক্, সাম ও যজুঃ। আমি গতি, পতি, নিয়ন্তা, সাক্ষী, ভোগস্থান, শরণ, সুহৃৎ, সৃষ্টি, প্রলয়, স্থিতি, আধার ও অব্যয় বীজ। আমি আদিত্যরূপে জগৎকে তাপ দান করি; আমি জল আকর্ষণ ও বিসর্জ্জন করি। আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম। বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরায়ণ যে সকল লোক বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা করিয়া সোমপানে বিগতপাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করে, তাহারা পবিত্র সুরেন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানে উত্তমোত্তম দেবভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিয়া থাকে। তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

এইরূপে বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানপর স্বর্গভোগাভিলাষী ব্যক্তি সকল পুনঃ পুনঃ সংসারে গতায়াত করিয়া থাকে। যাহারা মদেকপ্রয়োজন ও মচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া সর্ব্বপ্রকারে আমারই উপাসনা করে, সেই নিত্যযুক্ত ভক্তগণের যোগক্ষেম আমিই বহন করিয়া থাকি। যাহারা অন্যদেবভক্ত এবং শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সকল দেবতারই অর্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহারাও আমারই অর্চ্চনা করে। তবে তাহাদিগের ঐ অর্চ্চন অবিধিপূর্ব্বক জানিতে হইবে; কারণ, তদ্দারা সংসারে গমনাগমন নিবৃত্ত হয় না। আমিই ইন্দ্রাদিরূপে সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু বলিয়া, তত্তদ্দেবতার অর্চ্চনাতে আমারই অর্চ্চনা সিদ্ধ হইলেও, ঐ সকল অন্যদেবতার অর্চ্চনাকারী তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে পারে না, অতএব সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। দেবপূজকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়েন, পিতৃপূজক সকল পিতৃলোক সকলকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং মৎপূজক সকল আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা কিছু অর্পণ করে, আমি সেই শুদ্ধাশয় ভক্তের প্রীত্যর্পিত সেই বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকি। যে কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হবন কর, যাহা কিছু দান কর, যে কিছু তপস্যা কর, সেই সকল যাহাতে আমাতে অর্পণ হয়, সেইরূপ কর। এইরূপ করিতে করিতে তুমি সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (১৫৮) হইয়া শুভাশুভফলক কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং বিমুক্তির পর আমাকে লাভ করিবে। আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী; আমার দ্বেষ্য নাই, প্রিয়ও নাই। কিন্তু যাহারা আমাকে ভজন করে, তাহারা অনুরাগ বশতঃ আমাতে অবস্থান করে, এবং আমিও অনুরাগবশতঃ তাহাদিগের অন্তরে অবস্থান করিয়া থাকি। মদেকাশ্রী ব্যক্তি যদি অতিশয় দুরাচার হইয়াও আমার ভজন করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে; কারণ, তাহার মদেকনিষ্ঠারূপ সম্যক্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মিয়াছে। তাহার ঐ নিষ্ঠা

(১৫৮) আমাতে কর্ম্মার্পণরূপ সন্ন্যাসই যোগ, তদ্যুক্ত হইয়াছে আত্মা অর্থাৎ চিত্ত যাহার।

শাস্ত্রীয়া না হওয়াতেই প্রমাদ বশতঃ দুরাচারতা ঘটিলেও, তদবস্থায় যে আমাকে ভজন করে, সে সত্বর সদাচারপরায়ণ হয়, এবং পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিয়া শান্তি লাভ করে। আমার ভক্ত সুদুরাচার হইলেও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না, ইহা তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার। সহজদুরাচার চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতি এবং স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রও যদি আমার শরণাগত হয়, তবে পরা সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকে। সদাচার ব্রাহ্মণ সকল বা ভক্ত রাজর্ষি সকল যে পরা গতি লাভ করেন, তদ্বিষয়ে বক্তব্য কি? অতএব তুমি এই নশ্বর অসুখকর মনুষ্যলোকে আসিয়া আমার ভজন কর। মন্মনা মদ্ভক্ত ও মদর্চ্চনপর হও। আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে দেহ ও মন আমাতে অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

দশম অধ্যায়।

বিভূতিযোগ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, মহাবাহো, পুনর্ব্বার আমার উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ কর; তুমি আমার প্রিয় বলিয়া, ইহা আমি তোমার হিতার্থ বলিতেছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ আমার প্রভুরূপে প্রাদুর্ভাব জানেন না; সনকাদি মহর্ষিগণও জানেন না; কারণ, আমি দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্ব্বপ্রকারেই আদি। যিনি আমাকে অনাদি অজ ও সর্ব্বলোকমহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মনুষ্যলোকের মধ্যে মোহরহিত হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। বুদ্ধি, জ্ঞান, অব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ, অযশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল ভূতগণ আমার সকাশ হইতেই লাভ করিয়া থাকেন। ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ও তৎপূর্ব্বতন সনকাদি চারি মহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মনু মচ্চিন্তনপরায়ণ হইয়া আমার মন প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন

হইয়াছেন। এই সকল লোক ইহাঁদেরই প্রজাবর্গ। যিনি আমার এই বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য এবং যোগ বা অনাদিত্বাদিগুণসম্বন্ধ যথার্থরূপে অবগত হয়েন, তিনি যে মদ্ভক্তিলক্ষণ স্থির যোগ লাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি সকলের উৎপত্তিকারণ, আমা হইতেই সকল প্রবৃত্ত হয়, ইহা জানিয়া, জ্ঞানী সকল প্রেমসহকারে আমার ভজন করেন। মচ্চিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ সেই জ্ঞানী সকল পরস্পর ভাব-বিনিময় ও সর্ব্বদা মদ্বিষয়ক কথোপকথন করিয়া পরিতুষ্ট হয়েন ও আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। নিত্য মদ্‌যোগাভিলাষী ও প্রীতিসহকারে আমার ভজনকারী সেই সকল জ্ঞানীকে আমি তাদৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগকে অনুকম্পা করিবার নিমিত্তই আমি তাঁহাদিগের মনোবৃত্তিতে আরূঢ় হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া থাকি।

অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি পরব্রহ্ম, পরম ধাম ও পরম পবিত্র। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস ও অপরাপর মুনিগণ আপনাকে আদিদেব, অজ, সর্ব্বগত, নিত্য, দিব্য পুরুষ বলিয়া থাকেন, এবং আপনি স্বয়ংও আপনাকে আমার নিকট এইরূপই বলিতেছেন। আপনি যাহা কিছু আমাকে বলিতেছেন, আমি সে সকলই সত্য বলিয়া মনে করিতেছি; কারণ, আপনার প্রকাশ কি দেবতারা কি অসুরেরা কেহই জানেন না। ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে, পুরুষোত্তম, আপনি স্বয়ংই আপনাকে বিদিত আছেন। আপনি আপনার যে সকল বিভূতির সহিত এই লোক সকল ব্যাপিয়া আছেন, ঐ উৎকৃষ্ট বিভূতি সকল নিঃশেষে কীর্ত্তন করুন। আমি আপনাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া কিরূপে বিদিত হইব? আর কোন্ কোন্ পদার্থেই বা আপনাকে স্মরণ করিব? আপনার বিভূতি ও যোগ পুনর্ব্বার সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন; কারণ, অমৃতস্বরূপ আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, কুরুপ্রধান, দুঃখের বিষয় এই যে, আমার উৎকৃষ্ট বিভূতি সকলের অন্ত নাই; অতএব আমি আমার ঐ সকল

বিভূতি তোমাকে প্রধানতঃ বলিব। আমি কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষরূপে প্রকৃতির, গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষরূপে সমষ্টিবিরাটের এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষরূপে ব্যষ্টিবিরাটের অন্তরে অবস্থিত, অন্তর্যামী পরমাত্মা; ভূত সকলের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণও আমিই। আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু; জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে অংশুমান্ সূর্য্য; মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি; নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। আমি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ; দেবতা সকলের মধ্যে ইন্দ্র; ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মন; প্রাণী সকলের মধ্যে চেতনা। আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর; যক্ষগণ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের; বসুগণের মধ্যে পাবক; পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু। আমি পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি; সেনানীগণের মধ্যে স্কন্দ; জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু; বাক্য সকলের মধ্যে একাক্ষর ওঙ্কার; যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ; স্থাবর সকলের মধ্যে হিমালয়। আমি বৃক্ষ সকলের মধ্যে অশ্বত্থ; দেবর্ষি সকলের মধ্যে নারদ; গন্ধর্ব্ব সকলের মধ্যে চিত্ররথ; সিদ্ধ সকলের মধ্যে কপিল। আমি অশ্ব সকলের মধ্যে সমুদ্রমন্থনোত্থিত উচ্চৈঃশ্রবা; গজেন্দ্র সকলের মধ্যে ঐরাবত; মনুষ্যগণের মধ্যে নরপতি। আমি আয়ুধ সকলের মধ্যে বজ্র; ধেনু সকলের মধ্যে কামধেনু; সন্তানোৎপাদকদিগের মধ্যে কাম; সর্পগণের মধ্যে বাসুকি। আমি নাগদিগের মধ্যে অনন্ত; জলচরদিগের মধ্যে বরুণ; পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা; দণ্ডধারিগণের মধ্যে যম। আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ; বশীকারকদিগের মধ্যে কাল; মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র; পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়। আমি বেগশালীদিগের মধ্যে পবন; শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে পরশুরাম; মৎস্যজাতির মধ্যে মকর; স্রোতস্বিনীদিগের মধ্যে জাহ্নবী। আমি সৃষ্টি সকলের আদি অন্ত ও মধ্য। আমি বিদ্যা সকলের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা এবং বাদিগণের মধ্যে বাদ। আমি অক্ষর সমূহের মধ্যে অকার; সমাসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব। আমি অক্ষয় কাল ও চতুর্ম্মুখ বিধাতা। আমি সর্ব্বহর মৃত্যু; প্রাণীদিগের ছয় বিকারের

মধ্যে জন্মাখ্য প্রথম বিকার; নারী সকলের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। আমি সাম সকলের মধ্যে বৃহৎসাম এবং ছন্দঃ সকলের মধ্যে গায়ত্রী। আমি মাস সকলের মধ্যে অগ্রহায়ণ ও ঋতু সকলের মধ্যে বসন্ত। আমি ছলনাকারীদিগের দ্যূত; তেজস্বী-দিগের তেজ; জেতৃগণের জয়; উদ্যমশালীদিগের উদ্যম; বল-শালীদিগের বল। আমি যাদবগণের মধ্যে বসুদেবতনয়; পাণ্ডব-গণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে দ্বৈপায়ন; জ্ঞানিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য। আমি দমনকারীদিগের দণ্ড; জিগীষুদিগের নীতি; গোপ্য সকলের মধ্যে গোপনোপায় মৌন। আমি জ্ঞানীদিগের জ্ঞান। সর্ব্বভূতের যাহা কিছু বীজ, তাহাই আমি। আমা ভিন্ন যে কিছু চরাচর বস্তু আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা বস্তুতঃ নাই। এই সংসারে বিভূতিযুক্ত, সম্পত্তিসমন্বিত ও প্রভাবাদিবিশিষ্ট যে যে বস্তু আছে, সে সকলকেই আমার শক্তিশেলসম্ভূত জানিও। ধনঞ্জয়, এই পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? এই নিখিল জগৎ আমি আমার পুরুষাখ্য এক অংশ দ্বারা উৎপাদন ধারণ ব্যাপ্ত ও পালন করিয়া অবস্থান করিতেছি।

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ দর্শন।

অর্জ্জুন বলিলেন, ভগবন্, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে পরম গুহ্য অধ্যাত্মসংজ্ঞিত বাক্য বলিলেন, তদ্দ্বারা আমার এই মোহ বিগত হইল। আমি আপনার নিকট হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয় বারংবার শুনিয়াছি, এবং এক্ষণে আপনার অব্যয় মাহাত্ম্যও শ্রবণ করিলাম। আপনি আপনাকে যেরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন, ইহা এইরূপই, তদ্বিষয়ে আমার সংশয়ের লেশমাত্রও নাই, তথাপি আমি আপনার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে অভিলাষী

হইতেছি। প্রভো, যদি ঐ রূপ আমার দর্শনের যোগ্য মনে করেন, তবে আমাকে আপনার ঐ অব্যয় রূপ দেখান।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, পার্থ, নানাবর্ণাকারসমন্বিত নানাবিধ শত-সহস্র আমার দিব্য রূপ সকল দর্শন কর। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্গণ দর্শন কর। আবার অদৃষ্টপূর্ব্ব বহু বহু আশ্চর্য্য রূপ সকল দর্শন কর। আমার এই দেহে একত্র স্থিত সমস্ত সচরাচর জগৎ এবং অপর যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয়, সেই সকলই, আজ দর্শন কর। তুমি তোমার নিজের এই চক্ষু দ্বারা আমাকে দর্শন করিতে পারিবে না; অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি; ঐ চক্ষু দ্বারা আমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন কর।

সঞ্জয় বলিলেন, রাজন্, মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া পার্থকে পরম ঐশ্বর রূপ দর্শন করাইলেন। ঐ রূপ অনেক-নয়ন-বিশিষ্ট, অনেকাদ্ভুতদর্শনান্বিত, অনেকদিব্যাভরণযুক্ত, অনেক-দিব্য-সমুদ্যত-প্রহরণ-সম্পন্ন, দিব্যমাল্যাম্বরধর, দিব্যগন্ধানুলেপনসমন্বিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, দীপ্ত, অনন্ত ও সর্ব্বতোমুখ। যদি আকাশে কখন সহস্র সূর্য্যের প্রভা যুগপৎ উত্থিত হয়, তবে সেই প্রভা ঐ মহাত্মার প্রভার সদৃশ হইতে পারে। তখন অর্জ্জুন ঐ দেবদেবের শরীরে অনেকধা প্রবিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্র অবস্থিত দর্শন করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় বিস্মিত ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন বলিলেন, দেব, আমি তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূতবিশেষ, দিব্য ঋষিগণ, উরগগণ, কমলাসন ব্রহ্মা ও তদন্তর্যামী পুরুষকেও দর্শন করিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আমি তোমাকে অনেক-বাহু-সমন্বিত, অনেকোদরযুক্ত, অনেকবদনান্বিত ও অনেক-নয়ন-বিশিষ্ট দর্শন করিতেছি; তুমি অনন্ত রূপ ধারণ পূর্ব্বক আমার চারিদিকে বিরাজ করিতেছ; কিন্তু আমি তোমার আদি অন্ত বা মধ্য কিছুই দেখিতেছি না। তুমি প্রদীপ্ত অনল ও অর্কের ন্যায়

দ্যুতিসম্পন্ন, সর্ব্বতঃ দীপ্তিশালী, অপ্রমেয়তেজোরাশিস্বরূপ, অতএব দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও, আমি তোমার প্রসাদে তোমাকে চারিদিকে কিরীট-ধারী, গদাধারী, চক্রধারী দর্শন করিতেছি। জ্ঞাতব্য যে পরম অক্ষর ব্রহ্ম, তাহা তুমিই। তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়; তুমি অব্যয় ও সনাতনধর্ম্মপালক; তুমি পুরাণ পুরুষ। আমি তোমাকে আদিমধ্যান্ত-রহিত, অনন্তবীর্য্য, অনন্তবাহু, শশিসূর্য্যনেত্র প্রদীপ্তহুতাশনবদন ও স্বীয় তেজ দ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতে দেখিতেছি। তুমি একাকী নিশ্চয় এই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষকে ও দিক্ সকলকে ব্যাপ্ত করিতেছ। তোমার এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়া লোকত্রয় প্রব্যথিত হইতেছে। ঐ দেবতা সকল তোমাকেই আশ্রয় করিতেছেন; কেহ কেহ ভীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতে-ছেন; মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট স্তব দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, ও সিদ্ধ প্রভৃতি সকলকেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। তোমার বহু-বদন-নয়ন-সমন্বিত, বহু-বাহু-উরু-চরণ-যুক্ত, বহু-উদর-বিশিষ্ট, বহু-দশন-ভয়ঙ্কর মহৎ রূপ দর্শন করিয়া লোক সকল অতিশয় ভীত হইয়াছে এবং আমিও তদ্রূপ অত্যন্ত ভীত হই-য়াছি। তোমার গগনস্পর্শী, প্রদীপ্ত, অনেকবর্ণযুক্ত, প্রসারিতবদনা-ন্বিত, দীপ্ত-বিশাল-নেত্র-বিশিষ্ট এই রূপ দর্শন করিয়া আমার অন্তরাত্মা অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে; আমি আর ধৈর্য্যধারণ বা শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। দংষ্ট্রা দ্বারা করাল ও কালানলসদৃশ তোমার মুখ সকল দর্শন করিয়াই আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি, এবং কি করিলে সুখী হইতে পারি, তাহাও বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি; অতএব হে জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। ঐ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, নরপতিসমূহের সহিত, এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ, অস্মৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গের সহিত, দ্রুতবেগে তোমার ভীষণ-দশন-সমন্বিত ভয়ঙ্কর মুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ চূর্ণিত-

মস্তক হইয়া তোমার দন্তসন্ধিসমূহের অভ্যন্তরে বিলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে। যেরূপ অনেকপথপ্রবৃত্ত নদীসমূহের বারিপ্রবাহ সকল সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, তদ্রূপ এই নরলোকবীর সকল সর্ব্বদিকে দীপ্যমান তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে। যেমন পতঙ্গ সকল প্রবৃদ্ধবেগে নাশের নিমিত্ত প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ লোক সকলও প্রবৃদ্ধবেগে নাশার্থই তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে। তুমি প্রজ্জ্বলিত বদনসমূহ দ্বারা লোক সকলকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চারিদিকেই ভক্ষণ করিতেছ। তোমার দীপ্তি সকল তীব্র হইয়া তেজ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া তাপ প্রদান করিতেছে। ঐ উগ্ররূপ তুমি কে, আমাকে বল। তোমাকে নমস্কার। দেববর, প্রসন্ন হও। আদিভূত তোমাকে বিশেষরূপে বিদিত হইতে ইচ্ছা করি; কারণ, তোমার চেষ্টাও বুঝিতে পারিতেছি না।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধকালরূপী আমি লোক সকলকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত এই লোকে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি তোমাদের কয়েকটি ভিন্ন উভয়পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধারই ক্ষয়সাধন করিব। তুমি উত্থিত হও; যশ লাভ কর; শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর; আমি ইতিপূর্ব্বেই সকলকে বিনাশ করিয়া রাখিয়াছি; হে সব্যসাচিন্, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও। তুমি মৎকর্ত্তৃক নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অপরাপর যোধবীরদিগকে সংহার কর, ব্যথিত হইও না। তুমি রণে শত্রুকুল জয় করিবে, যুদ্ধ কর।

সঞ্জয় বলিলেন, কেশবের এই কথা শ্রবণ করিয়া কম্পমান্ অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক অতিভয়াকুলচিত্তে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া পুনশ্চ গদ্গদবচনে বলিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন বলিলেন, হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া জগৎ বিশেষ হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়; রাক্ষসগণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে; সিদ্ধগণ নমস্কার করিয়া থাকে। অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস, মহাত্মন্, ব্রহ্মা হইতেও গুরুতর ও আদিকর্ত্তা তোমাকে তাহারা

কেন না নমস্কার করিবে ? কার্য্য, কারণ, প্রকৃতি ও তৎসংসৃষ্ট জীব হইতে উৎকৃষ্ট ও ভিন্ন যে মুক্ত জীব, তাহাও তুমিই। তুমি আদি-দেব, পুরাণপুরুষ ; তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় ; তুমি বেত্তা, বেদ্য এবং পরম ধাম ; তুমি এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া রাখিয়াছ। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ ; অতএব তোমাকে সহস্রবার নমস্কার ; পুনশ্চ তোমাকে সহস্রবার নমস্কার ; পুনর্ব্বার তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার। তোমার সম্মুখে নমস্কার ; অনন্তর তোমার পশ্চাতে নমস্কার ; হে সর্ব্ব, তোমার সকল দিকেই নমস্কার। হে অনন্তবীর্য্য, তুমি অমিতবিক্রম ; তুমি সকলকে ব্যাপিয়া আছ ; অতএব তুমিই সকল। তোমার এই মহিমা না জানিয়া আমি প্রমাদবশতঃ অথবা প্রণয়প্রযুক্ত সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, প্রভৃতি হঠাৎ যে সকল সম্বোধন করিয়াছি, এবং বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজন প্রভৃতি সময়ে অন্যের অসাক্ষাতে বা সখাগণের সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে তোমাকে যে কিছু তিরস্কার করিয়াছি, সেই সকল ক্ষমা কর। তোমার প্রভাব অবিতর্ক্য ও অপ্রমেয়। তুমি চরাচরের জনক। তুমি পূজ্য, গুরু ও গুরুতর। এই লোকত্রয়ে তোমার সমান কেহই নাই ; তোমা হইতে অধিক আর কে হইবে ? হে স্তবনীয় দেব, আমি দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রণতিপুরঃসর তোমাকে প্রসাদিত করিতেছি। পুত্রের অপরাধ পিতার ন্যায়, সখার অপরাধ সখার ন্যায় ও প্রিয়ার অপরাধ প্রিয়ের ন্যায় আমার অপরাধ তুমি সহ্য কর। তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি ; ভয়েও আমার মন বিচলিত হইতেছে ; অতএব তোমার সেই মদভীষ্ট নিজ রূপ আমাকে দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে পূর্ব্ববৎ কিরীটধারী গদাধারী ও চক্রপাণি দেখিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে বিশ্বমূর্ত্তে, তোমার সেই প্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ রূপ ধারণ পূর্ব্বক পুনশ্চ প্রাদুর্ভূত হও।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, অর্জ্জুন, আমি প্রসন্ন হইয়া আমার স্বীয়

অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা তোমার প্রার্থনানুসারে এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত ও আদিভূত পারমেশ্বর রূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম। আমার এই রূপ তোমা ভিন্ন অপর কেহ পূর্ব্বে দর্শন করে নাই। ভক্তি ব্যতিরেকে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র তপস্যা দ্বারাও আমার এই রূপ দর্শন করা যায় না। তোমা ভিন্ন অপর কেহ এই মনুষ্য-লোকে আমার এই রূপ দর্শন করিতে পারে না। আমার এই ঘোরতর রূপ দর্শন করিয়া তোমার ব্যথা ও বিমূঢ়ভাব দূরীভূত হউক। তুমি বিগতভয় ও প্রীতমনা হইয়া আমার এই চতুর্ভুজ রূপই পুনশ্চ দর্শন কর।

সঞ্জয় বলিলেন, মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার সেই স্বীয় চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাইলেন, এবং ঐ শান্ত রূপ পুনশ্চ গ্রহণ করিয়া ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন।

অর্জ্জুন বলিলেন, জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শন করিয়া আমি সম্প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়াছি, এবং স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছি। শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমার এই যে সুদুর্দ্দর্শ রূপ তুমি দর্শন করিলে, এই রূপ দেবতারাও নিত্য দর্শন করিতে অভিলাষ করেন। বেদ, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ দ্বারা আমার এই রূপ দর্শন করা যায় না। কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই আমাকে এইরূপে স্বরূপতঃ জানিতে দেখিতে বা লাভ করিতে পারা যায়। মৎকর্ম্মকারী, মৎপরায়ণ, সঙ্গরহিত ও সর্ব্বভূতে বৈরশূন্য আমার ভক্ত সকলই আমাকে লাভ করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তিযোগ।

অর্জ্জুন বলিলেন, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সতত সমাহিত হইয়া যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর জীব-স্বরূপের উপাসনা করেন, তদুভয়শ্রেণীর যোগীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীর যোগীরা যোগবিত্তম ?

শ্রীভগবান বলিলেন, যে সকল যোগী আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া নিত্য সমাহিত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যোগবিত্তম। আর সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি যে সকল যোগী ইন্দ্রিয় সকল সম্যক্ নিয়মিত করিয়া অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বগামী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও স্থির জীবস্বরূপের উপাসনা করেন, সর্ব্বভূতহিতে রত সেই সকল যোগীও আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন। তবে অতিশয় সূক্ষ্ম নীরূপ জীবাত্মার সমাধিতে নিরতচিত্ত যোগীদিগের অধিকতর ক্লেশ হয়; কারণ, দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগের জীবাত্মবিষয়িণী মনোবৃত্তি অতিকষ্টেই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ এবং অনন্যভক্তিযোগ দ্বারা আমার ধ্যানে রত হইয়া আমার উপাসনা করেন, আমি আমাতে আবেশিতচিত্ত সেই সকল যোগীর সম্বন্ধে অচিরেই সংসারসার হইতে উদ্ধারকর্ত্তা হইয়া থাকি। তুমি আমাতেই মন স্থাপন কর; আমাতেই বুদ্ধি নিবেশিত কর; নিরন্তর আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে পারিলে দেহান্তে আমাকেই লাভ করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। যদি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাধান করিতে না পার, তবে ক্রমশঃ আমাতে চিত্তসমাধানরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে লাভ করিতে যত্ন কর। উক্তপ্রকার অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। আমার নিমিত্ত কর্ম্ম সকল আচরণ করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিবে। যদি ইহাতেও অসমর্থ হও, তবে মদেকাশ্রয় হইয়া সংযতচিত্তে সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ কর। অসমর্থপক্ষে, ক্রমশঃ চিত্তসমাধান রূপ অভ্যাসযোগ হইতে স্বাত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; তাদৃশ জ্ঞান হইতে স্বাত্মচিন্তনরূপ ধ্যান শ্রেষ্ঠ; তাদৃশ ধ্যান হইতে মদুদ্দেশে কর্ম্মের অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ; তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ; কারণ, কর্ম্মফলত্যাগের পর বিঘ্নাপগমে সমাধিলক্ষণা শান্তি আপনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, মমতারহিত নিরহঙ্কার, সমদুঃখসুখ, ক্ষমাবান্, সতত সন্তুষ্ট, যোগযুক্ত, সংযতচিত্ত, দৃঢ়নিশ্চয় ও মদর্পিত-

মনোবুদ্ধি ভক্তই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে কেহ উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি কোন লোক হইতে উদ্বিগ্ন হয়েন না, এবং যিনি হর্ষ, রোষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি অপেক্ষারহিত, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথারহিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি প্রিয়বস্তুর লাভে হৃষ্ট হয়েন না, যিনি অপ্রিয় বিষয়ের উপস্থিতিতে দ্বেষ করেন না, যিনি ইষ্টনাশে শোক করেন না, যিনি অপ্রাপ্ত বিষয় আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি শুভ ও অশুভ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি শত্রুতে ও মিত্রে, মানে ও অপমানে, শীতে ও উষ্ণে, সুখে ও দুঃখে সমদর্শী, যিনি সঙ্গবিবর্জ্জিত, তুল্যনিন্দাস্তুতি, মৌনী, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, গৃহাসক্তি-রহিত ও স্থিরমতি, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যাহারা যথোক্ত অমৃতত্বসম্পাদক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা শ্রদ্ধাসমন্বিত ও মদেকনিরত, সেই সকল ভক্ত আমার অতিশয় প্রিয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ।

অর্জ্জুন বলিলেন, কেশব, প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই সকলের তত্ত্ব বিদিত হইতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়। আর যিনি ইহাকে জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। সর্ব্বক্ষেত্রের বেত্তা আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, তাহাই আমার মতে জ্ঞান। এক্ষণে সেই ক্ষেত্র যদদ্রব্যাত্মক, যদাশ্রয়ভূত, যে সকল বিকারবিশিষ্ট, যে কারণ হইতে উৎপন্ন, উহার যে প্রয়োজন, উহা যৎস্বরূপ, আর জীবাত্মরূপ ও পরমাত্মরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ যৎস্বরূপ ও যাদৃশ-প্রভাবসমন্বিত, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। পরাশ-

রাদি ঋষিগণ বিবিধ বেদবাক্য দ্বারা ও যুক্তিযুক্ত, অসন্দিগ্ধপ্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সেই ক্ষেত্রাদিস্বরূপ সবিস্তারে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গোচর রূপাদি পঞ্চ তন্মাত্র, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ও চেতনাশ্রয় জড়দেহ, এই গুলির নাম ক্ষেত্র। অমানিত্ব অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, আচার্য্যসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, চিত্তসংযম, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে বৈরাগ্য, অনহঙ্কার, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি সম্বন্ধীয় দুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, পুত্র, দারা ও গৃহ প্রভৃতিতে অনাসক্তি, পুত্রাদিজনিত সুখদুঃখাদিতে অনভিনিবেশ, ইষ্টানিষ্টলাভে সর্ব্বদা হর্ষবিষাদরাহিত্য, অনন্যযোগে আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জনবাস, লোকসমাজে অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞানের নিত্যত্ব, তত্ত্বজ্ঞানলাভের চিন্তা, এই গুলিই জ্ঞান বা জ্ঞানোপায়; এতদ্ভিন্ন যাহা কিছু, তাহাই অজ্ঞান বা জ্ঞানবিরোধি। অতঃপর উক্ত জ্ঞান দ্বারা যাহা জ্ঞেয়, তাহাই বলিতেছি। অনাদি, মদাশ্রিত, কার্য্যকারণের অতীত, ব্রহ্মশব্দবাচ্য, বিশুদ্ধ জীব জ্ঞেয় বস্তু। আর সর্ব্বদিকে যাঁহার পাণি ও পাদ, সর্ব্বদিকে যাঁহার অক্ষি, শির ও মুখ, সর্ব্বদিকে যাঁহার শ্রবণ, এবং যিনি সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই পরমাত্মা জ্ঞেয় বস্তু। পরমাত্মা সমগ্র ইন্দ্রিয় ও গুণ দ্বারা দাপ্ত, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, অসক্ত, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ ও গুণভোক্তা। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, তিনি চর ও অচর, তিনি সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়, তিনি দূরস্থ ও সমীপস্থ। তিনি অবিভক্ত হইয়াও পরস্পর ভিন্ন ভূত সকলে বিভক্তের ন্যায় স্থিত; তিনি উহাদের পালক উৎপাদক ও সংহারক। তিনি জ্যোতিষ্কগণেরও প্রকাশক, প্রকৃতির অতীত, চিদেকরস, জানিবার বিষয়, জ্ঞানপ্রাপ্য ও সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তৃস্বরূপে স্থিত। এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বলা হইল। আমার ভক্ত এইগুলি বিদিত হইয়া আমার স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন। প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই অনাদি। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার ও সুখদুঃখাদি গুণ সকল প্রকৃতি হইতে

উহার কারণভূত সুখদুঃখাদিসাধন ইন্দ্রিয়বর্গ এবং উহাদের তদাকার পরিণামরূপ কর্তৃত্ব, ইহাদের হেতু প্রকৃতি ; আর তজ্জনিত সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্বের হেতু পুরুষ। পুরুষ অর্থাৎ জীব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়াই প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদি গুণ সকল উচ্চ ও নীচ যোনিসমূহে ভোগ করিয়া থাকেন। গুণ অর্থাৎ গুণময় বিষয়ের সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহাই ভোগের কারণ। এই দেহে জীব হইতে ভিন্ন যে পুরুষ আছেন, তিনি সাক্ষী, অনুমোদনকর্ত্তা, ধারক, পালক ও মহেশ্বর পরমাত্মা। যিনি এইরূপে জীবাত্মা, পরমাত্মা ও গুণসমূহের সহিত প্রকৃতিকে বিদিত হয়েন, তিনি সর্ব্বথা ব্যবহারসম্পর্কে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন না। কেহ কেহ অন্তঃস্থ পরমাত্মাকে জ্ঞানগর্ভিত ধ্যান (১৫৯) দ্বারা, কেহ কেহ ধ্যানগর্ভিত জ্ঞান (১৬০) দ্বারা, কেহ কেহ জ্ঞানগর্ভিত অষ্টাঙ্গযোগ (১৬১) দ্বারা, কেহ কেহ জ্ঞানগর্ভিত বা ধ্যানগর্ভিত কর্ম্মযোগ (১৬২) দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। অপর লোক সকল কিন্তু এই সকল উপায় না জানিয়া অপরের নিকট হইতে শুনিয়াই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ঐ সকল শ্রবণপরায়ণ ব্যক্তি এবং তৎসঙ্গিগণও ক্রমশঃ ঐ সকল উপায় বিদিত হইয়া ও তদনুগত অনুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। স্থাবর অথবা জঙ্গম যে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, সে সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই জানিবে। বিনাশশীল সমুদায় ভূতে সমভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরকে যিনি অবিনশ্বর দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী হয়েন। যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁহার অধঃপতন হয় না ; তিনি অন্তে পরা গতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি কর্ম্ম সকল সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতি কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ ও আত্মাকে অকর্ত্তা দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী। যিনি যখন ভূতগণের পার্থক্যকে একমাত্র প্রকৃতিতে স্থিত দর্শন করেন,

(১৫৯) ভক্তিপ্রধান জ্ঞান। (১৬০) জ্ঞানপ্রধান ভক্তি। (১৬১) যোগপ্রধান জ্ঞান। (১৬২) কর্ম্মপ্রধান জ্ঞান বা ভক্তি।

এবং ঐ প্রকৃতি হইতেই উহাদের বিস্তার দর্শন করেন, তিনি তখন স্বাত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। এই জীবাত্মা শরীরস্থ হইয়াও অনাদি বলিয়া পরম অব্যয় এবং নির্গুণ বলিয়া কিছুই করেন না ও কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না। যেমন আকাশ সর্ব্বগত হইয়াও সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহে অবস্থিত হইয়াও দেহধর্ম্মে উপলিপ্ত হয়েন না। যেমন এক সূর্য্য এই সমস্ত লোক প্রকাশ করে, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষ সকলের মোক্ষ বিদিত হয়েন, তাঁহারা পরম পদ লাভ করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুণত্রয়বিভাগযোগ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, যে জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ এই লোক হইতে পরা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, আমি তোমাকে সেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞান পুনর্ব্বার উপদেশ করিতেছি। এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করেন, তাঁহারা সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হয়েন না, বা প্রলয়কালেও দুঃখ ভোগ করেন না। মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি আমার যোনি অর্থাৎ গর্ব্ভাধানস্থান। আমি ঐ মহৎ ব্রহ্মে গর্ব্ভাধান করিয়া থাকি। ঐ গর্ব্ভাধান হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সকল যোনিতে যে সমুদায় শরীর উৎপন্ন হয়, মহৎ ব্রহ্মই সেই সকলের যোনি অর্থাৎ মাতা এবং আমি বীজপ্রদ পিতা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি প্রকৃতিসম্ভূত গুণ দেহে স্থিত অব্যয় দেহীকে বন্ধন করে। তন্মধ্যে নির্ম্মলত্ব হেতু প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানব্যঞ্জক এবং অনাময় অর্থাৎ সুখব্যঞ্জক সত্ত্বগুণ জ্ঞানসঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞানাভিমান ও

সুখসঙ্গ অর্থাৎ সুখাভিমান দ্বারা দেহীকে বন্ধন করে। অনুরঞ্জনত্ব হেতু রাগাত্মক অর্থাৎ উপায়রাগব্যঞ্জক ও উপেয়রাগব্যঞ্জক রজোগুণ উপায়োপেয়বিষয়ক কর্ম্মাভিলাষ দ্বারা দেহীকে বন্ধন করে। অজ্ঞানজত্ব হেতু সর্ব্বজীবের মোহনকারক তমোগুণ অকার্য্যপ্রবৃত্তিরূপ প্রমাদ বা অনবধানতা, কার্য্যাপ্রবৃত্তিরূপ আলস্য বা অনুদ্যম এবং তদুভয়-রাহিত্যরূপ নিদ্রা বা অবসাদ দ্বারা দেহীকে বন্ধন করে। সত্ত্বগুণ লৌকিকবস্তুবিষয়ক জ্ঞানের উৎপাদন দ্বারা সুখে, রজোগুণ অভি-লাষোৎপাদন দ্বারা কর্ম্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানের আবরণ দ্বারা প্রমাদা-দিতে লিপ্ত করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ রজোগুণ ও তমোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে এবং তমোগুণ সত্ত্বগুণ ও রজো-গুণকে অভিভব করিয়া আবির্ভূত হয়। এই দেহে যখন সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশস্বভাব জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন ঐ জ্ঞানরূপ লিঙ্গ দ্বারা সত্ত্বগুণের পরিবৃদ্ধি বুঝা যায়। রজোগুণ বিবৃদ্ধ হইলে, লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম সকলের আরম্ভ, অশান্তি ও বিষয়স্পৃহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি এবং প্রমাদ ও মোহ, এইগুলি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ বৰ্দ্ধিত হইলে, যদি দেহীর মরণ হয়, তাহা হইলে, সে হিরণ্যগর্ভাদিদেবোপাসকদিগের নির্ম্মল লোক সকল প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে, যদি দেহীর মরণ হয়, তবে সে মৃত্যুর পর কাম্যকর্ম্মাসক্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। আর তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে, যদি কাহারও মরণ হয়, সে মৃত্যুর পর পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্ম লাভ করে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের সুখরূপ নির্ম্মল ফল; রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ; আর তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে। সত্ত্বগুণ-বৃত্তি-নিষ্ঠ লোক সকল ঊর্দ্ধে গমন করেন; রজোগুণ-বৃত্তি-নিষ্ঠ লোক সকল মধ্যলোকে অবস্থান করেন; আর তমোগুণ-বৃত্তি-নিষ্ঠ লোক সকল অধোলোকে গমন করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি যখন গুণ হইতে অতিরিক্ত কর্ত্তা দর্শন করেন না, অথচ আপনাকে গুণাতীত বোধ

করেন, তখন তিনি মদ্ভাব লাভ করেন। জীব দেহধারী হইয়াও দেহোৎপাদক এই তিন গুণকে অতিক্রম পূর্ব্বক জন্ম, মৃত্যু জরা ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন।

অর্জ্জুন বলিলেন, প্রভো, জীব এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করিয়াছেন, ইহা কোন কোন্ চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়? তিনি কিরূপ আচরণ করিয়া থাকেন? আর কোন সাধন দ্বারাই বা এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করেন?

শ্রীভগবান্ বলিলেন, পাণ্ডব, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ, এই তিনটি গুণকার্য্য স্বতঃ সংপ্রবৃত্ত হইলে, যিনি তাহাদের প্রতি দ্বেষ করেন না, বা উহারা নিবৃত্ত হইলে, যিনি উহাদের আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি উদাসীনের ন্যায় থাকিয়া সুখদুঃখাদি গুণকার্য্য দ্বারা বিচালিত হয়েন না, পরন্তু গুণ সকল প্রকাশাদি নিজ নিজ কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, স্থির থাকেন, কোন চেষ্টা করেন না; যিনি সমদুঃখসুখ, স্বস্থ, সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন, তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়, ধীর, তুল্যনিন্দাস্তুতি, তুল্যমানাপমান, তুল্যমিত্রারিপক্ষ ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, তিনিই গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হয়েন। আর যিনি আমাকে ঐকান্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা আশ্রয় করেন, তিনি এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব (১৬৩) লাভের যোগ্য হয়েন। আমি ঐ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম আশ্রয় এবং অব্যয় অমৃতের, শাশ্বত ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখেরও পরম আশ্রয় (১৬৪)।

---

(১৬৩) ব্রহ্মসাধর্ম্ম্য। (১৬৪) আমি অনন্যাপেক্ষ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সমন্বিত স্বয়ং ভগবান্; পরমাত্মা আমার অংশ, ব্রহ্ম আমার ধাম; আমি শক্তি-বর্ণ-লক্ষণ-বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশেষ্য ব্রহ্মের মূলাশ্রয়; আমি পুনরাবৃত্তিলক্ষণ মোক্ষের, মোক্ষোপযোগী সনাতন ধর্ম্মের এবং অব্যভিচারী সুখের পরম আশ্রয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তমযোগ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, কাম্যকর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকল যাহার পত্র, যাহার মূল ঊর্দ্ধে সত্যলোক পর্য্যন্ত বিরূঢ়, যাহার শাখা সকল সত্যলোকের অধঃস্থিত স্বর্গাদিলোকসমূহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যাহা অব্যয়, যাহাকে অশ্বত্থবৃক্ষের স্বরূপে বর্ণনা করা হয়, সেই সংসারবৃক্ষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবেত্তা। রূপাদি বিষয় সকল যাহার পল্লব, সংসারবৃক্ষের সেই শাখা সকল সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া অধঃ ও ঊর্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে; আর মনুষ্যলোকে তাহার কর্ম্মহেতুভূত মূল সকল অধঃ ও ঊর্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এই সংসারে ঐ অশ্বত্থবৃক্ষের রূপ যেরূপ বর্ণন করা হইল, তদ্রূপে কেহই উহাকে উপলব্ধি করিতে পারেন না। উহার নাশও নাই; আদি নাই; স্থিতিও নাই। এই বদ্ধমূল অশ্বত্থকে দৃঢ় অনাসক্তিরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদনানন্তর যে পদে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই পদ অন্বেষণ করা উচিত। যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী জগৎ-প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করি। মানমোহবিবর্জ্জিত, জিতসঙ্গদোষ, আত্মজ্ঞানে স্থিরনিষ্ঠ, বিনিবৃত্তকাম, সুখদুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ্ব সকল হইতে বিমুক্ত ও অজ্ঞতারহিত লোক সকল সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়েন। যে পদ প্রাপ্ত হইয়া যোগী সকল আর নিবৃত্ত হয়েন না, যে পদকে সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করে না, তাহাই আমার পরম ধাম। জীবলোকে নিত্য আমার শক্তিরূপ অংশ, প্রকৃতিস্থ মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে পাদশৃঙ্খলের ন্যায় বহন করিয়া থাকে। দেহাদির অধিপতি ঐ জীব যখন কোন শরীর গ্রহণ করে বা কোন শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক গমন করে, তখন বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধকে লইয়া যায়, তদ্রূপ, এই ইন্দ্রিয় সকলকে লইয়াই গমন করিয়া থাকে। এই জীব শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক, রসন

ও ঘ্রাণ এই সকল বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং মন এই অন্তরিন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকে। দেহ হইতে দেহান্তরে গমনকালে বা শরীরেই অবস্থান পূর্ব্বক বিষয় সকল ভোগ করিবার কালে ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত জীবকে অবিবেকী ব্যক্তি সকল দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞানী সকল দর্শন করিয়া থাকেন। যত্নশীল যোগিগণ এই জীবাত্মাকে দেহে অবস্থিত দর্শন করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ যত্নশীল হইয়াও অবিশুদ্ধচিত্ত ও মন্দবুদ্ধি বলিয়া ইহাঁকে দেখিতে পান না। আদিত্যগত যে তেজ, চন্দ্রে যে তেজ ও অগ্নিতে যে তেজ সমস্ত জগৎ আলোকিত করিতেছে, সে সকল তেজই আমার বলিয়া বিদিত হইবে। আমিই স্বীয় শক্তি দ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূত সকলকে ধারণ করিতেছি; আর আমিই অমৃতময় চন্দ্র হইয়া ওষধি সকলকে পোষণ করিতেছি। আমিই বৈশ্বানর নামক জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণী সকলের দেহ আশ্রয় পূর্ব্বক প্রাণ ও অপানের সহযোগে চতুর্বিধ অন্ন পাক করিতেছি। আমিই সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি। আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও তদপগম হইয়া থাকে। সকল বেদের আমিই বেদ্য। আর বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদবেত্তাও আমিই। লোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে সকল বদ্ধ জীবই ক্ষর, এবং কূটস্থ মুক্ত পুরুষকেই অক্ষর বলা হয়। ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন যে এক উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহাকেই পরমাত্মা বলা যায়। তিনি অব্যয় ঈশ্বর, এবং তিনিই লোকত্রয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক উহাকে পালন করিয়া থাকেন। আমি (১৬৫) ক্ষরেরও অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম; অতএব আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত। এইরূপে সংশয়শূন্য হইয়া যিনি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই ভজন করেন, এবং তদনন্তর সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। ভারত, এই গুহ্যতম শাস্ত্র বলিলাম। ইহা জানিয়া, লোক বুদ্ধিমান্ ও কৃতকৃত্য হয়।

---

(১৬৫) শ্রীভগবান।

ষোড়শ অধ্যায়।

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে পরিনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমান, এইগুলি দৈবী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির লক্ষণ। আর দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কার্কশ্য ও অজ্ঞান, এইগুলি আসুরীসম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির লক্ষণ। দৈবী সম্পদ মোক্ষের নিমিত্ত এবং আসুরী সম্পদ বন্ধের নিমিত্ত হইয়া থাকে। পাণ্ডব, তুমি দৈবী সম্পদের অভিমুখে জন্মিয়াছ, অতএব শোক করিও না। এই লোকে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার মনুষ্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। দৈবসৃষ্টির বিষয় সবিস্তারে বলা হইয়াছে। এক্ষণে অসুরসৃষ্টির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। অসুরস্বভাব লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি জানে না; অতএব ঐ সকল লোকের শৌচ, আচার বা সত্যনিষ্ঠা থাকে না। তাহারা এই জগৎকে ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, আকাশকুসুমের ন্যায় নিরাশ্রয়, ঈশ্বরস্বরূপ উৎপত্তিকারণ হইতে অনুৎপন্ন, স্বভাবজাত ও কামহেতুক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই প্রকার দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া, অল্পবুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানবিরহিত, হিংসাদিকর্ম্মরত ও জগতের শত্রুস্বরূপ সেই সকল লোক ক্ষয়ের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা দুষ্পূর কাম আশ্রয় পূর্ব্বক দম্ভ-মান-মদ-যুক্ত ও অপবিত্রব্রত হইয়া মোহবশতঃ দুরাগ্রহ অবলম্বনে ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা মৃত্যুপর্য্যন্তস্থায়িনী অপরিমেয়া চিন্তা অবলম্বন পূর্ব্বক কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ এবং তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া থাকে। তাহারা শত শত আশাপাশে বদ্ধ এবং কামক্রোধপরায়ণ হইয়া কামভোগার্থ অন্যায় পথে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিয়া

থাকে। আজ আমি এই লাভ করিলাম, আবার এই মনোরথ লাভ করিব, এই ধন আছে, পুনর্ব্বার এই ধন লাভ হইবে, ঐ শত্রুকে সংহার করিয়াছি, অপর শত্রুদিগকেও সংহার করিব,আমি ক্ষমতাশালী, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার তুল্য আর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব, আমি আনন্দলাভ করিব, এই প্রকার অজ্ঞান দ্বারা মোহিত, অনেক বিষয়ে চিত্তের প্রবেশ হেতু বিভ্রান্ত, মোহজালসমাবৃত ও কামোপভোগসমূহে সমাসক্ত ঐ সকল মনুষ্য অপবিত্র নরকে পতিত হইয়া থাকে। তাহারা আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, বিনয়রহিত ও ধনমান-মদান্বিত হইয়া দম্ভ সহকারে নামমাত্র যজ্ঞ দ্বারা স্বকল্পিত দেবতা সকলের অবিধি পূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয় পূর্ব্বক নিজদেহ ও পরদেহে অবস্থিত আমার প্রতি দ্বেষ ও দোষারোপ করিয়া থাকে। আমি সেই দ্বেষকারী ক্রূর ও অশুভ নরাধম সকলকে এই সংসারে আসুরী যোনিতেই পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি। মূঢ় ও জন্মে জন্মে আসুরী যোনিতে উৎপন্ন ঐ লোক সকল আমাকে না পাইয়াই উত্তরোত্তর অধম গতি লাভ করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটি নরকের ত্রিবিধ দ্বার বলিয়া আত্মবিনাশের হেতু; অতএব ঐ তিনটি পরি-ত্যাজ্য। নরকের দ্বারস্বরূপ এই কামাদিত্রয় হইতে মুক্ত ব্যক্তি নিজের যাহাতে মঙ্গল হয়, তদ্রূপ আচরণ করিয়া থাকেন, এবং তদ-নন্তর পরম গতিও লাভ করেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ বা পরম গতি, কিছুই লাভ করিতে পারে না। অতএব কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ বলিয়া এই কর্ম্মভূমিতে শাস্ত্রবিধানোক্ত বিদিত হইয়া কর্ম্ম করা উচিত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ।

অর্জ্জুন বলিলেন, কৃষ্ণ, যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে দেবাদির অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের নিষ্ঠা কীদৃশী ?— সত্ত্ব ? রজঃ ? অথবা তমঃ ?

শ্রীভগবান্ বলিলেন, দেহীদিগের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী, এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। ঐ শ্রদ্ধাও পূর্ব্বসংস্কারজন্য। সকলেরই ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণের অনুরূপ শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। পুরুষমাত্রই ত্রিবিধশ্রদ্ধাপ্রচুর। তন্মধ্যে যিনি যে শ্রদ্ধাপ্রচুর, তাঁহাকে তাদৃশশ্রদ্ধাযুক্ত বলা হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক লোক সকল দেবতাদিগের, রাজস লোক সকল যক্ষগণের ও রাক্ষসগণের এবং তামস লোক সকল প্রেতগণের ও ভূতগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। দম্ভযুক্ত, অহঙ্কারান্বিত ও কাম-রাগ-বল-বিশিষ্ট যে সকল অবিবেকী শরীরস্থ ভূত সকলকে এবং অন্তর্যামী আমাকে দুঃখ দিয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যা করে, তাহাদিগকে অতিশয় ক্রূরকর্ম্মা বলিয়া জানিবে। লোক সকলের আহারও তিন প্রকার। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাও তিন প্রকার। আয়ুর্বৃদ্ধিকর, সত্ত্ববৃদ্ধিকর, বলবৃদ্ধিকর, আরোগ্যবর্দ্ধক, সুখবর্দ্ধক, প্রীতিবর্দ্ধক, সরস, স্নিগ্ধ, স্থায়ী ও মনোহর আহার সকল সাত্ত্বিক লোক সকলের প্রিয়। কটু, অম্ল, লবণাক্ত, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, দুষ্পাচক, ভোজনকালে দুঃখদায়ক, তৎপশ্চাৎ শোকজনক ও রোগোৎপাদক আহার সকল রাজস লোকদিগের প্রিয়। এক প্রহরের অধিক কালের প্রস্তুত, নীরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র ও অভক্ষ্য আহার সকল তামস লোকদিগের প্রিয়। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত পুরুষ সকল কর্ত্তৃক কর্ত্তব্যবোধে চিত্তসমাধান পূর্ব্বক বিধিবাক্যানুসারে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলা হয়। ফলাভিসন্ধান পূর্ব্বক অথবা দম্ভ সহকারে অনুষ্ঠিত যজ্ঞই রাজস যজ্ঞ। শাস্

বিধিবিরহিত, অন্নদানবর্জ্জিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণারহিত ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞই তামস যজ্ঞ। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সকলের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এই সকলের নাম শারীর তপস্যা। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য ও বেদাভ্যাসের নাম বাঙ্ময় তপস্যা। চিত্তপ্রসাদ, অক্রূরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও অকাপট্য, এই গুলির নাম মানস তপস্যা। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, একাগ্রচিত্ত মনুষ্য সকল পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে শারীর, বাঙ্ময় ও মানস তপস্যা করেন, সেই ত্রিবিধ তপস্যাকেই সাত্ত্বিক তপস্যা বলা যায়। সৎকার, মান ও পূজার নিমিত্ত দম্ভ সহকারে অনুষ্ঠিত তপস্যার নাম রাজস তপস্যা। এই রাজস তপস্যা চঞ্চল ও অনিশ্চিতফল। অবিবেক-জনিত দুরাগ্রহ সহকারে অথবা অন্যের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার পীড়ন পূর্ব্বক যে তপস্যা করা হয়, তাহাকেই তামস তপস্যা বলা যায়। কর্ত্তব্যবোধে অনুপকারী ব্যক্তিকে অথবা দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে। প্রত্যুপকারের আশায় অথবা স্বর্গাদিফলের আকাঙ্ক্ষায় পশ্চাত্তাপ সহকারে যে দান দেওয়া হয়, তাহাই রাজস দান। আর দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া বা অনুপযুক্ত পাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা হয়, তাহাকে তামস দান বলে। শিষ্ট ব্যক্তি ওঁ তৎ সৎ এই ত্রিবিধ ব্রহ্মের নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ ত্রিবিধ নাম নির্দ্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সকল সৃষ্টির আদিতে বিহিত হইয়াছে। অতএব ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিগণের বিধা-নোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম সকল প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তৎ এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ফলাভিসন্ধি ত্যাগ সহ-কারে বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সৎ এই শব্দ সদ্ভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মত্বে এবং সাধুভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞত্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আবার মাঙ্গলিক কর্ম্মেও ঐ সৎ শব্দের প্রয়োগ হয়। যজ্ঞে তপস্যাতে ও দানে যে তাহাদিগের নিষ্ঠা, তাহা-কেও সৎ বলা হয়। আর পরমাত্মার উদ্দেশে যে কর্ম্ম, তাহাকেও

সৎই বলা যায়। অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক যজ্ঞ, দান এবং অনুষ্ঠিত তপস্যা বা অপর যে কিছু কর্ম্ম, সে সকলই অসৎ। ঐ অসৎ কর্ম্ম. কি পরলোকে, কি ইহলোকে, কুত্রাপি সফল হয় না।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষযোগ।

অর্জ্জুন বলিলেন, হৃষীকেশ, সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, কাম্য কর্ম্ম সকলের পরিত্যাগকে সন্ন্যাস এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলা হয়। কোন কোন জ্ঞানী কর্ম্ম-মাত্রই দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য বলিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, এই তিনটি কর্ম্মকে ত্যাজ্য বলেন না। ঐ ত্যাগের সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। ত্যাগ সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ। চিত্তশুদ্ধিকর যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাজ্য নহে; পরন্তু কর্ত্তব্য। তবে ঐগুলি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ সহকারেই অনুষ্ঠেয়। নিত্যনৈমিত্তিকাদি নিয়ত কর্ম্ম সকলের ত্যাগ অনুচিত। মোহবশতঃ উহাদের ত্যাগ, তামস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। দুঃখকর ভাবিয়া কায়ক্লেশভয়ে কর্ম্মের ত্যাগ রাজস বলিয়া গণ্য। রাজস ত্যাগের ফল পাওয়া যায় না। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ পূর্ব্বক, কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্মের অনুষ্ঠানই সাত্ত্বিক ত্যাগ। ধৃতিধীর, মেধাবী, সংশয়রহিত, ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখকর কর্ম্মকে দ্বেষ করেন না বা সুখকর কর্ম্মেও আসক্ত হয়েন না। শরীরধারী পুরুষ নিঃশেষে কর্ম্ম-ত্যাগ করিতে অসমর্থ; অতএব কর্ম্মফলত্যাগই ত্যাগ। যাঁহারা কর্ম্ম-ফল ত্যাগ করেন নাই, সেই সকাম কর্ম্মী সকল মৃত্যুর পর নারকিত্ব, দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব, এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ত্যাগী বা সন্ন্যাসী কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহারা উক্ত ত্রিবিধ ফল

অতিক্রম করেন। বেদান্তশাস্ত্রে সকল কর্ম্মের নিষ্পত্তির প্রতি পাঁচটি কারণ উক্ত হইয়াছে। শরীর, জীব, পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার বিশিষ্ট অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার সকল ও দৈব, সাকল্যে কর্ম্মের কারণ এই পাঁচটি। মনুষ্য শরীর দ্বারা বাক্য দ্বারা বা মন দ্বারা যে শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম আরম্ভ করে, এই পাঁচটি তাহার কারণ। এইরূপে কারণ পাঁচটি হইলেও, যে কেবল আত্মা-কেই কর্ত্তা দেখে, অজ্ঞত্ব প্রযুক্ত সেই দুর্ম্মতি সম্যক্ দেখে না। যাহার মনে অহঙ্কারের ভাব উত্থিত হয় না, যাহার বুদ্ধি কর্ম্মসমূহে লিপ্ত হয় না, সে এই সমস্ত লোক হনন করিয়াও হনন করে না বা হনন-রূপ কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই তিনটি কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু। আর কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ, এই তিনটি কর্ম্মের আশ্রয়। গুণভেদে জ্ঞান, কর্ত্তা ও কর্ম্ম তিন প্রকার উক্ত হইয়া থাকে। যদ্দারা পরস্পর বিভিন্ন ভূত সকলে এক অবিভক্ত অবিনশ্বর ভাব দৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক। সকল ভূতে পৃথক্‌রূপে যে জীবা-ত্মার জ্ঞান এবং যদ্দারা লোক সকলের পৃথক্ পৃথক্ অভিপ্রায় জানা যায়, তাহা রাজস জ্ঞান। আর যাহা একমাত্র লৌকিক কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া পূর্ণবৎ প্রতীত হয়, যাহা তত্ত্বার্থবিরহিত, যাহা স্বাভাবিক ও তুচ্ছ, তাহা তামস জ্ঞান। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্ববর্ণা-শ্রমোচিত, কর্ত্ত্বাভিনিবেশবর্জ্জিত এবং রাগ ও দ্বেষ ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক। ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অহঙ্কারসহকারে অনুষ্ঠিত, বহ্বায়াসসাধ্য কর্ম্ম রাজস। আর ভবিষ্যৎ শুভাশুভ, ধর্ম্মাদির নাশ, হিংসা ও নিজ বল পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরব্ধ হয়, তাহা তামস। মুক্তসঙ্গ, অহঙ্কার-শূন্য, ধৈর্য্যযুক্ত, উৎসাহান্বিত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে বিকাররহিত যে কর্ত্তা, তিনি সাত্ত্বিক। স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত, কর্ম্মফলাভিলাষী, লুব্ধ, হিংসাপরায়ণ, অশুচি ও হর্ষবিষাদযুক্ত কর্ত্তা রাজস। আর অনু-চিতকর্ম্মচারী, প্রকৃতিপরবশ, অবিনীত, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, শোকাকুল ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস। যাহা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য,